অর্থবিদ্যা

অর্থবিদ্যা

সমষ্টিগত বিশ্লেষণ

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটে

ECONOMICS

MACRO ANALYSIS

অলক ঘোষ, এম. এ.

অনিলকুমার বসাক, এম. এ.
অর্থনীতি বিভাগ,

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৯
অফিস: ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ১৯৬৫

প্রচ্ছদ
বিভূতি সেনগুপ্ত

শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
জ্ঞানোদয় প্রেস, ১৭ হায়াৎ খাঁ লেন, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত

ভূমিকা

বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কাল হইতে এবং বিশেষত বিগত দশকে, অর্থবিদ্যার আলোচনা ও বিচার বিশ্লেষণে অনেক নূতন আলোকপাত ঘটিয়াছে, নূতন চিন্তার সূত্রপাত ঘটিয়াছে, নূতনতর তত্ত্বাদির পরীক্ষা নিরীক্ষা চলিয়াছে, নূতন চিন্তার আলোকে নূতন দৃষ্টিতে পুরাতন তত্ত্বসমূহের বিচার বিবেচনা চলিতেছে। কিন্তু বাঙ্‌লা ভাষায় রচিত অর্থবিদ্যার পাঠ্যপুস্তকগুলিতে ইহার অতি অল্পই প্রতিফলিত হইয়াছে বলা যায়।

স্নাতক পর্যায়ে মাতৃভাষায় অর্থবিদ্যার শিক্ষার্থিগণের আরেকটি অসুবিধা এই যে, ত্রিবর্ষ-স্নাতকক্রমে অর্থবিদ্যার যে পাঠক্রম রচিত হইয়াছে এবং উহাতে যে আধুনিক নবতর ধারায় অর্থবিদ্যার পঠনপাঠনের কথা পরিকল্পিত হইয়াছে, অধিকাংশ প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকই উহার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নহে। অথচ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্রগুলি নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসরণে নূতন ধারায় রচিত হইতেছে। ফলে, প্রশ্নপত্র এবং পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে এই অসঙ্গতি বৎসরের পর বৎসর শিক্ষার্থিগণের নিকট যেমন অর্থবিদ্যাকে পাঠ্যবিষয় রূপে অনাবশ্যক ভাবে দুরূহ করিয়া তুলিতেছে, তেমনি প্রতি বৎসরই শিক্ষার্থিগণের মধ্যে প্রশ্নপত্রকে কেন্দ্র করিয়া অসন্তোষ ধূমায়িত হইতেছে। কারণ, যাহা প্রশ্নপত্রে জানিতে চাওয়া হয়, বাঙ্‌লা ভাষায় রচিত অর্থবিদ্যার প্রায় কোন পাঠ্যপুস্তকেই ঠিক তেমনি ভাবে বিষয়বস্তুর আলোচনা পাওয়া যায় না।

ইহা ছাড়া আছে ভাষার অসুবিধা। মাতৃভাষায় রচিত হইলেই যে স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থিগণের পক্ষে কোন পুস্তক সহজবোধ্য হইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কারণ মাতৃভাষায় বা যে কোন ভাষায় রচনা এবং সহজবোধ্য আলোচনা এক নহে। এবিষয়ে আরেকটি অসুবিধা হইল ইংরেজি ভাষায় প্রশ্নপত্র রচনা এবং বাঙ্‌লা ভাষায় পঠনপাঠন। ফলে পরীক্ষার সময় প্রশ্নপত্রের মর্মার্থ অনুধাবনে অসুবিধা পরীক্ষার্থি-গণের অসন্তোষে ইন্ধন যোগায়। অবশ্য আশা করা যায় যে আগামী বৎসর হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অন্ততঃ ইহার প্রতিকার করিবেন।

মাতৃভাষায় অর্থবিদ্যার শিক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থিগণের উপরোক্ত অসুবিধাগুলির কথা বিশেষভাবে মনে রাখিয়াই বর্তমান গ্রন্থকারদ্বয় অর্থবিদ্যার এই পুস্তকটি রচনায় উদ্যোগী হইয়াছেন।

ত্রিবর্ষ পাঠক্রম অনুসারে স্নাতক মানের এই পুস্তকটি রচনা করিতে গিয়া, ইহাতে এক সম্পূর্ণ নূতন ধারা অনুসরণ করা হইয়াছে। ফলে, স্নাতক পর্যায়েও শিক্ষার্থিগণ ইহা দ্বারা অর্থবিদ্যার সর্বাধুনিক প্রচলিত ভাবধারার সংস্পর্শে আসিতে সক্ষম হইবেন।

কিন্তু আলোচনার মান ও সর্বাধুনিকতা বজায় রাখিতে গিয়া কোথাও ভাষার ত্রুটিতে আলোচনা ও ব্যাখ্যা যেন দুরূহ বা দুর্বোধ্য না হইয়া পড়ে সেদিকে অতিশয় যত্ন লওয়া হইয়াছে। এজন্য আলোচনা পদ্ধতিতেও বিশেষ যত্ন ও সতর্কতা গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি তত্ত্বের মূলে বক্তব্যগুলি সরল ভাবে বর্ণনার পর যে সকল শর্তের উপর উহা নির্ভরশীল তাহা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনার সহিত উহাদের তাৎপর্যগুলিও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অতঃপর ধাপে ধাপে তত্ত্বটি নানা দৃষ্টান্ত এবং প্রয়োজনবোধে রেখাচিত্রের সাহায্যে সহজবোধ্য করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং সর্বত্রই প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিকে বিশদভাবে ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়কে সংক্ষিপ্তাকারে রাখা হইয়াছে।

পরিশেষে, প্রতি খণ্ডের শেষে প্রতি অধ্যায়ের বিশ্ববিদ্যালয় প্রশ্নাবলীর (১৯৬২ সাল হইতে) বঙ্গানুবাদ দিয়া তৎসহ উত্তর সংকেত নির্দেশ করা হইয়াছে। ফলে, কি বিষয়বস্তু অনুধাবনে, কি নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে শিক্ষার্থী ও

পরীক্ষার্থিগণের এযাবৎ অনুভূত অসুবিধাগুলির সবিশেষ ভাবেই দূর করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থকারদ্বয় কতটা সফল হইয়াছেন তাহা শিক্ষার্থী ও পাঠক-গণের বিচার্য।

শেষ কথা এই যে, অর্থবিদ্যার কলা ও বাণিজ্য স্নাতক পর্যায়ে যে পৃথক পাঠক্রম রহিয়াছে তাহা সামগ্রিক ভাবে অর্থবিদ্যার ব্যষ্টিগত বিশ্লেষণ (মূল্যতত্ত্ব) এবং সমষ্টিগত বিশ্লেষণ (আয় ও নিয়োগতত্ত্ব, অর্থ ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, সরকারী আয়, ব্যয়, ঋণ ব্যবস্থা ইত্যাদি), এই দুই অংশে বিভক্ত।

কলাস্নাতক শিক্ষাক্রমে প্রথম অংশটি (ব্যষ্টিগত অর্থবিদ্যা) প্রথম পত্র (First Paper) এবং দ্বিতীয় অংশটি (সমষ্টিগত অর্থবিদ্যা) দ্বিতীয় পত্র (Second Paper)। কিন্তু বাণিজ্য স্নাতক শিক্ষাক্রমে উভয় অংশ লইয়া অর্থবিদ্যার প্রথম পত্র (First Paper)। **বর্তমান গ্রন্থটি কলাস্নাতক পাঠক্রমের দ্বিতীয় পত্রের উপযোগী,** আর **বর্তমান গ্রন্থটি এবং বর্তমান গ্রন্থকারদ্বয়ের পূর্বপ্রকাশিত 'অর্থবিদ্যা-ব্যষ্টিগত বিশ্লেষণ' গ্রন্থটি, একত্রে, বাণিজ্য স্নাতক পাঠক্রমের প্রথম পত্রের** (First Paper) **উপযোগী।**

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমান দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহরিপদ মুখোপাধ্যায় ও বিদ্যোদয় লাইব্রেরী (প্রাঃ) লিমিটেডের বিভিন্ন বিভাগের কর্মিগণ গ্রন্থটির দ্রুত ও সুচারু মুদ্রণে অক্লান্ত সাহায্য করিয়া গ্রন্থকারদ্বয়কে অশেষ ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন।

অলক ঘোষ
অনিলকুমার বসাক

বিষয়-সূচী

আর্থিক অর্থবিদ্যা : সমষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণ
MONETARY ECONOMICS : MACRO-ECONOMIC ANALYSIS

প্রথম খণ্ড : আয় নিয়োগ ও অর্থনীতিক স্থিতি
PART ONE : INCOME EMPLOYMENT AND ECONOMIC STABILITY

অধ্যায়

১ **জাতীয় আয়** ১—৯ পৃষ্ঠা
NATIONAL INCOME

জাতীয় আয় কাহাকে বলে ১ জাতীয় আয়ের পরিমাপ ১ জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতিসমূহ ৩ উপাদান-আয় সমষ্টি পদ্ধতি ৩ উৎপন্ন সামগ্রীর মূল্য বা ব্যয় সমষ্টি পদ্ধতি ৪ কয়েকটি প্রাসঙ্গিক ধারণা ৬ জাতীয় আয়ের কীনসীয় মৌলিক সমীকরণ-সমূহ ৭ জাতীয় আয় পরিমাপের অসুবিধা ৭ জাতীয় আয় পরিসংখ্যানের তাৎপর্য ৮

২ **আয় ও নিয়োগ তত্ত্বের ভিত্তি** ১০—২২ পৃষ্ঠা
BASIS OF THE THEORY OF INCOME AND EMPLOYMENT

ভূমিকা ১০ ক্লাসিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গী ১১ সে'র বিধি ১২ অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের আয় প্রবাহ-সমীকরণ ভাষ্য ১৩ সে'র তত্ত্বের কীনসীয় সমালোচনা ১৭ কীন্‌সের 'কার্যকর চাহিদা' ও নিয়োগ তত্ত্বের মূল কথা ১৯

৩ **আয় ও নিয়োগ সম্পর্কে কীনসীয় সাধারণ তত্ত্বের রূপরেখা** ২৩—৫৪ পৃষ্ঠা
OUTLINE OF THE GENERAL THEORY OF INCOME AND EMPLOYMENT

ক্লাসিক্যাল পটভূমিকা ২৩ কীন্‌স্ ও নয়া ক্লাসিক্যাল চিন্তাধারা ২৪ ক্লাসিক্যাল চিন্তা-ধারার সহিত কীন্‌সের পার্থক্য ২৪ কীনসীয় তত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ ২৫ কীনসীয় বিশ্লেষণের হাতিয়ারসমূহ ২৭ ভোগ অপেক্ষক বা ভোগ প্রবণতা ২৭ কার্যকর চাহিদা তত্ত্বের পুনর্বিবৃতি : পূর্ণনিয়োগ ও স্বল্পতর নিয়োগের ভারসাম্য ৩৩ পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা ৩৪ সুদের হার ৩৭ গুণক ৪০ ত্বরণতত্ত্ব ৪৬ কীনসীয় সাধারণ তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ৪৮ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ দ্বারা কিরূপে আয় নির্ধারিত হয় ৪৯

৪ **সঞ্চয় বিনিয়োগ বিতর্ক** ৫৫—৬০ পৃষ্ঠা
THE SAVINGS INVESTMENT CONTROVERSY

বিতর্কের বিষয়বস্তু : সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পরের সমান কি না ৫৫ সঞ্চয়ের কীনসীয় সংজ্ঞা ৫৫ বিনিয়োগের কীনসীয় সংজ্ঞা ৫৬ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সদা সমতা ৫৭ ভারসাম্য বিন্দুতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতা ৫৭ সঞ্চয় বিনিয়োগ বিতর্কের কারণ কি ৫৯

৫ **বাণিজ্য চক্র ও কর্মহীনতা** ৬১—৮৮ পৃষ্ঠা
BUSINESS OR TRADE CYCLE & UNEMPLOYMENT

অর্থনীতিক সংকোচন ও সম্প্রসারণ ৬১ বাণিজ্য বা কারবারী চক্র ৬২ বাণিজ্যচক্রের পর্যায় সমূহ ৬৩ বাণিজ্য চক্রের তত্ত্বসমূহ ৬৭ অনার্থিক তত্ত্বসমূহ : জেভোন্‌স্ ৬৭ পিগু ৬৭ স্যুম্পিটার ৬৭ বাণিজ্য চক্রের আর্থিক তত্ত্বসমূহ ৬৮ হ্রের বিশুদ্ধ আর্থিক তত্ত্ব ৬৮ বাণিজ্য চক্রের কীনসীয় তত্ত্ব ৭১ হিক্‌সের অনার্থিক তত্ত্ব ৭৬ কর্মহীনতা ৮০ কর্ম-হীনতার প্রকারভেদ ও কারণসমূহ ৮১ কুফল ৮১ অগ্রসর ও স্বল্পোন্নত দেশে কর্মহীনতার প্রকৃতি ৮২ পূর্ণনিয়োগ ৮৩ কর্মহীনতা সমাধানের উপায়সমূহ ৮৩ পূর্ণনিয়োগ লাভের তিনটি উপায় ৮৪ বেসরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধির দ্বারা কার্যকর চাহিদা বৃদ্ধি : আর্থিক নীতি, উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতা ৮৫ ভোগব্যয় বৃদ্ধির দ্বারা কার্যকর চাহিদা

বৃদ্ধিঃ ফিস্ক্যাল নীতির কার্যকারিতা ৮৬ সরকারী ব্যয়ে সরকারী বিনিয়োগ ও গণভোগ বৃদ্ধির দ্বারা কার্যকর চাহিদা বৃদ্ধি ঃ 'পাম্প প্রাইমিং' ও 'কম্পেনসেটরি স্পেণ্ডিং' ও উহাদের সীমাবদ্ধতা ৮৭—৮৮

৬ **বাণিজ্য চক্রনিয়ন্ত্রণ : স্থিতিলাভের আর্থিক ও ফিস্ক্যাল নীতিসমূহ** ৮৯—৯৬ পৃষ্ঠা
CONTROL OF BUSINESS CYCLES: MONETARY-FISCAL POLICIES FOR STABILISATION.

লক্ষ্য ও উপায়সমূহ ৮৯ **ভোগ এবং বেসরকারী বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ** ৮৯ ভোগব্যয়ের স্থিতি প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি ৮৯ বেসরকারী বিনিয়োগে স্থিতি প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি ৯০ উপযুক্ত **মজুরি ও দাম নীতি** ৯১ **আর্থিক নীতি** ৯২ বাণিজ্যচক্র বিরোধী 'পূরক' ফিস্ক্যাল নীতি ৯৩ হস্তান্তর ব্যয় ৯৪ পাবলিক ওয়ার্ক্স্ পলিসি বা লোক কর্মনীতি ৯৪

প্রশ্নাবলী ও উত্তরসংকেত

১	জাতীয় আয়	৯৬ পৃষ্ঠা
২	আয় ও নিয়োগ তত্ত্বের ভিত্তি ...	৯৬ "
৩	আয় ও নিয়োগ সম্পর্কে কীনসীয় সাধারণ তত্ত্বের রূপরেখা	৯৬ "
৪	সঞ্চয় বিনিয়োগ বিতর্ক ..	৯৭ "
৫	বাণিজ্যচক্র ও কর্মহীনতা ...	৯৭ "
৬	বাণিজ্যচক্র নিয়ন্ত্রণ ঃ স্থিতিলাভের আর্থিক ও ফিস্ক্যাল নীতিসমূহ	৯৮ "

দ্বিতীয় খণ্ড : অর্থ ও ব্যাঙ্কব্যবস্থা

PART TWO : MONEY AND BANKING

অধ্যায়

৭ **অর্থের মূল্য ও উহার পরিমাপ** ১০১—১১৫ পৃষ্ঠা
VALUE OF MONEY AND ITS MEASUREMENT

অর্থের সংজ্ঞা ১০১ তিন প্রকারের অর্থ ১০১ অর্থের কার্যাবলী ১০২ অর্থের তাৎপর্য ১০৩ **দামস্তর ও অর্থের মূল্য** ১০৪ অর্থের মূল্য নির্ধারণ ঃ অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব ১০৪ পরিমাণ তত্ত্বের মূল অনুমিত শর্ত দুইটি ১০৫ অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের নগদ লেন-দেন ভাষ্য ও ফিশারের সমীকরণ ১০৫ নগদ লেনদেন ভাষ্য ও ফিশারের সমীকরণের সমালোচনা ১০৬ অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের নগদ তহবিল ভাষ্য ও কেম্ব্রিজ সমীকরণ ১০৮ দুইটি ভাষ্য ও সমীকরণের তুলনা ১০৯ নগদ তহবিল ভাষ্য বা কেম্ব্রিজ সমীকরণের শ্রেষ্ঠত্ব ১০৯ অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের মূল্যায়ন ১০৯ **দামস্তরের সূচকসংখ্যা** ১১২ সূচক-সংখ্যা কাহাকে বলে ১১২ সূচকসংখ্যা কিভাবে প্রস্তুত করিতে হয় ১১২ সূচকসংখ্যার উপযোগিতা ১১৪ সূচকসংখ্যা প্রস্তুতের অসুবিধাসমূহ ১১৪

৮ **মুদ্রাস্ফীতি ও উহার নিয়ন্ত্রণতত্ত্ব** ১১৬—১২৮ পৃষ্ঠা
THEORY OF INFLATION AND ITS CONTROL

মুদ্রাস্ফীতি কাহাকে বলে ১১৬ মুদ্রাস্ফীতিমূলক ফাঁক ১১৭ মুদ্রাস্ফীতির প্রকারভেদ ১১৮ খরচ-বৃদ্ধি ও চাহিদা-বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি ঃ মুদ্রাস্ফীতির প্রক্রিয়া ১১৯ চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ১১৯ উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি ১২০ চাহিদা বৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি ও খরচ বৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি পার্থক্য করার গুরুত্ব ১২১ মুদ্রা সংকোচন ১২২ মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রা সংকোচনের প্রতিক্রিয়া ১২২ উৎপাদনের উপর প্রতিক্রিয়া ১২২ আয় বন্টনের উপর প্রতিক্রিয়া ১২২ মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রা সংকোচনের মধ্যে কোন্‌টি অধিক মন্দ ১২৩ মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের আর্থিক-ফিস্ক্যাল নীতিসমূহ

১২৩ অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণের বিধি ব্যবস্থা ১২৪ আর্থিক নীতির সীমাবদ্ধতা ১২৫ ভোগ নিয়ন্ত্রণের বিধি ব্যবস্থা ১২৫ উৎপাদন বৃদ্ধির বিধি ব্যবস্থা ১২৬ ধীরগতিতে দামস্তর বৃদ্ধির সপক্ষে ও বিপক্ষে বক্তব্য ১২৭

৯ ঋণ ও ব্যাঙ্কব্যবস্থা — ১২৯—১৪০ পৃষ্ঠা
CREDIT AND BANKING

ঋণ কাহাকে বলে ১২৯ ঋণের প্রকারভেদ ১৩০ ঋণের যন্ত্রসমূহ বা ঋণপত্রসমূহ ১৩০ ঋণপত্র ও ঋণের কার্যাবলী বা সুবিধা এবং অসুবিধা ১৩১ ব্যাঙ্ক ঋণ বা ব্যাঙ্ক-অর্থ বা আমানতী অর্থ ১৩২ ব্যাঙ্কগুলি কিভাবে ঋণ (অর্থ বা আমানত) সৃষ্টি করে ১৩২ ব্যাঙ্ক ঋণ বা আমানতের সম্প্রসারণ (সৃষ্টি) ১৩৩ আমানত সৃষ্টির সীমা ১৩৬ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কার্যাবলী ১৩৭ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কেব কারবাবী নীতিসমূহ ১৩৮

১০ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কব্যবস্থা — ১৪১—১৫৬ পৃষ্ঠা
CENTRAL BANKING

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রয়োজন কি ১৪১ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্যাবলী ১৪২ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক (ব্যাঙ্ক) ঋণ নিয়ন্ত্রণের বিবিধ পদ্ধতি ১৪৪ পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ১৪৪ পরিমাণগত ঋণ-নিয়ন্ত্রণের উপায়সমূহ ১৪৫ ব্যাঙ্কবেট নীতি ১৪৫ খোলাবাজারী লেনদেন বা সরকারী ঋণপত্রের ক্রয়বিক্রয় নীতি ১৪৭ ব্যাঙ্করেটের সহিত খোলাবাজারী লেনদেনের তুলনা ১৪৯ পরিবর্তনীয় সংরক্ষিত অনুপাতের নীতি ১৪৯ ঋণের পরিমাণ-গত নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সাধারণ উপসংহার ১৫১ গুণগত ও বিচারমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ ১৫২ বিচারমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণের প্রধান অস্ত্রসমূহ ১৫৩ উপসংহার ১৫৪ বৃটিশ ও মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাব তুলনা ১৫৫

১১ বিবিধ মুদ্রামান ব্যবস্থাসমূহ — ১৫৭—১৭৫ পৃষ্ঠা
MONETARY SYSTEMS

মুদ্রামান ব্যবস্থা কাহাকে বলে ১৫৭ মুদ্রামান ব্যবস্থার প্রকার ভেদ ১৫৭ **কাগজী মুদ্রা প্রচলনের বিবিধ পদ্ধতি** ১৫৮ 'ফিক্সড্ ফিডিউসিয়ারী সিস্টেম' ১৫৯ আনুপাতিক জামিনের পদ্ধতি ১৫৯ 'ম্যাক্সিমাম ফিডিউসিয়ারী সিস্টেম' ১৬০ ন্যূনতম জমার পদ্ধতি ১৬০ **স্বর্ণমান** ১৬১ প্রকারভেদ ১৬২ বৈশিষ্ট্য ১৬২ কার্যপ্রক্রিয়া : স্বর্ণপ্রবাহ-দাম প্রক্রিয়া ১৬৩ সাফল্যের শর্তাবলী ১৬৫ স্বর্ণমানের সুবিধা ১৬৬ ত্রুটি ১৬৬ স্বর্ণমানের পতনের কারণ ১৬৬ **স্বর্ণমান হইতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার** ১৬৮ স্বর্ণমান ও আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের তুলনা ১৬৮ **আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার** ১৬৯ আন্তর্জাতিক **মুদ্রা ভাণ্ডার ও আন্তর্জাতিক তারল্য বা নগদ অর্থ** ১৭২ বিশ্বব্যাঙ্ক ১৭৩

প্রশ্নাবলী ও উত্তরসংকেত

৭	অর্থের মূল্য ও উহার পরিমাপ	...	১৭৫ পৃষ্ঠা
৮	মুদ্রাস্ফীতি ও উহার নিয়ন্ত্রণ তত্ত্ব	...	১৭৬ ,,
৯	ঋণ ও ব্যাঙ্কব্যবস্থা	.	১৭৭ ,,
১০	কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কব্যবস্থা	..	১৭৮ ,,
১১	বিবিধ মুদ্রামান ব্যবস্থাসমূহ	...	১৭৮ ,,

তৃতীয় খণ্ড : আন্তর্জাতিক অর্থনীতি
PART THREE : INTERNATIONAL ECONOMICS

১২ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্ব — ১৮১—১৯৩ পৃষ্ঠা
INTERNATIONAL TRADE THEORY

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কাহাকে বলে ১৮১ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণ (সুবিধা বা উপকার) ১৮১ আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি? স্বতন্ত্র তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা ১৮২ ও'লীন ও আধুনিক পণ্ডিতগণের মত ১৮৩ বিভিন্ন

দেশের মধ্যে বাণিজ্য ঘটে কেন : আপেক্ষিক খরচ বিধি ১৮৫ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আধুনিক তত্ত্ব: ওলীনের তত্ত্ব ১৮৮ বাণিজ্যের হার ১৯১ বাণিজ্যের হার কি ভাবে নির্ধারিত হয় ১৯২

১৩ বাণিজ্য নীতি — ১৯৪—২০৩ পৃষ্ঠা
TRADE POLICY

অবাধ বাণিজ্যের সুফল ও ত্রুটি ১৯৪ সংরক্ষণ নীতি বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিধি নিষেধ আরোপের নীতি ১৯৫ সংরক্ষণ নীতি: শুল্ক সংরক্ষক ১৯৭ সংরক্ষণ নীতির সমর্থনে অনর্থনীতিক যুক্তি ১৯৮ সংরক্ষণ নীতির সমর্থনে বিভ্রান্তিকর অসার যুক্তি ১৯৮ সংরক্ষণের সমর্থনে অর্থনীতিক যুক্তি ২০১

১৪ লেনদেনের উদ্বৃত্তের সমস্যাসমূহ — ২০৪—২২৬ পৃষ্ঠা
BALANCE OF PAYMENTS PROBLEMS

লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাব কাহাকে বলে ২০৪ লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবের বিবিধ খাতের বিশ্লেষণ ২০৫ বাণিজ্যখাত বা আয় খাতের লেনদেনসমূহ ২০৬ বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত ২০৬ হস্তান্তর খাত বা মূলধনী খাতের লেনদেনসমূহ ২০৭ লেনদেনের উদ্বৃত্ত ২০৮ লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবের দু'টি দিক সর্বদাই পরস্পরের সমান হয় কিরূপে ২০৮ লেনদেনের উদ্বৃত্তের ভারসাম্য, ভারসাম্যের অভাব ও মৌলিক ভারসাম্যের অভাব ২১০ লেনদেনের উদ্বৃত্তের ভারসাম্যের অভাবের কারণ ২১৩ লেনদেনের উদ্বৃত্তের অভারসাম্য দূরীকরণের প্রক্রিয়া: তত্ত্বসমূহ ২১৩ লেনদেনের উদ্বৃত্তের উপর বিনিময় হার হ্রাসের ফলাফল ২১৭ আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্বৃত্তে ভারসাম্য পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থাসমূহ ২১৯ মুদ্রার অবমূল্যায়ন ও উহার ফলাফল ২২২ প্রত্যক্ষ সরকারী হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ দ্বারা ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা ২২৫

১৫ মুদ্রার বহির্বিনিময় হার — ২২৭—২৪১ পৃষ্ঠা
THE RATE OF EXCHANGE

মুদ্রার বহির্বিনিময় হার কাহাকে বলে ২২৭ বিদেশী মুদ্রা ও বিদেশী মুদ্রার বাজার ২২৮ মুদ্রা বিনিময়ের ভারসাম্য হার ২২৮ মুদ্রা বিনিময়ের ভারসাম্য হার কিভাবে নির্ধারিত হয় ২২৯ স্বর্ণমান তত্ত্ব ২২৯ ক্রয়ক্ষমতার সমতার তত্ত্ব ২৩০ বিনিময় হার নির্ধারণের লেনদেনের উদ্বৃত্তের তত্ত্ব বা আধুনিক তত্ত্ব ২৩৪ বিনিময় হারের ওঠানামার কারণ ২৩৫ মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ২৩৬

প্রশ্নাবলী ও উত্তরসংকেত

১২ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্ব ... ২৪১ পৃষ্ঠা
১৩ বাণিজ্য নীতি .. ২৪৩ „
১৪ লেনদেনেব উদ্বৃত্তের সমস্যাসমূহ ... ২৪৩ „
১৫ মুদ্রার বহির্বিনিময় হার ... ২৪৪ „

চতুর্থ খণ্ড : সরকারের আর্থিক সংস্থান
PART FOUR : GOVERNMENT FINANCES

১৬ কর সংক্রান্ত সমস্যাসমূহ — ২৪৭—২৬১ পৃষ্ঠা
TAXATION PROBLEMS

সরকারের অর্থসংস্থানের বিবিধ উৎস ২৪৭ কর কাহাকে বলে ২৪৭ কর ধার্যের উদ্দেশ্য ২৪৮ করেকটি শব্দার্থ ২৪৮ করনীতিসমূহ ২৪৯ করভার বণ্টনে ন্যায় বিচার ২৫১ প্রগতিশীল বনাম সমানুপাতিক কর ২৫৩ কর সঞ্চালন ও করপাত ২৫৫ পণ্য করের কর সঞ্চালন ও করপাত নির্ধারক বিষয় বা নীতিসমূহ ২৫৭ আয়করের সঞ্চালন ও করপাত নির্ধারণকারী শক্তি বা নীতিসমূহ ২৫৯ একচেটিয়া কারবারীর উপর ধার্য করের

করভারের সঞ্চালন ও করপাত নির্ধারক শক্তি বা নীতিসমূহ ২৫৯ প্রত্যক্ষ কর বনাম পরোক্ষ কর ২৬০

১৭ **সরকারী ঋণ ও সরকারী ব্যয়** ২৬২—২৭২ পৃষ্ঠা
PUBLIC BORROWING AND PUBLIC EXPENDITURE

সরকারী ঋণ ২৬২ সরকারী ঋণ কাহাকে বলে ২৬২ বেসরকারী ঋণ ও সরকারী ঋণের তুলনা ২৬২ সরকারী ঋণ বৃদ্ধির কারণ এবং সপক্ষে যুক্তি ২৬৩ সরকারী ঋণের বোঝা বা ভার ২৬৪ সরকারী ব্যয় ২৬৭ সরকারের ব্যয় বৃদ্ধির কারণ ২৬৭ সরকারী ব্যয়ের প্রকারভেদ ২৬৮ সরকারী ব্যয়ের ফলাফল ২৬৯ উৎপাদনের উপর সরকারী ব্যয়ের ফলাফল ২৭০ নিয়োগস্তরের উপর সরকারী ব্যয়ের ফলাফল ২৭১ আয়স্তরের উপর সরকারী ব্যয়ের ফলাফল ২৭১

১৮ **বাজেটের পটভূমিকায় যুদ্ধ ও অর্থনীতিক উন্নয়নের অর্থসংস্থান** ২৭৩—২৮১ পৃষ্ঠা
WAR FINANCE AND DEVELOPMENTAL FINANCE IN THE CONTEXT OF BUDGETING

সরকারের ভাবী আয় ব্যয়ের অনুমিত হিসাব বা বাজেট ২৭৩ ভারসাম্য, উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি বাজেট ২৭৩ যুদ্ধের অর্থসংস্থান ২৭৪ কর রাজস্বের দ্বারা যুদ্ধের অর্থসংস্থানের সুবিধা ও অসুবিধা ২৭৪ ঋণ দ্বারা যুদ্ধের অর্থসংস্থানের সুবিধা ও অসুবিধা ২৭৫ ঘাটতি ব্যয়ের দ্বারা যুদ্ধের অর্থসংস্থানের সুবিধা ও অসুবিধা ২৭৬ অর্থনীতিক উন্নয়নের অর্থসংস্থান ২৭৭ অর্থনীতিক উন্নয়নের অর্থসংস্থান বলিতে কি বুঝায় ২৭৭ অর্থনীতিক উন্নয়নের অর্থসংস্থানের উপায় বা কৌশল ২৭৮ কর রাজস্ব দ্বারা অর্থনীতিক উন্নয়নের অর্থসংস্থান : সুবিধা ও অসুবিধা ২৭৯ ঋণ দ্বারা উন্নয়নমূলক কার্যাবলীর অর্থসংস্থান: সুবিধা ও অসুবিধা ২৮০ ঘাটতি ব্যয়ের দ্বারা উন্নয়নমূলক কার্যাবলীর অর্থসংস্থান: সুবিধা ও অসুবিধা ২৮০—২৮১

প্রশ্নাবলী ও উত্তরসংকেত

১৬ কর সংক্রান্ত সমস্যাসমূহ ... ২৮২ পৃষ্ঠা
১৭ সরকারী ঋণ ও সবকারী ব্যয় .. ২৮৩ „
১৮ বাজেটের পটভূমিকায় যুদ্ধ ও অর্থনীতিক উন্নয়নের অর্থসংস্থান ... ২৮৩ „

পঞ্চম খণ্ড : অর্থনীতিক বিকাশ তত্ত্ব
PART FIVE : GROWTH ECONOMICS

১৯ **অর্থনীতিক বিকাশ ও পরিকল্পনা** ২৮৭—২৯৭ পৃষ্ঠা
ECONOMIC GROWTH AND PLANNING

অর্থনীতিক উন্নয়ন ও বিকাশ ২৮৭ অর্থনীতিক বিকাশের তত্ত্বসমূহ ২৮৮ ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব ২৮৮ কীনসীয় তত্ত্ব ২৮৯ সাম্প্রতিক তত্ত্বসমূহ : হ্যারড-ডোমার মডেল ২৮৯ যোয়ান রবিনসনের মডেল ২৯১ পরিকল্পনার কৌশল : ভারসাম্যবিশিষ্ট ও অভারসাম্য-বিশিষ্ট পরিকল্পনা ২৯৩ সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা পদ্ধতি : নির্দেশাত্মক পরিকল্পনা ২৯৫ ফরাসী পরিকল্পনা ২৯৬

প্রশ্নাবলী ও উত্তরসংকেত

১৯ অর্থনীতিক বিকাশ ও পরিকল্পনা ... ২৯৭ পৃষ্ঠা

প্রথম খণ্ড

আয় নিয়োগ ও অর্থনৈতিক স্থিতি
INCOME EMPLOYMENT & ECONOMIC STABILITY

অধ্যায়

১ জাতীয় আয়
NATIONAL INCOME

২ আয় ও নিয়োগ তত্ত্বের ভিত্তি
BASIS OF THE THEORY OF INCOME AND EMPLOYMENT

৩ আয় ও নিয়োগ সম্পর্কে কীনসীয় সাধারণ তত্ত্বের রূপরেখা
OUTLINE OF THE GENERAL THEORY OF INCOME AND EMPLOYMENT

৪ সঞ্চয় বিনিয়োগ বিতর্ক
THE SAVINGS INVESTMENT CONTROVERSY

৫ বাণিজ্যচক্র ও কর্মহীনতা
BUSINESS OR TRADE CYCLE & UNEMPLOYMENET

৬ বাণিজ্যচক্র নিয়ন্ত্রণ : স্থিতিলাভের আর্থিক ও ফিস্ক্যাল নীতিসমূহ
CONTROL OF BUSINESS CYCLES MONETARY-FISCAL POLICIES FOR STABILISATION

১

জাতীয় আয়
NATIONAL INCOME

[**আলোচ্য বিষয়ঃ** জাতীয় আয় কাহাকে বলে—জাতীয় আয়ের পরিমাপ—জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতি—উপাদান-আয় সমষ্টি পদ্ধতি—উৎপন্ন সামগ্রীর মূল্য বা ব্যয় সমষ্টি পদ্ধতি—কয়েকটি প্রাসঙ্গিক ধারণা—জাতীয় আয় পরিমাপের অসুবিধা—জাতীয় আয় পরিমাপের গুরুত্ব—জাতীয় আয়ের নির্ধারকসমূহ।]

জাতীয় আয় কাহাকে বলে?
WHAT IS NATIONAL INCOME?

সমষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণ তত্ত্বে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ সমষ্টিগত বিষয়গুলি হইতেছে জাতির মোট ভোগ, মোট বিনিয়োগ, মোট কর্মসংস্থান এবং জাতীয় আয় ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে জাতীয় আয়ের ধারণাটিকে সমষ্টিগত অর্থবিদ্যার একটি মূল ভিত্তি বলা যায়। শুধু তাহাই নহে, সমগ্র অর্থবিদ্যার যাবতীয় মৌলিক ধারণাগুলির মধ্যে জাতীয় আয়ের ধারণাটিকে সর্বপ্রধান ধারণাগুলির অন্যতম বলিয়া গণ্য করা যায়। জাতীয় আয়ের উপাদানগুলির বিশ্লেষণ ও উহার পরিমাপের পদ্ধতিকে সমষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণ ক্ষেত্রে প্রবেশের চাবিকাঠি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

কিন্তু, জাতীয় আয় বলিতে কি বুঝায়? অধ্যাপক পিগুর[১] কথায়, জাতীয় আয় হইলঃ "বিদেশ হইতে উপার্জিত আয় সমেত, সমাজের বস্তুগত আয়ের সেই অংশ যাহা অর্থদ্বারা পরিমাপ করা যায়।"[২] অধ্যাপক স্যামুয়েলসনের ভাষায় জাতীয় আয় হইলঃ "একটি সমাজের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের বার্ষিক সর্বমোট প্রবাহের আর্থিক পরিমাপ।"[৩] সহজ কথায়, একটি নির্দিষ্ট কালে (যথা, এক বৎসরে) একটি দেশের যাবতীয় উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের আর্থিক মূল্যই উহার জাতীয় আয়।

বলা বাহুল্য, মানুষের নিত্য অভাব দূর করিবার জন্য সমাজে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের উৎপাদন প্রচেষ্টা একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের উৎপাদনকে বহতা নদীর ন্যায় একটি প্রবাহ বলিয়া গণ্য করা হয়। সে হিসাবে উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের আর্থিক মূল্য বা **জাতীয় আয়ও একটি অবিরাম প্রবাহ-স্বরূপ।**

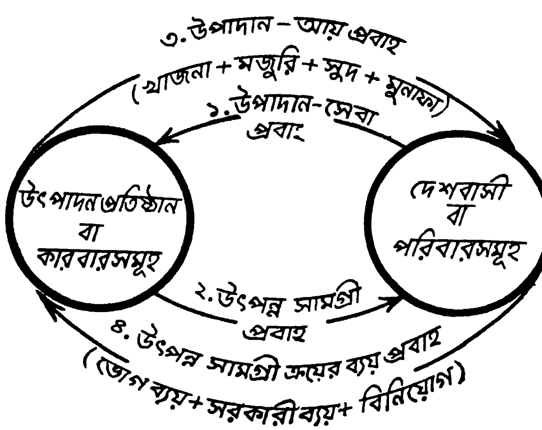
জাতীয় আয়ের পরিমাপ
MEASUREMENT OF NATIONAL INCOME

মূলধারণা[৪]ঃ বাস্তবে জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতি জটিল হইলেও, ইহার

1. A. C. Pigou.
2. "....that part of the objective income of the community including, of course, income derived from abroad, which can be measured in money."—A.C. Pigou.
3. "It is the loose name we give the money measure of the over-all annual flow of goods and services in an economy."—Samuelson.
4. The basic concept.

অন্তর্নিহিত ধারণাটি কিন্তু সহজ ও সরল। মানুষের নিত্য অভাব দূর করিবার জন্য অবিরাম বিবিধ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের যে উৎপাদন ঘটিতেছে, তাহাতে দেশবাসী বা দেশের পরিবার সমূহ উপাদানের মালিক হিসাবে উপাদান-সেবা বা কারকসমষ্টির যোগান দিয়া চলিয়াছে তাহারা যে পরিমাণে উপাদান-সেবাসমূহের যোগান দিতেছে সে-পরিমাণে দেশে নানারূপ দ্রব্য সামগ্রীর ও সেবাকর্মের উৎপাদন ঘটিতেছে। ১·১নং রেখাচিত্রে (পরিবারসমূহের নিকট হইতে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট যোগান দেওয়া) উপাদান-সেবা প্রবাহ (১নং

১·১নং রেখাচিত্র



দেখান হইয়াছে। এই উপাদান-সেবা প্রবাহ দ্বারা যে সামগ্রী উৎপন্ন হইতেছে (২নং প্রবাহ) তাহাই পরিবারসমূহ সকলে মিলিয়া ভোগ করিতেছে। সুতরাং ১নং প্রবাহ (উপাদান-সেবা) এবং ২নং প্রবাহ (উৎপন্ন সামগ্রী) পরস্পরের সমান। এই দুইটি হইতেছে প্রকৃত প্রবাহ[5]। ইহাদের যে কোন একটিকে **প্রকৃত জাতীয় আয়**[6] বলিয়া গণ্য করা যায়। [এবার আমরা যদি **ধরিয়া লই** যে, পরিবারগুলি যে পরিমাণে উপাদান-সেবার যোগান দেয় উহার সমমূল্যের আর্থিক পারিশ্রমিক তাহারা সকলেই পাইতেছে (অর্থাৎ বিনা আর্থিক পারিশ্রমিকে কাহারও নিকট হইতে উপাদান-সেবা গ্রহণ করা হইতেছে না), তাহা হইলে বলা যায় যে,] উপাদানের মালিকরূপে উপাদানবাজারে পরিবারসমূহ উৎপাদক প্রতিষ্ঠান-গুলির নিকট উপাদান-সেবা বিক্রয় করিয়া উহার বিনিময়ে সমমূল্যের আর্থিক আয় উপার্জন করিতেছে (১নং প্রবাহ=৩নং প্রবাহ)। অপরদিকে, এই আর্থিক আয় লইয়া এবার পরিবারগুলি ভোগকারী রূপে ক্রেতা হিসাবে উৎপন্নসামগ্রীর বাজারে প্রবেশ করিতেছে এবং (আমরা যদি ধরিয়া লই যে, দাম না দিয়া কেহ কিছু কিনিতেছে না ও ভোগ করিতেছে না) তাহাদের আর্থিক আয় সম্পূর্ণ ব্যয় করিয়া উৎপন্ন সামগ্রীগুলি কিনিয়া ভোগ ও ব্যবহার করিতেছে (৩নং প্রবাহ=৪নং প্রবাহ)। অতএব, দেশে যে পরিমাণ দ্রব্য-সামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপন্ন হইতেছে উহার সবটাই বিক্রয় হইয়া যাইতেছে এবং উহার আর্থিকমূল্য উহার বিক্রয়লব্ধ আয়ের সমান অর্থাৎ উহার উপর পরিবারগুলির মোট ব্যয়ের সমান (সুতরাং ২নং প্রবাহ=৪নং প্রবাহ)।

অতএব, আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে এবং

5. Real flows. 6. Real national income.

দেশের সর্বত্র অর্থের ব্যবহার প্রচলিত থাকিলে, ১·১নং রেখাচিত্রের ৪টি প্রবাহই পরস্পরের সমান হইবে। অর্থাৎ,—

উপাদান সেবাসমষ্টি (১নং প্রবাহ) = **উৎপন্ন সামগ্রীসমষ্টি** (২নং প্রবাহ) = **উপাদান আয়সমষ্টি** (৩নং প্রবাহ)=**উৎপন্ন সামগ্রী ক্রয়ের ব্যয়সমষ্টি** (৪নং প্রবাহ)। ইহাদের মধ্যে প্রথম প্রবাহ দুইটি **প্রকৃত প্রবাহ** এবং শেষ প্রবাহ দুইটি **আর্থিক প্রবাহ**।

এইভাবে পরিবারসমূহের নিকট হইতে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের নিকট যে উপাদান-সেবা প্রবাহিত হইতেছে তাহাই বারংবার উপাদানগুলির আর্থিক আয় প্রবাহরূপে পরিবার-গুলির নিকট ফিরিয়া আসিতেছে এবং উহাই আবার পরিবারগুলির ব্যয় প্রবাহরূপে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট ফিরিয়া যাইতেছে ও পরিবারগুলির উপাদান-সেবার দ্বারা উৎপন্ন সামগ্রীগুলি উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট হইতে পরিবারগুলির নিকট প্রবাহিত হইতেছে। এইরূপে উপরোক্ত চারিটি প্রবাহ চক্রাকার গতিতে আবর্তিত হইতেছে[7]। সুতরাং, প্রকৃত প্রবাহ (অর্থাৎ উপাদান-সেবা বা উৎপন্ন সামগ্রীসমষ্টি) কিংবা আর্থিক প্রবাহ (উপাদান আয় বা ব্যয় সমষ্টি), যে ভাবেই আমরা **জাতীয় আয়কে** গণ্য করি না কেন, উহা হইতেছে মূলত **একটি চক্রাকারে আবর্তিত প্রবাহ**[8]।

বাস্তবের বহুবিধ জটিলতামুক্ত (অর্থাৎ সঞ্চয় হয় না, বিনিয়োগ হয় না, সরকারী কর নাই ইত্যাদি), অর্থনীতিক কার্যাবলীর যে সরল ছকটি[9] আমরা এখানে আলোচনা করিলাম, ইহাই জাতীয় আয় পরিমাপের বিবিধ পদ্ধতির মূল ভিত্তি।

জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতিসমূহ[10]ঃ উপরোক্ত আলোচনা হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, জাতীয় আয় বলিতে একটি নির্দিষ্ট কালে কোন দেশের উৎপন্ন মোট দ্রব্য-সামগ্রী ও সেবাকর্মের যে আর্থিক মূল্য বা পরিমাপ বুঝায় তাহা দুইটি প্রধান উপায়ে পরিমাপ করা যায়। উহাদের একটি হইল উপাদান-আয় সমষ্টির **হিসাবপদ্ধতি**[11], অপরটি হইল উৎপন্ন সামগ্রীর মূল্য হিসাবপদ্ধতি[12] বা ব্যয়সমষ্টির[13] **হিসাবপদ্ধতি**।

ক. উপাদান-আয় সমষ্টিপদ্ধতিঃ যে কোন নির্দিষ্ট কালে দেশে মোট উৎপন্ন দ্রব্য-সামগ্রী ও সেবাকর্ম প্রবাহের (১·১নং রেখাচিত্রের ২নং প্রবাহ) মোট আর্থিক মূল্য উহাদের মোট উৎপাদন খরচের সমান। অর্থাৎ উহা উৎপাদন করিতে যে মোট খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা লাগিয়াছে (১·১নং রেখাচিত্রের ৩নং প্রবাহ), তাহাই উহার মোট আর্থিক মূল্য বা জাতীয় আয়: সুতরাং এই পদ্ধতিতে **জাতীয় আয়=মোট খাজনা+মোট মজুরি+মোট সুদ+মোট মুনাফা**

=পরিবারসমূহের উপাদান-সেবা বিক্রয় দ্বারা লব্ধ মোট আর্থিক আয়।

=উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবাকর্ম সমষ্টির মোট মূল্য।

অর্থাৎ যে কোন নির্দিষ্ট কালে দেশবাসিগণ সকলে মিলিয়া খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা হিসাবে যে মোট আয় উপার্জন করে তাহাই ঐ সময়ে দেশের **জাতীয়** আয় বলিয়া গণ্য করা হয়। কারণ উহাই ঐ সময়ে উৎপন্ন মোট দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের মোট উৎপাদন খরচ এবং তাহাই আবার বাজারে ঐ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম সমষ্টির মোট মূল্য।

[উপাদান আয় প্রবাহ=খাজনা+মজুরি+সুদ+মুনাফা=উৎপন্ন সামগ্রীর মোট উৎপাদন খরচ=উৎপন্ন সামগ্রীর মোট বাজার দাম=জাতীয় আয়।]

করঃ প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এই ভাবে জাতীয় আয় হিসাব করিবার সময় খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা রূপে যাহার যাহা উপার্জন তাহা, আয়ের উপর ধার্য **প্রত্যক্ষ সরকারী কর**[14] (যথা, আয়কর) বাদ দিয়া হিসাব করা হয় না। আয় হইতে ঐরূপ সরকারী

---

7. Circular flow. 8. Circular flow of income.
9. Simple model. 10. Methods of measuring National Income.
11. Factor-earnings or income total method.
12. Product total method. 13. Expenditure total method.
14. Direct Taxes.

কর প্রদানের পূর্বে আয়ের অঙ্কটি এই হিসাবে ধরা হয়। যেমন, কোন ব্যক্তি মাসিক ১ হাজার টাকা বেতন পায় এবং উহার উপর প্রতিমাসে ১০০ টাকা আয়কর দেয়। উপাদান-আয় সমষ্টি পদ্ধতিতে ১ হাজার টাকা তাহার আয় ধরা হইবে, আয়কর ১০০ টাকা বাদ দিয়া ৯০০ টাকা আয় ধরা হইবে না। সুতরাং এই পদ্ধতিতে জাতীয় আয়ের যে অঙ্ক পাওয়া যায় তাহাতে প্রত্যক্ষ সরকারী কর অন্তভুক্ত থাকে।

হস্তান্তরিত আয়ঃ এই হিসাবে কোন না কোন দ্রব্যসামগ্রী বা সেবাকর্ম দ্বারা উৎপাদিত আয়ই শুধু ধরা হয়। এজন্য পেন্সন. উপহার, দান, অসদুপায়ে অর্জিত আয়, লটারির পুরস্কার প্রভৃতি ইহাতে ধরা হয় না। কারণ ইহারা হস্তান্তরিত আয়, দ্রব্য বা সেবাকর্ম উৎপাদন দ্বারা উপার্জিত আয় নয়।

খ. উৎপন্ন সামগ্রীর মূল্য বা ব্যয় সমষ্টি পদ্ধতিঃ যে কোন নির্দিষ্ট কালে দেশে মোট উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের (১·১নং রেখাচিত্রের ২নং প্রবাহ) মোট মূল্য বা দাম জানিবার অর্থাৎ জাতীয় আয় হিসাবের অপর পদ্ধতি হইল, বাজারে উহা মোট কি দামে বিক্রয় হইয়াছে, উহাদের উপর ক্রেতাদের মোট ব্যয়ের পরিমাণ (১·১নং রেখাচিত্রের ৪নং প্রবাহ) কি তাহা অনুসন্ধান করা। এই পদ্ধতিতে,

উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর মোট মূল্য=বাজারে ক্রেতাদের মোট ব্যয় বা সমাজের মোট ব্যয়= জাতীয় আয়=মোট জাতীয় উৎপন্ন[১৫]।

বাজার দামঃ প্রথমত, এই পদ্ধতিতে জাতীয় আয় হিসাব করিতে গিয়া যে উৎপন্ন-দ্রব্যাদির দাম হিসাবে গ্রহণ করা হয় তাহা হইল কেবল **চূড়ান্ত উৎপন্ন দ্রব্যটির[১৬] বাজার দাম[১৭]**, উহা উৎপাদন করিতে গিয়া যে কাঁচামাল বা শ্রম ব্যবহার করিতে হইয়াছে উহাদের দাম আর পৃথক ভাবে হিসাবে ধরা হয় না। কারণ, তাহাতে একবার কাঁচামাল প্রভৃতির দাম এবং আরেকবার সম্পূর্ণ চূড়ান্ত উৎপন্ন দ্রব্যের দাম, এইরূপে একই দ্রব্যের দুই বার দাম গণনা[১৮] হইয়া যাইবে। অতএব ইহার পরিবর্তে শুধু চূড়ান্ত উৎপন্ন দ্রব্যটিরই দাম ধরা হয়, উহার মধ্যেই উহার উৎপাদনের ব্যবহৃত কাঁচামাল, শ্রম প্রভৃতির দাম অন্তর্ভুক্ত থাকে বলিয়া পৃথক ভাবে আবার তাহা হিসাবে আনিবার প্রয়োজন নাই। যেমন রেডিওটি বাজারে যে দামে ক্রেতার নিকট বিক্রয় হইল, উহার মূল্য জাতীয় আয়ে ধরিতে হইলে সম্পূর্ণভাবে নির্মিত রেডিওটির চূড়ান্ত বিক্রয় মূল্যই হিসাবে ধরিতে হইবে, তাহার সহিত আবার উহার প্লাষ্টিক বা কাঠের আবরণী, ভাল্‌ব্‌ ইত্যাদির দাম যোগ দিলে ভুল হইবে। সুতরাং ব্যয় সমষ্টি পদ্ধতিতে জাতীয় আয় হিসাব করিতে হইলে **একই খরচ দুইবার গণনা করার মত ভুলের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকিতে হয়।**

মোট ব্যয়ের বিশ্লেষণঃ দ্বিতীয়ত, উৎপন্নসামগ্রী ক্রয়ে ক্রেতাদের মোট ব্যয় হিসাব করিতে গেলে দেখা যায় যে, সমাজে দুই প্রকারের ক্রেতা আছে এবং উৎপন্নসামগ্রীও দুই প্রকারের। প্রথমত, সাধারণ মানুষ ভোগ্যদ্রব্যের জন্য ব্যয় করিতেছে।· এইরূপ ব্যয়ের সমষ্টি হইল চূড়ান্ত উৎপন্নদ্রব্য অর্থাৎ ভোগ্যদ্রব্যের জন্য **বেসরকারী ব্যয়ের সমষ্টি[১৯]**। দ্বিতীয়ত, দেশের সরকারও নানারূপ দ্রব্যসামগ্রী সরকারী ব্যবহারের জন্য ক্রয় করে। এইরূপ সরকারী ব্যয়ের দ্বারা যে সকল দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করা হয় উহাদের মধ্যে যেমন ভোগ্যদ্রব্য আছে, তেমনি দালান কোঠা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির মত পুঁজিদ্রব্যও আছে আবার এই দুইয়ের মাঝামাঝি পর্যায়ের দ্রব্যও[২০] আছে। সরকারী ব্যয়ের বেলায় ইহাদের পৃথক ভাবে গণ্য না করিয়া, যাবতীয় **সরকারী ব্যয়ের** একটি **সমষ্টি** ধরা হয়। তৃতীয়ত, উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীগুলি দুই প্রকারের—ভোগ্যদ্রব্য ও পুঁজিদ্রব্য। ইহাদের মধ্যে ভোগ্য-

15. Gross National Product or G. N. P. 16. Final goods.
17. Market price. 18 Double counting.
19. Total private expenditure on final goods.
20. Intermediate goods.

দ্রব্যের উপর মোট বেসরকারী ব্যয়ের পৃথক হিসাব করার কথা আগেই বলা হইয়াছে। সরকারী ব্যয় আংশিক ভোগ্যদ্রব্য ও আংশিক পুঁজিদ্রব্যের উপর ব্যয়ের সমষ্টি। বাকি থাকে পুঁজি দ্রব্যের উপর মোট বেসরকারী ব্যয় বা **বেসরকারী বিনিয়োগ** (এখানে বিনিয়োগ বলিতে নূতন পুঁজিদ্রব্য উৎপাদনের ব্যয় বুঝাইতেছে)। ইহারও পৃথক হিসাব করা হয়। সুতরাং।

বাজারদামে উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর মোট মূল্য=উহাদের উপর সমাজের মোট ব্যয়=**মোট বেসরকারী ভোগব্যয়** (C)[21]+**মোট সরকারী ব্যয়** (G)[22]+**মোট বেসরকারী বিনিয়োগ বা পুঁজিদ্রব্যের উপর মোট বেসরকারী ব্যয়**[23] (I) $=C+G+I=$**মোট জাতীয় উৎপন্ন**=জাতীয় আয়।

বৈদেশিক বাণিজ্যঃ তৃতীয়ত, প্রত্যেক দেশই কমবেশি পরিমাণে বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত থাকে এবং যে সময়ের জাতীয় আয় হিসাব করা হয় সে সময়ে, হয় সে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে মোট আমদানির তুলনায় মোট রপ্তানি বেশি হইয়া বিদেশের নিকট পাওনা (অনুকূল উদ্বৃত্ত) জন্মে নতুবা মোট রপ্তানির তুলনায় মোট আমদানি বেশি হইয়া বিদেশের নিকট দেনা (প্রতিকূল উদ্বৃত্ত) জন্মে। অনুকূল উদ্বৃত্ত জন্মিলে এই পদ্ধতিতে জাতীয় আয়ের হিসাবে তাহা যোগ দিতে হয়, আর প্রতিকূল উদ্বৃত্ত জন্মিলে তাহা বাদ দিতে হয়।

সুতরাং হিসাবটি দাঁড়াইল,—

জাতীয় আয়=মোট বেসরকারী ভোগব্যয়+মোট সরকারী ব্যয়+মোট বেসরকারী বিনিয়োগ+বৈদেশিক পাওনা অথবা–বৈদেশিক দেনা=মোট জাতীয় উৎপন্ন।

মোট জাতীয় উৎপন্ন ও নীট জাতীয় উৎপন্নঃ চতুর্থত, **এই পদ্ধতিতে জাতীয় আয়ের হিসাব করিলে মোট যোগফল যাহা পাওয়া যায় তাহাকে জাতীয় আয় না বলিয়া, বলা হয় মোট জাতীয় উৎপন্ন** (বা Gross National Product বা সংক্ষেপে GNP)। এই পরিমাণ মোট দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদনে সারা বৎসর ধরিয়া (নির্দিষ্ট কালে) অবশ্যই নানা পুঁজিদ্রব্য ব্যবহার করা হইয়াছিল এবং সারা বৎসরে ব্যবহারের দরুন উহারা কিছুটা ক্ষয় পাইযাছে। বৎসরশেষে যাহা উৎপন্ন হইল তাহা হইতে পুরাতন পুঁজি-দ্রব্যের এইরূপ ক্ষয়ক্ষতি সর্বাগ্রে পূরণ করা প্রয়োজন, তাহার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা ভোগে লাগান যাইতে পারে। তাহা না হইলে, আগামী বৎসর পুরাতন যন্ত্রপাতি অর্থাৎ পুঁজিদ্রব্যাদির উৎপাদন ক্ষমতা কমিয়া যাইবে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে এবৎসর শেষে যাহা উৎপন্ন হইল (অর্থাৎ GNP) তাহা হইতে পুরাতন পুঁজিদ্রব্যের ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য একটি অংশ সরাইয়া রাখিতে (সঞ্চয় করিতে ও উহা দ্বারা পুনরায় নূতন পুঁজিদ্রব্য উৎপাদন অর্থাৎ বিনিয়োগ করিতে) হইবে। ইহা বাদে যাহা থাকিবে সেই অবশিষ্টাংশই হইল নীট জাতীয় উৎপন্ন[24]। অতএব, মোট জাতীয় উৎপন্ন—পুরাতন পুঁজিদ্রব্যের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ=নীট জাতীয় উৎপন্ন=জাতীয় আয়।

এবার সমস্ত হিসাবটি নিচের সমীকরণের আকারে উপস্থিত করা যাইতে পারে,—

জাতীয় আয়=সমাজের মোট ব্যয়=বেসরকারী ভোগব্যয়+সরকারী ব্যয়+বেসরকারী বিনিয়োগ+বৈদেশিক পাওনা অথবা–বৈদেশিক দেনা=মোট জাতীয় উৎপন্ন–পুরাতন পুঁজি-দ্রব্যের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ=নীট জাতীয় উৎপন্ন।

[GNP—Depreciation=NNP=National Income.]

21. Total private consumption expenditure or C.
22. Total government expenditure on all goods or G.
23. Total private investment expenditure or I.
24. Net National Product or NNP.

দুই পদ্ধতির ফলের সামঞ্জস্য: প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বাজার দামের ভিত্তিতে জাতীয় আয়ের এই হিসাব প্রস্তুত করা হয়। দ্রব্যসামগ্রী যে দামে বাজারে বিক্রয় হয়, সে দামের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, উভয় প্রকার সরকারী করই[25] অন্তর্ভুক্ত থাকে। কিন্তু উপাদান-আয় সমষ্টির হিসাবে শুধু প্রত্যক্ষ সরকারী কর অন্তর্ভুক্ত থাকে। ফলে নীট জাতীয় উৎপন্নের অঙ্কটি উপাদান-আয় সমষ্টির অঙ্কটি হইতে কিছু বেশি হয়। সুতরাং নীট জাতীয় উৎপন্ন হইতে পরোক্ষ সরকারী কর যদি বাদ দেওয়া যায়, অথবা আয় সমষ্টি হিসাবের অঙ্কটির (জাতীয় আয়) সহিত যদি পরোক্ষ সরকারী কর যোগ দেওয়া হয়, তবে উভয় অঙ্ক পরস্পরের সহিত মিলিতে পারে।

অর্থাৎ, জাতীয় আয়+পরোক্ষ কর=নীট জাতীয় উৎপন্ন

অথবা, নীট জাতীয় উৎপন্ন—পরোক্ষ কর=জাতীয় আয়।

এইভাবে দুই পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপের ফল দুইটির সামঞ্জস্য ঘটান যায়।

কয়েকটি প্রাসঙ্গিক ধারণা
SOME RELEVANT CONCEPTS

১. **মোট জাতীয় উৎপন্ন** (GNP) বলিলে, মোট বেসরকারী ভোগব্যয়, বিবিধ দ্রব্য সামগ্রীর উপর মোট সরকারী ব্যয় ও মোট বেসরকারী বিনিয়োগ[26], এই তিনটির সমষ্টি বুঝায় [C+G+I]।

২. **নীট জাতীয় উৎপন্ন** (NNP) বলিলে, মোট বেসরকারী ভোগব্যয়, বিবিধ দ্রব্যসামগ্রীর উপর মোট সরকারী ব্যয় ও **নীট** বেসরকারী বিনিয়োগ, এই তিনটির সমষ্টি বুঝায়। কিংবা, মোট জাতীয় উৎপন্ন ও পুঁজিদ্রব্যের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ, এই দুইটির বিয়োগ-ফলকে নীট জাতীয় উৎপন্ন বলা যায় [GNP—Depreciation=NNP]

৩. **জাতীয় আয়** (NI) বলিলে, ব্যাপক অর্থে মোট জাতীয় উৎপন্ন এবং সঙ্কীর্ণ অর্থে নীট জাতীয় উৎপন্ন বুঝায়।

৪. **মোট ব্যক্তিগত আয়**[27]**:** নীট জাতীয় উৎপন্ন হইতে যৌথ মূলধনী কারবার-গুলির প্রতিষ্ঠানগত বা কারবারী সঞ্চয় (উহাদের মুনাফার যে অংশ শেয়ার হোল্ডারগণের মধ্যে লভ্যাংশরূপে বন্টন করা হয় নাই) বাদ দিলে এবং বিয়োগফলের সহিত যাবতীয় হস্তান্তর আয় যোগ দিলে যে অঙ্কটি পাওয়া যায় তাহাকে দেশের মোট ব্যক্তিগত আয়-রূপে গণ্য করা যায় [মোট ব্যক্তিগত আয়=নীট জাতীয় উৎপন্ন—প্রতিষ্ঠানগত সঞ্চয়+হস্তান্তর আয়][28]।

৫. **ব্যবহারযোগ্য আয়**[29]**:** মোট ব্যক্তিগত আয় হইতে যাবতীয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সরকারী কর বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই দেশবাসিগণের (বা তাহাদের পরিবার-গুলির) ব্যবহারযোগ্য আয় [ব্যক্তিগত আয়—যাবতীয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর=ব্যবহারযোগ্য আয়][30]। দেশবাসীর ব্যবহারযোগ্য আয়ের ধারণাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। কারণ ইহা হইতেই মানুষ ভোগ ব্যয় ও সঞ্চয় করে [ব্যবহারযোগ্য আয়=ভোগব্যয়+সঞ্চয়][31]। মানুষের এই ব্যক্তিগত ভোগব্যয় এবং সঞ্চয়ের হ্রাস বৃদ্ধি সামগ্রিক অর্থনীতিক কার্য-কলাপের অত্যন্ত তাৎপর্যময় উপাদান।

নিচের একাধিক সমীকরণের আকারে এই বিভিন্ন ধারণাগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক দেখান যাইতে পারে:

25. Direct and indirect taxes. 26. Gross investment.
27. Personal Income.
28. Personal Income=NNP—Corporate Savings+Transfer incomes or payments.
29. Disposable Income.
30. Disposable Income=Personal income—all direct and indirect taxes.
31. Disposable Income=Consumption expenditure+Savings.

১. মোট জাতীয় উৎপন্ন (GNP)—ক্ষয়ক্ষতিপূরণ (Depreciation)=নীট জাতীয় উৎপন্ন (NNP)।

২. নীট জাতীয় উৎপন্ন (NNP)—পরোক্ষ সরকারী কর (Indirect Taxes) =জাতীয় আয় (NI)

৩. জাতীয় আয় (NI)—প্রতিষ্ঠানগত সঞ্চয় (Corporate Savings) + হস্তান্তর আয় (Transfer Payment) =ব্যক্তিগত আয় (Personal Income or PI)

৪. ব্যক্তিগত আয় (PI)—প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত কর (Personal direct Taxes) =ব্যবহারযোগ্য আয় (Disposable income or DI)।

৫. ব্যবহারযোগ্য আয় (DI)—ভোগব্যয় (Consumption Expenditure =ব্যক্তিগত সঞ্চয় (S)।

জাতীয় আয়ের কীনসীয় মৌলিক সমীকরণসমূহ
KEYNESIAN FUNDAMENTAL EQUATIONS OF N. I.

কীন্‌স্‌ তাঁহার 'নিয়োগ, সুদ ও অর্থ সম্পর্কে সাধারণ তত্ত্ব' নামক গ্রন্থে আয়, উৎপন্ন ও নিয়োগের নির্ধারকগুলির আলোচনা করিতে গিয়া দুইটি মৌলিক সমীকরণের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহারা হইলঃ

(১) (জাতীয় বা মোট) আয় (Y)=(মোট) ভোগ ব্যয় (C) +(মোট) বিনিয়োগ (ব্যয়) (I)।
[Y=C+I]; এবং

(২) (মোট) সঞ্চয় (S)=(জাতীয় বা মোট) আয় (Y)—(মোট) ভোগব্যয় (C)।
[S=Y–C]।

জাতীয় আয় পরিমাপের অসুবিধা
DIFFICULTIES OF MEASURING NATIONAL INCOME

১. অধ্যাপক কুজনেট্‌স্‌[৩২] জাতীয় আয় পরিমাপের কতকগুলি অসুবিধার উল্লেখ করিয়াছেনঃ ১. **'জাতীয় আয়' কথাটিতে 'জাতি' বলিতে কি বুঝাইবে?** অর্থাৎ, শুধু দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত আয়কেই জাতীয় আয় বলিয়া গণ্য করা হইবে কিনা? এই সমস্যার সমাধান হইয়া গিয়াছে। কারণ, দেশের মোট আমদানি রপ্তানির উদ্বৃত্তকে, অর্থাৎ বিদেশে উপার্জিত আয়কেও জাতীয় আয় হিসাবে ধরা হইতেছে।

২. **জাতীয় আয় পরিমাপের কোন্‌ পদ্ধতি সর্বাধিক উপযোগী?** এই সমস্যারও সমাধান ঘটিয়াছে। প্রয়োজনমত যে কোন পদ্ধতি অথবা সকল পদ্ধতিগুলিই একসঙ্গে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

৩. **কোন্‌ পর্যায়ের অর্থনীতিক কার্যাবলীর ভিত্তিতে জাতীয় আয় পরিমাপ করা হইবে?** বর্তমানে এই সমস্যারও সমাধান ঘটিয়াছে। কারণ উৎপাদন, বন্টন ও ভোগ এই তিন পর্যায়ের অর্থনীতিক কার্যাবলীর যে কোন পর্যায়ে জাতীয় আয়ের পরিমাপ করা যায় এবং জাতীয় আয় পরিমাপের উদ্দেশ্য অনুসারে উহাদের মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় অর্থনীতিক পর্যায়টি গ্রহণ করা যায় (অর্থাৎ আয় প্রবাহ বা ব্যয় প্রবাহ ইত্যাদি)।

৪. **জাতীয় আয় হিসাবে কোন্‌ কোন্‌ ধরনের দ্রব্য সামগ্রী অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত?** এই সমস্যার সমাধান নাই। তত্ত্বগত ভাবে যাবতীয় উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের আর্থিক মূল্যই জাতীয় আয়ের পরিমাপে ধরিতে হইবে। কিন্তু সমাজে অনেক কাজই অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় হয় না (কৃষক যে ধান পারিবারিক প্রয়োজনে ব্যবহার

32. S. Kuznets.

করে কিংবা পরিবারে মাতা, ভগ্নী ও স্ত্রীর সেবাকর্মাদি)। ইহাদের পরিমাণ নিতান্ত কম নহে। সুতরাং এইরূপ সেবাকর্মের ও দ্রব্যের আর্থিক মূল্য জানা নাই বলিয়া উহা জাতীয় আয়ের পরিমাপ হইতে বাদ থাকিয়া যায়। তাহা ছাড়া, ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশে এখনও অনেক লেনদেন, বেচাকেনায় অর্থের ব্যবহার হয় না[33], সরাসরি দ্রব্য ও সেবাকর্মের বিনিময় হয়। ইহার ফলে, ঐ পরিমাণ সামগ্রীর আর্থিক মূল্য জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় না।

৫. জাতীয় আয় পরিমাপের আরেকটি অসুবিধা হইতেছে হস্তান্তর আয় এবং একই খরচ বা দাম দুইবার গণনার সম্ভাবনা সম্পর্কে সতর্ক থাকিতে হয়। সুতরাং কোন্‌টি হস্তান্তর আয় ও কোন্‌টি উৎপাদন কর্ম দ্বারা উপার্জিত আয় এবং কোন্‌টি চূড়ান্ত উৎপন্ন দ্রব্য ও কোন্‌টি কাঁচামাল বা মধ্যবর্তী পর্যায়ের দ্রব্য সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হইতে হয়।

৬. জাতীয় আয় পরিমাপের আরেকটি অসুবিধা হইতেছে মূল্য স্তরের ওঠানামা। মূল্যস্তর সবিশেষ বাড়িলে, উৎপাদন বৃদ্ধি না হওয়া সত্ত্বেও আর্থিক জাতীয় আয় অত্যন্ত বেশি হইবে। ইহা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিবে। এজন্য পরিসংখ্যানবিদ্‌গণ জাতীয় আয় পরিমাপের সময় মূল্যস্তরের ওঠানামা অনুসারে জাতীয় আয়ের অঙ্কটির সংশোধন করিয়া লন (অর্থাৎ মূল্যস্তরের বৃদ্ধি ঘটিলে জাতীয় আয়ের হিসাব হইতে উহা বাদ দিয়া হিসাব প্রস্তুত করিতে হয়। তেমনি মূল্যস্তর কমিলে, অথচ উৎপাদনের পরিমাণ অক্ষুণ্ণ থাকিলে, মূল্যস্তরের ঐ হ্রাসটুকু জাতীয় আয়ের হিসাবে যোগ দেওয়া হয়)।

৭. জাতীয় আয় পরিমাপের জন্য যে সকল তথ্যের প্রয়োজন তাহা সর্বত্র সুলভ নহে। বিশেষত, ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশে উৎপাদনকারীরা সঠিক হিসাব রাখিতে অভ্যস্ত নহে বলিয়া, এসকল দেশে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা খুবই কঠিন। যাহারা হিসাব রাখে তাহারাও নানা কারণে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করিয়া সহযোগিতায় আগ্রহী নহে। ইহার ফলে জাতীয় আয়ের যথাযথ পরিমাপে যথেষ্ট অসুবিধা দেখা দেয়।

৮. সরকারী ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোন্‌টি ভোগ্যদ্রব্যের জন্য ব্যয় এবং কোন্‌টি পুঁজি-দ্রব্যের জন্য ব্যয় তাহা নির্দেশ করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়। যেমন সরকারী ব্যয়ে যে সড়ক তৈয়ার হইয়াছে উহা পথিকদের নিকট ভোগব্যয় কারণ তাহারা প্রত্যহ উহা যাতায়াতের প্রয়োজনে ব্যবহার করে। কিন্তু যে কারখানা ঐ পথে লরীতে করিয়া কারখানায় কাঁচামাল আনে ও তৈয়ারি পণ্য বাজারে পাঠায়, উহার নিকট ঐ সড়কটি উৎপাদন প্রক্রিয়ার সহায়ক। এজন্য সরকারী ব্যয়ের বিশ্লেষণ না করিয়া সকল সরকারী ব্যয়ই জাতীয় উৎপন্নের হিসাবে ধরা হয়। শুধু পেন্সন, রিলিফ বা ত্রাণকার্যের ব্যয় ও কল্যাণমূলক সরকারী ব্যয়গুলি ইহা হইতে বাদ দেওয়া হয়। কারণ, ইহারা হস্তান্তর ব্যয়ের পর্যায়ে পড়ে।

জাতীয় আয় পরিসংখ্যানের তাৎপর্য
SIGNIFICANCE OF NATIONAL INCOME STATISTICS

আধুনিক কালে নানা কারণে জাতীয় আয় পরিমাপের ও উহার পরিসংখ্যানের তাৎপর্য ও গুরুত্ব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই কারণে বর্তমানে পৃথিবীর সকল দেশেই প্রতি বৎসর জাতীয় আয় পরিমাপের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। ইহার গুরুত্ব বৃদ্ধির প্রধান কারণগুলি হইলঃ

১. জাতীয় আয়ের অঙ্কটি এবং উহার বিশদ তথ্যাদি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক

33. Non-monetized sector in the economy.

কার্যকলাপের সম্পূর্ণ চিত্রটি তুলিয়া ধরে। তাহা হইতে যাবতীয় অর্থনীতিক কার্যকলাপ কতটা সন্তোষজনকভাবে সম্পাদিত হইতেছে তাহা সুস্পষ্ট রূপে ধরা পড়ে।

২. জাতীয় আয়ের পরিসংখ্যান হইতে জাতীয় আয়ের উৎস হিসাবে দেশের বিবিধ পর্যায়ের অর্থনীতিক কার্যাবলীর (যথা, প্রাথমিক ক্ষেত্র কৃষি, মাধ্যমিক ক্ষেত্র শিল্প, তৃতীয় ক্ষেত্র পরিবহণ, ব্যবসাবাণিজ্য, বীমা, ব্যাঙ্কিং ইত্যাদি) অবদান ও উহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব ধরা পড়ে।

৩. জাতীয় আয়ের পরিসংখ্যান হইতে জাতীয় অর্থনীতির মোট উৎপাদনক্ষমতা, জনসাধারণের মাথাপিছু আয় (=জাতীয় আয়÷জনসংখ্যা) এবং দেশবাসীর ক্রয়শক্তির ও জীবনধারণের মানের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল বিষয়ের উপর অর্থনীতিক কল্যাণ নির্ভরশীল। সুতরাং জাতীয় আয়ের পরিসংখ্যান হইতে দেশবাসীর অর্থনীতিক কল্যাণের স্তর সম্পর্কেও ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

৪. জাতীয় আয়ের পরিসংখ্যান হইতে দেশে জাতীয় আয়ের বন্টন কিরূপ ঘটিতেছে তাহা জানা যায়। ইহা হইতে দেশে আয় বন্টনে বৈষম্য আছে কিনা, এবং থাকিলে তাহা কতটা ও তাহা বাড়িতেছে কিনা ইত্যাদি ধরা পড়ে।

৫. কয়েক বৎসরের জাতীয় আয়ের তুলনা হইতে, অর্থনীতিক কার্যাবলীর উন্নতি ও বৃদ্ধি, সংকোচন ও অবনতি কিংবা স্থিতাবস্থা ঘটিয়াছে তাহা ধরা পড়ে। জাতীয় আয়ের ক্রমাগত বৃদ্ধি দেশের অর্থনীতিক অগ্রগতির, উহার হ্রাস অর্থনীতিক অবনতির এবং হ্রাস-বৃদ্ধির অভাব দেশের অর্থনীতিক গতিহীনতার পরিচয় দেয়। জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হার দেশের অর্থনীতিক উন্নয়ন বা বিকাশের হার[৩৪] বলিয়া গণ্য করা হয়।

৬. জাতীয় আয়ের পরিসংখ্যান হইতে দেশের ভোগব্যয়, সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায়। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হারের উপর জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হার বা অর্থনীতিক উন্নয়নের হার নির্ভরশীল। সুতরাং দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নের যে কোন অর্থনীতিক পরিকল্পনা রচনা করিতে হইলে জাতীয় আয়ের পরি-সংখ্যান অপরিহার্য। তেমনি ভোগব্যয় ও বিনিয়োগের উপর দেশের পণ্যসামগ্রীর মোট চাহিদা[৩৫] ও কর্মসংস্থান নির্ভর করে। অতএব দেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির কোন কর্মসূচী গ্রহণ করিতে হইলে জাতীয় আয়ের পরিসংখ্যানের উপর নির্ভর করিতে হয়।

৭. দেশে মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রাসংকোচন ঘটিলে উহার চাপ পরিমাপের জন্য, দেশবাসীর ক্রয়শক্তি ও মোট উৎপন্নের মধ্যে ব্যবধান (মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক বা মুদ্রাসংকোচনের ফাঁক[৩৬]) তাহা পরিমাপের জন্য জাতীয় আয়ের পরিসংখ্যানের সাহায্য না লইয়া উপায় নাই।

৮. জাতীয় আয়ের পরিসংখ্যান দেশের অর্থনীতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে পূর্বানুমান করিতে ও সরকারের অর্থনীতিক নীতি ও কার্যপন্থা নির্ধারণে সাহায্য করে। দেশে মন্দা আসিতেছে কি না, উহা বাণিজ্যচক্রজনিত কি না, তাহা দূর করিবার জন্য কি করা প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে স্পষ্ট সঠিক ধারণা লাভ করিতে ও সঠিক সরকারী নীতি ও কর্মপন্থা গ্রহণে জাতীয় আয়ের পরিসংখ্যান অপরিহার্য।

৯. বিভিন্ন দেশের মোট ও মাথাপিছু জাতীয় আয় দ্বারা (সীমাবদ্ধভাবে হইলেও) উহাদের পরস্পরের অর্থনীতিক অবস্থা, শক্তি ও লোক কল্যাণ-স্তরের তুলনা করা যায়।

১০. জাতিসঙ্ঘ, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, বিশ্বব্যাংক ইত্যাদির সদস্য দেশগুলির সদস্যপদের দেয় চাঁদা উহাদের জাতীয় আয়ের অনুপাতেই নির্ধারিত হয়।

১১. স্বল্পোন্নত দেশগুলির অর্থনীতিক সমস্যাগুলির বিচার বিশ্লেষণে ও উহাদের অর্থনীতিক বিকাশের পরিকল্পনা রচনায় জাতীয় আয়ের পরিসংখ্যান অপরিহার্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

34. Rate of economic growth. 35. Aggregate Demand.
36. Inflationary gap or deflationary gap.

২

আয় ও নিয়োগতত্ত্বের ভিত্তি

BASIS OF THE THEORY OF INCOME AND EMPLOYMENT

[**আলোচিত বিষয়ঃ** ভূমিকা—ক্লাসিক্যাল দৃষ্টিভংগী—সে'র বিধি—অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের আয়-প্রবাহ ভাষ্য—সে'-র তত্ত্বের কীন্সীয় সমালোচনা—কীন্সের কার্যকর চাহিদা ও নিয়োগ তত্ত্বের মূলকথা।]

ভূমিকাঃ জাতীয় আয় ও উহার হিসাব বা পরিমাপের আলোচনা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, জাতীয় উৎপন্ন (অর্থাৎ উহার আর্থিক মূল্য), জাতীয় আয় (আর্থিক) ও দেশের মোট ব্যয় (আর্থিক), এই সমষ্টিগুলি সর্বদাই পরস্পরের সমান ও **অভিন্ন**[1]। অর্থাৎ, যে কোন নির্দিষ্টকালে একটি দেশের,—

জাতীয় উৎপন্ন ≡ জাতীয় আয় ≡ মোট ব্যয়।

$$[NNP \equiv NI \equiv NNE]$$

(পরস্পরের অভিন্নতা বুঝাইতে, ≡ এই চিহ্নটি ব্যবহার করা হয়।)

কিন্তু জাতীয় উৎপন্ন, জাতীয় আয় ও মোট ব্যয়, এই সমষ্টিগুলি যদি শুধুই পরস্পর-অভিন্ন হইত, তাহা হইলে, জাতীয় আয়ের পরিমাপ ও বিশ্লেষণের কোন গুরুত্ব থাকিত না, সমষ্টিগত অর্থতত্ত্বের মূল চাবিকাঠি বলিয়া উহা গণ্য হইত না। কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে **এই সমষ্টিগুলি শুধু অভিন্নই নয়, উহারা পরস্পরের অপেক্ষক, পরস্পর পরস্পরের সহিত অচ্ছেদ্য ক্রিয়াগত সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধও বটে এবং ক্রিয়াগতভাবেও উহারা পরস্পরের সমান**।[2]

এই সমষ্টিগুলি যে যাবতীয় অর্থনীতিক কার্যকলাপের সামগ্রিক ফল এবং উহারা যে ক্রিয়াগতভাবে পরস্পরের সমান—এই উপলব্ধি দুইটি বিশেষভাবেই আধুনিক সমষ্টি-গত অর্থনীতিক বিশ্লেষণের ফল। শুধু তাহাই নহে, আধুনিক সমষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণ সন্দেহাতীতভাবেই দেখাইয়া দিয়াছে যে, এই সকল সমষ্টিগুলির সহিত দেশের মোট নিয়োগও ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। এই আধুনিক সমষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণের প্রধান পথিকৃৎ হইলেন জন মেনার্ড কীন্স[3]।

অর্থনীতিক কার্যাবলীর সম্প্রসারণ ও সংকোচনের ক্ষান্তিহীন চক্রাকার পুনরাবৃত্তিতে বিপর্যস্ত মিশ্র ধনতন্ত্রী অর্থনীতিতে, জাতীয় আয় ও নিয়োগের অবিরাম হ্রাসবৃদ্ধি অনিবার্যভাবেই সমগ্র অর্থনীতিক কার্যকলাপে যে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে, তাহার কারণ অনুসন্ধান ও প্রতিকার চিন্তা দীর্ঘকাল ধরিয়াই অর্থবিজ্ঞানিগণকে আকৃষ্ট করিয়াছে। সমাজের মোট আয় ও অর্থনীতিক ব্যবস্থার আচরণ বিশ্লেষণের চেষ্টা ক্লাসিক্যাল পণ্ডিত অ্যাডাম স্মিথ ও রিকার্ডোর রচনায় পাওয়া যায়। ক্লাসিক্যাল চিন্তা-ধারার শিষ্য কার্ল মার্কসের প্রধান উপজীব্যই ছিল আয় ও সামগ্রিক অর্থনীতিক কার্যা-বলীর বিশ্লেষণ হইতে সমাজ ব্যবস্থার অগ্রগতির 'বিধি'[4] আবিষ্কার। এই কারণে মার্ক্সীয়

1. Identities. 2. They are also functionally equal.
3. John Meynerd Keynes (1883-1946).
4. Law of motion of the society.

অর্থনীতিকে মূলত সমষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণ-তত্ত্ব হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিক তত্ত্ব, প্রধানত ব্যষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণের মধ্যে আবন্ধ থাকিলেও, উহা যে সকল অনুমানের উপর নির্ভরশীল তাহার অনেকগুলিই সমষ্টি-গত অর্থনীতিক বিশ্লেষণের সীমারেখা স্পর্শ করে। এই অনুমানগুলি আবার যে সকল তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল তাহা বিশেষভাবেই সমষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণের অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের একটি হইল বিখ্যাত ফরাসী অর্থবিজ্ঞানী জে. বি. সে[5]-র নামে পরিচিত 'সে-র বিধি'[6] এবং অপরটি হইল উহারই সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব[7]। ক্লাসিক্যাল সমষ্টিগত অর্থনীতিক চিন্তার একটি প্রবাহ মার্ক্সীয় খাতে প্রবাহিত হইয়া মার্ক্সীয় অর্থনীতিতে পরিণত রূপ লাভ করিলেও, মূল প্রবাহটি জন স্টুয়ার্ট মিল[8], জে. বি. সে, মার্শাল ও পিগু প্রমুখাৎ আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রবাহিত ছিল। বর্তমান শতকের চতুর্থ দশকে উহাকেই খণ্ডন করিয়া ক্লাসিক্যাল-নয়াক্লাসিক্যাল চিন্তাধারার অনুগামী জন মেনার্ড কীন্‌স্‌ সমষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণের যে নূতন দিগন্ত উন্মুক্ত করিলেন তাহাই এক কথায় কীন্‌সীয় অর্থনীতি বা কীন্‌সীয় তত্ত্ব[9] নামে খ্যাত।

ক্লাসিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গী

THE CLASSICAL VIEW POINT

ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিক চিন্তাধারার মূল বিশ্বাস বা ভিত্তিগুলি ছিল এই যেঃ ১. **অর্থনীতিক কার্যকলাপসমূহ সম্পূর্ণ সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ-মুক্ত** থাকিলে. স্বয়ংক্রিয় মূল্যব্যবস্থা, অবাধ ও নিখুঁত প্রতিযোগিতা এবং মুনাফার প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত অর্থনীতিক ব্যবস্থা আপনা আপনি নিজের ত্রুটি বা অসংগতি (যদি কখন কিছু ঘটে অর্থাৎ চাহিদা যোগানের বৈষম্য, সাময়িক কর্মহীনতা ইত্যাদি) সংশোধন করিয়া লইতে সক্ষম।

২. স্বয়ংক্রিয় মূল্যব্যবস্থা, অবাধ ও নিখুঁত প্রতিযোগিতা এবং মুনাফার প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত অর্থনীতিক ব্যবস্থায় (যদি সরকারী হস্তক্ষেপ না থাকে তবে,) আপনা আপনি **শ্রমশক্তি সমেত উৎপাদনের যাবতীয় উপাদানগুলির পূর্ণ নিয়োগ** ঘটিবে। অনিচ্ছাকৃত ভাবে কেহ কর্মহীন থাকিবে না। যদি কখনও নিয়োগ অপেক্ষাকৃত কম থাকে, তবে শেষ পর্যন্ত তাহা দূর হইয়া পূর্ণ নিয়োগ প্রতিষ্ঠিত হইবেই। এরূপ ব্যবস্থায় পূর্ণ নিয়োগই স্বাভাবিক অবস্থা, আর কর্মহীনতাই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি। সমাজ সর্বদাই আপনা আপনি পূর্ণ নিয়োগের দিকে ধাবিত হইতেছে। যদি কখনও কর্মহীনতা দেখা দেয় তবে তাহা দুটি কারণে ঘটিতে পারে। একটি হইল সরকারী হস্তক্ষেপ এবং অপরটি হইল একচেটিয়া কারবারের উৎপত্তি। উভয়ের অবসানে অবাধ ও নিখুঁত প্রতিযোগিতা পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইলে কর্মহীনতা সম্পূর্ণ দূর হইয়া পূর্ণনিয়োগ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

৩. সমাজে উপাদানসমূহের পূর্ণ নিয়োগ থাকিলে মানুষের আর্থিক আয় ও আর্থিক ব্যয় পরস্পরের সমান বলিয়া (কারণ আয়ের একটি অংশ ভোগ্যপণ্যের উপর ব্যয় হইবে এবং অপর অংশটি যদি সঞ্চিত হয় তবে উহাও পুঁজিদ্রব্যের উপর ব্যয় করা হইবে) সমাজে দ্রব্যসামগ্রীর মোট যোগান ও মোট চাহিদা পরস্পরের সমান হইবে। সুতরাং সমাজে কখনও চাহিদার অতিরিক্ত উৎপাদন ও যোগান ঘটিতে পারে না কিংবা শ্রমের চাহিদার তুলনায় উহার যোগান অতিরিক্ত হইয়া কর্মহীনতা সৃষ্টি করিতে পারে না। ইহাই,—**'যোগান নিজের চাহিদা নিজেই সৃষ্টি করে'**—বলিয়া পরিচিত **সে-র** বিখ্যাত **বিধি**।

৪. স্বয়ংক্রিয় স্বাধীন মূল্য ব্যবস্থার দরুন এবং পূর্ণ নিয়োগই সমাজের স্বাভাবিক অবস্থা বলিয়া, সমাজে বিবিধ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের উৎপাদনে **আপনা আপনি**

5. J. B. Say. 6. Say's Law 7. Quantity Theory of Money.
8. John Stuart Mill. 9. Keneysian Economics.

উৎপাদনের উপাদান বা উপকরণসমূহের কাম্যতম বিলি বন্টন ঘটিয়া যাইতেছে। এই অবস্থায় মোট উৎপাদন বা জাতীয় উৎপন্ন তথা জাতীয় আয় যাহা জন্মিতেছে তাহাই সর্বাধিক সম্ভব জাতীয় উৎপন্ন বা জাতীয় আয়। অতএব **উহা আর বাড়ান সম্ভব নহে** (যেহেতু সকল উপাদানই কর্মে নিযুক্ত হইয়া গিয়াছে, কর্মহীন কোন উপাদান নাই)। এই অবস্থায় বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত উপাদানগুলির হেরফের করিয়া একক্ষেত্রের উৎপাদন বাড়াইতে গেলে অপর কোন না কোন ক্ষেত্রের উৎপাদন কমিবে মাত্র, মোট উৎপাদনের কোন পরিবর্তন হইবে না। অতএব জাতীয় আয় ও নিয়োগের নির্ধারকগুলি লইয়া আর পৃথক ও গভীর বিশ্লেষণের কোন প্রয়োজন নাই।

৫. **সুদের হারের কাজ হইতেছে পূর্ণনিয়োগের স্তরে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করা** (ক্লাসিক্যাল সুদ তত্ত্ব)। সুদের হার পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদন ও প্রান্তিক অপেক্ষার পুরস্কারের সমান হইলেই এরূপ ঘটিবে।

৬. **মজুরির হারও শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হইলে শ্রমের চাহিদা ও যোগানে ভারসাম্য** ঘটিবে। যদি কখনও মজুরির হার শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনের বেশি হয় তবেই কর্মহীনতা দেখা দিতে পারে অন্যথায় নয়। সুতরাং **কর্মহীনতা দূর করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে মজুরির হার কমান।** কিংবা যদি বর্তমান মজুরির হারে শ্রমিকগণ কাজ করিতে অনিচ্ছুক হয় তবেই তাহাদের কর্মহীনতা ঘটিতে পারে। কিন্তু উহা অনিচ্ছাকৃত কর্মহীনতা[১০] বা প্রকৃতপক্ষে কর্মহীনতা নয় (অর্থবিদ্যায় কর্মহীনতা বলিতে একমাত্র অনিচ্ছাকৃত কর্মহীনতাই বুঝায়), উহা ইচ্ছাকৃত কর্মহীনতা, সুতরাং তাহা অর্থ-বিদ্যার বিচার বিবেচনার মধ্যে পড়ে না।

ক্লাসিক্যাল চিন্তাধারার এই মূল ভিত্তিগুলির মধ্যে সে-র বিধিটিকে ক্লাসিক্যাল সমষ্টিগত বিশ্লেষণ তত্ত্বের কেন্দ্রবিন্দু বলা যাইতে পারে। চিরাচরিত অর্থবিজ্ঞানিগণের অনেকেই ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের অন্যান্য মূল ভিত্তির অসারতা প্রমাণ করিলেও, সে-র বিধিতে বর্ণিত সামগ্রিক অর্থনীতিক ভারসাম্যের তত্ত্বটিকে ভ্রান্ত প্রমাণে সক্ষম হন নাই। এ কাজ বাকি ছিল কীন্‌সের জন্য। সে-র বিধিটিকে ভ্রান্ত প্রমাণ করিয়াই কীন্‌সীয় অর্থতত্ত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং আয় ও নিয়োগ সম্পর্কে কীন্‌সীয় তত্ত্বটি বুঝিবার জন্য আমরা প্রথমে সে-র বিধি ও উহার আনুষঙ্গিক অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটি খানিক আলোচনা করিয়া লইব।

সে'র বিধি
SAY'S LAW

'যোগান উহার নিজের চাহিদা নিজেই সৃষ্টি করে'[১১]—ইহাই সে'র বিধি নামে পরিচিত। অভাব তৃপ্তিই যাবতীয় উৎপাদন কর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং মানুষ যখন কোন দ্রব্যসামগ্রী বা সেবাকর্ম উৎপাদন করে, তখন তাহার উদ্দেশ্য থাকে হয় সে উহার সমস্তই অথবা একাংশ নিজে ভোগ করিবে ও বাকি উদ্বৃত্ত অংশ বাজারে বিক্রয় করিবে অথবা, উৎপন্নের সমস্তটাই বিক্রয় করিবে। বাজারে উহা বিক্রয়ের পশ্চাতে তাহার উদ্দেশ্য থাকে, উহার দ্বারা সে যে অর্থ পাইবে তাহা দিয়া অপরের নিকট হইতে তাহার অপর কোন না কোন প্রয়োজনীয় সামগ্রী বা সেবাকর্ম ক্রয় করা। সুতরাং উৎপাদনের দ্বারা হয় সে নিজেই নিজের উৎপন্ন দ্রব্যের ভোগকারীতে পরিণত হয় নতুবা উহার বিনি-ময়ে অপর কাহারও উৎপন্ন দ্রব্যের ক্রেতা ও ভোগকারীতে পরিণত হয়। অর্থাৎ উৎপন্ন সামগ্রী দ্বারাই উৎপন্ন সামগ্রী ক্রয় করা হয়। **বিনিময়ের মাধ্যম রূপে অর্থ শুধু একের উৎপন্ন সামগ্রীর সহিত অপরের উৎপন্ন সামগ্রীর বিনিময় ঘটাইয়া দেয়।** বর্তমান অর্থ-

10. Involuntary unemployment.
11. 'Supply creates its own demand.'

নীতিক ব্যবস্থায় বিশেষায়ণ (বা শ্রমের বিভাগ) ও অর্থের প্রচলন থাকায়, সকলেই প্রধানত বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সামগ্রী উৎপাদন করে এবং তাহা বাজারে বিক্রয় দ্বারা যে অর্থ উপার্জন করে তাহা দিয়া প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনিয়া নিজের অভাব পূরণ করে। এই ভাবে উৎপাদন করিতে গিয়া সমাজে যে অতিরিক্ত ক্রয় ক্ষমতা বা আয় সৃষ্টি হয় তাহাই নূতন উৎপন্ন সামগ্রীর চাহিদা সৃষ্টি করে এবং ঐ অতিরিক্ত আয় বা ক্রয় শক্তির দ্বারাই নূতন উৎপন্ন সামগ্রীর ক্রয় ও ভোগ বা ব্যবহার সম্ভব হয়। সুতরাং সমাজে সর্বদাই উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী নিজের চাহিদা সঙ্গে লইয়া জন্মিতেছে, যোগান উহার নিজের চাহিদা নিজেই সৃষ্টি করিতেছে। এই অবস্থায় সমাজের সর্ববিধ দ্রব্যসামগ্রীর মোট যোগান ও চাহিদা সর্বদাই পরস্পরের সমান না হইয়া পারে না। সুতরাং **সমাজে সর্বদাই সর্বপ্রকার দ্রব্য-সামগ্রীর ও সেবাকর্মের মোট যোগান=সর্বপ্রকার দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের মোট চাহিদা**[12]। অতএব সমাজে সর্বদাই চাহিদা-যোগানের একটি সামগ্রিক ভারসাম্য বিরাজ করিতেছে।

অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের আয়প্রবাহ-সমীকরণ ভাষ্য
THE INCOME-FLOW EQUATION OF EXCHANGE VERSION OF THE QUANTITY THEORY OF MONEY

সে-র বিধি এবং অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব, এই দুইটি বিখ্যাত ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের মূল বক্তব্য হইল অর্থ বা টাকার দাম বা ক্রয়শক্তি কেবল সমাজে প্রচলিত অর্থের পরিমাণ দ্বারাই স্থির হয়, অন্য কোন কিছুর দ্বারা নহে। এই তত্ত্বটির পশ্চাতে যে অনুমান ছিল তাহা হইতেছে এই যে,—(১) সমাজে শুধু বিনিময়ের জন্যই অর্থের প্রয়োজন (অর্থাৎ টাকার কাজ একটিমাত্র—বিনিময়ের মাধ্যম), এবং (২) সমাজের যে মোট পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রীর বিনিময় ঘটাইবার কাজে অর্থ ব্যবহার করা হয়, উৎপন্নের সেই মোট পরিমাণটি স্থির, অপরিবর্তিত রহিয়াছে (অর্থাৎ পূর্ণ নিয়োগ)। বলা বাহুল্য এই দুইটি অনুমান সে-র বিধিরও ভিত্তি। এই অনুমান স্বীকার করিয়া লইলে, সমাজে প্রচলিত অর্থের মোট পরিমাণ ও মূল্যস্তরের মধ্যে একটি স্থির অনুপাত রহিয়াছে বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। অর্থাৎ সমীকরণের আকারে,—

অর্থের মোট প্রচলিত পরিমাণ=স্থির অনুপাত×মূল্যস্তর। প্রচলিত অর্থের মোট পরিমাণকে যদি M ধরা যায়, মূল্যস্তরকে যদি P ধরা যায় এবং উহাদের স্থির অনুপাতকে যদি K ধরা যায়, তবে সমীকরণটি হয়,—

$$M = KP$$

$$\therefore \quad K = \frac{M}{P}$$

$$\text{এবং} \quad P = \frac{1}{K}M.$$

অর্থাৎ, অর্থের প্রচলিত পরিমাণ এবং মূল্যস্তরের মধ্যে স্থির অনুপাতটি যদি ৬ হয় তবে, $M=6P$, বা প্রচলিত অর্থের মোট পরিমাণটি মূল্যস্তরের ৬ গুণ। এই অবস্থায় অর্থের পরিমাণ যদি দ্বিগুণ বাড়ান যায়, তবে মূল্যস্তরও পূর্বের তুলনায় দ্বিগুণ বাড়িবে এবং সমীকরণটি হইবে, $M=12P$. এবং বলা বাহুল্য, অর্থের নিজের দাম বা ক্রয়শক্তি কমিয়া পূর্বের অর্ধেকে পরিণত হইবে। ইহার তাৎপর্য এই যে, সমাজে শুধু বিনিময়ের প্রয়োজন[13] ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে অর্থের প্রয়োজন নাই বলিয়া এবং সমাজের মোট প্রকৃত আয়ের পরিমাণও স্থির নির্দিষ্ট বলিয়া (কেন না সমাজ পূর্ণ নিয়োগের স্তরে

12. Aggregate Supply=Aggregate Demand.
13. Transaction demand for money (or active balances).

রহিয়াছে এবং ঐ অবস্থায় সর্বাধিক উৎপন্ন উৎপাদিত হইতেছে), উহার বেচাকেনার জন্য যে পরিমাণ অর্থ বাজারে প্রচলিত হইবে, মূল্যস্তর প্রত্যক্ষভাবে ও অর্থের নিজের মূল্য বা ক্রয়শক্তি বিপরীতভাবে, কেবল উহার উপরই নির্ভর করিবে। এবং সমাজে প্রচলিত অর্থের পরিমাণ যে অনুপাতে কমিবে বা বাড়িবে, অর্থের চাহিদাও ঠিক সেই অনুপাতে কমিবে বা বাড়িবে। কারণ আসলে একই পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রীর বিনিময় ঘটিয়া চলিয়াছে বলিয়া অর্থের পরিমাণ বাড়িলে একই পরিমাণ সামগ্রীর বিনিময় ঘটাইতে পূর্বাপেক্ষা বেশি এবং অর্থের পরিমাণ কমিলে, পূর্বাপেক্ষা কম পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে। অর্থাৎ, অর্থের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সমানুপাতিক বা ১-এর সমান এবং অর্থের চাহিদা রেখাটি একটি সমপরাবৃত্তের আকৃতিসম্পন্ন[১৪]।

ইহা হইতে দেখা যায় যে অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের প্রবক্তা ক্লাসিক্যাল পণ্ডিতগণের ধারণা ছিল যে. দেশে পূর্ণ নিয়োগ বিরাজ করিতেছে এবং ঐ অবস্থায় জাতীয় উৎপন্নের পরিমাণ সর্বোচ্চ সম্ভব স্তরে নির্দিষ্ট রহিয়াছে। দ্রব্যসামগ্রীর আপেক্ষিক দাম[১৫] উহাদের চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হইতেছে। সমাজে অর্থের প্রচলন ঘটায় যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী (জাতীয় উৎপন্ন) অর্থের মাধ্যমে বিনিময় হইতেছে কিন্তু অর্থের ব্যবহার উহাদের আপেক্ষিক মূল্যে কোন প্রভাব বিস্তার করিতেছে না এবং প্রচলিত অর্থের মোট পরিমাণ শুধু দ্রব্যসামগ্রীর চূড়ান্ত দাম[১৬] স্থির করিয়া দিতেছে (অর্থাৎ, অর্থের পরিমাণ যে অনুপাতে বাড়িতেছে বা কমিতেছে সে অনুপাতে মূল্যস্তর বাড়িতেছে বা কমিতেছে)। অর্থ শুধু বিনিময়ের মাধ্যম রূপে ব্যবহৃত হইতেছে বলিয়া যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী (জাতীয় উৎপন্ন) বিক্রয় হইবে প্রচলিত দামে উহা অর্থের মোট চাহিদা (আধুনিক ভাষায় ইহাকে অর্থের লেনদেনের চাহিদা বলা যায়) স্থির করিতেছে এবং সমাজে যে পরিমাণ অর্থ প্রচলিত রহিয়াছে তাহাই অর্থের যোগান স্বরূপ। যে কোন পণ্যের মতই অর্থকেও একটি পণ্য বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। অতএব উহার চাহিদা ও যোগান দ্বারাই উহারও দাম (ক্রয়শক্তি) স্থির হইয়া যাইতেছে। এইরূপে, অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের সমীকরণটিকে জাতীয় আয়ের একটি সমীকরণ রূপে উপস্থাপন করিবার চেষ্টা এবং সে হিসাবে উহাকে জাতীয় আয় বিশ্লেষণের একটি স্থূল হাতিয়ার বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

পরবর্তীকালে অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটির স্থূল রূপের ও স্থূল সমীকরণের তিনটি পরিমার্জিত ভাষ্য প্রচারিত হইয়াছিল। উহার প্রথমটি হইতে ফিশারের সমীকরণ[১৭] দ্বিতীয়টি কেম্ব্রিজ সমীকরণ[১৮] ও তৃতীয়টি আয়প্রবাহ সমীকরণ[১৯]।

ফিশারের সমীকরণে অর্থের প্রচলন বেগকে সমীকরণের অন্যতম উপাদান রূপে গ্রহণ করিয়া নিম্নোক্ত আকারে উপস্থিত করা হয়,—

$$PT = MV$$

অর্থাৎ,

দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের মোট বিনিময় বা ক্রয়-বিক্রয়ের বা লেনদেনের পরিমাণ (T) $\times$ গড় মূল্যস্তর (P) = প্রচলিত অর্থের পরিমাণ (M) $\times$ অর্থের গড় প্রচলন বেগ (V)।

সমাজে কেবল নগদ লেনদেনের প্রয়োজনেই অর্থের চাহিদার উৎপত্তি হয়, এই ধারণার ভিত্তিতেই এই সমীকরণটি রচিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে নগদ লেনদেন সমীকরণও[২০] বলে।

---

14. 'The demand curve for money is a rectangular hyperbola'.
15. Relative prices. 16. Absolute prices. 17. Fisher's Equation.
18. Cambridge Equation. 19. Income-Flow Equation.
20. Cash-Transaction Equation.

কিন্তু স্পষ্টতঃই $P \times T$-কে জাতীয় উৎপন্নের আর্থিক মূল্য বলিয়া ধরা যায় না, কারণ মোট লেনদেন বলিতে চূড়ান্ত উৎপন্ন সামগ্রী ও মধ্যবর্তী পর্যায়ের (অর্থাৎ কাঁচা-মাল ও অর্ধপ্রস্তুত) সামগ্রী ইত্যাদি যাবতীয় বস্তুরই লেনদেন বা ক্রয়-বিক্রয় বুঝায়। অতএব ইহা (অর্থাৎ $P \times T$) জাতীয় উৎপন্নের আর্থিক মূল্য অপেক্ষা বেশি। তাহা ছাড়া, ইহাতেও পূর্ণনিয়োগ রহিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে এবং এই কারণে মোট লেনদেনের পরিমাণ (বা T) অপরিবর্তিত থাকে বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। সুতরাং ফিশারের সমীকরণটিকে জাতীয় আয় বিশ্লেষণের উপযোগী হাতিয়ার বলিয়া গণ্য করা চলে না। ইহাতেও অর্থের শুধু একটি কাজের কথাই অর্থাৎ বিনিময়ের মাধ্যম রূপে উহার ব্যবহারের কথাই স্বীকার করা হইয়াছে। ইহাও এই সমীকরণের অন্যতম ত্রুটি।

কেম্ব্রিজ সমীকরণটিতে অবশ্য সর্বপ্রথম অর্থের অপর দিকের, উহার অপর কাজটির, অর্থাৎ সঞ্চয়ের বাহন[21] রূপে উহার গুরুত্ব স্বীকৃত হয়। এজন্য, এই সমীকরণে অর্থের প্রচলন বেগের পরিবর্তে সঞ্চয়ের বাহন রূপে উহার কাজটি অন্যতম উপাদান রূপে গৃহীত হয়। কেম্ব্রিজ সমীকরণটি হইতেছে,—M=PKR। M হইতেছে সমাজে অর্থের মোট প্রচলিত পরিমাণ বা যোগান। R হইতেছে প্রকৃত জাতীয় আয় বা জাতীয় উৎপন্ন। K হইতেছে মূল্যস্তর অনুযায়ী আয়ের সেই অংশ বা অনুপাত, যাহা যে কোন সময়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী কিনিবার জন্য নগদ অর্থের আকারে ক্রয়ক্ষমতা বা ক্রয়শক্তি[22] সমাজের সকলের হাতে মজুত রাখিতে চায় এবং P হইতেছে দ্রব্যসামগ্রীর গড় মূল্যস্তর। অর্থাৎ M যদি ১০,০০০ হয় এবং R যদি ৬০০০ হয় ও K যদি $\frac{1}{3}$ হয়, তবে P হইবে ৫ ও তাহা হইলে সমীকরণটি হইবে,—

$$M=PKR$$

বা $১০,০০০=৫.\ \frac{1}{3} \times ৬০০০$

এই সমীকরণটির উদ্ভাবনে ও প্রচারে মার্শাল, পিগু, রবার্টসন ও কীন্‌সের সম্মিলিত অবদান ছিল। সমাজে অর্থের চাহিদা, লেনদেনের প্রয়োজনে উহার চাহিদা নয়। দ্রব্য-সামগ্রী কিনিবার ক্ষমতা হাতে রাখিবার জন্যই মুখ্যত মানুষ নগদ অর্থ হাতে রাখিতে চায় (কারণ অর্থ হইল দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের 'সাধারণ ক্ষমতা'); অর্থাৎ অর্থের চাহিদা হইল হাতে সাময়িকভাবে নগদ তহবিল ধরিয়া রাখিবার চাহিদা[23]—অর্থের চাহিদার এই নূতন ব্যাখ্যাই কেম্ব্রিজ সমীকরণের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান। ইহার মূল বক্তব্য হইল, সমাজে সকলের হাতে যে সাময়িকভাবে অলস নগদ তহবিল থাকে উহার সমষ্টিই প্রকৃত জাতীয় আয়ের সমান এবং ঐ প্রকৃত জাতীয় আয় কিনিবার উদ্দেশ্যেই যে কোন নির্দিষ্টকালে সকলে হাতে ঐ নগদ তহবিল ধরিয়া রাখে। নগদ অর্থ হাতে ধরিয়া রাখিবার প্রয়োজনেই সমাজে অর্থের চাহিদার উৎপত্তি হয়, এই ধারণার ভিত্তিতে এই সমীকরণটি রচিত বলিয়া ইহাকে নগদ তহবিল সমীকরণ[24]ও বলে। অর্থের চাহিদার এই নূতন ব্যাখ্যার ভিত্তিতেই পরবর্তীকালে কীন্‌স্ সুদের নগদপছন্দ তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। এই সমীকরণের K উপাদানটিকে ফিশারের সমীকরণের V (অর্থের প্রচলন বেগ)-এর বিপরীত বলা যায়। অর্থের প্রচলন বেগের ধারণা (V) বিনিময়ের মাধ্যমরূপে উহার ভূমিকার ইঙ্গিত দেয়। আর নগদ অর্থ হাতে ধরিয়া রাখিবার ধারণা (K) সঞ্চয়ের বাহন-রূপে অর্থের ভূমিকার ইঙ্গিত দেয়। দুইটিই অর্থের দুই বিপরীত ভূমিকা, একটি উহার সচলতা (V) অপরটি উহার অচলতা (K)। সুতরাং V বাড়িলে, K কমিবে এবং V কম হইলে K বেশি হইবে। অর্থাৎ বিনিময়ের মাধ্যমরূপে অর্থের প্রয়োজন বাড়িলে,

21. Money as a store of value.
22. Command over goods and services.
23. Demand for money is the demand to hold cash balances in hand.
24. Cash-Balance Equation.

সঞ্চয়ের বাহনরূপে উহা হাতে ধরিয়া রাখিবার প্রয়োজন কমিয়া যায়। **অর্থের মূল্য বা** (উহার বিপরীত দিক হইতে) মূল্যস্তরের ব্যাখ্যায় অর্থের চাহিদার আরও সন্তোষজনক বিশ্লেষণ ও উহাতে অধিক গুরুত্ব আরোপ করায় কেম্ব্রিজ সমীকরণটিকে ফিশারের সমীকরণ অপেক্ষা বেশি সন্তোষজনক বলিয়া গণ্য করা হয়, কিন্তু জাতীয় আয়ের নির্ধারক-গুলির বিশ্লেষণে এই সমীকরণটি ফিশারের সমীকরণের মতই অনুপযোগী।

অর্থের **পরিমাণ তত্ত্বের তৃতীয় ভাষ্যটি হইতেছে আয়প্রবাহ ভাষ্য বা বিনিময়ের আয়প্রবাহ সমীকরণ**[25]। সংক্ষেপে ইহার ব্যাখ্যাটি এইঃ ফিশারের নগদ লেনদেন সমীকরণের ($PT=MV$) T-কে যদি কেবল চূড়ান্ত উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর লেনদেনের বা ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ বলিয়া ধরা যায় তবে উহাই সমাজের প্রকৃত আয়[26] বলিয়া গণ্য করা যায়। এবার T-এর পরিবর্তে প্রকৃত আয়-বাচক R অক্ষরটি যদি আমরা ব্যবহার করি, তবে উহাকে গড় মূল্যস্তর দিয়া গুণ করিলে উহার মোট আর্থিক মূল্য বা মোট আর্থিক জাতীয় আয় পাওয়া যায়। অর্থাৎ $R \times P =$ জাতীয় আয় (আর্থিক)।

অবশ্য যথাযথ আয়প্রবাহ সমীকরণটি ছিল এইঃ $PyTy = MVy$। Ty হইল ক্রয়বিক্রয়ের বিষয়বস্তু স্বরূপ চূড়ান্ত উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের মোট পরিমাণ (আমরা যাহাকে ইতিপূর্বে R বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি) এবং Py হইল যে গড় দামে Ty বা জাতীয় উৎপন্ন ক্রয়বিক্রয় হইবে। P-এর পরিবর্তে Py প্রতীক ব্যবহারের দ্বারা আয়=ব্যয়, এই ধারণার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। ভোগের প্রয়োজনে চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী কিনিতে কি খরচ পড়িতেছে (অর্থাৎ জীবন ধারণের খরচ), তাহা Py হইতে পাওয়া যাইতেছে। M হইতেছে সমাজে প্রচলিত অর্থের পরিমাণ এবং Vy হইল অর্থের আয়-প্রচলন বেগ[27]। অর্থের আয়-প্রচলন বেগ হইল মোট আর্থিক আয় ও প্রচলিত অর্থের পরিমাণের ভাগফল। অর্থাৎ, মোট আর্থিক আয়কে যদি Y ধরা যায় তাহা হইলে অর্থের আয়-প্রচলন বেগ বা Vy হইবে $\frac{y}{M}$; অথবা, $Vy = \frac{y}{M}$।

এখন আয়প্রবাহ সমীকরণের Ty-এর পরিবর্তে আমরা যদি R ব্যবহার করি এবং Vy-এর পরিবর্তে আমরা যদি $\frac{y}{M}$ ব্যবহার করি, তবে আয়প্রবাহ সমীকরণটির পরিবর্তিত রূপ হয়ঃ

$$PyTy = MVy$$

অথবা, $R\ Py = M \times \frac{y}{M}$ [উপরের ও নিচের M কাটাকাটি হইয়া বাদ গেল]

সুতরাং, $R\ Py = Y$.

কিংবা $Y = R\ Py$.

এখন Y হইল আর্থিক জাতীয় আয় এবং R Py হইল উহার উপর সমাজের মোট আর্থিক ব্যয়ের পরিমাণ। অতএব,

Y বা আর্থিক জাতীয় আয় = R Py বা মোট (জাতীয়) ব্যয়।

এইভাবে আয়প্রবাহ সমীকরণটি বিশ্লেষণ করিয়া উহা যে মোট আর্থিক জাতীয় আয় ও জাতীয় ব্যয়ের সমতার ইঙ্গিত দিতেছে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু প্রশ্ন হইল এই যে, এই সমীকরণটিকে আমরা কি জাতীয় আয়ের নির্ধারক বিশ্লেষণের যথার্থ তত্ত্ব হিসাবে গ্রহণ করিতে পারি? স্পষ্টতঃই তাহা সম্ভব নয়, কারণ Ty বলিতে যে সকল লেনদেন বুঝায় এবং Vy বলিতে অর্থের যে প্রচলন বেগ বুঝান

---

25. The Income-Flow Equation of Exchange.
26. Real income of the community.
27. Income-velocity of money.

হইয়াছে তাহাতে ভোগ্যদ্রব্য ও পুঁজিদ্রব্যের লেনদেন বা ক্রয়বিক্রয়ে কোন পার্থক্য না করিয়া উভয়কে একই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহাতে অবশ্য অর্থনীতিক কার্যাবলীর সামগ্রিক বহিরাবরণটি (মোট পরিমাণটি) পাওয়া যাইতেছে কিন্তু ঐ বহিরাবরণের অন্তরালে, আরও গভীরে প্রবেশ করা যায় না। অথচ ভোগ্যদ্রব্য ও পুঁজিদ্রব্য, এই দুই প্রকার দ্রব্যের উপর সমাজের পৃথক পৃথক ব্যয়ের যে সমষ্টি লইয়া জাতীয় আয় গঠিত হয় তাহা খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য আরও গভীর অনুসন্ধানের প্রয়োজন।

তাহা করিতে গেলে আমরা দেখিতে পাইব যে, শুধু জাতীয় আয়=জাতীয় ব্যয়-ই নহে, আমরা আরো দেখিব যে, জাতীয় ব্যয়=ভোগ্যদ্রব্যের জন্য ব্যয় (বা C)+পুঁজিদ্রব্যের জন্য ব্যয় (উৎপাদকের দ্রব্যের উপর ব্যয় বা বিনিয়োগ বা I)।

অর্থাৎ জাতীয় আয়=জাতীয় ব্যয়=ভোগব্যয় (C)+বিনিয়োগ (I),

অতএব, জাতীয় আয়=ভোগব্যয় (C)+বিনিয়োগ (I)।

আমরা যদি জাতীয় আয় বুঝাইতে Y অক্ষরটি প্রতীক রূপে ব্যবহার করি, তবে সংক্ষিপ্ত আকারে সমীকরণটি এই দাঁড়ায়ঃ

$$Y=C+I$$

এই $Y=C+I$ সমীকরণটি হইল কীন্সের বিখ্যাত সঞ্চয়-বিনিয়োগ তত্ত্বের মূল ভিত্তি। জাতীয় আয় নির্ধারণের তত্ত্ব হিসাবে ইহা আয়প্রবাহ সমীকরণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ, ইহাতে অত্যন্ত স্পষ্টরূপে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগকে জাতীয় আয়ের দুটি প্রধান নির্ধারক রূপে দেখান হইয়াছে। অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের কোন সমীকরণই (ফিশারের নগদ লেনদেন সমীকরণ, কেম্ব্রিজ নগদ তহবিল সমীকরণ কিংবা আয়প্রবাহ সমীকরণ) জাতীয় আয়ের মত জটিল অর্থনীতিক বিষয়টির সন্তোষজনক বিশ্লেষণ দ্বারা জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থান বা নিয়োগ কি করিয়া এবং কোন্ কোন্ বিষয়ের দ্বারা নির্ধারিত হয় সে বিষয়ে কোন সাধারণ তত্ত্বের মূল ভিত্তি রচনা করিতে পারে নাই। আর্থিক তত্ত্ব[২৮], মূল্যতত্ত্ব[২৯], এবং নিয়োগ ও জাতীয় আয় নির্ধারণ তত্ত্বের[৩০] মধ্যে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া জাতীয় আয় ও নিয়োগের সাধারণ তত্ত্বের ভিত্তি রচনার কাজটি কীন্সের দ্বারা সম্পাদিত হইবার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল। আধুনিক অর্থবিজ্ঞানিগণের মধ্যে কীন্সই প্রথম আর্থিক তত্ত্ব, মূল্যতত্ত্ব ও জাতীয় আয় ও নিয়োগ তত্ত্বের সমন্বয়ে এরূপ একটি সমষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণের প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করিয়া অর্থবিদ্যাব সমষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণ তত্ত্বের নূতন পথ রচনা করেন।

সে'র তত্ত্বের কীন্সীয় সমালোচনা
KEYNES' CRITICISM OF SAY'S LAW

সে'র বিধির যুক্তি জাল ছিন্ন করিয়া কীন্স্ প্রমাণ করেন যে—(১) সমাজে মোট দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের মোট চাহিদা ও মোট যোগান যে অনিবার্যভাবেই পরস্পরের সমান হইবে ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। বরং মোট চাহিদা অধিকাংশ সময়েই মোট যোগানের কম হইতে পারে।

(২) মোট চাহিদা ও মোট যোগান পরস্পরের সমান হয় না, অধিকাংশ সময়েই মোট চাহিদা মোট যোগান অপেক্ষা কম থাকে বলিয়া সমাজে পূর্ণ নিয়োগও থাকে না। সুতরাং সমাজে সর্বদাই পূর্ণ নিয়োগ বিরাজ করিতেছে ইহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই।

(৩) মোট চাহিদা ও মোট যোগানের ভারসাম্যের অভাবের ফলেই ধনতন্ত্রী অর্থনীতিতে অর্থনীতিক কার্যাবলীর ওঠানামা, সংকোচন সম্প্রসারণ ঘটে। ইহা বাণিজ্যচক্রেব

28. Monetary Theory. 29. Value Theory.
30. Theory of Employment and National Income Determination.

আবর্তনের মূল কারণ। অর্থনীতির এই সমস্যাকে সে'র বিধিতে স্বল্পকালীন সমস্যা বলিয়া লঘু করিয়া দেখা হইয়াছে এবং সামগ্রিক চাহিদা যোগানের দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। অথচ আমরা সকলেই স্বল্পকালীন সময়েই বাঁচিয়া থাকি; দীর্ঘকালীন সময়ে আমরা কেহই বাঁচিয়া থাকিব না।[৩১] সুতরাং স্বল্পকালীন সমস্যার সমাধানে ইহা কোন কাজেই লাগে না।

সে'র বিধির যে সকল সমালোচনা দ্বারা কীন্স্ এই মত সন্দেহাতীতরূপে প্রতিষ্ঠা করেন, সংক্ষেপে তাহা হইতেছে এই যেঃ (১) ব্যক্তিগতভাবে যে কোন ভোগকারী অথবা যে কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ভারসাম্যের যে শর্তাবলী অর্থবিদ্যার ব্যষ্টিগত বিশ্লেষণ হইতে পাওয়া যায়, সমগ্র সমাজের অর্থনীতিক কার্যাবলীর সামগ্রিক ভারসাম্যের ক্ষেত্রেও তাহাই খাটে, এই সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণার উপরই সে'র বিধিটি প্রতিষ্ঠিত।

(২) সে-র বিধিতে ইহা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, যাহা আয় হয় তাহার সবটাই হয় ভোগ্যদ্রব্য, না হয় পুঁজিদ্রব্যের উপর ব্যয় হয় এবং ইহার ফলেই সমাজের মোট আয় ও মোট ব্যয় পরস্পরের সমান হইয়া উৎপাদনের যাবতীয় উপকরণগুলিকে কর্মে নিযুক্ত রাখে। কিন্তু ইহা সত্য নহে, কারণ, জাতীয় উৎপন্ন উৎপাদন দ্বারা সমাজে যে মোট আয় উপার্জিত হয়, তাহার সবটাই ঐ জাতীয় উৎপন্ন কিনিবার জন্য যে ব্যবহৃত হইবেই এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। বাস্তব ঘটনা ইহাই প্রমাণ করে যে, আয়ের সমস্তটা আপনা-আপনি ভোগ্যদ্রব্য ও পুঁজিদ্রব্যের উপর ব্যয় হয় না। সুতরাং ইহার ফলে মোট চাহিদা মোট যোগান অপেক্ষা কম হইয়া পড়িতে পারে।

(৩) অর্থের পরিমাণ তত্ত্বে বিশ্বাসের দরুন, সে'র বিধিতে অর্থকে শুধু বিনিময়ের মাধ্যমরূপে গণ্য করিবার ফলে (অর্থাৎ কেবল বেচাকেনার জন্যই অর্থের চাহিদা হয়), সঞ্চয়ের বাহনরূপে অর্থের অপর ভূমিকাটি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। অর্থ সঞ্চয়েরও বাহন বলিয়া, চল্‌তি আয়ের[৩২] যে অংশ বর্তমান ভোগের তৃপ্তিতে ব্যবহৃত না হইয়া সঞ্চিত হয়, তাহা যে পুঁজিদ্রব্যের উপরই খরচ হইবে এমন কোন কথা নাই কারণ, সমাজে বিনিয়োগের অফুরন্ত সুযোগ নাই। বরং উহা সাময়িকভাবে মানুষের হাতে অলস বা নিষ্ক্রিয় তহবিলরূপে পড়িয়া থাকিতে পারে। ইহার ফলেও সমাজে যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাহিদা উহাদের মোট যোগানের কম হইতে পারে।

(৪) সে'র বিধিতে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, সমাজের মোট ভোগব্যয় ও মোট বিনি-যোগ ব্যয়ের সমষ্টি দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাহিদা ও মোট যোগানের ভারসাম্য ঘটায়। অর্থাৎ যেন উহাদের মধ্যে এরূপ একটি পারস্পরিক সম্পর্ক আছে যাহার ফলে ইহা না ঘটিয়া পারে না। কিন্তু ইহাও সত্য নয়। কারণ, ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়ের মোট সমষ্টি জাতীয় আয়ের সমান হইলেও $(Y=C+I)$, এবং উহারা উভয়ে মিলিয়া সমাজের যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাহিদা ও জাতীয় আয়েব স্তর নির্ধারণ করিলেও, উহাদের (অর্থাৎ ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়) নির্ধারকগুলি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সুতরাং উহাদের যোগফল যে পরিমাণ চাহিদা সৃষ্টি করিতে পারে তাহা যে সমাজের যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাহিদাকে মোট যোগানের সমান করিবার পক্ষে যথেষ্ট হইবেই, এমন কোন নিশ্চয়তা থাকে না। ভোগ হইতেছে চল্‌তি আয়ের একটি অপেক্ষক বা ক্রিয়া[৩৩] এবং আয় যতটা বাড়ে, ভোগ ততটা বাড়ে না। বিনিয়োগ নির্ভর করে কারিগরি নানা অবস্থা ও পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার[৩৪] উপর। এই অবস্থায় চল্‌তি আয় ও চল্‌তি ভোগব্যয়ের মধ্যে যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়, তাহা ঐ পরিমাণ বিনিয়োগ ব্যয়ের দ্বারা পূরণ করিতে পারিলেই কেবল মোট চাহিদাকে স্থিত রাখা ও উহাকে মোট যোগানের সমান করা যায়। কিন্তু ইহা যে

31. "In the long run we are all dead."—Keynes.
32. Current income. 33. Consumption is a function of income.
34. Marginal efficiency of Capital.

াপনা আপনি ঘটিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। অতএব সমাজে মোট চাহিদা ও মোট যোগানের ভারসাম্য বিরাজ করিতেছে এবং সে কারণে পূর্ণ নিয়োগও বিরাজ করিতেছে, এই ধারণা মোটেই সত্য নয়।

কীন্সের 'কার্যকর চাহিদা' ও নিয়োগ তত্ত্বের মূল কথা
KEYNES' THEORY OF EFFECTIVE DEMAND AND EMPLOYMENT IN BRIEF

কার্যকর চাহিদার অর্থ: কীন্সের কার্যকর চাহিদা তত্ত্বটি তাঁহার নিয়োগ তত্ত্বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ইহাকে তাঁহার আয়, উৎপন্ন ও নিয়োগের বিশ্লেষণের সর্বপ্রধান হাতিয়ার বলিয়া গণ্য করা যায়। অর্থবিদ্যায় সাধারণত নির্দিষ্ট দামে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী কিনিবার জন্য ক্রেতা তাহার অর্থ ব্যয় করিতে প্রস্তুত, দ্রব্যের সে পরিমাণ চাহিদাকেই কার্যকর চাহিদা বলা হয়। কিন্তু তাঁহার তত্ত্বে কীন্স্ আরেকটি অর্থে এই শব্দ দুইটি ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা জানি যে, লব্ধ আয় হইতে ব্যয়ের মধ্য দিয়া কার্যকর চাহিদা আত্মপ্রকাশ করে এবং সমাজের মোট ব্যয় দ্বারা ইহার পরিমাণ বুঝা যায়। ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা ও পুঁজিদ্রব্যের (বিনিয়োগ) চাহিদা, এই দুই প্রকার চাহিদার সমষ্টি হইল সমাজের মোট চাহিদা। ইহার মধ্যে বৃহদংশই হইল ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা। সমাজে আয় ও নিয়োগ যত বাড়ে মোট চাহিদাও ততই বাড়ে। সুতরাং জাতীয় আয়ের বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী মোট চাহিদারও বিভিন্ন মাত্রা (অর্থাৎ মোট চাহিদার বিভিন্ন পরিমাণ) দেখা যায়। কিন্তু চাহিদার ঐ সকল বিভিন্ন পরিমাণের (অর্থাৎ চাহিদার বিভিন্ন মাত্রার) সকলগুলিই যে মোট যোগানের সমান হয় তাহা নয়। উহাদের মধ্যে একটি মাত্র মাত্রা বা পরিমাণই কেবল মোট যোগানের সমান হয়। **আয়ের বিভিন্ন স্তর বা মাত্রা অনুযায়ী চাহিদার বিভিন্ন মাত্রাগুলির মধ্যে কেবল যে মাত্রাটি (বা পরিমাণটি) মোট যোগানের সমান হয়, মোট উৎপন্নের ঐ চাহিদাকেই 'কার্যকর চাহিদা' বলা যায়।** অর্থাৎ **চাহিদা যে মাত্রায় যোগানের সহিত ভারসাম্য লাভ করে, কেবল উহাকেই কার্যকর চাহিদা বলা যাইবে।** ঐ অবস্থায় উৎপাদন বাড়াইবার বা কমাইবার জন্য উদ্যোক্তাদের আর কোন ইচ্ছা থাকে না।

কীন্সের তত্ত্বে কার্যকর চাহিদার গুরুত্ব: সে'র বিধিটি ভুল বলিয়া প্রমাণিত করিবার কাজে কার্যকর চাহিদার তত্ত্বটিকে কীন্স্ প্রধান অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন। কার্যকর চাহিদার বিশ্লেষণ হইতে দেখা যায় যে, ইহা ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়ের সমষ্টি। নিয়োগ বৃদ্ধির সহিত সমাজের মোট আয়ও বাড়ে এবং উহার দরুন ভোগব্যয়ও বাড়ে। কিন্তু আয় যতটা বাড়ে, ভোগব্যয় ততটা বাড়ে না। এজন্য, সমাজের মোট ভোগব্যয় সমাজের মোট আয়ের পিছনে পড়িয়া থাকে এবং ইহার ফলে সমাজের মোট আয় অপেক্ষা মোট ব্যয় কম হইয়া পড়ে। মোট আয় ও মোট ভোগব্যয়ের মধ্যে ব্যবধান ঘটিবার ফলেই সমাজের মোট আয় ও ব্যয়ের মধ্যেও ব্যবধান সৃষ্টি হয়। কার্যকর চাহিদা (অর্থাৎ মোট চাহিদা ও মোট যোগানের ভারসাম্য) বজায় রাখিতে হইলে মোট আয় ও ভোগব্যয়ের মধ্যে এই ফাঁকটি পূরণ করা প্রয়োজন এবং বিনিয়োগ ব্যয় বাড়াইয়াই কেবল ইহা করা সম্ভব। না হইলে কার্যকর চাহিদার ঐ ঘাট্তির[35] দরুন সমাজে কর্মহীনতা দেখা দিবে। সুতরাং নিয়োগ বাড়াইতে হইলে বিনিয়োগ বাড়াইতে হইবে, তবেই সমাজে আয় ও ভোগব্যয় তথা মোট আয় ও মোট ব্যয়ের সমতা বজায় থাকিবে, কার্যকর চাহিদা (=মোট যোগান) বজায় থাকিবে। অতএব কার্যকর চাহিদার এই বিশ্লেষণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, ধনতন্ত্রী অর্থনীতিতে বিনিয়োগ (ব্যয়)-এর ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। বিনিয়োগের এই ভূমিকার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছে বলিয়াই কীন্সীয় তত্ত্বে কার্যকর চাহিদাকে এত গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া গণ্য করা হয়।

35. Deficiency of Effective Demand.

কার্যকর চাহিদার নির্ধারকসমূহ[36]

কার্যকর চাহিদার নির্ধারক দুইটি,—(১) মোট চাহিদা অপেক্ষক[37] এবং (২) মোট যোগান অপেক্ষক।[38] ব্যক্তিগত উদ্যোগের ধনতন্ত্রী অর্থনীতিক ব্যবস্থায় এই দুইটির দ্বারা কার্যকর চাহিদা নির্ধারিত হয় এবং উহার মধ্য দিয়া সমাজে নিয়োগের স্তর নির্ধারিত হইয়া থাকে। ইহাই কীন্‌সের মত এবং তাঁহার নিয়োগতত্ত্বের মূল কথা।

১. **মোট চাহিদা অপেক্ষক:** ধনতন্ত্রে প্রত্যেক উৎপাদক সর্বাধিক মুনাফা উপার্জনের চেষ্টা করে। উৎপাদনে নিযুক্ত উপাদানগুলির পারিশ্রমিকের সমষ্টি হইতেছে উপাদানগুলির ব্যবহার বাবদ উৎপাদকের মোট উপাদান-খরচ[39]। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ নিয়োগ[40] দ্বারা উৎপাদকের যে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় বা মোট আয় ঘটে তাহা উৎপাদকের মোট উপাদান-খবচ ও তাহার মুনাফার সমষ্টির সমান। অর্থাৎ, সমাজের নির্দিষ্ট পরিমাণ নিয়োগ দ্বারা উৎপন্নসামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ মোট আয়=মোট উপাদান খরচ+মুনাফা।

একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ নিয়োগ দ্বারা এইভাবে যে মোট আয় বা মোট বিক্রয়লব্ধ আয় আশা করা যায় তাহাই ঐ পরিমাণ নিয়োগের দ্বারা উৎপন্ন সামগ্রীর মোট চাহিদা দাম[41]। সহজ কথায়, উহা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ দ্বারা অনুমিত বিক্রয়লব্ধ আয় বা প্রাপ্তির[42] মোট পরিমাণ। সুতরাং সমাজে,

নির্দিষ্ট পরিমাণ নিয়োগ দ্বারা উৎপন্ন সামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ মোট আয়
= মোট উপাদান খরচ+মুনাফা
= উৎপন্ন সামগ্রীর মোট চাহিদা দাম।

বিভিন্ন পরিমাণ নিয়োগ দ্বারা উৎপন্ন সামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ মোট অনুমিত আয় বিভিন্ন হইবে। এইরূপ **বিভিন্ন পরিমাণ নিয়োগের দ্বারা উৎপন্ন বিভিন্ন পরিমাণ সামগ্রীর বিভিন্ন অনুমিত বিক্রয়লব্ধ আয়ের তালিকাকে মোট চাহিদা তালিকা অথবা মোট চাহিদা অপেক্ষক বলা যায়।** ইহা হইতে দেখা যাইবে যে (অর্থাৎ মোট চাহিদা অপেক্ষক ইহাই নির্দেশ করে যে), নিয়োগের পরিমাণ যতই বাড়ে মোট চাহিদা দামও ততই বাড়ে। সুতরাং বলা যায় যে, মোট চাহিদা অপেক্ষকটি হইল নিয়োগের পরিমাণের একটি ক্রমবর্ধমান অপেক্ষক। এইরূপে, তাহার নিয়োগ তত্ত্বে কীন্‌স্ মোট উৎপন্নের মাধ্যমে অনুমিত বিক্রয়লব্ধ মোট আয়ের সহিত মোট নিয়োগ বা কর্মসংস্থানের সম্পর্কটি দেখাইয়াছেন। এবার আমরা একটি সমীকরণের আকারে মোট চাহিদা অপেক্ষকটিকে উপস্থিত করিতে পারি। যথা, সমাজের সকল উদ্যোক্তা বা উৎপাদকগণ যদি N পরিমাণ লোক নিয়োগ করিয়া তাহাদের দ্বারা উৎপন্ন মোট সামগ্রী বিক্রয় করিয়া মোট D পরিমাণ বিক্রয়লব্ধ মোট আয় আশা করে, তবে DD (অর্থাৎ অনুমিত বিক্রয়লব্ধ মোট আয়) ও N (অর্থাৎ তদনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ নিয়োগ), এই দুইটির মধ্যে ক্রিয়াগত সম্পর্কের সমীকরণটি (অর্থাৎ মোট চাহিদা অপেক্ষকটি) নিম্নরূপ হইবে:

$$DD = f\ (N)$$

[অর্থাৎ, অনুমিত বিক্রয়লব্ধ আয় হইল নির্দিষ্ট পরিমাণ নিয়োগের ক্রিয়ার ফল]

২·১নং রেখাচিত্রে মোট চাহিদা অপেক্ষকের চিত্র রূপটি DD [$=f\ (N)$] রেখা দ্বারা দেখান হইয়াছে। সমাজে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের মোট চাহিদা নির্ভর করে ভোগব্যয় ও বিনিয়োগের উপর। যদি নিয়োগ বাড়াইতে হয়, তবে ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয় বাড়াইতে হইবে। সুতরাং মোট চাহিদা অপেক্ষক রেখার আকৃতি ও অবস্থান ভোগ ও বিনিয়োগের উপর সমাজের মোট ব্যয়ের পরিমাণের দ্বারা নির্ধারিত হয়।

36. Determinants of Effective Demand.
37. Aggregate Demand Function. 38. Aggregate Supply Function.
39. Total Factor Costs. 40. A given amount of employment.
41. Aggregate Demand Price. 42. Expected receipts or incomes.

২. **মোট যোগান অপেক্ষক: একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ নিয়োগ দ্বারা উৎপন্ন সামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ ন্যূনতম অনুমিত আয়**[43]**-কে ঐ পরিমাণ উৎপন্নের মোট যোগান দাম বলা যায়।** ইহা হইল উদ্যোক্তা বা উৎপাদকগণকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ নিয়োগে প্রবৃত্ত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম অনুমিত আয়। **উদ্যোক্তাগণকে বিভিন্ন পরিমাণ নিয়োগে প্রবৃত্ত করিবার জন্য যে সকল বিভিন্ন পরিমাণ ন্যূনতম বিক্রয়লব্ধ আয়ের (বা মোট যোগান দামের) প্রয়োজন তাহার তালিকাটিকে মোট যোগান তালিকা বা মোট যোগান অপেক্ষক বলা যায়।** নিয়োগের পরিমাণ যত বাড়িবে মোট যোগান দামও ততই বাড়িবে। সুতরাং মোট যোগান অপেক্ষকটিও নিয়োগের পরিমাণের একটি ক্রমবর্ধমান অপেক্ষক। অতএব, N পরিমাণ নিয়োগের দ্বারা উৎপন্ন সামগ্রীর মোট যোগান দাম যদি ZZ ধরা হয়, তবে মোট যোগান অপেক্ষকটিকে নিচের সমীকরণের আকারে উপস্থিত করা যায়:

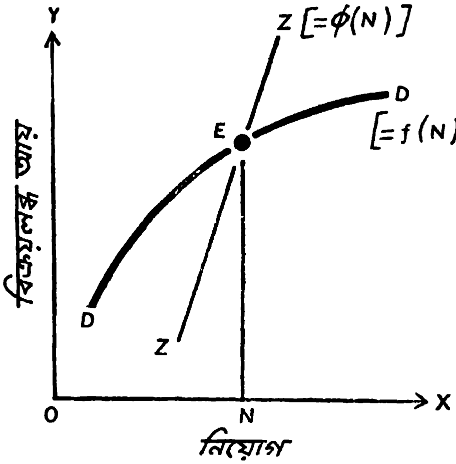
$$ZZ = \phi\,(N)$$

[গ্রীক অক্ষর ϕ ('ফাই') ক্রিয়া (ফাংশন—function বা f)—গত সম্পর্ক বুঝাইবার জন্য এখানে ব্যবহার করা হইয়াছে।]

২·১নং রেখাচিত্রে ZZ রেখা দ্বারা ইহার চিত্ররূপ দেখান হইয়াছে।

২·১নং রেখাচিত্রে OX অক্ষরেখায় নিয়োগের পরিমাণ এবং OY অক্ষরেখায় বিক্রয়লব্ধ আয়ের পরিমাণ পরিমাপ করা হইতেছে। DD হইতেছে মোট চাহিদা অপেক্ষক এবং ZZ হইল মোট যোগান অপেক্ষক। E বিন্দুতে মোট যোগান অপেক্ষকটি নিচ হইতে মোট চাহিদা অপেক্ষকটিকে ছিন্ন করিয়া উহার উপরে উঠিয়া গিয়াছে। সুতরাং E বিন্দুতে মোট চাহিদা অপেক্ষক ও মোট যোগান অপেক্ষকটি পরস্পরের সমান। অর্থাৎ E বিন্দুতে মোট চাহিদা=মোট যোগান। অতএব E হইতেছে কার্যকর চাহিদার বিন্দু। E ছাড়া অন্য কোন বিন্দুতে মোট চাহিদা মোট যোগানের সমান নহে। E বিন্দুর আগে DD রেখা ZZ রেখার উপরে রহিয়াছে। অর্থাৎ E বিন্দুর আগে মোট চাহিদা>মোট যোগান। ইহার ফলে এই অবস্থায় উদ্যোক্তারা অধিকতর পরিমাণে নিয়োগ সৃষ্টিতে আগ্রহী হইবে, কারণ তাহাতে তাহাদের মুনাফাও বাড়িবে। ফলে O হইতে N বিন্দু পর্যন্ত নিয়োগ বাড়িবে। কিন্তু E বিন্দুর পর ZZ রেখা DD রেখার উপরে রহিয়াছে। অর্থাৎ E বিন্দুর পর মোট চাহিদা<মোট যোগান। অতএব ON পরিমাণের বেশি নিয়োগে উদ্যোক্তারা ইচ্ছুক হইবে না। সুতরাং E বিন্দুটি হইতেছে মোট চাহিদা ও মোট যোগানের ভারসাম্য বিন্দু। তদনুযায়ী, যে কোন নির্দিষ্ট সময়ে যে কোন সমাজে প্রকৃত নিয়োগের পরিমাণ হইবে ON এবং এই পরিমাণ নিয়োগে উদ্যোক্তাগণের অনুমিত মুনাফার পরিমাণও সর্বাধিক হইবে।

২·১নং রেখাচিত্র



43. Minimum expected saleproceeds.

অন্নিত শর্তাবলী[44] **:** এই বিশ্লেষণে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে,—(১) যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রীর আর্থিক দাম অপরিবর্তিত রহিয়াছে, এবং (২) নিয়োগ ও মোট উৎপন্নের মধ্যে একটি আনুপাতিক সম্পর্ক আছে এবং ঐ নির্দিষ্ট অনুপাতে উহাদের ওঠানামা ঘটে (অর্থাৎ মোট উৎপন্ন যে অনুপাতে বাড়ে, নিয়োগও সেই অনুপাতেই বাড়ে)।

এই দুইটি অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলা যায় যে, মোট চাহিদা অপেক্ষক ও মোট যোগান অপেক্ষক উভয়েই, নিয়োগের ক্রমবর্ধমান অপেক্ষক। নিয়োগ বৃদ্ধির সহিত উহারাও ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।

তবে, প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, E বিন্দুটি শুধুই মোট চাহিদা ও মোট যোগানের ভারসাম্য বিন্দু বুঝাইতেছে। অর্থাৎ এখানে পৌঁছিবার পর উদ্যোক্তাগণের আর নিয়োগ বাড়াইবার বা কমাইবার কোন ইচ্ছা থাকে না। কিন্তু তাই বলিয়া E বিন্দুটিকে পূর্ণ নিয়োগ বিন্দু বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ইহা পূর্ণ নিয়োগ বিন্দু হইতেও পারে, আবার নাও হইতে পারে। যদি E বিন্দুতে পূর্ণ নিয়োগ ঘটে তবে মোট চাহিদা ও যোগানের ঐ ভারসাম্যকে পূর্ণ নিয়োগ ভারসাম্য[45] বলা যাইবে। কিন্তু যদি ঐ ভারসাম্যে পূর্ণ নিয়োগ না ঘটে, তবে ঐরূপ ভারসাম্যকে স্বল্প-নিয়োগ ভারসাম্য[46] বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

---

44. Assumptions. 45. Full employment Equilibrium.
46. Underemployment Equilibrium.

৩

আয় ও নিয়োগ সম্পর্কে কীনসীয় সাধারণ তত্ত্বের রূপরেখা
OUTLINE OF THE GENERAL THEORY OF INCOME AND EMPLOYMENT

[**আলোচিত বিষয়ঃ** ক্লাসিক্যাল পটভূমিকা—কীন্‌স্‌ ও নয়া ক্লাসিক্যাল চিন্তাধারা—ক্লাসিক্যাল চিন্তাধারার সহিত কীন্‌সের পার্থক্য—কীন্‌সীয় তত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্য—কীনসীয় বিশ্লেষণের প্রধান হাতিয়ারসমূহ—ভোগ অপেক্ষক—পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা—সুদের হার—গুণক ও ত্বরক—কীনসীয় সাধারণতত্ত্ব।]

কীন্‌সীয় তত্ত্বটিকে ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য আমরা প্রাক্‌-কীনসীয় ক্লাসিক্যাল চিন্তাধারার মূল বক্তব্য ও বৈশিষ্ট্যগুলি, নয়া ক্লাসিক্যাল চিন্তাধারার সহিত কীনসীয় চিন্তাধারার সম্পর্ক এবং ক্লাসিক্যাল চিন্তাধারার সহিত কীনসীয় চিন্তাধারার পার্থক্যগুলি আগে অনুসন্ধান করিব। তাহার পর কীনসীয় বিশ্লেষণের হাতিয়ারগুলির আলোচনা করিয়া সর্বশেষে সংক্ষেপে নিয়োগ ও আয় সম্পর্কে কীনসীয় তত্ত্বটি বুঝিবার চেষ্টা করিব।

ক্লাসিক্যাল পটভূমিকা
THE CLASSICAL BACKGROUND

আধুনিক অর্থবিজ্ঞানিগণ নিম্নোক্ত চারিটি বিষয়কে ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিক চিন্তার মূল বৈশিষ্ট্য বলিয়া গণ্য করেনঃ

১. **সমাজে পূর্ণনিয়োগ বর্তমান রহিয়াছেঃ** ক্লাসিক্যাল পণ্ডিতগণের ধারণা ছিল যে, অর্থনীতিক ক্ষেত্র যদি সরকারী হস্তক্ষেপ হইতে মুক্ত থাকে তবে অবাধ প্রতিযোগিতার দরুন অবশ্যম্ভাবীরূপে সমাজ পূর্ণনিয়োগের দিকে ধাবিত হইবেই; অতএব পূর্ণনিয়োগ রহিয়াছে একথা ধরিয়া লওয়া যায়। পূর্ণনিয়োগ যখন রহিয়াছে তখন মোট উৎপন্নও (বা জাতীয় আয়) সর্বাধিক হইতেছে। সুতরাং বাকি সমস্যা থাকে শুধু উৎপাদনের উপাদানগুলির মধ্যে মোট উৎপন্নের বণ্টন। একমাত্র ইহার প্রতিই তাঁহারা সমগ্র দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়াছিলেন।

২. **সে'র বিধি কার্যকর রহিয়াছেঃ** যোগান নিজেই নিজের চাহিদা সৃষ্টি করে। সুতরাং কার্যকর চাহিদার অভাব কিংবা চাহিদার তুলনায় যোগানের বা উৎপাদনের আধিক্য ঘটিবার কোন সম্ভাবনাই নাই।

৩. **সুদের হার সঞ্চয় (ঋণের যোগান) ও বিনিয়োগের (ঋণের চাহিদা) ভারসাম্য দ্বারা নির্ধারিত হয়ঃ** তাঁহাদের মতে, দেশের মোট উৎপন্ন এবং জাতীয় আয় নির্দিষ্ট সময়কাল-ব্যাপিয়া অপরিবর্তিত থাকে। অতএব এই অবস্থায় সঞ্চয় ও বিনিয়োগের একটি করিয়া রেখামাত্র নির্ধারিত হয় ও উহাদের একটি মাত্র ছেদবিন্দুতে একটি মাত্র ভারসাম্য সুদের হার নির্ধারিত হয় (সুদের হারের ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব)।

৪. **একমাত্র মজুরির হার হ্রাসের দ্বারাই কর্মহীনতা দূর করা সম্ভবঃ** ক্লাসিক্যাল পণ্ডিতগণের ধারণা ছিল যে, যদি মজুরির হার কমাইয়া উহাতে প্রতিযোগিতামূলক স্তরে নামাইয়া আনা যায় তবে, অনিচ্ছাকৃত কর্মহীনতার কোন আশঙ্কা থাকিবে না। কারণ নিম্নতর মজুরির হারে সকলেই কাজ পাইবে। ইহাই পূর্ণ নিয়োগের উপায়।

কীন্‌স্‌ ও নয়া ক্লাসিক্যাল চিন্তাধারা
KEYNES AND THE NEO-CLASSICALS

টারসিস্[1]-এর মতে, কীনসীয় তত্ত্বটি বিশেষভাবেই নয়া ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিক চিন্তাধারার উপর নির্ভরশীল। কীন্‌স্‌ ও নয়া ক্লাসিক্যাল চিন্তাধারার মধ্যে চারিটি প্রধান মিল দেখা যায়:

১. কীন্‌সের মোট যোগান অপেক্ষকটি[2] নয়া ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের যোগান অপেক্ষকের[3] অনুকরণে রচিত। শুধু পার্থক্য এই যে, নয়া ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের যোগান অপেক্ষকটি ব্যষ্টি-গত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বস্তুগতভাবে কল্পিত হইয়াছে[4] আর কীনসীয় তত্ত্বে উহাকে সমষ্টিগত বিশ্লেষণে কর্মসংস্থান বা নিয়োগের ভিত্তিতে রূপান্তরিত করা হইয়াছে।[5]

২. নয়া ক্লাসিক্যাল গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য হিসাবে কীন্‌সের নিজের রচিত 'A Treatise on Money' (1930)-র তুলনায় তাঁহার 'General Theory of Employment, Interest and Money' (1936), একটি অগ্রগামী পদক্ষেপ সূচিত করে। প্রথমোক্ত গ্রন্থে তাঁহার মূল সমস্যা ছিল সাধারণ মূল্যস্তর, কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত গ্রন্থে (যাহা আমাদের বর্তমান আলোচ্য) তাঁহার অনুসন্ধানের মুখ্য বিষয়বস্তু হইতেছে জাতীয় আয় ও নিয়োগের মোট পরিমাণ এবং ইহাতে সাধারণ মূল্যস্তর একটি গৌণ বিষয়ে পরিণত হইয়াছে।

৩. টারসিস্‌ দেখাইয়াছেন যে, কীন্‌স্‌ সে'র বিধিটি বর্জন করিলেও, তিনি (কীন্‌স্‌) অংশত উহাতে বিশ্বাসীও বটেন। 'যোগান উহার নিজের চাহিদা নিজেই সৃষ্টি করে'—একথা কীন্‌স্‌ বিশ্বাস না করিলেও, তিনি ইহা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করেন না, কারণ, যোগান আয় সৃষ্টি করে এবং আয় হইতে আংশিকভাবে চাহিদার উৎপত্তি ঘটে (কীন্‌সের 'চাহিদা অপেক্ষক'টির ধারণা), একথা তিনি মনে করেন।

৪. যদি যোগান হইতে আয় সৃষ্ট হয় তাহা হইলে আমরা এই যুক্তি অনুসরণ করিয়া বলিতে পারি যে, উৎপাদনই সকল আয় সৃষ্টি করে। অর্থাৎ, জাতীয় আয় হইল মোট উৎপন্ন সামগ্রীর মোট মূল্য। ক্লাসিক্যাল পণ্ডিতগণ, পরিসংখ্যানবিদ্‌গণ এবং কীন্‌স্‌, সকলেই ইহা স্বীকার করেন।

ক্লাসিক্যাল চিন্তাধারার সহিত কীন্‌সের পার্থক্য
KEYNES' DEPARTURE FROM CLASSICAL ECONOMICS

ক্লাসিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত কীন্‌সের মূল পার্থক্য চারিটি: ১. ক্লাসিক্যাল তত্ত্বে পূর্ণনিয়োগ বিরাজ করিতেছে ধরিয়া লইয়া উৎপন্ন সামগ্রীর মূল্য নির্ধারণ ও উপাদান-আয়ের বণ্টনের ব্যষ্টিগত সমস্যার উপরই প্রধান গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। অপর পক্ষে, কীন্‌স্‌ পূর্ণনিয়োগের অনুমানকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া কিভাবে পূর্ণনিয়োগে পৌঁছান যায় সে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন। এই কারণেই তিনি আয়, কর্ম-সংস্থান বা নিয়োগ ও মোট উৎপন্ন কিভাবে নির্ধারিত হয় সে তত্ত্ব রচনার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, তাঁহার নিকট সমস্যাটি ছিল মানবশক্তি সহ যাবতীয় উপকরণের সম্পূর্ণ এবং উৎপাদনশীল নিয়োগের সমস্যা।

২. ক্লাসিক্যালতত্ত্বে ভারসাম্য ছিল মাত্র একটি—পূর্ণনিয়োগের বিন্দুতে ভারসাম্য। সমাজ ঐ বিন্দুতে অবস্থিত রহিয়াছে, ইহাই ছিল ক্লাসিক্যালতত্ত্বের অনুমান। অপর পক্ষে কীন্‌সের নিকট ভারসাম্য ছিল একাধিক—উহারা ছিল স্বল্প নিয়োগের ভারসাম্যের একাধিক

1. L. Tarshis. 2. Aggregate supply function.
3. The neo-classical supply function.
4. Based on neo-classical micro-analysis in physical terms.
5. Transformed by Keynes into a macro-analysis in employment terms.

বিন্দু[6] (অর্থাৎ সমাজ স্বল্প নিয়োগের ভারসাম্যে থাকিতে পারে এবং উহা একাধিক ভার-সাম্যের বিন্দুতে ঘটিতে পারে)। পূর্ণনিয়োগের ভারসাম্য বিন্দু ছিল তাঁহার বিবেচনায় সীমান্তের শেষ বিন্দু[7]।

৩. পূর্ণনিয়োগ ঘটিয়া গিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়ায় ক্লাসিক্যাল পণ্ডিতগণ কখনই ইহা সম্ভব বলিয়া কল্পনা করিতে পারিতেন না যে, ভোগ ও বিনিয়োগ একই সঙ্গে চলিতে পারে। তাহারা মনে করিতেন যে, একটি করিতে গেলে অপরটি বাদ দিতেই হইবে। কিন্তু কীন্‌স্ ইহা দেখাইয়াছেন যে, সমাজে স্বল্প নিয়োগের ভারসাম্যের অবস্থায়, আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে বলিয়া বিনিয়োগের সমতালে ভোগও বাড়িতে পারে।

৪. এই কারণে ক্লাসিক্যাল দাওয়াই ছিল মিতব্যয় ও সঞ্চয়ের রক্ষণশীল পন্থা আর কীন্‌সের সুপারিশ ছিল ব্যয় বৃদ্ধি ও অর্থনীতিক সম্প্রসারণমূলক কার্যসূচী।

কীনসীয় তত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ
SALIENT FEATURES OF THE KEYNESIAN THEORY

কীনসীয় তত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি এই যেঃ ১. ইহা বিশেষভাবেই এক **স্বল্প-কালীন তত্ত্ব**[8]। স্বল্পকালীন তত্ত্ব বলিয়া কীনসীয় তত্ত্বে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে স্বল্পকালীন সময়ে শ্রম, পুঁজি, উৎপাদনের প্রক্রিয়া পদ্ধতি ও সংগঠন, সমাজ-কাঠামো, প্রতিযোগিতার অবস্থা, ভোগকারীর রুচি, পছন্দ ইত্যাদি বহু বিষয়ই **অপরিবর্তিত** থাকে। ইহার ফলে, স্বল্পকালীন সময়ে নিয়োগ বা কর্মসংস্থান আয়ের আনুপাতিক হয়, একথা অনুমানসিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে তাঁহার সুবিধা হইয়াছে। কার্যকর চাহিদা ভোগব্যয় ও বিনিয়োগের উপর নির্ভর করে; স্বল্পকালীন সময়ে ভোগব্যয় বৃদ্ধি করা সম্ভব নয় বলিয়া, কার্যকর চাহিদা বাড়াইতে হইলে বিনিয়োগ ব্যয়ই বাড়াইতে হইবে—এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে তাঁহার সুবিধা হইয়াছে।

২. ইহা বিশেষভাবেই এক **আর্থিক অর্থনীতিক তত্ত্ব**[9]। কীন্‌স্ ছিলেন মূলত এক আর্থিক অর্থবিজ্ঞানী। এই কারণে, যখন তিনি আর্থিক তত্ত্বের[10] সংকীর্ণ ক্ষেত্র হইতে সাধারণ তত্ত্বের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন, তখন, নিয়োগের নির্ধারকগুলির মধ্যে অর্থের উপর সর্বাধিক সম্ভব গুরুত্ব আরোপ করিলেন। বিনিময়ের মাধ্যম, হিসাবের একক ও সঞ্চয়ের বাহন, এই তিনটি ভূমিকার মধ্যে অর্থের তৃতীয় ভূমিকার গুরুত্বই সর্বাধিক। কারণ, এক সদাপরিবর্তনশীল (গতীয়) ও অনিশ্চিত দুনিয়ায়[11] মানুষ আয়-সৃজনকারী সম্পদ (যথা, লগ্নীপত্র) হাতে রাখিবার পরিবর্তে নগদ অর্থ হাতে রাখাই বেশি পছন্দ করে। সুদের হার হইল নগদ অর্থ হাতছাড়া করিবার পুরস্কার এবং ইহার উপর বিনিয়োগ নির্ভর করিতেছে ও ঐ বিনিয়োগই আবার কর্মসংস্থান বা নিয়োগের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া দিতেছে। এই ভাবে কীনসীয় বিশ্লেষণে আয় ও নিয়োগ তত্ত্বে অর্থ কেন্দ্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। আর সেই কারণেই কীনসীয় তত্ত্বকে আমরা এক আর্থিক অর্থনীতিক তত্ত্ব বলিতে পারি।

৩. ইহাতে প্রতিষ্ঠানগত ও মনস্তাত্ত্বিক উপাদানগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। কীনসীয় তত্ত্বে, সুদের হার, অত্যধিক সঞ্চয়, অনিশ্চয়তা, ইত্যাদি নানাবিধ অর্থনীতিক বিষয়গুলি নির্ধারণে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগত নানারূপ বিধিব্যবস্থা ও মনস্তত্ত্বের প্রভাব কীনসীয় তত্ত্বে স্বীকার করা হইয়াছে।

৪. ইহাতে **বিনিয়োগের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব** আরোপ করা হইয়াছে। বিনিয়োগের

6. Series of underemployment equilibrium points.
7. Full employment equilibrium was the limiting point.
8. Short-period Theory. 9. A Theory of Monetary Economy.
10. Monetary Theory. 11. In a dynamic and uncertain world.

হ্রাসবৃদ্ধিই নিয়োগের সংকোচন ও সম্প্রসারণ ঘটায়। সুতরাং বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ দ্বারাই নিয়োগের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৫. **ভবিষ্যত সম্পর্কে অনুমান, আশা[12] ও আশঙ্কাকেও** কীনসীয় তত্ত্বে **এক তাৎপর্যপূর্ণ উপাদান** বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। কীনসীয় বিশ্লেষণে বিনিয়োগ নির্ভর করে সুদের হার ও পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার[13] উপর। ভবিষ্যত সম্পর্কে আশা ও আশঙ্কার দ্বারাই, ফটকার উদ্দেশ্যে তাহারা কি পরিমাণ নগদ অর্থ হাতে রাখিবে তাহা সকলে স্থির করে। ভবিষ্যত আশা-আশঙ্কা দ্বারা প্রভাবিত এই সিদ্ধান্তগুলি আবার সুদের হারকে প্রভাবিত করে। অন্যদিকে পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতাও নির্ভর করে ভবিষ্যতে অনুমিত মুনাফার হারের উপর। ভবিষ্যত সর্বদাই অনিশ্চিত এবং সে সম্পর্কে আমাদের ধারণাও অত্যন্ত অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট। অথচ ভবিষ্যত সম্পর্কে আমাদের ধারণাগুলিই আমাদিগকে বর্তমান অর্থনীতিক কার্যাবলীতে প্রবৃত্ত করে অথবা উহা হইতে নিবৃত্ত করে। ভবিষ্যত মুনাফার হার বেশি হইবে মনে হইলেই বর্তমানে বিনিয়োগকারীরা বেশি করিয়া বিনিয়োগ করে, আর ভবিষ্যতে মুনাফার হার কম হইবে মনে করিলেই তাহারা বর্তমানে বিনিয়োগ কম করে বা কমাইতে আরম্ভ করে। আর তাহার ফলে বিনিয়োগের হ্রাসবৃদ্ধিতে নিয়োগের সংকোচন সম্প্রসারণ ঘটে। এই ভাবে সুদের হারের উপর এবং বিশেষত. বিনিয়োগের উপর ভবিষ্যত সম্পর্কে মানুষের আশা আশঙ্কার প্রভাব, অর্থনীতিক কার্যাবলীর এক গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক বলিয়া কীনসীয় তত্ত্বে স্বীকৃত হইয়াছে এবং ইহাই কীনসীয় তত্ত্বে এক গতীয় উপাদান* সঞ্চারিত করিয়াছে।

৬. ইহাতে **সরকারের** এক **প্রয়োজনীয় ভূমিকা** স্বীকৃত হইয়াছে। স্পষ্টভাবে বলা না হইলেও, ইহার ইঙ্গিত আছে। কীনসীয় তত্ত্বে যে 'অটোনমাস ইনভেস্টমেন্ট'[14] বা স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগের কথা বলা হইয়াছে উহা বেসরকারী বিনিয়োগের ন্যায় ভবিষ্যতে অনুমিত মুনাফার হারের উপর নির্ভরশীল নহে। বলা বাহুল্য ইহা সরকারী বিনিয়োগ ছাড়া আর কিছুই নয়। ক্লাসিক্যাল চিন্তাধারার বিরোধিতা করিয়া কীন্স্ এই ভাবে তাঁহার তত্ত্বে নিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সরকারী ব্যয় ও সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধির সুপারিশ করিয়াছেন।

৭. কীনসীয় তত্ত্বটি বিশেষ ভাবেই **একটি সাধারণ, সামগ্রিক, সমষ্টিগত তত্ত্ব**। মোট নিয়োগ, মোট আয়, মোট উৎপন্ন, মোট যোগান, মোট চাহিদা, মোট ভোগ, মোট বিনিয়োগ ও মোট সঞ্চয়—এই সকল মোট বা সমষ্টিগত ধারণাগুলিই তাঁহার তত্ত্বের আবশ্যিক উপাদান। এই কারণে কীনসীয় তত্ত্বটি একটি সমষ্টিগত বিশ্লেষণ তত্ত্ব। শুধু তাহাই নহে, ইহা কোন স্থিতীয় তত্ত্ব[15] নহে। স্থিতীয় ভারসাম্যে অবস্থিত এবং অপরিবর্তিত কতকগুলি বিষয়ের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক বিশ্লেষণ করাই কেবল ইহার উদ্দেশ্য নহে। একদিকে কীনসীয় তত্ত্বে যেমন এক ভারসাম্যের সহিত অপর ভারসাম্যের পার্থক্য বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, তেমনি দুইটি ভারসাম্যের মধ্যবর্তী পথটি, এক ভারসাম্য হইতে অপর ভারসাম্যে পৌঁছাইবার পথটিও ইহাতে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। সুতরাং ইহা যেমন এক তুলনামূলক স্থিতীয় ভারসাম্যের তত্ত্ব, তেমনি অপর দিকে ইহা শুধুই তুলনামূলক স্থিতীয় ভারসাম্যের তত্ত্বই নহে, উহা অপেক্ষা কিছু বেশি। বর্তমান কার্যাবলীর উপর ভবিষ্যত সম্পর্কে আশা আশঙ্কার প্রভাব তাঁহার তত্ত্বে এক গতীয় উপাদান সঞ্চার করিয়াছে। যে কোন সময়ে নিয়োগের স্তর বর্তমান আশা আশঙ্কা অনুমানের উপর নির্ভর করে না, উহা অতীত ও ভবিষ্যত আশা আশঙ্কার ফলস্বরূপ। ইহার ফলে কীনসীয় তত্ত্বটি একটি সমষ্টিগত গতীয় তত্ত্বে[16] পরিণত হইয়াছে এবং অতি

12. Expectations. 13. Marginal Efficiency of Capital.
14. Autonomous investment. * Dynamic element.
15. Static Theory. 16. A Macro-dynamic Theory.

পরিবর্তনশীল বাস্তব জগতের বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ জটিল অর্থনীতিক সমস্যার সমাধানে ব্যবহারের উপযুক্ত এক শক্তিশালী অস্ত্রে পরিণত হইয়াছে।

কীনসীয় বিশ্লেষণের হাতিয়ারসমূহ
KEYNESIAN ANALYTICAL TOOLS

কীন্স্ স্বল্পকালীন বিশ্লেষণের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন কারণ, তাঁহার মতে দীর্ঘকালীন সময়ে, 'আমরা কেহই বাঁচিয়া থাকিব না।' কীন্সের সাধারণ তত্ত্বটিও[17] স্বল্পকালীন সময়ের ভিত্তিতে রচিত একটি তত্ত্ব। কীন্সের মতে, স্বল্পকালীন সময়ে তিন শ্রেণীর উপাদান আছে। উহাদের কতকগুলি স্থির, অপরিবর্তনীয় উপাদান[18]; কতকগুলি স্বাধীন, স্ব-নির্ভর এবং পরিবর্তনীয় উপাদান[19]; আর কতকগুলি হইল নির্ভরশীল পরিবর্তনীয় উপাদান।[20] স্বল্পকালীন সময়ের উপাদানগুলির এই শ্রেণী বিভাগ যুক্তিনির্ভর না হইলেও, ইহা অভিজ্ঞতাসম্মত।

স্বল্পকালীন সময়ে অপরিবর্তনীয় উপাদান তিনটি হইলঃ (১) উৎপাদনে নিয়োগ করিবার উপযোগী যে পরিমাণ ও গুণাগুণের শ্রমশক্তি ও যন্ত্রপাতি (পুঁজিদ্রব্য) বর্তমানে পাওয়া যাইতেছে বা রহিয়াছে[21] এবং উৎপাদনের যে কলাকৌশল রহিয়াছে প্রচলিত; (২) প্রতিযোগিতার যে মাত্রা রহিয়াছে; (৩) ভোগকারিগণের রুচি অভ্যাস ইত্যাদি।

স্বনির্ভর, স্বাধীন ও পরিবর্তনীয় উপাদানগুলি হইলঃ (১) ভোগ প্রবণতা বা ভোগ অপেক্ষক[22]; (২) পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা[23]; (৩) সুদের হার; (৪) অর্থের পরিমাণ এবং (৫) মজুরি একক[24]। এই পাঁচটিকে স্বনির্ভর স্বাধীন উপাদান বলা হইলেও, ইহারা কিন্তু অর্থনীতিক ক্ষেত্র বহির্ভূত কিছু নহে, বরং উহার অন্তর্গত উপাদানই বটে। তবে, ইহারা স্বল্পকালীন সময়ে দ্রুত পরিবর্তিত হইতে পারে এবং বিনিয়োগের মোট পরিমাণের উপর ইহাদের প্রভাব অত্যন্ত বেশি এবং তাহা অতি দ্রুত কার্যকর হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, অপরিবর্তনীয় উপাদানগুলি স্বনির্ভর স্বাধীন ও পরিবর্তনীয় উপাদানগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করে বটে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে উহাদের প্রভাবিত বা নির্ধারণ করিতে পারে না।

নির্ভরশীল পরিবর্তনীয় উপাদানগুলি হইলঃ (১) নিয়োগ বা কর্মসংস্থানের মোট পরিমাণ; এবং (২) জাতীয় আয়। কীনসীয় তত্ত্বে ইহাদের দুটিকেই 'মজুরি এককে' পরিমাপ করা হইয়াছে। এই দুইটি নির্ভরশীল পরিবর্তনীয় বিষয় দুইটি স্বনির্ভর পরিবর্তনীয় উপাদানগুলির উপর নির্ভর করে। স্বল্পকালীন সময়ে স্বনির্ভর পরিবর্তনীয় উপাদানগুলির পরিবর্তনে নিয়োগ এবং আয়ের পরিমাণেও পরিবর্তন ঘটে।

স্বনির্ভর পরিবর্তনীয় উপাদানগুলির মধ্যে তিনটিই হইল মনস্তাত্ত্বিক উপাদান, যথা,—(ক) ভোগপ্রবণতা বা ভোগ অপেক্ষক, (খ) পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা, এবং (গ) সুদের হার (অর্থাৎ উহার মুখ্য নির্ধারক শক্তি—নগদ পছন্দ)।

আমরা সংক্ষেপে ইহাদের সম্পর্কে আলোচনা করিতেছি।

১. ভোগ অপেক্ষক বা ভোগপ্রবণতা
CONSUMPTION FUNCTION OR PROPENSITY TO CONSUME

কীনসীয় তত্ত্বে যে তিনটি মনস্তাত্ত্বিক উপাদান রহিয়াছে উহাদের মধ্যে প্রথমটি হইতেছে ভোগপ্রবণতা বা ভোগ অপেক্ষক এবং ইহা তাঁহার ভোগ সম্পর্কে মনস্তাত্ত্বিক

17. The General Theory.
18. Constant factors.
19. Independent variables.
20. Dependent variables.
21. The existing quality and quantity of available labour and capital equipment.
22. Propensity to consume or consumption function.
23. Marginal Efficiency of Capital.
24. Wage Unit.

বিধির[25] উপর প্রতিষ্ঠিত। আয় বাড়িলে ভোগও (অর্থাৎ ভোগব্যয়) বাড়ে, কিন্তু আয় যতটা বাড়ে ভোগব্যয় ততটা বাড়ে না—আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা লব্ধ এই সত্যটিই কীন্‌সের ভোগ সম্পর্কে মনস্তাত্ত্বিক বিধির বক্তব্য। কীন্‌সের ভাষায়ঃ "মানুষের চরিত্র সম্পর্কে, এবং অভিজ্ঞতা লব্ধ বিশদ তথ্যাবলী হইতে আহৃত জ্ঞানের দ্বারা যে মৌলিক মনস্তাত্ত্বিক বিধির উপর গভীর আস্থায় আমরা নির্ভর করিতে পারি, তাহা এই যে, সাধারণত এবং গড়পড়তা ভাবে, আয় বাড়িলে সাধারণ মানুষ তাহাদের ভোগ বাড়াইতে অভিলাষী হয়, কিন্তু তাহাদের আয় যতটা পরিমাণে বাড়ে ততটা পরিমাণে নহে"।[26] ভোগের এই মনস্তাত্ত্বিক বিধিটিই সংক্ষেপে ভোগপ্রবণতা বা ভোগ অপেক্ষক বলিয়া পরিচিত। বিধিটির মূল বক্তব্য তিনটিঃ (১) সমাজের মোট আয় বাড়িলে, মোট ভোগব্যয়ও বাড়িবে, তবে মোট আয় যতটা বাড়িবে, ভোগব্যয় উহা অপেক্ষা কম বাড়িবে। (২) আয়ের যেটুকু বৃদ্ধি ঘটিবে (অর্থাৎ অতিরিক্ত আয়) উহার একটি অংশ ব্যয়িত ও অপর অংশটি সঞ্চিত হইবে (সঞ্চয়=যাহা বর্তমান ভোগতৃপ্তিতে ব্যয় হইল না)। (৩) আয়ের বৃদ্ধি ঘটিলে ব্যয় কিংবা সঞ্চয়ের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা কম হইবে ইহা একরূপ অসম্ভব।

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ভোগ হইতেছে আয়ের একটি ক্রিয়া। আয় ও ভোগের মধ্যে এই ক্রিয়াগত সম্পর্কটিই ভোগপ্রবণতা বা ভোগ অপেক্ষক কথাটির দ্বারা প্রকাশিত হয়। ভোগকে আমরা যদি C ধরি, এবং আয়ের পরিবর্তে যদি Y অক্ষরটি ব্যবহার করি তবে, আয় ও ভোগের মধ্যে ক্রিয়াগত সম্পর্ক বা ভোগ অপেক্ষকটি (অথবা ভোগপ্রবণতা) আমরা নিচের মত করিয়া প্রকাশ করিতে পারিঃ

$$C=f\ (Y)$$

ভোগপ্রবণতা বা ভোগ অপেক্ষক তালিকা[27]ঃ আয় বাড়িলে ভোগ বাড়ে, অর্থাৎ আয়ের বিভিন্ন স্তরে ভোগব্যয়ের স্তরও বিভিন্নরূপ হইবে। আমরা ইহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিতে পারি। ৩·১নং সারণীতে ইহা দেখান হইয়াছে। সারণীতে দেখা যাইতেছে যে, আয় যখন ৪০০ কোটি টাকা তখন ভোগব্যয়ও ৪০০ কোটি টাকা, আয় যখন বাড়িয়া ৫০০ কোটি টাকা হইল, ভোগব্যয়ও তখন বাড়িয়া ৪৫০ কোটি টাকা হইল, তাহার পর আয় যখন আরও বাড়িয়া ৬০০ কোটি টাকা ও ৭০০ কোটি টাকা হইল, তখন ভোগব্যয় আরও বাড়িয়া যথাক্রমে ৫০০ কোটি টাকা ও ৫২৫ কোটি টাকা হইল। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে আয় যে অনুপাতে বাড়িতেছে, উহার সহিত ভোগব্যয় বাড়িলেও, ভোগব্যয় তদপেক্ষা কম অনুপাতে বাড়িতেছে। এইরূপে আয়ের বিভিন্ন স্তরে ভোগব্যয়ও বিভিন্ন স্তরের হইতেছে। এই তথ্যগুলি ৩·১নং রেখাচিত্রে সাজাইলে আমরা যে CC রেখা পাই উহাই ভোগপ্রবণতা বা ভোগ অপেক্ষক রেখা [$C=f(Y)$]। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, ভোগ অপেক্ষক রেখাটি কিন্তু কেবল বিভিন্ন পরিমাণ ভোগের ইচ্ছা নির্দেশ করে না। চাহিদা রেখা যেমন কিনিবার

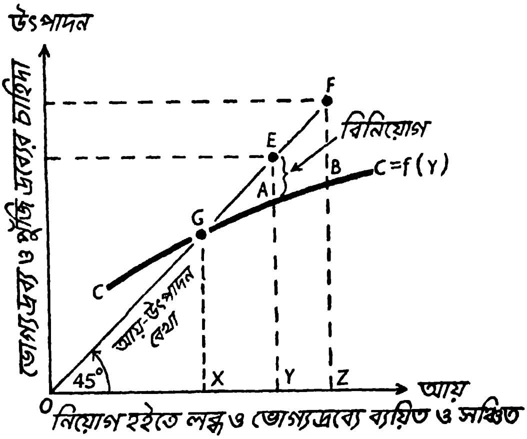
৩·১নং সারণী

আয় (Y)	ভোগব্যয় (C)
৪০০ কোটি টাকা	৪০০ কোটি টাকা
৫০০ "	৪৫০ "
৬০০ "	৫০০ "
৭০০ "	৫২৫ "

25. Keynes' Psychological Law of Consumption.
26. "The fundamental psychological law, upon which we are entitled to depend with great confidence......from our knowledge of human nature and from the detailed facts of experience, is that men are disposed, as a rule, and on the average, to increase consumption as their income increases, but not by as much as the increase in their income."—Keynes (General Theory, p. 27.)
27. The Schedule of Propensity to Consume.

ইচ্ছা ও তৎসহ কিনিবার ক্ষমতাও বুঝায়, তেমনি আয়ের বিভিন্ন স্তরে ও নির্দিষ্ট বৃদ্ধিতে যে পরিমাণ ভোগ ঘটিবে কিংবা ঘটিতে পারে বলিয়া আশা করা যায়, ভোগ অপেক্ষক তালিকা বা রেখা তাহাই নির্দেশ করে।

৩·১নং রেখাচিত্র



ভোগ অপেক্ষক রেখাটি বাম হইতে দক্ষিণে ঊর্ধ্বগামী (ধনাত্মক ঢাল সম্পন্ন), কারণ, আয়ের বৃদ্ধিতে ভোগ (ব্যয়)-ও বাড়ে। তবে, উহা যতই উপরে ওঠে ততই তাহার ঢাল কমিতে থাকে। কারণ আয় যতই বাড়ে ততই ভোগপ্রবণতা কমে।

আয় ও ভোগব্যয়ের মধ্যে সম্পর্কটি আরও ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য গড় ও প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার ধারণা দুইটি ও তৎসহ প্রান্তিক সঞ্চয়প্রবণতার ধারণাটি বুঝা প্রয়োজন।

৩·২নং সারণী

আয় (Y)	ভোগ (C)	গড় ভোগ-প্রবণতা $\left(\frac{C}{Y}\right)$	প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা $\left(\frac{\Delta C}{\Delta Y}\right)$	সঞ্চয় (S = Y − C)	প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা $\left(\frac{\Delta S}{\Delta Y}\right)$
কোটি টাকা	কোটি টাকা			(কোটি টাকা)	
৪০০	৪০০	$(\frac{৪০০}{৪০০}=)$১	—	৪০০-৪০০=০	—
৫০০	৪৫০	$(\frac{৪৫০}{৫০০}=)$০·৯ >	$(\frac{৫০}{১০০}=)$০·৫	৫০০ − ৪৫০ = ৫০	$\frac{৫০}{১০০}=)$০·৫
৬০০	৫০০	$(\frac{৫০০}{৬০০}=)$০·৮ >	$(\frac{৫০}{১০০}=)$০·৫	৬০০ − ৫০০ = ১০	$\frac{৫০}{১০০}=)$০·৫
৭০০	৫২৫	$(\frac{৫২৫}{৭০০}=)$০·৭ >	$(\frac{২৫}{১০০}=)$০·২৫	৭০০ − ৫২৫ = ১৭৫	$(\frac{৭৫}{১০০}=)$০·৭৫

৩·২নং সারণীর ২য় ও ৩য় কলম হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, প্রথমটি বাদে (৪০০ কোটি টাকা আয়=৪০০ কোটি টাকা ভোগব্যয়) আব সকল ক্ষেত্রেই আয অপেক্ষা ভোগব্যয় কম। অর্থাৎ আয় যদি আমরা ১ ধরি, তবে ভোগপ্রবণতা বা ভোগ অপেক্ষক সচরাচর ১এর কম হয় (ভোগপ্রবণতা <১)। ইহার সহজ অর্থ আয় বৃদ্ধির অনুপাত অপেক্ষা ভোগব্যয় বৃদ্ধির অনুপাত কম হয়। আয় যদি ১ হয তবে ভোগব্যয় বৃদ্ধি ভগ্নাংশ হইবে। ইহাই গড় ও প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার কলম হইতে দেখা যাইতেছে।

গড় ভোগপ্রবণতা হইতেছে মোট ভোগব্যয়ের সহিত মোট আয়ের অনুপাত (=মোট ভোগব্যয়÷মোট আয়)। সুতরাং গড় ভোগপ্রবণতা= $\frac{C}{Y}$ । ৩·২নং সারণীতে দেখা যায় যে, মোট আয় যখন ৫০০ কোটি টাকা তখন মোট ভোগব্যয় হইল ৪৫০ কোটি টাকা। সুতরাং তখন গড় ভোগপ্রবণতা হইতেছে ০·৯। অনুরূপ ভাবে, মোট আয় ও মোট ভোগ-ব্যয় যখন যথাক্রমে ৬০০ কোটি ও ৭০০ কোটি এবং ৫০০ কোটি ও ৫২৫ কোটি টাকা,

তখন গড় ভোগপ্রবণতা হইল যথাক্রমে ০·৮ ও ০·৭। অর্থাৎ গড় ভোগপ্রবণতা সর্বদাই ১এর কম ($\frac{C}{Y} < 1$)। ৩·২নং সারণীতে দেখা যায় যে, যতই আয় বাড়িতেছে ততই গড় ভোগপ্রবণতা কমিতেছে (০·৯, ০·৮, ০·৭ ইত্যাদি)। এজন্য ভোগপ্রবণতা রেখাটি (CC) যতই দক্ষিণে উঠিতেছে ততই উহার ঢাল কমিতেছে।

প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা হইল আয়ের সামান্য বৃদ্ধির দরুন ভোগব্যয়ের যে সামান্য বৃদ্ধি ঘটে, উহাদের উভয়ের ঐ সামান্য বৃদ্ধি দুইটির অনুপাত [=ভোগব্যয়ের সামান্য বৃদ্ধি (ΔC) ÷আয়ের সামান্য বৃদ্ধি (ΔY)। সুতরাং প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা= $\frac{\Delta C}{\Delta Y}$]। ৩·২নং সারণীতে দেখা যাইতেছে যে, আয় যখন ৪০০ কোটি টাকা হইতে বাড়িয়া ৫০০ কোটি টাকা হইল (আয়ের বৃদ্ধি ১০০ কোটি টাকা) তখন ভোগব্যয় ৪০০ কোটি টাকা হইতে বাড়িয়া ৪৫০ কোটি টাকা হইল (ভোগব্যয়ের বৃদ্ধি ৫০ কোটি টাকা)। সুতরাং তখন প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা= $\frac{\Delta C}{\Delta Y} = \frac{৫০}{১০০} = ০·৫$। অনুরূপভাবে, ৬০০ কোটি টাকা আয় ও ৫০০ কোটি টাকা ভোগব্যয়ে এবং ৭০০ কোটি টাকা আয় ও ৫২৫ কোটি টাকা ভোগ-ব্যয়ে প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা হইল যথাক্রমে ০·৫ ও ০·২৫। ৩·২নং সারণীতে ৪র্থ কলমে আরও দেখা যাইতেছে যে, প্রান্তিক ভোগপ্রবণতাও আয়বৃদ্ধির সাথে সাথে কমিতেছে (০·৫, ০·২৫ ইত্যাদি)।

আয় হইতে বর্তমান ভোগের জন্য ব্যয় বাদ দিলে যাহা থাকে তাহাই সঞ্চয় ($Y - C = S$)। ৩·২নং সারণীর ৫ম কলমে ইহাই দেখান হইয়াছে। তাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, আয় বৃদ্ধির সহিত সঞ্চয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার কারণ, আয় বৃদ্ধির সহিত ভোগপ্রবণতা (গড় ও প্রান্তিক) ক্রমশ হ্রাস পায়। অতিরিক্ত আয় বা প্রান্তিক আয় হইতে প্রান্তিক ব্যয় বাদ দিলে প্রান্তিক সঞ্চয় পাওয়া যায় ($\Delta Y - \Delta C = \Delta S$) অর্থাৎ **প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার ধারণাটির পরিপূরক ধারণা হইল প্রান্তিক সঞ্চয়প্রবণতা**[২৮]। **ইহা প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক সঞ্চয়ের অনুপাত** $\left(= \frac{\Delta S}{\Delta Y}\right)$। ৩·২নং সারণীর ৬ষ্ঠ কলমে ইহা দেখান হইয়াছে। আয় বৃদ্ধির সহিত ইহা ক্রমশ বাড়ে (০·৫, ০·৭৫ ইত্যাদি)।

বলা বাহুল্য, প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা ও প্রান্তিক সঞ্চয়প্রবণতা, ইহারা পরস্পরের পরিপূরক, একথা বলার অর্থ এই যে, প্রান্তিক আয় হইল ইহাদের সমষ্টি ($\Delta Y = \Delta C + \Delta S$)।

প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার ধারণাটির গুরুত্ব এই যে, অতিরিক্ত আয় সঞ্চয় ও ভোগের মধ্যে কিভাবে বণ্টিত হইবে, ইহা হইতে তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

৩·২নং সারণী হইতে আমরা আরও দেখিতে পাই যে, (১) প্রান্তিক ভোগ ব্যয় (ΔC) প্রান্তিক আয়ের (ΔY) কম হয় এবং প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা ১ এর কম হয় $\left(\frac{\Delta C}{\Delta Y} < 1\right)$ এবং একারণে ভোগপ্রবণতা রেখার ঢাল ধনাত্মক হয়। (২) প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা $\left(\frac{\Delta C}{\Delta Y}\right)$ গড় ভোগপ্রবণতা $\left(\frac{C}{Y}\right)$ অপেক্ষা কম $\left(\frac{\Delta C}{\Delta Y} < \frac{C}{Y}\right)$ হয়।

ভোগ অপেক্ষক বা ভোগপ্রবণতার নির্ধারকসমূহ[২৯]**ঃ** ভোগ অপেক্ষকের নির্ধারকগুলি দুই শ্রেণীর—(ক) মনস্তাত্ত্বিক নির্ধারকসমূহ[৩০], এবং (খ) বাস্তব নির্ধারকসমূহ[৩১]।

---

28. Marginal Propensity to save.
29. Factors determining Consumption Function.
30. Subjective Factors. 31. Objective Factors.

(ক) সাবধানতা, দূরদৃষ্টি, পারিবারিক স্নেহ মায়ামমতা, বার্ধক্যের নিরাপত্তা, বৈষয়িক উন্নতির আকাঙ্ক্ষা, গর্ব, উদ্যম ইত্যাদি মনোগত কারণ বা উদ্দেশ্যসমূহ ব্যক্তিকে সঞ্চয় প্রবৃত্ত করায়। ইহাদের প্রভাব বেশি হইলে ভোগ অপেক্ষক কম এবং প্রভাব কম হইলে ভোগ অপেক্ষক বেশি হয়। তেমনি, ভোগবাসনা, উচ্চতর জীবনযাত্রার মান লাভ, অবসর বিনোদনের আমোদ প্রমোদ, উদারহস্ততা, বেহিসাবী মনোবৃত্তি ও জাঁকজমকের প্রতি আকর্ষণ মানুষকে ভোগব্যয়ে প্রবৃত্ত করে। ইহাদের প্রভাব বেশি হইলে ভোগ অপেক্ষক বেশি ও প্রভাব কম হইলে ভোগ অপেক্ষক কম হয়। সেরূপ, উদ্যোগ, নগদ অর্থ বা অপেক্ষাকৃত সহজে নগদ অর্থে পরিণত করা যায় এরূপ সম্পত্তি হাতে রাখিবার ইচ্ছা, উৎপাদন কৌশলের উন্নতি, আর্থিক বিচক্ষণতা ইত্যাদি উদ্দেশ্য কারবারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সরকার বা রাষ্ট্রকে খরচ কমাইতে ও সঞ্চয় বাড়াইতে প্রবৃত্ত করে। ইহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব ও শক্তি সামাজিক রীতিনীতি, প্রথা ও নানা প্রকার সামাজিক বিধি ব্যবস্থা ও সমাজ-কাঠামোর উপর নির্ভর করে। সুতরাং স্বল্পকালীন সময়ে ভোগ অপেক্ষকের নির্ধারক এই সকল মনোগত বিষয়গুলি সহজে পরিবর্তিত হয় না এবং সেহেতু ইহারা স্বল্পকালীন সময়ে ভোগ অপেক্ষকের পরিবর্তন ঘটায় না।

(খ) স্বল্পকালীন সময়ে ভোগ অপেক্ষক নির্ধারণকারী মনোগত উপাদানগুলি অপরিবর্তিত থাকিলেও, উহার নির্ধারক বাস্তব উপাদানগুলি পরিবর্তনীয় এবং সেহেতু স্বল্পকালীন সময়ে ভোগ অপেক্ষকের পরিবর্তনগুলির জন্য উহার এই সকল বাস্তব নির্ধারকগুলিই দায়ী। ইহারা নিম্নরূপঃ (১) **আয়ঃ** ইহা ভোগ অপেক্ষক নির্ধারক-গুলির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আয়ের হ্রাসবৃদ্ধির সহিত ভোগব্যয়েরও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। (২) **আয়ের বন্টনঃ** নির্দিষ্ট স্তরের আয় হইতে কতটা ভোগব্যয় ও কতটা সঞ্চয় করা হইবে তাহা নির্ভর করে আয়ের বন্টনের উপর। আয় বণ্টনে বৈষম্য বেশি থাকিলে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির আয় অত্যন্ত বেশি ও অধিকাংশের আয় অত্যন্ত কম হয়। ইহাতে ধনীদের পক্ষে বেশি সঞ্চয় করা সহজেই সম্ভব হয়। সুতরাং এই অবস্থায় সমাজের সমাগ্রিক ভোগ অপেক্ষক কম হয়। অপরপক্ষে আয় বন্টনে অধিক সমতা থাকিলে ভোগ অপেক্ষক বেশি হয়। (৩) **ভবিষ্যত সম্পর্কে অনুমানের পরিবর্তনঃ** ভবিষ্যতে দাম বাড়িবে মনে করিলে, ভোগকারীরা বর্তমানেই ভোগ্যদ্রব্য অধিক কিনিবার জন্য ভোগব্যয় বেশি করিবে, আর ভবিষ্যতে দাম কমিলে ইহার বিপরীত ঘটিবে। সুতরাং আয়ের পরি-বর্তন না হওয়া সত্ত্বেও, ভবিষ্যত সম্পর্কে অনুমানের পরিবর্তন ঘটিলে ভোগ অপেক্ষকের পরিবর্তন ঘটিতে পারে। (৪) **আকস্মিক লাভ ও ক্ষতিঃ** আকস্মিক লাভ ঘটিলে ভোগব্যয় বাড়ে এবং আকস্মিক ক্ষতিতে ভোগব্যয় কমে। (৫) **কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক নীতিঃ** কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলি যদি উহাদের মুনাফার অধিকাংশ শেয়ার হোল্ডারগণের মধ্যে লভ্যাংশের আকারে বন্টন করে, তবে মানুষের হাতে ব্যবহারযোগ্য আয় বৃদ্ধি পাইয়া ভোগব্যয় বাড়াইবে। আর যদি মুনাফার অধিকাংশ সঞ্চয় তহবিলে জমা রাখা হয় কিংবা কারবারে বিনিয়োগ করা হয় তবে লভ্যাংশে বন্টন অল্প হইবে এবং তাহাতে মানুষের হাতে ব্যবহারযোগ্য আয়ের পরিমাণ কমিয়া ভোগ-ব্যয় হ্রাস করিবে। (৬) **সরকারের রাজস্বনীতিঃ** সরকারী কর, ঋণ ও ব্যয় সমাজের সামগ্রিক ভোগ অপেক্ষককে গুরুতর ভাবে প্রভাবিত করিতে সক্ষম। প্রতিক্রিয়াশীল করব্যবস্থা সরকারী ঋণবৃদ্ধি ও সরকারী ব্যয়সংকোচ জনসাধারণের ব্যবহারযোগ্য আয় কমাইয়া দিয়া ভোগ অপেক্ষকটিকে কমাইতে পারে। অপরপক্ষে, প্রগতিশীল করব্যবস্থা দেশে আয়ের বন্টনে বৈষম্য কমাইয়া এবং সরকারী ঋণ হ্রাস ও সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি জনসাধারণের ব্যবহারযোগ্য আয় বৃদ্ধি করিয়া ভোগ অপেক্ষকটিকে বাড়াইতে পারে। (৭) **মজুরিঃ** মজুরি কমান হইলে একদিকে শ্রমিকগণের আর্থিক আয় কমিয়া তাহাদের ভোগব্যয় কমাইবে, অপরদিকে বারং-বার ইহা ঘটিলে, পণ্যের দামস্তর আরও কমিবে আশা করিয়া ক্রেতারা তাহাদের ক্রয় কমাইবে।

ইহাতে ভোগব্যয় কমিবে ও সঞ্চয় অপেক্ষক বাড়িবে। সুতরাং মজুরি হ্রাসের সামগ্রিক ফল হইবে ভোগ অপেক্ষকটির হ্রাস। শুধু তাহাই নহে, ইহাতে মোট আয় মোট উৎপাদন ও মোট নিয়োগ, সকলি কমিবে। (৮) **সুদের হারের পরিবর্তন:** কীন্‌সের মতে সঞ্চয়ের উপর সুদের হারের পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়াটি একটি জটিল বিষয়। ক্লাসিক্যাল পন্ডিতগণের ধারণা ছিল যে সুদের হার বাড়িলে সঞ্চয় বাড়িবে ও ভোগ কমিবে। কীন্‌স মনে করেন যে ব্যক্তিগত ভোগব্যয়ের উপর সুদের হারের প্রতিক্রিয়াটি একটি গৌণ প্রতিক্রিয়া[৩২]। সুদের হার বাড়িলে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ভোগ্যপণ্যগুলির[৩৩] কিস্তিবন্দী শর্তে বিক্রয়ের দাম বাড়ে বলিয়া উহাদের উপর ভোগব্যয় কমে। (৯) **ডুসেনবেরির বেরি প্রকল্প[৩৪]:** অধ্যাপক ডুসেনবেরি ভোগ অপেক্ষকের নির্ধারক শক্তিগুলির আরও বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে (ক) যে কোন ব্যক্তির ভোগব্যয় শুধু তাহার বর্তমান আয়ের উপরই নির্ভর করে না, নিকট অতীতে তাহার সর্বোচ্চ আয়ের মাত্রাও উহাকে প্রভাবিত করে। কারণ নিকট অতীতে অধিকতর আয়ে সে যে উচ্চতর জীবনমানে অভ্যস্ত হইয়াছিল, অল্পকালের মধ্যে তাহার পক্ষে সে প্রভাব সম্পূর্ণ কাটাইয়া ওঠা সম্ভব নয়। অতএব তাহার বর্তমান আয় অপেক্ষাকৃত কম হইলেও তাহার ভোগব্যয় অপেক্ষাকৃত বেশি হইবে (যে পরিমাণ ভোগব্যয়ে সে আগে অভ্যস্ত হইয়াছিল বা উহার কাছাকাছি)। (খ) নিম্নতর আয়ের স্তরে অবস্থিত ব্যক্তিরা উচ্চতর আয়ের স্তরে অবস্থিত ব্যক্তিগণের অনুকরণে, অধিক আয় উপার্জনকারী ব্যক্তিগণ যে সকল দ্রব্যসামগ্রী ভোগ করে তাহারাও সে সকল দামী সামগ্রী ভোগের জন্য ব্যয় করিতে আরম্ভ করে। ইহাকে 'প্রদর্শন প্রভাব'[৩৫] বলা হয়। এই দুটি কারণেও ভোগ অপেক্ষক বেশি হইয়া থাকে।

'ভোগ অপেক্ষক' ধারণাটির গুরুত্ব বা তাৎপর্য[৩৬]: সমষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ভোগ সম্পর্কে কীন্‌সের মনস্তাত্ত্বিক বিধি বা ভোগ অপেক্ষক অথবা ভোগপ্রবণতার ধারণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যাপক হ্যানসেন ইহাকে অর্থনীতিক বিশ্লেষণের হাতিয়ারের ক্ষেত্রে কীন্‌সের যুগান্তকারী অবদান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভোগ অপেক্ষকের এই বিধিটি উদ্ভাবনের পূর্বে সে'র বিধিটি সন্তোষজনকভাবে যেমন খণ্ডন করা সম্ভব হয় নাই তেমনি বাণিজ্যচক্রের মোড় পরিবর্তনেরও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয় নাই। ভোগ অপেক্ষক বিধিটি একই সংগে এই দুটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেই কৃতকার্য হইয়াছে।

সে'র বিধির চাহিদা-যোগানের সমতার বক্তব্য খণ্ডন করিয়া ভোগ অপেক্ষক বিধিটি প্রমাণ করিয়াছে যে, যেহেতু প্রান্তিক ভোগ অপেক্ষক ১এর কম $\left(\frac{\Delta C}{\Delta Y} < 1\right)$, সেহেতু যাহা উৎপন্ন হইতেছে তাহার সবটার (=যোগান) জন্য চাহিদা আপনা আপনি জন্মায় না কারণ অর্জিত আয়ের সবটা খরচ হয় না, এবং একারণে চাহিদার ঘাট্‌তি দেখা দেয়। যোগান নিজের চাহিদা নিজে সৃষ্টি করিতে পারে না। ইহার ফলে চাহিদার তুলনায় যোগান বা উৎপাদন বেশি হইয়া পড়ে[৩৭] এবং সে কারণে কর্মহীনতার সৃষ্টি হয়। এবং এই কারণেই (অর্থাৎ ভোগব্যয় <আয়), আয় ও ভোগব্যয়ের মধ্যে একটি স্থায়ী ব্যবধান (আয়—ভোগব্যয়=সঞ্চয়) জন্মিতে পারে। আয়ের তুলনায় ভোগব্যয় কম হওয়ায়, সমাজের অর্থনীতিক কর্মপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, পূর্ণনিয়োগ ও সর্বাধিক সম্ভব জাতীয় আয় উৎপাদনের স্তরটি বজায় রাখিবার জন্য সঞ্চয়ের সমপরিমাণ বিনিয়োগ করা আবশ্যক। ধনতন্ত্রী সমাজে সঞ্চয়কারী ও বিনিয়োগকারীরা সকলেই একই ব্যক্তি না হওয়ায়, যাহা সঞ্চিত হয় তাহা যে আপনা আপনি বিনিয়োজিত হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই।

32. Secondary Effect. 33. Consumers' Durable Goods.
34. Duessenberry Hypothesis. 35. Demonstration Effect.
36. Significance of Consumption Function. 37. Overproduction.

সুতরাং অর্থনীতিক স্থায়িত্ব বজায় রাখিবার পক্ষে বিনিয়োগের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ভোগ অপেক্ষক বিধিটি ইহার প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে। কীনস্ আরও দেখাইয়াছেন যে স্বল্পকালীন সময়ে ভোগ অপেক্ষকটি মোটের উপর স্থির থাকে। ইহার ফলে এবং ভোগ অপেক্ষকটি ১-এর কম হইবার দরুন, আয়ের তুলনায় ভোগব্যয় কম হয় বলিয়া সমাজে পূর্ণনিয়োগের স্তরে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত না হইয়া স্বল্পতর নিয়োগের ভারসাম্যই[৩৮] সচরাচর দেখা দেয়। ইহাকে পূর্ণনিয়োগের ভারসাম্য হইতে সাময়িক বিচ্যুতি বলিয়া মনে করিলে (যেমন ক্লাসিক্যাল পণ্ডিতগণ মনে করিতেন) ভুল হইবে। এই সকল কারণে সমষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ভোগ অপেক্ষকের ধারণাটিকে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ অপরিহার্য ধারণা বলিয়া গণ্য করা হয়।

কার্যকর চাহিদা তত্ত্বের পুনর্বিবৃতি : পূর্ণনিয়োগ ও স্বল্পতর নিয়োগে ভারসাম্য
RE-STATEMENT OF THE THEORY OF EFFECTIVE DEMAND: FULL EMPLOYMENT & UNDEREMPLOYMENT EQUILIBRIUM

এবার আমরা ভোগ অপেক্ষকের ধারণাটির ভিত্তিতে কীন্সের কার্যকর চাহিদা তত্ত্বটির নূতন ব্যাখ্যা আলোচনা করিতে পারি। ইহার দ্বারা সমাজে কিভাবে স্বল্পতর নিয়োগে ভারসাম্য দেখা দিতে পারে ও পূর্ণনিয়োগে ভারসাম্য লাভ করিতে হইলে কি প্রয়োজন তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝা যাইবে।

৩·১নং রেখাচিত্রে কিভাবে ভোগ অপেক্ষক ও বিনিয়োগের পরিমাণ দ্বারা আয় নির্ধারিত হয় তাহা দেখান হইয়াছে। ইহাতে, CC হইতেছে ভোগ অপেক্ষক রেখা এবং FO হইতেছে মোট উৎপন্ন=মোট আয় রেখা। সুতরাং এই বেখাটির উপরই ভারসাম্য বিন্দুগুলি রহিয়াছে। CC রেখাটি ভোগ অপেক্ষক বেখা হওয়ায় ইহা হইতে প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা বুঝা যাইতেছে। FO রেখা (উৎপাদন=আয) ও CC রেখার মধ্যে ব্যবধান দ্বারা বিনিয়োগের পরিমাণ বুঝাইতেছে। আয় যখন OX তখন ভোগ অপেক্ষক রেখা CC FO রেখা (উৎপাদন=আয়)-কে G বিন্দুতে ছেদ করিযাছে দেখা যায়। ইহার অর্থ G বিন্দুতে আয়ের সবটাই (OX) ভোগ্যদ্রব্যের জন্য ব্যয় হইতেছে (GX)। অর্থাৎ আয়=ভোগবায় (OX=GX)। সুতরাং এখানে কোন বিনিয়োগ ঘটিতেছে না (অর্থাৎ ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন দ্বারা উপার্জিত আয়=ভোগ্যদ্রব্যে ব্যয়)। আয় যখন OY তখন দেখা যাইতেছে ভোগব্যয়ের পরিমাণ AY। অর্থাৎ আয় অপেক্ষা ভোগব্যয় কম (AY<OY)। ইহার অর্থ এই যে, OY আয়ের স্তরে ভোগব্যয় যাহা ঘটিতেছে (AY) তাহা উৎপন্ন সকল সামগ্রী (=OY=EY) কেনার পক্ষে যথেষ্ট নয়। মোট উৎপন্নের একটি অংশ (EY—AY=EA) অবিক্রীত থাকিতেছে। মোট আয় (OY=EY) ও মোট ভোগ ব্যয় (AY)এর মধ্যে এই ব্যবধান (EA) বা ফাঁকটুকু পূরণের জন্য সমপরিমাণ বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। তাহা হইলে ভোগ্যদ্রব্য ও পুঁজি-দ্রব্যের সমষ্টি যে মোট উৎপন্ন সামগ্রী তাহা ক্রয়ের জন্য মোট আয় (=মোট উৎপাদন) নিঃশেষে ব্যয়িত হইয়া যাইবে। তাহা হইলে, FO রেখার উপর অবস্থিত E বিন্দুটি হইল স্বল্পতর নিয়োগের ভারসাম্য স্তরে কার্যকর চাহিদার বিন্দু। কিন্তু পূর্ণ-নিয়োগের স্তরে আয় যদি OZ হয়, তবে F বিন্দুটি হইবে পূর্ণনিয়োগের ভারসাম্য অবস্থায় কার্যকর চাহিদার বিন্দু। ঐ অবস্থায় পূর্ণ নিয়োগ লাভের জন্য FB পরিমাণ বিনিয়োগের প্রয়োজন হইবে। কারণ তখন ভোগব্যয় হইল BZ। ইহার সহিত পুঁজি-দ্রব্যের জন্য ব্যয় বা বিনিয়োগ FB যুক্ত হইলে উহাদের সমষ্টি মোট উৎপন্নের ও মোট আয়ের সমান হইবে (BZ+FB=FZ=OZ)। তাহা হইলে এই আলোচনা হইতে আমরা বিনিয়োগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বুঝিতে পারিতেছি। সংক্ষেপে কীন্সের বক্তব্য

38. Underemployment Equilibrium.

এই যে, স্বল্পকালীন সময়ে মোট যোগান অপেক্ষকটি নির্দিষ্ট থাকে বলিয়া, সমাজে নিয়োগ প্রধানত নির্ভর করে মোট চাহিদার উপর, এবং মোট চাহিদা আবার নির্ভর করে ভোগ অপেক্ষক ও বিনিয়োগের উপর।

২. পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা

MARGINAL EFFICIENCY OF CAPITAL

কীন্‌সীয় তত্ত্বের মূল কথা এই যে, যে কোন সময়ে মোট আয়, দেশের মোট ভোগ-ব্যয় ও বিনিয়োগের উপর নির্ভর করে $(Y=C+I)$, এবং স্বল্পকালীন সময়ে ভোগব্যয় স্থির থাকে বলিয়া ও ভোগ অপেক্ষক ১-এর কম বলিয়া $\left(\frac{\Delta C}{\Delta Y}<1\right)$, আয় ও ভোগ-ব্যয়ের মধ্যে ব্যবধানটি বিনিয়োগ বৃদ্ধির দ্বারাই পূরণ করিবার প্রয়োজন দেখা দেয়।

কিন্তু বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিতে হইলে যে নূতন বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়, ভোগ অপেক্ষটি অপরিবর্তিত থাকিলে, তাহা প্রধানত দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যথা, —(১) পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা, ও (২) সুদের হার।

পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা বলিলে, নূতন পুঁজিদ্রব্যের অনুমিত সম্ভাব্য মুনাফার হার[৩৯] বুঝায়। অর্থাৎ নূতন পুঁজিদ্রব্য হইতে ভবিষ্যতে যে হারে মুনাফা পাওয়া যাইবে বলিয়া বর্তমানে মনে হইতেছে তাহাই পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা। এক একক অতিরিক্ত পুঁজিদ্রব্য উৎপাদন কার্যে নিয়োগ করিলে, খরচ বাদে উহা হইতে যে হারে আয় লাভ করা যাইতে পারে বলিয়া **মনে হয়** (প্রাপ্তব্য আয়ের অনুমিত হার), তাহাকেই কীন্‌স্ পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা বলিয়াছেন। ইহা দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যথা,—(ক) পুঁজিদ্রব্যটির জীবনকালে (যতদিন উহা কাজে নিযুক্ত থাকিতে সক্ষম) উহা হইতে প্রাপ্তব্য আয়ের হার। কীন্‌স্ ইহাকে সম্ভাব্য আয়[৪০] বলিয়াছেন। (খ) পুঁজিদ্রব্যের যোগান দাম। এখানে পুঁজিদ্রব্যের যোগান দাম বলিতে পুরাতন পুঁজিদ্রব্যটির দাম বুঝায় না, উহা বদল করিতে হইলে যে নূতন পুঁজিদ্রব্য কিনিতে হইবে, তাহারই দাম বুঝায়। সুতরাং পুঁজিদ্রব্যের যোগান দাম আসলে পুরাতন পুঁজিদ্রব্যের পরিবর্তে নূতন পুঁজিদ্রব্যের প্রতিস্থাপনের খরচ[৪১] বুঝায়। **পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা হইতেছে পুঁজি-দ্রব্যের সম্ভাব্য আয় ও উহার যোগান দাম বা প্রতিস্থাপন খরচের অনুপাত।** কিংবা বলা যায় যে, যে হারে কোন পুঁজি দ্রব্যের সম্ভাব্য আয়ের বাট্টা করিলে উহা পুঁজিদ্রব্যটির বর্তমান যোগান দামের সমান হইবে, তাহাই পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা।

ধরা যাক, একটি নূতন পুঁজিদ্রব্যের (কোন যন্ত্রের) দাম হইল ১ লক্ষ টাকা এবং সুদ বাদে উহার রক্ষণাবেক্ষণ, অবচয় ও কাঁচামাল ইত্যাদি যাবতীয় খরচ বাদ দিয়া বৎসরে উহা হইতে ১০,০০০ টাকা নীট আয়[৪২] পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। এক্ষেত্রে পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা জানিতে হইলে পুঁজিদ্রব্যটির অনুমিত আয় ও উহার যোগান দামের অনুপাতটি বাহির করিতে হইবে। এবং সচরাচর ইহা শতাংশ রূপেই গণ্য করা হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে,—

$$\text{পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা}=\frac{\text{সম্ভাব্য আয়}}{\text{যোগান দাম}}\times ১০০=\frac{১০,০০০}{১,০০,০০০}\times ১০০=১০\%$$

বলাবাহুল্য বাস্তব জগৎ সদাপরিবর্তনশীল হওয়ায় এত সহজে কোন ক্ষেত্রেই পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার হিসাব করা সম্ভব নয়। তাহা ছাড়া পরিবর্তনশীলতার দরুন অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয় এবং সকল বৎসর সম্ভাব্য আয়ও একরূপ থাকে না।

পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার তালিকা (বা রেখা)[৪৩]: পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার যদি

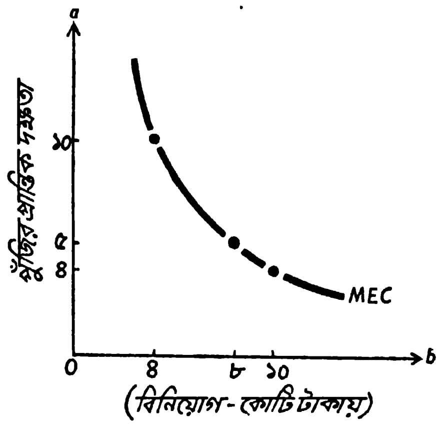
39. 'Expected rate of profitability of a new capital asset.'
40. Prospective yield. 41. Replacement Cost. 42. **Net return.**
43. Schedule of Marginal Efficiency of Capital.

একটি তালিকা কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে বিনিয়োগের বিভিন্ন পরিমাণে প‌ুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা কির‌ূপ হইবে, ঐ তালিকা হইতে উহা দেখা যায়। ৩.৩নং সারণীতে ইহা দেখান হইয়াছে। সারণীতে দেখা যায় যে, বিনিয়োগের পরিমাণ যতই বাড়িতেছে প‌ুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা ততই কমিতেছে। ইহার কারণ দ‌ুইটি,—(১) প‌ুঁজিদ্রব্যটির যোগান বাড়িতেছে; এবং (২) উহার উৎপাদন বাড়াইতে গিয়া প্রয়োজনীয় উপকরণগ‌ুলির চাহিদা বাড়িতেছে এবং সে কারণে উহাদের দাম, অর্থাৎ প‌ুঁজিদ্রব্যটির উৎপাদন খরচ বাড়িতেছে। ৩.২নং সারণীর তথ্যের ভিত্তিতে ৩.২নং রেখাচিত্রে প‌ুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার তালিকার রেখাচিত্রর‌ূপ উপস্থিত করা হইয়াছে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে প‌ুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার রেখাটির ঢাল ঋণাত্মক। অর্থাৎ, বিনিয়োগ ব‌ৃদ্ধির ফলে প‌ুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা কমিতেছে।

৩.৩নং সারণী

বিনিয়োগ (কোটি টাকায়)		প‌ুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা
৪	...	১০%
৮	...	৫%
১০	...	৪%

৩.২নং রেখাচিত্র



প‌ুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার এই তালিকা বা রেখাকে আবার বিনিয়োগ চাহিদা তালিকা বা রেখা[৪৪]ও বলা যায়। কারণ ইহাই বিনিয়োগের জন্য প‌ুঁজির চাহিদা নির্ধারণ করে।

প‌ুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা ও স‌ুদের হার[৪৫]ঃ প‌ুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা ও স‌ুদের হার এই দ‌ুইটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে নির্ধারিত হয় এবং উহারা উভয়ে মিলিয়া বিনিয়োগের পরিমাণ স্থির করিয়া দেয়। প্রথমটি প‌ুঁজিদ্রব্যের সম্ভাব্য আয় ও উহার যোগান দামের দ্বারা নির্ধারিত হয়। দ্বিতীয়টি নির্ধারিত হয় নগদ অর্থের চাহিদা ও যোগান দ্বারা; উহা নগদ অর্থ হাতছাড়া করিবার (অর্থাৎ ঋণের) প‌ুরস্কার। ঋণ সংগ্রহ করিয়া তবেই বিনিয়োগ করা সম্ভব। স‌ুতরাং স‌ুদ হইল বিনিয়োগের খরচ। প‌ুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা হইল ন‌ূতন বিনিয়োগ হইতে অন‌ুমিত সম্ভাব্য আয়। অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত প‌ুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা স‌ুদের হার অপেক্ষা বেশি হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত বিনিয়োগ ব‌ৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। ইহার ফলে ক্রমশ প‌ুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা হ্রাস পাইতে পাইতে এক সময়ে উহা স‌ুদের হারের সমান হইয়া পড়িবে। যদি কখনও প‌ুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা স‌ুদের হার অপেক্ষা কম হয়, তবে বিনিয়োগের সংকোচন ঘটিবে। এইর‌ূপে শেষ পর্যন্ত ততটাই বিনিয়োগ ঘটিবে যতটা বিনিয়োগ ঘটিলে প‌ুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা ও স‌ুদের হার পরস্পরের সমান হয়।

প‌ুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার উপর প্রভাববিস্তারকারী বিষয়সম‌ূহ[৪৬]ঃ প‌ুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা যে সকল বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয় উহাদের স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী, দ‌ুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

44. Investment Demand Schedule.
45. Marginal Efficiency and the Rate of Interest.
46. Factors affecting Marginal Efficiency of Capital.

স্বল্পমেয়াদী বিষয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি হইলঃ (১) **ভোগ অপেক্ষক** —ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা হইতে পুঁজিদ্রব্যের চাহিদার উৎপত্তি হয় বলিয়া স্বল্পকালীন সময়ে যদি ভোগ অপেক্ষক বাড়ে, তবে বিনিয়োগ বাড়িতে পারে, অর্থাৎ পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা বাড়িতে পারে।

(২) **দাম, খরচ ও চাহিদা**—পণ্যের দাম কমিলে বা উৎপাদন খরচ বাড়িলে কিংবা উহার চাহিদা কমিবার আশংকা থাকিলে বিনিয়োগ হইতে অনুমিত সম্ভাব্য আয় অর্থাৎ পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা কমিবে। উহার বিপরীত ঘটিলে, পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা বাড়িবে।

(৩) **আয়ের পরিবর্তন**—আকস্মিক লাভ বা লোকসান, কর ধার্য বা প্রত্যাহার ইত্যাদি কারণে ব্যবহারযোগ্য আয়ের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। এই সকল কারণে ব্যবহারযোগ্য আয় কমিলে পণ্যের চাহিদা কমিবে, ফলে পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা কমিবে এবং ব্যবহার-যোগ্য আয় বাড়িলে ইহার বিপরীত হইবে।

(৪) **নগদ সম্পত্তিতে পরিবর্তন**—উদ্যোক্তাগণের হাতে নগদ সম্পত্তি[৪৭] (যাহা সহজে নগদ অর্থে পরিণত করা যায়) বেশি থাকিলে, বিনিয়োগের সুযোগ উপস্থিত হইলে তাহারা সহজে উহা গ্রহণ করিতে পারে। ইহার ফলে বিনিয়োগ বাড়ে। কিন্তু যদি তাহাদের হাতে যথেষ্ট নগদ সম্পত্তি না থাকে, কিংবা সাময়িকভাবে নগদ সম্পত্তির (নগদ অর্থ, কার্যকর পুঁজি) টানের আশংকা থাকে, তবে বিনিয়োগের সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। ফলে বিনিয়োগও বাড়িতে পারে না।

(৫) **ভবিষ্যত সম্পর্কে কারবারিগণের অনুমান**[৪৮]—পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার কীন্সীয় তত্ত্বে ভবিষ্যত সম্পর্কে কারবারী অনুমান এক চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার দুইটি নির্ধারকের মধ্যে একটি হইল অনুমিত সম্ভাব্য আয়। কীন্স্ বলেন যে কারবারিগণ অনুমিত সম্ভাব্য আয়ের যে হিসাব করে তাহা অংশত বর্তমান ঘটনাবলী (যাহা জানা যায়) এবং অংশত ভবিষ্যত ঘটনাবলীর (যাহা কখনই নিশ্চিতভাবে জানা যায় না) উপর নির্ভরশীল। বিনিয়োগ হইতে বর্তমানে যে হারে আয় পাওয়া যাইতেছে. তাহা তাহারা জানে, এবং অনেক সময়ই এই আশায় তাহারা বিনিয়োগ করে যে বর্তমান পরিস্থিতি চলিতে থাকিবে। এইভাবে বর্তমান ঘটনাবলী তাহাদের কাছে পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা অংশত নির্ধারণ করে। কিন্তু ইহাই শেষ কথা নয়। তাহারা ইহাও জানে যে ভবিষ্যতে বর্তমান অবস্থা চলিতে থাকিবে কি না তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। ভবিষ্যত সকল সময়েই অনিশ্চিত। ইহার ফলেই পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা অ-স্থির[৪৯] হইয়া পড়ে। ভবিষ্যত সম্পর্কে তাহারা কখন আশাবাদী আবার কখনও নিরাশাবাদী হইয়া পড়ে। এজন্য পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা কখনও স্থিতিশীল হয় না। তাহার ফলে. উহার হ্রাসে বিনিয়োগ কমে এবং বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ বাড়ে। এই কারণে, ধনতন্ত্রী অর্থনীতিতে অর্থনীতিক কার্যকলাপের অস্থিরতার জন্য পুঁজিদ্রব্যের অনুমিত সম্ভাব্য আয়ের অস্থির চরিত্র প্রধানত দায়ী। কারবারী অনুমান বা আশাগুলিকে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী, এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। স্বল্পমেয়াদী অনুমান বর্তমান ঘটনাবলীর উপর, বর্তমান যন্ত্রপাতির দ্বারা উৎপন্নের বিক্রয়লব্ধ আয়ের উপর নির্ভরশীল। ইহারা নিকট অতীতের কার্যাবলীর লব্ধ ফল[৫০]। সেজন্য স্বল্পমেয়াদী অনুমানগুলি অধিকতর স্থির। এবং ইহারা কমবেশি স্থির বলিয়া ইহারা বিনিয়োগের হ্রাসবৃদ্ধির কারণ হইতে পারে না। অতএব, বিনিয়োগের হ্রাসবৃদ্ধির কারণ খুঁজিতে হইলে দীর্ঘমেয়াদী অনুমানগুলির মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে এই

47. Liquid assets. 48. Business Expectations. 49. Unstable.
50. 'realised results of the recent past.'

অনুমানই অত্যন্ত স্থিরতাহীন এবং সে কারণে ইহারাই পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার অস্থির চরিত্রের জন্য দায়ী।

আর এই কারণেই কীন্‌স্‌ পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল বেসরকারী পুঁজির অস্থিরতার প্রতিষেধক হিসাবে সরকারী বিনিয়োগের প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার উপর প্রভাব বিস্তারকারী দীর্ঘকালীন বিষয়গুলি হইতেছে,—(১) জনসংখ্যার পরিমাণ ও উহার বৃদ্ধির হার; (২) নূতন অঞ্চলের অর্থ-নীতিক বিকাশ ও উন্নয়ন; (৩) উৎপাদন কৌশলের উন্নতি; এবং (৪) পুঁজিদ্রব্যের যোগান।

৩. সুদের হার
THE RATE OF INTEREST

সুদ সম্পর্কে নগদপছন্দ তত্ত্ব নামে পরিচিত কীন্‌সীয় তত্ত্বটি তাঁহার নিয়োগ ও আয় সম্পর্কে সাধারণ তত্ত্বের একটি অপরিহার্য অংগ।

সুদের ক্লাসিক্যাল তত্ত্বকে অনেক সময় সুদের 'প্রকৃত' তত্ত্ব[51] বলা হয়। কারণ উহাতে বলা হইয়াছে যে সুদের হার একদিকে অপেক্ষা বা সঞ্চয়ের প্রান্তিক কষ্ট স্বীকার এবং অপর দিকে পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা, এই দুইটি 'প্রকৃত' বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়। ইহা অস্বীকার করিয়া কীন্‌স্‌ বলিলেন, সুদের সহিত কোন 'প্রকৃত' বিষয়ের সম্পর্ক নাই। উহা নিছক আর্থিক ব্যাপার, কারণ অর্থের যোগান ও চাহিদা, কেবল এই দুই আর্থিক বিষয়ের দ্বারাই সুদের হার নির্ধারিত হয়। তাঁহার এই তত্ত্বে, সুদ নির্ধারণে অর্থ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে বলিয়া, ইহাকে সুদের 'আর্থিক' তত্ত্ব[52] বলা হয়। তাঁহার সুদ তত্ত্বটি 'নগদ পছন্দ'-এর ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। নগদ পছন্দ হইল নগদ অর্থ হাতে ধরিয়া রাখিবার ইচ্ছা। ইহাই অর্থের চাহিদা। অর্থের যোগান আসে আর্থিক কর্তৃপক্ষের (যথা, কেন্দ্রীয় ব্যাংক) নিকট হইতে। সুদের হার অর্থের চাহিদা বা নগদপছন্দ ও অর্থের যোগান, এই উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে। সুদ হইল নগদপছন্দ পরিত্যাগের, অর্থাৎ নগদ অর্থ হাতছাড়া করিবার পুরস্কার। নগদ পছন্দ অর্থাৎ নগদ অর্থ হাতে রাখিবার ইচ্ছা অপরিবর্তিত থাকিলে সুদের হার অর্থের যোগানের উপর নির্ভর করে। সুতরাং আর্থিক কর্তৃপক্ষের পক্ষে, অর্থের যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি করিয়া, সুদের হার প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

আমরা জানি অর্থের তিনটি প্রধান ভূমিকার প্রথমটি হইতেছে বিনিময়ের মাধ্যম, দ্বিতীয়টি হইতেছে হিসাবের একক এবং তৃতীয়টি হইল সঞ্চয়ের বাহন। তাঁহার সুদ তত্ত্বে, কীন্‌স্‌ অর্থের এই তৃতীয় ভূমিকা, অর্থাৎ সঞ্চয়ের বাহনরূপে উহার কাজের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

অর্থ হইতেছে সাধারণ ক্রয়ক্ষমতা, ইহা হাতে থাকিলে যে কোন সময়ে যে কোন দ্রব্যসামগ্রী কিনিবার ক্ষমতা করায়ত্ত থাকে। সুতরাং সমাজের সকলেরই মনে নগদ অর্থ হাতে ধরিয়া রাখিবার এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা বর্তমান। ইহাই কীন্‌সের ভাষায় 'নগদ পছন্দ'। কীন্‌সের মতে, তিনটি উদ্দেশ্য হইতে মানুষের কাছে নগদ অর্থের চাহিদা বা নগদ পছন্দের জন্ম হয়।

নগদ অর্থ হাতে রাখিবার তিনটি উদ্দেশ্যঃ (১) এই তিনটি উদ্দেশ্যের প্রথমটি হইল **নগদ লেনদেনের উদ্দেশ্য**[53]। নগদ অর্থে আয় উপার্জন ও নগদ অর্থে উহা ব্যয়, এই দুইটি সর্বদা একসংগে ঘটে না। নির্দিষ্ট কাল অন্তর আমরা আর্থিক আয় লাভ করি,

51. *Real* Theory of Interest. 52. Monetary Theory of Interest.
53. Transaction motive.

কিন্তু প্রত্যহই আমাদের নানা প্রয়োজনে আর্থিক ব্যয় করিতে হয়। সুতরাং একবার আর্থিক আয় লাভের পর পুনরায় যতদিন না আবার আর্থিক আয় আমরা লাভ করিতেছি ততদিন পর্যন্ত দৈনন্দিন আর্থিক খরচ চালাইবার জন্য ব্যক্তির, গৃহস্থ পরিবারে এবং কারবারে সর্বত্রই লব্ধ আর্থিক আয়ের খানিক হাতে রাখিয়া দিতে হয়। ইহার উদ্দেশ্য হইল দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম ক্রয়, অর্থাৎ অর্থের এই চাহিদার প্রয়োজন হইতেছে বিনিময়ের জন্য। অর্থ বিনিময়ের বাহন বলিয়া নগদ লেনদেনের জন্য অর্থের এই চাহিদাকে অর্থের লেনদেনের চাহিদা[৫৪] বলা যায়। অর্থের এই লেনদেনের চাহিদা তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করেঃ (১) ইহা আয়ের স্তরের উপর নির্ভর করে; (২) ইহা কারবারী কার্যকলাপের সাধারণ স্তরের উপর নির্ভর করে; (৩) ইহা নির্ভর করে যে ভাবে আয় প্রাপ্তি ঘটে উহার উপর (অর্থাৎ দৈনিক, সাপ্তাহিক অথবা মাসিক আয় প্রাপ্তি ইত্যাদি)।

নগদ লেনদেনের জন্য অর্থের এই চাহিদা আয়ের পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ, ইহা আয়-স্থিতিস্থাপক[৫৫]। ইহার সহিত আয়ের ক্রিয়াগত সম্পর্ক বর্তমান।

(২) নগদ অর্থ হাতে ধরিয়া রাখিবার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হইল **আকস্মিক প্রয়োজন বা সাবধানতার উদ্দেশ্য**[৫৬]। কিন্তু শুধু নগদ লেনদেনের জন্য যে পরিমাণ নগদ অর্থ হাতে রাখা প্রয়োজন, ব্যক্তি, গৃহস্থ পরিবার ও কারবারগুলি শুধু সে পরিমাণ অর্থই হাতে রাখে না, রাখিতে চায় না; উহারা তাহা হইতে আরও কিছু বেশি পরিমাণ অর্থই হাতে রাখিতে চায় ও রাখে। কারণ, অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, কর্মহীনতা, ইত্যাদি নানাবিধ আকস্মিক প্রয়োজন যে কোন সময় দেখা দিতে পারে ও সে জন্য সকলেই যতটা সম্ভব প্রস্তুত থাকিতে চেষ্টা করে। এই সকল অভাবিত প্রয়োজনে কে কতটা অতিরিক্ত অর্থ হাতে রাখিবে তাহা নির্ভর করে তাহার মানসিক ধ্যানধারণা, ভবিষ্যত সম্পর্কে তাহার মনোভাব, এবং কতটা পরিমাণে ঐ সকল বিপত্তির বিরুদ্ধে সে নিরাপত্তা চায় তাহার উপর। কারবারগুলি সম্পর্কেও একই কথা খাটে। উহারাও কতটা পরিমাণে অতিরিক্ত অর্থ হাতে রাখিবে তাহা নির্ভর করে উহাদের আত্মবিশ্বাস, ভবিষ্যত সম্পর্কে উহারা কতটা পরিমাণে আশাবাদী অথবা নিরাশাবাদী, কতটা পরিমাণে ঋণসংগ্রহের সুবিধা ও সম্ভাবনা এবং উহাদের হাতে লগ্নীপত্র ইত্যাদি অন্যান্য সম্পত্তি কতটা আছে, উহাদের নগদ অর্থে পরিণত করার সুবিধা কিরূপ, প্রভৃতি বিষয়ের উপর। নগদ অর্থ হাতে রাখিবার এই আকস্মিক প্রয়োজনবশত চাহিদাও প্রধানত আয়ের স্তর এবং কারবারী কার্যকলাপের স্তরের উপর নির্ভর করে। সুতরাং উহাও আয়-স্থিতিস্থাপক। অর্থাৎ ইহার সহিত আয়ের ক্রিয়াগত সম্পর্ক বিদ্যমান।

এবার আমরা যদি অর্থের নগদ লেনদেনের চাহিদা ও আকস্মিক প্রয়োজনবশত চাহিদার সমষ্টিকে M_1 বলি, আয় বুঝাইবার জন্য যদি Y অক্ষরটি ব্যবহার করি, এবং আয়ের সহিত উহাদের ক্রিয়াগত সম্পর্কটি বুঝাইবার জন্য যদি $f\ (Y)$ এই প্রতীক ব্যবহার করি, তবে উপরোক্ত দুইটি উদ্দেশ্যে নগদ অর্থের মোট চাহিদা হইবে,—

$$M_1 = f\ (Y)$$

M_1 হইতেছে নগদ লেনদেন ও আকস্মিক প্রয়োজনে অর্থের চাহিদা বা নগদ পছন্দ। ইহা বুঝাইবার জন্য আমরা L_1 লিখিতে পারি এবং অর্থের এই দুইটি চাহিদাই আয়ের উপর নির্ভরশীল বা আয়ের ক্রিয়াস্বরূপ। সুতরাং $M_1 = f(Y)$ লিখিবার পরিবর্তে সমীকরণটিকে আমরা এই ভাবেও লিখিতে পারি,—

$$M_1 = L_1\,(Y).$$

(৩) নগদ অর্থ হাতে ধরিয়া রাখিবার তৃতীয় উদ্দেশ্য হইল উহা দ্বারা আয় উপার্জনের উদ্দেশ্য, ইহাকে **ফট্কার উদ্দেশ্য**[৫৭] বলা হইয়াছে। লগ্নীপত্রের[৫৮] দামের

54. Transaction Demand for Money. 55. Income-elastic.
56. Precautionary Motive. 57. Speculative Motive. 58. Securities.

ওঠানামার সুযোগ লইয়া উহা হইতে আয় উপার্জনের উদ্দেশ্যে সকলেই অতিরিক্ত (অর্থাৎ নগদ লেনদেন এবং আকস্মিক প্রয়োজন অপেক্ষা বেশি) কিছু পরিমাণ নগদ অর্থ হাতে রাখিতে চেষ্টা করে। শেয়ার বাজারে লগ্নীপত্রের দাম যখন বাড়িবার সম্ভাবনা থাকে তখন যাহাদের হাতে ফট্কার উদ্দেশ্যে (অর্থাৎ আয় বাবদ সুদ উপার্জনের জন্য) অতিরিক্ত অর্থ আছে তাহারা উহা ক্রয় করে। আবার যখন লগ্নীপত্রের দাম কমিবার সম্ভাবনা দেখা দেয় তখন তাহারা উহা বিক্রয় করিয়া নগদ অর্থ হাতে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করে। এই প্রকার উদ্দেশ্যে নগদ অর্থের যে চাহিদা তাহারই অর্থনীতিক গুরুত্ব অত্যধিক। কারণ এই উদ্দেশ্যে নগদ অর্থের চাহিদা স্থির আয় (সুদ) বাহী লগ্নীপত্রের দামের ওঠানামা ঘটায় এবং উহার মধ্য দিয়া সুদের হারেরও ওঠানামা ঘটায়। কারণ লগ্নীপত্রাদির বাজার দর ও সুদের হারের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক রহিয়াছে। লগ্নীপত্রের দাম বৃদ্ধির অর্থ হইতেছে সুদের হারের হ্রাস এবং লগ্নীপত্রের দাম হ্রাসের অর্থ হইল সুদের হারের বৃদ্ধি [বৎসরে ৫% সুদের হারে যে লগ্নীপত্রের দাম ১০০ টাকা, উহার বাজার দর কমিয়া ৯০ টাকা হইলে, ঐ ৯০ টাকার উপর ৫ টাকা আয় বৎসরে $৫\frac{৫}{৯}$% সুদের হারের সমান হইল। সেরূপ উহার দাম বাড়িয়া ১১০ টাকা হইলে ১১০ টাকায় ৫ টাকা আয় $৪\frac{৶}{১১}$% সুদের হারে পরিণত হইল]। ভবিষ্যত সুদের হারের এই অনিশ্চয়তা হইতেই ফট্কার উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদার উৎপত্তি হয়। লগ্নীপত্রের বর্তমান দাম কম (অর্থাৎ সুদের হার বেশি) এবং ভবিষ্যতে উহা বাড়িবে মনে করিলে সকলে তাহাদের ফট্কার উদ্দেশ্যে রাখা নগদ অর্থ দিয়া বর্তমান দরে লগ্নীপত্র কিনিতে চাহিবে (অর্থাৎ তখন নগদ পছন্দ কম বুঝিতে হইবে)। ইহার ফলে লগ্নীপত্রের দাম বাড়ে (এবং সুদের হার কমে)। আবার লগ্নীপত্রের বর্তমান দাম বেশি ও ভবিষ্যতে উহা কমিবে আশংকা করিলে (অর্থাৎ সুদের হার এখন কম ও পরে বাড়িবে মনে করিলে), তাহারা লগ্নীপত্র বিক্রয় করিয়া নগদ অর্থ হাতে ধরিয়া রাখিবে। ইহাতে শেষ পর্যন্ত লগ্নীপত্রের দাম কমিবে ও সুদের হার বাড়িবে। এইভাবে, ফট্কার উদ্দেশ্যে নগদ অর্থের চাহিদাটি **সুদের হারের উপর** নির্ভরশীল, অর্থাৎ উহা সুদ-স্থিতিস্থাপক[৫৯]। উহা সুদের ক্রিয়ার ফল। এই উদ্দেশ্যে কি পরিমাণ নগদ অর্থ মানুষ হাতে রাখিবে তাহা সুদের বর্তমান হার নহে, উহার হারের ভবিষ্যত সম্ভাব্য পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে।

সুদের ভবিষ্যত হারের অনিশ্চয়তা হইতেই ফট্কার উদ্দেশ্যে নগদ অর্থের চাহিদার উৎপত্তি ঘটিয়াছে; যদি অনিশ্চয়তা না থাকিত, তবে নগদ অর্থের এই প্রকার চাহিদাও ঘটিত না। ক্লাসিক্যাল সুদ তত্ত্বে যে অর্থের ফাট্কা চাহিদাকে মোটেই বিবেচনা করা হয় নাই উহার কারণ, ক্লাসিক্যাল তত্ত্বে অনিশ্চয়তার কোন স্থান নাই। কীন্সের অভিযোগ যে এই কারণেই ক্লাসিক্যাল সুদ তত্ত্ব সম্পূর্ণ অবাস্তব হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা ফট্কার উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদাকে যদি M_2 বলি তাহা হইলে ইহার সহিত সুদের হারের (r) ক্রিয়াগত সম্পর্কটিকে (f) এইভাবে প্রকাশ করিতে পারিঃ

অর্থাৎ, $$M_2 = f\ (r)$$

অথবা, $$M_2 = L_2\ (r)$$

(অর্থাৎ M_2 হইতেছে সুদের হারের উপর নির্ভরশীল নগদ পছন্দ।)

কীন্সীয় সুদ তত্ত্বে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সুদের হার এবং বিনিয়োগের লাভ-যোগ্যতার[৬০] মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়া, অর্থের ফট্কাজনিত চাহিদার ধারণাটি সাধারণ মূল্যস্তর ও নিয়োগের পরিমাণের বিশ্লেষণে এক গতীয় উপাদান সঞ্চারিত করিয়াছে। অর্থের মোট পরিমাণ যদি অপরিবর্তিত থাকে, তবে সুদের হারে পরিবর্তন ঘটাইবার মধ্য দিয়া এই ফট্কা লেনদেন উৎপাদন ও নিয়োগে পরিবর্তন ঘটায়।

59. Interest-elastic. 60. Profitability.

উপরোক্ত তিনটি উদ্দেশ্যে সমাজের সকলে হাতে যে পরিমাণ অর্থ ধরিয়া রাখিতে চায়, তাহাই সমাজে অর্থের মোট চাহিদা। অর্থাৎ অর্থের মোট চাহিদা=লেনদেন ও আকস্মিক প্রয়োজনবশত চাহিদা+ফট্‌কার উদ্দেশ্যে চাহিদা=M_1+M_2।

ইহার মধ্যে M_1 বা লেনদেন ও আকস্মিক প্রয়োজনে অর্থের চাহিদা বা নগদ পছন্দ সুদের হারের পরিবর্তনে প্রভাবিত হয় না বলিয়া উহাদের দরুন যে পরিমাণ অর্থ সকলে হাতে রাখে (অর্থাৎ M_1) তাহাকে নিষ্ক্রিয় তহবিল[61] বলে। সুদের হারের নির্ধারণে ইহার কোন গুরুত্ব নাই। অপর পক্ষে ফট্‌কার প্রয়োজনে অর্থের চাহিদা (M_2) বা নগদ পছন্দই গুরুত্বপূর্ণ কারণ ইহা সুদ-স্থিতিস্থাপক। এজন্য ইহাকে সক্রিয় তহবিল[62]ও বলে।

অর্থের মোট যোগান যদি M ধরা যায়, তবে অর্থের চাহিদা ও যোগানের সমীকরণটি হইবে,—

$$M=M_1+M_2$$

$$\text{কিন্তু } M_1=L_1(Y),\ \text{এবং } M_2=L_2(r)$$

$$\therefore\ M=L_1(Y)+L_2(r)$$

অর্থাৎ, অর্থের মোট পরিমাণ বা যোগান যদি অপরিবর্তিত থাকে, তবে সুদের হার (r) নগদ পছন্দ বা অর্থের মোট চাহিদার (M_1+M_2) দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং সুদের হার অর্থের চাহিদা ও যোগানে ভারসাম্য স্থাপন করে।

৪. গুণক
THE MULTIPLIER

আয়, উৎপন্ন ও নিয়োগের কীন্‌সীয় তত্ত্বের আরেকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হইতেছে 'গুণক'-এর ধারণাটি। কীন্‌সীয় সমষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণের ইহা অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। আয়প্রবাহ সৃষ্টির প্রক্রিয়া এবং বাণিজ্যচক্রের বিশ্লেষণে ইহা অপরিহার্য।

গুণকের ধারণাটি কিন্তু কীন্‌সের নিজের উদ্ভাবিত নহে। অধ্যাপক কাহ্‌ন[63] ইহার উদ্ভাবক (১৯৩১)। কাহ্‌ন লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, দেশের মোট নিয়োগের উপর সরকারী বিনিয়োগের এক অনুকূল প্রতিক্রিয়া ঘটে। নিয়োগের কোন প্রাথমিক বৃদ্ধির দরুন শেষ পর্যন্ত নিয়োগের মোট পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। পথঘাট নির্মাণ ইত্যাদি লোক কর্মাত্মক কাজে[64] যে 'আদি' বা 'প্রাথমিক' নিয়োগ[65] ঘটে তাহার ফলে ঐ সকল কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের আয় ঘটে। ইহাতে মোট আয় বাড়ে ও তাহা আবার দেশে ভোগ্য-পণ্যের চাহিদা বাড়ায়। তখন অতিরিক্ত ভোগ্যপণ্যের চাহিদা পূরণের জন্য ভোগ্যপণ্য শিল্পে অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগের প্রয়োজন হয়। এইরূপে, বিনিয়োগের দরুন পুঁজি-দ্রব্য শিল্পে যে প্রাথমিক নিয়োগ সৃষ্টি হয় তাহা পরে ভোগ্যপণ্য শিল্পে নূতন নিয়োগ সৃষ্টি করে। ইহা 'মাধ্যমিক নিয়োগ'[66]। ফলে প্রাথমিক নিয়োগ ও মাধ্যমিক নিয়োগ, এই দুয়ে মিলিয়া মোট নিয়োগের পরিমাণ সবিশেষ বৃদ্ধি পায়। নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রাথমিক নিয়োগের সৃষ্টির দরুন শেষ পর্যন্ত মোট নিয়োগ যে পরিমাণে বাড়ে, উহাদের উভয়ের ঐ বৃদ্ধির অনুপাতটিকে কাহ্‌ন নাম দিয়াছিলেন **'নিয়োগ-গুণক'**[67]। অর্থাৎ প্রাথমিক নিয়োগ সৃষ্টি যদি ৩ লক্ষ এবং মোট নিয়োগ বৃদ্ধির পরিমাণ যদি ৯ লক্ষ (=প্রাথমিক নিয়োগ ৩ লক্ষ+মাধ্যমিক নিয়োগ ৬ লক্ষ) হয়, তবে নিয়োগ গুণকটি হইবে

$$\frac{\text{মোট নিয়োগ বৃদ্ধি}}{\text{প্রাথমিক নিয়োগ বৃদ্ধি}} = \frac{\text{৯ লক্ষ}}{\text{৩ লক্ষ}} = ৩।$$

61. Inactive balances. 62. Active balances. 63. R. F. Kahn.
64. Public works 65. *Primary* employment.
66. *Secondary* employment. 67. Employment multiplier.

কাহ্নের নিকট হইতে গুণকের ধারণাটি গ্রহণ করিয়া, নিয়োগ বৃদ্ধির প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যার পরিবর্তে কীন্‌স্‌ উহাকে আয় বৃদ্ধির প্রক্রিয়াটি বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার কাজে ব্যবহার করেন। আয় তত্ত্বে গুণকের ধারণাটির এই প্রয়োগ দ্বারা কীন্‌স্‌ সমষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এক নব যুগের সূত্রপাত ঘটাইয়াছেন।

কীন্‌সের মতে, নিয়োগ নির্ভর করে কার্যকর চাহিদার উপর এবং কার্যকর চাহিদা (=Y) আবার নির্ভর করে দেশে ভোগব্যয় (=C) ও বিনিয়োগের (=I) উপর (অর্থাৎ $Y=C+I$)। সামগ্রিক ভোগ অপেক্ষকটি ১এর কম এবং স্বল্পকালীন সময়ে উহা মোটামুটি স্থির থাকে বলিয়া, যে আয় সৃষ্টি হয় (=মোট উৎপন্ন) তাহার সবটা ভোগব্যয়ের দ্বারা ক্রয় করা হয় না। সুতরাং সমাজে আয় ও ভোগব্যয়ের মধ্যে একটি ব্যবধান ঘটে, আয়ের তুলনায় ভোগব্যয় কম হয় ($C<Y$)। আয় ও ভোগব্যয়ের এই ব্যবধানটি বিনিয়োগ দ্বারা পূরণ করিতে হয় ($Y-C=I$)। বিনিয়োগের ফলে নূতন বা অতিরিক্ত আয়ের সৃষ্টি হইয়া আয় ও ভোগব্যয়ের ব্যবধান দূর হয়। কীন্‌সের বক্তব্য এই যে, বিনিয়োগের প্রাথমিক বৃদ্ধি[68] উহার অনেক গুণ পরিমাণে মোট আয় বৃদ্ধি করে। কীন্‌স্‌ বিনিয়োগের প্রাথমিক বৃদ্ধির সহিত মোট আয়ের চূড়ান্ত বৃদ্ধির সম্পর্কটির নাম দিয়াছিলেন **'বিনিয়োগ-গুণক'**[69] (কেহ কেহ ইহাকে **'আয়-গুণক'**[70]ও বলেন)।

কীন্‌সের বিনিয়োগ গুণকটি হইতেছে আসলে বিনিয়োগের পরিবর্তনের (বৃদ্ধি) ফলে মোট আয়ের যে পরিবর্তন (বৃদ্ধি) ঘটে, আয় ও বিনিয়োগের ঐ পরিবর্তনেব (বৃদ্ধির) পরিমাণ দুইটিব অনুপাত[71]। অর্থাৎ কীন্‌সীয় বিনিয়োগ গুণক

$$=\frac{\text{আয়ের পরিবর্তনের পরিমাণ (বৃদ্ধি)}}{\text{বিনিয়োগের পরিবর্তনের পরিমাণ (বৃদ্ধি)}}\text{।}$$

মোট আয়ের বৃদ্ধিকে যদি ΔY ধরা যায়, বিনিয়োগেব বৃদ্ধিকে যদি ΔI ধরা যায় এবং উহাদের অনুপাতটিকে অর্থাৎ বিনিয়োগ গুণকটিকে যদি K ধরা যায়, তবে বিনিয়োগ-গুণকটি হইতেছে—

$$K=\frac{\Delta Y}{\Delta I}$$

$$\text{এবং } \Delta Y=K.\ \Delta I.$$

অর্থাৎ, সমাজে যদি ২ কোটি টাকা অতিরিক্ত বিনিয়োগ করা হয় এবং উহার ফলে জাতীয় আয় যদি ৮ কোটি টাকা বাড়ে, তবে এক্ষেত্রে বিনিযোগ গুণকটিকে হইবে,—

$$\text{বিনিয়োগ গুণক বা } K=\frac{\text{আয় বৃদ্ধির পরিমাণ}}{\text{বিনিয়োগ বৃদ্ধির পবিমাণ}}$$

$$=\frac{\Delta Y}{\Delta I}=\frac{8}{2}=4$$

অর্থাৎ বিনিয়োগ গুণক বা $K=4$

যে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ বিনিয়োগ দ্বারা উহার কয়েক গুণ পরিমাণে আয় বৃদ্ধির কারণ এই যে, প্রথমে যে পরিমাণে বিনিয়োগ করা হয়, উহার দ্বারা শুধু যে উহার সম-পরিমাণ নূতন আয় সৃষ্টি হয় তাহা নহে, আয় সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি সেখানেই শেষ হয় না। উহা পর পর আরও কয়েক ধাপে নূতন আয়ের জন্ম দেয়। ইহার ফলে শেষ পর্যন্ত

68. Initial increment in investment. 69. Investment multiplier.
70. Income multiplier.
71. 'The multiplier is the ratio of change income to the change in investment'—K. K. Kurihara.

ঐ বিনিয়োগ দ্বারা পরম্পরায় সৃষ্ট মোট আয়ের পরিমাণ উহার (বিনিয়োগের) কয়েক গুণ হইয়া দাঁড়ায়। প্রথমে, বিনিয়োগের ফলে পুঁজিদ্রব্য শিল্পে সমপরিমাণে আয় সৃষ্টি হয়। তাহার ফলে, পুঁজিদ্রব্য শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের নিকট ভোগ্যদ্রব্যের অতিরিক্ত চাহিদা সৃষ্টি হয় ও সেজন্য ভোগ্যদ্রব্যের উপর তাহাদের ব্যয় বৃদ্ধি পায়। উহা ভোগ্যপণ্য শিল্পের আয় বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ ঘটায়। ফলে পরবর্তী ধাপে ভোগ্যপণ্য শিল্পে উৎপাদন, লোক নিয়োগ এবং নিযুক্ত ব্যক্তিগণের আয় বৃদ্ধি পায়। এই রূপে সমাজের সকল স্তরে আয়ের বৃদ্ধি ছড়াইয়া পড়ে। ঐ বর্ধিত আয় হইতে আবার তৃতীয় ধাপে সকলে ভোগ্যপণ্যের জন্য ব্যয় করে, ফলে তখন আবার নূতন আয়ের সৃষ্টি হয়। এইরূপে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ বিনিয়োগের দরুন, প্রথমে উহার সমপরিমাণ যে নূতন বা অতিরিক্ত আয়ের সৃষ্টি হয় তাহাই বারংবার ভোগব্যয়ের মধ্য দিয়া আরও নূতন আয়ের সৃষ্টি করে। ইহার ফলে শেষ পর্যন্ত বিনিয়োগ বৃদ্ধির কয়েক গুণ পরিমাণে আয় বৃদ্ধি ঘটে।

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, নির্দিষ্ট অতিরিক্ত বিনিয়োগ দ্বারা যে উহার কয়েক গুণ নির্দিষ্ট অতিরিক্ত আয় সৃষ্টি হয়, উহাদের দুয়ের মধ্যে এই অনুপাতটির অর্থাৎ বিনিয়োগ গুণকটির সহিত ভোগব্যয়ের সম্পর্ক আছে। কারণ পরম্পরায় ভোগব্যয়ের মধ্য দিয়াই নির্দিষ্ট পরিমাণ অতিরিক্ত বিনিয়োগ উহার কয়েক গুণ পরিমাণে অতিরিক্ত আয় সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়।

ভোগব্যয় ভোগ অপেক্ষকের উপর নির্ভর করে (ভোগ অপেক্ষক যত বেশি হয় ভোগ-ব্যয়ও তত বেশি হয়)। সুতরাং বিনিয়োগ গুণকটিও তাহা হইলে ভোগ অপেক্ষকের উপরই নির্ভরশীল। প্রকৃত পক্ষে প্রান্তিক ভোগ অপেক্ষক দ্বারাই বিনিয়োগ গুণক নির্ধারিত হইয়া থাকে। প্রান্তিক ভোগ অপেক্ষক যত বেশি হইবে বিনিয়োগ গুণকও তত বেশি হইবে [কারণ, প্রান্তিক ভোগ অপেক্ষক যত বেশি হইবে (অর্থাৎ প্রান্তিক সঞ্চয় অপেক্ষক যত কম হইবে), ততই সকলে অতিরিক্ত আয়ের অধিকতর অংশ ভোগের জন্য ব্যয় করিবে এবং তাহার ফলে শেষ পর্যন্ত আয়ের চূড়ান্ত বৃদ্ধি আরও বেশি হইবে]। সুতরাং বিনিয়োগ গুণক ও প্রান্তিক ভোগ অপেক্ষক বা উহার বিপরীত বা পরিপূরক, প্রান্তিক সঞ্চয় অপেক্ষকের সহিত বিনিয়োগ গুণকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে, বিনিয়োগ গুণকটি হইতেছে প্রান্তিক সঞ্চয় অপেক্ষকের প্রত্যক্ষ বিপরীত। আমরা জানি,—

$$\text{প্রান্তিক ভোগ অপেক্ষক} = \frac{\Delta C}{\Delta Y}.$$

$$\therefore \quad \text{প্রান্তিক সঞ্চয় অপেক্ষক} = 1 - \frac{\Delta C}{\Delta Y} = \frac{\Delta S}{\Delta Y}.$$

[অর্থাৎ 1 হইল আয় এবং $\frac{\Delta C}{\Delta Y}$ বা প্রান্তিক ভোগ অপেক্ষক হইল আয়ের একটি ভগ্নাংশ। আয় বা 1 হইতে ইহা বাদ দিলে প্রান্তিক সঞ্চয় অপেক্ষকটি জানা যাইবে।]

এখন K হইতেছে একটি পূর্ণ সংখ্যা, ইহা কখনও ভগ্নাংশ হইতে পারে না এবং ইহা প্রান্তিক সঞ্চয় অপেক্ষকের বিপরীত। অতএব K-এর অংকটি জানিতে হইলে প্রান্তিক সঞ্চয় অপেক্ষকটিকে উল্টাইয়া দিতে হইবে, অর্থাৎ 1-কে উহা দিয়া ভাগ দিতে হইবে। সুতরাং,

$$K = \frac{1}{1 - \frac{\Delta C}{\Delta Y}} = \frac{1}{\frac{\Delta S}{\Delta Y}}$$

যদি ধরা যায় যে, প্রান্তিক ভোগ অপেক্ষক হইতেছে $\frac{3}{4}\left(=\frac{\Delta C}{\Delta Y}\right)$ তাহা হইলে,—

$$K=\frac{1}{1-\frac{3}{4}}=\frac{1}{\frac{1}{4}}=1\times\frac{4}{1}=4.$$

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে প্রান্তিক ভোগ অপেক্ষক যদি $\frac{3}{4}$ হয়, তবে প্রান্তিক সঞ্চয় অপেক্ষক হইবে $\frac{1}{4}$ এবং সে ক্ষেত্রে বিনিয়োগ গুণকটি হইবে 4। প্রান্তিক ভোগ অপেক্ষক যদি $\frac{7}{8}$ হয় তবে প্রান্তিক সঞ্চয় অপেক্ষক হইবে $\frac{1}{8}$ এবং বিনিয়োগ গুণকটি হইবে ৪ (আট)। অর্থাৎ প্রান্তিক ভোগ অপেক্ষক যত বেশি হয় বিনিয়োগ গুণকও তত বেশি এবং প্রান্তিক ভোগ অপেক্ষক যত কম, বিনিয়োগ গুণকও তত কম হয়।

বিনিয়োগ গুণকের সংখ্যাগত মূল্য[72] : বিনিয়োগ গুণকটি প্রান্তিক ভোগ অপেক্ষকের উপর নির্ভরশীল বলিয়া প্রান্তিক ভোগ অপেক্ষক অনুসারে বিনিয়োগ গুণকের সংখ্যাটি স্থির হয়। সুতরাং প্রান্তিক ভোগ অপেক্ষক যদি ০ হয়, অর্থাৎ, বিনিয়োগ দ্বারা যে অতিরিক্ত আয় প্রথম সৃষ্টি হয় তাহা হইতে যদি কিছুমাত্র ভোগব্যয় না হয় তাহা হইলে উহার সবটাই সঞ্চিত হইবে, এবং তবে উহা হইতে পুনরায় কোন আয় সৃষ্টি হইবে না। এখানে আয় একবারই সৃষ্টি হইল এবং ইহাই চূড়ান্ত। অতএব এক্ষেত্রে বিনিয়োগ এবং সৃষ্ট আয় পরস্পরের সমান বলিয়া উহাদের অনুপাত=১ হইবে। যদি প্রান্তিক ভোগ অপেক্ষক ০-এর বেশি হয় তবে বিনিয়োগ গুণকটি ১এর বেশি হইবে। ভোগ অপেক্ষক ০এর যত বেশি হইবে, বিনিয়োগ গুণকটিও তত বেশি হইবে। আর যদি ভোগ অপেক্ষক ১ এর সমান হয়, অর্থাৎ বিনিয়োগ দ্বারা প্রথমে যে আয় সৃষ্টি হইবে, যদি উহার সবটাই ভোগব্যয় হইতে থাকে, উহার কিছুমাত্র যদি সঞ্চিত না হয়, তবে এরূপ সীমাহীন অনন্তকাল ধরিয়া চলিতে থাকিবে। ফলে, এক্ষেত্রে আয় বৃদ্ধির পরিমাণ হইবে অসীম এবং সে কারণে, বিনিয়োগ গুণকটিও হইবে অসীম (∞)। বাস্তবে, প্রান্তিক ভোগ অপেক্ষক ০-এর বেশি ও ১ এর কম হয় বলিয়া, বিনিয়োগ অপেক্ষকটির সংখ্যাও ১ এর বেশি এবং অসীম (∞) -এর কম হইবে।

আয় সৃষ্টির প্রক্রিয়া[73] : যে প্রক্রিয়ায় আদি বা প্রাথমিক বিনিয়োগ হইতে পর্যায়ক্রমে আয় সৃষ্টি ঘটিতে থাকে, তাহাই গুণক বা বিনিয়োগ গুণক। ধরা যাক প্রাথমিক বিনি-য়োগের পরিমাণ ১০ কোটি টাকা এবং ভোগ অপেক্ষক হইল $\frac{1}{2}$। সুতরাং এক্ষেত্রে বিনিয়োগ অপেক্ষকটি হইল ২ [কারণ বিনিয়োগ অপেক্ষক বা K

$$=\frac{1}{1-\frac{\Delta C}{\Delta Y}}=\frac{1}{1-\frac{1}{2}}=\frac{1}{\frac{1}{2}}=1\times\frac{2}{1}=2\ ]।$$

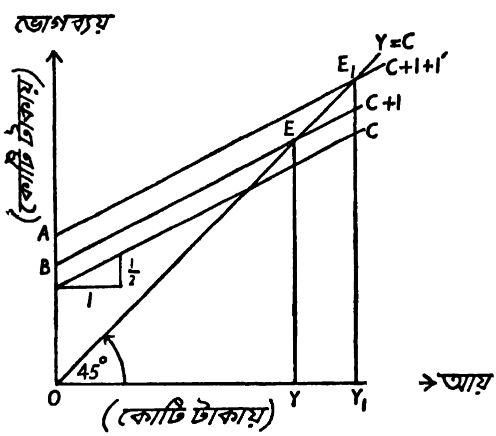
প্রথমে, প্রাথমিক বিনিয়োগ ঘটিবার পর উহা দ্বারা ১০ কোটি টাকার আয় সৃষ্টি ঘটিবে। পরে উহার $\frac{1}{2}$ (=ভোগ অপেক্ষক) ভোগব্যয় ঘটিলে উহার দরুন দ্বিতীয় পর্যায়ে আয় সৃষ্টি ঘটিবে ৫ কোটি টাকা (১০ কোটি টাকা × $\frac{1}{2}$=৫ কোটি টাকা)। এবার ঐ ৫ কোটি টাকা যাহারা আয় লাভ করিল তাহার আবার উহার $\frac{1}{2}$ ভোগব্যয় করিলে তৃতীয় পর্যায়ে ২·৫০ কোটি টাকা (৫ কোটি টাকা×$\frac{1}{2}$=২·৫০ কোটি টাকা) আয় সৃষ্টি হইবে। এবার উহার $\frac{1}{2}$ অর্থাৎ ১·২৫ কোটি টাকা ভোগব্যয় হইলে চতুর্থ পর্যায়ে ১·২৫ কোটি টাকা আয় সৃষ্টি হইবে। ইহা হইতে $\frac{1}{2}$ ভোগব্যয় হইলে পঞ্চম পর্যায়ে ০·৬২৫ কোটি টাকা আয় সৃষ্টি ঘটিবে। ইহা হইতে আবার $\frac{1}{2}$ ভোগব্যয় হইলে ষষ্ঠ পর্যায়ে ০·৩১২ কোটি টাকা আয় সৃষ্টি হইবে। ভোগ অপেক্ষক $\frac{1}{2}$ এবং

72. Numerical Value of the Multiplier.
73. Process of Income Propagation.

যেহেতু বিনিয়োগ গুণক ২ হইলে, এইরূপে, প্রাথমিক বিনিয়োগ ১০ কোটি টাকা দ্বারা,—১ম পর্যায়ে ১০ কোটি টাকা+২য় পর্যায়ে ৫ কোটি টাকা+৩য় পর্যায়ে ২·৫ কোটি টাকা+৪র্থ পর্যায়ে ১·২৫ কোটি টাকা+৫ম পর্যায়ে ০·৬২৫ কোটি টাকা+৬ষ্ঠ পর্যায়ে ০·৩১২ কোটি টাকা+.........= শেষ পর্যন্ত ২০ কোটি টাকা নূতন আয় সৃষ্টি হইবে। ইহাই গুণক প্রক্রিয়া।

প্রক্রিয়াটি ৩·৩নং রেখাচিত্র দ্বারাও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ভোগ অপেক্ষক $\frac{1}{2}$ অনুসারে ঢাল সংযুক্ত ভোগব্যয় রেখা C টানা হইয়াছে। উহার সহিত বিনিয়োগযোগ করিয়া C রেখার সমান্তরাল C+I রেখা টানা হইল। উহা আয়=ভোগ ব্যয় সমতা রেখা Y=C-কে E বিন্দুতে ছেদ করিয়া ভারসাম্য আয় OY নির্দিষ্ট করিয়া দিল। এবার নির্দিষ্ট পরিমাণ অতিরিক্ত বিনিয়োগ (AB) করা হইল। ফলে C+I রেখার সমান্তরাল করিয়া উহার উপরে C+I+I′ রেখা টানা হইল। ইহা Y=C রেখাকে E_1 বিন্দুতে ছেদ করিয়া OY_1 ভারসাম্য আয় নির্ধারণ করিল। অর্থাৎ, AB=I′ পরিমাণ বিনিয়োগ বৃদ্ধির দরুন YY_1 ($=OY_1-OY$) পরিমাণ আয় বৃদ্ধি ঘটিল। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, আয়বৃদ্ধির পরিমাণটি ($=YY_1$) হইতেছে বিনিয়োগ বৃদ্ধির পরিমাণের (=AB=I′) দ্বিগুণ। অর্থাৎ, ভোগ অপেক্ষক $\frac{1}{2}$ হওয়ায় বিনিয়োগ গুণক হইয়াছে ২।

৩·৩নং রেখাচিত্র



প্রসঙ্গত ইহা লক্ষণীয় যে,—(১) **গুণক প্রক্রিয়ায় যে আয় বৃদ্ধির কথা কীন্‌স্‌ বলিয়াছেন, উহা হইল প্রকৃত আয়,** আর্থিক আয় নহে।

(২) গুণকটি যেমন বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে আয় বৃদ্ধি করায়, তেমনি বিনিয়োগ কমিলে উহার বিপরীতমুখী ক্রিয়ার[74] ফলে আয় হ্রাস পায়। সুতরাং বিনিয়োগ গুণকের ক্রিয়া দুই প্রকারই হইতে পারে,—অগ্রগামী (বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে আয় বৃদ্ধি) এবং পশ্চাৎ-গামী (বিনিয়োগ হ্রাসে আয় হ্রাস)। বিনিয়োগ গুণক যদি ২ হয় এবং বিনিয়োগ হ্রাসের পরিমাণ যদি ১০ কোটি টাকা হয়, তবে উহার দরুন মোট আয় ২০ কোটি টাকা কমিবে।

(৩) কীন্‌সের বিনিয়োগ গুণকটি একটি **সময়-রহিত[75] তাৎক্ষণিক[76] গুণক।** অর্থাৎ আদি বিনিয়োগ ও আয়ের চূড়ান্ত বৃদ্ধির মধ্যে কোন সময়ের ব্যবধান নাই, বিনিয়োগ ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন আয় বৃদ্ধি ঘটে এরূপ ভাবে কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু কীন্‌সীয় গুণক তত্ত্বটিতে আবার সময়ের ব্যবধান কল্পিত হইয়াছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কীন্‌সীয় চিন্তায় কিছুটা অসঙ্গতি রহিয়াছে।

(৪) **গুণকতত্ত্বে ভোগের উপর বিনিয়োগের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে।** ইহাতে বিনিয়োগের উপর ভোগের প্রভাব বিবেচিত হয় নাই।

74. Reverse operation of the multiplier. 75. Time-less.
76. Instanteneous.

(৫) বিনিয়োগের ফলে প্রথম যে আয় সৃষ্টি হয় উহার সবটাই যদি ব্যয় হইত তবে বারংবার অনন্তকাল ধরিয়া সমপরিমাণ আয় সৃষ্টি ঘটিতে থাকিত। কিন্তু বাস্তবে তাহা ঘটে না। ইহার কারণ, প্রাপ্ত আয়ের সমস্তটা ব্যয় হয় না, ব্যয় হয় উহার একটি অংশ মাত্র। এজন্য আয়প্রবাহের তুলনায়, উহা হইতে উৎপন্ন ব্যয়প্রবাহ সর্বদাই শীর্ণ-কায় হইয়া থাকে। আয়প্রবাহের তুলনায় ব্যয়প্রবাহের শীর্ণকায় হইবার কারণ হইতেছে এক কথায়, আয়প্রবাহের ক্ষয় বা ক্ষরণ[৭৭]। যে সকল কারণে ক্ষয় বা ক্ষরণের দরুন, আয়প্রবাহের সমস্তটা ব্যয়প্রবাহে রূপান্তরিত হইতে পারে না তাহা হইতেছে,—(১) সঞ্চয়, ঋণ পরিশোধ, নগদপছন্দের দরুন নগদ অলস তহবিল হাতে ধরিয়া রাখা[৭৮], পুরাতন লগ্নীপত্রে অর্থ লগ্নী করা ইত্যাদি। এই সকল কারণে আয়ের একটি অংশ চলিয়া যায়, ক্ষয় পায়। ইহা ছাড়া, মুদ্রাস্ফীতির দরুন মূল্যস্তর বৃদ্ধির ফলে, বিশেষত, পূর্ণ নিয়োগের স্তরে, উহা ঘটিলে ভোগব্যয়েরও একাংশ বর্ধিত মূল্যের দ্বারা নিঃশেষিত হয়, তাহার ফলে যে পরিমাণে আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি ঘটে সে পরিমাণে প্রকৃত আয় বাড়ে না। দেশের মোট রপ্তানির তুলনায় যদি আমদানি বেশি হয়, তাহা হইলেও, উহার দাম দিতে গিয়া দেশবাসীর যে ব্যয় হয় তাহা রপ্তানিকারী দেশের আয় বৃদ্ধি করে, স্বদেশের আয়প্রবাহ তাহাতে বাড়ে না। দেশের ব্যয়প্রবাহের একটি অংশ বিদেশে চলিয়া যায় ও দেশীয় পণ্যসামগ্রীর উপর ব্যয়প্রবাহ সংকুচিত হয়। ফলে দেশীয় আয়প্রবাহও শীর্ণতর হয়।

এই সকল কারণে, আয়প্রবাহ ক্ষয় পায় বলিয়া, উহা হইতে উদ্ভূত ব্যয়প্রবাহ প্রতি পর্যায়ে শীর্ণতর হইতে থাকে। ইহার ফলে, প্রতি পর্যায়ে আয়প্রবাহও ক্রমে শীর্ণ-তর হইয়া একসময়ে উহা নিঃশেষিত হয়। বিনিয়োগ গুণকের ক্রিয়া তখন ক্ষান্ত হয়। বাস্তবে, প্রতি পর্যায়ে আয়-ব্যয় প্রবাহ শীর্ণতর হইতে থাকায় বিনিয়োগ গুণকের যথার্থ সংখ্যাগত মূল্যটি হিসাব করা দুরূহ হইয়া পড়ে এবং গুণকের ক্রিয়া শক্তি ক্রমশ দুর্বল হইতে থাকে, গুণকও হ্রাস পাইতে থাকে। এজন্য, আয় প্রবাহের এই সকল ক্ষরণ যতটা পরিমাণে বন্ধ করা সম্ভব হইবে, আদি বিনিয়োগের গুণক ক্রিয়া ততই বেশি হইবে।

(৬) বিনিয়োগ গুণকটি মূলত ভোগ অপেক্ষকের দ্বাবা নির্ধারিত হইলেও, বাস্তবে উহার কার্যকারিতা নিম্নোক্ত অনেকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে,—(ক) দেশের মধ্যে ভোগ্যদ্রব্যের যোগানে টান[৭৯] থাকিলে ভোগকারীরা ইচ্ছামত ভোগ্যদ্রব্যের জন্য ব্যয় করিতে পারে না বলিয়া তখন ভোগ অপেক্ষকটি কমে এবং সেহেতু গুণকও হ্রাস পায়. (খ) নবসৃষ্ট আয়, ব্যয় প্রবাহে পরিণত হইয়া পুনরায় নূতন আয় সৃষ্টি করিতে যে সময় নেয় উহাকে **'কালগত ব্যবধান'**[৮০] বলে। এই কালগত ব্যবধান যত বেশি হইবে, ততই আয়-ব্যয়ের পুনরাবৃত্তি কম হইবে এবং সেহেতু গুণকের সংখ্যাগত মূল্যও কম হইবে। আর কালগত ব্যবধান যত অল্প হইবে গুণকও তত বেশি হইবে। (গ) একবাবমাত্র বিনিয়োগ বাড়াইলে, গুণক ক্রিয়ার দরুন উহা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত আয় বৃদ্ধি ঘটাইবে। কিন্তু তাহাব পর আব নূতন বিনিযোগ না ঘটিলে, তখন ঐ বর্দ্ধিত স্তর হইতে আয় ক্রমে হ্রাস পাইয়া পুনরায় পুরাতন নিম্নতর স্তরে ফিরিয়া আসিবে। সুতরাং আয় উচ্চতর স্তরে তুলিতে হইলে এবং উহাকে তথায় স্থির রাখিতে হইলে নির্দিষ্ট কাল অন্তর ক্রমাগত বিনিয়োগ করিবার প্রয়োজন হয়। (ঘ) পূর্ণ নিয়োগের স্তরে না পৌঁছান পর্যন্ত গুণক ক্রিয়ার ফলে দেশের নিয়োগ, উৎপন্ন ও আয় ক্রমাগত বাড়িবে। কিন্তু পূর্ণ নিয়োগের স্তরে পৌঁছাইবার পর আর গুণকের ক্রিয়া কার্যকর থাকে না এবং সকল উপকরণ উৎপাদনে নিযুক্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া তখন আর নিয়োগ, উৎপন্ন ও আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না।

77. Leakages. 78. Hoarding. 79. Shortage of consumer goods.
80. Time lag.

ত্বরণ নীতি বা ত্বরণতত্ত্ব
THE ACCELERATION PRINCIPLE OR THE ACCELERATION THEORY

ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা হইতে পুঁজিদ্রব্যের চাহিদা জন্মায়। এজন্য পুঁজিদ্রব্যের চাহিদাকে উদ্ভূত চাহিদা[৮১] বলে। সুতরাং ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদার হ্রাস বৃদ্ধিতে পুঁজি-দ্রব্যের চাহিদারও হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। এই সত্যের উপর ত্বরণ নীতি বা ত্বরণ তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত। সংক্ষেপে তত্ত্বটির বক্তব্য এই যে, যদি ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বাড়ে তবে উহাদের উৎপাদনের উপাদানগুলিরও যথা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি, পুঁজিদ্রব্যের চাহিদা বাড়িবে; কিন্তু উৎপাদিত পণ্যের অর্থাৎ ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা যে হারে বাড়িবে, পুঁজিদ্রব্যের চাহিদা উহা অপেক্ষা অধিকতর হারে বাড়িবে। অর্থাৎ, ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বা ভোগব্যয় যে হারে পরিবর্তিত হয়, পুঁজিদ্রব্যের চাহিদা বা বিনিয়োগ (ব্যয়) পরিবর্তনের হার উহা অপেক্ষা বেশি হইয়া থাকে। সুতরাং ত্বরণ তত্ত্বটি ভোগব্যয় ও বিনিয়োগের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নির্দেশ করিতেছে। ভোগব্যয়ের উপর যেমন বিনিয়োগের প্রভাব পড়ে (বিনিয়োগ গুণক প্রতিক্রিয়া), তেমনি বিনিয়োগের উপরও ভোগব্যয়ের প্রভাব পড়ে। ভোগব্যয় ও বিনিয়োগের মধ্যে এই ক্রিয়াগত সম্পর্কটিই ত্বরণ তত্ত্বের বিষয়বস্তু। ভোগব্যয়ের বৃদ্ধির ফলে বিনিয়োগের যে বৃদ্ধি ঘটে তাহা ঐ ভোগব্যয়ের দ্বারা প্রণোদিত হইয়াছে বলিয়া উহাকে **'প্রণোদিত বিনিয়োগ'**[৮২] বলে। ভোগব্যয়ের পরিবর্তনের দরুন বিনিয়োগের যে পরিবর্তন ঘটে, উহাদের ঐ পরিবর্তনের হার দুইটির আনুপাতিক সম্পর্ককে (অর্থাৎ অনুপাত) বলা হয় **ত্বরণ সহগ**[৮৩]। অর্থাৎ, ৫ কোটি টাকা ভোগব্যয় বৃদ্ধির দরুন যদি বিনিয়োগ ২০ কোটি টাকা বাড়ে ('প্রণোদিত বিনিয়োগ') তবে,

$$\text{ত্বরণ সহগ} = \frac{\text{বিনিয়োগ বৃদ্ধির পরিমাণ বা প্রণোদিত বিনিয়োগ}}{\text{ভোগব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ}}$$

= [illegible] = ৪ ।

ত্বরণ সহগ যদি ৪ হয় বুঝিতে হইবে যে, ভোগব্যয় যে হারে বাড়িবে, উহার ফলে, উহার দ্বারা প্রণোদিত বিনিয়োগ ঘটিবে উহার ৪ গুণ। ত্বরণ সহগ যদি ২ হয় তবে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভোগব্যয় বৃদ্ধির ফলে প্রণোদিত বিনিয়োগ ঘটিবে উহার ২ গুণ।

অতএব ত্বরণ সহগটি হইল ভোগব্যয়ের পরিবর্তন ও প্রণোদিত বিনিয়োগের অনুপাত। এবং ত্বরণ সহগ বা ত্বরকটি[৮৪] দ্বারা বিনিয়োগের স্তর[৮৫] ভোগব্যয়ের পরি-বর্তনের হারের ক্রিয়ার ফলে পরিণত হয়।

ত্বরণ সহগ বা ত্বরক অর্থাৎ ভোগব্যয় বৃদ্ধির হার ও প্রণোদিত বিনিয়োগের অনুপাতটি কারিগরি বা প্রয়োগবিদ্যা সংক্রান্ত বিষয়সমূহের[৮৬] উপর নির্ভর করে। এক কথায় উহা প্রধানত নির্ভর করে পুঁজিদ্রব্যাদির (যন্ত্রপাতির) স্থায়িত্ব বা কার্যকালের[৮৭] উপর।

যদি ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় পুঁজিদ্রব্যের পরিমাণ কম হয় তবে ত্বরণ সহগটি ১এর কম হইবে; যদি ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে অধিক পরিমাণে পুঁজি লাগে তবে উহা ১এর বেশি হওয়াই সম্ভব। যদি পুঁজিদ্রব্যের অলস বা অব্যবহৃত উৎপাদনক্ষমতা থাকে, যদি যন্ত্রপাতির বর্তমান পরিমাণ প্রয়োজন অপেক্ষা বেশি থাকে, যদি চাহিদার বর্তমান বৃদ্ধি নিতান্ত সাময়িক হয় কিংবা যদি অর্থনীতি ক্ষেত্রের বহির্ভূত কোন[৮৮] কারণে

81. Derived Demand. 82. Induced investment.
83. Acceleration Co-efficient. 84. The accelerator.
85. Level of investment. 86. Technological Factors.
87. Durability of Capital goods. 88. Exagenous Factors.

পুঁজিদ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টি হইয়া থাকে (যথা, সমাজকল্যাণ কিংবা রাজনৈতিক কারণ ইত্যাদি), তাহা হইলে ত্বরণ সহগটি শূন্য (০) না হইলেও ১ অপেক্ষা অনেক কম হইবে।

ত্বরণ নীতির কার্যধারা[৮৯]**:** একটি সহজ দৃষ্টান্ত দ্বারা ত্বরণ নীতির ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ধরা যাক সমাজে ১০০ একক ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা রহিয়াছে এবং ১০ একক পুঁজিদ্রব্য দ্বারা উহা উৎপন্ন করা যায়। সুতরাং সমাজে ভোগ্যদ্রব্যের যোগান অক্ষুন্ন রাখিতে ১০ একক পুঁজির প্রয়োজন। আরও ধরা যাক যে, উহাদের স্থায়িত্ব ১০ বৎসর, সুতরাং প্রতি বৎসর ১ একক করিয়া পুরাতন পুঁজিদ্রব্যের স্থলে নূতন পুঁজিদ্রব্য প্রতিস্থাপন[৯০] করিতে হয়। এবং ধরা যাক যে ত্বরণ সহগটি হইল ১; অর্থাৎ ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন ১০ শতাংশ বাড়াইতে হইলে, পুঁজিদ্রব্যের স্বাভাবিক বাৎসরিক প্রতিস্থাপন বাদে, ১০ শতাংশ অতিরিক্ত পুঁজিদ্রব্য (প্রণোদিত বিনিয়োগ) লাগে। অর্থাৎ প্রতি বৎসর প্রতিস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ১ একক পুঁজিদ্রব্য ছাড়াও আরও ১ একক অতিরিক্ত পুঁজিদ্রব্য (মোট ২ একক) লাগিবে। আমরা ইহাও ধরিয়া লইতেছি যে,—(১) প্রথম ১০০ একক ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা ছিল। (২) দ্বিতীয় বৎসর ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা ১০ শতাংশ বাড়িল। (৩) তৃতীয় বৎসরে ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা দ্বিতীয় বৎসর যাহা ছিল, সে স্তরেই রহিল। বিনিয়োগের উপর ইহার ফলাফলটি ৩·৪নং সারণীতে দেখান হইল।

৩·৪নং সারণী

কাল পর্যায়	ভোগ-পরিবর্তন	পুঁজিদ্রব্য	মোট বিনিয়োগ: প্রতিস্থাপন	মোট বিনিয়োগ: অতিরিক্ত	মোট বিনিয়োগ: মোট পরিমাণ	শতাংশ হিসাবে মোট বিনিয়োগের পরিবর্তন
১	১০০ একক	১০ একক	১ একক	০	১ একক	—
২	১১০ „	১১ „	১ „	১ একক	২ „	+১০০%
৩	১১০ „	১১ „	১ „	০	১ „	− ৫০%

৩·৪নং সারণী হইতে দেখা যাইতেছে যে, প্রথম বৎসর শুধু প্রতিস্থাপনের জন্য ১ একক বিনিয়োগ হইয়াছিল। ২য় বৎসরে ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা ১০ শতাংশ বাড়িয়া ১০০ একক হইতে ১১০ এককে পরিণত হওয়ায়, ১০ শতাংশ অতিরিক্ত বিনিয়োগের প্রয়োজন হইল এবং ইহার ফলে, প্রতিস্থাপনের জন্য ১ একক ছাড়াও, ১০ একক পুঁজিদ্রব্যের পরিবর্তে ১১ একক পুঁজিদ্রব্য উৎপাদনের অর্থাৎ বিনিয়োগের প্রয়োজন হইল। ইহাতে ২য় বৎসরে ২ একক মোট বিনিয়োগ ঘটিল। সুতরাং প্রথম বৎসরের তুলনায় ২য় বৎসরে মোট বিনিয়োগ ১০০ শতাংশ বাড়িল (দ্বিগুণ হইল)। ৩য় বৎসরে ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা ১১০ এককই রহিল, বাড়িলও না কিংবা কমিলও না। সুতরাং ঐ বৎসর ঐ পরিমাণ ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনক্ষম ১১ একক পুঁজিদ্রব্য বিদ্যমান আছে বলিয়া, শুধু প্রতিস্থাপনের জন্য ১ একক পুঁজিদ্রব্য ছাড়া আর বিনিয়োগের প্রয়োজন হইল না। ইহাতে ৩য় বৎসরে মোট বিনিয়োগ ঘটিল মাত্র ১ একক। ইহা ২য় বৎসরের তুলনায় ৫০% কম। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ভোগ্যদ্রব্যের উপর মোট ব্যয়ের সামান্য পরিবর্তনে পুঁজিদ্রব্য শিল্পে বা বিনিয়োগে বিপুল পরিবর্তন হয়, এবং এমন কি যদি ভোগব্যয় অপরিবর্তিতও থাকে তাহা হইলেও বিনিয়োগের পরিবর্তন অর্থাৎ, হ্রাস ঘটিতে পারে। শুধু তাহাই নহে, পুঁজিদ্রব্য যত দীর্ঘস্থায়ী হয়, ত্বরণ সহগটিও তত বেশি হয়, ফলে ত্বরণক্রিয়াও তত বেশি হয়।

ত্বরণ তত্ত্বের গুরুত্ব: ত্বরণ তত্ত্বটির সাহায্যে আয় সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি আরও ভাল

89. Operation of the Acceleration Principle. 90. Replacement.

করিয়া অনুধাবন করা সম্ভব হইয়াছে। গুণকের ধারণাটি যেমন দেখায় যে, বিনিয়োগ ভোগব্যয় বৃদ্ধির মধ্য দিয়া আয় বৃদ্ধি ঘটায় তেমনি ভোগব্যয় বৃদ্ধিও যে আবার বিনিয়োগ বৃদ্ধি প্রণোদিত করে, এবং ঐ প্রণোদিত বিনিয়োগ আবার নূতন আয় সৃষ্টি করে ও এমনি করিয়া ত্বরণক্রিয়ার ফলে আয় সৃষ্টির সমগ্র প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত হইয়া থাকে তাহা আমরা ত্বরণ তত্ত্ব হইতে জানিতে পারি। তাহা ছাড়া, ভোগব্যয়ের সামান্য পরিবর্তনে কেন যে পুঁজিদ্রব্য শিল্পে বিপুল পরিবর্তন ঘটে তাহাও আমরা ত্বরণতত্ত্ব হইতে বুঝিতে পারি। এজন্য ত্বরণ তত্ত্বটি সামগ্রিক ভাবে আয় বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এবং বিশেষত বাণিজ্য-চক্রের অস্থিরতার কারণগুলির বিশ্লেষণে একটি অপরিহার্য হাতিয়ারে পরিণত হইয়াছে।

ত্বরণ তত্ত্বটি কীন্‌সের উদ্ভাবিত নহে। ইহার উদ্ভাবনের পশ্চাতে যে সকল অর্থ-বিজ্ঞানীর অবদান আছে তাঁহাদের মধ্যে ক্লার্ক, কুজনেটস, পিগু, হানসেন, হ্যারড, রবার্টসন ও স্যামুয়েলসনের নাম উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক সমষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে, গুণকের ধারণা এবং ত্বরণতত্ত্ব, এই দুইয়ের সমন্বয়ে নিয়োগ, উৎপন্ন ও আয় নির্ধারণ সম্পর্কে এমন একটি সম্পূর্ণ, অখণ্ড ও সন্তোষজনক তত্ত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে, যাহার সকল না হইলেও অধিকাংশ কৃতিত্বই কীন্‌সের প্রাপ্য।

গুণক ও ত্বরকের পার্থক্য ঃ গুণক ও ত্বরক বা ত্বরণতত্ত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করিবার জন্য উহাদের পার্থক্য কি তাহা মনে রাখা প্রয়োজন। গুণক ও ত্বরকের প্রথম পার্থক্য এই যে, গুণক আমাদের নিয়োগ ও আয়ের উপর বিনিয়োগের পরিবর্তনের প্রতি-ক্রিয়া দেখাইয়া দেয় আর ত্বরক আমাদের বিনিয়োগের উপর ভোগব্যয়ের পরিবর্তনের প্রতি-ক্রিয়া দেখায়। দ্বিতীয়ত, গুণক নির্ভর করে ভোগ অপেক্ষকের উপর এবং উহা একটি মনস্তাত্ত্বিক বিষয়। কিন্তু ত্বরক বা ত্বরণ সহগ নির্ভর করে পুঁজিদ্রব্যের জীবনকালের উপর; উহা একটি কারিগরি বা প্রয়োগবিদ্যাসংক্রান্ত বিষয়। কিন্তু উভয়েই আধুনিক নিয়োগ, উৎপন্ন ও আয় তত্ত্বের দুইটি অপরিহার্য অংগ।

আধুনিক অর্থবিজ্ঞানিগণ, বিশেষত হিক্‌স্‌, দেখাইয়াছেন কি ভাবে গুণক ও ত্বরক পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার দ্বারা, স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ* দ্বারা সৃষ্ট প্রাথমিক আয় হইতে উত্তরোত্তর আয় ও প্রণোদিত বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইয়া জাতীয় আয়কে উচ্চতর স্তরে লইয়া যায়। এবিষয়ে ৫ম অধ্যায়ে হিক্‌সীয় বাণিজ্যচক্র তত্ত্বের বিশদ আলোচনা দ্রষ্টব্য।

নিয়োগ ও আয় তত্ত্বের অপরিহার্য হাতিয়ারগুলির আলোচনার শেষে আমরা এবার সংক্ষেপে কীন্‌সীয় সাধারণ তত্ত্বটির আলোচনা করিব।

নিয়োগ ও আয় সম্পর্কে কীন্‌সীয় সাধারণতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
KEYNESIAN THEORY IN A NUT-SHELL

আমরা এখন সংক্ষেপে, অধ্যাপক স্যামুয়েলসন ও তাঁহার শিষ্য ডঃ ক্লাইন[১১] প্রদত্ত রেখাচিত্রগুলির সাহায্যে কীন্‌সীয় সাধারণ তত্ত্বটির একটি সরল ছক বা মডেলের আলোচনা ও ব্যাখ্যা অনুধাবন করিতে চেষ্টা করিব।

কীনসীয় সাধারণতত্ত্ব দুইটি মৌলিক সমীকরণের উপর প্রতিষ্ঠিত। উহাদের একটি হইল $Y=C+I$, ইহাতে বলা হইয়াছে যে, সমাজের মোট উৎপন্ন (o)[১২] বা আয় (Y) [অর্থাৎ মোট উৎপন্ন বা O=মোট আয় বা Y] হইল উৎপন্ন ভোগ্যদ্রব্য সমষ্টির মূল্য (C) এবং পুঁজিদ্রব্য বা বিনিয়োগ দ্রব্য সমষ্টির মূল্যের (I) যোগফল $(C+I)$। অপর সমীকরণটি হইল $S=Y-C$, অর্থাৎ সমাজের মোট আয় (Y) হইতে উহার যে অংশ ভোগব্যয় হয় তাহা (C) বাদ দিলে $(Y-C)$, যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহারই নাম

* Autonomous investment.
91. Dr. Lawrence R. Klein. 92. Output.

সঞ্চয় (S)। এখন, যদি $Y=C+I$ হয়, তবে $Y-C=I$ হইবে। তাহা হইলে, যদি $Y-C=I$ হয় এবং কীন্‌সের দ্বিতীয় মৌলিক সমীকরণ হইল $Y-C=S$, অতএব S (সঞ্চয়) = I (বিনিয়োগ) হইবে।[93]

কীনসীয় সাধারণ তত্ত্বে বলা হইয়াছে যে, দেশের মোট নিয়োগ, আয় (Y) এবং উৎপন্ন (বা উৎপাদনের পরিমাণ) নির্ভর করে কার্যকর চাহিদার উপর; এবং কার্যকর চাহিদা নির্ভর করে সমাজের মোট ভোগব্যয় (C) ও বিনিয়োগের (I) উপর। তাঁহার মতে সমাজের মোট বিনিয়োগ[94] সর্বদাই সমাজের মোট সঞ্চয়ের[95] সমান হয় এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগের এই সমতা ছাড়া জাতীয় আয়ের কোন স্তরই[96] বজায় রাখা যায় না। কীন্‌সের মতে, ভোগব্যয়ের মত সঞ্চয়ও চলতি আয়ের[97] উপর নির্ভর করে। সুতরাং ভোগব্যয়ের মত সঞ্চয়ও আয়ের একটি ক্রিয়া বা অপেক্ষক [$S=f(Y)$]। অতএব আয়ের বিভিন্ন স্তরে সঞ্চয়ের পরিমাণও বিভিন্ন হইয়া থাকে [৩·৪নং রেখাচিত্রে সঞ্চয় রেখা $SS'=f(Y)$ দ্বারা ইহাই বুঝান হইয়াছে।]

কীন্‌সীয় তত্ত্বের মূল বক্তব্য এই যে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কিংবা বিকল্পভাবে, ভোগ-ব্যয় ও বিনিয়োগ দ্বারা সমাজের আয় নির্ধারিত হয়। সঞ্চয় বলিতে আয়ের বিভিন্ন স্তরে বা মাত্রায় সমাজের সকলে মিলিয়া মোট যে পরিমাণ সঞ্চয়ে ইচ্ছুক তাহা বুঝায়। ইহাকে বলা হইয়াছে 'ঈপ্সিত সঞ্চয়'[98] বা সঞ্চয়ের বিভিন্ন সম্ভাব্য পরিমাণ[99]। আয় যখন অত্যন্ত অল্প তখন সঞ্চয়ের পরিবর্তে ঋণ হইতে পারে, অর্থাৎ সঞ্চয় তখন ঋণাত্মক হইতে পারে; আয় আরও বাড়িলে আয়-ভোগব্যয় সমান হইয়া সঞ্চয় শূন্য হইতে পারে; আয় আরও বাড়িলে সঞ্চয় ধনাত্মক হইবে এবং তখন আয় যতই আরও বাড়িবে, সঞ্চয়ও ততই বাড়িবে। এজন্য সঞ্চয় অর্থাৎ ঈপ্সিত সঞ্চয় রেখাটি ভূমিতল রেখার নিচ হইতে আরম্ভ হয় ও পরে উহা ভূমিতল রেখা ছেদ করিয়া দক্ষিণে ঊর্ধ্বগামী হয়। ৩·৪নং রেখাচিত্রে SS′ রেখাটি এই ঈপ্সিত সঞ্চয় রেখারই চিত্ররূপ মাত্র। প্রসঙ্গত লক্ষণীয় যে, কীন-সীয় তত্ত্বে সঞ্চয়কে আয়ের অপেক্ষক বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে এবং সুদের হারের হ্রাসবৃদ্ধির কোন প্রতিক্রিয়া ইহার উপর ঘটিতেছে না, অর্থাৎ এই ঈপ্সিত সঞ্চয় সুদ-স্থিতিস্থাপক[100] নয় বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে সঞ্চয়কে শুধুই আয়ের স্তরের উপর নির্ভরশীল একটি নিষ্ক্রিয় উপাদানরূপে বিবেচনা করা হইয়াছে। কিন্তু বিনিয়োগ নির্ভর করে গতীয় অর্থনীতিক বিকাশের স্বয়ংক্রিয় শক্তিসমূহের উপর। সুতরাং এক কথায় বিনিয়োগ হইল সক্রিয়[101]।

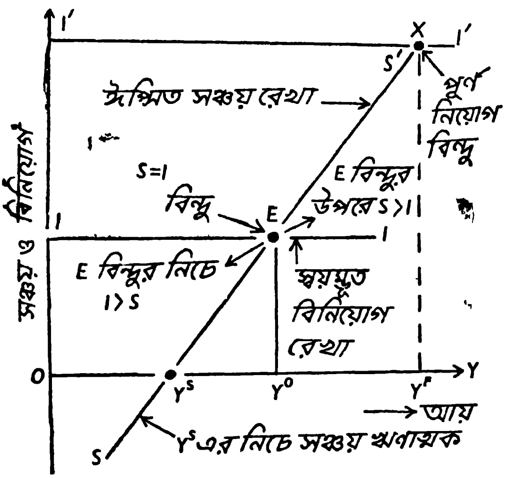
সঞ্চয় ও বিনিয়োগ দ্বারা কিরূপে আয় নির্ধারিত হয়
HOW SAVINGS AND INVESTMENT DETERMINE INCOME

১. সঞ্চয় ও বিনিয়োগ রেখার ছেদ বিন্দুতে আয়-নির্ধারণ: ৩·৪নং রেখাচিত্রে SS′ রেখা হইল ঈপ্সিত সঞ্চয় রেখা এবং II রেখা হইল স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ রেখা। আয়ের বিভিন্ন মাত্রায় ইহার পরিমাণ অপরিবর্তিত রহিয়াছে বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে এবং এজন্য বিনিয়োগ রেখাটি ভূমিতল রেখা OY-এর সমান্তরাল করিয়া আঁকা হইয়াছে। E বিন্দুতে SS′ রেখা ও II রেখা পরস্পরকে ছেদ করিয়াছে। ছেদবিন্দু E অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আয়ের স্তর বা মাত্রা হইল OY°। ইহা ভারসাম্য আয়ের স্তর, কারণ E বিন্দু অনুসারে ইহা নির্ধারিত হইয়াছে এবং E বিন্দুতে ঈপ্সিত সঞ্চয় ও

93. $Y=C+I$ (1) $\therefore Y-C=I$.
& $S=Y-C$ (2) $\therefore S=I$.
94. Aggregate Investment. 95. Aggregate Savings.
96. Level of National Income. 97. Current Income.
98. Intended savings.
99. Savings in the schedule sense or saving schedule.
100. Interest-inelastic. 101. Active Investment.

বিনিয়োগ পরস্পরের সমান (S=I)। ঈপ্সিত সঞ্চয় রেখা SS', স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ রেখা II ও উহাদের ছেদবিন্দু অনুসারে ভারসাম্য আয়ের স্তর OY°। ইহার অ.র্থ কারণ এই যে, এই পরিস্থিতিতে, OY° অপেক্ষা কম বা বেশি অন্য কোন আয়ের স্তরই স্থিতিলাভ করিবে না। OY° অপেক্ষা স্বল্প-তর যে কোন আয়ের স্তরে বিনি-য়োগ রেখা সঞ্চয় রেখার উপরে রহিয়াছে বলিয়া (I>S), তখন যে পরিমাণে সঞ্চয় ঘটিবে তাহার তুলনায় বিনিয়োগ ব্যয় বেশি হইবে। ইহার ফলে সমাজে যে পরিমাণ উৎপন্ন সামগ্রী রহিয়াছে উহার উপর মোট ব্যয় (=ভোগব্যয়+বিনিয়োগ) অধিক হওয়ায় দ্রব্যসামগ্রী যোগানের তুলনায় চাহিদা বেশি হইবে ও সে কারণে দাম বাড়িবে এবং কারবারসমূহের মুনাফা বাড়িবে। ইহাতে আবার সকল কারবারে সম্প্রসারণের চেষ্টা চলিবে। ইহাতে উৎপাদন, আয় ও নিয়োগ বৃদ্ধি ঘটিতে থাকিবে।

৩·৪নং রেখাচিত্র



অপরপক্ষে, Y°-এর অধিক আয়ে (অর্থাৎ E বিন্দুর উপরে) বিনিয়োগ অপেক্ষা সঞ্চয় বেশি (S>I) বলিয়া, তথায় বিদ্যমান দামে[102] সমাজের মোট উৎপন্ন সামগ্রীর উপর মোট ব্যয় (=ভোগব্যয়+বিনিয়োগ) কম হইবে, অর্থাৎ উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী বা উহাদের মোট যোগানের তুলনায় মোট চাহিদা কম হইবে। ইহাতে বিক্রয়ের পরিমাণ কমিবে, দাম কমিবে ও কারবারসমূহে লোকসান ঘটিবে। ফলে লেনদেন, ক্রয়বিক্রয় ও উৎপাদন ইত্যাদির সংকোচন দেখা দিবে।

কিন্তু E বিন্দুতে যে আয় ঘটিবে (OY°) তাহাতে (অর্থাৎ ঐ আয়ের স্তরে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পরের সমান বলিয়া (S=Y), সমাজের মোট উৎপন্ন সামগ্রী সমস্তটাই বিক্রয় হইয়া যাইবে, অর্থাৎ মোট চাহিদা ও মোট যোগান তথায় পরস্পরের সমান হইবে। ইহার ফলে OY° আয়ের স্তরটি স্থিতিশীল হইবে। কিন্তু লক্ষণীয় যে, E বিন্দু ভারসাম্যবিন্দু হইলেও পূর্ণ নিয়োগবিশিষ্ট ভারসাম্য বিন্দু নয়, অর্থাৎ OY আয়ের স্তরে অর্থনীতিক স্থিতি ঘটিলেও, তথায় পূর্ণনিয়োগ ঘটিবে না। উহা অপেক্ষা কৃত স্বল্পতর নিয়োগবিশিষ্ট ভারসাম্য আয়ের স্তর মাত্র। পূর্ণনিয়োগ ঘটিতে পারে OY^F আয়ের স্তরে এবং X ভারসাম্য বিন্দুতে। কিন্তু উহাতে পেঁছাইতে হইলে স্বয়ম্ভূ বিনিয়োগ II স্তর হইতে বাড়াইয়া I'I' স্তরে তুলিতে হইবে, তবেই উচ্চতর বিনিয়োগে স্তরে, X বিন্দুতে, পুনরায় অধিকতর বিনিয়োগ অধিকতর সঞ্চয়ের সমান (S=I) হইবে।

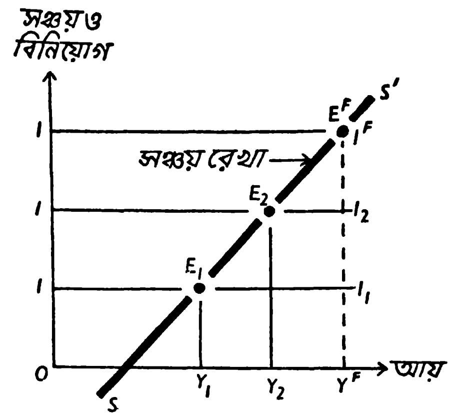
নূতন নূতন দ্রব্য প্রভৃতি উদ্ভাবন ও উহাদের বাণিজ্যিক প্রয়োগ[103] দ্বারা কিভাবে আয়ের প্রতিটি স্তরে বিনিয়োগ রেখা ক্রমশঃ উপরে উঠিতে থাকে (অর্থাৎ বিনিয়োগে মাত্রা বাড়িতে থাকে) এবং আয়ের প্রতি স্তরে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠি হয়, তাহা ৩·৫নং রেখাচিত্রে দেখান হইয়াছে।

OY_1 আয়ের স্তরে বিনিয়োগ রেখা II_1 ও সঞ্চয় রেখা SS', E_1 বিন্দুতে প

102. At existing price. 103. Innovation.

স্পরকে ছেদ করিয়াছে। ইহার পর নূতন উদ্ভাবনের বাণিজ্যিক প্রয়োগের দরুন বিনিয়োগ মাত্রা বাড়িয়া বা বিনিয়োগ রেখা উপরে উঠিয়া II_2 রেখায় পরিণত হইলে, উহা SS′ রেখাকে উচ্চতর বিন্দু E_2-তে ছেদ করিয়া নূতন ভারসাম্য আয়ের স্তর OY_2 নির্দিষ্ট করিয়া দিল। অবশেষে, পুনরায় নূতন উদ্ভাবনের বাণিজ্যিক প্রয়োগের দরুন বিনিয়োগ মাত্রা বাড়িয়া ঊর্ধ্বতর II^F বিনিয়োগ রেখায় পরিণত হইল। ইহা পূর্ণনিয়োগ-সক্ষম বিনিয়োগ মাত্রা। II^F রেখা আরও উচ্চতর বিন্দু E^F-এ সঞ্চয় রেখা SS′-কে ছেদ করিয়া OY^F আয়ের স্তর নির্দিষ্ট করিল। ইহা পূর্ণনিয়োগবিশিষ্ট আয়ের স্তর। E^F বিন্দু পূর্ণনিয়োগবিশিষ্ট সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ভারসাম্য বিন্দু।

৩·৫নং রেখাচিত্র

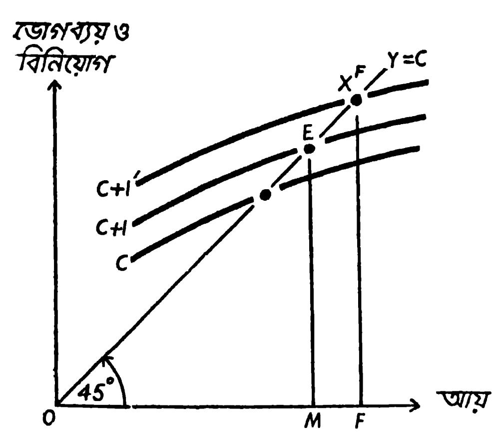


সুতরাং এই আলোচনা হইতে দেখা গেল যে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ রেখার ছেদবিন্দু (অর্থাৎ ভারসাম্য) দ্বারা জাতীয় আয় নির্ধারিত হইয়া থাকে

২. **আয়=ভোগব্যয় রেখা (৪৫°) ও ভোগব্যয়+বিনিয়োগ রেখার ছেদবিন্দুতে আয় নির্ধারণঃ** সঞ্চয় ও বিনিয়োগ রেখার সাহায্যে যেমন জাতীয় আয় কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা দেখান যায়, তেমনি ভোগব্যয় এবং বিনিয়োগ রেখার সাহায্যেও জাতীয় আয় কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহার ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

৩·৬নং রেখাচিত্রে OY=C রেখাটি ৪৫° কোণ যুক্ত একটি রেখা। ইহার প্রতিটি বিন্দুতে আয়=ভোগব্যয় বুঝাইতেছে। C হইতেছে ভোগব্যয় বা ভোগ অপেক্ষক রেখা। উহার সহিত নির্দিষ্ট মাত্রার বিনিয়োগ ব্যয় যোগ করিয়া C+I রেখা, অর্থাৎ সমাজের মোট ব্যয় রেখা পাওয়া গিয়াছে। C+I রেখাটি OY=C রেখাকে E বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। সুতরাং E বিন্দুটি হইল ভারসাম্য বিন্দু এবং তদনুযায়ী OM হইল ভারসাম্য আয়ের পরিমাণ। কিন্তু E বিন্দুটি ভারসাম্য আয়ের স্তর বা পরিমাণ নির্দেশ করিতেছে কেন? ইহার কারণ, E বিন্দুতে ভোগ্যদ্রব্য ও পুঁজিদ্রব্য উৎপাদনের দ্বারা যে মোট জাতীয় আয় পাওয়া যাইতেছে বা উৎপন্ন হইতেছে (=OM) তাহার সমস্তটাই ভোগ্যদ্রব্য ও পুঁজিদ্রব্য কিনিয়া খরচ হইয়া যাইতেছে (=EM)। সুতরাং এখানে মোট আয় (OM) = মোট ব্যয় (EM)। ইহার অর্থ হইল এই যে, কারবারীরা ঐ স্তরে জাতীয়

৩·৬নং রেখাচিত্র

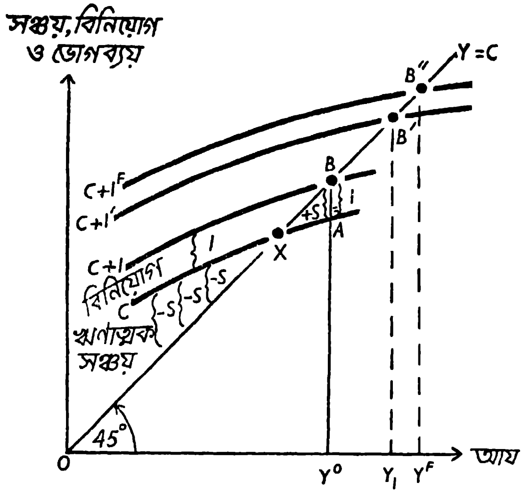


উৎপাদন অব্যাহত রাখিবার পক্ষে যাহা যথার্থ, তাহাদের ব্যয়ের দ্বারা তাহারা ঠিক তাহাই উপার্জন করিতেছে।

স্যামুয়েলসন ও ক্লাইনের প্রদত্ত উপরোক্ত রেখাচিত্রগুলির সাহায্যে কীন্‌সের আয় ও নিয়োগ তত্ত্বটি অনুধাবনের পর, আমরা এবার ক্লাইনের অপর একটি রেখাচিত্রের (৩·৭নং) দ্বারা কীনসীয় তত্ত্বটির ব্যাখ্যা আলোচনা করিব। ক্লাইনের মতে, ইহাতে অতি সংক্ষেপে কীনসীয় তত্ত্বটি পরিস্ফুট হইয়াছে।

৩·৭নং রেখাচিত্রে C হইতেছে ভোগ অপেক্ষক রেখা, I হইল বিনিয়োগের পরিমাণ (=C রেখা ও C+I রেখার ব্যবধান)। AB হইল OY° আয়ের স্তরে বিনিয়োগের

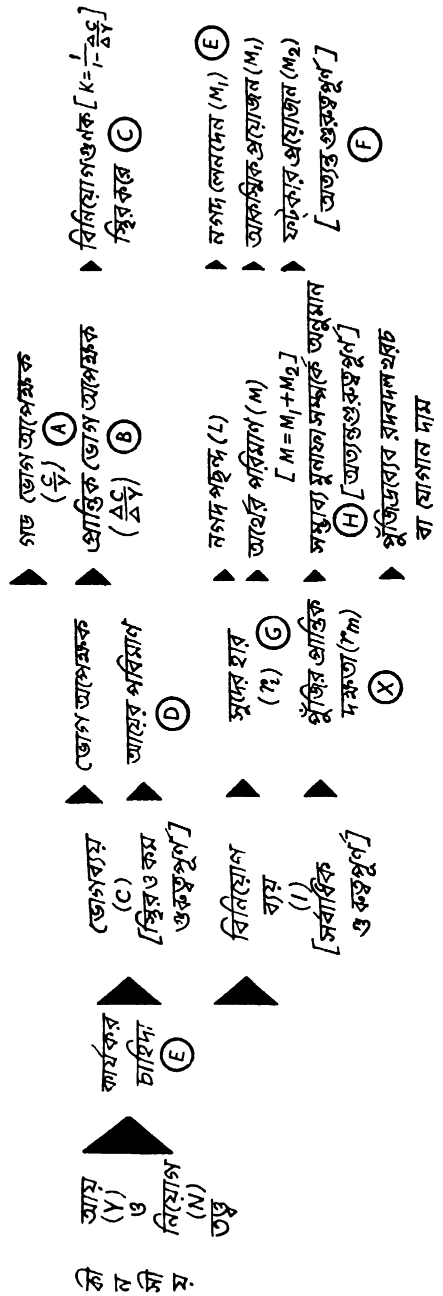
৩·৭নং রেখাচিত্র



পরিমাণ। S হইল সঞ্চয়ের পরিমাণ (=45° কোণবিশিষ্ট OY=C রেখা এবং C রেখার মধ্যে ব্যবধান)। OY° আয়ের স্তরে সঞ্চয়ের পরিমাণ = AB। সুতরাং OY° আয়ের স্তরে সঞ্চয় (S) = বিনিয়োগ (I) = AB।

X বিন্দুতে সঞ্চয় (S) কিছুই নাই, শূন্য (০)। X বিন্দুর বামে সঞ্চয় (S) ঋণাত্মক (−) এবং উহার দক্ষিণে সঞ্চয় (S) ধনাত্মক (+)। OY° আয়ের স্তরে ভারসাম্য বিন্দু হইল B, তথায় ৪৫° কোণবিশিষ্ট OY=C রেখা ভোগব্যয়+বিনিয়োগ (C+I) রেখাকে ছেদ করিয়াছে। OY° আয়ের স্তরের দুইটি ভাষ্য আছে। প্রথমটি হইল, OY° আয়ের স্তরটি হইল এরূপ একটি আয়ের স্তর, যেখানে এই আয় হইতে ভোগ্যদ্রব্য ও বিনিয়োগ বা পুঁজিদ্রব্যের উপর ব্যয়ের সমষ্টি OY° এর সমান। দ্বিতীয় ভাষ্যটি এই যে, OY° হইল এমন এক অদ্বিতীয় আয়ের স্তর যেখানে সঞ্চয় (S) = বিনিয়োগ (I) [কারণ, S=AB=I]। আয়ের স্তর OY° হইতে OY^1 এবং OY^F এ পরিণত করিতে হইলে, C+I রেখার সহিত যথাক্রমে I' এবং I^F পরিমাণ বিনিয়োগ যোগ করিতে হইবে। ইহার ফলে আমরা নূতন ভারসাম্য বিন্দুসমূহ, যথা B' এবং B'' এবং নূতন ভারসাম্য আয়ের স্তরসমূহ, যথা OY_1 এবং OY^F পাইব এবং প্রতি স্তরেই সঞ্চয়=বিনিয়োগ (S=I) হইবে। OY^F আয়ের স্তরে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ভারসাম্যসহ পূর্ণনিয়োগও লাভ করা যাইবে।

৩.৮নং চিত্র


আয় (Y) ও নিয়োগ (N) তত্ত্ব
কার্যকর চাহিদা (E)
ভোগব্যয় (C) [স্থির ও কম গুরুত্বপূর্ণ]
বিনিয়োগ ব্যয় (I) [সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ]
ভোগ আপেক্ষক
আয়ের পরিমাণ (D)
সুদের হার (r) (G)
পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা (rm) (X)
গড় ভোগ আপেক্ষক (C/Y) (A)
প্রান্তিক ভোগ আপেক্ষক (ΔC/ΔY) (B)
নগদ পছন্দ (L)
অর্থের পরিমাণ (M) [M=M1+M2]
সম্ভাব্য মুনাফা সম্পর্কে অনুমান (H) [অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ]
পুঁজিদ্রব্যের রদবদল খরচ বা যোগান দাম
বিনিয়োগ গুণক [K=1/(1-ΔC/ΔY)] স্থির করে (C)
নগদ লেনদেন (M1) (E)
আকস্মিক প্রয়োজন (M1)
ফাটকার প্রয়োজন (M2) [অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ] (F)

কীনসীয় আয় ও নিয়োগতত্ত্বের সারাংশ হইল: ১. নিয়োগ ও আয় কার্যকর চাহিদার উপর নির্ভর করে। ২. ভোগ অপেক্ষক এবং বিনিয়োগের পরিমাণ দ্বারা কার্যকর চাহিদা নির্ধারিত হয়। ৩. ভোগ অপেক্ষক অপেক্ষাকৃত স্থির থাকে। ৪. সুতরাং ভোগ অপেক্ষকটি অপরিবর্তিত থাকিলে নিয়োগ নির্ভর করে বিনিয়োগের পরিমাণের উপর। ৫. সুদের হার এবং পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা, এই দুইটি বিষয়ের উপর বিনিয়োগ নির্ভর করে। ৬. সুদের হার নির্ভর করে অর্থের পরিমাণ ও নগদ পছন্দের উপর। ৭. পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা নির্ভর করে সম্ভাব্য মুনাফা সম্পর্কে অনুমান বা আশার উপর এবং পুঁজিদ্রব্যের রদবদল খরচ বা যোগান দামের উপর।

উপসংহার: কীনসীয় তত্ত্বের আলোচনার উপসংহারে এবার আমরা ৩·৮নং চিত্রের সাহায্যে কীনসীয় আয় ও নিয়োগ তত্ত্বের সারাংশ বর্ণনা করিতে পারি।

নির্দেশ: (A) আদিতে জাতীয় আয় এরূপ হয় যে, গড় ভোগ অপেক্ষক বা $\frac{C}{Y}=1$ অর্থাৎ $C=Y$। অর্থাৎ আয়ের সকলই ভোগব্যয় হয়। (B) পরে ক্রমশঃ আয় যত বাড়িতে থাকে, ততই ভোগব্যয়ও বাড়ে, কিন্তু আয় যে হারে বাড়ে, ভোগব্যয় তাহা অপেক্ষা কম হারে বাড়ে অর্থাৎ $\frac{\Delta C}{\Delta Y}<1$। (C) বিনিয়োগ গুণক K সর্বদাই ১এর বেশি $(K>1)$। (D) বিনিয়োগের নির্দিষ্ট বৃদ্ধির দরুন আয় কয়েক গুণ বৃদ্ধি পায়। (E) কার্যকর চাহিদা বাস্তবে রূপলাভ করিতে গিয়া বিনিময়ের মাধ্যমরূপে অর্থের সাহায্য গ্রহণ করে। (F) ফটকার প্রয়োজনে অর্থের চাহিদা হইতেছে সঞ্চয়ের বাহনরূপে অর্থের ব্যবহার। (G) আর্থিক কর্তৃপক্ষ (যথা, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক) সুদের হার নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। (H) সম্ভাব্য মুনাফা সম্পর্কে অনুমান বা আশা অতি অস্থির এবং শেয়ার বাজার, কারবারী আস্থা ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত হয়। (X) পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা চক্রাকারে আবর্তিত হয় ও দীর্ঘমেয়াদী কালে উহা হ্রাস পায়।

8

সঞ্চয় বিনিয়োগ বিতর্ক

THE SAVINGS INVESTMENT CONTROVERSY

[**আলোচ্য বিষয় ঃ** বিতর্কের বিষয়বস্তু ঃ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পবস্পরের সমান কিনা ?—সঞ্চয়ের কীনসীয় সংজ্ঞা—বিনিয়োগের কীনসীয় সংজ্ঞা—সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতা—সঞ্চয় বিনিয়োগ—বিতর্কের কারণ কি ?]

বিতর্কের বিষয়বস্তু ঃ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পরের সমান কিনা ?

THE SUBJECT OF THE CONTROVERSY : WHETHER $S=I$ or $S \neq I$?

আয় ও নিয়োগ সম্পর্কে কীনসীয় সাধারণ তত্ত্বের মূল ভিত্তি দুইটি। একটি হইল সঞ্চয় (বা উহার বিপরীত বিষয়, ভোগব্যয়) এবং অপরটি হইল বিনিয়োগ। অধ্যাপক কুরিহারা[1] যেমন বলিয়াছেন, মূল্যতত্ত্বের বিশ্লেষণে মার্শালীয় চাহিদা ও যোগান রেখার মতই, আয় বিশ্লেষণে সঞ্চয় অপেক্ষক (বা উহার বিপরীত, ভোগ অপেক্ষক) এবং বিনিয়োগ অপেক্ষক দুইটি অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ।

কীনসীয় সাধারণ তত্ত্ব অনুসারে সমাজের **মোট সঞ্চয় ও মোট বিনিয়োগ** (ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের নয়) **সর্বদাই** পরস্পরের **সমান** হইয়া থাকে $(S=I)$। সমাজের মোট সঞ্চয় ও মোট বিনিয়োগের এই সমতা এতই মৌলিক সত্য, শর্তহীন ও অনিবার্য যে, ইহার দরুন অনেক সময় উহাদের অভেদ বা অভিন্ন[2] $(S \equiv I)$[3] বলিয়া গণ্য করা হয়।

কিন্তু তাঁহার সাধারণ তত্ত্বে কীন্স ইহাই প্রমাণ করিয়াছেন যে, সমাজের অর্থনীতিক **ভারসাম্যের মূল শর্ত হইল সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতা।** সঞ্চয় যখন বিনিয়োগের সমান হয় কেবল তখনই সমগ্র অর্থনীতিটি ভারসাম্যে উপনীত হইতে পারে, নতুবা নহে।

কীনসীয় সাধারণ তত্ত্বে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সম্পর্কে, আপাতঃদৃষ্টে, এই দুই প্রকার বক্তব্য হইতে বহু বিভ্রান্তি ও বিতর্কের অবতারণা ঘটিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহার জন্য কীন্স নিজেও সম্ভবত অংশত দায়ী, কারণ তিনি বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট আলোচনা করেন নাই। এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য আমরা প্রথমে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সম্পর্কে কীন্সের সংজ্ঞা দুইটি সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া লইব।

সঞ্চয়ের কীনসীয় সংজ্ঞা

KEYNESIAN DEFINITION OF SAVINGS

কীন্সের মতে, সঞ্চয় হইল ভোগব্যয়ের উপর আয়ের **আধিক্য** $(S=Y-C)$। সমাজের মোট সঞ্চয় হইতেছে সমাজের সকল এককগুলির (অর্থাৎ সঞ্চয়কারিগণের) সঞ্চয়ের সমষ্টি এবং সমাজের এই মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ আবার নির্ভর করে সমাজের আয়েব পরিমাণের, স্তরের বা মাত্রার উপর। সমাজের বা জাতীয় আয়ের বিভিন্ন পরিমাণ, স্তর

1. K. K. Kurihara. 2. Identity.
3. পরস্পর অভিন্ন দুইটি বিষয়কে বুঝাইবার জন্য $\equiv$ এইরূপ তিনটি সমান্তরাল রেখা ব্যবহার করা হয়।

বা মাত্রা অনুসারে সমাজের মোট সঞ্চয়ের পরিমাণও বিভিন্ন রূপ হইবে। কিন্তু উহা কমবেশি পরিমাণে স্থির ও অনুমানসাধ্য[4] এবং আয় হইতে উদ্ভূত বা প্রণোদিত[5]।

[প্রসঙ্গত লক্ষণীয় যে, সঞ্চয় বলিতে কীন্‌স চলতি সঞ্চয়[6] বুঝাইয়াছেন এবং সে কারণে তাঁহার বক্তব্য এই যে, এই চলতি সঞ্চয় সমাজের চলতি আয়ের[7] উপর নির্ভরশীল। সঞ্চয় সম্পর্কে নানাবিধ ধারণা ও সংজ্ঞা প্রচলিত আছে। অধ্যাপক রবার্টসনের[8] মতে, সঞ্চয় হইল গতকালের (অর্থাৎ অতীতের) আয় এবং আজিকার (অর্থাৎ বর্তমানের) ভোগব্যয়ের বিয়োগফল (অর্থাৎ ব্যবধান)। সুইডীয় অর্থবিজ্ঞানীরা সঞ্চয় সম্পর্কে দুই প্রকার ধারণা উদ্ভাবন করিয়াছেন, যথা পরিকল্পিত, অনুমিত বা আকাঙ্ক্ষিত বা ঈপ্সিত সঞ্চয়[9] (অর্থাৎ যে হারে সঞ্চয়কারীরা সঞ্চয় করিতে চায়), এবং বাস্তবায়িত বা পরিদৃষ্ট সঞ্চয়[10]। অধ্যাপক ডঃ ক্লাইনের[11] মতে, সঞ্চয় যেহেতু আয়ের উপর নির্ভরশীল বা আয়ের একটি অপেক্ষক [$S=f(Y)$], সেহেতু, সঞ্চয় বলিতে 'সঞ্চয়-তালিকা'[12] বুঝায়। ইহা হইতে আয়ের বিভিন্ন মাত্রা বা স্তরে কি কি বিভিন্ন পরিমাণে সঞ্চয় ঘটিবার সম্ভাবনা[13], তাহা দেখা যায় বা বুঝা যায়।]

বিনিয়োগের কীনসীয় সংজ্ঞা
KEYNESIAN DEFINITION OF INVESTMENT

কীন্‌সের মতে বিনিয়োগ হইল, ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভাবে প্রকৃত পুঁজিদ্রব্যের বর্তমান মোট পরিমাণের বৃদ্ধি[14], (যেমন, কোন নূতন যন্ত্রপাতি, কারখানা ইত্যাদি নির্মাণ) বা নূতন প্রকৃত পুঁজিদ্রব্য সৃষ্টি। সুতরাং নূতন কারখানা স্থাপন প্রভৃতির উদ্দেশ্যে যদি নবস্থাপিত কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানী যে সকল শেয়ার, ডিবেঞ্চার প্রভৃতি বিক্রয় করে তাহা কিনিয়া অথবা উৎপাদন ক্ষমতা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে কোন পুরাতন কোম্পানী নূতন শেয়ার, ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিলে তাহা কিনিয়া উহাতে কেহ অর্থ লগ্নী করিলে তাহা বিনিয়োগ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কিন্তু পুরাতন শেয়ার, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি (যাহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা অনেক আগেই পুঁজিদ্রব্যাদি নির্মিত হইয়া গিয়াছে) কিনিয়া কেহ তাহাতে অর্থ লগ্নী করিলে, উহা বিনিয়োগ বলিয়া গণ্য হইবে না। কারণ, এক্ষেত্রে শুধু লগ্নীপত্রগুলির হাতবদল ঘটিতেছে, এবং উহাতে নূতন ক্রেতার যে পরিমাণ আর্থিক-বিনিয়োগ ঘটিতেছে, সে পরিমাণে উহার বিক্রেতার আর্থিক-অবিনিয়োগ*ও ঘটিতেছে। ইহার দরুন উহারা পরস্পরকে খণ্ডন করিতেছে এবং ফলত কোন নীট প্রকৃত বিনিয়োগ ঘটাইতেছে না।

কীন্‌সের মতে, সঞ্চয় আয়ের উপর নির্ভর করিলেও [সঞ্চয় বা $S=f(Y)$], বিনিয়োগ কিন্তু জাতীয় আয়ের উপর বিশেষ নির্ভর করে না। বিনিয়োগ প্রধানত নির্ভর করে জনসংখ্যার বৃদ্ধি, কারিগরি অগ্রগতি প্রভৃতির ন্যায় কতকগুলি গতীয় উপাদানের উপর (এই সকল উপাদানের বিকাশে উদ্যোক্তাগণের ভবিষ্যত সম্ভাব্য মুনাফা সম্পর্কে অনুমানগুলি প্রভাবিত হইয়া থাকে)। সুতরাং বিনিয়োগ স্বভাবতঃই অস্থির, অনুমান-অসাধ্য, এবং স্বয়ম্ভূত[15] হইয়া থাকে।

4. Predictable. 5. Induced. 6. Current Savings.
7. Current Income.
8. Prof. D. H. Robertson.
9. *Ex-ante* Savings.
10. *Ex-post* savings or realised or observed savings.
11. Dr. L. R. Klein.
12. Saving in the schedule sense.
13. The different amounts that are *likely* to be saved of different levels of income.
14. The addition to the existing stock of *real* capital assets.
* Disinvestment 15. Autonomous.

সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সদা সমতা

SAVINGS INVESTMENT EQUALITY: S=I.

কীন্‌স সঞ্চয় ও বিনিয়োগের এরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন যে, ঐ সংজ্ঞার বলে উহারা পরস্পরের সমান না হইয়া পারে না। সঞ্চয়ের কীনসীয় সংজ্ঞা হইল : $S=Y-C$ [অর্থাৎ সঞ্চয়=আয়—ভোগব্যয়], এবং তাঁহার বিনিয়োগের সংজ্ঞা হইল : $I=Y-C$ [অর্থাৎ বিনিয়োগ=আয়—ভোগব্যয়]

সুতরাং $S=I$ [∴ সঞ্চয়=বিনিয়োগ]।

কীন্‌স্ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের এরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন যে, সমাজের সঞ্চয়কারীরা ও বিনিয়োগকারীরা পৃথক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও, আয়ের স্তর বা মাত্রা নির্বিশেষে (অর্থাৎ জাতীয় আয়ের পরিমাণ যাহাই হোক না কেন) সমাজের মোট সঞ্চয় ও মোট বিনিয়োগ সর্বদাই পরস্পরের সমান হইবেই।

[বিষয়টি অন্যভাবেও বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতে পারেঃ নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগের দ্বারা যে মোট দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হয় (O), উহার আর্থিক মূল্যই হইল জাতীয় আয় (Y)। এই সকল উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী দুই প্রকারের, যথা, ভোগ্যদ্রব্য (C) ও পুঁজি-দ্রব্য বা বিনিয়োগ দ্রব্য (I)। সুতরাং মোট উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী=ভোগ্যদ্রব্য+পুঁজিদ্রব্য বা বিনিয়োগ দ্রব্য=জাতীয় আয় [Output or $O=C+I=Y$]। জাতীয় আয়ের একাংশ ভোগ্যদ্রব্যে ব্যয় হয় (C) এবং অপরাংশ সঞ্চিত হয় (S)। সুতরাং জাতীয় আয়=ভোগ-ব্যয়+সঞ্চয় [$Y=C+S$]। তাহা হইলে, মোট উৎপন্ন সামগ্রী=জাতীয় আয়=ভোগ্য-দ্রব্য+বিনিয়োগ দ্রব্য=ভোগব্যয়+সঞ্চয় [$O=Y=C+I=C+S$] সুতরাং সঞ্চয়=বিনিয়োগ [($S=I$)]।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগের এই সমতা হইতেছে সমাজে যে পরিমাণ মোট সঞ্চয় ও মোট বিনিয়োগ ঘটে উহাদের সমতা[16]। ইহাকে হিসাবের সমতা[17]ও বলে। চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত যে কোন নির্দিষ্ট দামে যেমন ক্রয় ও বিক্রয়ের পরিমাণ (অর্থাৎ চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ) পরস্পর সমান না হইয়া পারে না, কারণ বিক্রেতারা যে পরিমাণ বিক্রয় করিয়াছে তাহাই আবার ক্রেতাদের ক্রয়ের পরিমাণও বটে, তেমনি, সমাজের যে কোন নির্দিষ্ট আয়ের স্তরে, সমাজের মোট সঞ্চয় ও মোট বিনিয়োগ পরস্পরের সমান হইতে বাধ্য। ইহার অন্যথা সম্ভব নয়।

ভারসাম্য বিন্দুতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতা

EQUALITY OF SAVINGS AND INVESTMENT AT THE POINT OF EQUILIBRIUM

কিন্তু উইলসন যেমন বলিয়াছেন, আয়ের যে কোন স্তরে সমাজে যে মোট পরিমাণ সঞ্চয় ঘটে[18] এবং যে মোট পরিমাণ বিনিয়োগ ঘটে[19], উহারা পরস্পবের সমান হইলেও, সঞ্চয়কারী ও বিনিয়োগকারীরা পৃথক বলিয়া, আয়-উপার্জনকারীরা যে পরিমাণ সঞ্চয় করিতে চায় এবং বিনিয়োগকারীরা যে পরিমাণ বিনিয়োগ করিতে চায়, অর্থাৎ ঈপ্সিত সঞ্চয়[20] এবং ঈপ্সিত বিনিয়োগ[21] পরস্পরের সমান নাও হইতে পারে, না হইবারই কথা ($S\neq I$)

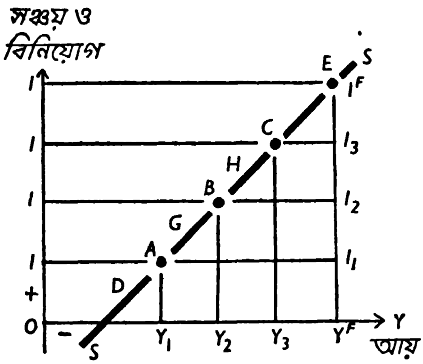
তাহা হইলে, ঈপ্সিত সঞ্চয় ও ঈপ্সিত বিনিয়োগের সম্ভাব্য বৈষম্য সত্ত্বেও, আয়ের যে কোন নির্দিষ্ট স্তরে সমাজের মোট সঞ্চয় ও মোট বিনিয়োগ পবস্পরের সমান হয় কি করিয়া? কীনসীয় তত্ত্বে ইহার যে জবাব পাওয়া যায় তাহা হইল, আয়ের পরিবর্তনের

16. Equality of aggregate savings and investment.
17. Accounting equality.
18. *Ex-post* savings
19. *Ex-post* investment
20. *Ex-ante savings.*
21. *Ex-ante investment.*

মধ্য দিয়া মোট সঞ্চয় ও মোট বিনিয়োগের এই সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। কেমন করিয়া ইহা ঘটে তাহা আমরা ৩য় অধ্যায়ে কীনসীয় সাধারণ তত্ত্বের আলোচনায় দেখিয়াছি। কিন্তু তাহা হইলেও, বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য আমরা খানিক পুনরাবৃত্তির আশ্রয় লইতেছি।

৪·১নং রেখাচিত্রে ভূমিতল রেখা দিয়া জাতীয় আয়ের বিভিন্ন স্তর নির্দেশ করা হইতেছে এবং লম্ব অক্ষরেখা দিয়া সঞ্চয় ও বিনিয়োগ নির্দেশ করা হইতেছে। SS হইল মোটামুটি স্থির সঞ্চয় (তালিকা) রেখা। ইহা বাম হইতে দক্ষিণে ঊর্ধ্বগামী। কারণ সঞ্চয় হইল আয়ের একটি অপেক্ষক [$S=f(Y)$] এবং সেহেতু আয়ের স্তর যত বাড়িতেছে ততই অধিক পরিমাণে সঞ্চয় ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা দিতেছে। কিন্তু বিনিয়োগ ততটা আয়-নির্ভর নয়। উহা প্রধানত নির্ভর করে কারিগরি অগ্রগতি এবং অন্যান্য গতীয় উপাদানের[২২] উপর। এজন্য বিনিয়োগ হইল স্বয়ম্ভূত[২৩]। আয়ের বিভিন্ন স্তরে এই সকল গতীয় উপাদানের পরিবর্তনের দরুন স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগের স্তরও বিভিন্ন হয়।

৪·১নং রেখাচিত্র



II_1, II_2, II_3, II^F ইত্যাদি রেখাগুলি বিভিন্ন আয়ের স্তরে এইরূপ স্বয়ংম্ভূত বিনিয়োগের বিভিন্ন স্তর নির্দেশ করিতেছে। এই বিনিয়োগ স্বয়ম্ভূত বলিয়া স্বয়ম্ভূত বিনিযোগ রেখাগুলি ভূমিতল রেখাগুলির সমান্তরাল হইয়াছে। A, B, C ও E বিন্দুগুলিতে সঞ্চয়রেখা SS স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ রেখাসমূহ II_1, II_2 II_3 ও II^F দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে। সুতরাং A, B, C ও E বিন্দুগুলিতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পরের সমান। লক্ষণীয় যে, উহাদের সংশ্লিষ্ট আয়ের স্তরগুলি হইতেছে যথাক্রমে OY_1, OY_2, OY_3 ও OY^F। অর্থাৎ আয়ের যে কোন নির্দিষ্ট স্তরে (যেমন, OY_1, OY_2, OY_3 এবং OY^F ইত্যাদি) সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পরের সমান হইয়া পড়ে (A, B, C ও E ভারসাম্য বিন্দুতে)। প্রসঙ্গত ইহাও লক্ষণীয় যে, OY^F হইল পূর্ণনিয়োগবিশিষ্ট আয়ের স্তর এবং উহার সংশ্লিষ্ট ভারসাম্য বিন্দু E ও II^F হইল পূর্ণনিয়োগ লাভে সক্ষম বিনিয়োগের স্তর। পূর্ণনিয়োগবিশিষ্ট আয়ের স্তর OY^F—এতে যেমন সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতা সম্ভব (E বিন্দু) তেমনি স্বল্পতর নিয়োগের স্তরেও (যথা OY_1, OY_2, এবং OY_3 ইত্যাদিতে) সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের সমতা (A, B ও C বিন্দুতে) সম্ভব।

প্রসঙ্গত, আরও লক্ষণীয় যে, A, B, C ও E বিন্দুগুলিতে যে সঞ্চয় ও যোগানের ভারসাম্য ঘটিয়াছে তাহা সংশ্লিষ্ট নির্দিষ্ট আয়ের স্তরে সমাজে যে মোট পরিমাণ সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ ঘটিয়াছে[২৪] উহাদের সমতা।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, তাঁহার সাধারণ তত্ত্বে **কীন্স যে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতাকে ভারসাম্যের সর্বপ্রধান ও মৌলিক শর্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ঐ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ হইল যে মোট সঞ্চয় ও মোট বিনিয়োগ ঘটিয়াছে, উহাদের সমতা। উহা ঈপ্সিত সঞ্চয় ও ঈপ্সিত বিনিয়োগের সমতা নহে।**

22. Dynamic factors.
23. Autonomous investment.
24. *Ex-post* savings and investment.

সঞ্চয় বিনিয়োগ বিতর্কের কারণ কি?
WHY THIS CONTROVERSY?

ক্লাইনের মতে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সম্পর্কে যে দুই প্রকার ধারণা আছে, যাহাদের একটি হইতেছে ঈপ্সিত সঞ্চয় ও ঈপ্সিত বিনিয়োগ (অর্থাৎ আয়ের বিভিন্ন স্তরে মানুষ যে সকল পরিমাণে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ করিতে **ইচ্ছুক**)[২৫] বা সঞ্চয় ও বিনিয়োগ তালিকা, এবং অপরটি হইতেছে যে পরিমাণে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ **ঘটিয়াছে** (অর্থাৎ পরিদৃষ্ট সঞ্চয় ও বিনিয়োগ)[২৬]। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সম্পর্কে এই দুই প্রকার ধারণা ও উহাদের পার্থক্যটি সুস্পষ্টভাবে অনুধাবনে অক্ষমতার ফলেই সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পরের সমান কি না, এই বিভ্রান্তি ও বিতর্কের সূত্রপাত ঘটিয়াছে। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কটি বুঝিবার জন্য উহাদের ঐ ধারণা দুইটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হইবার প্রয়োজন।

ক্লাইনের মতে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ তালিকা বা রেখাগুলি হইল নিরবচ্ছিন্ন মসৃণ রেখা এবং উহারা সঞ্চয় বিনিয়োগ এবং জাতীয় আয়ের মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করে। যেখানে উহারা পরস্পরকে ছেদ করে সেখানে আমরা একটি **অদ্বিতীয়** ভারসাম্য আয়ের স্তর পাই। এই অদ্বিতীয় ভারসাম্য বিন্দুতে ও অদ্বিতীয় ভারসাম্য আয়ের স্তরে, সঞ্চয় রেখা ও বিনিয়োগ রেখা হইতে হিসাব করিয়া আমরা যে পরিমাণ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণ দেখিতে পাই, উহারা পরস্পরের সমান হইয়া থাকে।

কিন্তু, আমরা যখন বলি যে, যাহা ঘটিয়াছে সে দিক হইতে বিচারে (যাহা দেখা যাইতেছে বা 'পরিদৃষ্ট' হইতেছে সেই দৃষ্টিকোণ হইতে[২৭]) সঞ্চয়=বিনিয়োগ (S=I), উহার অর্থ এই যে, যে কোন নির্দিষ্ট আয়ের স্তরে[২৮], পরিদৃষ্ট বা নির্দিষ্ট সঞ্চয়=পরিদৃষ্ট বা নির্দিষ্ট বিনিয়োগ। অর্থাৎ, যখন একটি অদ্বিতীয় ভাবে নির্দিষ্ট ভারসাম্য আয়ের স্তর রহিয়াছে, তখন ঐ বাস্তবায়িত বা পরিদৃষ্ট আয়ের স্তরে বাস্তবায়িত বা পরিদৃষ্ট (যাহা ঘটিয়াছে) সঞ্চয়ের পরিমাণটি অবশ্যই বাস্তবায়িত বা পরিদৃষ্ট বিনিয়োগের সমান হইবে।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, পরিদৃষ্ট বা বাস্তবায়িত অর্থে (অর্থাৎ নির্দিষ্ট যে কোন ভারসাম্য আয়ের স্তরে) যাহাতে সঞ্চয়=বিনিয়োগ সম্ভব হইতে পারে, সেরূপ একটি অদ্বিতীয়ভাবে নির্দিষ্ট ভারসাম্য আয়ের স্তর অবশ্যই বাস্তবে দেখা দিবে। কিন্তু, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের তালিকাগত অর্থে (আয়ের বিভিন্ন স্তরে মানুষ কি কি পরিমাণে সঞ্চয় ও বিনিয়োগে ইচ্ছুক), একটি অদ্বিতীয় ভারসাম্য আয়ের স্তর সম্ভব করিবার জন্য সঞ্চয় ও বিনিয়োগকে পরস্পরের সমান করা হয়।

দ্বিতীয়ত, বাস্তবায়িত বা পরিদৃষ্ট অর্থে (যাহা ঘটিয়া গিয়াছে) সঞ্চয় ও বিনিয়োগ হইতেছে একটিই পরিদৃষ্ট বিন্দু, ফলে তথায় সঞ্চয় সর্বদাই বিনিয়োগের সমান হয়। কিন্তু তালিকাগত অর্থে, কতকগুলি পরম্পরাক্রমে অবস্থিত সম্ভাব্য সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বিন্দু লইয়া দুইটি মসৃণ রেখা (সঞ্চয় রেখা ও বিনিয়োগ রেখা) গঠিত। এই দুইটি রেখার সকল বিন্দুগুলি দেখা যায় না, পরিদৃষ্ট হয় না, বাস্তবায়িত হয় না (যেমন, ৪·১নং রেখাচিত্রে সঞ্চয় রেখার উপর D, G ও H বিন্দু রহিয়াছে বটে, কিন্তু উহারা বাস্তবায়িত হয় নাই, উহারা শুধুই সম্ভাবনা)। ঐ সকল অ-পরিদৃষ্ট বিন্দুগুলি, বিভিন্ন অ-পরিদৃষ্ট আয়ের স্তরে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণ নির্দেশ করে। ঐ সকল বিভিন্ন অ-পরিদৃষ্ট আয়ের স্তরে অ-পরিদৃষ্ট সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণগুলি পরস্পরের

25. Saving and investment in the schedule sense or *ex-ante* savings and investment.
26. Observable saving and investment or *ex-post* savings and investment. 27. From the 'observable' point of view.
28. From an 'observed' or given level of income.

সমান নহে। আয়ের স্তরের পরিবর্তন দ্বারাই উহাদের পরস্পরের সমান করা হয়। যে বিন্দুতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ তালিকা বা রেখা দুইটি পরস্পরকে ছেদ করিয়াছে, শুধু ঐ বিন্দুটিই পরিদৃষ্ট হয়, দেখা যায়, বাস্তবায়িত হয়। ঐ পরিদৃষ্ট বিন্দুতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পরের সমতা লাভ করে (যেমন ৪·১নং রেখাচিত্রে A, B, C ও E বিন্দুগুলি)।

অতএব ক্লাইনের মতে, সঞ্চয় বিনিয়োগ বিতর্কটির সমাধানের জন্য কীন্‌সের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ-কে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ তালিকা বা রেখা রূপে গণ্য করাই উচিত। কিন্তু হ্যাম[২৯] ইহা গ্রহণ করিতে পারেন নাই বলিয়াই তিনি সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতাকে অভেদ[৩০] বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। ম্যাচলাপ[৩১]ও একই ভুল করিয়াছেন।

কিন্তু সঞ্চয়ের কাজটি ও বিনিয়োগের কাজটি এবং যে প্রক্রিয়ায় (অর্থাৎ ভোগ অপেক্ষক এবং গুণক দ্বারা আয়ের স্তরের পরিবর্তন) সঞ্চয়=বিনিয়োগ হয়, তাহা বিবেচনা করিলে যখন দেখা যায় যে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের অ-পরিদৃষ্ট পরিমাণের প্রাথমিক বৈষম্যটি আয় স্তরের পরিবর্তনের মধ্য দিয়া শেষ পর্যন্ত দূর হইয়াছে, তখন ক্লাইনের অনুসরণে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগকে তালিকাগত ধারণা রূপে ব্যাখ্যা করাই শ্রেয়। কিন্তু ইহাতে অধ্যাপক হ্যানসেনের[৩২] আপত্তি রহিয়াছে। পরিদৃষ্ট অর্থে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতায় তাঁহার আপত্তি নাই; কারণ তাঁহার সাধারণ তত্ত্বে কীন্‌স সঞ্চয় ও বিনিয়োগের যে সংজ্ঞা ও সমীকরণ উপস্থিত করিয়াছেন, উহাদের সহিত এই ধারণাটির সংগতি আছে। কিন্তু তাঁহার আপত্তি সঞ্চয় ও বিনিয়োগের তালিকাগত ধারণাতে। কারণ, কীন্‌সের সাধারণ তত্ত্বে ইহার কোনই উল্লেখ নাই, যদিও তাঁহার বিশ্লেষণটির সঞ্চয় ও বিনিয়োগের তালিকা-গত অর্থে ভাষ্য দেওয়া যাইতে পারে।

আরও একভাবে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতা (S=I) প্রমাণ করা যাইতে পারে। ধরা যাক ভোগ অপেক্ষক $\frac{\Delta c}{\Delta y}=\frac{৯}{১০}$ এবং সঞ্চয় অপেক্ষক $\frac{\Delta s}{\Delta y}=\frac{১}{১০}$। তাহা হইলে গুণক বা K =১০। এই পরিস্থিতিতে যদি ১০ কোটি টাকা যদি নূতন বিনিয়োগ করা হয় তবে উহাতে নূতন আয় সৃষ্টি হইবে গুণক ১০×নূতন বিনিয়োগ ১০ কোটি টাকা=১০০ কোটি টাকা। তাহা হইলে ইহা হইতে নূতন সঞ্চয় ঘটিবে=নূতন সৃষ্ট আয় ১০০ কোটি টাকা×সঞ্চয় অপেক্ষক $\frac{১}{১০}$ =১০ কোটি টাকা। অতএব নূতন বিনিয়োগ (I) ১০ কোটি টাকা=নূতন সঞ্চয় (S) ১০ কোটি টাকা। সুতরাং বিনিয়োগের হ্রাস বা বৃদ্ধির দরুন আয় যে স্তরেই উপনীত হোক না কেন, সর্বদাই আয় যখন যে স্তরে উপনীত হইবে, তথায় সঞ্চয়=বিনিয়োগ (S=I) হইবেই।

29. G. N. Halm. 30. Identity. 31. F. Machlup.
32. A. H. Hansen.

৫

বাণিজ্য চক্র ও কর্মহীনতা
BUSINESS OR TRADE CYCLE & UNEMPLOYMENT

[**আলোচ্য বিষয় : অর্থনীতিক সংকোচন ও সম্প্রসারণ**—বাণিজ্য চক্র—কারবারী চক্রের পর্যায়সমূহ—কারবারী চক্রের তত্ত্বসমূহ : হট্রের বিশুদ্ধ আর্থিক তত্ত্ব—বাণিজ্য চক্রের কীনসীয় তত্ত্ব—বাণিজ্য চক্রের হিক্‌সীয় তত্ত্ব—**কর্মহীনতা**—কর্মহীনতা কাহাকে বলে—প্রকার ভেদ ও কারণ—কুফল—অগ্রসর ও স্বল্পোন্নত দেশে কর্মহীনতার প্রকৃতি]

অর্থনীতিক সংকোচন ও সম্প্রসারণ
ECONOMIC FLUCTUATIONS

যাবতীয় শিল্প-প্রধান সমাজের দীর্ঘকালীন সাধারণ প্রবণতা[1] হইতেছে উৎপাদন, নিয়োগ, জীবনমান ইত্যাদির ক্রমোচ্চ গতি। যতই দিন যায় ততই ইহাদের বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যায়। এই সকল অর্থনীতিক পরিবর্তনশীল বিষয়গুলির[2] এই দীর্ঘকালীন বৃদ্ধি বা সম্প্রসারণ প্রবণতা শিল্প-প্রধান সমাজের অভিজ্ঞতা লব্ধ একটি সাধারণ সত্য। বিগত ১০০ বৎসর কিংবা ৫০ বৎসরে পৃথিবীর শিল্প-প্রধান দেশগুলিতে (এমনকি ভারতেও) মোট উৎপাদন, জাতীয় আয়, জীবনমান ইত্যাদির গতি লক্ষ্য করিলে ইহার সত্যতা বুঝা যায়। ইহাই অর্থনীতিক বিকাশের ধারা।

কিন্তু দীর্ঘকালান্তরে দেশের উৎপাদন, নিয়োগ, জীবনমান ও জাতীয় আয় ইত্যাদির ক্রমবিকাশ বা ঊর্ধ্বমুখী সাধারণ প্রবণতা সত্ত্বেও, ধনতন্ত্রী অর্থনীতির এই ঊর্ধ্বগতি সরল পথে চলে না। যে কোন ধনতন্ত্রী দেশের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড প্রভৃতি) যে কোন কয়েক বৎসরের অর্থনীতিক তথ্যগুলির প্রতি তাকাইলেই দেখা যাইবে যে, ঐ সময়ে উহার উৎপাদন, নিয়োগ, জাতীয় আয় ইত্যাদির কমবেশি হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। অর্থাৎ, অপেক্ষাকৃত স্বল্পকালীন সময়ে ধনতন্ত্রী শিল্প-প্রধান দেশগুলিতে অবিরতই উৎপাদন, নিয়োগ, জাতীয় আয় প্রভৃতির ওঠানামা, সম্প্রসারণ সংকোচন ঘটিতেছে। এই সকল অবিরাম ওঠানামা, হ্রাসবৃদ্ধি, সংকোচন সম্প্রসারণের মধ্য দিয়া আঁকাবাঁকা পথে ধনতন্ত্রী সমাজগুলি দীর্ঘকালান্তরে উৎপাদন আয়, নিয়োগ ও জীবনমানের এক শিখর হইতে অন্যতর এবং উচ্চতর শিখরে পৌঁছিতেছে। কিন্তু স্বল্পকালীন সময়ে যে উৎপাদন, নিয়োগ, আয় প্রভৃতির ওঠানামা, হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে উহাদের সকলগুলি একরূপ নহে। আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীদের মতে উহারা পাঁচ প্রকারের। যথা,—(১) কণ্ড্রাটিয়েফ দীর্ঘ তরঙ্গ[3] (আবিষ্কর্তার নামানুসারে)। ইহা ৪০ হইতে ৭০ বর্ষব্যাপী একটি অপেক্ষাকৃত ধীরগতিসম্পন্ন তরঙ্গ (অর্থাৎ এক শীর্ষ বা শিখর হইতে অপর শীর্ষ বা শিখরে পৌঁছিতে উহা ঐরূপ সময় নেয়)। (২) দালান কোঠা নির্মাণ চক্র।[4] ইহা দালান কোঠা ঘর বাড়ি ইত্যাদি নির্মাণ শিল্পের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং সাধারণত ১৮ হইতে ২০ বৎসর ব্যাপী কাল ইহার আয়ু।

1. Secular Trend. 2. Economic variables.
3. Kondratieff long waves. 4. Building or Construction Cycles.

(৩) মুখ্য বা যথার্থ বাণিজ্য চক্র[৫]। ইহারা ধনতন্ত্রী জগতে সমাজ জীবনের অর্থনীতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়, প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে গুরুতর প্রভাব বিস্তার করে। ইহাদের আয়ুষ্কাল ৬ হইতে ১৩ বৎসর। (৪) গৌণ বাণিজ্য চক্র।[৬] ইহাও কারবারী চক্র বিশেষ এবং মুখ্য কারবারী চক্রের অন্তর্গত। তবে ইহার আয়ুষ্কাল স্বল্পতর। এক একটি মুখ্য বা যথার্থ কারবারী চক্রের মধ্যে ১৮ মাস হইতে ৪ বৎসর কাল ব্যাপী দু'টি কি তিনটি এরূপ গৌণ কারবারী চক্র অন্তর্নিহিত থাকে। (৫) মরসুমী ওঠানামা।[৭] প্রতি বৎসর বা এক বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন মরসুমে কারবারী লেনদেন ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ সর্বদাই ওঠানামা করে। ইহারা অত্যন্ত নিয়মিত। কিন্তু ইহাদের সুদূর প্রসারী গুরুত্ব কিছু নাই।

অর্থনীতিক কার্যাবলীর এই সকল বিবিধ সংকোচন সম্প্রসারণ বা তরঙ্গ কিংবা আবর্তনগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও পৃথক নহে। মরসুমী ওঠানামার কথা বাদ দিলে, অন্যান্য পরিবর্তনগুলি একে অপরের সহিত কমবেশি ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত এবং পরস্পর পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ইহাদের মধ্যে গুরুত্বের দিক দিয়া মুখ্য বা যথার্থ বাণিজ্য চক্রই সর্বপ্রধান। এই অধ্যায়ে আমরা ইহার সম্পর্কেই বিশদ আলোচনা করিব। ৬ হইতে কমবেশি ১৩ বৎসর কাল ব্যাপী অর্থনীতিক কার্যাবলীর এই ওঠানামাই বাণিজ্য চক্র, কারবারী চক্র অথবা নিয়োগ চক্র[৮] নামে পরিচিত।

বাণিজ্য বা কারবারী চক্র

TRADE OR BUSINESS CYCLES

কীন্সের মতে, বাণিজ্য চক্র হইল একাদিক্রমে ঊর্ধ্বগামী দামস্তর ও স্বল্প কর্মহীনতা বিশিষ্ট ব্যবসা বাণিজ্যের সুসময় এবং নিম্নগামী দামস্তর ও অত্যধিক কর্মহীনতা বিশিষ্ট ব্যবসা বাণিজ্যের দুঃসময় কাল লইয়া গঠিত।[৯] মিচেলের[১০] মতে, কারবারী চক্রগুলি হইল সুসংগঠিত সমাজগুলির অর্থনীতিক কার্যাবলীর এক ধরনের ওঠানামা। 'কারবারী', এই বিশেষণটির ব্যবহার দ্বারা, ধারাবাহিক ভাবে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত কার্যাবলীর ওঠানামার মধ্যে এই ধারণাটি সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। 'চক্র', এই বিশেষ্যটির ব্যবহার দ্বারা যে সকল পরিবর্তন বা ওঠানামা মোটামুটি নিয়মিত নয়, উহাদের বাদ দেওয়া হইয়াছে। সহজ ভাষায় হ্যাম-এর[১১] মতে, কারবারী চক্রগুলি হইল এরূপ যথেষ্ট পরিমাণ মিল সম্পন্ন পরম্পরতা ক্রমে আবর্তিত সমৃদ্ধি ও মন্দার কাল যে উহাদের একটি বিশিষ্ট ধরন আছে বলিয়াই মনে হয়।[১২]

সুতরাং কারবারী বা বাণিজ্য চক্র বলিলে, নির্দিষ্ট কাল ব্যাপী (কমবেশি ৬ হইতে ১৩ বৎসর) পর পর একাদিক্রমে ব্যবসাবাণিজ্য তথা কারবারের সমৃদ্ধি ও মন্দার (সম্প্রসারণ ও সংকোচন, উন্নতি ও অবনতির) নিয়মিত আবির্ভাব ও আবর্তন বুঝায়। ইহার ফলে এই সঙ্গে দেশের মোট উৎপন্ন, নিয়োগ, আয়, দামস্তর, মজুরি, সুদের হার, ও মুনাফা ইত্যাদিরও পরিবর্তন, বৃদ্ধি ও হ্রাস ঘটিয়া থাকে।

বাণিজ্য চক্রের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ বাণিজ্য বা কারবারী চক্র নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির দ্বারা চিহ্নিতঃ মিচেলের মতে,—১. উহা কারবারী অবস্থার পরিবর্তন বা হ্রাসবৃদ্ধি।

5. Major Business Cycles or Business Cycles proper.
6. Minor Business Cycles. 7. Seasonal variations.
8. Employment Cycle.
9. "A trade cycle is composed of periods of good trade characterised by rising prices and low unemployment percentages, altering with periods of bad trade characterised by falling prices and high unemployment percentages."
10. W. C. Mitchell. 11. G. N. Halm.
12.. 'Business Cycles are successions of periods of prosperity and depression sufficiently uniform to suggest a typical pattern.'

২. মুদ্রা ব্যবস্থা প্রবর্তিত সমাজেই উহার আবির্ভাব ঘটে।

৩. উহারা নিয়মিত (যদিও নির্দিষ্ট সময় অন্তর নহে) ভাবে আবির্ভূত হয়।

৪. যে কোন একটি বাণিজ্য চক্রের অন্তর্গত সমৃদ্ধি ও অবনতি বা মন্দার কালের দৈর্ঘ্য একরূপ হয় না। অথবা যে কোন দুইটি বাণিজ্য চক্রও সর্বাংশে কখনই একরূপ হয় না। একটির সমৃদ্ধি বা মন্দার কাল অপরটির অপেক্ষা কম বা বেশি হইতে পারে।

৫. বাণিজ্য চক্রগুলির তীব্রতায়ও যথেষ্ট বৈষম্য দেখা যায়।

৬. ধনতন্ত্রী জগতে, বাণিজ্য চক্র ক্রমশঃ একদেশ হইতে অপর দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া আন্তর্জাতিক রূপ ধারণ করে।

৭. কৃষি ছাড়া, সাধারণত উৎপাদনের অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে দামস্তর, নিয়োগ ও উৎপাদন এক সঙ্গে বাড়ে অথবা কমে।

৮. দামস্তর, নিয়োগ ও উৎপাদনের সবিশেষ পরিবর্তনের সহিত একই দিকে নগদ টাকার ও ঋণের যোগান ও টাকার প্রচলন বেগ পরিবর্তিত হয়।

৯. দেশের মধ্যে এক শিল্পে বাণিজ্যচক্রজনিত মন্দা বা সমৃদ্ধি দেখা দিলে তাহা ক্রমশঃ দেশের অন্যান্য শিল্পেও বিস্তার লাভ করে।

১০. স্বল্পস্থায়ী দ্রব্য ও ভোগ্যপণ্য শিল্প অপেক্ষা অধিকতর স্থায়ী দ্রব্য ও পুঁজি-দ্রব্য শিল্পে মোট উৎপাদন, নিয়োগ ও মূল্যস্তরের পরিবতন অনেক বেশি ঘটে।

১১. সকল প্রকার আয়ের মধ্যে মুনাফার পরিবর্তন সর্বাপেক্ষা বেশি ঘটে। এবং

১২. কৃষিজাত পণ্যের তুলনায় যন্ত্রশিল্পজাত পণ্যের দাম অপেক্ষাকৃত কম পরিবর্তনশীল হয়।

বাণিজ্য বা কারবারী চক্রের পর্যায়সমূহ*
PHASES OF A BUSINESS OR TRADE CYCLE

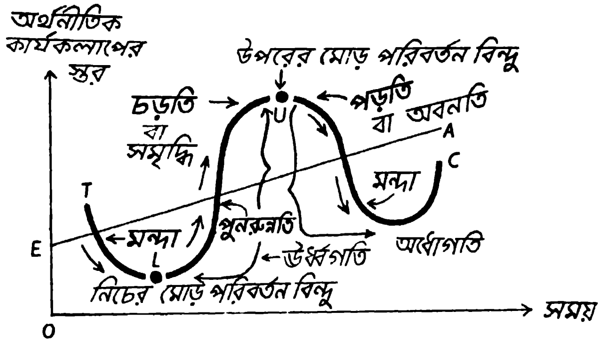
যে কোন বাণিজ্য চক্রে চারিটি পর্যায় বা স্তর এবং দুইটি মোড় পরিবর্তন বিন্দু দেখা যায়। এই চারিটি পর্যায় হইল,—(১) **মন্দা** বা অবনতি[১৩], (২) **পুনরুন্নতি**[১৪], (৩) **চড়তি** বা সমৃদ্ধি[১৫], এবং (৪) **পড়তি** বা অবনতি[১৬]। পুনরুন্নতি ও চড়তির অবস্থাকে একত্রে ঊর্ধ্বগতি[১৭] এবং পড়তি ও মন্দাকে একত্রে অধোগতি[১৮] বলে। মন্দা যেখানে শেষ হইয়া পুনরুত্থান শুরু হয় তাহা হইল নিচের মোড় পরিবর্তন বিন্দু (৫·১নং রেখা চিত্রে L বিন্দু) এবং চড়তি বা সমৃদ্ধির কাল যেখানে শেষ হইয়া পড়তি শুরু হয় তাহা হইল উপরের মোড় পরিবর্তন বিন্দু (৫·১নং রেখাচিত্রে U বিন্দু)। ৫·১নং রেখাচিত্রে EA রেখা বামে নিচ হইতে দক্ষিণে ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া গিয়াছে। ইহা হইল অর্থনীতিক বিকাশের প্রবণতা রেখা। ইহা দ্বারা দীর্ঘকালীন সময়ে দেশের মোট উৎপাদন, আয় নিয়োগ, ইত্যাদির ক্রমাগত বৃদ্ধি বুঝাইতেছে। বাণিজ্য চক্রের গতি পথ ধরিয়া ধনতন্ত্রী অর্থনীতি কি ভাবে উত্থান পতনের মধ্য দিয়া অর্থনীতিক বিকাশের প্রবণতা রেখা ধরিয়া অগ্রসর হয় এই চিত্রে তাহার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। বামে EA রেখার নিচে বাণিজ্য চক্র রেখাটির (TC) যে নিম্নগামী অংশ তাহা মন্দার বাজারের পরিচায়ক। ইহার সর্বনিম্ন বিন্দু হইল L। L বিন্দুতে মন্দাশেষ হইয়া পুনরুন্নতি শুরু হয়। তাহার পর

* বাণিজ্য চক্রের হিক্‌সীয় তত্ত্বের যে রেখাচিত্রটি (৫·৭নং রেখাচিত্র) এই অধ্যায়ের শেষভাগে দেওয়া হইয়াছে, উহার সহিত বাণিজ্য চক্রের বিবিধ পর্যায়ের বর্ণনাটি মিলাইয়া পাঠ করিলে বিষয়টি বুঝিতে সহজ হইবে। এবিষয়ে প্রশ্নের উত্তর আলোচনায়ও অনুরূপ পদ্ধতি বাঞ্ছনীয়।

13. Depression. 14. Revival. 15. Prosperity or Boom.
16. Recession. 17. Upswing. 18. Downswing.

অর্থনীতির ঊর্ধ্বগতি আরম্ভ হয়। বাণিজ্যচক্র রেখা অর্থনীতিক প্রবণতা রেখা EA-কে অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিয়া গেলে চড়তি বা সমৃদ্ধির কাল দেখা দেয়। উহার সর্বোচ্চ বিন্দু U হইল মোড় পরিবর্তনের বিন্দু। ঐ বিন্দুতে চড়তির কাল শেষ হইয়া পড়তির কাল শুরু হয়। অধোগতি আরম্ভ হয়।

৫·১নং রেখাচিত্র



১. মন্দা[19]**:** মন্দার সময়ে কর্মহীনতা অত্যন্ত বাড়ে, এবং ভোগ্যদ্রব্য শিল্পগুলির উৎপাদন ক্ষমতার তুলনায় ভোগ্যপণ্যের চাহিদা হ্রাস পায়। ইহার ফলে শিল্পের উৎপাদন-ক্ষমতার অনেকখানি অলস বা অব্যবহৃত হইয়া পড়িয়া থাকে। কোন কোন দ্রব্যের দাম অপরিবর্তিত থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ দ্রব্যের দামই নিম্নমুখী হয়, আর কদাচিৎ কোন দ্রব্যের দামের ঊর্ধ্বগতি দেখা যায়। দ্রব্যসামগ্রীর গড় দামস্তর ধীরে ধীরে কমিতে থাকে। কারবারসমূহের মুনাফা কমিতে থাকে এবং অনেক কারবারে মুনাফার বদলে লোকসান দেখা দেয়। কারবারিগণের মনে ভবিষ্যত সম্পর্কে আস্থার[20] অভাব দেখা দেয় বলিয়া তাহারা এসময়ে নূতন বিনিয়োগের ঝুঁকি গ্রহণে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক হয়। ব্যাঙ্কগুলি যে সকল কারবারিগণকে ঋণ দেওয়ার উপযুক্ত বলিয়া মনে করে (অর্থাৎ যাহা-দিগকে ঋণ দিয়া ঐ ঋণদানের ঝুঁকি লওয়া যাইতে পারে বলিয়া তাহারা মনে করে) সেরূপ কারবারিগণের কেহই এসময়ে নূতন ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক নয় বলিয়া, ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ঋণ-দানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে এরূপ সময়ে অত্যধিক পরিমাণে নগদ অর্থ জমিয়া উঠে (অর্থাৎ, উহাদের হাতে নগদ তহবিলের[21] পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়)। এইরূপে মন্দার সময়ে নিয়োগ, আয়, দামস্তর, চাহিদা, উৎপাদন ও ঋণের পরিমাণ ইত্যাদি সকলই ক্রমাগত কমিতে থাকে। অবশেষে, এই ক্রমাগত মন্দার অবস্থা গভীর হইতে হইতে, কর্মোদ্যম শিথিল হইতে হইতে এক সময়ে চরমে পৌঁছায় এবং সমগ্র অর্থনীতি উহার চলচ্ছক্তি হারাইয়া ফেলে, দেশ গভীর মন্দার আবর্তে নিমজ্জিত হয়। একমাত্র আবশ্যিক ভোগ্যপণ্য শিল্প ও অত্যাবশ্যক শিল্পগুলি ছাড়া আর প্রায় সকল শিল্প ও অর্থনীতিক কার্যকলাপ স্তব্ধ হইয়া যায়। নিয়োগ, আয়স্তর, দামস্তর, চাহিদা উৎপাদন, ও মোট ব্যয় ইত্যাদি সকলই সর্বনিম্ন বিন্দুতে পৌঁছায়।

২. পুনরুন্নতি[22]**:** কিন্তু মন্দার সর্বনিম্ন বিন্দু আবার অবস্থার মোড় পরিবর্তনের বিন্দুও বটে। চরম মন্দার অবস্থায় কিছুদিন পর এক সময়ে এমন কিছু ঘটে যে, ধীরে ধীরে আবার শিল্পগুলিতে সাড়া জাগিতে আরম্ভ করে এবং একবার সাড়া জাগিলে,

19. Depression. 20. Lack of business confidence regarding future.
21. Cash balance. 22. Recovery or Revival.

পুনরুন্নতির শ্লথ পদক্ষেপ ধীরে ধীরে দৃঢ় হইতে থাকে ও গতিবেগ লাভ করিতে আরম্ভ করে। শিল্পের পুরাতন অকেজো যন্ত্রপাতিগুলির রদবদল দরকার হয়। কলকারখানার বন্ধ দুয়ারগুলি খুলিতে আরম্ভ করে। নিয়োগ, আয় এবং ভোগ্যপণ্যের উপর ব্যয় প্রভৃতি সকলই বাড়িতে শুরু করে। উৎপাদন বিক্রয় এবং মুনাফা বৃদ্ধি পাওয়ায় ভবিষ্যত সম্পর্কে কারবারিগণের মনে আশার সঞ্চার[23] হয়। কারবারিগণের মনে ভবিষ্যত সম্পর্কে হতাশার[24] পরিবর্তে আশার সঞ্চার হওয়ায়, যে সকল নূতন বিনিয়োগের কথা আগে ঝুঁকি-বহুল মনে হইয়াছিল, তাহা এখন আকর্ষণীয় মনে হয় এবং ফলে তাহারা ঐ সকল বিনিয়োগে হাত দেয়। চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে শিল্পগুলির অলস উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার ও কর্মহীন শ্রমিক নিয়োগ দ্বারা উৎপাদনও সহজে বাড়িতে আরম্ভ করে। দামস্তরের নিম্নগতি বন্ধ হইয়া উহাতে হয় স্থিতি নতুবা সামান্য ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা দেয়। এইরূপে পুনরুন্নতির সময়ে ধীরে ধীরে নিয়োগ, উৎপাদন, আয়, চাহিদা ও মোট ব্যয় ইত্যাদির ঊর্ধ্বগতি আরম্ভ হয়।

৩. চড়তি বা সমৃদ্ধি[25]: পুনরুন্নতির গতিবেগ বাড়িবার সাথে সাথে বিভিন্ন শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির নানান বিঘ্ন[26] দেখা দিতে আরম্ভ করে। শিল্পগুলির বিদ্যমান উৎপাদন ক্ষমতা পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগিয়া যায়; কতকগুলি প্রধান প্রধান সুদক্ষ শ্রেণীর শ্রমিকের অভাব অনুভূত হইতে থাকে; এবং কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামালের ঘাটতি দেখা দেয়। অব্যবহৃত উপকরণগুলির পরিমাণ ক্রমশ কমিতেছে বলিয়া (কারণ উহাদের ক্রমেই অধিক পরিমাণে কাজে লাগান হইতেছে), উহাদের নিয়োগ করিয়া সহজেই উৎপাদন বাড়ান ক্রমশ কঠিন হইয়া পড়ে। বিনিয়োগ না বাড়াইয়া এখন আর উৎপাদন বাড়ান চলে না এবং বিনিয়োগ বাড়াইতে গেলে উহা দ্বারা শুধু নিযুক্ত শ্রমিকগণেরই দক্ষতা বাড়ান যায় এবং একমাত্র উহার সাহায্যেই উৎপাদন বাড়ান সম্ভব হয়। চাহিদা বৃদ্ধির ফলে যতটা না উৎপাদন বাড়ে তদপেক্ষা দাম বাড়ে বেশি। কারণ, ধীরে ধীরে সর্বত্র উৎপাদন বাড়াইবার তাগিদে শ্রমের যোগানের তুলনায় চাহিদার আধিক্য দেখা দেয়। ফলে উৎপাদন খরচ বাড়ে, কিন্তু দামও বাড়ে এবং কারবারগুলি অত্যন্ত লাভজনক হইয়া ওঠে। দাম বাড়িতেছে বলিয়া কেবল কিছুদিন দ্রব্যসামগ্রী মজুত করিয়া রাখিলেই আর্থিক মুনাফা রোজগার করা যায় বলিয়া কোথাও লোকসান বড় একটা ঘটে না। বিনিয়োগ ব্যয় অত্যন্ত বেশি হইতে থাকে, বিনিয়োগ করিবার মত অর্থের তহবিলে টান ধরে[27] এবং ঋণযোগ্য তহবিলের অত্যধিক চাহিদার দরুন সুদের হারেরও ঊর্ধ্বগতি আরম্ভ হয়। কারবারিগণের মনে ভবিষ্যত সম্পর্কে জোরালো আশাবাদী মনোভাব জাগিবার ফলে তাহারা এমন সকল বিনিয়োগ করিতে আরম্ভ করে যাহা চলতি দামস্তর ও বিক্রয়ের পরিমাণের বিবেচনায় আদৌ যুক্তিসংগত নয়। কারণ, চলতি দামস্তর এরূপ অত্যন্ত উচ্চ স্তরে উঠিয়া যায় ও বিক্রয় এরূপ একটা সীমায় পৌঁছায় যে, উহার আর বৃদ্ধি দুরূহ হইয়া পড়ে, অথচ যে সকল নূতন বিনিয়োগ ঘটিতেছে তাহা লাভজনক হইতে হইলে দামস্তরের এবং বিক্রয়ের পরিমাণের আরও সবিশেষ বৃদ্ধির প্রয়োজন।

এইরূপে চড়তি বা সমৃদ্ধির সময়ে উৎপাদন, নিয়োগ, আয়, চাহিদা, মোট ব্যয় ও দামস্তর বৃদ্ধি পাইতে পাইতে একটা সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছায়। পূর্ণনিয়োগের পর্যায়ে পৌঁছাইবার পর আর উৎপাদন ও নিয়োগ বাড়িতে পারে না কিন্তু উৎপাদনের খরচ ও দামস্তর ক্রমাগত বাড়িতে থাকে। সাধারণ ভাবে যোগানের তুলনায় চাহিদার আধিক্য থাকে। দামের ক্রমাগত ঊর্ধ্বগতির ফলে বিক্রয় বাড়িতে বাড়িতে এক সময়ে উহা সর্বাধিক সীমায় পৌঁছায়, তাহার পর উহার আর বিশেষ বৃদ্ধি ঘটে না। কিন্তু আশাবাদী

23. Optimism. 24. Pessimism. 25. Boom or Prosperity.
26. **Bottlenecks.** 27. Shortage of investible funds.

মনোভাবের দরুন বিনিয়োগকারীরা মুনাফার লোভে উন্মত্তের ন্যায় ক্রমাগত বিনিয়োগ বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে থাকে। ইহাতে এক কৃত্রিম চাহিদার আধিক্য সৃষ্টি হয়।

৪. পড়তি বা অবনতি[২৮]**ঃ** অবশেষে এক সময়ে চড়তি বা সমৃদ্ধির কাল হঠাৎ শেষ হয়। যে বিন্দুতে চড়তি শেষ হইয়া পড়তি বা অবনতি আরম্ভ হয় তাহাই উপরের মোড় পরিবর্তন বিন্দু। এতদিন ধরিয়া যথেষ্ট বিক্রয় না হওয়া সত্ত্বেও, ক্রমাগত দামস্তর বৃদ্ধির দরুন হিসাবপত্রে কাগজে মুনাফার অঙ্কে প্রলুব্ধ হইয়া ও ভবিষ্যত সম্পর্কে অত্যন্ত আশাবাদী মনোভাবের বশবর্তী হইয়া বিনিয়োগকারীরা যে আর্থিক বিনিয়োগ করিয়া চলিয়াছিল এবং কারবারীরা আরো বেশি দামে বেচিবার আশায় যে বিপুল মজুত-সম্ভার ধরিয়া রাখিয়াছিল, দামস্তরের আকাশছোঁয়া পরিস্থিতিতে এক সময়ে হঠাৎ তাহাদের মনেও আশংকার সঞ্চার হয় যে, হয়তো ঐ দামে উহার সবটা বিক্রয় করা সম্ভব হইবে না। যে মুনাফার উচ্চাশার বশবর্তী হইয়া বিনিয়োগকারীরা উন্মত্তের ন্যায় এতদিন বিনিয়োগ করিয়াছে তাহারা একদিন সহসা আবিষ্কার করে যে তাহাদের আশা পূর্ণ হইতেছে না, বিক্রয় যথেষ্ট না হওয়ায় আকাঙ্ক্ষিত মুনাফা ঘটিতেছে না। যে মুহূর্তে তাহাদের এরূপ চেতনা জাগে, সে মুহূর্তেই তাহাদের মনে আশাবাদী মনোভাবের হঠাৎ পরিবর্তন ঘটিয়া আশা ভঙ্গ হইয়া ভবিষ্যত সম্পর্কে নিরাশা বা হতাশাবাদী মনোভাব জাগে। চড়তি বা সমৃদ্ধির বুদ্বুদ ফাটিয়া গিয়া পড়তির কাল আরম্ভ হয়। এবং একবার পড়তি বা অবনতি আরম্ভ হইলে উহাও ক্রমশ গতিবেগ লাভ করিতে থাকে। আগে যখন ক্রেতারা কিনিতে ব্যগ্র ছিল কিন্তু আকাশছোঁয়া দামের জন্য কিনিতে পারিতেছিল না, এবং বিক্রেতারা বিক্রয়ে অনিচ্ছুক ছিল, এখন হঠাৎ সেই বিক্রেতারা বিক্রয়ে ব্যগ্র হইয়া পড়ে এবং কিছুটা কম দামেই তাহারা বেচিতে চায়। আর দাম আরও কমিবে মনে করিয়া ক্রেতারা এখন ক্রয়ে অনিচ্ছা দেখায়। ইহাতে দাম আরও পড়িয়া যায়। এইভাবে হঠাৎ চড়তির বাজারের চড়া দাম পড়িয়া যায় ও উহার নিম্নগতি আরম্ভ হয়। ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা কমে। যে বিনিয়োগ লোভনীয় ছিল তাহা এখন লোকসানজনক মনে হয়। বিক্রয় ও দাম যখন বেশি ছিল, ঊর্ধ্বগামী ছিল, তখন যে চড়া সুদের হার সহজেই বহন করা সম্ভব বলিয়া মনে হইত, তাহা এখন গুরুভার বলিয়া মনে হয়। বিপুল লোকসানের দরুন একের পর এক কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলি দেউলিয়া হইতে ও দরজা বন্ধ করিতে থাকে। ফলে উৎপাদন ও নিয়োগ কমিতে থাকে এবং উহার সহিত আয় ও মোট ব্যয়ও কমিতে থাকে। চাহিদা যতই কমে অবশিষ্ট কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলি ততই আরও বিপাকে পড়ে। দাম ও মুনাফা দ্রুত কমিয়া গিয়া নূতন বিনিয়োগ প্রায় নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়। এমনকি চাহিদার হ্রাসের দরুন যন্ত্রপাতিগুলির পরিপূর্ণ ব্যবহার ঘটে না বলিয়া অলস উৎপাদন ক্ষমতার উৎপত্তি হওয়ায়, এবং উহার ক্রমশ বৃদ্ধি পায় বলিয়া উৎপাদনকারীরা পুরাতন যন্ত্রপাতির রদবদলের সময় উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও উহাতে হাত দেয় না। ধীরে ধীরে অবস্থার আরও অবনতি ঘটিতে থাকে এবং পড়তির অবস্থা মন্দার অবস্থায় পরিণত হয়। এইরূপে পড়তির সময়ে উৎপাদন, আয়, চাহিদা, মোট ব্যয় দামস্তর ইত্যাদি সকলই হ্রাস পাইতে শুরু করে।

বাণিজ্য চক্রের চারিটি পর্যায়ের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখযোগ্যঃ ১. সাধারণত মন্দা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় এবং উহা সামাজিকভাবে যেমন বেদনাদায়ক (ব্যাপক কর্মহীনতার দরুন) তেমনি অর্থনীতিকভাবে অত্যন্ত ক্ষতিকর (উৎপাদন ক্ষমতার অব্যবহার ও উপকরণ-সমূহের ব্যবহারের অভাবের দরুন)।

২. পুনরুন্নতি অত্যন্ত ধীরে ধীরে শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে উহা গতিবেগ

28. Recession or Slump.

লাভ করে। অনেক সময় পুনরুন্নতি অকস্মাৎ গতিবেগ হারাইয়া পুনরায় পড়তি বা অবনতি দেখা দেয়।

৩. চড়তি বা সমৃদ্ধি অত্যন্ত বিপুল পরিমাণ ও ব্যস্ততাপূর্ণ কারবারী লেনদেন ও ক্রয়বিক্রয় এবং পূর্ণনিয়োগ দ্বারা চিহ্নিত হয়। এবং সহসা উহার অবসান ঘটে।

৪. পড়তির সময় অবস্থার অত্যন্ত দ্রুত অবনতি ঘটিতে থাকে।

বাণিজ্য বা কারবারী চক্রের তত্ত্বসমূহ

THEORIES OF TRADE OR BUSINESS CYCLES

বাণিজ্য চক্রের কারণ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া যে সকল তত্ত্ব রচিত হইয়াছে উহাদের দুইভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা,—(১) অনার্থিক তত্ত্বসমূহ[২৯] এবং (২) আর্থিক তত্ত্বসমূহ[৩০]।

অনার্থিক তত্ত্বগুলির মধ্যে জেভোন্স্-এর আবহাওয়া তত্ত্ব[৩১], পিগুর মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব[৩২] এবং স্যুম্পিটারের নূতন উদ্ভাবনের বাণিজ্যিক প্রয়োগ তত্ত্ব[৩৩] উল্লেখযোগ্য।

অনার্থিক তত্ত্বসমূহ: (১) জেভোন্স্-এর মতে সূর্যের কলঙ্ক মধ্যে মধ্যে বাড়ে এবং উহার ফলে আবহাওয়ায় তাপমাত্রা হ্রাসের দরুন যথেষ্ট পরিমাণ উপযুক্ত তাপ ও বৃষ্টিপাতের অভাবে কিছুদিন পর পর ফসলের ক্ষতি হয়। ইহাতে কৃষকগণের আয় কমিবার দরুন চাহিদা কমে ও কারবারী জগতে মন্দা দেখা দেয়। আর ফসল ভাল হইলে ইহার বিপরীত অবস্থা—সমৃদ্ধি দেখা দেয়। এইরূপে কমবেশি নিয়মিত ভাবে অনুকূল ও প্রতিকূল আবহাওয়ার দরুন বাণিজ্য চক্রের উৎপত্তি ঘটে। কিন্তু, কৃষি ও শিল্পের ভাগ্য পরস্পর জড়িত হইলেও, যদি আবহাওয়ার দরুনই একমাত্র কৃষির মধ্য দিয়া বাণিজ্য চক্রের উৎপত্তি ঘটিত, তবে শিল্প-প্রধান দেশে বাণিজ্য চক্রের প্রাধান্য দেখা যাইত না। তাই বহুকাল পূর্বেই এই তত্ত্বটি অসার বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে।

(২) **অধ্যাপক পিগুর** মতে, কারবারিগণের মনোভাব অনবরত ভবিষ্যত সম্পর্কে আশা ও নিরাশার দুই প্রান্ত সীমার মধ্যে ঘড়ির দোলক-এর মত দুলিতেছে। তাহাদের আশাবাদী মনোভাব হইতে চড়তি বা সমৃদ্ধির এবং নিরাশাবাদী মনোভাব হইতে পড়তি ও মন্দার সূচনা হয়। কিন্তু, কারবারিগণের আশাবাদী ও নিরাশাবাদী মনোভাবের মনস্তত্ত্ব বাণিজ্যচক্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিলেও উহা কারবারী পরিস্থিতির কারণ বলিয়া গণ্য না করিয়া ফলস্বরূপ গণ্য করাই সঠিক। তাহা ছাড়া কেনই বা সহসা আশা হইতে নিরাশায় কিংবা নিরাশা হইতে আশায় মনোভাবের পবিবর্তন ঘটে তথা নিচের ও উপরের মোড় পরিবর্তন বিন্দুর কারণ কি, তাহাও, পিগুর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে অক্ষম।

(৩) **স্যুম্পিটারের** মতে, কোন নূতন দ্রব্য, উৎপাদনের নূতন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া, উৎপাদন ও কারবারের নূতন সংগঠন পদ্ধতি, নূতন বাজার, কাঁচামালের নূতন কোন উৎস ইত্যাদির উদ্ভাবন ও ব্যবহার ঘটিলে, এক কথায়, নূতন উদ্ভাবনের বাণিজ্যিক প্রয়োগ ঘটিলে, উহার দ্বারা চাহিদা বা যোগানের অথবা উভয়ের অবস্থা পরিবর্তিত হইতে পারে। ইহার ফলে, উদ্যোক্তাগণের আশা কিংবা বাস্তব পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিতে পারে এবং তাহা তাহাদের কারবারী হিসাবনিকাশের, কর্মসূচীর পরিবর্তন ঘটাইতে পারে। ইহাতে অর্থনীতিক ব্যবস্থায় ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটিতে পারে এবং ভিন্নতর ভারসাম্যে পৌঁছিবার জন্য তখন উহার পক্ষে (অর্থনীতিক কার্যাবলীর) প্রয়োজনীয় পরিমাণে সংশোধন আবশ্যক হইয়া পড়ে। ইহাই বাণিজ্যচক্রের আবির্ভাবের মূল কারণ বলিয়া স্যুম্পিটার মনে করেন। যেমন, পূর্ণনিয়োগের অবস্থায় কোন নূতন দ্রব্যের উদ্ভাবন ও বাণিজ্যিক প্রচলন ঘটিলে, নূতন শিল্পে বিনিয়োগ ঘটিবে ও উৎপাদনের উপাদানসমূহের চাহিদা

29. Non-monetary Theories. 30. Monetary Theories.
31. Climatic Theory. 32. Psychological Theory.
33. Schumpeter's Theory of Innovations.

এবং সে কারণে উহাদের দাম বাড়িবে। ইহাতে পুরাতন শিল্পগুলির উৎপাদন খরচ বাড়িবে। সেহেতু দামস্তর বাড়িবে। নূতন দ্রব্যটি উহার চাহিদা সৃষ্টিতে সক্ষম হইলে চড়া দামে বাজারে বিক্রয় হইবে এবং উহার উৎপাদক উদ্যোক্তাগণের প্রচুর মুনাফা ঘটিবে। নূতন শিল্পে বিনিয়োগ ঘটাইতে গিয়া ব্যাঙ্ক ঋণেরও প্রসার ঘটিবে। এইরূপে নূতন দ্রব্যের বাণিজ্যিক প্রয়োগ সফল হইলে দামস্তর, বিনিয়োগ, উৎপাদন, আয়, ঋণ ইত্যাদি বৃদ্ধি পাইবে এবং চড়তির বাজারের সৃষ্টি হইবে। ইহার পর অবশেষে নূতন দ্রব্যটির উৎপাদন সবিশেষ বাড়িলে উহার দাম কমিবে, ঐ শিল্পের চড়া মুনাফার হার কমিবে এবং শেষ পর্যন্ত তাহা লুপ্ত হইবে। তখন আসিবে পড়তির বাজার। **পুনরুত্থান ও চড়তি বা সমৃদ্ধির কাল হইল নূতন বিনিয়োগ প্রবাহ দ্বারা পুরাতন ভারসাম্য ত্যাগ করিয়া নূতন ভারসাম্যের পথে অগ্রসর হইবার কাল আর পড়তি ও মন্দা হইল নূতন ভারসাম্যে উপনীত হইবার কাল।** এইরূপে কিছু কাল পর পর নূতন উদ্ভাবনের বাণিজ্যিক প্রয়োগ-তরঙ্গের জোয়ার ভাটায় চড়তি বা সমৃদ্ধি, পড়তি, মন্দা ও পুনরুত্থতির তথা বাণিজ্য চক্রের আবর্তন ঘটে।

শিল্পবিপ্লব, উপনিবেশসমূহের প্রতিষ্ঠা (কাঁচামালের উৎস ও বাজার), রেলপথ প্রবর্তন, মোটরগাড়ীর উদ্ভাবন প্রভৃতি ঘটনা অতীতে এইরূপ নূতন উদ্ভাবনের সফল বাণিজ্যিক প্রয়োগের বাস্তব দৃষ্টান্ত এবং অতীতকালের বহু বাণিজ্যিক চক্রের সৃষ্টির সহিত জড়িত, সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি কেবল নূতন উদ্ভাবনের বাণিজ্যিক প্রয়োগকেই বাণিজ্য চক্রের একমাত্র কারণ বলিয়া আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন না।

বাণিজ্যচক্রের হিক্‌সীয় অনার্থিক তত্ত্বটি সবশেষে আলোচনা করা হইয়াছে।

বাণিজ্য চক্রের আর্থিক তত্ত্বসমূহ
MONETARY THEORIES OF TRADE CYCLE

আধুনিক অর্থবিজ্ঞানিগণের ধারণা এই যে, অর্থনীতির চক্রাকার উত্থানপতনের কারণ-গুলির মধ্যে অর্থের একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা আছে। তাহা বাদ দিয়া বাণিজ্য চক্রের কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নহে। সকল আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীই এ বিষয়ে একমত যে, কারবারী কার্যকলাপের এই ওঠানামার একটি প্রধান লক্ষণ হইল মুদ্রা ব্যবস্থার সংকোচন-সম্প্রসারণ। অর্থের যোগান বৃদ্ধি ব্যতীত চক্রাকারে সম্প্রসারণশীল অর্থনীতির কোন ঊর্ধ্বগতি সম্ভব হয় না। কিন্তু সেই সঙ্গে অধিকাংশ অর্থবিজ্ঞানী ইহাও মনে করেন যে, অর্থনীতির এই চক্রাবর্তনে অর্থের ভূমিকাটি সক্রিয় নহে, নিষ্ক্রিয়।

কোন না কোন রূপে অর্থের ভূমিকাকে স্বীকার করিয়া বাণিজ্য চক্রের যে সকল তত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে উহাদের মধ্যে হট্রের[৩৪] বিশুদ্ধ আর্থিক তত্ত্ব, কীন্‌সের বাণিজ্যচক্র তত্ত্ব (বা সঞ্চয় বিনিয়োগ তত্ত্ব) এবং হিক্‌সের বাণিজ্য চক্র তত্ত্ব সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

বাণিজ্যচক্র সম্পর্কে হট্রের বিশুদ্ধ আর্থিক তত্ত্ব
HAWTREY'S PURE MONETARY THEORY OF TRADE CYCLE

হট্রে মনে করেন যে, বাণিজ্য চক্রের জন্য সমাজের অর্থ ব্যবস্থা, বা আরও সুনির্দিষ্ট ভাবে বলিতে গেলে বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ এবং একমাত্র দায়ী। সংক্ষেপে তাঁহার তত্ত্বটি এই যে, জাতীয় আর্থিক আয় হইতেই সমাজের যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাহিদার উৎপত্তি ঘটে। কারণ, জাতীয় আয় হইল ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়ের সমষ্টি। সমাজের সকলে যে কোন নির্দিষ্ট সময়ে যে আয় উপার্জন করে, উহা ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়ের দ্বারাই সৃষ্ট হয়। যতক্ষণ সমাজের এই আর্থিক আয়-ব্যয় প্রবাহ অপরিবর্তিত থাকে, ততক্ষণ অর্থনীতিও সামগ্রিকভাবে স্থিতিশীল থাকে। কিন্তু সমাজের এই আর্থিক (আয়-ব্যয়) প্রবাহ অক্ষুণ্ণ থাকে না। অলস নগদ তহবিল পরিত্যাগ[৩৫] কিংবা

34. R. G. Hawtrey. 35. Dishoarding of idle cash balance.

ব্যাঙ্ক ঋণের সৃষ্টির ফলে আর্থিক আয়-ব্যয় প্রবাহ বা দ্রব্যসামগ্রীর মোট কার্যকর চাহিদা স্ফীত হইয়া এক ঊর্ধ্বগতির সৃষ্টি করে। তেমনি আবার, অলস নগদ তহবিলের বৃদ্ধি অথবা ব্যাঙ্ক ঋণের সংকোচন দ্বারা চলতি উৎপাদনের মোট আর্থিক চাহিদা সংকুচিত হয় এবং এক অধোগতি ও মুদ্রা সংকোচনের অবস্থা সৃষ্টি করে। এই ভাবে, হট্রের মতে, জাতীয় আর্থিক প্রবাহের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে বাণিজ্য চক্রের সৃষ্টি হয়। সুতরাং উহাকে একটি বিশুদ্ধ আর্থিক বিষয় রূপেই গণ্য করা উচিত।

হট্রের তত্ত্বে তিনটি বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছেঃ (১) অর্থনীতিতে পাইকারী ব্যবসায়িগণের চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং বাট্টার হার পরিবর্তনের প্রতি তাহাদের অত্যন্ত বেশি স্পর্শকাতরতা; (২) মোট আর্থিক চাহিদার প্রবাহে পরিবর্তন; এবং (৩) তথাকথিত বহির্গামী অপচয় ও ব্যাঙ্ক তহবিলের প্রত্যাবর্তন।

হট্রের মতে, ব্যাঙ্কগুলির হাতে অত্যধিক নগদ তহবিল জমিয়া উঠিলে উহারা খাতকগণকে ঋণগ্রহণে উৎসাহিত করিবার জন্য সুদের হার বা বাট্টার হার কমাইয়া দেয়। বাট্টার হারের হ্রাসের দ্বারা পাইকারী ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত উৎসাহিত হয় এবং বাট্টার হারেব প্রতি তাহাদের স্পর্শকাতরতার কারণ এই যে, তাহারা প্রধানত ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ লইয়া পণ্য মজুত করে। বিপুল মজুতসম্ভারের মূল্যের একটি সামান্য শতাংশ রূপে তাহারা লাভ করে বলিয়া ব্যাঙ্ক ঋণের সুদের (অথবা বাট্টার) হারের সামান্য পরিবর্তনে তাহাদের মুনাফা অত্যধিকরূপে প্রভাবিত হয়।

ব্যাঙ্কের সুদের হার কমিলে পাইকারী ব্যবসাযীরা আরও বেশি পরিমাণে পণ্য মজুত করিবার উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক হইতে অধিক ঋণ লইতে উৎসাহিত হয়।

পাইকারী ব্যবসায়িগণের নিকট হইতে অধিক পরিমাণে পণ্যের ফরমাশ[৩৬] পাইলে উৎপাদকগণ পণ্য উৎপাদনের মাত্রা বাড়ায় এবং সেজন্য অধিক শ্রমিক নিয়োগ করে। এজন্য উৎপাদকগণের ব্যয়ের ফলে উপাদানগুলির আয় বাড়ে। এইরূপে ব্যাঙ্কগুলি যে অতিরিক্ত পবিমাণে ঋণ সৃষ্টি করিয়া ব্যবসায়িগণকে উহা ধার দিযাছে তাহার সবটাই অতিরিক্ত পণ্য উৎপাদনে নিযুক্ত উপাদানগুলি মজুরি, সুদ, খাজনা ও মুনাফার আকারে আয়রূপে হস্তগত করে। এই আয়ের সামান্য অংশ হাতে নগদ তহবিল রূপে রাখিলেও উহার অধিকাংশই আবার ঐ সকল উপাদানের মালিকগণ ব্যবসায়িগণের নিকট হইতে পণ্য কিনিতে ব্যয় করে। ইহাতে ব্যবসায়িগণের মজুতসম্ভার কমিয়া যায়। এইভাবে সুদের হার কমিযা গেলে আরও বেশি পরিমাণে পণ্য মজুত করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া ব্যবসায়ীরা ভোগকারিগণের যে নূতন চাহিদা সৃষ্টি করে. তাহাতে তাহাবা যত দ্রুত তাহাদের মজুত-সম্ভার গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করে ঠিক তত দ্রুতই তাহাদের ঐ মজুতসম্ভার কমিতে থাকে। তখন তাহারা পুনরায় আরও ব্যাংকঋণ সংগ্রহ করিয়া আরও পণ্য মজুত করিবার চেষ্টা করে এবং ফলে উৎপাদনকারিগণ আরও উৎপাদন বাড়ায় ও আরও লোক নিয়োগ করে। ফলে দেশে আর্থিক আয় ও ব্যয় আরও বাড়ে এবং আবার মজুতসম্ভার হ্রাস পায়। এইভাবে চক্রাকারে ব্যাঙ্কঋণের সম্প্রসারণ, অলস নগদ তহবিল পরিত্যাগ, মজুত-সম্ভার বৃদ্ধি, নিয়োগ বৃদ্ধি, আয় বৃদ্ধি, ব্যয় বৃদ্ধি, মজুতসম্ভার হ্রাস, পুনরায় ব্যাঙ্ক-ঋণের সম্প্রসারণ ইত্যাদি পুনঃ পুনঃ ঘটিতে থাকে ও অর্থনীতির পুনরুন্নতি ও ঊর্ধ্বগতি আরম্ভ ও ক্রমশঃ শক্তিশালী হইতে থাকে এবং এক সময়ে অর্থনীতি চড়তি বা সমৃদ্ধির পর্যায়ে পৌঁছাইয়া আরও সম্প্রসারণের পথে ধাবিত হইতে থাকে।

যদি ব্যাঙ্কগুলি সীমাহীনভাবে তাহাদের ঋণ সম্প্রসারণ করিতে পারিত তবে হয়ত এই ঊর্ধ্বগতি অব্যাহত থাকিত। কিন্তু একসময়ে ব্যাঙ্কগুলির নগদ তহবিল নিঃশেষিত হইবার আশংকা দেখা দেয় এবং তখন তাহারা নূতন ঋণপ্রার্থিগণকে নিরুৎসাহিত করিবার

36. Orders.

জন্য শুধু নূতন ঋণের আবেদনই নাকচ করে না, পুরাতন ঋণও ফেরত চাহিতে শুরু করে এবং সুদের হার বাড়াইয়া দেয়। ইহার ফলে ঋণের যে সংকোচন আরম্ভ হয় তাহা দামস্তর, আর্থিক আয় এবং শেষ পর্যন্ত পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার উপর চাপ দেয়। পাইকারী ব্যবসায়ীরা তখন তাহাদের মজুতসম্ভার কমাইবার জন্য উৎপাদনকারিগণকে পণ্যের ফরমাশ কমাইয়া দেয় এবং ইহাতে ব্যাংকের কাছে তাহাদের ঋণের পরিমাণ হ্রাস পায়। উৎপাদকগণ তখন উৎপাদনের মাত্রা ও নিয়োগ কমাইয়া দেয়। ইহাতে উপাদান-গুলির আর্থিক আয় এবং পণ্যসামগ্রীর জন্য উহাদের (মালিকগণের) চাহিদা ও আর্থিক ব্যয় হ্রাস পায়। এইরূপে পড়তি ও মন্দার, অধোগতির সূচনা হয় এবং এজন্য ব্যাংক-ঋণের সংকোচনই একমাত্র দায়ী।

অতএব, এককথায় বলিতে গেলে, হট্রের মতে (ব্যাঙ্ক) ঋণের অন্তর্নিহিত অস্থিরতাই[37] বাণিজ্য চক্রের মূল কারণ। অর্থনীতিক কার্যকলাপ ঋণের সম্প্রসারণ ঘটায়, ঋণের সম্প্রসারণ চাহিদা বাড়ায়, বর্ধমান চাহিদা পুনরায় অর্থনীতিক কার্যকলাপের সম্প্রসারণ ঘটায়। মন্দা ঋণগ্রহণকে নিরুৎসাহিত করে, ঋণের সংকোচন চাহিদাকে সংকুচিত করে, সংকুচিত চাহিদা মন্দাকে তীব্রতর করে। ইহাই হট্রের যুক্তি।

সমালোচনা: যুক্তি-শৃঙ্খলের দিক দিয়া হট্রের বক্তব্য সঠিক হইলেও, তাঁহার কতকগুলি অনুমিত শর্ত বাস্তব তথ্যের বিরোধী এবং সেজন্য তাঁহার তত্ত্বের গুরুত্বহানি ঘটিয়াছে।

১. হট্রে পাইকারী ব্যবসায়িগণের ভূমিকা যতটা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করিয়াছেন, বাস্তবে উহা তত গুরুত্বপূর্ণ নহে। ১৯১৪ সালের পূর্বেকার ইংলণ্ডে তাহারা হয়তো গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছিল, কিন্তু বর্তমানে কোথাও তাহাদের সে গুরুত্ব আর নাই। তাহা ছাড়া আধুনিক কালে পাইকারী ব্যবসায়ীরা নিজ পুঁজির সাহায্যেও মজুতসম্ভার ধারণ করিয়া থাকে (যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে)।

২. সুদের হারের পরিবর্তনের প্রতি পাইকারী ব্যবসায়িগণের স্পর্শকাতরতা সম্পর্কে হট্রের ধারণা সম্পূর্ণ ঠিক নহে। যে সকল ব্যবসায়িগণ নিজ পুঁজির দ্বারা মজুতসম্ভার ধারণ করে, তাহারা মোটেই সুদের হারের পরিবর্তনে স্পর্শকাতর হয় না। যে সকল ক্ষেত্রে তাহারা ব্যাঙ্কঋণের সাহায্যে মজুতসম্ভার ধারণ করে, সে ক্ষেত্রেও সুদের হারের পরিবর্তনটি যদি তাহারা নিতান্ত সাময়িক বলিয়া মনে করে, তবে উহা দ্বারা তাহারা আদৌ প্রভাবিত নাও হইতে পারে। কিংবা সুদের হারের পরিবর্তন সত্ত্বেও, তাহাদের বিক্রয়ের পরিমাণ যদি অপরিবর্তিত থাকে, তবে তাহারা তাহাদের মজুতসম্ভারের আয়তনে কোন পরিবর্তন করিতে চাহিবে না। তাহা ছাড়া, সাধারণত দামের পরিবর্তন ঘটিতে থাকিলেই সুদের হারের পরিবর্তন করা হয়। সেরূপ ক্ষেত্রে দাম যখন বাড়িতেছে, সে সময় সুদের হার বাড়ান হইলে তাহাতে ব্যবসায়ীরা ঋণগ্রহণ হইতে নিরস্ত হইবে না। কারণ তাহারা তাহাদের খরচ বৃদ্ধির সাথে সাথে তাহাদের পণ্যের দামও বাড়াইয়া দিবে। তেমনি দাম যখন কমিতেছে, তখন তাহারা সুদের হার কমিবার সাথে সাথে পণ্যের দামও কমাইবে।

৩. বাণিজ্য চক্রকে নিছক আর্থিক কারণ সঞ্জাত ঘটনা বলিয়া মনে করিয়া হট্রে ভুল করিয়াছেন। ব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতে নগদ তহবিলের বহির্গামী অপচয়-ই শুধু সমৃদ্ধি বা চড়তির পরিস্থিতিতে ছেদ ঘটাইবার একমাত্র কারণ নহে। ব্যাঙ্কগুলির নগদ তহবিল নিঃশেষিত হইবার অনেক আগেই আরও অন্যান্য অনেক বিষয়ের দরুন অর্থনীতির ঊর্ধ্বগতি বন্ধ হইতে পারে।

৪. হট্রের বিশ্লেষণের অনেকখানি তাঁহার 'ঋণের অন্তর্নিহিত অস্থিরতার' ধারণার

37. Inherent instability.

উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ব্যাঙ্কঋণ যে স্বভাবতঃই অস্থির, এই ধারণাটি বর্তমানে পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং বাস্তব ঘটনা এই যে, ব্যাঙ্কগুলির অর্থের অধিকাংশই বা একটা বড় অংশই বর্তমানে সরকারী ঋণপত্রে লগ্নী করা থাকে। ফলে ব্যাঙ্ক ঋণের ঐ চরিত্র বর্তমানে অনেকটাই পরিবর্তিত হইয়াছে।

উপসংহারে বলা যায় যে, বাণিজ্যচক্র সম্পর্কে তাঁহার তত্ত্বটি গ্রহণযোগ্য না হইলেও, তিনি যে তাঁহার তত্ত্বে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সংকোচন-সম্প্রসারণে ঋণ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উপর যথেষ্ট আলোকপাত করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বাণিজ্য চক্রের জন্য ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাকেই সর্বতোভাবে দায়ী করিলে ভুল হইবে বটে, কিন্তু ব্যাঙ্ক-গুলির ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতার উপর কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ জারী করিতে পারিলে কারবারী কার্যকলাপে অত্যধিক অস্থিরতা যে খানিক পরিমাণে কমান সম্ভব তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাণিজ্য চক্রের কীনসীয় তত্ত্ব
THE KEYNESIAN THEORY OF TRADE CYCLE

কীন্‌স পৃথকভাবে বাণিজ্য চক্রের কোন স্বতন্ত্র তত্ত্ব রচনা করিয়া যান নাই। বাণিজ্য চক্র সম্পর্কে তাঁহার যাহা কিছু চিন্তা ও বক্তব্য তাহা তাঁহার 'সাধারণ তত্ত্বে'র মধ্যে নিহিত। এসম্পর্কে তাঁহার যাহা বক্তব্য তাহা এই যে, "সুদের হারের তুলনায় পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার হ্রাসবৃদ্ধির ভিত্তিতে বাণিজ্য চক্রের বিশ্লেষণে ও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।"[৩৮] ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, সুদের হারকে কীন্‌স বাণিজ্য চক্রের অন্যতম প্রধান উপাদান বলিয়া গণ্য করেন। সেহেতু, কীনসীয় বাণিজ্য চক্রের তত্ত্বকে আর্থিক তত্ত্বরূপে গণ্য করা যায়। তবে ইহা হট্রের তত্ত্বের ন্যায় বিশুদ্ধ আর্থিক তত্ত্ব নহে।

অধ্যাপক হিক্‌স্ কীনসীয় বাণিজ্য চক্র তত্ত্বের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, আমরা এখানে সংক্ষেপে তাহাই আলোচনা করিব। কীন্‌সের সঞ্চয়-বিনিয়োগ নগদ পছন্দ তত্ত্ব ও বিখ্যাত ঊর্ণাভ উপপাদ্য ও রেখাচিত্রের[৩৯] সাহায্যে হিক্‌স কীনসীয় বাণিজ্য চক্রের এই ব্যাখ্যাটি দিয়াছেন।

সারাংশঃ তত্ত্বটির সারাংশ এই যে, সঞ্চয়-বিনিয়োগ সমতার ভারসাম্য রেখা এবং নগদ অর্থরেখা পরস্পরকে ছেদ করিয়া ছেদ বিন্দুতে একই সঙ্গে ভারসাম্য সুদের হার ও আয়ের স্তর নির্ধারণ করে। কিন্তু অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ঘটনাবলীর মধ্যে সময়ের ব্যবধানের[৪০] দরুন, ঐ দুইটি রেখার ছেদবিন্দুতে যে ভারসাম্য অবস্থা নির্দিষ্ট হয় তাহা অস্থিতিশীল হইয়া পড়ে এবং ইহা হইতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মাকড়সার জালের আকারে সংকোচন সম্প্রসারণের, হ্রাসবৃদ্ধির উৎপত্তি ঘটে।

ব্যাখ্যাঃ আমরা প্রথমে সুদের হার ও আয়ের মধ্যে দুইটি বিভিন্ন প্রকৃতির সম্পর্ক দুইটি পৃথক জাতীয় রেখার সাহায্যে ব্যাখ্যা করিয়া লইব।

প্রথমে ধরা যাক, সঞ্চয়-বিনিয়োগ সমতার ভারসাম্য রেখার কথা। আমরা জানি সুদের হার ও পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা, এই দুইটি বিষয়ের দ্বারা বিনিয়োগের স্তর বা মাত্রা নির্ধারিত হয় এবং বিনিয়োগের বৃদ্ধি ও ভোগ অপেক্ষক দ্বারা আয়ের স্তর বা মাত্রা নির্ধারিত হয়। এখন যদি ভোগ অপেক্ষক ও পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা অপরিবর্তিত থাকে, তবে সুদের হার (r) ও আয় (y), উভয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হইবে।

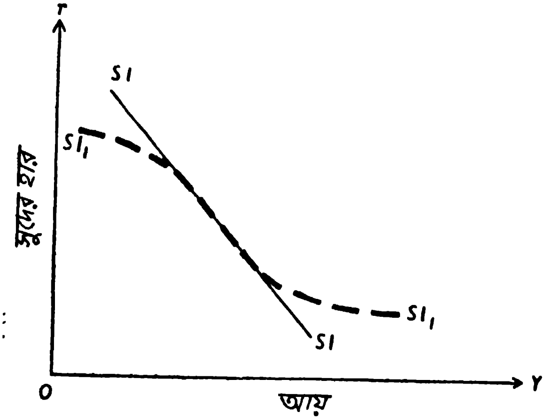
৫·২নং রেখাচিত্রে SISI রেখাটি এই সম্পর্ক নির্দেশ করিতেছে। এই রেখাটির প্রতি বিন্দু একটি আয়ের মাত্রা বা স্তর নির্দেশ করিতেছে এবং ঐ স্তরে এক একটি পৃথক সুদের হারে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পরের সমান। এই রেখাটি বাম হইতে দক্ষিণে

38. "The trade cycle can be described and analysed in terms of the fluctuations of the marginal efficiency of capital relatively to the rate of interest." Keynes, J. M.
39. Savings-Investment Liquidity Cobweb diagram. 40. Time lags.

নিম্নগামী, কারণ সুদের হার কমিলে বিনিয়োগ বাড়ে এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির দরুন আয় বাড়ে।

আমরা যদি ধরিয়া লই যে, আর্থিক মজুরি অপরিবর্তিত রহিয়াছে। তবে SISI রেখাটি ৫·২নং রেখাচিত্রে যেমন সরলরেখার আকার ধারণ করিয়াছে, সেরূপ আকৃতি-বিশিষ্ট হইবে। কিন্তু আমরা যদি ধরিয়া লই যে, আর্থিক মজুরি খানিক পরিমাণে পরিবর্তনীয়, তবে রেখাটি SI_1 SI_1 রেখার মত আকার গ্রহণ করিবে এবং বামে উপরে ও দক্ষিণে নিচের দিকে খানিকটা অপেক্ষাকৃত কম ঢালসম্পন্ন হইবে। অর্থাৎ রেখাটি দুইটি প্রান্তে অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক হইবে। ইহার অর্থ এই যে, আর্থিক মজুরির হার পরিবর্তনশীল হইলে, চড়তি, সমৃদ্ধি বা সম্প্রসারণের সময়, সুদের হার যখন বেশি থাকে তখন আর্থিক মজুরি আনুপাতিক ভাবে বাড়ে বলিয়া আর্থিক আয় অপেক্ষাকৃত বেশি বৃদ্ধি পায়। সেরূপ, সংকোচনের বা মন্দার সময় সুদের হার কমিলে আর্থিক আয় অপেক্ষাকৃত বেশি কমে কারণ তখন পরিবর্তনীয় মজুরি যে অনুপাতে হ্রাস পায়, আর্থিক আয়ও সে অনুপাতে কমে। ইহার ফলে সঞ্চয়-বিনিয়োগ রেখাটি দুই প্রান্তে অধিক স্থিতিস্থাপক হয়, যেমন SI_1SI_1 রেখাটি দেখান হইয়াছে। এইভাবে আমরা সঞ্চয়-বিনিয়োগ সমতার ভারসাম্য রেখা হইতে সুদের হার (r) ও আয়ের (y) মধ্যে এক প্রকার সম্পর্ক দেখিতে পাইতেছি। এবার আমরা এই সঞ্চয়-বিনিয়োগ রেখা SI_1SI_1 রেখাটিকে মূল্য তত্ত্বের চাহিদা রেখা রূপে গ্রহণ করিব।

৫·২নং রেখাচিত্র

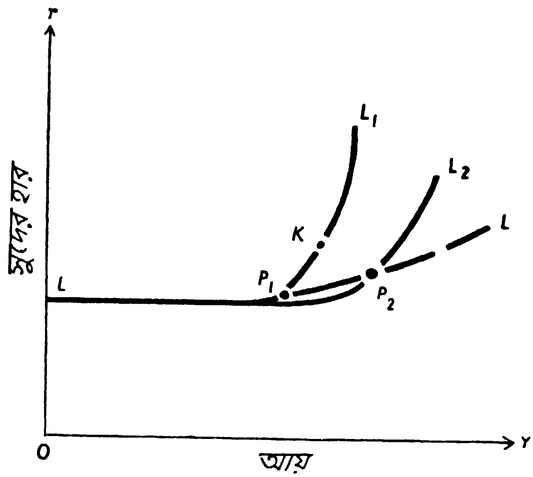


এখন আমরা নগদপছন্দ তত্ত্বের সাহায্যে সুদের হার (r) ও আয়ের (y) মধ্যে আর এক প্রকার সম্পর্ক আলোচনা করিব।

ধরা যাক্, নগদপছন্দ (অর্থাৎ অর্থের চাহিদা) ও অর্থের যোগান অপরিবর্তিত রহিয়াছে। আমরা জানি যে, অর্থের চাহিদার একটি প্রধান উদ্দেশ্য হইল দৈনন্দিন লেনদেন ও ব্যয় নির্বাহ করা এবং অপর প্রধান উদ্দেশ্য হইল হাতে ফট্‌কার উদ্দেশ্যে নগদ অর্থ ধরিয়া রাখা। প্রথম উদ্দেশ্যে কি পরিমাণ অর্থ ব্যবহার করা হইবে তাহা নির্ভর করে আয় স্তরের উপর (y)। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যে কি পরিমাণ অর্থের চাহিদা ঘটিবে তাহা, প্রান্তসীমায়, নির্ভর করিবে নগদ অর্থ ধারণ অপেক্ষা সুদ প্রদেয় কোন লগ্নীপত্র ধারণ করাটা কতটা সুবিধাজনক, তাহার উপর। এই দ্বিতীয় উদ্দেশ্যে যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাইবে তাহার দ্বারা লগ্নীপত্রাদির চাহিদা নির্ধারিত হইবে এবং লগ্নীপত্রাদির ঐ চাহিদা আবার লগ্নীপত্রাদির দাম ও সুদের হার নির্ধারণ করিবে (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সুদের হার ও লগ্নীপত্রের দাম পরস্পরের বিপরীত দিকে পরিবর্তিত হয়)। সুতরাং দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের সহিত সুদের হারের একটি পরোক্ষ সম্পর্ক রহিয়াছে। চড়তির সময় প্রথম উদ্দেশ্যে (অর্থাৎ লেনদেনের জন্য) বেশি

অর্থের প্রয়োজন হয় ও দ্বিতীয় উদ্দেশ্যে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণ অর্থ পাওয়া যায় এবং সুনির্দিষ্ট নগদপছন্দে দেশবাসীর নগদ অর্থ ধরিয়া রাখিবার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না। সুতরাং সে সময় সুদপ্রদেয় লগ্নীপত্রের চাহিদা কম থাকে। এই কারণে তখন লগ্নীপত্রাদির দাম কমে এবং সুদের হার বাড়ে ও আয় (y) এবং সুদের হারের (r) মধ্যে সম্পর্কটি স্থাপিত হয়। সংকোচন বা অধোগতির সময়, প্রথম উদ্দেশ্যে অর্থের প্রয়োজন কমিয়া যায় এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবার মত অধিক অর্থ রহিয়া যায়। সুতরাং তখন সুনির্দিষ্ট নগদ পছন্দ অনুসারে নগদ অর্থ ধরিয়া রাখিবার আকাঙ্ক্ষা পূরণের পরেও যথেষ্ট পরিমাণে লগ্নীপত্র কিনিবার মত অর্থ হাতে থাকিয়া যায়। এজন্য তখন লগ্নীপত্রের চাহিদা ও উহাদের দাম বাড়ে এবং সুদের হার কমে এবং সুদের হার (r) ও আয়ের (y) মধ্যে সম্পর্কটি পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। সুদের হার ও আয়ের মধ্যে এই সম্পর্কটি ৫·৩নং রেখাচিত্রে দেখান হইয়াছে।

৫·৩নং রেখাচিত্র



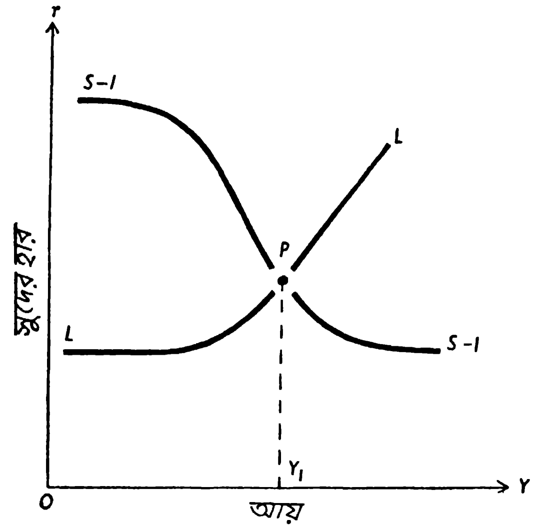
অর্থের যোগান, নগদপছন্দ এবং আর্থিক বা মুদ্রা ব্যবস্থা সুনির্দিষ্ট বা অপরিবর্তিত থাকিলে LL রেখার আদি আকৃতি LL_1 রেখার ন্যায় হইবে। রেখাটি বাম দিকে ভূমিতল রেখার সমান্তরাল হইবে। কারণ কীন্সের মতে, আর্থিক আয় কমিলেও একটি নির্দিষ্ট সীমার পর সুদের হার আর কমিতে পারে না ('নগদ পছন্দের ফাঁদ')। অর্থের যোগান যদি অপরিবর্তিত থাকে, তবে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর (K) পর LL_1 রেখাটি প্রায় লম্বরেখার আকার ধারণ করিবে। কারণ তখন সব অর্থই নগদ লেনদেনের জন্য ব্যবহৃত হইবে এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। ফলে সুদের হার অত্যন্ত বেশি হইবে এবং আয়ে অতি অল্পই পরিবর্তন ঘটিবে। আর যদি অর্থের যোগান পরিবর্তনীয় হয়, তবে সুদের হারে সামান্য পরিবর্তনে অর্থের যোগান যথেষ্ট পরিবর্তিত হইবে (তখন সুদের হারের পরিবর্তনে LL_1 রেখাটি পরিবর্তিত হইয়া LL_2 রেখাতে পরিণত হইবে)।

ধরা যাক্, আমাদের প্রথম ভারসাম্য বিন্দু ছিল P_1। সেখানে সুদের হার বাড়িল (চড়তির অবস্থার দরুন)। ঐ অবস্থায় অর্থের যোগান যদি স্থিতিস্থাপক হয়, তাহা হইলে অর্থের যোগান বাড়িবে এবং LL_1 রেখাটি LL_2 রেখায় পরিণত হইবে এবং ভারসাম্য বিন্দুটি LL_1 রেখার উপর P_1 বিন্দু হইতে LL_2 রেখার উপর P_2 বিন্দুতে স্থানান্তরিত হইবে। P_1 ও P_2 বিন্দুগুলি যুক্ত করিলে যে রেখাটি পাওয়া যাইবে তাহাই LL রেখা।

সুতরাং,—(১) ভোগ-অপেক্ষক ও পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা অপরিবর্তিত ধরিয়া লইয়া আমরা যে সঞ্চয়-বিনিয়োগ রেখা (SI_1SI_1) পাইলাম তাহা সুদের হার (r) ও আয়ের (y) মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করিতেছে। সঞ্চয়-বিনিয়োগ সমতার এই ভারসাম্য রেখাটি মূল্য তত্ত্বের চাহিদা রেখার ন্যায়।

(২) নগদ পছন্দ ও অর্থ ব্যবস্থা নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তিত ধরিয়া লইয়া আমরা যে LL রেখা পাইলাম তাহা সুদের হার (r) ও আয়ের (y) মধ্যে আরেকটি সম্পর্ক নির্দেশ করিতেছে। নগদ পছন্দ তত্ত্ব হইতে লব্ধ এই রেখাটি মূল্য তত্ত্বের যোগান রেখার ন্যায় বাম হইতে দক্ষিণে ঊর্ধগামী।

৫·৪নং রেখাচিত্র



আমরা এবার এই রেখা দুইটিকে এক সঙ্গে একটি রেখাচিত্রে আঁকিয়া কীনসীয় সাধারণ তত্ত্বের সংক্ষিপ্তসার পাইলাম। এই রেখাচিত্রে সঞ্চয়-বিনিয়োগ রেখাটি হইল S-I এবং অপর রেখাটি LL। যে বিন্দুতে উহারা পরস্পরকে ছেদ করিতেছে তথায় ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছে ও তথায় সঞ্চয়=বিনিয়োগ হইতেছে; ঐ বিন্দু অনুযায়ী ভারসাম্য আয় ও সুদের হার পাওয়া যাইতেছে। ৫·৪নং রেখাচিত্রে S-I S-I রেখা ও LL রেখার ছেদবিন্দু P অনুসারে ভারসাম্য সুদের হার PY_1 ও ভারসাম্য আয়স্তর OY_1 পাওয়া যাইতেছে।

এবার আমরা S-I S-I রেখাকে বাজারের মোট চাহিদা রেখা ও LL রেখাকে মোট যোগান রেখা বিবেচনা করিয়া মূল্যতত্ত্বের ঊর্ণাভ উপপাদ্যটির ভিত্তিতে বাণিজ্য চক্রের কীনসীয় আর্থিক তত্ত্বটির হিক্‌সীয় ভাষ্য বুঝিবার চেষ্টা করিব।

হিক্‌সকে অনুসরণ করিয়া আমরা যদি কীনসীয় সঞ্চয়-বিনিয়োগ রেখাকে চাহিদা রেখা ও LL রেখাকে (অর্থের যোগান রেখা) যোগান রেখা বলিয়া গ্রহণ করি এবং সুদের হার, যোগান, চাহিদা, ও আয় ইত্যাদির একটি পরিবর্তিত হইলে অপরগুলির পরিবর্তন ঘটিতে কিছুটা সময়[41] লাগে বলিয়া ধরিয়া লই (বাস্তবে এইরূপই হয়), তবে আমরা দেখিতে পাইব যে, চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য বিন্দুটি (৫·৫ নং রেখাচিত্রে P বিন্দু) কোন স্থায়ী বা স্থিতিশীল ভারসাম্য বিন্দু নহে এবং সময়ের ব্যবধানের জন্য সঞ্চয়-বিনিয়োগ ও নগদ অর্থের যোগানের পরস্পর ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার অথনীতিক কার্যাবলীর চক্রাকার পরিবতন (ঊর্ণনাভ জালের ন্যায়) ঘটিয়া থাকে। সুতরাং ইহা হইতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, বাণিজ্য চক্রের কীনসীয় আর্থিক তত্ত্বটি প্রকৃতপক্ষে সঞ্চয়-বিনিয়োগ—নগদ অর্থের ঊর্ণনাভ চক্র ছাড়া আর কিছুই নহে।

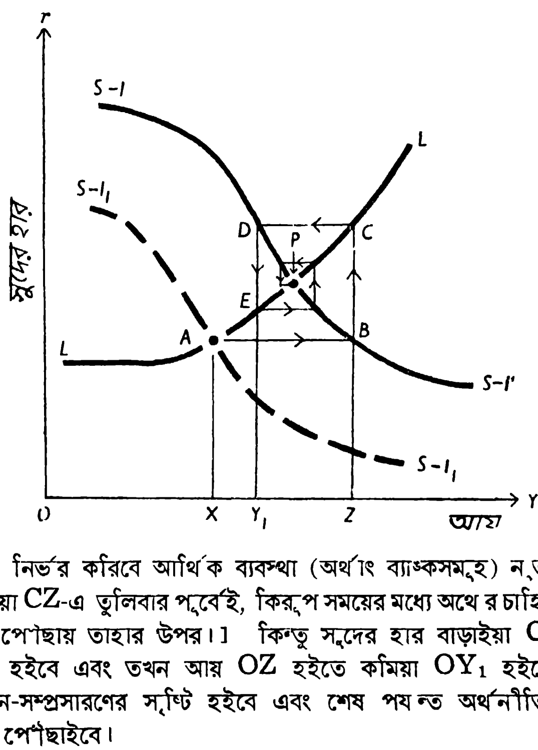
সঞ্চয়-বিনিয়োগ এবং নগদ অর্থ, উভয় রেখাই দুইটি করিয়া কালগত ব্যবধানের দ্বারা প্রভাবিত হয়। সুদের হারের পরিবর্তনে সাড়া দিতে কারবারিগণের যে বিলম্ব হয় তাহা দ্বারা সঞ্চয়-বিনিয়োগ রেখাতে কালগত ব্যবধানের উৎপত্তি হয়। হিক্‌সের মতে, এইরূপ দুইটি কালগত ব্যবধান হইল যথাক্রমে গুণক-কালগত ব্যবধান ও পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা-কালগত ব্যবধান। অপরপক্ষে, LL রেখাও কালগত ব্যবধানের দ্বারা প্রভাবিত হয়। উহারা হইল সুদের হারের পরিবর্তনের সহিত নিজের সামঞ্জস্য ঘটাইতে, এমনকি

41. Time lag.

স্থিতিস্থাপক আর্থিক ব্যবস্থারও যে বিলম্ব হয় তাহা। এবার সঞ্চয়-বিনিয়োগ ও নগদ অর্থের যোগান তত্ত্বে এই সময়গত ব্যবধান বা বিলম্বের ঘটনাবলীর সমন্বয় করিয়া বাণিজ্য চক্রের কীনসীয় আর্থিক তত্ত্বের সমগ্র রূপটি আলোচনা করা যাইতে পারে। ৫·৫নং রেখাচিত্রে ইহা দেখান হইয়াছে।

ধরা যাক্, A বিন্দুটি হইল সঞ্চয়-বিনিয়োগ আদি রেখা $S\text{-}I_1$ এবং LL রেখা অনুসারে প্রথম ভারসাম্য বিন্দু। ইহার পর কারিগরি পরিবর্তনের দরুন সম্প্রসারণ বা ঊর্ধ্বগতির সূচনা হইল এবং বিনিয়োগ ও আয় বাড়িল। ফলে $S\text{-}I_1$ রেখা স্থান পরিবর্তন করিয়া দক্ষিণে ও উপরে উঠিয়া গেল এবং S-I। রেখায় পরিণত হইল। কিন্তু সঞ্চয়-বিনিয়োগ রেখার পরিবর্তন সত্ত্বেও সুদের হার (AX) অপরিবর্তিত রহিল [কারণ, এবার অর্থের চাহিদাবৃদ্ধি সত্ত্বেও উহা প্রকট হইতে সময় লাগে (বিলম্ব হয়), সুতরাং অর্থের চাহিদা অবিলম্বে A বিন্দু হইতে B বিন্দুতে পৌঁছিবে না, ধীরে ধীরে উহা A বিন্দু হইতে B বিন্দুর দিকে অগ্রসর হইবে, এবং উহাতে কতটা সময় লাগিবে (অর্থাৎ সময়ের ব্যবধান) তাহা নির্ভর করিবে আর্থিক ব্যবস্থা (অর্থাৎ ব্যাঙ্কসমূহ) নূতন সুদের হার AX হইতে বাড়াইয়া CZ-এ তুলিবার পূর্বেই, কিরূপ সময়ের মধ্যে অর্থের চাহিদা A বিন্দু হইতে B বিন্দুতে পৌঁছায় তাহার উপর।] কিন্তু সুদের হার বাড়াইয়া CZ করা হইলে সংকোচন আরম্ভ হইবে এবং তখন আয় OZ হইতে কমিয়া OY_1 হইবে। ইহার ফলে চক্রাকারে সংকোচন-সম্প্রসারণের সৃষ্টি হইবে এবং শেষ পর্যন্ত অর্থনীতিক ব্যবস্থা P বিন্দুতে ভারসাম্যে পৌঁছাইবে।

৫·৫নং রেখাচিত্র



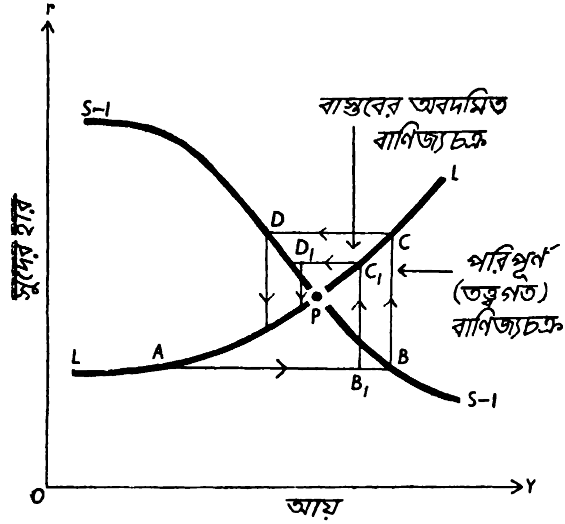
সঞ্চয়-বিনিয়োগের সময় ব্যবধান যে অনুপাতে কমে, LL রেখার সময় ব্যবধানও যদি ঠিক সেই অনুপাতে হ্রাস পায় তবে বাণিজ্য চক্রের আর্থিক তত্ত্বের এই রেখাচিত্রটি হুবহু ৫·৫নং রেখাচিত্রের ন্যায় হইবে এবং উহা দেখিতে মূল্যতত্ত্বের চাহিদা-যোগান বিশ্লেষণের ঊর্ণাভ উপপাদ্যের মত হইবে।

কিন্তু ইহাও আমরা জানি যে, যদিও সংকোচন-সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া চলাকালীন উভয় সময় ব্যবধানই কমিতে থাকে, তথাপি সুদের হারের পরিবর্তনে কারবারিগণের সাড়া জাগিতে যে সময় লাগে তাহা অপেক্ষা সুদের হারের পরিবর্তনে আর্থিক ব্যবস্থার (অর্থাৎ ব্যাঙ্ক-গুলির) সাড়া মেলে অনেক দ্রুত। ইহার অর্থ এই যে, সুদের হারের পরিবর্তনে আর্থিক ব্যবস্থার দ্রুততর সাড়ার দরুন, LL রেখার সময় ব্যবধানগুলি সঞ্চয়-বিনিয়োগ রেখার সময় ব্যবধান অপেক্ষা কম হয়। সুদের হারের পরিবর্তনে আর্থিক ব্যবস্থার এই দ্রুত সাড়ার দরুন বাণিজ্য চক্র খানিক পরিমাণে অবদমিত হয়, এমনকি বাণিজ্য চক্রজনিত হ্রাসবৃদ্ধির

প্রকৃতিও ইহাতে পরিবর্তিত হয়। ইহাই বাস্তব অবস্থা। বাস্তবের এই অবদমিত বাণিজ্য চক্রের চিত্রটি দেখিতে ৫·৬নং রেখাচিত্রের অনুরূপ।

A বিন্দু হইতে B বিন্দুর দিকে যখন অর্থনীতিক সম্প্রসারণ শুরু হয়, তখন আর্থিক ব্যবস্থা দ্রুত সাড়া দেয় (LL রেখার সময়গত ব্যবধান, স্থিতিস্থাপক অর্থব্যবস্থার দরুন, স্বল্পতর হয়) এবং সুদের হার বাড়িয়া C_1B_1-এ পরিণত হয় ও বাণিজ্য-চক্রজনিত সম্প্রসারণ AB না হইয়া উহা অপেক্ষা BB_1 পরিমাণ কম হইয়া AB_1 পরিমাণ ঘটে। এইরূপ স্থিতিস্থাপক অর্থব্যবস্থার দরুন আর্থিক আয় DC পরিমাণ না কমিয়া D_1C_1 পরিমাণ ঘটে এবং চক্রাকারে ঊর্ণাভ জালের পথে এই প্রক্রিয়া চলিতে থাকে। কিন্তু বাণিজ্যচক্রটি ABCD না হইয়া, উহা অবদমিত আকারে $AB_1C_1D_1$......-এ পরিণত হয়। এই অবদমিত বাণিজ্য চক্রটিই বাস্তব জগতে যে বাণিজ্য চক্র দেখা দেয় উহাদের নিকটতম প্রতিরূপ।

৫·৬নং রেখাচিত্র



কীনসীয় বাণিজ্য চক্র তত্ত্বের সমালোচনা : কীনসীয় বাণিজ্য চক্র তত্ত্ব সম্পর্কে প্রধান সমালোচনা এই যে,—(১) এই তত্ত্বে কিছুকাল অন্তর বাণিজ্য চক্রের পুনরাবৃত্তির ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

(২) কীন্সের মতে, বিনিয়োগ সম্পর্কে বিনিয়োগকারিগণের সিদ্ধান্ত পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার দ্বারা নির্ধারিত হয়। এবং উহা ভবিষ্যত সম্পর্কে বিনিয়োগকারিগণের পূর্বানুমানের[৪২] উপর অর্থাৎ, তাহাদের মনস্তত্ত্বের উপর নির্ভর করে। সুতরাং এবিষয়ে কীনসীয় তত্ত্বটি পিগুর তত্ত্বের খুবই কাছাকাছি।

(৩) হ্যার্জালট্ বলিয়াছেন, সুদের হার সম্পর্কে কীন্সের ধারণার সহিত বাস্তবের মিল নাই। কীন্সের মতে, অধোগতির সময় নগদপছন্দ বেশি হওয়ার দরুন সুদের হার বেশি হয়। কিন্তু বাস্তবে এই সময়েই সুদের হার কম হয়। তেমনি কীন্সের মত অনুযায়ী, চড়তির সময়ে নগদপছন্দ কম থাকায় সুদের হার কম হইবার কথা, অথচ ঠিক এরূপ সময়েই সুদের হার বেশি হইতে দেখা যায়।

বাণিজ্যচক্র সম্পর্কে হিক্সের অনার্থিক তত্ত্ব

THE HICKSIAN NON-MONETARY THEORY OF TRADE CYCLE

অধ্যাপক হিক্স্, তাঁহার 'এ কন্ট্রিবিউশন্ টু দি থিওরি অব দি ট্রেড সাইক্ল্'[৪৩] নামক পুস্তকে কীনসীয় গুণক[৪৪] তত্ত্বের সহিত ত্বরণ নীতি[৪৫] এবং স্বয়ম্ভূত

42. Anticipation.
43. A Contribution to the Theory of Trade Cycle. Hicks, J. R.
44. Multiplier. 45. The Acceleration Principle.

বিনিয়োগ[46] ও প্রণোদিত বিনিয়োগ[47]-এর ধারণাগুলির মিশ্রণে একটি সর্বাধুনিক বাণিজ্য-চক্র তত্ত্ব রচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। আমরা এখানে যথাসম্ভব সংক্ষেপে তত্ত্বটির ব্যাখ্যা আলোচনা করিব।

তত্ত্বটির সারাংশ এই যে, 'স্বয়ম্ভূত' বিনিয়োগ বৃদ্ধির দ্বারা 'প্রণোদিত' বিনিয়োগের দরুন যে ত্বরণ ক্রিয়া দেখা দেয় তাহাই বাণিজ্য চক্রজনিত কারবারী কার্যকলাপের সংকোচন-সম্প্রসারণের মূল কারণ। স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ এই প্রক্রিয়াটির সূত্রপাত ঘটায় এবং ত্বরকটি ইহার মুখ্য চালক-শক্তিরূপে কাজ করে। হিক্‌সের বিশ্লেষণের প্রধান হাতিয়ার হইল ত্বরকটি।

হিক্‌সের অনুমিত শর্তাবলীঃ বাণিজ্যচক্র সম্পর্কে তাঁহার তত্ত্বে হিক্‌স্ যে সকল অনুমিত শর্তগুলির উপর নির্ভর করিয়াছেন তাহা এইঃ

(১) বাণিজ্যচক্রের ব্যাখ্যার জন্য তিনি যে রেখাচিত্র ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে তিনি এক অর্ধ-সংবর্গমানিক মাত্রা[48]র সাহায্য লইয়াছেন। উহাতে ভূমিতল রেখায় সময়ের পরিবর্তন নির্দেশ করা হইয়াছে এবং লম্ব অক্ষরেখায় তদনুযায়ী (অর্থাৎ সময়ের পরিবর্তন অনুসারে) সংবর্গমানিক সংখ্যারূপে, উৎপন্ন অথবা বিনিয়োগের পরিবতনগুলি বস্তুগত একক[49] হিসাবে নির্দেশ করা হইয়াছে।

(২) স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ নিয়মিত হারে পরিবর্তিত হইতেছে এবং পরম্পরায় ভারসাম্যে রহিয়াছে [রেখাচিত্রে স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ AA একটি নিয়মিত বা অপরিবর্তিত হারে (g) পরিবর্তিত হইতেছে বলিয়া ধরা হইয়াছে]।

(৩) একটি স্থির বা অপরিবর্তিত গুণক K অথবা একটি অধিগুণক[50] K′ দ্বারা (অধিগুণক হইল ত্বরক এবং সাধারণ গুণকের সংমিশ্রণ) স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগকে গুণ করিলে মোট উৎপন্ন পাওয়া যায়।

(৪) ভোগ-অপেক্ষকটি অবিচল থাকে বলিয়া ধরা হইয়াছে।

(৫) ঊর্ধ্বগতি ও চড়তির সময় উপকরণসমূহের স্বল্পতা অর্থনীতিক কার্যাবলীর সম্প্রসারণের পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং পূর্ণনিয়োগ সীমার নিকটবর্তীকালে অত্যন্ত প্রাধান্য লাভ করে।

(৬) পুঁজিদ্রব্যের বিপুল সম্ভারের দরুন ত্বরকটি দুর্বল থাকে।

(৭) ঊর্ধ্বগতির কালে যেমন পূর্ণনিয়োগ স্তর দ্বারা, সম্প্রসারণের একটি সর্বোচ্চ সীমা নির্দিষ্ট থাকে, অধোগতির সময় কিন্তু, অন্ততঃ তত্ত্বগতভাবে, সংকোচনের কোন প্রত্যক্ষ নিম্নতম সীমা থাকে না। কিন্তু ঊর্ধ্বগতির কালে ত্বরণ ক্রিয়া হইতে অধোগতির কালে ত্বরণ ক্রিয়াটি কিছুটা পৃথক। অধোগতির কালে ত্বরকের কার্যধারার এই পরিবর্তনটি প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে অধোগতিতে বা সংকোচনে বাধার সৃষ্টি করে; ইহার ফলে, মন্দার সময় একটি নিম্নতম সীমা দেখা না দিয়া পারে না।

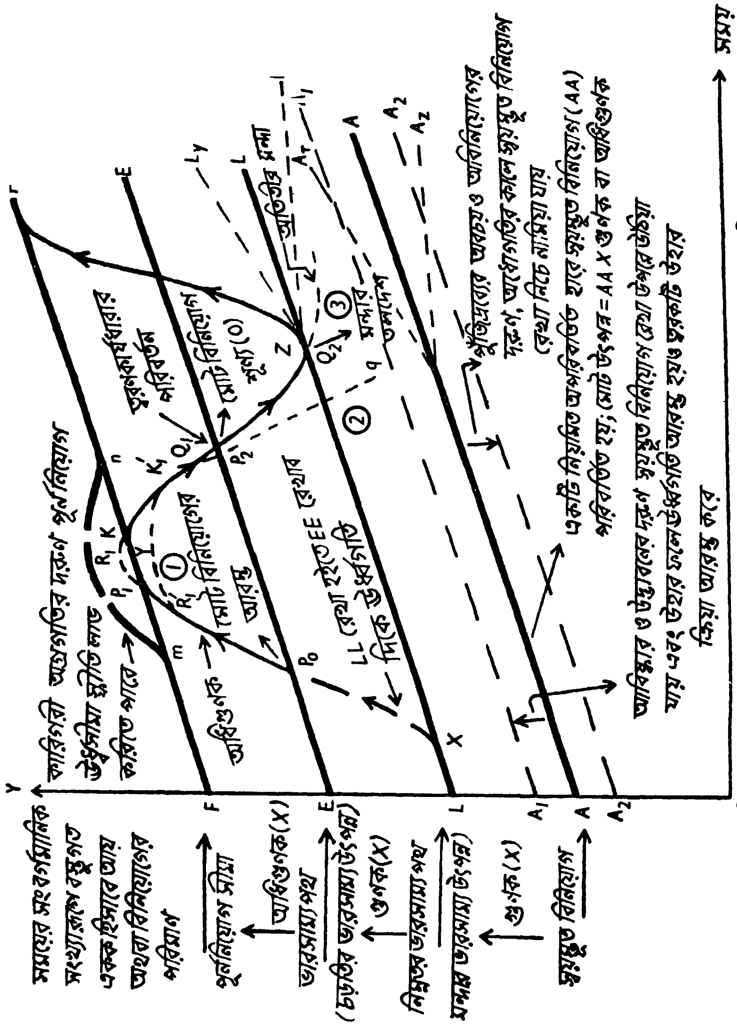
৫·৭নং রেখাচিত্রটির সাহায্যে হিক্‌সের বাণিজ্যচক্র তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। AA হইল স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ রেখা, A_1A_1 হইল ঊর্ধ্বগতির সময় উপরে উঠিয়া-যাওয়া স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ রেখা এবং A_2A_2 হইতেছে অধোগতির সময় নিচে নামিয়া যাওয়া স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ রেখা। LL হইল নিম্নতর ভারসাম্য রেখা (মন্দার সময় ভারসাম্য উৎপন্ন পথ)। EE হইল ভারসাম্য পথ (চড়তির বা ঊর্ধ্বগতির ভারসাম্য উৎপন্ন)। FF হইল পূর্ণনিয়োগ ঊর্ধ্বগামী রেখা এবং *mn* হইল কারিগরি অগ্রগতির দরুন পূর্ণ-নিয়োগ ঊর্ধ্ব সীমারেখার সাময়িক স্ফীতি।

১. EE ভারসাম্য রেখার Po বিন্দু হইতে হিক্‌স তাঁহার বাণিজ্যচক্র-বিশ্লেষণ আরম্ভ করিয়াছেন [কারণ, EE রেখায় AA (স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ)-কে অধিগুণক

46. Autonomous investment. 47. Induced Investment.
48. A semi-logarithmic Scale (logarithm—সংবর্গমান)
49. 'in real units'. 50. Super-multiplier.

(সাধারণ গুণক ও ত্বরক-এর সংমিশ্রণ) দিয়া গুণ করিলে চড়াতির কালের ভারসাম্য উৎপন্ন পাওয়া যায়] এবং এই ভারসাম্য রেখা হইতেই ত্বরকের প্রভাব অত্যন্ত তীব্র হয়।

৬·৭নং রেখাচিত্র



বাণিজ্য চক্রের হিক্সীয় তত্ত্বের রেখাচিত্র

২. **কিভাবে উর্ধ্বগতি আরম্ভ হয়ঃ** অতএব আমরা এবার EE রেখায় যে কোন ভারসাম্য উৎপন্নের বিন্দু হইতে আমাদের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিতে পারি। ধরা যাক্, কোন নূতন আবিষ্কার বা উদ্ভাবনের দরুন AA রেখাটি উপরে উঠিয়া A_1A_1 রেখায় পরিণত হইল। ইহার অর্থ এই যে, স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়িল এবং উহার ফলে মোট উৎপন্নও বাড়িল (মোট উৎপন্ন=স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ×গুণক)। কিন্তু শীঘ্রই A_1A_1 রেখা পুনরায় নিচে নামিয়া AA রেখায় পরিণত হয়। কারণ স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ দীর্ঘস্থায়ী নয়। কিন্তু তথাপি উহার দরুন যে প্রণোদিত বিনিয়োগের উৎপত্তি হয উহার ফলে ত্বরকের প্রভাব তখনও গুরুত্বপূর্ণ থাকে। সেজন্য ত্বরকের প্রভাবটি দুর্বল বা ক্ষীণ না হওয়া পর্যন্ত প্রথমে স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগের দরুন মোট উৎপন্ন যে ভারসাম্য পথ (EE) পরিত্যাগ করিয়া

ঊর্ধ্বগামী হইয়াছিল, উহার সেই ঊর্ধ্বগতি চলিতে থাকে এবং উহা ক্রমেই EE রেখা হইতে উপরের দিকে উঠিতে থাকে।

৩. **ঊর্ধ্বগতির পথে বাধা:** কিন্তু প্রণোদিত বিনিয়োগ ক্রমশঃ কমিবার দরুন ত্বরকশক্তি দুর্বল হইতে থাকে ও ইহার ফলে ঊর্ধ্বগতি বাধা পায়। বিগত চড়তির সময়ের অতিবিনিয়োগের[51] দরুন যদি পুঁজিদ্রব্যের বিপুল সম্ভার অবশিষ্ট থাকে তবে ত্বরকশক্তি সাধারণভাবেই দুর্বল থাকে এবং উহা পূর্ণনিয়োগের ঊর্ধ্বসীমায় পৌঁছিবার পূর্বেই অর্থনীতির ঊর্ধ্বগতি রুদ্ধ করিয়া উহাকে অধোগতির মোড় পরিবর্তনের মুখে ঠেলিয়া দিতে পারে। এরূপ হইলে উৎপন্নের গতিপথটি R'_1K_1 রেখার আকৃতি লইবে। আর তাহা না হইলে, উৎপন্নের ঊর্ধ্বগতি পূর্ণনিয়োগ ঊর্ধ্বসীমারেখা FF পর্যন্ত পৌঁছিবে এবং উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণ যথা, কাঁচামাল, শ্রম ইত্যাদির যোগানে টান (স্বল্পতা) না দেখা দেওয়া পর্যন্ত কিছুকাল উহা FF রেখার উপরে থাকিতে পারে (অর্থাৎ পূর্ণনিয়োগ-উৎপন্ন বজায় থাকিতে পারে)। ইহাও সম্ভব যে, যখন উপকরণের যোগানে টান ধরিবে, তখন সেই সঙ্গে প্রণোদিত বিনিয়োগও গুরুত্বহীন হইয়া পড়িতে পারে; তাহাতে উৎপন্নবৃদ্ধির হারটি দমিত হইবে এবং শীঘ্রই উহা এমনকি FF রেখায় ভারসাম্য উৎপন্নের হার অপেক্ষাও কমিয়া যাইতে পারে। ইহার ফলে চড়তির বাজার অধোগতির বাজারে পরিণত হইবে। হিকসীয় ভাষার পরিবর্তে আর্থিক পরিভাষায় বলিতে গেলে, আর্থিক কর্তৃপক্ষ (ব্যাংকসমূহ) কর্তৃক ঋণের যোগান সংকুচিত হইলে তাহা প্রণোদিত বিনিয়োগের উপর ত্বরক প্রভাব দ্রুত হ্রাস করিতে পারে এবং তাহাতে ঊর্ধ্বগতি বন্ধ হইয়া অধোগতি শুরু হইবে। ক্রমশঃ মন্দীভূত ত্বরক অথবা পূর্ণনিয়োগ ঊর্ধ্বসীমায় উপকরণাদির স্বল্পতার দরুন ঊর্ধ্বগতি শ্লথ হইতে থাকে এবং উহা উৎপাদন বৃদ্ধির ভারসাম্য হারের তুলনায় মোট উৎপাদনকে ক্রমশঃ কমিতে বাধ্য করে। আর্থিক পরিভাষায়, ঋণের বাজারে টানের দরুন ভারসাম্য হারে উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনায় উৎপাদন হ্রাসের কারণে ইহা ঘটিতে থাকে।

৪. **অধোগতি:** ধরা যাক, Q_1 বিন্দু পর্যন্ত অধোগতি চলিল। ইহার পর, এই বিন্দুতে (Q_1) দুইটি কারণে, ত্বরক কার্যধারা পরিবর্তিত হয়। প্রথমত, ভারসাম্য রেখায় এই বিন্দুতে মোট বিনিয়োগ শূন্যে পরিণত হইতে পারে এবং অবচয়[52] প্রভৃতির জন্য নীট ঋণাত্মক বিনিয়োগ[53]-ও ঘটিতে পারে। সুতরাং তথায় স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ এবং মোট উৎপন্নের মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে না এবং উৎপাদনের উপর ত্বরকের প্রভাব কিছুমাত্র নাই বলিলেই চলে (যদিও, অবিনিয়োগ[54] ঘটিলে অবশ্য পুরাতন ত্বরকটি বিপরীতমুখী ক্রিয়াশীল হইতে পারে) এবং এই অধোগতির সময় স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ রেখা AA নিচে নামিয়া গিয়া কিছু কালের জন্য A_2A_2 রেখায় পরিণত হইতে পারে।

৫. **অধোগতির পথে বাধা:** দ্বিতীয়ত, অধিগুণকটি অত্যধিক পরিমাণে কমিয়া যায়। কারণ, কোন প্রণোদিত বিনিয়োগ না থাকায় ত্বরকটি প্রায় শূন্যে পরিণত হইবে। এই ভাবে AA রেখার নিচে নামিয়া যাইবার দরুন এবং হ্রাসপ্রাপ্ত অধিগুণকের দরুন ঊর্ধ্বগতির ত্বরণ প্রক্রিয়াটি এখন বিপরীত দিকেও সক্রিয় হইবে না। যদি ত্বরক নীতিটি ঠিকমত কাজ করিত, তবে অধোগতির পথটি রেখাচিত্রে P_2..........q এর মত হইত এবং মন্দার সংকটটি অন্তহীন হইত ও উহা অনন্তকাল ধরিয়া চলিত। কিন্তু বাণিজ্য চক্রের অধোগতির সময় ত্বরণ প্রক্রিয়াটি ঠিক মত কাজ করে না বলিয়া, মন্দার এক নিম্ন সীমা (তলদেশ) থাকে। অধোগতির পথটি সে কারণে আমাদের রেখাচিত্রে Q_1Q_2 এর পথ নেয় এবং Q_2 বিন্দুতে মন্দা উহার নিম্নসীমা বা তলদেশে পৌঁছায়।

51. Over-investment.
52. Depreciation.
53. Net negative investment.
54. Disinvestment.

৬. **উর্ধ্বগতি বা পুনরুন্নতিঃ** কিছুকাল পরে পুনরায় উন্নতি বা উর্ধ্বগতি আরম্ভ হয়। কারণ কোন কারিগরি অগ্রগতি বা আবিষ্কার বা উদ্ভাবনের দরুন AA রেখা আবার উপরে উঠিয়া AA*r* রেখায় পরিণত হয়। ইহার ফলে, যে LL রেখার (বা নিম্নতর ভারসাম্য পথ) সর্বদাই AA রেখার সমান্তরাল হইবার কথা (কারণ AA-কে একটি নির্দিষ্ট অপরিবর্তিত গুণক দিয়া গুণ করিয়া LL পাওয়া যায়), উহাও LL*y* রেখায় পরিণত হয়। LL রেখা উপরের দিকে উঠিবার ফলে উৎপাদনও বাড়িবে এবং উৎপাদনের ঐ বৃদ্ধি পুরাতন ত্বরকটিকে পুনরায় সক্রিয় করিয়া তুলিবে এবং তাহাতে আবার উর্ধ্বগতি আরম্ভ হইবে এবং বাণিজ্য চক্রটি অব্যাহত থাকিবে।

এই হইল হিক্সীয় তত্ত্বে বাণিজ্য চক্রের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা।

[রেখাচিত্রে বাণিজ্য চক্রের সাধারণ গতিপথের কয়েকটি ব্যতিক্রম দেখান হইয়াছে। উহারা হইলঃ (১) যদি কোন কারিগরি অগ্রগতির দরুন FF রেখা কোথাও খানিক স্ফীতি লাভ করে[৫৫], তাহা হইলে উৎপাদন বৃদ্ধির হার তথায় বেশি হইবে এবং তখন P_1 বিন্দুতে উপকরণাদির স্বল্পতা আত্মপ্রকাশ না করিয়া উহা R_1 বিন্দুতে দেখা দিবে এবং বাণিজ্য চক্রের উর্ধ্বগতির অংশটি R_1 K (ভগ্নরেখার দ্বারা যাহা দেখান হইয়াছে সেরূপ) রেখার ন্যায় হইবে। যদি বিগত সমৃদ্ধির সময় অতি বিনিয়োগের দরুন পুঁজিদ্রব্যের বিপুল মজুতসম্ভার অবশিষ্ট রহিয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে ত্বরকটি মন্দীভূত হইবে এবং সেরূপ পরিস্থিতিতে উর্ধ্বগতির অবস্থাটি, পূর্ণনিয়োগ উর্ধ্বসীমায় পৌঁছিবার পূর্বেই শেষ হইয়া গিয়া অধোগতি আরম্ভ হইবে এবং উৎপাদনের গতিপথটি $R'_1K'_1$ রেখার মত হইবে।

(২) P_2q রেখা এক অন্তহীন, নিম্ন সীমাহীন মন্দার ইঙ্গিত দিতেছে। কারণ, এখানে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, ত্বরণ প্রক্রিয়াটি অধোগতির সময়েও সক্রিয় থাকে।

(৩) অধোগতি যখন LL রেখা স্পর্শ করিয়াছে তখন যদি নূতন আর্থিক টান দেখা দেয় তাহা হইলে AA রেখাটি AA*z* রেখায় পরিণত হইবে এবং তাহার ফলে, যেহেতু LL রেখা সর্বদাই AA রেখার সমান্তরাল হইবে, সেহেতু LL রেখাটি LL*z* রেখায় পরিণত হইবে এবং এক সুতীব্র মন্দা দেখা দিবে।

মন্তব্যঃ বাণিজ্য চক্র সম্পর্কে হিক্সের এই তত্ত্বটি অনার্থিক উপাদানের দ্বারা গঠিত এবং বাণিজ্য চক্রের বিবিধ তত্ত্বগুলির মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা সন্তোষজনক। কিন্তু তাঁহার 'মূল্য ও পুঁজি' গ্রন্থে হিক্স্ বাণিজ্যচক্রের উর্ধ্বগতি বিশ্লেষণের সময় ঋণ সংকোচন ও অন্যান্য আর্থিক টানের প্রভাবের বিষয় বিবেচনা করিয়াছেন। অতএব, আমরা যদি বাণিজ্যচক্র সম্পর্কে হিক্সের এই অনার্থিক তত্ত্বে ঋণের সংকোচন ইত্যাদি আর্থিক উপাদানগুলি আমদানি করি, তাহা হইলে দেখা যায় যে আমরা অতীতের ঐতিহাসিক বাণিজ্যচক্রগুলিকে আরও সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম হই। সুতরাং হিক্সীয় ত্বরক-হাতিয়ারটি ও তৎসহ ঋণ সংকোচন ইত্যাদির আর্থিক হাতিয়ারটির সাহায্যে আমরা আরও ভালভাবে বাণিজ্যচক্র বিশ্লেষণ করিতে পারি।

কর্মহীনতা
UNEMPLOYMENT

কর্মহীনতাঃ অর্থবিদ্যায় কর্মহীনতা বলিতে এমন একটি পরিস্থিতি বুঝায় যাহাতে কোন না কোন উৎপাদন কর্মে নিয়োগের যোগ্য ও বর্তমান মজুরি বা পারিশ্রমিকে কর্মে যোগদানে ইচ্ছুক হওয়া সত্ত্বেও শ্রম সমেত (অর্থাৎ শ্রমিক) উৎপাদনের এক বা একাধিক উপাদান কোন উৎপাদন কর্মে নিয়োগ লাভ করে না। অর্থবিদ্যার পরিভাষায় ইহাকে অনিচ্ছাকৃত কর্মহীনতা[৫৬] বলা হয়। সুতরাং অর্থবিদ্যায় কর্মহীনতা বলিলে

55. If the FF line bulges a little. 56. Involuntary Unemployment.

অনিচ্ছাকৃত কর্মহীনতা বুঝায়। তবে সচরাচর কর্মহীনতা বলিলে বিশেষভাবে শ্রমের কর্মহীনতাই বুঝান হয়।

কর্মহীনতার প্রকার ভেদ ও কারণসমূহ
TYPES AND CAUSES OF UNEMPLOYMENT

অর্থবিদ্যায় কর্মহীনতার কারণসমেত নিম্নরূপ শ্রেণীভেদ বা প্রকারভেদ করা হয়ঃ (১) **সংঘাতজনিত কর্মহীনতা**[৫৭]—শ্রমের সচলতার অভাব, নিয়োগ প্রাপ্তির সুযোগ সম্ভাবনার তথ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা, কাঁচামালের সাময়িক অভাব, কলকব্জা যন্ত্রপাতির সাময়িক বিকলতা ইত্যাদি কারণে যে কর্মহীনতার সৃষ্টি হয় তাহাকে সংঘাতজনিত কর্মহীনতা বলে।

(২) **মরসুমী কর্মহীনতা**[৫৮]—ঋতু পরিবর্তনের দরুন বিশেষ বিশেষ শিল্পে বিভিন্ন ঋতু বা মরসুমে চাহিদা ও সে কারণে উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যস্ত মরসুমের শেষে যখন চাহিদায় টান পড়ে তখন ধীরে ধীরে উৎপাদন এবং তৎসহ নিয়োগ হ্রাস পায়। এরূপ মরসুমের পরিবর্তনের ফলে যে কর্মহীনতা দেখা দেয় উহাকে মরসুমী কর্মহীনতা বলে।

(৩) **কারিগরি বা প্রযুক্তিবিদ্যাজনিত অথবা শিল্প কাঠামোগত কর্মহীনতা**[৫৯]—উৎপাদন পদ্ধতির কলাকৌশলের পরিবর্তন কিংবা উৎপাদন পদ্ধতি, প্রক্রিয়া বা সংগঠন কিংবা শিল্পকাঠামোর পরিবর্তনের দরুন (পুরাতন শিল্পের অবলুপ্তি ও নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা) যে কর্মহীনতা দেখা দেয় তাহাকে কারিগরি বা কাঠামোগত পরিবর্তনজনিত কর্মহীনতা বলে।

(৪) **বাণিজ্যচক্রজনিত কর্মহীনতা**[৬০]—বাণিজ্যচক্রের অধোগতির সময় নিয়োগ হ্রাসের দরুন যে কর্মহীনতা দেখা দেয় তাহাকে বাণিজ্যচক্রজনিত কর্মহীনতা বলে।

(৫) **প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা**[৬১]—অধ্যাপিকা যোয়ান রবিনসন প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতার ধারণাটির উদ্ভাবক। তাঁহার মতে, বাণিজ্যচক্রের মন্দার ঝড় যখন বহিতে থাকে তখন অনেক কাজে উপযুক্ত পারিশ্রমিক না পাওয়া সত্ত্বেও মানুষ নিরুপায় হইয়া উহা আঁকড়াইয়া থাকে। ইহাতে আপাতঃ দৃষ্টে তাহারা কর্মে নিযুক্ত বলিয়া গণ্য হইলেও, তাহারা যে পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদনে সক্ষম তদপেক্ষা বর্তমান কর্মে তাহারা অনেক কমই উৎপাদন করিতেছে। এইরূপ নিকৃষ্টতর কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিগণকে প্রচ্ছন্ন কর্মহীন এবং এই প্রকারের বিশেষ ধরনের কর্মহীনতাকে প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা বলে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে অধ্যাপিকা রবিনসনের এই প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতার ধারণাটি অগ্রসর অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভাবিত হইলেও স্বল্পোন্নত দেশসমূহে, বাণিজ্যচক্রজনিত কারণে না হইলেও, ব্যাপকভাবে এই জাতীয় কর্মহীনতা দেখা যায়। অনেক সময় প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতার পরিবর্তে স্বল্পনিয়োগ[৬২] শব্দটিও ব্যবহার করা হয়।

কর্মহীনতার কুফল
EVIL EFFECTS OF UNEMPLOYMENT

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, কর্মহীনতার কুফল এই যে, ইহাতে (১) জাতীয় আয় ও মোট উৎপাদন হ্রাস পায়; সুতরাং কর্মহীনতা উৎপাদনের উপকরণসমূহের অপচয় ছাড়া আর কিছু নহে। (২) আয় কমিয়া যাওয়ায় দেশে জীবনযাত্রার মান অবনত হয় এবং কর্মহীন শ্রমিক তাহার পরিবারবর্গ সহ তীব্র অভাব অনটন, অর্থনীতিক বিপর্যয় ও দারিদ্র এবং বুভুক্ষার সম্মুখীন হয়। (৩) কর্মহীন ব্যক্তির মনে এক তীব্র হতাশা জন্মে যাহা ক্রমে সমাজের প্রতি এক প্রবল বিরাগ ও বিদ্বেষে পরিণত হইবার আশংকা থাকে। (৪) ক্রমে

57. Frictional Unemployment. 58. Seasonal Unemployment.
59. Technological or Structural Unemployment.
60. Cyclical Unemployment. 61. Disguised Unemployment.
62. Underemployment.

কর্মহীন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি ও সমাজ ব্যবস্থা, আইন শৃংখলা ইত্যাদির প্রতি ক্রমবর্ধমান প্রবল বিরাগ, বিরোধিতায় পরিণত হইয়া নিরুপায় মানুষকে অব্যাহতি পাইবার আশায় চরম পন্থা অবলম্বনে বাধ্য করে। সমাজবিপ্লবের সূচনা করে।

অগ্রসর ও স্বল্পোন্নত দেশে কর্মহীনতার প্রকৃতি
NATURE OF UNEMPLOYMENT IN ADVANCED AND UNDERDEVELOPED COUNTRY

অগ্রসর বা উন্নত দেশে এবং স্বল্পোন্নত দেশে কর্মহীনতার প্রকৃতিতে সবিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

অগ্রসর মিশ্রধনতন্ত্রী দেশগুলিতে কর্মহীনতার মূল চরিত্র হইল এই যে উহা সামগ্রিক চাহিদার ঘাট্‌তি হইতে উদ্ভূত বাণিজ্যচক্রগত এবং মুদ্রা সংকোচনমূলক[63]। এক কথায়, ঐ সকল দেশে কর্মহীনতা হইল প্রধানত এবং মূলত বাণিজ্যচক্রজনিত কর্মহীনতা। উহার মূল কারণ এই যে ঐ সকল দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির দরুন উৎপাদন ক্ষমতা যে হারে বাড়ে, সে হারে সামগ্রিক চাহিদা উহারা বাড়াইতে সক্ষম নহে; এই কারণে সকল অগ্রসর মিশ্র ধনতন্ত্রী দেশে সর্বদাই কর্মহীনতার আশংকা বিরাজ করিতেছে। সুতরাং অগ্রসর দেশগুলিতে যে কর্মহীনতা দেখা যায় তাহা প্রধানত কীনসীয় কর্মহীনতা অর্থাৎ কার্যকর চাহিদার অভাবজনিত বাণিজ্যচক্রগত কর্মহীনতা।

কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে যে কর্মহীনতা দেখা যায় তাহা **প্রধানত** কার্যকর চাহিদার অভাবসঞ্জাত নহে (যদিও উহা অংশত এরূপ)। এসকল দেশে কর্মহীনতা হইতেছে মূলত এবং প্রধানত প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা বা স্বল্পনিয়োগ এবং ইহার প্রধান কারণ হইল পুঁজির অভাব। পুঁজির অভাবহেতু এসকল দেশে শ্রমের বিপুল অপচয় ঘটে। আসলে অনগ্রসর বা স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে কর্মহীনতার এক দ্বৈত চরিত্র[64] দেখা যায়। এক দিকে, এসকল দেশে যে সীমাবদ্ধ সংগঠিত অর্থনীতিক ক্ষেত্র আছে তথায় উৎপাদন ক্ষমতার তুলনায় সামগ্রিক চাহিদার অভাবে সীমাবদ্ধ পরিমাণে বাণিজ্যচক্রগত কর্মহীনতা দেখা যায়। অধ্যাপক কুরিহারার ভাষায়, "ধনতন্ত্রী বৈশিষ্টাসম্পন্ন স্বল্পোন্নত দেশে বাণিজ্যচক্রজনিত কর্মহীনতা দেখা দেয়।"[65] কিন্তু অপর দিকে আবার শ্রমের পরিপূরক উপকরণগুলির অভাবেও যথেষ্ট পরিমাণ কর্মহীনতা এসকল দেশে দেখা যায়। পুঁজিগঠনের হারের তুলনায় দ্রুততর বেগে জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন কর্মহীন শ্রমিকের এক বিপুল সংরক্ষিত বাহিনী এসকল দেশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইহাই অধ্যাপিকা যোয়ান রবিনসনের মতে "মার্ক্সীয় কর্মহীনতা"[66]। তাঁহার মতে, "অনগ্রসর ও জনাধিক্য বিশিষ্ট প্রাচ্যের দেশগুলিতে এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলিতে, যেখানেই কাজের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণের অভাবে কর্মহীনতা দেখা যায়", তথায় মার্ক্সীয় কর্মহীনতা "রহিয়াছে বুঝিতে হইবে।" অনগ্রসর দেশে ইহা অংশত প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা রূপেও আত্মপ্রকাশ করে।

সুতরাং অগ্রসর মিশ্র ধনতন্ত্রী দেশগুলিতে জনসংখ্যার তুলনায় উৎপাদনের উপকরণের (প্রধানত বিনিয়োগ অর্থাৎ পুঁজিদ্রব্যের) দ্রুতবেগে বৃদ্ধির সহিত সমতালে চাহিদা বৃদ্ধির অক্ষমতা কর্মহীনতা ডাকিয়া আনে, আর স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে জনসংখ্যা অর্থাৎ শ্রমের যোগান বৃদ্ধির তুলনায় পুঁজি গঠন কম বলিয়া কর্মহীনতা দেখা দেয়। অতএব, অগ্রসর দেশের সমস্যা হইল, অপেক্ষাকৃত ধীরগতিতে বর্ধমান জনসংখ্যার পূর্ণনিয়োগ বজায় রাখা, এবং বিনিয়োগ হারের সমস্তরে জনসংখ্যার বৃদ্ধি বজায় রাখা। আর স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে সমস্যা হইল দ্রুত হারে বর্ধমান জনসংখ্যার পূর্ণনিয়োগ লাভ করা ও বজায় রাখা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্তরে বিনিয়োগ বজায় রাখা।

63. Cyclical and deflationary.
64. Dual nature.
65. The Keynesian Theory of Economic Development : K. K. Kurihara.
66. "Marxian Unemployment"

পূর্ণনিয়োগ
FULL EMPLOYMENT

কীনসীয় তত্ত্বে 'পূর্ণনিয়োগ' শব্দটির বারংবার ব্যবহার ঘটিলেও উহার সাধারণ গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দেওয়া সহজ নহে। অধ্যাপক অ্যাক্লের[67] মতে, ইহা এমন একটি ধারণা যাহা বিভ্রান্তি ঘটাইতে পারে। কারণ পূর্ণনিয়োগ বলিলে সমাজে আর একটিও ব্যক্তি কর্মহীন নাই, এরূপ বুঝায় না। গতীয় অর্থনীতি সদাই পরিবর্তনশীল এবং সর্বদাই তথায় পুরাতন শিল্পের পতন ও নূতন শিল্পের উত্থান ঘটিতেছে। এরূপ অবস্থায় শ্রমের সচলতা যতই বর্ধিত হোক না কেন, মরসুমী কারণে, নূতন শিল্পে প্রবেশে, নূতন কর্মে শিক্ষালাভ করিয়া উপযুক্ত দক্ষতা বা যোগ্যতা অর্জনে বিলম্ব ইত্যাদি নানা কারণে সাময়িক কর্মহীনতা ঘটিতেই পারে। অতএব, পূর্ণনিয়োগের স্তরেও অল্প কিছু পরিমাণ কর্মহীনতা থাকিতে পারে (অর্থবিজ্ঞানিগণের অভিমত, দেশে অনধিক ৩% ব্যক্তি কর্মহীন থাকিলে তথায় পূর্ণনিয়োগ ঘটিয়াছে বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে)। তবে, মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, **'পূর্ণনিয়োগ হইতেছে এরূপ একটি পরিস্থিতি যেখানে কার্যকর চাহিদার বৃদ্ধির দ্বারা নিয়োগের পরিমাণ আর বাড়ান যায় না।'** ইহাই পূর্ণনিয়োগের কীনসীয় তত্ত্ব-সম্মত সংজ্ঞা।

কর্মহীনতার সমাধানের উপায়সমূহ
REMEDIES OF UNEMPLOYMENT

বিভিন্ন প্রকারের কর্মহীনতার মধ্যে মরসুমী ও সংঘাতজনিত কর্মহীনতার প্রাবল্য অপেক্ষাকৃত অল্প এবং তুলনায় বাণিজ্যচক্রজনিত কর্মহীনতা এবং প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা ও কাঠামোগত কর্মহীনতার গুরুত্বই বেশি।

১. ইহাদের মধ্যে **সংঘাতজনিত কর্মহীনতার** কোন সমাধান নাই। সমাজ ব্যবস্থা যে প্রকারেরই হোক না কেন সংঘাতজনিত কর্মহীনতা সর্বদাই অল্পবিস্তর দেখা দিবে। তবে ইহা নেহাৎই সাময়িক।

২. বিভিন্ন প্রকারের পার্শ্বজীবিকার সৃষ্টি করিয়া এবং মরসুমী শ্রমিকগণকে মরসুম শেষে এক মরসুমী শিল্প হইতে অপর মরসুমী শিল্পে নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়া কিংবা সংশিলষ্ট শিল্পগুলিতে বিভিন্ন মরসুমের উপযোগী দ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়া অর্থাৎ উহাদের পণ্য বা উৎপন্ন বৈচিত্র্যকরণ[68] দ্বারা অথবা সংশিলষ্ট শ্রমিকগণকে একাধিক প্রকার কর্মে শিক্ষাদান দ্বারা কিছুটা পরিমাণে **মরসুমী কর্মহীনতা** লাঘব করা সম্ভব।

৩. **কারিগরি বা কাঠামোগত কর্মহীনতার** প্রতিকার করিতে হইলে নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং শ্রমিকগণকে নূতন শিল্পের উপযোগী বিবিধ কর্মে শিক্ষাদান প্রয়োজন।

৪. **প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা বা স্বল্পনিয়োগ** বিশেষভাবেই স্বল্পোন্নত দেশগুলির অন্যতম প্রধান সমস্যা। ইহার প্রতিকারের জন্য প্রয়োজন এই সকল দেশগুলির অর্থনীতিক বিকাশ। এজন্য গ্রামাঞ্চলে কৃষি নির্ভর গ্রামীণ ও কুটির শিল্পসমূহের প্রতিষ্ঠা, জনাধিক্যে পীড়িত গ্রামাঞ্চল হইতে নবস্থাপিত শিল্পাঞ্চলে জনস্থানান্তর, নূতন নূতন শিল্প ও ক্ষুদ্র, বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পাঞ্চল ও শিল্প বসতি স্থাপন, সরকারী উদ্যোগে শিল্প স্থাপন ও বেসরকারী উদ্যোগের প্রসার, সমবায় কর্মোদ্যোগে উৎসাহদান ইত্যাদি নানাবিধ বিধি ব্যবস্থার প্রয়োজন।

৫. সাধারণভাবে কর্মসংস্থান বা নিয়োগ সম্পর্কে শ্রমিকগণকে অবহিত করিবার জন্য এবং নিয়োগ কর্তা ও নিয়োগপ্রাথীর মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য গ্রামে ও শহরাঞ্চলে নিয়োগ তথ্যবিনিময় কেন্দ্র[69] প্রভৃতি স্থাপন করা যাইতে পারে।

67. Gardner Ackley. 68. Diversification of products.
69. Employment Exchange.

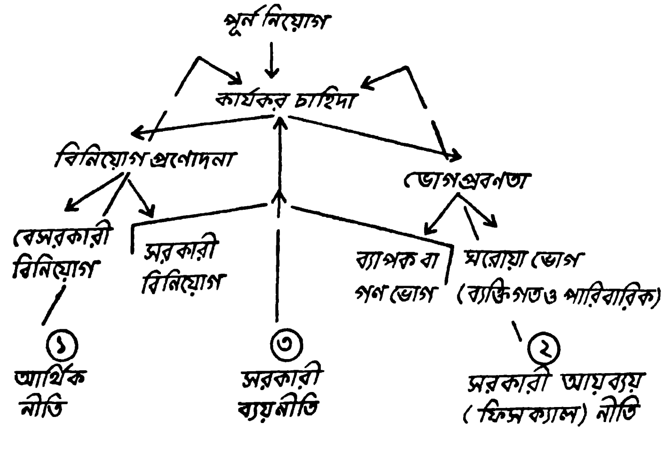
৬. কিন্তু আধুনিক অগ্রসর মিশ্র ধনতন্ত্রী দেশগুলির অন্যতম প্রধান সমস্যা বাণিজ্য-**চক্রগত কর্মহীনতার** প্রতিকারের জন্য প্রয়োজন হইতেছে সরকার কর্তৃক পূর্ণনিয়োগ নীতি[৭০] গ্রহণ ও অনুসরণ। এইরূপ নীতির সাহায্যে দেশে পূর্ণনিয়োগ প্রতিষ্ঠা করা ও তাহা বজায় রাখার চেষ্টা করা যাইতে পারে। আধুনিক সকল অগ্রসর ধনতন্ত্রী দেশেই ইহা অন্যতম অর্থনীতিক লক্ষ্যরূপে গৃহীত হইয়াছে। মিশ্র ধনতন্ত্রী অর্থনীতিক ব্যবস্থায়, সঞ্চয় বিনিয়োগ ভারসাম্যের বিন্দুতে পূর্ণ নিয়োগ লাভ করিতে হইলে যে পরিমাণ মোট বিনিয়োগ প্রয়োজন, মোট বেসরকারী বিনিয়োগ উহার তুলনায় যতটা কম তাহা সরকারী বিনিয়োগ দ্বারা পূরণ করা হইলে দেশে পূর্ণনিয়োগ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এবং ঐ পূর্ণনিয়োগের স্তর বজায় রাখিতে হইলে বেসরকারী বিনিয়োগের হ্রাসবৃদ্ধির সহিত সরকারী বিনিয়োগের সমপরিমাণ বৃদ্ধি ও হ্রাসের দ্বারা মোট বিনিয়োগ অক্ষুণ্ণ রাখা আবশ্যক। অতি সংক্ষেপে ইহাই বাণিজ্যচক্রগত কর্মহীনতার প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা।

পূর্ণনিয়োগ লাভের তিনটি উপায়
THREE WAYS TO FULL EMPLOYMENT

পূর্ণনিয়োগ লাভের জন্য সঞ্চয় বিনিয়োগ ভারসাম্যের বিন্দুতে মোট আয়=মোট ব্যয়=মোট ভোগ ব্যয়+মোট বিনিয়োগ ব্যয় $(=Y=C+I)$, এই সমীকরণটি বাস্তবায়িত করা ও বজায় রাখা আবশ্যক।

ধনতন্ত্রী অর্থনীতিক ব্যবস্থায় কার্যকর চাহিদার ঘাট্‌তি দেখা দেয় বলিয়া মোট আয় ও মোট ব্যয়ের সমতা রক্ষিত হয় না। এই মূলগত কারণেই বাণিজ্যচক্রের উৎপত্তি ঘটে ও তাহা হইতে বাণিজ্যচক্রগত কর্মহীনতার উৎপত্তি হয়। সুতরাং পূর্ণনিয়োগ নির্ভর করে কার্যকর চাহিদার উপর।

৫·৮নং রেখাচিত্র



কার্যকর চাহিদা নির্ভর করে বিনিয়োগ ব্যয় এবং ভোগব্যয়ের উপর। সমাজের মোট বিনিয়োগ ব্যয় হইল বেসরকারী বিনিয়োগ ব্যয় এবং সরকারী বিনিয়োগ ব্যয়ের সমষ্টি এবং সেহেতু, উহাদের উপর নির্ভরশীল। অপরদিকে সমাজের ভোগব্যয়কে ঘরোয়া অর্থাৎ ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ভোগব্যয় এবং সাধারণ বা ব্যাপক বা গণভোগ ব্যয়ের সমষ্টিরূপে গণ্য করা যায়। ৫·৮নং রেখাচিত্রে ইহাই দেখান হইয়াছে।

70. Full Employment Policy.

এই পরিস্থিতিতে সমাজের কার্যকর চাহিদা বৃদ্ধির মধ্যে পূর্ণনিয়োগ লাভের সমস্যা সমাধানের উপায় নিহিত রহিয়াছে। কার্যকর চাহিদা বৃদ্ধির তিনটি উপায় আছে। যথা,—(১) বেসরকারী বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধির দ্বারা কার্যকর চাহিদা বৃদ্ধি। (২) ভোগ-ব্যয় বৃদ্ধির দ্বারা কার্যকর চাহিদা বৃদ্ধি। এবং (৩) সরকারী ব্যয়ে সরকারী বিনিয়োগ ও গণভোগের বৃদ্ধির দ্বারা কার্যকর চাহিদা বৃদ্ধি। আমরা এই তিনটি উপায়ের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি।

১. বেসরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধির দ্বারা কার্যকর চাহিদা বৃদ্ধি: ধনতান্ত্রিক কাঠামোটি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কার্যকর চাহিদার বৃদ্ধি ঘটাইবার প্রকৃষ্ট পথ হইতেছে বেসরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধির চেষ্টা করা। ইহার উপায় হইতেছে **আর্থিক নীতি**[71] অবলম্বন করা।

আর্থিক নীতি কাহাকে বলে: আর্থিক নীতি বলিতে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বাট্টার হারের পরিবর্তন, সরকারী ঋণপত্রের ক্রয়বিক্রয় (খোলা বাজারী বেচাকেনা), কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির জমার অনুপাতের পরিবর্তন, প্রভৃতি ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এবং ভোগকারী-ঋণনিয়ন্ত্রণ, ঋণের রেশনিং প্রভৃতি ব্যাঙ্ক ঋণের গুণগত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সমেত দেশের মোট ঋণ ও অর্থের যোগানের প্রয়োজনমত সংকোচন সম্প্রসারণের নানারূপ হাতিয়ার ব্যবহারের বন্দোবস্ত বুঝায়। এক কথায়, আর্থিক নীতি হইল ঋণনিয়ন্ত্রণ নীতি। ইহাতে ঋণ সংগ্রহের খরচ ও ঋণের যোগান নিয়ন্ত্রণ দ্বারা অর্থনৈতিক কার্যকলাপ প্রভাবিত করিবার চেষ্টা করা হয়।

আর্থিক নীতির উদ্দেশ্য: আর্থিক নীতির প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য হইল কার্যকর চাহিদা যাহাতে বাড়িয়া পূর্ণনিয়োগের স্তরে পৌঁছায় সে উদ্দেশ্যে বেসরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে উৎসাহ দান। এজন্য পর্যাপ্ত ব্যাঙ্ক ঋণের যোগানের ব্যবস্থা করা হয় ও সুদের হার কমান হয়। ইহা সুলভ-অর্থ নীতি[72] নামে পরিচিত। অল্প সুদে পর্যাপ্ত ঋণের যোগান অধিক দেওয়ার ব্যবস্থা হইলে বিনিয়োগকারীরা ঋণগ্রহণে উৎসাহী হইয়া অধিক পরিমাণে বিনিয়োগ করিবে এবং তাহার ফলে গুণক ও ত্বরণ ক্রিয়ার দ্বারা নিয়োগের স্তর বাড়িয়া ক্রমশ পূর্ণনিয়োগের স্তরে পৌঁছাইবে। পূর্ণনিয়োগের স্তরে পৌঁছাইবার পর সঞ্চয়-বিনিয়োগের সাম্যের মাধ্যমে উহা বজায় রাখাই আর্থিক নীতির লক্ষ্য।

আর্থিক নীতির কার্যকারিতা: ব্যক্তিগত উদ্যোগের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করিয়া ধনতন্ত্রী অর্থনীতিতে পূর্ণনিয়োগের লক্ষ্য লাভে আর্থিক নীতির উপযোগিতা সম্পর্কে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার কার্যকারিতা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ইহার সম্পূর্ণ অনুকূল নহে। সুদের হার বিনিয়োগের অন্যতম খরচ বটে, এবং উহা কম হইলে বিনিয়োগের খরচ কমে, কিন্তু, **বিনিয়োগ শুধু সুদের হারের উপর নির্ভর করে না।** ইহা আরও যে দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে, উহাদের একটি হইল ভোগ অপেক্ষক এবং অপরটি হইল পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা। স্বল্পকালীন সময়ে ভোগ অপেক্ষকটি কমবেশি স্থির থাকিলেও, পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা অত্যন্ত অস্থির উপাদান। অতএব, মন্দার সময়ে যতক্ষণ পর্যন্ত পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা অত্যন্ত কম থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত সামান্য সুদে, এমনকি বিনাসুদে ঋণ দিলেও বিনিয়োগকারীরা তাহাতে উৎসাহিত হইয়া বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে প্রবৃত্ত হইবে না, হয় না। ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে, 'ঘোড়াকে জলের কাছে টানিয়া লইয়া যাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু উহাকে দিয়া জোর করিয়া জলপান করান্ যায় না।' সুতরাং আর্থিক নীতির দ্বারা সুদের হার কমান হইলে এবং ঋণের পর্যাপ্ত যোগানের ব্যবস্থা করিলেই যে বেসরকারী বিনিয়োগ বাড়িয়া কার্যকর চাহিদাকে বাড়াইতে এবং উহার মধ্য দিয়া নিয়োগ বৃদ্ধি ঘটাইতে সমর্থ হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। অতীতেও এবিষয়ে আর্থিক নীতির

71. Monetary Policy. 72. Cheap money policy.

ব্যর্থতা দেখা গিয়াছে। সুতরাং পূর্ণনিয়োগের লক্ষ্য লাভে এককভাবে কেবল আর্থিক নীতির প্রয়োগ আর বাঞ্ছনীয় এবং যথেষ্ট বলিয়া বর্তমানে কেহ মনে করেন না।

২. **ভোগব্যয় বৃদ্ধির দ্বারা কার্যকর চাহিদা বৃদ্ধি:** মন্দা দূর করিবার জন্য নিয়োগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বেসরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে আর্থিক নীতির সীমাবদ্ধতার দরুন, অনেক অর্থবিজ্ঞানীর অভিমত ছিল এই যে, বেসরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধির চেষ্টার পরিবর্তে বরং বেসরকারী অর্থাৎ ঘরোয়া বা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ভোগব্যয় বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক। সমাজে বেসরকারী ভোগব্যয় যদি বাড়ান সম্ভব হয় তাহা হইলে ত্বরণ ও গুণক ক্রিয়ার মধ্য দিয়া অবশ্যই বেসরকারী বিনিয়োগ এবং নিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে। এজন্য মানুষের হাতে ব্যবহারযোগ্য আয়ের পরিমাণ[৭৩] যাহাতে বাড়ে সেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। এই প্রকার চিন্তার অনুগামিগণের মধ্যে অধ্যাপক হানসেন[৭৪] ও কালেস্কীর[৭৫] নাম উল্লেখযোগ্য। এই উদ্দেশ্যে ইঁহারা যে হাতিয়ারটি ব্যবহারের সুপারিশ করিয়াছিলেন তাহা হইল সরকারের আয়-ব্যয় নীতি বা 'ফিস্ক্যাল' নীতি। মন্দার সময় যদি করভার হ্রাস করা হয় তবে মানুষের হাতে ব্যবহারযোগ্য অর্থের পরিমাণ বাড়িবে এবং তাহার ফলে তাহারা ভোগব্যয় বাড়াইতে সক্ষম হইবে। ইহাতে মোট চাহিদা বাড়িবে এবং তখন বেসরকারী বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ বাড়াইতে উৎসাহ পাইবে। ইহার ফলে সমাজে নিয়োগ বাড়িবে ও কর্মহীনতা কমিতে থাকিবে।

অধ্যাপক হানসেন যে ধরনের ফিস্ক্যাল নীতির সুপারিশ করিয়াছিলেন, তাহা বাণিজ্যচক্রবিরোধী ফিস্ক্যাল নীতি[৭৬] নামে পরিচিত। সংক্ষেপে তাঁহার বক্তব্য এই যে, মানুষের হাতে ব্যবহারযোগ্য আয়ের পরিমাণ কতটা থাকিবে তাহা করের উপর নির্ভর করে। চড়তির বাজারে যাহাতে অত্যধিক চাহিদাজনিত মুদ্রাস্ফীতির পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়া শীঘ্র সংকট ডাকিয়া আনিয়া শীঘ্র অধোগতি আরম্ভ না হইতে পারে সেজন্য সে সময়ে কর বৃদ্ধি করা উচিত। ইহাতে তখন মানুষের হাতে ব্যবহারযোগ্য আয় কমিবে এবং দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা অত্যধিক হইতে পারিবে না বলিয়া সমৃদ্ধির কাল দীর্ঘায়িত হইবে। আর মন্দার সময় নিয়োগ হ্রাসের দরুন আয় ও চাহিদা কমিয়া যায় বলিয়া তখন কর হ্রাস করিতে হইবে। তাহাতে মানুষের হাতে ব্যবহারযোগ্য আয় বৃদ্ধি পাইলে ভোগব্যয় অর্থাৎ চাহিদা বৃদ্ধি ঘটিয়া বেসরকারী বিনিয়োগ এবং নিয়োগ বৃদ্ধিতে উৎসাহ দিবে।

অধ্যাপক কালেস্কী পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, মন্দার সময় শুধু কর হ্রাসই যথেষ্ট হইবে না, ধনতন্ত্রী অর্থনীতিতে আয়ের বন্টনে যথেষ্ট আর্থিক বৈষম্য সৃষ্টি হইতে থাকে এবং মন্দার সময় উহা আরও বাড়ে। সুতরাং সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তি ও পরিবারের ভোগব্যয় বৃদ্ধি যদি সুনিশ্চিত করিতে হয় তবে মন্দার সময়ে কর হ্রাসের সহিত এরূপ ফিস্ক্যাল নীতি অনুসরণ করিতে হইবে যাহাতে সমাজে আয়েরও পুনর্বণ্টন ঘটে এবং উহার বৈষম্য কমে। সুতরাং কর ব্যবস্থাকে অধিকতর প্রগতিশীল করা ও কররাজস্ব হইতে লোককল্যাণমূলক ব্যয়ের পন্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

ফিস্ক্যাল নীতির কার্যকারিতা: কিন্তু আর্থিক নীতির মত ফিস্ক্যাল নীতিরও সীমাবদ্ধতা আছে। ফিস্ক্যাল নীতির কার্যকারিতা বিশেষভাবেই করহ্রাস ও লোক-কল্যাণমূলক ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি ব্যবস্থাগুলির পরিমাণ এবং উহাদের প্রয়োগের যথাযথ সময়ের উপর নির্ভরশীল এবং আগে হইতে তাহা কখনও জানিবার উপায় নাই। সুতরাং ঘটনা ঘটিবার পরই একমাত্র উহাদের ব্যবহার সম্ভব। ইহাতে ফিস্ক্যাল নীতি যথেষ্ট ফলপ্রসূ হইতে পারে না। তাহা ছাড়া, উহাদের দ্বারা কতটা পরিমাণে আয়ের পুনর্বন্টন ঘটিবে এবং ঐ সকল বিধিব্যবস্থার ফলে মানুষের মধ্যে কতটা ও কিরূপ অর্থনীতিক ও

73. Disposable Income.
74. A. H. Hansen.
75. M. Kalecki.
76. Counter-cyclical Fiscal Policy.

মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইবে, ইত্যাদি অনিশ্চিত বিষয়ের উপরও ফিস্ক্যাল নীতির সাফল্য নির্ভরশীল। তাহা ছাড়া মন্দার সময় কার্যকর চাহিদা উপযুক্ত পরিমাণে বাড়াইতে হইলে ক্রমাগত করের এরূপ হ্রাস করিবার প্রয়োজন হইতে পারে যাহা সরকারের পক্ষে সাধ্যাতীত। ইহার আরেকটি অসুবিধা হইল যে, আয়ের পুনর্বণ্টন ঘটাইবার জন্য করের সাহায্যে ধনবৈষম্য কমাইতে গিয়া সমাজে সঞ্চয় ও পুঁজিগঠন ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত তাহা অর্থনীতিক দক্ষতা ও অর্থনীতিক বিকাশ ক্ষুণ্ণ করিতে পারে।

সুতরাং পূর্ণনিয়োগ লাভের উদ্দেশ্যে কেবল ফিস্ক্যাল নীতির কার্যকারিতা অবিসম্বাদি রূপেই সীমাবদ্ধ।

৩. **সরকারী ব্যয়ে সরকারী বিনিয়োগ ও গণভোগ বৃদ্ধির দ্বারা কার্যকর চাহিদা বৃদ্ধি:** নিয়োগ বৃদ্ধির তৃতীয় পন্থাটি হইল সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির দ্বারা সরকারী বিনিয়োগ ও গণভোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে কার্যকর চাহিদা বৃদ্ধি ও উহার মধ্য দিয়া পূর্ণনিয়োগ লাভের চেষ্টা করা। ইহাও ব্যাপক অর্থে ফিস্ক্যাল নীতির অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। তবে ইহাতে আর্থিক নীতির ন্যায় কেবল বেসরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং ফিস্ক্যাল নীতির ন্যায় ঘরোয়া ভোগব্যয় বৃদ্ধির পরিবর্তে একই সঙ্গে সরকারী ব্যয়ে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং গণভোগ ব্যয় বৃদ্ধির মধ্য দিয়া উৎপাদন, আয়, ভোগ ও নিয়োগ বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়।

পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার খামখেয়ালীপনার দরুন কেবল বেসরকারী বিনিয়োগের অনিশ্চিত বৃদ্ধির চেষ্টার উপর নির্ভরতা অথবা, কেবল ঘরোয়া ভোগব্যয় বৃদ্ধির জন্য ফিস্ক্যাল নীতির উপর নির্ভর করিবার অনিশ্চিত উপায় যে কার্যকর ফল দেয় না, অভিজ্ঞতা হইতে এই শিক্ষা গ্রহণ করিয়া বর্তমানে সকল ধনতন্ত্রী দেশেই অর্থনীতিক ক্ষেত্রে সরকারের প্রত্যক্ষ প্রবেশ ও অংশগ্রহণ অপরিহার্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ইহার ফলে, সকল ধনতন্ত্রী অগ্রসর দেশেই সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ জাতীয় অর্থনীতির মোট ব্যয়ের একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অংশে পরিণত হইয়াছে। উহার সংকোচন ও সম্প্রসারণ দেশের মোট আয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটাইয়া থাকে এবং পূর্ণনিয়োগের স্তরে ভোগ-ব্যয় ও বিনিয়োগের সমন্বয়ন ঘটাইবার জন্য উহা একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ারে পরিণত হইয়াছে। ইহাকে অনেক সময় বাণিজ্যচক্রবিরোধী বাজেট ব্যবস্থা[৭৭] বলা হয়। মন্দার সময় সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নিয়োগ বৃদ্ধি বা নূতন নিয়োগ সৃষ্টির দ্বারা দেশে আয় ও ব্যয় বৃদ্ধি ঘটান যায় এবং তাহার ফলে অর্থনীতিকে মন্দার গভীর পংক হইতে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। পূর্ণনিয়োগের লক্ষ্য লাভে অনুসৃত সরকারী ব্যয় নীতি প্রধানত দুই প্রকারের হইতে পারে। উহাদের একটি হইল **'পাম্প প্রাইমিং'**[৭৮] বা **বেসরকারী ব্যয়-উত্তেজক রূপে সরকারী ব্যয়ের** প্রয়োগ, এবং অপরটি হইল **'কম্পেন-সেটরি স্পেণ্ডিং'**[৭৯] **বা** বেসরকারী ব্যয়ের ঘাটতি **'পূরক সরকারী ব্যয়'।** অধোগতি ও মন্দার সময় বেসরকারী ব্যয় যখন কমিতে থাকে তখন সামান্য মাত্রায় সরকারী ব্যয়ের দ্বারা বেসরকারী ব্যয়ে বল ও বেগ সঞ্চার করা যাইতে পারে, এই ধারণার বশবর্তী হইয়া বেসরকারী ব্যয়ের উত্তেজকরূপে **নির্দিষ্ট মাত্রায়** সরকারী ব্যয়ের প্রয়োগ হইতেছে 'পাম্প প্রাইমিং'। আর 'কম্পেনসেটরি স্পেণ্ডিং' বা পূরক সরকারী ব্যয় বলিতে মন্দার সময় বেসরকারী বিনিয়োগ ব্যয় **যে পরিমাণে হ্রাস পায়,** সরকারী বিনিয়োগ ব্যয় দ্বারা **উহার স্থান পূরণ করা বুঝায়।** ইহাতে, মন্দার সময়ে যতক্ষণ বেসরকারী বিনিয়োগ হ্রাস পাইতে থাকে ততক্ষণ ঐ হ্রাসের সমপরিমাণে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির দ্বারা দেশে মোট ব্যয়ের পরিমাণটি অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করা হয়। তেমনি চড়তির সময়ে যখন বেসরকারী বিনিয়োগ

77. Counter-cyclical budgeting policy. 78. Pump priming.
79. Compensatory spending.

বাড়িতে থাকে তখন ক্রমান্বয়ে সরকারী ব্যয় হ্রাস করা হয়। ফলে সর্বদা দেশের মোট ব্যয় ও আয় এক স্তরে স্থির থাকিতে পারে।

বলাবাহুল্য উভয় প্রকার ব্যয়ের ফলেই যে গুণক ও ত্বরণ ক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তাহাতে মন্দার সময়ে উৎপাদন, নিয়োগ ও আয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তবে 'পাম্প প্রাইমিং' সরকারী ব্যয় অপেক্ষা 'পূরক সরকারী ব্যয়' অধিকতর কার্যকর। কারণ 'পাম্প প্রাইমিং' মাত্র সাময়িকভাবে সাড়া জাগাইতে সক্ষম এবং উহাতে সরকারী ব্যয়ের মাত্রা সীমাবদ্ধ বলিয়া উহার ফলাফল অনিশ্চিত। তুলনায় 'পূরক সরকারী ব্যয়'র পরিধি অনেক ব্যাপক। তবে, উভয় ব্যবস্থাতেই লোক কর্মাত্মক বিবিধ সরকারী ব্যয়মূলক কর্মসূচী[৮০] গ্রহণ করা হয় (সড়ক নির্মাণ, বিদ্যালয় স্থাপন, দালানকোঠা নির্মাণ, হাসপাতাল স্থাপন, খাল খনন, বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি)। তাহা ছাড়া গণভোগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অবসর ভাতা[৮১] ভরতুকি[৮২], কর্মহীনতার ভাতা[৮৩], ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদি[৮৪] প্রবর্তিত হয়।

সীমাবদ্ধতা: কিন্তু সরকারী বিনিয়োগ ও অন্যান্য ব্যয়ের দ্বারা বিনিয়োগ এবং গণভোগব্যয় বৃদ্ধির মাধ্যমে নিয়োগ বৃদ্ধি ও পূর্ণনিয়োগে উপনীত হওয়ার পথে অনেক বাধা আছে। প্রথমত, সরকারী ব্যয়ের একটা সীমা আছে। দ্বিতীয়ত, সরকারী বিনিয়োগ ব্যয় অধিক হইলে তাহা বেসরকারী বিনিয়োগকারিগণের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে। তৃতীয়ত, লোক কর্মাত্মক সরকারী কর্মসূচীগুলি বাণিজ্যচক্রের পরিস্থিতি অনুযায়ী ইচ্ছামত পরিবর্তন করা যায় না। অনেক সরকারী কর্মসূচী কেবল দীর্ঘকালেই ফলপ্রসূ হইতে পারে। স্বল্প কালে উহা হইতে কোন সুফল আশা করা যায় না। চতুর্থত, মন্দার তীব্রতা, ব্যাপকতা ইত্যাদি অনুসারে ঠিক কি ধরনের কর্মসূচী উপযুক্ত হইবে তাহা স্থির করা সহজসাধ্য নয়। পঞ্চমত, মন্দার সময়ে সরকারী আয় হ্রাসের দরুন সরকারী ঋণের সাহায্যে ঐ সকল ব্যয় করিবার প্রয়োজন হইতে পারে। ইহাতে সরকারী ঋণ অত্যধিক বাড়িতে পারে।

উপসংহার: এই আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, আর্থিক নীতির মতই সরকারী ফিস্ক্যাল নীতিরও নানা সীমাবদ্ধতা আছে। শুধু তাহাই নয় নিয়োগ বৃদ্ধি ও অর্থনীতির পুনরুন্নতি ঘটাইবার জন্য আরও নানারূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন হইতে পারে। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল মজুরির রদবদল, দাম-খরচ পরিবর্তনীয়তা, ইত্যাদি। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে সমাজে নিয়োগ বৃদ্ধি ও পূর্ণনিয়োগ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে একদিকে যেমন আর্থিক নীতি ও সরকারী ফিস্ক্যাল নীতির সমন্বয়ন দরকার তেমনি প্রয়োজন উহাদের সহিত অন্যান্য নানারূপ বিধি ব্যবস্থার অনুসরণ।

80. Public works. 81. Pension. 82. Subsidy.
83. Unemployment allowance. 84. Social security measures.

৬

বাণিজ্যচক্র নিয়ন্ত্রণ ঃ স্থিতিলাভের আর্থিক ও ফিস্‌ক্যাল নীতিসমূহ

CONTROL OF BUSINESS CYCLES : MONETARY-FISCAL POLICIES FOR STABILISATION

[**আলোচিত বিষয়সমূহঃ** লক্ষ্য ও উপায়সমূহ—ভোগ ও বেসরকারী বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ—বে-সরকারী বিনিয়োগের স্থিতি প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি—মজুরি ও দামনীতি—আর্থিক নীতি—আর্থিক নীতির সীমাবদ্ধতা—বাণিজ্যচক্রবিরোধী ফিস্‌ক্যাল নীতি—লোক কর্মনীতি।]

লক্ষ্য ও উপায়সমূহ
OBJECTIVES AND MEANS

বাণিজ্যচক্রের অবিরাম আবর্তনে বিপর্যস্ত ধনতন্ত্রী অর্থনীতির সম্মুখে দুইটি পথ আছে। একটি হইল ধনতন্ত্রের পরিবর্তে সমাজতন্ত্রী অর্থনীতি গ্রহণ করা, ইহাতে বাণিজ্যচক্রের আক্রমণ হইতে চিরতরে অব্যাহতি পাওয়া যায় কিন্তু তাহাতে ধনতন্ত্রী অর্থনীতি আর জীবিত থাকে না। অপর পথটি হইল ধনতন্ত্রী অর্থনীতি বজায় রাখিয়া বাণিজ্যচক্র শাসন, নিয়ন্ত্রণ ও দমনের চেষ্টা করা। আমরা দ্বিতীয়টির কথাই আলোচনা করিব।

ধনতন্ত্রী অর্থনীতিতে **বাণিজ্যচক্রবিরোধী** নীতি অবলম্বন করিতে হইলে, যে **মূল লক্ষ্য** গ্রহণ করিতে হয় তাহা **হইল, পূর্ণনিয়োগের স্তরে অর্থনীতিক কার্যাবলী বজায়** রাখা, তথায় **অর্থনীতিক কার্যাবলীর অধিকতর স্থায়িত্ব** এবং **দামস্তরের অত্যধিক হ্রাস-বৃদ্ধি পরিহার** করা।

এই মূল লক্ষ্য লাভ করিবার জন্য যে সকল পন্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহা হইতেছেঃ (১) ভোগ ও বেসরকারী বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ[1]; (২) উপযুক্ত মজুরি ও দাম নীতি[2]; (৩) নগদপছন্দ তালিকার হ্রাসবৃদ্ধি নাকচ করিবার জন্য কার্যকর আর্থিক নীতি[3]; এবং (৪) বাণিজ্যচক্রবিরোধী ফিস্‌ক্যাল নীতি বা সরকারী আয়ব্যয় নীতি[4]।

১. **ভোগ এবং বেসরকারী বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণঃ** ইহার মূল উদ্দেশ্য হইতেছে অর্থনীতিক কার্যাবলীর স্থিতিলাভের জন্য সমাজের মোট ভোগব্যয় ও বেসরকারী বিনিয়োগ ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করিয়া উহাদের স্থিতিশীল করা।

ক. ভোগব্যয়ের স্থিতি প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি[5]ঃ সমাজের মোট ভোগব্যয় নির্ভর করে দুইটি বিষয়ের উপর, যথা, (১) ব্যক্তিগত কর কাটিয়া লওয়ার পর দেশবাসিগণের হাতে

1. Control of consumption and private investment.
2. Proper wage-price policy.
3. Effective monetary policy for neutralising the fluctuations in the liquidity preference schedule.
4. Contra cyclical fiscal policy.
5. Stabilising consumption expenditure.

অবশিষ্ট ব্যবহারযোগ্য আয়[6], এবং (২) ভোগ অপেক্ষক[7]। ভোগব্যয়ের চক্রাকার সংকোচন সম্প্রসারণের প্রধান কারণ হইল ব্যবহারযোগ্য আয়ের পরিবর্তন। অতএব ভোগব্যয়কে স্থিতিশীল করিতে হইলে ব্যবহারযোগ্য আয়ের স্থিতিশীলতা আবশ্যক। এজন্য এরূপ একটি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার প্রয়োজন যাহা দ্বারা ব্যবহারযোগ্য আয় স্থিতিশীল হইতে পারে। অর্থবিদ্যার ভাষায় ইহাকে বলা হয় 'স্বয়ংক্রিয় স্থিতিকারক'[8]। ইহা তিন প্রকারের হইতে পারে। যথা, (১) সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদি; (২) কৃষিজাত দ্রব্যের দামসমর্থক কর্মসূচী; এবং (৩) 'হাতে হাতে আয়কর কাটিয়া লইবার ব্যবস্থা'[9]র ভিত্তিতে প্রগতিশীল কর ব্যবস্থা। চড়তির বাজারে যখন নিয়োগ ও আয় বাড়িতে থাকে তখন *নিযুক্ত শ্রমিক কর্মচারিগণের নিকট হইতে সামাজিক বীমার দেয় চাঁদা ও প্রগতিশীল* হারে আয়কর কাটিয়া লইয়া এবং অবনতি ও মন্দার সময় কর্মহীন শ্রমিক কর্মচারিগণকে বেকার-ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া বাণিজ্যচক্রের উভয় পর্যায়ে মানুষের ব্যবহারযোগ্য আয়কে একই স্তরে রাখিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। অনুরূপভাবে মন্দার সময় যখন ফসলের দর কমিয়া যায় তখন সরকার হইতে ক্ষতিপূরণ দিয়া এবং চড়তির বাজারে যখন ফসলের দর বাড়ে তখন ক্ষতিপূরণ তুলিয়া দিয়া বা কমাইয়া দিয়া কৃষকগণের ব্যবহারযোগ্য আয় বাণিজ্যচক্রের সকল পর্যায়ে একস্তরে রাখা যাইতে পারে। ভোগব্যয় স্থিতিশীল রাখিবার এই পদ্ধতিগুলি **পরোক্ষ** পদ্ধতি।

ভোগব্যয় স্থিতিশীল করিবার **প্রত্যক্ষ** পদ্ধতি হইতেছে ভোগ অপেক্ষক বা ভোগ প্রবণতাকে প্রভাবিত করিবার ব্যবস্থা। ইহার একটি উপায় হইল আয়ের পুনর্বণ্টন ঘটান। অধিক আয় উপার্জনকারিগণের তুলনায় অল্প আয় উপার্জনকারীরা তাহাদের আয়ের অধিক অংশ ভোগব্যয় করে। সুতরাং দেশে ব্যক্তিগত আয়ের অধিকতর সমবণ্টনের ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে উহা দ্বারা দেশে সামগ্রিক আয়ে ব্যয়ের অনুপাত বাড়িবে। কিন্তু ইহা কাজে পরিণত করিতে গেলে কর-কাঠামোর এরূপ সবিশেষ প্রগতিশীল পরিবর্তন করিতে হইবে এবং বাণিজ্যচক্রের পর্যায় অনুযায়ী এত ঘন ঘন কর-কাঠামো পরিবর্তন করিতে হইবে যে, উহার ফলে ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পের অনিশ্চয়তা অত্যন্ত বাড়িবে এবং তাহাতে শেষ পর্যন্ত বেসরকারী বিনিয়োগের স্তর অত্যন্ত পড়িয়া যাইবে।

ভোগ অপেক্ষকটিকে আরও প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করিবার উপায় হইল বিভিন্ন হারে ভোগব্যয় ও সঞ্চয়ের উপর কর ধার্য করা। বাণিজ্যচক্রের পর্যায় অনুসারে প্রয়োজন মত সঞ্চয়ের উপর কর ধার্য করিয়া ভোগব্যয়ে উৎসাহ (মন্দার সময়) এবং ভোগব্যয়ের উপর কর ধার্য করিয়া সঞ্চয়ে উৎসাহ (অত্যন্ত চড়তির বাজারে) দিয়া ভোগব্যয়ে স্থিরতা আনিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

পরিশেষে উল্লেখনীয় এই যে, বিশেষ এক ধরনের ভোগব্যয় অত্যন্ত অস্থির। উহা হইতেছে গৃহস্থালীর বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম, আসবাবপত্রাদি, মোটরগাড়ী ইত্যাদি স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয়। এইরূপ ব্যয়ের একটি সবিশেষ অংশের সংস্থান করা হয় ব্যাঙ্ক ঋণের সাহায্যে। ইহাতে এই প্রকার ভোগব্যয়ের স্থিতিহীনতা আরও বাড়ে। ব্যাঙ্ক ঋণের বিচারমূলক নিয়ন্ত্রণের দ্বারা ঊর্ধ্বগতি ও চড়তির বাজারে এইরূপ ব্যাঙ্ক ঋণের (অর্থবিদ্যার ভাষায় যাহাকে 'ভোগকারী ঋণ'[10] বলে) নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি এবং মন্দার সময় উহা শিথিল করিয়া, বাণিজ্যচক্রের সকল পর্যায়ে ভোগব্যয়ের স্থিরতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়।

খ. বেসরকারী বিনিয়োগে স্থিতি প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি : বেসরকারী বিনিয়োগ সম-

6. Disposable income after deduction of personal taxes.
7. Consumption function or propensity to consume.
8. Automatic stabiliser. 9. 'Pay as you go income tax'.
10. Consumer credit.

াতীয় বিনিয়োগের সমষ্টি নহে। ইহা তিন প্রকার ব্যয়ের সমষ্টি। যথা, (১) যন্ত্রপাতি প্রভৃতির কারবারী ব্যয়[11]; (২) আবাসগৃহ নির্মাণের ব্যয়[12]; এবং (৩) কাঁচামাল ও তৈয়ারি পণ্য প্রভৃতির মজুতসম্ভার ধারণের ব্যয়[13]।

(১) বাণিজ্যচক্রের সকল পর্যায়ে যাহাতে মোট বেসরকারী বিনিয়োগ ব্যয় স্থিতিশীল থাকে, সেজন্য মন্দার সময় দীর্ঘকালীন বিনিয়োগে উৎসাহিত করিবার জন্য কর হ্রাস ও রেহাই দেওয়া যাইতে পারে। মন্দার সময়ে নূতন যন্ত্রপাতি কলকব্জায় বিনিয়োগ করা হইলে সরকার উহাতে উচ্চতর হারে অবচিতি[14] কাটিবার অনুমতি দিতে পারে। আর চড়্তির বাজারে যখন বিনিয়োগকারীরা নিজেদের উৎসাহে বিনিয়োগ বাড়াইতেছে, তখন এই সুবিধাগুলি লোপ করা যাইতে পারে। চড়তির অবস্থা আরও বাড়িলে যখন মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় সেই সময় বেসরকারী বিনিয়োগের আধিক্য কমাইবার জন্য লাইসেন্স ও পারমিট ব্যবস্থা, অগ্রাধিকার ব্যবস্থা ইত্যাদির প্রচলন করা যাইতে পারে।

(২) মন্দার সময়ে যাহাতে আবাসগৃহ নির্মাণ শিল্প উৎসাহিত হয় সেজন্য মার্কিণ ধরনের বন্ধকী বীমাব্যবস্থার[15] প্রবর্তন করা যাইতে পারে। ইহাতে দালানকোঠা নির্মাণের খরচ এবং ঐ উদ্দেশ্যে ঋণের খরচ কমে ও গৃহনির্মাণ শিল্প উৎসাহিত হইতে পারে।

(৩) নিয়োগ ও উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধি কমাইবার উদ্দেশ্যে মজুত সম্ভার[16]-কে আপৎকালীন ব্যবস্থা[17] রূপে গণ্য করিবার প্রথাটি সরকার ও বিবিধ কারবারী গোষ্ঠীর পক্ষ হইতে উৎসাহিত করা কর্তব্য। বিশেষত যে সকল সামগ্রী সহজে বিনষ্ট হইবার নহে, মন্দার সময় উহা উৎপাদন করিয়া মজুতসম্ভাররূপে ধরিয়া রাখিলে এবং চাহিদার উন্নতি ঘটিলে উহা ধীরে ধীরে কমান হইলে, চড়্তি ও মন্দা উভয় পর্যায়ে নিয়োগ ও উৎপাদনে অধিকতর স্থিতিশীলতা দেখা দিতে পারে। ইহাতে মজুতসম্ভারের পরিবর্তনীয়তা একটি উল্লেখযোগ্য এবং বাঞ্ছনীয় বাণিজ্যচক্র বিরোধী হাতিয়ারে পরিণত হইতে পারে।

২. **উপযুক্ত মজুরি ও দাম নীতি:** বাস্তব জগতে অলিগোপলি বাজারের প্রাধান্য ও শক্তিশালী শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের দরুন দ্রব্যসামগ্রীর দামস্তর ও মজুরি স্তর এক শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। এজন্য বাণিজ্যচক্র বিরোধী নীতির অঙ্গ হিসাবে মজুরি ও দাম নীতি গুরুত্ব লাভ করিয়াছে।

মন্দা ও অধোগতির সময় উৎপাদন হ্রাসের মধ্য দিয়া মোট চাহিদার সংকোচন প্রতিফলিত হইবে। দামস্তর পরিবর্তনশীল হইলে, বিশেষত, প্রতিযোগিতামূলক শিল্পে, তখন দামও পড়িতে থাকিবে। কিন্তু অলিগোপলি শিল্পে, দামের উপর উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলির বেশ কিছুটা পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ থাকে বলিয়া তথায় মন্দার সময় হয় দাম অতি ধীরে ধীরে খানিক কমিবে নতুবা হয়ত আদৌ কমিবে না।

অধোগতি ও মন্দার সময় সাধারণত শিল্পজাত দ্রব্যের দামের তুলনায় কৃষিজাত দ্রব্যের দাম বেশি কমে। গৃহনির্মাণ এবং অন্যান্য পুঁজিদ্রব্য উৎপাদন শিল্পে দেখা যায় যে, চাহিদা যথেষ্ট কমিয়া যাওয়া সত্ত্বেও, দাম সহজে কমিতে চায় না।[18] যদি তাহা না হইত এবং ঐ সকল শিল্পে চাহিদা হ্রাসের সঙ্গে দাম-ও কিছু কমিত, তবে গুরুতর অধোগতির তীব্রতা ও ব্যাপকতা হয়ত কিছুটা কমিত। সুতরাং এক্ষেত্রে অবশ্যই সরকারী হস্তক্ষেপের অবকাশ আছে। প্রতিযোগিতামূলক (কৃষি সহ) শিল্পে যাহাতে দাম অত্যধিক না কমিতে পারে এবং একচেটিয়া প্রভাবের অধীন শিল্পে (বিশেষত গৃহনির্মাণ ও অন্যান্য পুঁজিদ্রব্য শিল্পে) যাহাতে উৎপাদন খরচ ও দাম অবশ্যই কমান হয় সে উদ্দেশ্যে সরকারী হস্তক্ষেপ আবশ্যক।

11. Business expenditure on plant and equipment.
12. Residential Construction. 13. Investments in inventories.
14. Depreciation charges. 15. Mortgage Insurance.
16. Inventories. 17. Buffer. 18. Prices become sticky.

পরিপক্ক ধনতন্ত্রী অর্থনীতিতে পূর্ণনিয়োগ ও মুদ্রাস্ফীতির পরিস্থিতিতে কি করা কর্তব্য সে বিষয়ে অর্থবিজ্ঞানিগণের মধ্যে দ্বিমত আছে। একদল মনে করেন যে, ধারাবাহিক ও সফল ভাবে পূর্ণনিয়োগ নীতি অনুসরণে অপরিহার্য ভাবেই দুই প্রকার ফল দেখা দিতে পারে। হয় দামস্তরের স্থিতিশীলতার লক্ষ্যটি বিসর্জন দিতে হইবে, নতুবা একমাত্র চিরাচরিত অর্থনীতিক স্বাধীনতা ক্ষুণ্নকারী সরকারী হস্তক্ষেপের দ্বারাই খোলাখুলি মুদ্রাস্ফীতি[19] এড়াইয়া পূর্ণনিয়োগ বজায় রাখা সম্ভব। ইহাতে শ্রমিকগণ স্বাধীনভাবে নিয়োগকর্তাগণের সহিত দরকষাকষির অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে, সরকারী মজুরি ও দাম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, রেশনিং ব্যবস্থা, ইত্যাদি চালু করিতে হইবে। এবং এরূপ ক্ষেত্রে খোলাখুলি মুদ্রাস্ফীতির পরিবর্তে অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি[20] ঘটিবে।

অপর দল অর্থবিজ্ঞানী মনে করেন যে, সংগঠিত শ্রমিক ও জনসাধারণের অন্যান্য অংশকে এবিষয়ে যদি বুঝান যায়, তবে তাঁহাদের চাহিদা আয়ত্তের সীমার মধ্যে থাকিবে এবং তাহা হইলে দামস্তরের ক্রমাগত উর্ধ্বগতি ব্যতিরেকেও পূর্ণনিয়োগ বজায় রাখা সম্ভব হইতে পারে। এজন্য শ্রমিক নেতাগণকে বুঝান, জনমত সৃষ্টি করা, শ্রমের সচলতা বাড়ান, এবং একচেটিয়া আচার আচরণ প্রভৃতি কমান আবশ্যক।

৩. **আর্থিক নীতিঃ** বাণিজ্যচক্র বিরোধী আর্থিক নীতির প্রধান হাতিয়ারগুলি হইতেছে,—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বাট্টার হার পরিবর্তন, খোলাবাজারে ক্রয়-বিক্রয় (সরকারী ঋণপত্রের), কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট সদস্য ব্যাঙ্কগুলির গচ্ছিত জমার অনুপাতের পরিবর্তন ইত্যাদি পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এবং বিচারমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। ঋণ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি হিসাবে প্রথম দুইটি সর্বাপেক্ষা পুরাতন।

অধোগতি ও মন্দার সময়ে আর্থিক নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলি শিথিল করিয়া, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বাট্টার হার কমাইয়া ব্যাঙ্ক ঋণ সুলভ করিয়া, বাজার হইতে সরকারী ঋণপত্র কিনিয়া উহার মারফত দেশবাসীর হাতে নগদ অর্থের যোগান বাড়াইয়া, জমার অনুপাত কমাইয়া বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির হাতে ঋণযোগ্য নগদ তহবিল বাড়াইয়া ও বিচারমূলক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাগুলি (যথা ঋণের রেশনিং শিথিল করা বা তুলিয়া লওয়া, ভোগকারী ঋণের শর্তাবলী উদার করা ইত্যাদি) শিথিল করিয়া বাজারে ঋণের যোগান সুলভ ও পর্যাপ্ত করিবার চেষ্টা করা হয়। উদ্দেশ্য, ইহাতে বিনিয়োগকারীরা ও ব্যবসায়ীরা বেশি করিয়া ঋণ লইয়া বিনিয়োগ করিবে এবং ব্যবসায়ীরা কারবারের সম্প্রসারণ করিবে। তাহাতে নিয়োগ, উৎপাদন ও আয় বাড়িয়া উর্ধ্বগতির সূচনা হইবে। তেমনি আবার, চড়তির বাজারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বাট্টার হার বাড়াইয়া, খোলা বাজারে সরকারী ঋণপত্র বেচিয়া বাজারে নগদ অর্থের পরিমাণ কমাইয়া দিয়া, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির জমার অনুপাত বাড়াইয়া এবং বিচারমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলি কঠোর করিয়া বাজারে ঋণের যোগান কমাইবার ও উহা দুর্লভ করিবার চেষ্টা করা হয়। ইহাতে বিনিয়োগকারীরা কম করিয়া ঋণ ও বিনিয়োগ করিবে। ফলে, চড়তির বাজারে অত্যধিক সম্প্রসারণ ঘটিয়া সংকটকে ত্বরান্বিত করিতে পারিবে না। সংক্ষেপে, এইভাবে বাণিজ্যচক্র বিরোধী ব্যবস্থা হিসাবে আর্থিক নীতির মারফত ঋণের যোগানে স্থিতিশীলতা আনয়নের চেষ্টা করা হয়।

আর্থিক নীতির সীমাবদ্ধতাঃ কিন্তু বাণিজ্যচক্র বিরোধী আর্থিক নীতির প্রধান অসুবিধা এই যে, উহা ঋণের টান সৃষ্টি করিয়া চড়তির বাজারের সমাপ্তি ঘটাইতে অব্যর্থ হইলেও, অর্থনীতিকে মন্দার কবল হইতে উদ্ধারে সক্ষম নহে। উহার অস্ত্রাগারে যাবতীয় ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারগুলি মজুত থাকিলে, যে কোন সমৃদ্ধির বাজারের অবসান ঘটাইবার মত ঋণের সংকোচন ঘটাইতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সর্বদাই সক্ষম। অধিক মাত্রায় ঔষধটি প্রয়োগের দ্বারা আর্থিক নীতি এমনকি কোন অসাধারণ চড়তির অবস্থাকেও দমন করিতে পারে।

19. Open inflation. 20. Repressed Inflation.

কিন্তু বিপদ এই যে, শুধু চড়তির বাজার দমনই নয়, উহা আরও কিছু বেশি ঘটাইয়া ফেলে। চড়তির বাজার দমনের উদ্দেশ্যে যে আর্থিক সংকোচন ঘটান হয় তাহা সচরাচর অধোগতিকেও ত্বরান্বিত করিয়া ফেলে। এই কারণেই, মুদ্রাস্ফীতিমূলক চড়তির বাজার আয়ত্তে আনিতে আর্থিক নীতির সহিত ফিস্‌ক্যাল নীতিও প্রয়োগ করা দরকার হইয়া পড়ে।

তাহা ছাড়া, চড়তির বাজারে আর্থিক নীতি যতটা কার্যকর মন্দার প্রতিকারে উহা ততটা নহে। কারণ মন্দার সময় আসলে পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা অত্যন্ত কমিয়া যায় বলিয়া, ঋণের যতই প্রসার ঘটান হোক এবং উহা যতই সুলভ করা হোক, কেহ উহা গ্রহণে উৎসুক হয় না। এজন্য তখন ঋণের এক অচলাবস্থা[21] দেখা দেয়। সুতরাং কারবারী মনোভাব তখন অত্যন্ত হতাশামূলক বলিয়া, সুদের হার কমাইয়া অবস্থার মোড় পরিবর্তন ঘটান যায় না।

তবে ইহা সত্ত্বেও, মন্দার সময়ে আর্থিক নীতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। মন্দার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই যে তখন নগদ অর্থের জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। মন্দার সময়ে নগদ পছন্দের এই বৃদ্ধি সর্বাধিক পরিমাণে খণ্ডনের জন্য চেষ্টা করাই তখন আর্থিক কর্তৃপক্ষের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত।

৪. **বাণিজ্যচক্র বিরোধী 'পূরক' ফিস্‌ক্যাল নীতি[22]ঃ** বাণিজ্যচক্র বিরোধী পূরক ফিস্‌ক্যাল নীতির উদ্দেশ্য হইল এরূপ পরিপূরকভাবে সরকারের ফিস্‌ক্যাল যন্ত্রগুলি (যথা, সরকারী রাজস্ব বা কর, সরকারী ব্যয় এবং জাতীয় ঋণ) আর্থিক নীতির সহিত ব্যবহার করা যেন তাহাতে বাণিজ্যচক্রের ব্যাপ্তি, তীব্রতা ও আয়ু হ্রাস পায়। এই ধরনের ফিস্‌ক্যাল নীতি প্রধানত **পরিমাণগত**।

ইহার পদ্ধতিটি এই যে, চড়তির বাজারে বাণিজ্যচক্রগত অস্থিরতা কমাইবার জন্য, সরকারের ব্যয়ের তুলনায়, কর বৃদ্ধির দ্বারা, আয় বা রাজস্ব বাড়াইতে হইবে এবং মন্দা ও অধোগতির সময় সরকারী ব্যয়ের তুলনায় কর-রাজস্ব কমাইতে হইবে। ইহার অর্থ, মন্দার ও অধোগতির সময় সরকারী বাজেটে ঘাট্‌তি সৃষ্টি করিতে হইবে (আয়ের তুলনায় ব্যয়ের আধিক্য) এবং চড়তির সময় বাজেটের ঘাট্‌তি কমাইতে, অথবা ঘাট্‌তির পরিবর্তে বাজেটে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি (ব্যয়ের তুলনায় আয়ের আধিক্য) করিতে হইবে।

সরকারী রাজস্ব ও সরকারী ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্কের এইরূপ আকাঙ্ক্ষিত নমনীয়তা সুনিশ্চিত করিবার একাধিক উপায় আছেঃ (১) একটি হইল **স্বয়ংসিদ্ধ নমনীয়তা** বা **স্বয়ংক্রিয় নমনীয়তার কৌশল**[23]। ইহাতে **স্বয়ংক্রিয় স্থিতিকারকের** উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। (২) দ্বিতীয়টি হইল **ছকবাঁধা নমনীয়তা** এবং **বিচারমূলক হস্তক্ষেপ**[24]। ইহাতে স্বয়ংক্রিয় স্থিতিকারকের সহিত কৃত্রিম স্থিতিকারক উপায়ও প্রয়োগ করা হয়।

(১) প্রথমটিতে, ফিস্‌ক্যাল নীতিটি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় (ইহাতে আপনাআপনি প্রয়োজনমত বাজেটের ঘাট্‌তি কিংবা উদ্বৃত্ত সৃষ্টির ব্যবস্থা থাকে) হইয়া থাকে। ইহা একাধিক কারণে আকর্ষণীয়। এরূপ বিশুদ্ধ স্বয়ংক্রিয় কর্মসূচীতে আয়করের উপর সবিশেষ পরিমাণে নির্ভর করা হয় (বিশেষত, উপার্জনকালীন অবস্থায়, প্রগতিশীল আয়কর আদায়ের ব্যবস্থা থাকে)। কর হারেরও কোন পরিবর্তন ঘটে না। এই প্রকার আয়করের রাজস্ব কারবারী পরিস্থিতির পরিবর্তনে অত্যন্ত স্পর্শকাতর হইয়া থাকে। চড়তির বাজারে ইহার আদায় অত্যন্ত বাড়ে এবং মন্দার বাজারে উহা কমিয়া যায়। সুতরাং ইহা সবিশেষ কার্যকর ভাবে **স্বয়ংক্রিয় স্থিতিকারক** রূপে প্রয়োগ করা চলে। নিযুক্ত ব্যক্তি ও নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার চাঁদাসমূহ (বিশেষত বেকার বীমার চাঁদা)-ও কারবারী চক্রের

21. Credit deadlock. 22. Contro-Cyclical Compensatory Fiscal Policy.
23. Built-in-flexibility or automatic flexibility technique.
24. Formula flexibility & discretionary action.

পর্যায় অনুসারে ইচ্ছানুরূপভাবে পরিবর্তন করা চলে। বাজেটের ব্যয়ের দিকে, কর্মহী ব্যক্তিগণকে প্রদেয় বেকার বীমার অর্থ, কৃষিজাত দ্রব্যের ভরতুকি[25] এবং অন্যান্য ত্রাণমূল খরচ মন্দার সময় বাড়ে ও চড়তির সময় কমে।

এই ধরনের স্বয়ংসিদ্ধ নমনীয়তাসম্পন্ন কর্মসূচীর সুবিধা সুস্পষ্ট। প্রথমত, ইহা পরে ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইবার সম্ভাবনা বিশিষ্ট কোন পূর্বানুমানের[26] প্রয়োজন নাই দ্বিতীয়ত, এই স্বয়ংক্রিয় স্থিতিকারকগুলি অতি দ্রুত কাজ করে; উহাতে প্রশাসনিক বিল ঘটিবার মত কিছু নাই (যাহা কর হারের ইচ্ছানুরূপ পরিবর্তন ও সরকারী ব্যয় কর্মসূচী বেলায় অপরিহার্য)।

(২) কিন্তু প্রসঙ্গত ইহা লক্ষণীয় যে, স্বয়ংক্রিয় স্থিতিকারক ব্যবস্থাগুলি হইতে বাণিজ্যচক্রের আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রথম সারি। এবং গুরুতর অর্থনীতি সংকোচন সম্প্রসারণের সহিত যুঝিবার জন্য, উহাদের বলবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে **কৃত্রিম স্থিতি কারক ব্যবস্থাগুলিও** প্রয়োগ করা আবশ্যক। ইহার অর্থ হইল, করের হার কিংবা সরকার ব্যয়, হয় কোন পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা মত (যাহাকে **'ছক বাধা নমনীয়তা'** বলা হ কিংবা সম্পূর্ণ ইচ্ছামত ভাবে, পরিবর্তন করিতে হইবে।

প্রথমেই বাণিজ্যচক্রগত সংকোচন সম্প্রসারণকালে, বাজেটের ব্যয়ের দিকে যাহা কি স্বয়ংক্রিয় নমনীয় ব্যবস্থাই থাকুক না কেন, উহার অতিরিক্ত সরকারী ব্যয় পরিবর্তনের কথা বিবেচনা করা যাক্। বাণিজ্যচক্রগত ভাবে পরিবর্তনীয় যে দুই প্রকারের প্রধান সরকার ব্যয় আছে, উহারা হইলঃ (১) হস্তান্তর ব্যয়[27], এবং (২) লোককর্ম সৃষ্টিকারী বিবি নির্মাণমূলক সরকারী কর্মসূচী ('পাবলিক ওয়ার্কস্')-র ব্যয়।

(১) **হস্তান্তর ব্যয়ঃ** ইহাতে যদিও সন্দেহ নাই যে, পূরক ফিস্ক্যাল নীতির অং হিসাবে হস্তান্তর ব্যয়ের পরিমাণের পরিবর্তন অবশ্যই প্রয়োজন, তথাপি ইহাও মনে রাখি হইবে যে, ইহার সুযোগ সম্ভবতঃ সীমাবদ্ধ। দীর্ঘকালীন সময়ের ভিত্তিতে সামাজিক বীম কর্মসূচীর পরিকল্পনা করা উচিত এবং বাণিজ্যচক্রগত উত্থানপতনে ঐ কর্মসূচীর গুরুত পরিবর্তন অসঙ্গত। বেকার বীমার সুবিধাগুলিতে হয়ত আরো কিছুটা বাণিজ্যচক্রানুযা নমনীয়তা সঞ্চার করা যাইতে পারে। বিশেষত, কর্মহীনতা বাড়িলে বেকার ভাত প্রাপ্তিকাল দীর্ঘতর করা যাইতে পারে। ভোগ্যপণ্যের দামে ভরতুকি দিলে, উহাতেও ভা ফল পাওয়া যাইতে পারে। মন্দার সময়ে ইহা এরূপভাবে প্রয়োগ করা যাইতে পারে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর ব্যক্তিরা, খাদ্যাদি ও অন্যান্য যে সকল দ্রব্যের যোগান অধিক রহিয়া বিনামূল্যে অথবা স্বল্পতর দামে তাহা পাইতে পারে।

(২) **'পাবলিক ওয়ার্কস্ পলিসি' বা লোক কর্মনীতিঃ** হস্তান্ত ব্যয়ের তুলনায় নিয়োগসৃষ্টিকারী সরকারী বিবিধ নির্মাণমূলক কর্মসূচ নীতি বা পাবলিক ওয়ার্কস্ পলিসির সুবিধা এই যে, হস্তান্তর ব্যয়ে শুধু সরকারের ব্যয় হয়, বাণিজ্যচক্র বিরোধী ক্রিয়া ছাড়া উহা দ্বারা সরকারের কোন সম্প সৃষ্টি হয় না; কিন্তু পাবলিক ওয়ার্কস্ পলিসির দ্বারা বাণিজ্যচক্র বিরোধী ফল ল ছাড়াও নূতন সম্পত্তিও সৃষ্টি হয়। বিশ বা বাইশ বৎসর পূর্বে অর্থবিজ্ঞানি গণ ভাবিতেন যে সরকারী নির্মাণমূলক ব্যয়ে ব্যাপক বাণিজ্যচক্রগত পরিবর্তন দ্বা সবিশেষভাবে কারবারী কার্যকলাপে স্থিতি আনয়ন করা সম্ভব। কিন্তু আরও সম্প্রতি কালে তাঁহাদের মনে এই ধারণার সঞ্চার হইয়াছে যে শুধু সরকারী নির্মাণমূলক ব্যয়ে পরিকল্পনা দ্বারা উৎপাদন ও নিয়োগের স্তরের স্থিতিসাধনে অধিক দূর অগ্রসর হও যায় না। সরকারী ব্যয়ে 'বিরাটাকারের' বাঁধ ও জলাধার নির্মাণ, সরকারী গৃহাদি নির্মা নদী ও পোতাশ্রয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, আবাসগৃহ নির্মাণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে একথা বিশে

25. Subsidy. 26. Forecasts. 27. Transfer payments.

ভাবে প্রযোজ্য। এমনকি বেশ আগে হইতেও এই সকল কর্মসূচীর পরিকল্পনা প্রস্তুত হইলেও, অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় অর্থাদি পাইতে ও অন্যান্য বিধি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিতে, ঠিকাদারদের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিতে এবং কাজটি আরম্ভ করিতে এক বৎসর বা তাহারও বেশি সময় কাটিয়া যাইতে পারে। প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কাজটি শুরু এবং সম্পাদন করিতে দুই বা ততোধিক বৎসর লাগিতে পারে। সুতরাং গুরুতর মন্দার আবির্ভাব প্রতিরোধ করিতে হইলে যত দ্রুত গতিতে লোক কর্মনীতিতে ব্যয় বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহা সম্ভব হইয়া উঠে না। আর, একবার এ ধরনের কর্মসূচীতে ব্যয় আরম্ভ হইয়া গেলে, কারবারী পরিস্থিতিতে ঊর্ধ্বগতি দেখা দিলেও, তখন শীঘ্র সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ কমান সম্ভব হয় না।

সুতরাং সম্প্রতিকালে বিরাট আকারের সরকারী নির্মাণমূলক কর্মসূচীর পরিবর্তে ক্ষুদ্রাকার সরকারী নির্মাণমূলক কর্মসূচীর উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে। সড়ক নির্মাণ ও উহার রক্ষণাবেক্ষণ, কতক ধরনের মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও বন্যানিয়ন্ত্রণ, বিমান-বন্দর উন্নয়ন এবং অনুরূপ অন্যান্য যে সকল কর্মসূচী শীঘ্র শুরু করা ও সমাপ্ত করা যায়, তাহা এই শ্রেণীর কর্মসূচীর অন্তর্গত।

ছকবাঁধা নমনীয় কর্মসূচী[28]**তে** প্রয়োজন হইল এরূপ এক পরিপূরক করনীতি[29]র, কর্মসূচীটি কার্যকর করিতে হইলে, যাহা দ্বারা আগে হইতেই করহারের প্রয়োজনীয় পরিপূরক পরিবর্তনগুলির পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া রাখা সম্ভব হইতে পারে। এইরূপ নীতি অনুযায়ী, ভোগব্যয়ের সংকোচন সম্প্রসারণ দূর করিয়া উহাতে স্থিতি আনিবার জন্য আয়করের মূল হারে পরিকল্পিত পরিবর্তনের প্রয়োজন হইতে পারে। এই ধরনের পরিমাণগত করনীতি ছাড়াও, প্রয়োজন মত বেসরকারী বিনিয়োগ ব্যয় উৎসাহিত করিবার অথবা সংযত রাখিবার জন্য, ইহাতে সরকার কর্তৃক বিশেষ বিশেষ ধরনের কারবারী করের পরিবর্তন ঘটাইবার প্রয়োজন হয়। এইভাবে 'প্রণোদনামূলক কর' ও 'প্রণোদনাবিরোধী কর' সমূহের যথাযথ ব্যবহার দ্বারা বেসরকারী বিনিয়োগকারিগণের বিনিয়োগ-সিদ্ধান্তে স্থিতি আনয়নের চেষ্টা করা যাইতে পারে। এইরূপ **পরিপূরক ফিস্‌ক্যাল ব্যবস্থাই ছক বাঁধা** নমনীয় কর্মসূচীর প্রধান ভিত্তি। এই জাতীয় নীতি সম্পূর্ণ কার্যকর করিতে হইলে যাহা আবশ্যক তাহা হইল উহার খুঁটিনাটি বিশদ ব্যবস্থাগুলি বেশ আগে হইতেই ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিয়া রাখা দরকার, যেন যখন যে পরিবর্তনটি দরকার অবিলম্বে ঠিক সেইটি কার্যকর করা যাইতে পারে।

বাণিজ্যচক্র বিরোধী ফিস্‌ক্যাল নীতিতে আর্থিক নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারগুলিরও যথেষ্ট ভূমিকা আছে। নির্দিষ্ট ফিস্‌ক্যাল নীতির সহিত পরিপূরক ভাবে আর্থিক নীতির প্রয়োগে সমগ্র নীতিটি আরও বেশি কার্যকর হয়। যেমন, মন্দার সময়, যেমন একদিকে ঘাট্‌তি বাজেট সৃষ্টির জন্য সরকার উহার ব্যয় বাড়াইবে এবং কর কমাইবে এবং দরকার হইলে সেজন্য (ব্যাঙ্ক হইতে) ঋণ করিবে, তেমনি উহার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বাট্টার হারও কমান হইবে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক লগ্নীপত্র কিনিয়া বাজারে নগদ টাকার যোগান বাড়াইবে (খোলা-বাজারী বেচাকেনা), এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির জমার অনুপাত কমাইবে, ও বিচারমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ শিথিল করিবে। অপর দিকে চড়তি ও মুদ্রাস্ফীতির সময় বাজেটে উদ্বৃত্ত সৃষ্টির লক্ষ্য লইয়া যেমন সরকারী কর বাড়ান এবং সরকারী ব্যয় কমান হইতে থাকিবে ও ব্যাঙ্কের নিকট সরকারের আগের দেনা শোধ করা হইবে, তেমনি উহার পাশাপাশি ঋণের বাজারে টান সৃষ্টি করিবার জন্য নিয়ন্ত্রণের আর্থিক হাতিয়ারগুলিও ব্যবহার করা যাইতে পারে। এজন্য ব্যাঙ্ক রেট (কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বাট্টার হার) বাড়ান, বাজারে সরকারী ঋণপত্র বিক্রয় দ্বারা নগদ টাকা বাজার হইতে তুলিয়া লওয়া, জমার অনুপাত বাড়ান ও

28. Formula Flexibility Programme. 29. Compensatory tax policy.

বিচারমূলক ঋণনিয়ন্ত্রণ কঠোর ভাবে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। মুদ্রাস্ফীতিহীন সমৃদ্ধির সময়, বাজেটের দুই দিকের (আয় ও ব্যয়) সমতা বজায় রাখা যাইতে পারে যেন তাহাতে অর্থনীতির উপর মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রাসংকোচন, কোনটিরই চাপ না পড়িতে পারে। অবস্থানুযায়ী তখন অর্থনীতির স্বাভাবিক বিকাশে সহায়তা করিবার জন্য টাকার যোগান সামান্য পরিমাণে বাড়িতে দেওয়া যাইতে পারে।

দ্বিতীয় খণ্ড

অর্থ ও ব্যাঙ্কব্যবস্থা
MONEY AND BANKING

অধ্যায়

৭ অর্থের মূল্য ও উহার পরিমাপ
VALUE OF MONEY AND ITS' MEASUREMENT

৮ মুদ্রাস্ফীতি ও উহার নিয়ন্ত্রণ তত্ত্ব
THEORY OF INFLATION AND ITS' CONTROL

৯ ঋণ ও ব্যাঙ্কব্যবস্থা
CREDIT AND BANKING

১০ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কব্যবস্থা
CENTRAL BANKING

১১ মুদ্রাব্যবস্থা ও নীতি
MONETARY SYSTEMS AND POLICY

৭

অর্থের মূল্য ও উহার পরিমাপ

VALUE OF MONEY & ITS' MEASUREMENT

[**আলোচ্য বিষয়ঃ** অর্থের সংজ্ঞা—তিন প্রকারেব অর্থ—অর্থের কার্যাবলী—অর্থের তাৎপর্য—**দামস্তর ও অর্থের মূল্য**—অর্থের মূল্যঃ পরিমাণ তত্ত্ব—নগদ লেনদেন ভাষ্য ও ফিশারীয় সমীকরণ—পরিমাণ তত্ত্বের সমালোচনা—নগদ তহবিল ভাষ্য ও কেম্ব্রিজ সমীকরণ—দুইটি ভাষ্য ও সমীকরণের তুলনা—কেম্ব্রিজ সমীকরণের শ্রেষ্ঠত্ব ও সমালোচনা—অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের মূল্যায়ন—দামস্তর নির্ধারণের আধুনিক তত্ত্ব—পরিমাণ তত্ত্বের তুলনায় সঞ্চয় বিনিয়োগ তত্ত্বের শ্রেষ্ঠত্ব—পরিমাণ তত্ত্বের মূল্যায়ন—**দামস্তরের সূচকসংখ্যা**—কাহাকে বলে—কিভাবে প্রস্তুত করিতে হয়—উপযোগিতা—অসুবিধা।]

অর্থের সংজ্ঞা
DEFINITION OF MONEY

বিভিন্ন অর্থবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে অর্থের সংজ্ঞা দিয়াছেন। কাহারও মতে, রাষ্ট্রশক্তি যাহা অর্থ বলিয়া ঘোষণা করে, আইনের দ্বারা যাহা অর্থ বলিয়া স্বীকৃত হয় তাহাকেই 'অর্থ' বলা যায়। কাহারও মতে, অর্থের কার্যাবলী যাহা দ্বারা সম্পাদিত হয় তাহাকেই 'অর্থ' রূপে গণ্য করা যায়। কিন্তু আইনের দ্বারা যাহা স্বীকৃত বা 'বিহিত অর্থ'[1] রূপে প্রচলিত হয়, আইনের বলে যেমন উহা সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য এবং বিনিময়ের মাধ্যম, সঞ্চয়ের বাহন, ঋণ পরিশোধের উপায় ইত্যাদি রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, সেরূপ আবার অবস্থা বিশেষে তাহা অর্থরূপে দেশবাসী গ্রহণে অস্বীকারও করিতে পারে। ইতিহাসে এরূপ ঘটনাও বিরল নয়। এবং আধুনিক অনেক দেশেই এরূপ জিনিস অর্থরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় (যেমন ব্যাঙ্কের আমানত বা ব্যাঙ্ক ঋণ) যাহা সরকার কর্তৃক কখনও অর্থ বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। তেমনি আবার অর্থের কার্যাবলী যাহা দ্বারা সম্পাদিত হয় সেরূপ দ্রব্যকেই যদি 'অর্থ' বলিতে হয় তবে প্রথমে কোন্ কোন্ কাজকে অর্থের কার্যাবলী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে প্রথমে তাহা স্থির করিবার সমস্যা দেখা দেয়। সুতরাং প্রথম সংজ্ঞাটি যেমন সংকীর্ণ, দ্বিতীয় সংজ্ঞাটি তেমনি অতি ব্যাপক।

অর্থবিদ্যার দিক হইতে সরকারী স্বীকৃতি অপেক্ষাও অর্থের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ তাহা হইল উহার 'সর্বজনগ্রাহ্যতা'[2]। সুতরাং অর্থের একটি যথাযথ সংজ্ঞা দিতে হইলে উহাতে যেমন অর্থের প্রধান কাজগুলির উল্লেখ থাকা প্রয়োজন তেমনি আবশ্যক উহার এই সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ। এই কারণে অধিকাংশ আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীর মতে, অর্থের যথার্থ সংজ্ঞা হইল : **দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য প্রদানে ও ঋণ পরিশোধে যাহার সর্বজনগ্রাহ্যতা আছে তাহাকেই অর্থ বলা যায়।**

তিন প্রকারের অর্থ
THREE KINDS OF MONEY

আধুনিক সকল দেশেই অর্থরূপে যাহা প্রচলিত তাহার মধ্যে তিন ধরনের জিনিস দেখা যায়। যথা,—১. ধাতুমুদ্রা, ২. কাগজের নোট, এবং ৩. চেকের দ্বারা হস্তান্তর-

1. Legal tender. 2. General acceptibility.

যোগ্য ব্যাঙ্কের আমানত বা ব্যাঙ্কঋণ। এই তিনটির প্রথম দুইটির সমষ্টি হইল সরকার কর্তৃক প্রচলিত নগদ অর্থ[3] এবং তৃতীয়টি হইল (ব্যাঙ্ক)ঋণ[4]। সুতরাং যে কোন দেশে যে কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে[5] অর্থের মোট যোগান=ধাতুমুদ্রা+কাগজের নোট+ব্যাঙ্ক আমানত বা ঋণ=সরকারী নগদ অর্থ+ব্যাঙ্কঋণ।

অর্থের কার্যাবলী
FUNCTIONS OF MONEY

ইতিবৃত্ত: সমাজে অর্থের উদ্ভাবনের পূর্বে মানুষ পরস্পরের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের সরাসরি বিনিময়[6] দ্বারা পরস্পরের অভাব পূরণের দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করিত। উহার অসুবিধা ছিল এই যে, (১) উভয়ের নিকট উভয়ের দ্রব্যের চাহিদা না থাকিলে, শুধু এক পক্ষের প্রয়োজনে কোন বিনিময় ঘটিতে পারিত না। (২) যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রীর পরস্পরের বিনিময় হারের নির্ধারিত তালিকা বলিয়া কিছু থাকা সম্ভব ছিল না বলিয়া যে কোন দ্রব্যের সহিত অপর যে কোন দ্রব্যের বিনিময় সম্পাদন করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। (৩) সামান্য পরিমাণে দ্রব্যসামগ্রীর বিনিময় করিতে অত্যন্ত অসুবিধা হইত। (৪) সঞ্চয় করিতে হইলে দ্রব্যসামগ্রীতে তাহা করিতে হইত এবং দ্রব্যসামগ্রীর সঞ্চয় দীর্ঘস্থায়ী হইত না। (৫) মানুষের বিত্তসম্পদের মূল্য হিসাব করা একরূপ অসম্ভব ছিল। এবং (৬) দ্রব্যসামগ্রীতে গৃহীত ঋণ পরিশোধ করা অত্যন্ত অসুবিধাজনক ছিল।

এই সকল অসুবিধাগুলি দূর করিবার জন্য পরবর্তীকালে 'সমাজে অর্থ উদ্ভাবিত হয় এবং দীর্ঘকাল পরীক্ষামূলক ভাবে নানারূপ প্রাণী ও দ্রব্য অর্থরূপে ব্যবহারের পর শেষ পর্যন্ত চূড়ান্তভাবে মানুষ মূল্যবান ধাতুখণ্ড (ধাতুমুদ্রা) অর্থরূপে ব্যবহারযোগ্য দ্রব্য বলিয়া বাছিয়া লয়। আরও আধুনিক কালে অর্থরূপে ধাতুমুদ্রার সহিত কাগজের টাকার এবং অতি সম্প্রতিকালে চেকের দ্বারা হস্তান্তরযোগ্য ব্যাঙ্ক আমানতের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। এই আলোচনা হইতে অর্থের কার্যাবলীর যে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাহা হইতে দেখা যায় যে অর্থের কাজ প্রধানত চারি প্রকারের।

কার্যাবলী: ১. হিসাবের একক বা মূল্যের পরিমাপক[7]: অর্থ ধনসম্পদের মূল্য পরিমাপের মাপকাঠি এবং অর্থনীতিক লেনদেন হিসাবের একক। অর্থের সাহায্যে মানুষের বিত্তসম্পত্তির মূল্য পরিমাপ করা হয় ও ক্রয়বিক্রয়, ঋণ দান ও পরিশোধ ইত্যাদি যাবতীয় অর্থনীতিক লেনদেনের হিসাব রাখা হয়।

২. বিনিময়ের মাধ্যম[8]: অর্থের বিনিময়ে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মাদির ক্রয়বিক্রয় সম্পাদিত হয়। বিক্রেতা যেমন যে কোন দ্রব্যের বিনিময়ে অর্থগ্রহণ করে সেরূপ ক্রেতাও অর্থের বিনিময়ে যে কোন সামগ্রী সংগ্রহ করে। সুতরাং অর্থের ব্যবহার ঘটিলেই তাহাতে কোন না কোনরূপ বিনিময় বুঝায়। এজন্য সমাজের আয় ও ব্যয় আর্থিক আয়-ব্যয়ের রূপ গ্রহণ করে।

৩. সঞ্চয়ের বাহন[9]: আর্থিক আয় উপার্জন ও ব্যয়কারী মানুষের সঞ্চয়ও অর্থের মাধ্যমেই ঘটে। অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম হওয়ায়, উহা হাতে রাখিলে যে কোন সামগ্রী যে কোন সময়ে কিনিবার ক্ষমতা হাতে থাকে। সুতরাং সরাসরি দ্রব্যসামগ্রী কিনিয়া উহা সঞ্চয়ের পরিবর্তে অর্থ সঞ্চয় করা (অর্থাৎ হাতে রাখা) অধিক সুবিধাজনক। ইহাতে স্থান সংকুলান হয় এবং সঞ্চিত সম্পদ সহজে বিনষ্ট হইবার আশংকা থাকে না। অর্থের মাধ্যমে সঞ্চয় করিবার দরুন অর্থের ক্রয় ক্ষমতাকে বর্তমান হইতে ভবিষ্যতে লইয়া যাওয়া যায়।

3. Currency. 4. Credit.
5. At any given moment or point of time. 6. Barter.
7. Unit of account or Standard measure of value.
8 Medium of exchange. 9. Store of value.

৪. **ঋণ পরিশোধের উপায়**[10]**:** অর্থের দ্বারা ঋণগ্রহণ যেমন সহজ সেরূপ ঐ ঋণ পরিশোধ করাও সুবিধাজনক। কারণ দ্রব্যের দ্বারা ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধে যে সামগ্রীটি ঋণ লওয়া হইয়াছিল ঠিক সেরূপ সামগ্রী প্রত্যর্পণ করিতে হয় এবং ইহাতে নানারূপ অসুবিধার উৎপত্তি হইতে পারে। অর্থের বেলাতে সে অসুবিধা থাকে না।

উপরোক্ত চারি প্রকারের কাজই অর্থের দ্বারা একযোগে সম্পাদিত হয় বলিয়া সমাজে অর্থের উদ্ভাবন ও প্রচলন ঘটিয়াছে। এই কাজগুলি পৃথক নহে, উহাদের একটি অপরটি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। কোন্‌টি আগে ও কোন্‌টি পরে, কোন্‌টি প্রধান ও কোন্‌টি অপ্রধান তাহা বলা কঠিন।

অর্থের তাৎপর্য
SIGNIFICANCE OF MONEY

আধুনিক সমাজে যাবতীয় আয়ই আর্থিক আয়ের আকারে উপার্জিত হয়। সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি, পরিবার ও প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ বিত্তসম্পত্তিই আর্থিক সম্পত্তি। এই সমাজে অর্থ মানুষকে এক সাধারণ ক্রয়ক্ষমতা (যে কোন সময়ে যে কোন দ্রব্য ও সেবাকর্ম কিনিবার ক্ষমতা) আনিয়া দিয়াছে। অর্থ যে কোন অর্থনীতিক সম্পদের উপর উহার ধারকের[11] দাবি প্রতিষ্ঠা করে। অর্থের প্রচলন ভোগকারীকে পছন্দমত সামগ্রী কিনিবার স্বাধীনতা দিয়া তাহাকে সর্বাধিক তৃপ্তি লাভে সক্ষম করিয়াছে। অর্থ উৎপাদককে আত্যন্তিক বিশেষায়ণ[12] ও বৃহদায়তন উৎপাদন প্রবর্তনে সক্ষম করিয়াছে। ভোগকারিগণের আর্থিক ব্যয়ের ধরন ধারণ লক্ষ্য করিয়া কোন্ কোন্ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করিতে হইবে, অর্থ তাহা উৎপাদকগণকে সহজে স্থির করিতে সাহায্য করিতেছে। অর্থের ব্যবহার বিনিময়কে আন্তর্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্যে পরিণত করিয়াছে। আধুনিক রাষ্ট্রগুলির বিপুল আর্থিক আয়-ব্যয় ও ঋণ এবং উহার নানান কার্যাবলীর প্রসারেও অর্থের অবদান অল্প নহে। সুতরাং অর্থ যে আধুনিক অর্থনীতিতে কেন্দ্রীয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অর্থের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময় ভূমিকার কারণ প্রধানত দুইটি : (১) আধুনিক জগতে বিশেষায়ণ ও বিনিময়ের আত্যন্তিক প্রসার এবং (২) ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে অর্থোপার্জনের (আর্থিক মুনাফা ও আয়) মূলগত প্রণোদনার[13] অস্তিত্ব।

যদি উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর জন্য সমাজের মোট ব্যয়প্রবাহ এরূপ বৃদ্ধি পায় যে তাহাতে উৎপাদকগণের আর্থিক মুনাফা বাড়িতেছে তবে তাহারা সর্বাধিক মুনাফা উপার্জনের নিমিত্ত যথাসম্ভব পরিমাণে অধিক উপাদান নিয়োগ দ্বারা উৎপাদন বাড়াইতে চেষ্টা করে এবং উহার ফলে সমাজ পূর্ণনিয়োগ-স্তরের নিকটবর্তী হইতে থাকে। আর যদি উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর মোট ব্যয়প্রবাহ এরূপ কমিতে থাকে যে, কেবল উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাসের দ্বারাই উৎপাদকগণের সর্বাধিকসম্ভব মুনাফা অথবা সর্বাল্প লোকসান ঘটিতে পারে তবে ঐ পরিস্থিতিতে উৎপাদন কমিবার ফলে সমাজে কর্মহীনতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যখন প্রায় সকল উপাদানই পরিপূর্ণরূপে কর্মে নিযুক্ত হইয়া গিয়াছে এরূপ অবস্থায় যদি উৎপন্ন সামগ্রীর জন্য ব্যয়প্রবাহ বাড়িতে থাকে তবে তাহাতে দামস্তরের বৃদ্ধির নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখা দেয়। অতএব, আর্থিক ব্যয়প্রবাহের সংকোচন-সম্প্রসারণ কেবল নিয়োগ এবং উৎপন্নের পরিমাণের সংকোচন-সম্প্রসারণই ঘটায় না, দামস্তরের অর্থাৎ, অর্থের নিজের মূল্যেরও বিলক্ষণ হ্রাসবৃদ্ধি ঘটাইয়া সমাজের যাবতীয় অর্থনীতিক কার্যাবলীতে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করিয়া নানা প্রকার বিকৃতি ও বিপত্তি ঘটায়।

সুতরাং আর্থিক আয় ও ব্যয় প্রবাহ রূপে আধুনিক অর্থনীতিতে অর্থ এক অতি

10. Means of deferred payments 11. Holder.
12. Extreme specialisation. 13. Basic motivation or incentive.

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় নিযুক্ত রহিয়াছে। একদা ক্লাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানিগণের ধারণা ছিল যে, অর্থ নিছক এক বিনিময় ঘটাইবার যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয় এবং উহা অর্থনীতিক কার্যাবলীতে কোন হস্তক্ষেপ না করিয়া নিরপেক্ষ থাকিয়া শুধু উহাতে সাহায্য করে মাত্র। আধুনিক কালে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সমষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণ দ্বারা ইহা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

দামস্তর ও অর্থের মূল্য
PRICE-LEVEL AND THE VALUE OF MONEY

অর্থের মূল্য বলিলে. অর্থের একটি একক[14] (যেমন এক টাকা, এক পাউণ্ড, এক ডলার, এক রুবল ইত্যাদি)-এর বিনিময়ে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করা যায় তাহাকেই বুঝায়। ইহাই অর্থের সাধারণ ক্রয়শক্তি।[15]। দ্রব্যসামগ্রীর মত অর্থ ক্রয়-বিক্রয় করা হয় না বলিয়া প্রত্যক্ষভাবে উহার মূল্য বা ক্রয়শক্তি জানা যায় না। উহা জানিতে হইলে দামস্তরের সাহায্য লইতে হয়। দামস্তর বলিলে দ্রব্যসামগ্রীর গড় দামের স্তর বুঝায়। অর্থের একটি একক দ্বারা অধিক পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করা গেলে অর্থের মূল্য অধিক এবং দ্রব্যসামগ্রীর দাম অল্প বুঝায়। সুতরাং দ্রব্যসামগ্রীর দাম এবং অর্থের মূল্য পরস্পরের বিপরীত। অতএব দ্রব্যসামগ্রীর দামস্তর কম হইলে অর্থের মূল্য অধিক এবং দামস্তর অধিক হইলে অর্থের মূল্য অল্প বুঝায়। অর্থাৎ অর্থের মূল্য দামস্তরের উপর নির্ভরশীল। দাম-স্তরের ও উহার পরিবর্তন পরিমাপ হিসাব করিতে হইলে উহার সূচকসংখ্যা[16] প্রস্তুত করিতে হয়। দামস্তরের সূচকসংখ্যার সাহায্যে অর্থের মূল্যের পরিবর্তন পরিমাপ করা যায়। (এই অধ্যায়ের শেষ ভাগে সূচকসংখ্যা প্রস্তুত প্রণালী আলোচনা করা হইয়াছে)। দামস্তর ও অর্থের মূল্যের মধ্যে বিপরীত সম্পর্কটিকে এই ভাবে প্রকাশ করা যায়ঃ—

$$P = \frac{1}{V.M} \quad \text{এবং} \quad V.M = \frac{1}{P}$$

[P হইল দামস্তর এবং V.M হইল অর্থের মূল্য।]

অর্থের মূল্য নির্ধারণ: অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব
DETERMINATION OF THE VALUE OF MONEY : QUANTITY THEORY OF MONEY

ক্লাসিক্যাল ও নয়া-ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের প্রভাবে অল্প কিছুকাল পূর্ব পর্যন্তও অধিকাংশ অর্থবিজ্ঞানীরা মনে করিতেন যে, সমাজে যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রীর সামগ্রিক চাহিদা ও যোগানের সর্বাত্মক ভারসাম্য[17] সর্বদাই বজায় রহিয়াছে (সে'র তত্ত্ব অনুযায়ী) এবং অর্থ প্রধানত দ্রব্যসামগ্রীর বিনিময় ঘটাইবার জন্যই ব্যবহৃত হয়। সুতরাং সমাজে দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান বলিয়া ও উহাদের যাবতীয় ক্রয়-বিক্রয় বা বিনিময় অর্থের দ্বারা ঘটিতেছে বলিয়া, সমাজে অর্থের মোট চাহিদা বিক্রয়যোগ্য যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রীর মোট আর্থিক মূল্যের সমান এবং অর্থের মোট যোগান হইল ক্রেতারা ঐ দ্রব্যসামগ্রী কিনিবার জন্য যে মোট দাম দিতেছে, উহার সমান। [অর্থাৎ, যেহেতু,

দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাহিদা=দ্রব্যসামগ্রীর মোট যোগান, এবং অর্থের মাধ্যমে উহাদের বিনিময় ঘটিতেছে, সেহেতু,

দ্রব্যসামগ্রীর মোট আর্থিক মূল্য (=অর্থের চাহিদা)=দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ে ক্রেতাগণের দ্বারা প্রদত্ত মোট দাম (=অর্থের যোগান)।

∴ সমাজে (বিক্রেতাগণের নিকট) অর্থের মোট চাহিদা=সমাজে (ক্রেতাগণের নিকট) অর্থের মোট যোগান।]

14. Unit. 15. General purchasing power. 16. Index number.
17. General Equilibrium of Demand and Supply.

দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা যোগানের সর্বাত্মক ভারসাম্য সত্ত্বেও যখন মূল্যস্তরের হ্রাস-বৃদ্ধি বা পরিবর্তন ঘটিতে দেখা যায়, তখন বুঝিতে হইবে যে, উহার জন্য সমাজে প্রচলিত অর্থের পরিমাণই দায়ী। অর্থের পরিমাণের পরিবর্তনের দরুনই দামস্তরের পরিবর্তন ঘটে। অর্থের পরিমাণ যে অনুপাতে বাড়ে দামস্তরও সে অনুপাতে বাড়ে এবং অর্থের মূল্য সে অনুপাতে কমে; অর্থের পরিমাণ যে অনুপাতে কমে দামস্তরও সে অনুপাতে কমে এবং অর্থের মূল্য সে অনুপাতে বাড়ে। সুতরাং দামস্তর ও উহার বিপরীত বিষয়, অর্থের মূল্য, একমাত্র সমাজে প্রচলিত অর্থের পরিমাণের উপরই নির্ভর করে। এই ধারণা বা মতবাদই অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব নামে পরিচিত।

অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের মূল অনুমিত শর্ত দুইটি[১৮]ঃ (১) সমাজে যাবতীয় দ্রব্য-সামগ্রীর চাহিদা ও যোগানের সামগ্রিক ভারসাম্য সর্বদাই বজায় আছে।

(২) সমাজে পূর্ণনিয়োগ রহিয়াছে। (কারণ, ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর মোট লেনদেনের পরিমাণ একমাত্র পূর্ণনিয়োগের স্তরে ছাড়া অন্য কোন স্তরে অপরিবর্তিত থাকিতে পারে না। সুতরাং উহা স্থির আছে বলার অর্থ হইল পূর্ণনিয়োগ রহিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইতেছে।

ইহার নানারূপ ভাষ্য আছে এবং বিভিন্ন প্রকার সমীকরণের দ্বারা বিভিন্ন ভাষ্য ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আমরা উহাদের মধ্যে দুইটি ভাষ্যের আলোচনা করিব। একটি হইল নগদ লেনদেন ভাষ্য[১৯] এবং অপরটি হইল নগদ তহবিল ভাষ্য।[২০]

অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের নগদ লেনদেন ভাষ্য ও ফিশারের সমীকরণ[২১]ঃ এই ভাষ্য অনুযায়ী,—(১) দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ে নগদ অর্থের প্রয়োজন হইতে সমাজে নগদ অর্থের চাহিদার উৎপত্তি হয়। উৎপাদক ও বিক্রেতারা দ্রব্যসামগ্রীর বিনিময়ে নগদ অথ চায়। (২) সুতরাং সমাজে নগদ অর্থের মোট চাহিদা হইল বিক্রয়যোগ্য যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী এবং উহাদের গড় দামের গুণফল (=দ্রব্যসামগ্রীব পরিমাণ×দাম), বা উহাদের মোট আর্থিক মূল্য। (৩) দ্রব্যসামগ্রীর মোট আর্থিক মূল্য যাহা হইবে, তাহাই উহাদের মোট দাম, এবং ঐ মোট দাম দিয়াই ঐ সকল দ্রব্যসামগ্রী ক্রেতাগণকে উহা কিনিতে হয়। সুতরাং একটি নির্দিষ্ট-কালে অর্থের মোট চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান। (৪) দ্রব্যসামগ্রীর ঐ মোট দামই হইল অর্থের মোট যোগান। ইহা অর্থের মোট পরিমাণ এবং উহার গড় প্রচলন বেগের (একটি নির্দিষ্ট কালে এক একক অর্থ গড়পড়তা যতবার ক্রয়-বিক্রয় ঘটাইয়া হস্তান্তরিত হয়, উহাই ঐ সময়ে অর্থের প্রচলন বেগ) গুণফল (=অর্থের পরিমাণ×প্রচলন বেগ)। (৫) যে কোন নির্দিষ্ট কালে ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ এবং অর্থের গড় প্রচলন বেগ অপরিবর্তিত থাকে (৬) সুতরাং কেবল অর্থের পরিমাণের পরিবর্তনের ফলেই দাম-স্তরের তথা অর্থের মূল্যের পরিবর্তন সম্ভব। (৭) অর্থের পরিমাণ যে দিকে পরিবর্তিত হইবে দামস্তর সে দিকে ও সে অনুপাতে এবং অর্থের মূল্য উহার বিপরীত অনুপাতে ও বিপরীত দিকে পরিবর্তিত হইবে। এই যুক্তির ভিত্তিতে জন স্টুয়ার্ট মিল অর্থেব নগদ লেনদেন ভাষ্যটি যে সমীকরণের আকারে উপস্থিত করেন তাহা হইলঃ

$$MV = PT \quad \therefore \quad P = \frac{MV}{T}$$

[অর্থের পরিমাণ (M)×গড় প্রচলন বেগ (V)=গড় দামস্তর (P)×ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রী (T)]

18. Basic Assumptions of the Quantity Theory.
19. Cash Transaction Version.
20. Cash balance version.
21. Cash Transaction Version of the Quantity Theory and Fisher's Equation.

পরবর্তীকালে মার্কিন অর্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক আরভিং ফিশার ইহাকে সামান্য পরিবর্ধন করিয়া নিম্ন আকারে উপস্থিত করেনঃ

$$MV+M'V'=PT \quad \therefore \quad P=\frac{MV+M'V'}{T}$$

[আধুনিক কালে সমাজে দুই প্রকারের অর্থ প্রচলিত; সরকারী অর্থ (M) এবং ব্যাঙ্ক ঋণ (M')। V হইল সরকারী অর্থের গড় প্রচলন বেগ এবং V' হইল ব্যাঙ্ক ঋণের গড় প্রচলন বেগ। সুতরাং আধুনিক সমাজে অর্থের মোট যোগান=MV+M'V'।]

এই সমীকরণ হইতে দেখা যায় যে, 'অন্যান্য অবস্থা যদি অপরিবর্তিত থাকে', অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর লেনদেনের পরিমাণ (T) এবং অর্থের প্রচলন বেগ (V এবং V') যদি অপরিবর্তিত থাকে (এবং অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের ইহাই একটি প্রধান অনুমান) তবে দামস্তরের (P) পরিবর্তনের জন্য একমাত্র অর্থের পরিমাণই (M এবং M') দায়ী হইতে পারে।

ফিশারের সমীকরণ ও অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের লেনদেন ভাষ্যটির অনুমিত শর্তাবলী[22] **নিম্নরূপঃ** (১) সমাজে মোট চাহিদা ও মোট যোগানের সামগ্রিক ভারসাম্য রহিয়াছে। (২) সমাজে পূর্ণনিয়োগ রহিয়াছে বলিয়া T পরিবর্তিত হয় না। (৩) অর্থের চাহিদা শুধু ক্রয়বিক্রয় বা বিনিময়ের জন্য। অর্থাৎ বিনিময়ের মাধ্যমরূপেই সমাজের অর্থের প্রধান ভূমিকা। (৪) বিবেচ্য সময়টি একটি নির্দিষ্ট 'কাল'[23]। সুতরাং সে সময়ে অর্থের প্রতিটি একক একাধিকবার ক্রয়বিক্রয় ঘটাইয়া হস্তান্তরিত হয়। এজন্য উহার প্রচলন বেগের (V) উৎপত্তি হয়। একারণে সে সময়ে অর্থের যোগান শুধু উহার পরিমাণ নয়, প্রচলন বেগ দ্বারাও নির্ধারিত হয়। (৫) সমাজের ক্রয়বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ স্থির থাকে বলিয়া, অর্থের মোট যোগান কম বা বেশি যাহাই হোক না কেন উহা দ্বারা একই পরিমাণ সামগ্রীর বিনিময় হয়। অতএব অর্থের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা একের সমান বা সমানুপাতিক (E=I)। এজন্য একই পরিমাণ সামগ্রী, অর্থের যোগান বেশি হইলে বেশি দামে এবং অর্থের যোগান কম হইলে কম দামে বিক্রয় হইবে। (৬) পূর্ণনিয়োগ রহিয়াছে বলিয়া মানুষের আয়ে কোন পরিবর্তন ঘটিতেছে না এবং যে কোন নির্দিষ্ট কালে ক্রয়বিক্রয় পদ্ধতি, অভ্যাস ইত্যাদি অপরিবর্তিত থাকে। এই সকল বিষয়গুলির উপর অর্থের প্রচলন বেগ নির্ভর করে এবং যে কোন নির্দিষ্ট কালে উহারা অপরিবর্তিত থাকায় অর্থের প্রচলন বেগ (V) অপরিবর্তিত থাকে।

অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের (নগদ লেনদেন ভাষ্য ও ফিশারের সমীকরণের) সমালোচনাঃ (১) অর্থের **পরিমাণ তত্ত্বের** মূল ভিত্তিস্বরূপ প্রধান **অনুমিত শর্ত দুইটি, যথা,—সমাজে চাহিদা ও যোগানের সামগ্রিক ভারসাম্য বজায় রহিয়াছে এবং পূর্ণনিয়োগ রহিয়াছে, উভয়ই অবাস্তব।** বাস্তবে চাহিদা যোগানের সামগ্রিক ভারসাম্য ও পূর্ণনিয়োগের অভাবে, এবং সমাজ অত্যন্ত গতীয়[24] বলিয়া উৎপন্ন ও বিক্রয়যোগ্য সামগ্রীর মোট পরিমাণ (T) যেমন পরিবর্তনশীল তেমনি অর্থের প্রচলন বেগও (V) পরিবর্তনশীল। ইহার ফলে সমাজে অর্থের পরিমাণের (M) পরিবর্তন উৎপাদনের পরিমাণে (T) পরিবর্তন ঘটাইয়া দাম (P) অপরিবর্তিত রাখিতে পারে অথবা অর্থের পরিমাণের (M) পরিবর্তনের সহিত প্রচলন বেগেরও (V) বিপরীত পরিবর্তন ঘটিয়া দামস্তর অপরিবর্তিত থাকিতেও পারে। সুতরাং বাস্তবের দুনিয়ায় T এবং V অপরিবর্তিত থাকে না। কিংবা অর্থের পরিমাণের কোন পরিবর্তন না হওয়া সত্ত্বেও T এর পরিবর্তন কিংবা V এর পরিবর্তনের ফলে

22. Assumptions of the Cash Transaction version and Fisherine Equation of Exchange.
23. Period of time. 24. Dynamic

দামস্তরের পরিবর্তন ঘটিতে পারে। **সে অবস্থায় দামস্তরের পরিবর্তনের জন্য কেবল অর্থের পরিমাণকেই দায়ী করা যায় না।**

(২) ফিশারের সমীকরণে P দ্বারা যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রীর গড় মূল্যস্তর এবং T দ্বারা যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রীর মোট উৎপাদন ও ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ বুঝান হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত অযৌক্তিক। কারণ, দ্রব্যসামগ্রী বলিতে বস্তুগত দ্রব্যও বুঝায় আর সেবাও বুঝায়। এই সকল দ্রব্যসামগ্রী ভোগ্যদ্রব্য এবং পুঁজিদ্রব্য নানা প্রকারের। দ্রব্যসামগ্রী যত প্রকারের দামও তত প্রকারের। তাহা ছাড়া পাইকারী দামস্তর আছে, আবার খুচরা দামস্তরও আছে। কিন্তু T এবং P দ্বারা উহাদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ না করিয়া, যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রীকে এক করিয়া ধরা হইয়াছে এবং যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রীর একটি মাত্র কাল্পনিক গড় দাম বুঝান হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা অযৌক্তিক আর কিছু হইতে পারে না।

(৩) ফিশারের সমীকরণে যে চারিটি উপাদান আছে (M, V, P এবং T) উহাদের মধ্যে কোন কার্যকারণ সম্পর্ক[২৫] দেখান হয় নাই। সমীকরণটির দ্বারা যে কোন নির্দিষ্ট কালে, দামস্তর যখন যেরূপ হয় তাহা কেন হইল শুধু উহার কারণ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কিন্তু কিভাবে ঐ পরিবর্তন ঘটিল, কোন্ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া অর্থের যোগানের পরিবর্তনের ফলে দামস্তরের পরিবর্তনটি ঘটিল, তাহা ব্যাখ্যা করা হয নাই।

(৪) ফিশারের সমীকরণে কিছুটা অসঙ্গতিও আছে। বিবেচ্য সময়টি একটি নির্দিষ্ট কাল[২৬] বলিয়া গণ্য করায় অর্থের প্রচলন বেগটি (V) অর্থের যোগানের অন্যতম উপাদান বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু উহার সহিত আবার অর্থের পরিমাণ (M)-কেও অন্যতম উপাদান ধরা হইয়াছে। কিন্তু অর্থেব পরিমাণ বলিতে যে কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে[২৭] অর্থের যোগান বুঝায়। সুতরাং ইহাতে অর্থের যোগান উহার পরিমাণ ও প্রচলন বেগের গুণফল বলিয়া নির্দেশ করিতে গিয়া একই সঙ্গে বিবেচ্য সমযটিকে একটি 'কাল' এবং একটি 'মুহূর্ত' রূপে গণ্য করা হইয়াছে। ইহাতে কাল বিভ্রাট ঘটিয়াছে।

(৫) ইহাতে নগদ তহবিলরূপে অর্থ হাতে রাখিবার ইচ্ছা যে (সঞ্চয়ের বাহনরূপে অর্থের ভূমিকা) অর্থের চাহিদার অন্যতম প্রধান কারণ এবং উহার অর্থনীতিক গুরুত্ব যে কিছুমাত্র কম নহে তাহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হইয়াছে। অর্থের যোগান বাড়ান হইলে সুদের হার কমিতে পারে এবং সুদের হার অত্যন্ত কমিয়া গেলে তাহা আর কমে না। তখন নগদ অর্থ হাতে ধরিয়া রাখিবার ইচ্ছাটি অসীমস্থিতিস্থাপক হয় (নগদ-ফাঁদ, ৭৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ও সে কাবণে অর্থের যোগান যতই বাড়ান হোক তাহা সমাজে সকলের হাতে অলস তহবিল রূপে পড়িয়া থাকায় প্রচলন বেগ অত্যন্ত কমিয়া যায় এবং সে কারণে দামস্তর মোটেই বাড়ে না। এ বিষয়টিকে ফিশারের সমীকরণ বা অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে পারে না। এই তত্ত্ব অনুসারে অর্থের যোগান বাড়িলে দাম বাড়িবেই এবং অর্থের যোগান না কমাইলে দাম কমিতে পারে না। উহার অন্যথা সম্ভব নয়।

(৬) ফিশারের সমীকরণটি একটি কার্যোপযোগিতাহীন অভেদ[২৮] মাত্র। MV ও PT অর্থাৎ সামগ্রীর আর্থিক বিক্রয়মূল্য এবং ক্রয়মূল্য পরস্পরের সমান না হইয়া পারে না। ইহা একই বিষয়ের দুইটি পৃথক নাম মাত্র। উহারা স্বতঃসিদ্ধ[২৯]।

(৭) ফিশারের সমীকরণ সহ অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের সকল ভাষ্যেই অর্থের পরিমাণের পরিবর্তনকে দামস্তরের পরিবর্তনের এবং উহার মারফত যাবতীয় অর্থনীতিক বিশৃঙ্খলার জন্য একমাত্র দায়ী বিষয় বলিয়া অহেতুক ভাবে দোষী করা হইয়াছে। এবিষয়ে অর্থের পরিমাণকেই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা হইয়াছে। সম্প্রতিকালে কীন্স্ দেখাইয়াছেন যে, অর্থনীতিক কার্যাবলীর সংকোচন-সম্প্রসারণ বিষয়ে

25. Causal relation. 26. Period of time. 27. Point of time.
28. Identity. 29. Truism.

সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারকারী ও মূল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হইল আয়, ব্যয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ইত্যাদি, অর্থের পরিমাণ নহে। অর্থনীতিক কার্যাবলীর চক্রাকার আবর্তন অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। মন্দার সময় অর্থের যোগান বাড়ান সত্ত্বেও কেন দাম বাড়ে না, তাহা অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব বলিতে পারে না। সেহেতু কারবারী চক্র নিয়ন্ত্রণের কোন উপায় নির্দেশেও এই তত্ত্বটি ব্যর্থ হইয়াছে। এককথায় অর্থের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপের দোষে তত্ত্বটি দুষ্ট।

অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের নগদ তহবিল ভাষ্য ও কেম্ব্রিজ সমীকরণ[30]**:** অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের ফিশারীয় সমীকরণের ত্রুটি দেখিয়া একসময় কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্শাল, পিগু, রবার্টসন ও কীন্‌স্ প্রভৃতি খ্যাতনামা অধ্যাপকগণ তত্ত্বটির একটি বিকল্প ভাষ্য প্রচার করিয়াছিলেন এবং উহা ব্যাখ্যায় একাধিক নূতন সমীকরণ ব্যবহার করিয়াছিলেন। আমরা এখানে অধ্যাপক ডি. এইচ. রবার্টসনের সমীকরণটির ভিত্তিতে এই ভাষ্যটির আলোচনা করিব।

অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের নগদ তহবিল ভাষ্যের মূলকথা এই যে,—(১) বিবেচ্য সময়টি যদি নির্দিষ্ট কোন মুহূর্ত[31] বলিয়া ধরা যায় তবে, (২) অর্থের মোট যোগান হইল কেবল প্রচলিত অর্থের পরিমাণ। (৩) সমাজে সকলেই আপন আপন আয়ের একটি নির্দিষ্ট ভগ্নাংশ নগদ তহবিলরূপে হাতে রাখিতে চায়। নগদ তহবিলরূপে অর্থ হাতে ধরিয়া রাখিবার চাহিদা হইতেই অর্থের চাহিদার উৎপত্তি হয়। (৪) অর্থ হইতেছে ক্রয়শক্তি' সুতরাং আর্থিক আয় উপার্জনের পর উহা হইতে একটি অংশ ব্যয় করিয়া তাহা দ্রব্য-সামগ্রীতে রূপান্তরিত করিবার পর, পুনরায় আয় উপার্জন ও উহা লাভ না করা পর্যন্ত সময়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী কিনিবার ক্ষমতা যাহাতে হাতে থাকে সে উদ্দেশ্যে সকলে আয়ের বাকি অংশ নগদ তহবিলরূপে হাতে ধরিয়া রাখিতে চায়। এই নগদ তহবিলের আয়তন নির্ভর করে তিনটি বিষয়ের উপর। যথা,—(ক) আয়ের পরিমাণ; (খ) আয়ের কতটা অংশ তাহারা নগদ তহবিল রূপে ধারণ করিতে চায়; এবং (গ) যে সকল দ্রব্যসামগ্রী কিনিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবার উদ্দেশ্যে ঐ নগদ তহবিল তাহারা ধারণ করিবে উহাদের গড় দাম। (৫) যে কোন মুহূর্তে অর্থের মোট যোগান অর্থাৎ উহার পরিমাণ এবং অর্থের মোট চাহিদা (মোট নগদ তহবিল) পরস্পরের সমান হইবে। অর্থাৎ, যে কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে সমাজে যে পরিমাণ অর্থ থাকিবে (সরকারী অর্থ ও ব্যাঙ্কঋণ বা ব্যাঙ্ক আমানত) তাহা সকল দেশবাসীর হাতে নগদ তহবিলরূপেই থাকিবে। (৬) যে কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে আয় (জাতীয় এবং ব্যক্তিগত) অপরিবর্তিত থাকে এবং আয়ের যে অনুপাত সকলে নগদ তহবিল আকারে হাতে ধরিয়া রাখিতে চায় উহাও স্থির থাকে। অতএব তখন দাম কেবল-মাত্র অর্থের পরিমাণের উপরই নির্ভর করিবে।

এই যুক্তিগুলির ভিত্তিতে রবার্টসন যে সমীকরণটি রচনা করিয়াছেন তাহা এইঃ

$$M = P.\ k.\ R. \qquad P = \frac{M}{k.R}$$

M যে কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে সমাজে অর্থের মোট পরিমাণ ও যোগান। ইহা সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর নির্ভর করে। P গড় দামস্তর। কেম্ব্রিজ সমীকরণে P-কে ভোগ্যদ্রব্যের দামস্তর বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। R মোট প্রকৃত আয় (জাতীয়)। k হইল প্রকৃত আয়ের যে স্থির অনুপাত বা ভগ্নাংশ সকলে নগদ তহবিলরূপে হাতে রাখিতে চায় তাহা। M যদি ১০০০ হয়, R যদি ৫০০০ হয় এবং k যদি $\frac{১}{১০}$ হয়, তবে P=২। R এবং k সর্বদাই ৫০০০ ও $\frac{১}{১০}$ থাকিলে M ও P একসঙ্গে একই অনুপাতে বাড়িবে ও

30. Cash Balance Version of the Quantity Theory and the Cambridge Equation of Exchange.
31. Point or moment of time.

কমিবে এবং বিপরীত অনুপাতে অর্থের মূল্য কমিবে ও বাড়িবে। ইহাই হইল অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের নগদ তহবিল ভাষ্য ও কেম্ব্রিজ সমীকরণ।

দুইটি ভাষ্য ও সমীকরণের তুলনাঃ উহাদের **পার্থক্য** এই যে, ১. নগদ লেনদেন ভাষ্য বা ফিশারীয় সমীকরণে অর্থের চাহিদাকে বিনিময়ের প্রয়োজনে চাহিদা বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে আর নগদ তহবিল ভাষ্য বা কেম্ব্রিজ সমীকরণে অর্থের চাহিদাকে আয়ের একটি ভগ্নাংশ নগদ তহবিল আকারে ধারণের চাহিদারূপে গণ্য করা হইয়াছে।

২. প্রথমটিতে বিনিময়ের মাধ্যমরূপে অর্থের ভূমিকাকে গণ্য করা হইয়াছে, আর দ্বিতীয়টিতে সঞ্চয়ের বাহনরূপে অর্থের ভূমিকা বিবেচনা করা হইয়াছে।

৩. প্রথমটিতে বিবেচ্য সময়টি হইল একটি নির্দিষ্ট কাল আর দ্বিতীয়টিতে উহা একটি নির্দিষ্ট মুহূর্ত। সেজন্য প্রথমটিতে অর্থের মোট যোগান উহার পরিমাণ (M) ও প্রচলন বেগ (V) এই দুইটির দ্বারা নির্ধারিত হইয়াছে আর দ্বিতীয়টিতে অর্থের যোগান হইল কেবল উহার পরিমাণ (M)।

কিন্তু উহাদের **মিল** এই যে,—(১) উহাদের উভয়েই দুইটি পৃথক দৃষ্টিকোণ হইতে একই তত্ত্ব অর্থাৎ, অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব ব্যাখ্যাব চেষ্টা। এবং (২) প্রথমটিতে যে অর্থের প্রচলন বেগের (V) কথা বলা হইয়াছে এবং দ্বিতীযটিতে যে আয়ের নিদিষ্ট ভগ্নাংশ বা অনুপাতের কথা (k) বলা হইয়াছে, উহারা আসলে পরস্পরের বিপরীত ও পরিপূরক[৩২]। কারণ অর্থের ব্যবহার (প্রচলন বেগ বা V) বাড়িলে আয়ের যে অনুপাত (k) নগদ তহবিলের আকাবে হাতে থাকে তাহা কমিবে এবং অর্থের ব্যবহার (V) কমিলে ঐ অনুপাতটি (k) বাড়িবে।

নগদ তহবিল ভাষ্য বা কেম্ব্রিজ সমীকরণের শ্রেষ্ঠত্বঃ নগদ লেনদেন ভাষ্য বা ফিশারীয় সমীকরণের তুলনায় অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের নগদ তহবিল ভাষ্য বা কেম্ব্রিজ সমীকরণটি নানা কারণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করা হয়।

১. ইহাতেই সর্বপ্রথম অর্থের চাহিদাব গভীর বিশ্লেষণ দ্বারা নগদ অর্থ হাতে ধরিয়া রাখিবার জন্য সমাজে সকলের যে ইচ্ছা রহিয়াছে সে বিষয়টির অর্থনীতিক গুরুত্বের স্বীকৃতি দেওয়া হয। পরবর্তীকালে এই ধারণাটি হইতেই কীন্‌স্‌ তাঁহার সুদের নগদ-পছন্দ তত্ত্ব রচনা করেন।

২. ইহাতে **কিভাবে** দামের পরিবর্তন ঘটে তাহার ইঙ্গিত রহিয়াছে এবং সমীকরণের উপাদানগুলিব মধ্যে সেজন্য কার্যকাবণ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। যেমন ইহা হইতে দেখা যায় যে যদি অর্থের পরিমাণ অপরিবর্তিতও থাকে, তৎসত্ত্বেও, নগদ তহবিল ধারণের ইচ্ছার পরিবর্তনে দামেব পরিবর্তন ঘটা সম্ভব।

৩. মোট আর্থিক লেনদেনের পরিমাণেব উপর দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিবার পরিবর্তে ইহাতে সঠিকভাবেই আয়স্তরের (R) উপর মনঃসংযোগ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

সমালোচনাঃ কিন্তু একাধিক গুণ সত্ত্বেও, যেহেতু উহা অর্থের পরিমাণ তত্ত্বেরই ব্যাখ্যা মাত্র, সে কারণে ভাষ্যরূপে ইহা যত মার্জিতই হোক না কেন, ইহা জটিল অর্থনীতিক ব্যবস্থার অতি সরল ভাষ্য এবং সে হিসাবে অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের ত্রুটিগুলি হইতে ইহা মুক্ত নহে। এবং বর্তমানে অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটিই বর্জন করা হইয়াছে বলিয়া কেম্ব্রিজ সমীকরণের গুরুত্বও লোপ পাইয়াছে।

অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের মূল্যায়নঃ অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের ক্লাসিক্যাল ও নয়া-ক্লাসিক্যাল (ফিশারীয় ও কেম্ব্রিজ সমীকরণ) ভাষ্য দুইটির তুলনামূলক দোষগুণ যাহাই থাকুক না কেন, মূলতঃ অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব এবং উহার কোন ভাষ্যই অর্থ ও দাম-স্তরের মধ্যে যথার্থ ও প্রকৃত কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ধারণে সফল হয় নাই। উহার সকল

32. Reciprocals.

ভাষ্য অনুসারেই অর্থের পরিমাণের পরিবর্তনের সহিত প্রত্যক্ষ ও আনুপাতিকভাবে সাধারণ দামস্তরের পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং অর্থের পরিমাণের হ্রাস ও বৃদ্ধিই দামস্তরের হ্রাস ও বৃদ্ধির একমাত্র কারণ, ইহাই অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের বক্তব্য। কিন্তু আধুনিক সঞ্চয় ও বিনিয়োগ তত্ত্ব দ্বারা ইহা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে পরিমাণ তত্ত্বের এ বক্তব্য জটিল বাস্তব ঘটনাবলীর এক অতি সরলীকৃত ব্যাখ্যা। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ তত্ত্ব ইহা প্রমাণ করিয়াছে যে দামস্তর ও অর্থের মূল্য যতটা না অর্থের পরিমাণের উপর নির্ভর করে তদপেক্ষা বেশি নির্ভর করে সমাজের মোট আয় ও ব্যয়ের উপর। দামস্তর ও অর্থের মূল্য, অর্থের পরিমাণের নহে, বরং মোট আয়েরই ফল মাত্র। যদি মোট আয় বাড়ে তবে মোট ব্যয়ও বাড়িবে এবং উহার ফলে দামস্তরও বাড়িবে এবং অর্থের মূল্য কমিবে এবং যদি আয় কমে তবে ব্যয়ও কমিবে, ফলে দামস্তর কমিবে এবং অর্থের মূল্য বাড়িবে।

সুতরাং দামস্তরের এবং অর্থের মূল্যের পরিবর্তনের প্রকৃত কারণ হইল সমাজের মোট আয় ও ব্যয়ের পরিবর্তন। অতএব অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির দ্বারা যদি দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও যোগানের তুলনায় মোট ব্যয় অধিক বাড়ে তবেই কেবল অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে দামস্তর বাড়িতে পারে। ব্যয় বৃদ্ধি না ঘটা পর্যন্ত দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়িতে পারে না এবং চাহিদা না বাড়িলে দামস্তর বৃদ্ধির কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। আবার, অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির দ্বারা মোট ব্যয় বৃদ্ধির কালে যদি উৎপাদনও বাড়ে তবে দামস্তরের আদৌ কোন পরিবর্তন নাও ঘটিতে পারে। অতএব দামস্তরের উপর অর্থের পরিমাণের পরিবর্তনের ফলাফল নির্ভর করে,—(১) মোট ব্যয়ের উপর অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলাফলের এবং (২) মোট ব্যয় ও উৎপাদনের মোট পরিমাণের মধ্যে সম্পর্কের উপর। যে সকল কারণে মোট ব্যয়ের পরিবর্তন ঘটে উহাদের একটি হইল অর্থের যোগানের পরিবর্তন, অন্যান্যগুলি হইল ভোগ অপেক্ষকের পরিবর্তন, বিনিয়োগ চাহিদার পরিবর্তন এবং নগদ পছন্দের পরিবর্তন।

অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রথম প্রতিক্রিয়া ঘটে সুদের হারের উপর। যদি সুদের হার কমে তবে তাহাতে বিনিয়োগ বাড়িবে এবং উহার দরুন গুণক ক্রিয়ার ফলে আয় বাড়িবে এবং তখন আয়ের বৃদ্ধি ব্যয় বৃদ্ধি ঘটাইবে। কিন্তু তাহাতেও, আনুপাতিকভাবে দূরের কথা, দামস্তর আদৌ বাড়িতে নাও পারে। যদি তখন দেশে পূর্ণনিয়োগ অপেক্ষা স্বল্পতর নিয়োগ থাকে তবে বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধির ফলে মোট উৎপাদন বাড়িবে এবং সে কারণে মোট ব্যয় বাড়িলে মোট উৎপাদন বাড়িবে এবং দামস্তরের বিশেষ বৃদ্ধি ঘটিবে না। কিন্তু ইহাতে দেশে ক্রমে পূর্ণনিয়োগ ঘটিলে, তখন উৎপাদন বৃদ্ধি করা আর সম্ভব হইবে না এবং কেবল ঐ অবস্থাতেই অর্থের যোগান বৃদ্ধির দরুন মোট ব্যয় বাড়িলে প্রায় আনুপাতিক ভাবেই দামস্তর বাড়িবে।

আর যদি অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে সুদের হার কমিয়া সর্বনিম্নস্তরে পৌঁছায়, তবে নগদপছন্দ সীমাহীন স্থিতিস্থাপক হইয়া পড়িবে (নগদ ফাঁদ)[33] এবং বিনিয়োগ কিছুমাত্র বাড়িবে না। বিনিয়োগ না বাড়িলে মোট আয় এবং মোট ব্যয় কিছুই বাড়িবে না। ফলে দামস্তরও বাড়িবে না। অর্থের যোগান বৃদ্ধির দরুন কিংবা সুদের হারের হ্রাস সত্ত্বেও, যদি বিনিয়োগকারিগণের নিকট পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা না বাড়ে তবে বিনিয়োগ কিছুমাত্র বাড়িবে না এবং তাহা হইলে বিনিয়োগ, আয় ও মোট ব্যয় এবং দামস্তর বাড়িবে না।

সুতরাং দামস্তর ও তৎসহ জাতীয় আয় ও নিয়োগস্তর সমাজের মোট আয় (=ব্যয়) বা কার্যকর চাহিদা এবং দ্রব্যসামগ্রীর মোট যোগানের উপর নির্ভর করে। দ্রব্যসামগ্রীর মোট যোগান অপেক্ষা সমাজের মোট কার্যকর চাহিদা বেশি হইলে দামস্তর বাড়ে এবং কম হইলে দামস্তর কমে। অর্থাৎ সঞ্চয় ও বিনিয়োগে ভারসাম্য যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ

33. Liquidity trap. see page 73.

দামস্তর অপরিবর্তিত থাকে। সঞ্চয় অপেক্ষা বিনিয়োগ বাড়িলে দামস্তর বাড়ে এবং সঞ্চয় অপেক্ষা বিনিয়োগ কমিলে দামস্তর কমে।

অতএব, পরিমাণ তত্ত্বে অর্থের পরিমাণ ও দামস্তরের মধ্যে যেরূপ সরল, প্রত্যক্ষ ও নিকট সম্পর্ক নির্দেশ করা হইয়াছিল আসলে ঐ সম্পর্কটি তদপেক্ষা অনেক জটিল, পরোক্ষ এবং অনিশ্চিত। ইহার ফলে, অর্থনীতিক হ্রাসবৃদ্ধি ও দামস্তরের ওঠানামা নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসাবে, আর্থিক নীতির[34] (ব্যাঙ্করেট, সরকারী ঋণপত্রের ক্রয়বিক্রয়, জমার অনুপাতের পরিবর্তন ইত্যাদি) গুরুত্ব কমিয়া গিয়া বর্তমানে ফিস্‌ক্যাল নীতির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আধুনিক সঞ্চয় ও বিনিয়োগ তত্ত্ব নানা দিক দিয়াই অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রথমত, সমৃদ্ধির সময় অর্থের যোগানে টান পড়িলে কেন সমৃদ্ধির অবসান ঘটে কিন্তু মন্দার সময় অর্থের যোগান যথেষ্ট বাড়ান সত্ত্বেও কেন উহা পুনরুন্নতি সঞ্চার করিতে পারে না তাহা অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে পারে না, কিন্তু সঞ্চয় বিনিয়োগ তত্ত্ব পারে। দ্বিতীয়ত, অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব অর্থের প্রচলন বেগের উপর বিশেষ আলোকপাত করিতে অক্ষম। কিন্তু সঞ্চয় বিনিয়োগ তত্ত্বই বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছে যে, বিনিয়োগ অপেক্ষা সঞ্চয় বেশি হইলে উহার তাৎপর্য দাঁড়ায় যে সমাজের সকলে তখন তাহাদের বিত্তসম্পদের অধিকাংশই নগদ অর্থ বা নগদ অর্থের উপর দাবির[35] আকারে হাতে ধরিয়া রাখিতেছে বলিয়া অর্থের প্রচলন বেগ কমে (V কমে ও k বাড়ে)। তখন যদি অর্থের যোগান আরও বাড়ান হয় তবে উহা বিনিযোগ ব্যয়ে পরিণত না হইয়া হাতে রাখা নগদ তহবিলের পরিমাণ বাড়ায়। এই কারণেই মন্দার সময় অর্থের যোগান বাড়ান সত্ত্বেও দামস্তর বাড়িয়া পুনরুন্নতির সূচনা করে না। তৃতীয়ত, সঞ্চয় বিনিয়োগ তত্ত্বের দ্বারাই আয় নিয়োগ ও দামস্তরের প্রকৃত নির্ধারকগুলির বিশ্লেষণ সম্ভব। পরিমাণ তত্ত্বের দ্বারা উহা সম্ভব নহে।

কিন্তু তাই বলিয়া **অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটি একেবারেই মূল্যহীন, একথা মনে করাও সংগত নহে।** একথা মনে রাখিতে হইবে যে পরিমাণ তত্ত্বের সমীকরণটিই সমাজের সামগ্রিক আর্থিক ভারসাম্যের শর্ত অনুসন্ধানের সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে আধুনিক অর্থবিদ্যার সমষ্টিগত বিশ্লেষণ তত্ত্বের সূচনা করিয়াছে। তাহা ছাড়া, উহা এখনও দুইটি ক্ষেত্রে বিশেষভাবেই প্রযোজ্য। উহাদের একটি হইল স্বল্পকালে **পূর্ণনিয়োগ** ও মুদ্রাস্ফীতির সময়, অপরটি হইল **দীর্ঘকালে।** স্বল্পকালে যুদ্ধ বা শান্তির সময়ে দেশে যখন পূর্ণনিয়োগ ঘটে, তখন দামস্তরের বৃদ্ধি পরিমাণ তত্ত্বের বক্তব্য সমর্থন করে। অর্থাৎ পূর্ণনিয়োগের স্তরে যে অনুপাতে অর্থের যোগান বাড়ে কমবেশি সে অনুপাতেই দামস্তর বৃদ্ধি পায়। কীন্‌সের মতে উহাই **প্রকৃত** বা **যথার্থ মুদ্রাস্ফীতি**[36]। কীন্‌সের মতে, মুদ্রাস্ফীতি প্রধানত দুই প্রকারের, প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি ও অর্ধ মুদ্রাস্ফীতি[37]। স্বল্পতর নিয়োগের অবস্থায় যখন দামস্তর বাড়িতে থাকে তাহা কীন্‌সের মতে অর্ধ-মুদ্রাস্ফীতি। আর দেশে যখন পূর্ণনিয়োগ ঘটে তখন উৎপাদন ক্ষমতা সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছায় এবং মোট উৎপাদন আর বাড়ান যায় না। ঐ অবস্থায় মুদ্রার যোগান বাড়ান হইলে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি পাইয়া কেবল দামস্তর সরাসরি ঐ অনুপাতে বাড়িবে। এই পরিস্থিতিটি যথাযথভাবে ফিশারের নগদ লেনদেন সমীকরণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় (MV=PT)। এজন্যই বলা হয় যে পূর্ণনিয়োগের সময়ই অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটি যথার্থ সত্য হইয়া উঠে। দ্বিতীয়ত, দীর্ঘকালে, প্রতি শতাব্দীতে পূর্ব শতাব্দীর তুলনায় আমরা যে দামস্তরের ক্রমশঃ বৃদ্ধি দেখিতে পাইতেছি নিঃসন্দেহে উহার প্রধান কারণ হইতেছে পূর্বের তুলনায় ক্রমশঃ অর্থের যোগানের বৃদ্ধি।

---

34 Monetary Policy. 35. Money claims. 36. True inflation.
37. Semi-inflation.

দামস্তরের সূচকসংখ্যা
INDEX NUMBER OF PRICES

সূচকসংখ্যা কাহাকে বলে?
WHAT ARE INDEX NUMBERS?

যে কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে (যেমন ১ বৎসরে) কতকগুলি সুনির্বাচিত দ্রব্যের গড়মূল্য যে কাল্পনিক সংখ্যা দ্বারা নির্দেশ করা হয় উহাকে মূল্যস্তরের সূচকসংখ্যা বলে। ইহা সর্বদাই ভিত্তি বৎসর নামে অভিহিত। অপর কোন একটি নির্দিষ্ট বৎসরে ঐ সকল দ্রব্যের গড়মূল্যের নির্দেশক অপর একটি সংখ্যার সহিত তুলনামূলক ভাবে উল্লিখিত হইয়া থাকে।

দ্রব্য মূল্যস্তরের সাধারণ সূচকসংখ্যার দ্বারা বিভিন্ন সময়ে মূল্যস্তরের ওঠানামা পরিমাপ করা যায়। সূচকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়াছে ও টাকার দাম কমিয়াছে এবং সূচকসংখ্যা হ্রাস পাইলে জিনিসপত্রের দাম কমিয়াছে ও টাকার দাম বাড়িয়াছে বুঝায়।

সূচকসংখ্যা কিভাবে প্রস্তুত করিতে হয়?
HOW ARE INDEX NUMBERS CONSTRUCTED?

সূচকসংখ্যা সাধারণত দুই প্রকারের ঃ (১) সাধারণ সূচকসংখ্যা এবং (২) গুরুত্ব সংযুক্ত সূচকসংখ্যা। আমরা এখানে এই দুইটির প্রস্তুত প্রণালী সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

১. **ভিত্তি বৎসর বাছাই ঃ** প্রথমত, যে বৎসরের মূল্যস্তরের সহিত অন্য বৎসরের মূল্যস্তরের তুলনা করিব, সেই বৎসরটি বাছিয়া লইতে হয়। ইহাকে ভিত্তি বৎসর (base year) বলে। সাধারণত, যে বৎসরে জিনিসপত্রের মূল্য খুব কমও ছিল না অথবা বেশিও ছিল না, যে বৎসরে অর্থনীতিক মন্দা বা সমৃদ্ধির কোন লক্ষণ ছিল না, যে বৎসরটি মোটামুটি 'স্বাভাবিক' ছিল, এমন একটি বৎসরকেই ভিত্তি বৎসর হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

২. **দ্রব্য বাছাই ঃ** সাধারণ মূল্যস্তরের সূচকসংখ্যা তৈয়ার করিতে হইলে যত বেশি সংখ্যক দ্রব্য ইহার অন্তর্ভুক্ত হয় ততই ভাল। কিন্তু খুব বেশি সংখ্যক দ্রব্য লইলে সূচকসংখ্যা প্রস্তুত করা বাস্তবে অসম্ভব হইয়া পড়ে বলিয়া, প্রধান প্রধান গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যগুলি বাছিয়া লওয়াই সুবিধাজনক। সংখ্যার দিক দিয়াও উহা যাহাতে খুব বেশি না হয়, আবার খুব কম না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। যে উদ্দেশ্যে সূচকসংখ্যা প্রস্তুত করা হইবে, তদনুযায়ী দ্রব্যগুলি বাছিতে হয়।

৩. **দ্রব্যের মূল্য বাছাই ঃ** সাধারণত, সকল দ্রব্যেরই দুইটি মূল্য থাকে। একটি পাইকারী মূল্য, অপরটি খুচরা মূল্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সূচকসংখ্যা প্রস্তুতের জন্য পাইকারী মূল্য গ্রহণ করা হয়।

৪. **সাংকেতিক সংখ্যা আরোপ ঃ** ভিত্তি বৎসরে বাছাইকরা দ্রব্যগুলির প্রত্যেকটির মূল্য ১০০-এর সমান বলিয়া ধরা হয়। ভিত্তি বৎসরের তুলনায় অপর বৎসরটিতে ঐ দ্রব্যগুলির মূল্য যতটা বাড়ে বা কমে, তাহা ভিত্তি বৎসরের মূল্য ঐ ১০০-এর উপর শতকরা হিসাবে বেশি বা কম বলিয়া হিসাব করা হয়। অর্থাৎ, কোন দ্রব্যের ভিত্তি বৎসরের দাম ৫ টাকা ও উহার মূল্যের সাংকেতিক সংখ্যা ছিল ১০০। পরবর্তী সংশ্লিষ্ট বৎসরে উহা বাড়িয়া ১০ টাকা হইল। উহার মূল্যের সাংকেতিক সংখ্যা ২০০ বলিয়া ধরা হইবে।

৫. **সূচকসংখ্যার হিসাব ঃ** ১. **সাধারণ সূচকসংখ্যা** তৈয়ার করিতে হইলে, ভিত্তি বৎসরে সবগুলি দ্রব্যের মূল্যের সাংকেতিক সংখ্যাগুলির সমষ্টিকে দ্রব্যের মোট সংখ্যা দিয়া

ভাগ দিতে হইবে এবং ভাগফলকে ভিত্তি বৎসরের মূল্যস্তরের সাধারণ সূচকসংখ্যা রূপে গণ্য করিতে হইবে। অপর বৎসরটির সূচক সংখ্যাও একই রূপে হিসাব করিতে হইবে। ভিত্তি বৎসরের সূচকসংখ্যা সর্বদাই ১০০ হইবে, অপর বৎসরের সূচকসংখ্যা, মূল্যস্তরের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে ১০০-এর বেশি বা কম হইবে।

কাল্পনিক তথ্যের ভিত্তিতে একটি সাধারণ সূচকসংখ্যার প্রস্তুতপ্রণালী নিচে দেখান হইলঃ

দ্রব্য	ভিত্তি বৎসর ১৯৬০ সালে মণ প্রতি দাম	সাংকেতিক সংখ্যা	১৯৬৮ সালের দাম	১৯৬৮ সালের সাংকেতিক সংখ্যা
১. চাউল	৪০ টাকা	১০০	১০০ টাকা	২৫০
২. গম	৩০ „	১০০	৬০ „	২০০
৩. চিনি	৩০ „	১০০	১২০ „	৪০০
	৩	৩০০	৩	৮৫০
গড়		১০০	গড়	২৮৩

এই হিসাব অনুসারে ১৯৬০ সালে দ্রব্য মূল্যস্তরের সাধারণ সূচকসংখ্যা ছিল ১০০। ১৯৬৮ সালের মূল্যস্তরের সূচকসংখ্যা হইয়াছে ২৮৩ (প্রায়)। অর্থাৎ ১৯৬০ হইতে ১৯৬৮ সালের মধ্যে দ্রব্য মূল্যস্তর (২৮৩—১০০=) শতকরা ১৮৩ ভাগ বা পৌনে দুই গুণ বাড়িয়াছে।

এই সূচকসংখ্যাকে সাধারণ বা সরল সূচকসংখ্যা (Simple Index Number) বলে। ইহাতে সকল দ্রব্যকে সমান গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া গণ্য করা হয়। যেন মানুষের কাছে চাউলের গুরুত্ব যতখানি, চিনিও ততটা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু, বাস্তবে তাহা সত্য নহে। চিনি অপেক্ষা চাউল অনেক বেশি দরকারী। তাই সূচকসংখ্যা এমনভাবে তৈয়ার করা উচিত যাহাতে চিনি অপেক্ষা চাউলের গুরুত্ব অধিক প্রকাশ পায়। তবেই তাহা বেশি বাস্তবসম্মত হইবে। এই প্রকার সূচকসংখ্যাকে গুরুত্বসংযুক্ত সূচকসংখ্যা বলে।

২. **গুরুত্বসংযুক্ত সূচকসংখ্যা** প্রস্তুত করিতে হইলে, (ক) প্রত্যেক দ্রব্যের জন্য উহার গুরুত্ব অনুসারে একটি করিয়া কাল্পনিক গুরুত্ববাচক সংখ্যা ধার্য করা হয়।

(খ) প্রত্যেক দ্রব্যের মূল্যের যে সাংকেতিক সংখ্যা ধরা হয় (যাহা ভিত্তি বৎসরে সর্বদাই ১০০ এবং অপর বৎসরটিতে কম বা বেশি হইবে) উহাকে ঐ দ্রব্যের গুরুত্ববাচক সংখ্যা দিয়া গুণ করা হয়।

(গ) ঐ গুণফলগুলির সমষ্টিকে সমস্ত দ্রব্যগুলির গুরুত্ববাচক সংখ্যাগুলির সমষ্টি দিয়া ভাগ দিতে হয। এই ভাগফলই মূল্যের সূচকসংখ্যা বলিয়া ধরা হয়।

নিচে গুরুত্বসংযুক্ত সূচকসংখ্যার প্রস্তুতপ্রণালী দেখান হইল। সমস্ত তথ্যই অবশ্য কাল্পনিক। ইহাতে চিনির তুলনায় গমের গুরুত্ব ৫ গুণ ও চাউলের গুরুত্ব ৮ গুণ ধরা হইয়াছে।

দ্রব্য	ভিত্তি বৎসর ১৯৬০ সালের দাম	সাংকেতিক সংখ্যা	গুরুত্ববাচক সংখ্যা	গুণফল	’৬৮ সালের দাম	সাংকেতিক সংখ্যা	গুরুত্ববাচক সংখ্যা	গুণফল
১. চাউল	৪০ টাকা	১০০	৮	= ৮০০	১০০ টাকা	২৫০ ×	৮	=২০০০
২. গম	৩০ „	১০০	৫	= ৫০০	৬০ „	২০০ ×	৫	=১০০০
৩. চিনি	৩০ „	১০০	১	= ১০০	১২০ „	৪০০ ×	১	= ৪০০
			১৪	১৪০০			১৪	৩৪০০
গড়				১০০	গড়			২৪৩ (প্রায়)

এইবার গরুত্বসংযুক্ত সূচকসংখ্যা হইতে দেখা গেল, ১৯৬০ সালে দ্রব্যমূল্যের সূচকসংখ্যা ছিল ১০০; তাহা বাড়িয়া ১৯৬৮ সালে হইয়াছে ২৪৩। অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে দ্রব্যমূল্যস্তর বাড়িয়াছে (২৪৩—১০০=) শতকরা ১৪৩ ভাগ বা প্রায় দেড়গুণ।

সূচকসংখ্যার উপযোগিতা
USEFULNESS OF INDEX NUMBERS

সূচকসংখ্যাকে নানা কাজে লাগান যায়। ইহার উপযোগিতা অনেক। প্রথমত, দ্রব্যমূল্যের সূচকসংখ্যা হইতে মূল্যস্তরের ওঠানামা অর্থাৎ, টাকার দামের নামাওঠা কতটা ঘটিয়াছে তাহা জানা যায়। দ্বিতীয়ত, ইহার দ্বারা বিভিন্ন সময়ের মধ্যে জনসাধারণের জীবনযাত্রার উন্নতি অবনতি বুঝিতে পারা যায়। তৃতীয়ত, দুই দেশের মূল্যস্তরের সূচকসংখ্যার তুলনা দ্বারা দুই দেশের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা খানিকটা আন্দাজ করা যায়। চতুর্থত, ইহার দ্বারা মজুরি, মহার্ঘভাতা ইত্যাদির হ্রাসবৃদ্ধি দরকার কিনা, এবং দরকার হইলে তাহা কতখানি পরিবর্তন করা দরকার তাহাও স্থির করা যায়।

সূচকসংখ্যা প্রস্তুতের অসুবিধাসমূহ
DIFFICULTIES INVOLVED IN CONSTRUCTING INDEX NUMBERS

কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে দ্রব্য মূল্যস্তরের পরিবর্তন বা পরোক্ষভাবে টাকার মূল্যের পরিবর্তন পরিমাপ করিবার জন্য দ্রব্যমূল্যস্তরের সূচকসংখ্যা প্রস্তুতের এই কাজটি নানান অসুবিধায় পূর্ণ।

১. **বাস্তব অসুবিধাঃ** (ক) ভিত্তি বৎসর স্থির করিবার অসুবিধাঃ সূচকসংখ্যা প্রস্তুতের প্রথম অসুবিধা হইতেছে ভিত্তি বৎসরটি স্থির করিবার অসুবিধা। তত্ত্ব অনুযায়ী এমন কোন বৎসরকেই ভিত্তি বৎসররূপে বাছিয়া লওয়া উচিত যে বৎসরে জিনিসপত্রের দর-দাম খুব চড়াও ছিল না আবার খুব কমও ছিল না, যে বৎসর কোন অর্থনৈতিক মন্দাও ছিল না আবার সমৃদ্ধিও ছিল না। অর্থাৎ, যে বৎসরটি মোটামুটিভাবে একটি 'স্বাভাবিক' বৎসর বলা চলে, এমন কোন বৎসরকেই ভিত্তি বৎসর হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু বাস্তবে এমন একটি বৎসর খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। সুতরাং ভিত্তি বৎসরই যদি যথাযথ না হয়, তবে হিসাবের ফলাফলও সঠিক হইতে পারে না। এজন্য অনেক সময় কোন একটি বৎসরকে ভিত্তি বৎসর রূপে না ধরিয়া পরপর কয়েকটি বৎসরকে একত্রে ভিত্তি বৎসর হিসাবে গণ্য করা হয়। কিন্তু, ইহাতেও অসুবিধা সম্পূর্ণ দূর হয় না। কারণ যে কোন একটি বৎসরকে ভিত্তি বৎসর রূপে গণ্য করিতে যে কারণে আপত্তি ঘটিতে পারে, পরপর যে কোন কয়েকটি বৎসর সম্পর্কেও সে আপত্তি খাটিতে পারে।

২. **দ্রব্যসামগ্রী বাছাই করিবার অসুবিধাঃ** সাধারণ মূল্যস্তরের সূচকসংখ্যা প্রস্তুত করিতে হইলে যত প্রকারের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপন্ন ও ক্রয়বিক্রয় করা হয় উহাদের সকলের মূল্যের ভিত্তিতেই ইহা প্রস্তুত করা উচিত। কিন্তু এই তালিকা এত দীর্ঘ হইবে যে, বাস্তবে ইহার ভিত্তিতে কোন সূচকসংখ্যা প্রস্তুত করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং ইহার পরিবর্তে কতকগুলি প্রধান প্রধান দ্রব্যসামগ্রী বাছিয়া লইয়া উহাদের মূল্যের গড় দ্বারা সূচকসংখ্যা প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু কোন্ দ্রব্যটিকে একটি প্রধান দ্রব্য বলিয়া গণ্য করিব তাহা নির্ভর করে কোন্ উদ্দেশ্যে সূচকসংখ্যা প্রস্তুত করা হইতেছে তাহার উপর। সাধারণ দ্রব্যমূল্যের সূচকসংখ্যা প্রস্তুতের জন্য যে দ্রব্যগুলিকে প্রধান দ্রব্য বলিয়া বাছিয়া লওয়া হইবে, শ্রমিক শ্রেণীর জীবনধারণের খরচের সূচকসংখ্যা প্রস্তুতের সময়ও উহাদের সবগুলিকে প্রধান দ্রব্যরূপে গণ্য করিলে ভুল হইবে। সুতরাং সূচকসংখ্যা প্রস্তুতের উদ্দেশ্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী বাছাই করিতে হয়। ইহাতে ভুল হইলে সূচকসংখ্যাটিও সঠিক হইবে না।

৩. **দাম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের অসুবিধাঃ** যদি জনসাধারণের সুবিধা-অসুবিধা

অনুধাবনই সাধারণ মূল্যস্তরের সূচকসংখ্যা প্রস্তুতের উদ্দেশ্য হয়, তবে বাছাই করা দ্রব্য-সামগ্রীগুলির খুচরা দামের ভিত্তিতেই সূচকসংখ্যা তৈয়ার করা উচিত। কিন্তু বাস্তবে ইহা কখনও করা হয় না, কারণ ইহা সম্ভব নহে। ইহার কারণ একই দ্রব্য যে কত রকমের খুচরা দামে বিক্রয় হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। সেজন্য খুচরা দামের তথ্য সংগ্রহ একরূপ অসম্ভব ও অর্থহীন। ইহার পরিবর্তে সাধারণত দ্রব্যগুলির পাইকারী দামের ভিত্তিতেই সূচকসংখ্যা তৈয়ার করা হয়। কারণ উহাদের পাইকারী বাজারের সংখ্যা সীমাবদ্ধ এবং অধিকাংশ পাইকারী বাজারের দামই সংবাদপত্র ইত্যাদিতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। অথচ এই পাইকারী দামের সাথে সাধারণ ক্রেতাদের সম্পর্ক খুবই কম। পাইকারী দামের ভিত্তিতে তৈয়ারী মূল্যস্তরের সূচকসংখ্যা হইতে জনসাধারণের উপর মূল্যস্তরের বা টাকার দামের ওঠানামার প্রতিক্রিয়া সঠিকভাবে বুঝা যায় না। কারণ, এমনও দেখা যায় যে, পাইকারী দাম যখন কমিয়াছে, তখন খুচরা দাম কিছুটা বাড়িয়া গিয়াছে। সে সময় পাইকারী দামের ভিত্তিতে প্রস্তুত মূল্যস্তরের সূচকসংখ্যা হইতে দেখা যাইবে যে জিনিসপত্রের দাম কমিয়াছে এবং এজন্য মনে হইবে যে জনসাধারণের কিছুটা সুবিধা হইয়াছে, অথচ বাস্তবে তখন খুচরা দাম বাড়িয়াছে বলিয়া জনসাধারণের অবস্থা বিপরীত হইয়া পড়িয়াছে।

৪. **দামের গড় হিসাব করিবার অসুবিধা:** বাছাই করা দ্রব্যগুলির দামের গড় প্রস্তুতের অসুবিধাও কম নহে। গড় হিসাব করিবার পদ্ধতি নানা প্রকার। যথা, গাণিতিক গড়, জ্যামিতিক গড় ইত্যাদি। গড় নির্ণয়ের এক একটি পদ্ধতির ফল এক এক রকম হইবে। ইহাদের কোন্‌টি যে সর্বাপেক্ষা সঠিক তাহা বলা কঠিন।

৫. **বিভিন্ন দ্রব্যের আপেক্ষিক গুরুত্ববাচকসংখ্যা স্থির করিবার অসুবিধা:** সরল সূচকসংখ্যাতে বাছাই করা দ্রব্যগুলিকে তুলনামূলক গুরুত্ব দেওয়া হয় না বলিয়া ইহাকে অবৈজ্ঞানিক গণ্য করা হয় এবং ইহার পরিবর্তে গুরুত্বসংযুক্ত সূচকসংখ্যা প্রস্তুতের পরামর্শ দেওয়া হয়। কিন্তু গুরুত্বসংযুক্ত সূচকসংখ্যা প্রস্তুত করিতে হইলে বাছাই করা দ্রব্যগুলির প্রত্যেকটির জন্য, উহার তুলনামূলক গুরুত্ব নির্দেশ করে এরূপ এক একটি গুরুত্ববাচক সংখ্যা স্থির করিতে হয়। বলা বাহুল্য এই সংখ্যাগুলি সূচকসংখ্যা প্রণয়ন-কারিগণের আন্দাজ, অনুমান বা কল্পনার উপর নির্ভর করে। সেজন্য ঐ গুরুত্ববাচক সংখ্যাগুলি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। বলা বাহুল্য এইরূপ কাল্পনিক গুরুত্ববাচক সংখ্যার ভিত্তিতে তৈয়ারী কোন সূচকসংখ্যাকে নির্ভুল বলিয়া কোন মতেই গ্রহণ করা যায় না।

সূচকসংখ্যা প্রণয়নে এই সকল অসুবিধা ও ত্রুটির জন্য কোন সূচকসংখ্যাকেই নির্ভুল বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। উহারা বাস্তব অবস্থার কমবেশি অনুমাণ মাত্র।

৮

মুদ্রাস্ফীতি ও উহার নিয়ন্ত্রণতত্ত্ব
THEORY OF INFLATION AND ITS CONTROL

[**আলোচিত বিষয় :** মুদ্রাস্ফীতির ধারণা বা সংজ্ঞা—মুদ্রাস্ফীতিমূলক ফাঁক—মুদ্রাস্ফীতির প্রকারভেদ—মুদ্রাস্ফীতির প্রক্রিয়া : খরচবৃদ্ধি ও চাহিদাবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি—মুদ্রাসংকোচন—মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচনের প্রতিক্রিয়া—মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের আর্থিক ফিস্‌ক্যাল নীতিসমূহ—ধীরগতিতে দামস্তর বৃদ্ধির সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি।]

মুদ্রাস্ফীতি কাহাকে বলে?
WHAT IS INFLATION?

মুদ্রাস্ফীতির কোন যথাযথ অথচ সর্ববাদীসম্মত সংজ্ঞা দেওয়া সহজ নয়, কারণ এবিষয়ে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন ভাবে মুদ্রাস্ফীতির সংজ্ঞা দিয়াছেন। গ্রেগরী, হট্রে, কেমেরার প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত পুরাতন মতাবলম্বী অর্থবিজ্ঞানীরা অনেকেই অর্থের পরিমাণের ভিত্তিতে ইহার সংজ্ঞা দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, দেশে দ্রব্যসামগ্রীর যোগানের তুলনায় অর্থের যোগান অধিক হইলে ঐ অবস্থাকে মুদ্রাস্ফীতির অবস্থা বলা যায়। পিগু আয়-ব্যয়প্রবাহের ধারণাটির ভিত্তিতে মুদ্রাস্ফীতির সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলিলেন যে মুদ্রাস্ফীতি হইতেছে এরূপ এক অবস্থা যেখানে আয়-উপার্জনকারী কার্যাবলীর (অর্থাৎ উৎপাদন) তুলনায় আর্থিক আয় অধিক বৃদ্ধি পাইতেছে। কুলবর্ণ বলিলেন মুদ্রাস্ফীতি হইল এরূপ এক পরিস্থিতি যেখানে অতি অল্প পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রীর পশ্চাতে অত্যধিক পরিমাণ অর্থ ধাবিত হইতেছে। ক্রাউথার বলিলেন উহা এরূপ এক অবস্থা যেখানে অর্থের মূল্য ক্ষয় পাইতেছে অর্থাৎ দামস্তর বাড়িতেছে।

মুদ্রাস্ফীতি কথাটির দ্বারা সাধারণত দামস্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধির অবস্থা বুঝান হয়, ইহা সত্য এবং মুদ্রাস্ফীতির উপরোক্ত বিভিন্ন সংজ্ঞাগুলির মধ্যে যে সত্যতা আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীরা উহাতে সন্তুষ্ট নহেন। কারণ, প্রথমত, দামস্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হইলেও **দামস্তরের বৃদ্ধি না হওয়া সত্ত্বেও মুদ্রাস্ফীতি ঘটিতে পারে।** উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন খরচ হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও যদি দামস্তর না কমে, তবে উহাও মুদ্রাস্ফীতির পরিস্থিতি বলিয়া গণ্য করা যায়। সুতরাং অর্থের আধিক্য মুদ্রাস্ফীতির পক্ষে প্রয়োজনীয় হইলেও, কেবল উহার অস্তিত্বই মুদ্রাস্ফীতি ঘটাইবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। দ্বিতীয়ত, উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলিতে মুদ্রাস্ফীতির মৌলিক কারণটি নির্দিষ্ট হয় নাই। এজন্য কীন্‌সের মতে মুদ্রাস্ফীতি হইল এরূপ এক পরিস্থিতি যেখানে দ্রব্যসামগ্রীর মোট যোগানের তুলনায় কার্যকর চাহিদা অধিক হইয়া পড়িয়াছে। সাম্প্রতিক কালের অর্থবিজ্ঞানীরা আরও অগ্রসর হইয়া বলিলেন যে, মুদ্রাস্ফীতি হইতেছে মূলত এরূপ এক চাহিদা-যোগানের **অ-ভারসাম্যের পরিস্থিতি**[1] যাহাতে ক্রয়শক্তির (অর্থাৎ অর্থের) সম্প্রসারণ দামস্তরের বৃদ্ধি ঘটায় কিংবা উহা নিজেই দামস্তরের

1. State of disequilibrium.

বৃদ্ধির ফলে পরিণত হয়।[2] সুতরাং সমকালীন অর্থবিজ্ঞানিগণের ধারণার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া বলা যায় যে **মুদ্রাস্ফীতি হইল অর্থের যোগান, উৎপাদন ও ভোগ, এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে অসঙ্গতির[3] ফল।** সাধারণত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দামস্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধির মধ্য দিয়া উহা আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু দামস্তরের বৃদ্ধি না হইলেও উহা ঘটিতে পারে।

মুদ্রাস্ফীতিমূলক ফাঁক
INFLATIONARY GAP

কীন্‌স মুদ্রাস্ফীতির বিষয়টি বিশ্লেষণ করিবার জন্য 'মুদ্রাস্ফীতিমূলক ফাঁক' নামক ধারণাটি উদ্ভাবন ও ব্যবহার করিয়াছিলেন। কীন্‌সের মতে, মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবার পূর্বেকার দামস্তর অনুযায়ী (অর্থাৎ ঐরূপ কোন নির্দিষ্ট সময়ের ভিত্তিমূলক[4] দামস্তরে) বর্তমান বাজারে ক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর মোট দামের তুলনায় উহার উপর অনুমিত সম্ভাব্য মোট ব্যয় যতটা বেশি, তাহাই মুদ্রাস্ফীতিমূলক ফাঁক। সহজ কথায় ইহা হইল দেশের মোট ব্যবহারযোগ্য আয়[5] এবং ভিত্তিমূলক দামস্তরে ভোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর মোট দামের মধ্যে ব্যবধান [ব্যবহারযোগ্য আয়—ভিত্তিমূলক দামস্তরে ভোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর মোট দাম=মুদ্রাস্ফীতিমূলক ফাঁক]। যতক্ষণ পর্যন্ত ভিত্তিমূলক দামস্তরে যথেষ্ট পরিমাণে দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যাইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত মুদ্রাস্ফীতিমূলক কোন ফাঁকের উদ্ভব হইতে পারে না। কিন্তু ভিত্তিমূলক দামস্তরে ভোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর মোট দাম অপেক্ষা উহাদের উপর সমাজের আকাঙ্ক্ষিত সম্ভাব্য ব্যয় অধিক হইলেই মুদ্রাস্ফীতিমূলক ফাঁক দেখা দিবে। এই ফাঁক (অর্থাৎ ভোগ্যদ্রব্যের উপর আকাঙ্ক্ষিত মোট ব্যয় এবং ভিত্তিমূলক দামে উহাদের মোট দাম, এই দুয়ের ব্যবধান) যত বেশি হইবে, ততই মুদ্রাস্ফীতির চাপ বেশি হইবে এবং দামস্তর ততই বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং মুদ্রাস্ফীতিমূলক ফাঁকের ধারণাটির সাহায্যে মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা ও উহার চাপ পরিমাপ করা যায়।

দৃষ্টান্তঃ ১. মোট আর্থিক আয় ২০,০০০ কোটি টাকা—কর ৫০০০ কোটি টাকা=ব্যবহারযোগ্য আয় ১৫০০০ কোটি টাকা।

২. ব্যবহারযোগ্য আয় ১৫০০০ কোটি টাকা—সঞ্চয় ৩০০০ কোটি টাকা=সম্ভাব্য আকাঙ্ক্ষিত আর্থিক ব্যয় ১২০০০ কোটি টাকা।

৩. মুদ্রাস্ফীতির পূর্বেকার ভিত্তিমূলক দামস্তরে মোট জাতীয় উৎপন্নের দাম ১৪০০০ কোটি টাকা—সামরিক ব্যয় ৪০০০ কোটি টাকা=বেসামরিক ভোগের জন্য প্রাপ্তব্য দ্রব্যসামগ্রী ১০,০০০ কোটি টাকা।

৪. মুদ্রাস্ফীতিমূলক ফাঁক=সম্ভাব্য আকাঙ্ক্ষিত আর্থিক ব্যয় ১২০০০ কোটি টাকা —বেসামরিক ভোগের জন্য প্রাপ্তব্য ভিত্তিমূলক দামে ১০,০০০ কোটি টাকার দ্রব্যসামগ্রী= ২০০০ কোটি টাকা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দামস্তর সংক্রান্ত প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের মতে[6], দেশের মোট আয় (=বেসরকারী ব্যয়+সরকারী ব্যয়+বৈদেশিক লেনদেনের অনুকূল উদ্বৃত্ত) ও দেশের সর্বাধিক-সম্ভব মোট উৎপাদন, এই দুয়ের ব্যবধানকেই মুদ্রাস্ফীতিমূলক ফাঁক বলিয়া গণ্য করা যায়।

মার্কিন অধ্যাপক ওয়ারবার্টন মুদ্রাস্ফীতিমূলক ফাঁকের একটি বাস্তবসম্মত ও সাধারণ বুদ্ধিজাত সংজ্ঞা দিয়াছেন। তাঁহার মতে সমাজের মোট আর্থিক আয়-প্রবাহ[7] হইতে ভোগব্যয়, পুঁজিদ্রব্যের উপর ব্যয় এবং সরকারী কর রাজস্ব, এই তিনটির

2. Inflation is "a state of disequilibrium in which an expansion of purchasing power tends to cause, or is the effect of, an increase of the price level." Paul Einzig.
3. Maladjustment. 4. Base price. 5. Disposable Income.
6. American Price Administration approach.
7. Gross income flow finance.

সমষ্টি বাদ দিলে মুদ্রাস্ফীতিমূলক সম্ভাব্য ফাঁক[8] পাওয়া যায়। সরকার যে নূতন ঋণ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা মুদ্রাস্ফীতিমূলক সম্ভাব্য ফাঁক হইতে বাদ দিলে মুদ্রাস্ফীতিমূলক যথার্থ ফাঁক[9] পাওয়া যায় [মোট আর্থিক আয়প্রবাহ—(ভোগব্যয়+বিনিয়োগ ব্যয়+সরকারী কর রাজস্ব)=মুদ্রাস্ফীতিমূলক সম্ভাব্য ফাঁক। মুদ্রাস্ফীতিমূলক সম্ভাব্য ফাঁক—নূতন সংগৃহীত সরকারী ঋণ=মুদ্রাস্ফীতিমূলক যথার্থ ফাঁক]। মুদ্রাস্ফীতিমূলক ফাঁকের এইরূপ ধারণা ও সমীকরণটি ভারতের মত দেশগুলির পক্ষে মুদ্রাস্ফীতিমূলক ফাঁক পরিমাপের উপযোগী। এসকল দেশে সঞ্চয়, ভোগব্যয় প্রভৃতি সম্পর্কে সকল তথ্য জানা না থাকায় মুদ্রাস্ফীতিমূলক ফাঁকের কীনসীয় সংজ্ঞার সাহায্যে মুদ্রাস্ফীতিমূলক ফাঁকের পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

মুদ্রাস্ফীতির প্রকারভেদ
TYPES OF INFLATION

মুদ্রাস্ফীতির প্রক্রিয়া ও দামস্তর বৃদ্ধির গতিবেগের বিভিন্নতা প্রভৃতি অনুসারে মুদ্রাস্ফীতির নিম্নরূপ প্রকারভেদ করা হয়ঃ **ক. কারণ অনুসারে প্রকারভেদঃ ১. 'কারেন্সী ইনফ্লেশন'[10] বা সরকারী মুদ্রাজনিত স্ফীতি**—সরকারের দ্বারা প্রচলিত কাগজের টাকা বা নোটের অতিরিক্ত প্রচলনের দরুন দামস্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধি ঘটিলে উহাকে কারেন্সী ইনফ্লেশন বা সরকারী মুদ্রাজনিত স্ফীতি বলে।

২. **'ক্রেডিট ইনফ্লেশন'[11] বা ঋণজনিত মুদ্রাস্ফীতি**—ব্যাংকঋণ বা ব্যাঙ্কের আমানতের অত্যধিক সম্প্রসারণের দরুন দামস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইলে উহাকে ঋণজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

৩. **ঘাটতি ব্যয়জনিত মুদ্রাস্ফীতি[12]**—সরকারী মোট আয় অপেক্ষা মোট ব্যয় অধিক হইবার ফলে দামস্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধি ঘটিতে থাকিলে (বলা বাহুল্য সরকারী মুদ্রা প্রচলনের পরিমাণের ও ব্যাংকঋণের সম্প্রসারণের মধ্য দিয়াই ইহা ঘটে), উহাকে ঘাটতি ব্যয়জনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

৪. **মুনাফা ও মজুরিবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি[13]**—মুনাফা ও মজুরি বৃদ্ধির দরুন দামস্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধি ঘটিলে উহাকে মুনাফা ও মজুরিবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

৫. **চাহিদাবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি[14]**—সরকারী বা বেসরকারী বা উভয় ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণে বিনিয়োগ ব্যয়ের দরুন, দ্রব্যসামগ্রীর মোট কার্যকর চাহিদা মোট উৎপন্ন বা মোট যোগানের অতিরিক্ত হইয়া পড়িলে দামস্তরের যে ক্রমাগত বৃদ্ধি ঘটে উহাকে চাহিদাবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

৬. **উৎপাদন-খরচবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি[15]**—কাঁচামালের দাম, মজুরি ইত্যাদির বৃদ্ধির দরুন উৎপাদন-খরচ বাড়িতে থাকিলে উহার ফলে দামস্তরের যে ক্রমাগত বৃদ্ধি ঘটে তাহাই উৎপাদন-খরচবৃদ্ধির দরুন মুদ্রাস্ফীতি।

খ. গতিবেগ অনুসারে প্রকারভেদঃ ১. মৃদু মুদ্রাস্ফীতি[16]—দামস্তর অতি ধীরে ধীরে অথচ ক্রমাগত বাড়িতে থাকিলে উহাকে ধীরগতি বা মৃদু মুদ্রাস্ফীতি বলে।

২. **পদসঞ্চারী মুদ্রাস্ফীতি[17]**—দামস্তরের বৃদ্ধির হার বাড়িলে ও উহা প্রকট হইলে তাহাকে পদসঞ্চারী মুদ্রাস্ফীতি বলে।

৩. **ধাবমান বা অতিমুদ্রাস্ফীতি[18]**—দামস্তর বৃদ্ধির হার অত্যধিক হইলে এবং দ্রুতবেগে উহা বাড়িতে থাকিলে তাহাকে ধাবমান বা অতিমুদ্রাস্ফীতি বলে।

---

8. Potential Inflationary gap.
9. Actual Inflationary gap.
10. Currency Inflation.
11. Credit Inflation.
12. Deficit induced Inflation.
13. Profit and Wage-induced Inflation.
14. Demand Pull Inflation.
15. Cost Push Inflation.
16. Creeping Inflation.
17. Walking Inflation.
18. Running or Galloping or Hyper Inflation.

গ. মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা ও উহা দমন করা হইতেছে কিনা তদনুসারে প্রকারভেদঃ
১. প্রচ্ছন্ন বা অন্তর্নিহিত মুদ্রাস্ফীতি[19]—যখন দেশে মানুষের হাতে বিপুল পরিমাণে সঞ্চিত অর্থ জমিতে থাকে অথচ দ্রব্যসামগ্রীর অভাবে বা নানা প্রকার সরকারী বিধি নিষেধের (রেশনিং প্রভৃতির দরুন এবং যুদ্ধের সময়) দরুন উহা ব্যয় করার কোন সুযোগ থাকে না, উদ্যোক্তারাও নূতন পুঁজিদ্রব্যের জন্য ফরমাশ ইত্যাদি দিতে পারে না, ঐরূপ পরিস্থিতিকে প্রচ্ছন্ন বা অন্তর্নিহিত মুদ্রাস্ফীতি বলে। কোন রূপে ঐ সঞ্চিত অর্থ ব্যয়রূপে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পাইবামাত্র যথার্থ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে।

২. অদমিত মুদ্রাস্ফীতি[20]—দেশে ক্রমাগত দামস্তর বাড়িতে থাকিলে এবং উহাকে দমন করিবার জন্য কোনপ্রকার ব্যবস্থা গৃহীত না হইলে উহাকে খোলাখুলি বা অদমিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

৩. অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি[21]—দামস্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধি দমন করিবার জন্য সরকার হইতে দামনিয়ন্ত্রণ, রেশনিং, কোম্পানীর লভ্যাংশ বন্টন সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা, মুনাফার নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ সীমার অধিক মুনাফার উপর কর ধার্যকরণ বা উহা বাধ্যতামূলকভাবে সঞ্চয় করা, ভোগ্যপণ্যঋণ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি নানারূপ বিধি ব্যবস্থা গ্রহণ দ্বারা সমাজের মোট ব্যয়বৃদ্ধির পথরোধ করিলে, দামস্তরের বৃদ্ধি বন্ধ হইয়া ঐ মুদ্রাস্ফীতি ব্যক্তি, পরিবার ও প্রতিষ্ঠানের হস্তে সঞ্চিত অলস নগদ তহবিল, ব্যাঙ্কে বর্ধিত আমানতী জমা ও অন্যান্য প্রায়-নগদ সম্পত্তির বর্ধিত তহবিলের রূপ ধারণ করিতে পারে। এইরূপ পরিস্থিতিকে অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি বলে। এইরূপ অবস্থায় দামস্তর বৃদ্ধির কারণস্বরূপ সমাজের বর্ধিত আর্থিক ব্যয়প্রবাহকে যে সকল সরকারী বিধিনিষেধের প্রাচীরে রুদ্ধ করা হয় তাহা যে কোন সময় ভাঙ্গিয়া পড়িলে অর্গলমুক্ত ঐ প্রবাহ অকস্মাৎ দামস্তরকে সবলে ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করিয়া অদমিত মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করিতে পারে।

ঘ. কীনসীয় প্রকারভেদঃ ১. প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি[22]—কীন্সের মতে মাত্র পূর্ণ-নিয়োগের স্তরেই প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি বলিতে এরূপ পরিস্থিতি বুঝায় যখন আর্থিক ব্যয় (=অর্থের যোগান) যে অনুপাতে বাড়ে দামস্তরও সেই অনুপাতে বাড়ে। কারণ তখন উৎপাদন সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছায় বলিয়া, আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন কিছুমাত্র না বাড়িয়া শুধুই সমানুপাতে দামস্তর বাড়িবে।

২. অর্ধ-মুদ্রাস্ফীতি[23]—কীন্সের মতে পূর্ণনিয়োগ স্তরের নিচে দেশে যখন উপাদানসমূহের কতকাংশ কর্মহীন থাকে, ঐ পরিস্থিতিতে আর্থিক ব্যয় (=অর্থের যোগান) বাড়িলে নিয়োগ বাড়ে এবং ফলে উৎপাদন কতকাংশে বাড়ে বলিয়া দামস্তর আদৌ বাড়ে না অথবা বাড়িলেও সামান্য অনুপাতে বাড়ে। শেষোক্ত অবস্থাকে 'সেমি-ইনফ্লেশন' বা অর্ধ-মুদ্রাস্ফীতি বলা যাইতে পারে।

খরচ বৃদ্ধি ও চাহিদাবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি : মুদ্রাস্ফীতির প্রক্রিয়া
COST-PUSH AND DEMAND-PULL INFLATION: THE INFLATIONARY PROCESS

চাহিদাবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতিঃ কার্যকর চাহিদাবৃদ্ধি এবং উৎপাদন-খরচবৃদ্ধি, ইহারা মুদ্রাস্ফীতির মূলগত কারণ হইলেও, উহাদের দুয়ের মধ্যে মুখ্য কারণটি হইল কার্যকর চাহিদার বৃদ্ধি। কারণ, যদি কার্যকর চাহিদা না বাড়িয়া শুধুই উৎপাদন-খরচ বাড়ে, তবে তাহাতে বিক্রয় কমিবে, উৎপাদন এবং নিয়োগ কমিবে। ফলে, তাহাতে ভোগ্যদ্রব্যের দামস্তর ক্রমাগত বাড়িতে পারে না। সুতরাং উৎপাদন-খরচবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতির পশ্চাতেও কার্যকর চাহিদা বৃদ্ধির উপাদানটি না থাকিলে, কেবল উৎপাদন-খরচবৃদ্ধির ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিতে পারে না।

---

19. Latent Inflation. 20. Open Inflation.
21. Suppressed or Repressed Inflation. 22. True Inflation.
23. Semi-Inflation.

মুদ্রাস্ফীতির প্রক্রিয়াতে কার্যকর চাহিদার ভূমিকাটি অনুধাবনের জন্য উহার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে কার্যকর চাহিদার সম্প্রসারণ দুই প্রকারের হইতে পারে। একটি হইল কার্যকর চাহিদার **স্বয়ম্ভূত সম্প্রসারণ**[২৪], অপরটি হইল কার্যকর চাহিদার **প্রণোদিত সম্প্রসারণ**[২৫]। উৎপাদন-খরচ না বাড়িলেও, কার্যকর চাহিদার যে সম্প্রসারণ ঘটে তাহাই চাহিদার স্বয়ম্ভূত সম্প্রসারণ। উৎপাদন-খরচ বাড়িবার ফলে, অথবা উহা বাড়িবে বলিয়া অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া, চাহিদার এইরূপ সম্প্রসারণ ঘটে না। সুতরাং উৎপাদন-খরচের বৃদ্ধি না ঘটা সত্ত্বেও কার্যকর চাহিদার এই প্রকার সম্প্রসারণের ফলে মোট ব্যয় বাড়ে। আর উৎপাদন-খরচ বাড়িবার প্রত্যক্ষ ফলরূপে চাহিদার যে সম্প্রসারণ ঘটে তাহাই কার্যকর চাহিদার প্রণোদিত সম্প্রসারণ। ইহাতে উৎপাদন-খরচ বাড়িবার দরুন যাহারা বর্ধিত আয় (খরচ ও দাম-বৃদ্ধির ফলে) লাভ করে অথবা বর্ধিত ব্যয় করে (খরচ ও দাম-বৃদ্ধির দরুন), তাহাদের ঐ আয় অথবা ব্যয়-বৃদ্ধি উৎপাদন-খরচ না বাড়িলে ঘটিত না। যেমন, শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি শ্রমিকসংঘের চাপে মজুরিবৃদ্ধি মানিয়া লইলে ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ করিয়া কিংবা সঞ্চিত নগদ তহবিল ভাঙ্গিয়া বর্ধিত হারে মজুরি দিতে পারে। অথবা, শ্রমিকরা অধিক মজুরি পাওয়ায় কিস্তিবন্দী বা ভাড়া-ক্রয় শর্তে নানারূপ স্থায়ী ভোগ্য-দ্রব্য কিনিতে পারে, তাহাতে এইরূপ বেচা-কেনার পরিমাণ বাড়িলে সেজন্য ব্যাঙ্ক হইতে ব্যবসায়ীরা বেশি করিয়া ঋণ লইবে। ফলে উহা আবার ভোগকারী-ঋণের[২৬] সম্প্রসারণ ঘটাইতে পারে। তাহা ছাড়া **কার্যকর চাহিদার** আরও এক প্রকারের সম্প্রসারণ ঘটিতে পারে। উহা হইল **পূরক বা সমর্থনমূলক সম্প্রসারণ**[২৭]। উৎপাদন-খরচবৃদ্ধির জন্য পাছে কর্মহীনতা বাড়ে এই আশংকায় আর্থিক ও ফিস্‌ক্যাল কর্তৃপক্ষ এরূপে বিবিধ আর্থিক ও ফিস্‌ক্যাল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে যাহার ফলে কার্যকর চাহিদার খানিক সম্প্রসারণ ঘটে। যেমন, আর্থিক কর্তৃপক্ষ (কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক) ব্যাঙ্কগুলির বাধ্যতামূলক জমার অনুপাত কমাইয়া কিংবা সরকারী ব্যয় বাড়াইয়া নিয়োগ এবং কার্যকর চাহিদা বাড়াইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। এইভাবে কার্যকর চাহিদার স্বয়ম্ভূত, প্রণোদিত এবং সমর্থনমূলক বা পূরক সম্প্রসারণ চাহিদাবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করিতে পারে।

উৎপাদন-খরচবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি: শ্রম-খরচ, কাঁচামাল-খরচ এবং অন্যান্য খরচবৃদ্ধির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ফলরূপে ভোগ্যপণ্যসামগ্রীর দামস্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধিই হইল উৎপাদন-খরচবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি। উৎপাদন-খরচের বৃদ্ধিও নানা প্রকারের হইতে পারে। যেমন, কোন কাঁচামাল উৎপাদনে বা যোগানের ক্ষেত্রে যদি একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে তবে উহা দামবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত লইলে, তজ্জন্য উৎপাদন-খরচের যে বৃদ্ধি ঘটিবে তাহা হইল উৎপাদন-খরচের **স্বয়ম্ভূত বৃদ্ধি**[২৮]। আবার, কোন শ্রমিকসংঘের চাপে যদি নিয়োগকর্তারা মজুরির এরূপ বৃদ্ধি মানিয়া লয় যাহা হয়ত তাহারা শ্রমিক-গণকে তাহাদের কাজে নিযুক্ত রাখিবার জন্য নিজেরাই (শ্রমিক আন্দোলন ছাড়াই) মানিয়া লইত, তবে ঐরূপ মজুরিবৃদ্ধির দরুন উৎপাদন-খরচের বৃদ্ধিকে **সাড়ামূলক বা প্রতি-যোগিতামূলক বৃদ্ধি**[২৯] বলা যায়। আবার প্রকৃত আয় বাড়াইবার উদ্দেশ্যে শ্রমিক বা অন্যান্য উপাদানগুলি পারিশ্রমিক বৃদ্ধি আদায়ে সক্ষম হইলে উহাকে **আক্রমণাত্মক বা আগ্রাসী উৎপাদন-খরচবৃদ্ধি**[৩০] রূপে গণ্য করা হয়। সেরূপ বর্তমান প্রকৃত আয় বজায় রাখিবার জন্য উপাদানগুলি যদি বর্ধিত পারিশ্রমিক চায় ও তাহা আদায়ে সক্ষম হয় তবে সেজন্য উৎপাদন-খরচের বৃদ্ধিকে **আত্মরক্ষামূলক বৃদ্ধি**[৩১] বলিয়া গণ্য করা যায়।

24. Autonomous expansion of effective demand.
25. Induced expansion of effective demand. 26. Consumer credit.
27. Compensatory or Supportive expansion of effective demand.
28. Autonomous increase in costs.
29. Responsive or Competitive increases in costs.
30. Aggressive increases in costs. 31. Defensive increases in cost.

এবার উপরোক্ত ধারণাগুলির সাহায্যে ঘটনা পরম্পরায় মুদ্রাস্ফীতির প্রক্রিয়াটি অনুধাবন করা যাইতে পারে।

১. চাহিদাবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি[৩২]**ঃ** সরকারী ব্যয়, বেসরকারী কারবারী ব্যয় ও ভোগব্যয় দ্বারা চাহিদার স্বয়ম্ভূত সম্প্রসারণ ঘটিলে উহার ফলে দামস্তরে ও মজুরির হারের সাড়ামূলক বা প্রতিযোগিতামূলক বৃদ্ধি ঘটে।

২. খরচবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি[৩৩]**ঃ** মজুরি বা কাঁচামালের দামের আক্রমণাত্মক বা আগ্রাসী বৃদ্ধির ফলে চাহিদার প্রণোদিত এবং/অথবা সমর্থনমূলক সম্প্রসারণ ঘটে।

২. ক. 'খাঁটি' মজুরিবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি[৩৪]**ঃ** মজুরির আক্রমণাত্মক বৃদ্ধি ঘটিলে তাহাতে চাহিদার প্রণোদিত এবং/অথবা সমর্থনমূলক সম্প্রসারণ ঘটে এবং কাঁচামালের দাম ও অন্যান্য রূপ পারিশ্রমিকের হার বাড়ে।

২. খ. 'খাঁটি' দামবৃদ্ধিমূলক মুদ্রাস্ফীতি[৩৫]**ঃ** কাঁচামালের দামের আগ্রাসী বৃদ্ধির ফলে চাহিদার প্রণোদিত এবং/অথবা সমর্থনমূলক সম্প্রসারণ ঘটে এবং অন্যান্য উপকরণ ও মজুরির সাড়ামূলক বৃদ্ধি ঘটে।

এই আলোচনা হইতে দেখা গেল যে, এক জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া মুদ্রাস্ফীতির আবির্ভাব ঘটে। হয়ত প্রথমে চাহিদার কোন নির্দিষ্ট স্বয়ম্ভূত বৃদ্ধি ঘটিল। উহার ফলে মজুরি ও দামের এরূপ এক সবিশেষ বৃদ্ধি ঘটিল যাহা অংশত আগ্রাসী এবং অংশত সাড়ামূলক। তাহাতে এবার চাহিদার প্রণোদিত বা সমর্থনমূলক বৃদ্ধি ঘটিল কিংবা মজুরি ও দামের ঐ আত্যন্তিক বৃদ্ধিতে আতঙ্কিত সরকার নিয়োগ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এরূপ অত্যধিক পরিমাণে সমর্থনমূলক বা পূরক সরকারী ব্যয় ঘটাইল যাহা আবার অত্যধিক পরিমাণে চাহিদার বৃদ্ধি ঘটাইয়া বসিল। চাহিদার এই অত্যধিক বৃদ্ধি হয়ত আংশিক স্বয়ম্ভূত। যদি তাহা হয় তবে উহা আবার দাম ও খরচ বৃদ্ধি ঘটাইবে। এইভাবে চাহিদাবৃদ্ধি ও খরচবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি **পরস্পরের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়** দামস্তরকে ক্রমাগত উপরে তুলিতে থাকে।

চাহিদাবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি ও খরচবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি পার্থক্যকরণের গুরুত্ব[৩৬]**ঃ** ১. প্রথমত, **উহাদের মধ্যে পার্থক্যকরণের দ্বারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে মজুরি ও দাম নির্ধারণ পদ্ধতিগুলির উপর আলোকপাত করা যায়।** ইহাতে, দামস্তর যে শুধু আর্থিক নীতি ইত্যাদির মত কয়েকটি ব্যাপক বিষয়ের উপরই নির্ভর করে না, উহা যে সমকালীন মজুরি-দাম নির্ধারণকারী বিবিধ প্রতিষ্ঠানগত শক্তির উপরও নির্ভরশীল সে বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ফলে, সরাসরি সামগ্রিক চাহিদা নিয়ন্ত্রণ দ্বারা কিংবা মজুরি ও দাম নির্ধারণকারী বিবিধ প্রতিষ্ঠানগত শক্তিগুলিকে প্রভাবিত করিয়া আমরা যে দামের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম হইতে পারি, তাহা আমরা লক্ষ্য ও স্বীকার করিতে বাধ্য হই। বলা বাহুল্য ইহা হইল মুদ্রাস্ফীতির সমস্যাটিকে ব্যষ্টিগত এবং সমষ্টিগত উভয় দিক হইতে বিচার বিশ্লেষণের পন্থা।

২. দ্বিতীয়ত, **মুদ্রাস্ফীতি যে কোন একটিমাত্র কারণসম্ভূত বিষয় নহে, এই পার্থক্যকরণের দ্বারা তাহা আমরা বুঝিতে পারি।** তাহা ছাড়া, **ইহা হইতে একথাও উপলব্ধি করা যায় যে, সকল মুদ্রাস্ফীতির ঘটনা এক জাতীয় নহে বলিয়া উহাদের সকল-গুলির বিরুদ্ধে একরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা চলে না।** প্রত্যেকটি মুদ্রাস্ফীতির ঘটনার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকে এবং ঠিক তদনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হয়, একথা বুঝিতে পারিলে তবেই মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হইতে পারে।

32. Demand-Pull Inflation. 33. Cost-Push Inflation.
34. 'Pure' wage-push inflation. 35. 'Pure' price-push inflation.
36. Importance of the distinction between Demand-Pull and Cost-Push Inflation.

ইহা হইতে আমরা একথাও বুঝিতে পারি যে, মুদ্রাস্ফীতির এরূপ পরিস্থিতিও দেখা দিতে পারে যখন মুদ্রাস্ফীতিবিরোধী চিরাচরিত আর্থিক-ফিস্‌ক্যাল নীতি গ্রহণ সর্বোত্তম পন্থা না-ও হইতে পারে।

মুদ্রাসংকোচন
DEFLATION

মুদ্রাস্ফীতির বিপরীত অবস্থাই হইল মুদ্রাসংকোচন। অর্থাৎ, দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মাদির উৎপাদন বা যোগানের তুলনায় আর্থিক আয়-ব্যয়প্রবাহের ক্রমাবনতি ঘটিতে থাকিলে দামস্তরের যে ক্রমাগত নিম্নগতি দেখা দেয় তাহাকে মুদ্রাসংকোচনের পরিস্থিতি বলা যাইতে পারে।

মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচনের প্রতিক্রিয়া
EFFECTS OF INFLATION AND DEFLATION

১. **উৎপাদন ঃ মুদ্রাস্ফীতি-জনিত** দামস্তরের বৃদ্ধির ফলে মুনাফা বৃদ্ধির লোভে নিয়োগকারীরা উপাদানগুলির নিয়োগ বাড়াইতে থাকে এবং উহার ফলে উৎপাদনের পরিমাণ তথা জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়। ইহাতে দেশ পূর্ণনিয়োগের স্তরে পৌঁছাইতে পারে এবং তথায় উৎপাদন ও আয় সর্বাধিক হইতে পারে। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি যদি আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায় তবে আবার তাহাতে নিয়োগ, উৎপাদন এবং জাতীয় আয় কমিতে পারে। কারণ তখন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি দেখিবে যে উৎপাদন করিয়া বিক্রয় দ্বারা যে মুনাফা হইবে উহা অপেক্ষা সামগ্রী গোপনে মজুত করিয়া বিক্রয় করিলে মুনাফা অনেক বেশি হইবে, যেহেতু দাম প্রত্যহ বাড়িতেছে। কৃষকগণ আরও বেশি লাভের আশায় বিক্রয় কমাইয়া মজুত ধরিয়া রাখিবে। উৎপাদনকারীরা দাম আরও বাড়াইবার আশায় উৎপাদন কমাইয়া দুষ্প্রাপ্যতা বাড়াইবে, কারণ তাহাতেই মুনাফা বেশি হইবে। মজুরিবৃদ্ধির দাবিতে শ্রমিক-মালিক বিরোধ বাড়িবে এবং তাহাতেও উৎপাদন কমিবে। দামস্তর বৃদ্ধির জন্য অর্থের ক্রয়শক্তি কমিতেছে বলিয়া সঞ্চয়কারীরা সঞ্চয়ের পরিবর্তে ভোগব্যয় বাড়াইবে। সুতরাং সমাজে বিনিয়োগ অক্ষুণ্ণ রাখিতে ও বাড়াইতে যে সঞ্চয়ের প্রয়োজন তাহা পাওয়া যাইবে না। ইহাতেও উৎপাদন-ক্ষমতা কমিবে। সুতরাং মুদ্রাস্ফীতির ফলে **শেষ পর্যন্ত** মজুত-সম্ভারের পরিমাণ বাড়ে, বিক্রয় কমে, মুনাফা কমে সঞ্চয়, বিনিয়োগ, উৎপাদন, আয় ও নিয়োগ সকলই কমে।

মুদ্রাসংকোচনে উৎপাদন, আয়, নিয়োগ, বিনিয়োগ এবং সঞ্চয় ও মুনাফা সকলের উপরই অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে। এসময়ে দাম কমিতে থাকায় মুনাফা কমে, তাহাতে বিনিয়োগ কমে। ইহার ফলে প্রথম হইতেই নিয়োগ, উৎপাদন ও আয় এবং সঞ্চয় কমিতে থাকে।

২. **বন্টন ঃ ক. কৃষকগণসহ সকল উৎপাদক ও কারবারিগণ** (অর্থাৎ সমাজের অ-স্থির আয়বিশিষ্ট শ্রেণীগুলি) আকস্মিক মুনাফা উপার্জন করে বলিয়া তাহারা **মুদ্রাস্ফীতিতে** উপকৃত হয়। কারণ, উৎপাদন খরচের যতই বৃদ্ধি ঘটুক না কেন উৎপন্ন **সামগ্রীর** দাম তাহা হইতে বেশি বাড়ে, অতএব উৎপাদকগণের মুনাফা বাড়ে।

মুদ্রাসংকোচনের সময়ে উৎপাদকগণ ও কারবারিগণের মুনাফা কমে ও লোকসান বাড়ে বলিয়া তাহাদের সামগ্রিক আয় কমে। ঋণ শোধে অনেকে অক্ষম হইয়া দেউলিয়া হইয়া পড়ে। এজন্য এসময়ে অনেক শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও ব্যাঙ্ক কারবার গুটাইতে বাধ্য হয়।

খ. শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী (স্থির আয়ভোগী শ্রেণী) মুদ্রাস্ফীতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসময়ে তাহাদের কাহারও কাহারও মজুরি ও বেতন বাড়িলেও, তাহা সর্বদাই দামস্তরের বৃদ্ধি অপেক্ষা কম হয়। তাহা ছাড়া পেন্সনভোগী, সুদজীবী ও খাজনাভোগী যাহারা তাহাদের আর্থিক আয় বিন্দুমাত্র বাড়ে না। সুতরাং সামগ্রিক ভাবে ইহাদের আর্থিক

আয় মোটামুটি স্থির থাকায় অথচ দামস্তর ক্রমাগত বাড়ায় উহাদের প্রকৃত আয় কমিতে থাকে।

মুদ্রাসংকোচনের সময় ইহার বিপরীত ঘটে। তখন এই সকল শ্রেণীর আর্থিক আয় মোটামুটি স্থির থাকে অথচ দামস্তর কমিতে থাকায় উহাদের প্রকৃত আয় বাড়ে। কিন্তু যেহেতু মুদ্রাসংকোচনের সময় বিনিয়োগ ও উৎপাদন কমে সেহেতু নিয়োগ কমে ও কর্মহীনতা বাড়ে। ফলে অতি অল্প সংখ্যক শ্রমিক ও বেতনভোগী কর্মচারীই এই সুবিধা ভোগ করিতে পারে।

গ. ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতারা মুদ্রাস্ফীতিতে পরস্পর বিপরীত ফল ভোগ করে। ঋণদাতারা এই সময়ে ঋণ পরিশোধস্বরূপ যে অর্থ পায় উহার ক্রয়শক্তি কমিয়া গিয়াছে বলিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আর ঋণগ্রহীতারা ঋণ পরিশোধ বাবদ যে অর্থ দেয় উহার ক্রয়ক্ষমতা, যখন তাহারা ঐ ঋণ লইয়াছিল সে সময় অপেক্ষা কম বলিয়া, প্রকৃতপক্ষে তাহারা লাভবান হয়।

মুদ্রাসংকোচনের সময় ইহার বিপরীত ঘটে। তখন ঋণদাতারা লাভবান হয় ও ঋণগ্রহীতারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচনের মধ্যে কোন্‌টি অধিক মন্দ
CHOICE BETWEEN INFLATION AND DEFLATION

মুদ্রাস্ফীতিতে প্রথম দিকে নিয়োগ ও আয় বা উৎপাদন বাড়িলেও শেষ পর্যন্ত উহারা আর বাড়ে না, এমনকি মুদ্রাস্ফীতি আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গেলে উহারা সবই কমিতেও পারে। আর মুদ্রাসংকোচনের ফলে আয়, উৎপাদন ও নিয়োগ সকলই কমে। সুতরাং উহাদের উভয়েই মন্দ, উহাদের মধ্যে বাছাই করিবার কিছু নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও যদি উহাদের মধ্যে কোন একটিকে বাছিয়া লইতে হয়, তবে বলিতে হয় যে, মুদ্রাস্ফীতি অপেক্ষা মুদ্রাসংকোচন বেশি মন্দ। ইহার কারণ, —১. যদিও মুদ্রাস্ফীতিতে আয়ের বন্টনে বৈষম্য বাড়ে এবং ধনী আরও ধনী এবং গরীব আরও গরীব হয়, তথাপি মুদ্রাসংকোচনে যেমন প্রথমাবধি ক্রমাগত আয়, উৎপাদন এবং নিয়োগ কমিতে থাকে, মুদ্রাস্ফীতিতে তাহা হয় না এবং উহা আয়ত্তের মধ্যে রাখিতে পারিলে সে সময় আয়, উৎপাদন, নিয়োগ প্রভৃতি সকলই বাড়ে।

২. মুদ্রাস্ফীতি অন্যায়কারী হইতে পারে (কারণ উহা ধনীর সপক্ষে ও দরিদ্রের বিপক্ষে যায়) তথাপি সে সময় সকল উপকরণগুলি কোন না কোন প্রকারে উৎপাদনে নিযুক্ত থাকে। কিন্তু মুদ্রাসংকোচনে উৎপাদনের উপাদানগুলির নিয়োগই বিনষ্ট হয়, উহারা অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকে।

৩. মুদ্রাসংকোচন নিয়ন্ত্রণ করা অপেক্ষা মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা সহজসাধ্য। কারণ মুদ্রাসংকোচনের পশ্চাতে অধিকাংশ সময়ই পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার অবনতি মূল কারণ হিসাবে কাজ করে। উহার প্রতিষেধক নাই।

তবে, দেশের অর্থনীতিক নীতির লক্ষ্যরূপে ইহাদের কোনটিই বাঞ্ছনীয় নহে। যাহা বাঞ্ছনীয় তাহা হইল পূর্ণনিয়োগের স্তরে দেশের অর্থনীতিক কার্যাবলীর স্থিতিসাধনের নীতি।

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের আর্থিক-ফিস্‌ক্যাল নীতিসমূহ
MONETARY-FISCAL POLICIES FOR CONTROL OF INFLATION

যেহেতু মূলগতভাবে অর্থের যোগান, উৎপাদন ও ভোগ এই তিনের সমন্বয়নের অভাবে বা অভারসাম্য হইতেই মুদ্রাস্ফীতির উৎপত্তি ঘটে, সেজন্য মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করিতে হইলে উহার বিরুদ্ধে ত্রিমুখী আক্রমণ প্রয়োজন,—১. অর্থের যোগানের দিক হইতে, ২. ভোগের দিক হইতে, এবং ৩. উৎপাদনের দিক হইতে। একারণে প্রয়োজন

দামস্তর নিয়ন্ত্রণের জন্য আর্থিক বিধিব্যবস্থার, ভোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য দামস্তর নিয়ন্ত্রণ, রেশনিং এবং তৎসহ করপ্রস্তাব-সমন্বিত ফিস্‌ক্যাল বিধিব্যবস্থার ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উৎপাদন-রদবদল-নীতি, যথোপযুক্ত মজুরি-নীতি এবং শিল্পে শান্তিস্থাপনের নীতি।

১. **অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণের বিধিব্যবস্থা:** এক্ষেত্রে তিন প্রকারের আর্থিক নীতি[৩৭] প্রয়োগ করা যায়। যথা, ক. সুদের হার সংক্রান্ত নীতি[৩৮]; খ. অর্থের ও অন্যান্য প্রায়-নগদ সম্পত্তির সংকোচনের জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা (যেমন প্রচলিত নগদ অর্থের একাংশ তুলিয়া লওয়া ও নগদ অর্থের একাংশ জব্দ করা অর্থাৎ উহার ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা[৩৯]); এবং গ. সরকারী ঋণপত্র বিক্রয়, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট ব্যাঙ্কগুলির বাধ্যতামূলক জমার অনুপাত বাড়াইয়া দেওয়া এবং অন্যান্য গুণগত ও বিচারমূলক ঋণনিয়ন্ত্রণ-নীতিসমূহ প্রয়োগ।

ক. **মুদ্রাস্ফীতিবিরোধী আর্থিক নীতিগুলির** মধ্যে **সুদের হার-সংক্রান্ত নীতি** সর্বাপেক্ষা পুরাতন এবং সর্বাধিক পরিচিত। মুদ্রাস্ফীতি দমন করিতে গেলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বাট্টার হার বাড়াইতে হয় এবং উহার ফলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি আবার নিজেদের সুদের হার বাড়াইতে বাধ্য হয়। ফলে ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীরা, (সুদ বাবদ খরচ বাড়িবার দরুন) অল্প পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করিবে, ইহাই এই নীতির উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহার সমালোচকগণের মতে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বাট্টার হার অত্যন্ত না বাড়াইলে, এই উদ্দেশ্য ফলবতী হইবে না। হ্যানসেন বলেন, কেবলমাত্র এইরূপ মৃদু ব্যবস্থা একাকী বিশেষ ফলদায়ক নয়, আবার বেশি কড়া ব্যবস্থা গ্রহণে অর্থনীতির ওলটপালট ঘটিতে পারে। ইহার কারণ, মৃদু ব্যবস্থা অত্যধিক ফট্‌কামূলক মুনাফার লোভে চালিত লেনদেন ও কাজ-কারবার দমন করিতে পারে না, উহা কেবল বাঞ্ছনীয় বিনিয়োগমূলক কার্যাবলীই নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। আবার যদি ব্যাঙ্করেট (কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বাট্টার হার) অত্যন্ত বেশি বাড়াইবার মত কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, পুঁজির বাজার উহাতে সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িবে বিনিয়োগকারিগণের আস্থা ধূলিসাৎ হইবে এবং বেসরকারী কারবারের ভবিষ্যৎ নষ্ট হইবে

বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে, ইহা মনে করা হইত যে, সুলভ অর্থ-নীতিই[৪০] (অল্প সুদের হার) অনুসরণ করা উচিত। কারণ, দুর্লভ অর্থ-নীতির[৪১] (অত্যন্ত অধিক সুদের হার) যথেষ্ট পরিমাণে মুদ্রাস্ফীতিবিরোধী সম্ভাবনা থাকিলেও তাহা সরকারী ঋণপত্রের দাম কমাইয়া (সুদের হার বেশি হইলে স্থির সুদ-প্রদায়ী সরকারী ঋণপত্রের দাম কমে) প্রতিকূল ফল প্রসব করিবে। কিন্তু সম্প্রতিকালে অধ্যাপক স্যামুয়েলসন দেখাইয়াছেন যে, দুর্লভ অর্থ-নীতির ফলে ব্যাঙ্কগুলি যে সরকারী ঋণপত্র ধরিয়া রাখে উহাদের দাম কমিবার ফলে ব্যাঙ্কগুলির লোকসান হইবে বটে, কিন্তু ব্যাঙ্কগুলি যদি স্বল্পমেয়াদী ঋণপত্র কিনিয়া ধরিয়া রাখে তাহা হইলে ঐ লোকসান পূরণ হইয়াও ব্যাঙ্কগুলির অধিক সুবিধা হইবে। কারণ স্বল্পমেয়াদী ঋণপত্রের আসল টাকা স্বল্প মেয়াদ-অন্তে অতি অল্প দিনের মধ্যেই ফেরত পাওয়া যাইবে এবং তখন ব্যাঙ্কগুলি ঐ অর্থ নূতন লগ্নীপত্রে[৪২] খাটাইয়া যথেষ্ট উপার্জন করিতে পারিবে। তাহা ছাড়া ইহাতে আমানতকারীরা অধিক সুদ পাইবে বলিয়া উহার দরুন ব্যাঙ্কের কাজকারবারও বাড়িবে এবং যদিও সেই সঙ্গে বীমা কোম্পানীগুলি যে সকল লগ্নীপত্রে অর্থ লগ্নী করিয়াছে উহার বাজার দাম কমিবে, তৎসত্ত্বেও মোটের উপর কাজ কারবারের পরিমাণ বাড়িবে।

ব্যাঙ্কের লগ্নীর উপর সুদের হারের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীগণের এইরূপ সাম্প্রতিক (১৯৫০-৫৫) ধারণাবশত বৃটেন, ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

37. Monetary Policy. 38. Interest Rate Policy.
39. Withdrawal of currency from circulation and freezing of mone
40. Cheap Money Policy. 41. Dear Money Policy. 42. Securities

সুইডেন, পশ্চিম জার্মেনী ইত্যাদি অনেক দেশই মুদ্রাস্ফীতিবিরোধী অস্ত্র হিসাবে কিছুটা উচ্চতর ব্যাঙ্করেট ও সুদের হারের নীতি অনুসরণ করিতেছে। বলিতে কি, পরিবর্তনীয় সুদের হারের নীতিটি পুনরায় মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের প্রধান অস্ত্রে পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ, হ্যানসেন, লার্ণার প্রমুখ অর্থবিজ্ঞানিগণ মুদ্রাস্ফীতিবিরোধী অস্ত্র হিসাবে আর্থিক বিধিব্যবস্থা সমর্থন না করিলেও, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উপায় হিসাবে আর্থিক নীতির ব্যবহার আবার গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

মুদ্রাস্ফীতিবিরোধী দ্বিতীয় প্রকারের আর্থিক বিধিব্যবস্থাগুলি (অর্থাৎ প্রচলিত নগদ অর্থের একাংশ বাজার হইতে তুলিয়া লওয়া বা নগদ অর্থের একাংশ জব্দ করা) সমস্যাটিকে সরাসরি আক্রমণ করে। অর্থাৎ উহারা সরাসরিভাবে অর্থের যোগান কমাইয়া মুদ্রাস্ফীতি দমন করিতে চেষ্টা করে। এই পদ্ধতি সর্বপ্রথম ১৯৪৫ সালে বেলজিয়ামে প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং পরে উহা পশ্চিম জার্মেনী ও ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে প্রবর্তিত হয়। ১৯৫০ সালে উহা ইন্দোনেশিয়াতেও প্রবর্তিত হইয়াছিল। **ইহার প্রধান অসুবিধা** এই যে,—১. ইহা কারবারী জগতের আস্থা নষ্ট করে। ২. যদি কাগজের নোট এবং ব্যাঙ্কের আমানতের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় তবে মানুষের মধ্যে নগদ অর্থ পরিত্যাগের ঝোঁক আরও বাড়িবে এবং ফট্‌কামূলক লেনদেন প্রবল হইবে। ৩. ইহা অতীত মুদ্রাস্ফীতির অবশিষ্টাংশ বিনষ্ট করিতে পারে কিন্তু বর্তমান আয় ও মজুরির উপর নির্ভরশীল বর্তমান মুদ্রাস্ফীতি দূর করিতে পারিবে না। আর ইহার **প্রধান সুবিধা** এই যে,—১. ইহা এক সরাসরি পন্থা এবং তাহাতে দেশবাসীর মনে এক জরুরী পরিস্থিতির অনুকূল মনোভাবের সৃষ্টি হয় ও উহা মানুষকে ত্যাগ স্বীকারে উদ্বুদ্ধ করে।

তৃতীয় প্রকারের নীতি হইল ব্যাঙ্করেট নীতিটি ছাড়া, ঋণনিয়ন্ত্রণের অন্যান্য নীতিগুলির সুবিধামত একক বা সমন্বিত প্রয়োগ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, যে কোন দেশে মুদ্রাস্ফীতির প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া, গুণগত ও বিচারমূলক ঋণনিয়ন্ত্রণ-নীতির[৪৩] সাহায্যে সফলভাবে দমন করা যায়।

উপসংহারে বলা যায় যে, মুদ্রাস্ফীতিবিরোধী আর্থিক নীতিসমূহের মধ্যে পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণের অস্ত্রের সহিত গুণগত ও বিচারমূলক ঋণনিয়ন্ত্রণের অস্ত্রগুলিরও যথাযথ স্থান রহিয়াছে।

আর্থিক নীতির সীমাবদ্ধতা[৪৪]**ঃ** কিন্তু মুদ্রাস্ফীতিবিরোধী আর্থিক নীতির অসুবিধা এই যে, আর্থিক অস্ত্রগুলির দ্বারা মুদ্রাস্ফীতি কিছুটা দমন করা যায়, উহার সবটা দমন করা যায় না। কারণ মুদ্রাস্ফীতি আবার বাণিজ্য বা কারবারী চক্রের পরিবর্তনের সহিতও জড়িত। সুতরাং কারবারীরা যদি আশাবাদী মনোভাব লইয়া, দামস্তরের আরও বৃদ্ধির আশায় বেশি পরিমাণ মজুত-সম্ভার ধারণ করে, বা বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে উৎসাহিত হয় (পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার আধিক্য), তবে আর্থিক নীতিগুলির দ্বারা উহার প্রতিকার অসম্ভব। সুতরাং মীড, ম্যাচ্‌লাপ এবং উইলসন প্রমুখ অর্থবিজ্ঞানিগণের মতে, আর্থিক নীতির দ্বারা অর্থ-নীতির কেবল বিশেষ কতকগুলি ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতি দমন করা যায় (যেমন, গৃহনির্মাণশিল্প, জনসাধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবা-উৎপাদক শিল্প ইত্যাদি) কিন্তু অর্থ-নীতির বেসরকারী ক্ষেত্রে যেখানে মুনাফাশিকারী ও কালোবাজারীদের ভিড় রহিয়াছে, তথায় মুদ্রাস্ফীতি-রোধে আর্থিক নীতি বিশেষ কার্যকর নয়। এজন্য ফিস্‌ক্যাল ও অন্যান্য নীতি গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেয়।

২. ভোগ নিয়ন্ত্রণের বিধিব্যবস্থাঃ দ্রব্যসামগ্রীর ভোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য দাম নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিংএর সহিত ফিস্‌ক্যাল ব্যবস্থাগুলি (কর, সরকারী ব্যয় ও ঋণ) গ্রহণের

43. Qualitative and Selective Methods of Credit Control.
44. Limitations of the Monetary Policy.

উপর যথোচিত গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজন রহিয়াছে। অবদমিত মুদ্রাস্ফীতির সময় ফিস্‌ক্যাল নীতি যেরূপ হওয়া আবশ্যক তাহা হইল—(১) উহা যেন চলতি মুদ্রাস্ফীতির চাপ দূর করিতে পারে এবং (২) দেশবাসীর হাতে অতীত কালের পুঞ্জীভূত সঞ্চয় দ্বারা দেশের অর্থ-নীতিতে যে প্রচ্ছন্ন বা অন্তর্নিহিত মুদ্রাস্ফীতির চাপ সৃষ্টি হইয়াছে, উহা যেন তাহাও দূর করিতে পারে।

সুতরাং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণকারী ফিস্‌ক্যাল নীতিতে যে সকল ব্যবস্থা থাকিবে তাহা হইল,—(ক) **সরকারী ব্যয় হ্রাস** (ইহার অর্থ এই যে, মুদ্রাস্ফীতির সময় সরকারী ব্যয়ের মাধ্যমে যেন জনসাধারণের হাতে স্বল্পতম অর্থ পেঁছায়। এক কথায় সরকারী ব্যয় কমাইয়া ও রাজস্ব বাড়াইয়া বাজেট-উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করিতে হইবে)।

(খ) কর বৃদ্ধি। জনসাধারণের হাতে ব্যবহারযোগ্য আয়ের[৪৫] পরিমাণ নির্ভর করে করের উপর (ব্যক্তিগত আয়—কর=ব্যবহারযোগ্য আয়)। অতএব বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য-সামগ্রী ও সেবাকর্মাদি নির্দিষ্ট থাকিলে, সে সময়ে মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক[৪৬] (=ব্যবহারযোগ্য আয়—পূর্বের দামে বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর মোট মূল্য) কতটা হইবে তাহা করের উপরও নির্ভর করে। কর বেশি হইলে ব্যবহারযোগ্য আয় এবং বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে ব্যবধান বা মুদ্রাস্ফীতির ফাঁকটি কমিবে। এজন্য মুদ্রাস্ফীতির সময়ে কর মকুব[৪৭], কর রেহাই-কাল[৪৮] ইত্যাদি যথাসম্ভব কম হওয়া প্রয়োজন এবং দরকার হইলে নূতন কর ধার্য করা আবশ্যক।

এসময়ে সরকারী ব্যয় হ্রাস ও করবৃদ্ধির সহিত সমাজে আর্থিক সঞ্চয়কেও শুষিয়া লওয়া প্রয়োজন হয়[৪৯], এবং এই উদ্দেশ্যে সরকারী ঋণপত্র বিক্রয় দ্বারা সরকারী ঋণ সংগ্রহ বাড়াইবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইতে পারে। তবে, ভোগদমনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত ফিস্‌ক্যাল নীতির সাফল্য চারিটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে—(১) যতদিন পর্যন্ত মুদ্রাস্ফীতির চাপের আশঙ্কা থাকে ততদিন পর্যন্ত, রাজনৈতিক প্রশাসনিক দৃষ্টি-কোণ হইতে, পরিস্থিতিটি অবশ্যই এরূপ হওয়া আবশ্যক যেন উপযুক্ত পরিমাণ বাজেট-উদ্বৃত্ত সৃষ্টি সম্ভব হইতে পারে। (২) সরকারী ব্যয়ের স্তর এবং কর-ভার যেন কিছুতেই এত বেশি না হয় যে করের হার আর খানিক বাড়ান হইলেই উহা কাজের প্রণোদনা সমূলে বিনষ্ট করিবে। (৩) যথাযথ পরিমাণে সরকারী ব্যয় ছাঁটাই যাহাতে সুনিশ্চিত হইতে পারে সেজন্য প্রশাসনিক যন্ত্রটি যথেষ্ট কার্যকর এবং নমনীয়[৫০] হওয়া প্রয়োজন। (৪) সাধারণ দামস্তর এবং মজুরি-হারের স্তর অবশ্যই যুক্তিসঙ্গতভাবে স্থিতিশীল হওয়া প্রয়োজন।

দামনিয়ন্ত্রণ ও রেশনিংয়ের একটি রাজনৈতিক সুবিধা এই যে, অত্যধিক মুনাফা-বাজী ও কালোবাজারীর সময় উহারা জনপ্রিয় হয়। অধ্যাপক লার্ণার এবং গ্যালব্রেথ[৫১] মুদ্রাস্ফীতিবিরোধী ব্যবস্থারূপে দামনিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং সমর্থন করেন। কিন্তু তাঁহারা এই যুক্তিতে দামনিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করিয়াছিলেন যে, ইহা ক্রয়ক্ষমতা ও বাজারে ক্রয়বিক্রয়-যোগ্য যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী থাকে উহাদের মধ্যে যথাযথ ভারসাম্য ঘটাইতে পারে না।

৩. উৎপাদন বৃদ্ধির বিধিব্যবস্থা: অধ্যাপক এ. সি. এল. ডে বলিয়াছেন. মুদ্রাস্ফীতির মূল এবং স্থায়ী নিদান হইল উৎপাদনবৃদ্ধি। আর্থিক ও ফিস্-ক্যাল ব্যবস্থাগুলির দ্বারা সাময়িক ও কৃত্রিম ভাবে কার্যকর চাহিদাকে শাসন করিয়া উহাকে স্বল্প পরিমাণে লভ্য দ্রব্যসামগ্রীর সহিত ভারসাম্যে আনিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে এবং ইহাতে কমবেশি সাময়িক সাফল্যও ঘটিতে পারে। কিন্তু যেহেতু মুদ্রাস্ফীতির পরি-

45. Disposable Income. 46. Inflationary gap. 47. Tax-exemption.
48. Tax holiday. 49. Savings should be mopped up. 50. Flexible.
51. John Kenneth Galbraith.

স্থিতিটি মূলত উৎপাদনের তুলনায় কার্যকর চাহিদার আধিক্যের পরিস্থিতি, সে কারণে, উৎপাদন বৃদ্ধি ব্যতীত ইহার স্থায়ী সমাধান নাই। এই উদ্দেশ্যে মুদ্রাস্ফীতির সময়, যে সকল শিল্প বিশেষ মুদ্রাস্ফীতি-কাতর নহে তথা হইতে, উপাদানগুলি অধিক মুদ্রাস্ফীতি-কাতর শিল্পগুলিতে স্থানান্তর দ্বারা[52] উহাদের উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ান যাইতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ অধিক-চাহিদার পণ্যগুলির উৎপাদনে, কাঁচামাল, সাজসরঞ্জাম, যানবাহন ও অন্যান্য উপকরণের যোগানে বিশৃঙ্খলাগুলি[53] অবিলম্বে দূর করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা[54] প্রবর্তনের দ্বারা উৎপাদন-সংগঠনের উন্নীতি ও শ্রমের দক্ষতা বাড়াইতে হইবে। তাহা ছাড়া, উৎপাদন-ধারা অব্যাহত রাখিবার জন্য শিল্পে শান্তি-প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক নিরাপত্তা ও শ্রমকল্যাণমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিতে ও শ্রমিকগণ যাহাতে নায্য মজুরি পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সময়ে শ্রমের দক্ষতাবৃদ্ধির সমানুপাতে মজুরির হার বাড়ান হইলেই দামস্তরের স্থিতি ঘটিতে পারে এবং তাহার ফলে শেষ পর্যন্ত মুদ্রাস্ফীতির 'দৈত্য' নিধন সম্ভব।

ধীরগতিতে দামস্তর বৃদ্ধির সপক্ষে ও বিপক্ষে বক্তব্য
CASE FOR AND AGAINST GRADUALLY RISING PRICES

দেশের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মাদির সাধারণ দামস্তর নিম্নমুখী, স্থিতিশীল না ধীরগতিতে ঊর্ধ্বমুখী, কিরূপ হওয়া উচিত তাহা লইয়া অর্থবিজ্ঞানিগণের মধ্যে অতীতে প্রবল বিতর্ক ঘটিয়াছে। বিজ্ঞানের নানা উন্নতির ফলে উৎপাদন-খরচ হ্রাস পায় বলিয়া উৎপন্ন সামগ্রীর দামও ক্রমশ হ্রাস পাওয়া উচিত বলিয়া মনে হয়, কিন্তু মুনাফার প্রণোদনায় চালিত মিশ্র ধনতন্ত্রী অর্থ-নীতিতে নিম্নমুখী দামস্তর বিনিয়োগকারিগণকে নিরুৎসাহ করিতে পারে। এজন্য অনেকের মতে, স্থিতিশীল দামস্তরই বাঞ্ছনীয়। উহা উৎপাদন ও বন্টনে কোন বিঘ্ন ঘটাইবে না। কিন্তু আধুনিক অনেক অর্থবিজ্ঞানী স্থিতিশীল দামস্তরের পরিবর্তে ধীরগতিতে বর্ধমান দামস্তরের পক্ষপাতী।

ধীরগতিতে বর্ধমান দামস্তরের সপক্ষে যুক্তিগুলি এই ঃ ১. **নিম্নমুখী বা স্থিতিশীল দামস্তর দেশে পূর্ণনিয়োগ লাভে সক্ষম নহে।** দামস্তর ধীরগতিতে বর্ধমান হইলে তবেই মুনাফার প্রণোদনায় (পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা ধনাত্মক এবং বেশি হইবে বলিয়া) বিনিয়োগকারিগণ বিনিয়োগ বাড়াইবে এবং তাহাতে নিয়োগ, আয় ও উৎপাদন ক্রমশ বাড়িয়া পূর্ণনিয়োগ স্তরে পৌঁছাইতে পারিবে।

২. **দেশের উৎপাদন-ক্ষমতার বৃদ্ধি বা অর্থনীতিক উন্নয়ন[55] অব্যাহত রাখিতে হইলে ও সুনিশ্চিত করিতে হইলে দামস্তরের ধীরগতিতে বৃদ্ধি প্রয়োজন।** দামস্তর নিম্নমুখী হইলে অর্থনীতিক উন্নয়ন মোটেই সম্ভব হইবে না, ববং অনেক ক্ষেত্রে আশানুরূপ মুনাফা না হওয়ায় কিংবা লোকসান হওয়ায় উৎপাদন কমিবে ও এই অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হইলে উৎপাদন-ক্ষমতার সংকোচন ঘটিবে। দামস্তর স্থিতিশীল হইলে উদ্যোক্তারা নূতন বিনিয়োগে যথেষ্ট পরিমাণে আকর্ষণ অনুভব করিবে না। ধীরগতিতে বর্ধমান দামস্তরই ঐ আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়া নূতন বিনিয়োগ ঘটাইয়া উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করিতে পারে। ইহা শুধু অগ্রসর দেশ নহে, অনগ্রসর ও স্বল্পোন্নত দেশগুলির অর্থনীতিক বিকাশের ক্ষেত্রেও সত্য।

৩. **স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতিক বিকাশে** যে পুঁজি প্রয়োজন দেশে উহার অভাব থাকে (আয়স্তর কম হওয়ায় সঞ্চয় কম বলিয়া), সেজন্য জনসাধারণকে দিয়া বাধ্যতামূলক-

52. Transference of resources from less inflation-sensitive industries to more inflation—sensitive industries.
53. Pressure-point bottlenecks. 54. Scientific management.
55. Economic Growth.

ভাবে ভোগ কমাইতে **ধীরগতিতে বর্ধমান দামস্তর প্রয়োজন** হয়। ইহাতে ভোগ সংকোচনের ফলে যে উপকরণ বাঁচে তাহা বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে (পুঁজিগঠনে) ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

ইহার **বিপক্ষে প্রধান যুক্তি** এই যে, উৎপাদন, আয় ও নিয়োগ উচ্চতর স্তরে বজায় রাখিতে গিয়া যদি ধীরগতিতে দামস্তরের বৃদ্ধি ঘটিতে দেওয়া হয় এবং তাহা সহ্য করা হয়, তবে ধীরগতিতে বর্ধমান দামস্তর কালক্রমে দ্রুতগতিতে ও শেষ পর্যন্ত ধাবমান বেগে বাড়িতে থাকিবে, অর্থাৎ মৃদু মুদ্রাস্ফীতি ক্রমে পদসঞ্চারী ও পরে ধাবমান মুদ্রাস্ফীতিতে পরিণত হইয়া দেশে গভীর অর্থনীতিক সংকট ডাকিয়া আনিতে পারে।

উপসংহার: কিন্তু সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা হইতে অর্থবিজ্ঞানিগণের মধ্যে এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, ধীরগতিতে বর্ধমান দামস্তরের ভবিষ্যৎ বিপজ্জনক পরিণতির সম্ভাবনার কথা অস্বীকার করা না গেলেও, উহা অবশ্যম্ভাবী নহে। সুতরাং দেশে পূর্ণনিয়োগ, সর্বাধিক জাতীয় আয় ও উৎপাদন লাভের এবং অর্থনীতিক উন্নয়নের সহায়ক হিসাবে, ধীরগতিতে বর্ধমান দামস্তরের উপযোগিতা অনস্বীকার্য। তবে উহা যাহাতে আয়ত্তের মধ্যে থাকে সে বিষয়ে নানারূপ প্রয়াসের প্রয়োজন আছে।

৯

ঋণ ও ব্যাঙ্কব্যবস্থা
CREDIT AND BANKING

[**আলোচিত বিষয়ঃ** ঋণ কাহাকে বলে—ঋণের প্রকারভেদ—ঋণ-প্রতিষ্ঠান—ঋণের সুবিধা ও ত্রুটি—ব্যাঙ্কঋণ—বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কিভাবে ঋণ সৃষ্টি করে—বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক—বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কার্যাবলী—বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কেব নীতিসমূহ।]

ঋণ কাহাকে বলে?
WHAT IS CREDIT?

আধুনিক কালে যে কোন দেশে তিন প্রকারের অর্থের প্রচলন দেখা যায়। প্রথমত, সরকারী ধাতু মুদ্রা[1], দ্বিতীয়ত, সরকারী কাগজের নোট[2] এবং তৃতীয়ত, ব্যাঙ্কঋণ বা ব্যাঙ্ক আমানত[3]। তৃতীয় প্রকারের অর্থকে আমানতী অর্থ[4]ও বলে। আধুনিক অগ্রসর দেশগুলিতে প্রচলিত অর্থের অধিকাংশই আমানতী অর্থ বা ব্যাঙ্কঋণ। আধুনিক দেশগুলিতে যাবতীয় অর্থনীতিক কার্যকলাপে যে মোট ঋণের ব্যবহার ঘটে উহার অধিকাংশই হইল ব্যাঙ্কঋণ।

ঋণ কোন বস্তু নহে, ঋণ বলিতে এরূপ একটি প্রক্রিয়া বুঝায় যাহার মধ্য দিয়া একের নিকট হইতে অপরের নিকট কোন সম্পদের হস্তান্তর ঘটে এবং উহার সমাপ্তি বর্তমান হইতে ভবিষ্যতে কালান্তরিত হয়। ইহার দ্বারা বর্তমানে এক পক্ষের পাওনা বা দাবি এবং অপর পক্ষের দেনা জন্মায় এবং ঐ দেনা পাওনার পরিসমাপ্তি ভবিষ্যতে ঘটে। দ্রব্যসামগ্রী, সেবাকর্ম, লগ্নীপত্র ও অর্থ, ইহাদের যে কোনটির সাহায্যে ঋণের এই আদান-প্রদান চলিতে পারে। কিন্তু অর্থ উদ্ভাবিত হইবার পর হইতে, উহা সাধারণ ক্রয়-ক্ষমতার প্রতীক বলিয়া অধিকাংশ ঋণই অর্থের মাধ্যমে গ্রহণ ও পরিশোধ করা হয (ঋণ পরিশোধের উপায় রূপে অর্থের ব্যবহার), বা দ্রব্যসামগ্রী ইত্যাদিতে ঋণ লওয়া হইলেও অর্থের দ্বারাই উহা প্রত্যর্পণ করা হয়। এজন্য অনেক সময় বলা হয় যে, ঋণ সৃষ্টির মধ্য দিয়া বর্তমান দ্রব্যসামগ্রীব অথবা ক্রয়ক্ষমতার সহিত ভবিষ্যত দ্রব্যসামগ্রী বা ক্রয়ক্ষমতার বিনিময় ঘটে। কারণ ঋণদাতা বর্তমানে যে ঋণ দেয় উহা ঋণগ্রহীতা ভবিষ্যতেই পরিশোধ করে। ঋণদাতা ঋণ দিতে গিয়া ভবিষ্যৎ দ্রব্যের বিনিময়ে বর্তমান দ্রব্যের উপর তাহার দাবি পরিত্যাগ করে আর ঋণগ্রহীতা বর্তমান দ্রব্যের বিনিময়ে ভবিষ্যৎ দ্রব্যের উপর তাহার দাবি পরিত্যাগ করে। আর্থিক ঋণ আদানপ্রদানের ক্ষেত্রেও ইহা সত্য, কারণ, অর্থ হইল দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের সাধারণ ক্ষমতা স্বরূপ এবং উহা দ্রব্যসামগ্রীর আদানপ্রদানের আবরণী মাত্র। নিছক অর্থের দিক হইতে দেখিলে, ঋণদানের ক্ষেত্রে, ঋণদাতা নগদ পছন্দ পবিত্যাগ করে, অর্থাৎ, ভবিষ্যৎ নগদ অর্থের বিনিময়ে বর্তমান নগদ অর্থ পরিত্যাগ করে এবং ঋণ-গ্রহীতা বর্তমান নগদ অর্থের বিনিময়ে ভবিষ্যৎ নগদ অর্থ পরিত্যাগ করে। কিন্তু উহার

1. Coins. 2. Paper Notes. 3. Bank Credit or Bank Deposits.
4. Deposit Money.

মধ্য দিয়া প্রকৃত পক্ষে এক পক্ষের সহিত অপর পক্ষের, বর্তমান দ্রব্যের সহিত ভবিষ্যৎ দ্রব্যের বিনিময় ঘটে। সুতরাং ইহাতে মূলত সময়-পছন্দ জড়িত। এক পক্ষ ভবিষ্যৎ দাবির বিনিময়ে বর্তমান দাবি ত্যাগ করে এবং অপর পক্ষ বর্তমান দাবির বিনিময়ে ভবিষ্যতে দাবি পরিত্যাগ করে। ঋণ ব্যবহারের জন্য ঋণগ্রহীতা বা খাতক ঋণদাতা বা মহাজনকে যে দাম দেয় তাহাই সুদ।

ঋণ প্রদানের সময় ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার চরিত্র বা সততা[৫], বিত্তসম্পত্তি[৬] ও আয় অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য[৭], এই তিনটি বিষয় বিবেচনা করিয়া ঋণ দিবে কিনা তাহা স্থির করে। সুতরাং ইহাদের **ঋণের ভিত্তি** বলা যায়।

ঋণের প্রকারভেদ
TYPES OF CREDIT

উদ্দেশ্য অনুসারে ঋণের একটি শ্রেণীবিভাগ করা যায়, যথা,—(ক) উৎপাদক ঋণ ও (খ) ভোগকারী ঋণ[৮]। দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্যাদি উৎপাদন ও সরবরাহের জন্য যে ঋণের প্রয়োজন হয় তাহাই উৎপাদক ঋণ এবং ভোগ্যপণ্যাদি ক্রয়ের জন্য ভোগকারিগণের যে ঋণের প্রয়োজন হয় তাহাই ভোগকারী ঋণ।

সময় অনুসারেও ঋণের আরেক প্রকার শ্রেণীবিভাগ করা যায়, যথা,—(ক) স্বল্প-মেয়াদী ঋণ[৯], (খ) মাঝারি মেয়াদের ঋণ[১০], এবং (গ) দীর্ঘমেয়াদী ঋণ[১১]। সাধারণত অনধিক ৩ মাস বা ৯০ দিনের মেয়াদে যে ঋণ দেওয়া ও নেওয়া হয় তাহাই স্বল্পমেয়াদী ঋণ। সাম্প্রতিক কালে ইহার মেয়াদ ক্ষেত্রবিশেষে ১ বৎসর পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হইতে পারে (১ বৎসরের 'মেয়াদী' ঋণ[১২] ইহার দৃষ্টান্ত)। মাঝারি মেয়াদের ঋণ সচরাচর অনধিক ৭।৮ বৎসরের মেয়াদবিশিষ্ট হয়। আর দীর্ঘমেয়াদী ঋণের মেয়াদ সচরাচর অনধিক ২৫ বৎসর হইতে দেখা যায়। ক্ষেত্রবিশেষে উহা আরও বেশি হইতে পারে। স্বল্পমেয়াদী ঋণের লেনদেনকে টাকার বাজার[১৩], এবং মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণের লেনদেনকে পুঁজির বাজার[১৪] বলে। দ্রব্যসামগ্রীর ক্রয়বিক্রয় নিষ্পন্ন করিতে স্বল্পমেয়াদী ঋণের প্রয়োজন হয় এবং দীর্ঘমেয়াদী ঋণের আবশ্যক হয় পুঁজিদ্রব্যাদি (যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম) ক্রয়ের জন্য।

ঋণের যন্ত্রসমূহ বা ঋণপত্রসমূহ
CREDIT INSTRUMENTS

যে লিখিত দলিলের সাহায্যে ঋণ প্রদান ও পরিশোধ করা হয়, অর্থাৎ দেনাপাওনার উৎপত্তি ও নিষ্পত্তি ঘটে তাহাই ঋণপত্র বা ঋণের যন্ত্র। ইহা ঋণের প্রমাণপত্রও বটে। ঋণের মেয়াদ অনুসারে এই ঋণপত্র বা ঋণ যন্ত্রগুলিও স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী, এই দুই-ভাগে ভাগ করা যায়। ঋণের উল্লেখযোগ্য যন্ত্রগুলি হইল, (ক) প্রমিসরি নোট বা প্রত্যর্থ পত্র[১৫], (খ) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাগজের নোট[১৬], (গ) বাণিজ্যিক হুণ্ডি[১৭], (ঘ) চেক ও ব্যাঙ্কড্রাফ্‌ট্[১৮], (ঙ) ট্রেজারি বিল[১৯] ও ট্রেজারি বন্ড[২০], এবং (চ) ডিবেঞ্চার[২১]। অনেকে যৌথমূলধনী কারবার বা কোম্পানীর সাধারণ শেয়ারকেও[২২] ঋণপত্র বা ঋণের যন্ত্ররূপে গণ্য করিবার পক্ষপাতী।

5. Character. 6. Assets. 7. Ability.
8. Consumption credit or consumer credit. 9. Short term credit.
10. Medium term credit. 11. Long term credit. 12. Term loans.
13. Money Market. 14. Capital Market. 15. Promissory Notes.
16. Currency Notes issued by Central Bank. 17. Bill of Exchange.
18. Cheques and bank drafts. 19. Treasury bills.
20. Treasury Bonds. 21. Debenture.
22. Ordinary Shares or Equity Shares.

ঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ
CREDIT INSTITUTIONS

আধুনিক সমাজে নানা প্রকারের ঋণ প্রতিষ্ঠান ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতাগণের মধ্যে স্থায়ী যোগসূত্ররূপে কাজ করিতেছে। ইহাদিগকে ঋণের মধ্যস্থ কারবারী[২৩]-ও বলে। বাণিজ্যিক ও অন্যান্য প্রকারের ব্যাঙ্কসমূহ, জীবনবীমা ও অন্যান্য প্রকার বীমা কোম্পানী, বিনিয়োগ-কারী প্রতিষ্ঠান[২৪] প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত।

ঋণপত্র ও ঋণের কার্যাবলী বা সুবিধা এবং অসুবিধা
FUNCTIONS OR ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF CREDIT AND CREDIT INSTRUMENTS

কার্যাবলী বা সুবিধা: ১. ঋণের ব্যবহারের ফলে অর্থনৈতিক কার্যাবলীতে নগদ অর্থের প্রয়োজন কমিয়াছে। ঋণপত্রগুলি নগদ অর্থের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। তাহাতে নগদ অর্থ ব্যবহারের অসুবিধাগুলি দূর হইয়াছে। এই কারণে বর্তমানে ঋণের ব্যবহার এত বাড়িয়াছে যে উহা নিজেই সমাজে অর্থের মোট যোগানের এক বৃহদংশে পরিণত হইয়াছে।

২. ঋণপত্রগুলি সমাজের আর্থিক সঞ্চয় সংগ্রহের প্রধান উপায়রূপে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও প্রতিষ্ঠানগত সঞ্চয়কে একত্রিত করিয়া সমাজে বিপুল ঋণভাণ্ডার সৃষ্টিতে সাহায্য করিতেছে।

৩. ঋণ উৎপাদন-ব্যবস্থার কার্যাবলী অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সমাজের নানা দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন-ধারাকে অব্যাহত রাখিয়াছে।

৪. ঋণ সমাজের যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যাবলীকে সঞ্জীবিত করে এবং উহাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে সাহায্য করিয়া সমাজে পূর্ণনিয়োগ ও সর্বাধিক আয় লাভে এবং উহা বজায় রাখিতে সহায়তা করে।

৫. ঋণ ভোগকারিগণকেও তাহাদের ভোগবৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়া থাকে এবং উহার মধ্য দিয়া সমাজের আয়, উৎপাদন, বিনিয়োগ ও নিয়োগ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

অসুবিধা: ১. কিন্তু ইহার প্রধান অসুবিধা এই যে, ঋণের অত্যধিক সম্প্রসারণে দেশে ঋণস্ফীতি ঘটিয়া কৃত্রিম সমৃদ্ধির সৃষ্টি করিয়া অচিরেই অবনতির সংকট ডাকিয়া আনিতে পারে।

২. ঋণের অত্যধিক সম্প্রসারণ ফট্‌কা মনোভাব ও ফট্‌কাজাতীয় লেনদেনকে উৎসাহিত করে। সুলভ ঋণ পাওয়া যাইতেছে বলিয়া কারবারগুলি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া অতিরিক্ত মজুদ ধারণ এবং বিনিয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারে। তাহাতে বিষময় ফলের উৎপত্তি হয়।

৩. সুলভ ঋণের অত্যধিক যোগান ভোগকারিগণকেও বেহিসাবী ভোগব্যয়ে প্রবৃত্ত করাইতে পারে। ইহাতে ভোগ্যপণ্য শিল্পগুলি, বিশেষত স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য শিল্পগুলির এরূপ অত্যধিক সম্প্রসারণ ঘটিতে পারে যাহা স্বাভাবিক সময়ে বজায় রাখা অসম্ভব।

৪. বৃহদায়তন বেসরকারী উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি উহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও অন্যান্য সুবিধার জন্য সহজে ও সুলভে অধিক ঋণ সংগ্রহ দ্বারা শিল্প ও বাজারের উপর একচেটিয়া আধিপত্য সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়। এইভাবে ঋণের অধিক সম্প্রসারণ মুষ্টিমেয় শিল্পপতি পরিবার ও প্রতিষ্ঠানের হস্তে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষমতার অত্যধিক কেন্দ্রী-করণ ও একচেটিয়া কারবারের (বেসরকারী) প্রসার ঘটাইতে পারে।

23. Credit Intermediaries. 24. Investment Companies.

ব্যাংকঋণ বা ব্যাঙ্ক-অর্থ বা আমানতী অর্থ
BANK CREDIT OR BANK MONEY OR DEPOSIT MONEY

আধুনিক সমাজে অর্থের মোট যোগানের অধিকাংশই হইল ঋণ, এবং এই ঋণের অধিকাংশই হইল ব্যাঙ্কঋণ। ব্যাংকঋণ বলিতে সাধারণত ব্যাংকের আমানতী জমা বুঝান হয়। কিন্তু ব্যাঙ্কের যাবতীয় আমানতী জমাই ব্যাঙ্ক-অর্থ বা ব্যাংকঋণ কিংবা আমানতী অর্থ নহে। ব্যাঙ্কগুলির আমানতী জমা দুই প্রকারের—(ক) চলতি আমানতী জমা[25], যাহা হইতে যে কোন সময় চেক কাটিয়া টাকা তোলা যায়[26]; এবং (খ) স্থির বা মেয়াদী আমানতী জমা[27], যাহা কেবল নির্দিষ্ট সময় অন্তে তোলা যায় এবং যাহার উপর চেক কাটা যায় না। **ব্যাংকঋণ, ব্যাঙ্ক-অর্থ, আমানতী অর্থ ইত্যাদির দ্বারা শুধু চলতি আমানতী জমা** (চেক কাটিয়া যে আমানত হইতে টাকা তোলা যায়)-**কে বুঝায়।**

সুতরাং ব্যাঙ্কঋণ বা আমানতী অর্থ কিংবা ব্যাংক-অর্থ কোন পৃথক মুদ্রা (ধাতু-মুদ্রা, কাগজের মুদ্রা বা নোট) নহে, অথবা উহা প্রত্যর্থ পত্র বা হুণ্ডি, বাণিজ্যিক হুণ্ডি কিংবা চেক অথবা অন্য কোন ঋণপত্রও নহে। উহা হইল ব্যাংকের হিসাব-বহিতে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে জমা দেখান কতকগুলি টাকার অংক মাত্র। কিন্তু সেইসঙ্গে আবার ঐ অঙ্কগুলি (অর্থাৎ বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে জমা করা বা দেখান টাকার হিসাব-গুলি) হইল ঐসকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট ব্যাংকের দেনা এবং ব্যাংকের নিকট উহাদের পাওনা। কিন্তু তাহা হইলেও আমানতী হিসাবে জমা দেখান ঐসকল টাকার অঙ্কগুলি ধাতুমুদ্রা বা কাগজের নোটের মতই প্রায় নগদ অর্থের সামিল। কারণ উহাদের বিনিময়ে উহাদের উপর চেক কাটিয়া দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মাদি যেমন ক্রয় করা যায় তেমনি ঋণ পরিশোধও করা যায়। **জমার অঙ্কগুলি হইল ব্যাংকের উপর আমানতকারিগণের দাবি। চেকের দ্বারা ঐ দাবি হস্তান্তরিত হইয়া দ্রব্যসামগ্রীর ক্রয়বিক্রয় ও ঋণপ্রদান ও পরিশোধ ঘটে।**

ব্যাঙ্কগুলি কিভাবে ঋণ (অর্থ বা আমানত) সৃষ্টি করে
HOW BANKS CREATE CREDIT (MONEY): MULTIPLE CREATION OF CREDIT.

ব্যাংকগুলি ঋণ (ব্যাংক-অর্থ বা আমানত) সৃষ্টি করে কিনা তাহা লইয়া একদা অযথা বিতর্কের উৎপত্তি ঘটিয়াছিল। ব্যাংক-কর্তৃপক্ষগণের মুখপাত্রদের বক্তব্য ছিল যে ব্যাঙ্কগুলির নিকট যে পরিমাণ আমানত জমা পড়ে উহারা তাহা অপেক্ষা বেশি ঋণ কখনই দিতে পারে না, দেওয়া সম্ভবও নয় (তাঁহারা ঋণ বলিতে ব্যাঙ্কগুলি যে পরিমাণ ঋণ দেয় ও অর্থ লগ্নী করে তাহাই বুঝিতেন)। অর্থবিজ্ঞানিগণের বক্তব্য ছিল ইহার বিপরীত। তাঁহাদের মতে, ব্যাংকগুলির হাতে যে নগদ অর্থ আমানত রূপে জমা পড়ে তাহারা উহা অপেক্ষা অধিক আমানত সৃষ্টি করিতে পারে এবং করিয়া থাকে। বর্তমানে এই বিতর্কের অবসান ঘটিয়াছে। ব্যাংকগুলির হাতে যে পরিমাণ নগদ অর্থ থাকে, উহাদের নিকট মোট আমানত-জমার পরিমাণ তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি। ইহা বাস্তব সত্য। সুতরাং ব্যাঙ্কগুলি যে ঋণ সৃষ্টি করে তাহাতে আর সন্দেহের অবকাশ নাই। যে কোন নির্দিষ্ট সময়ে যে কোন ব্যাংকের হাতে এবং সকল ব্যাংকগুলির হাতে সর্বমোট যে নগদ অর্থ থাকে তাহা অপেক্ষা উহার ও উহাদের নিকট মোট আমানত জমার পরিমাণ (চেক কাটিয়া টাকা তুলিবার উপযোগী চলতি আমানত) অনেক বেশি দেখা যায়। ইহাই ব্যাংকগুলির দ্বারা ঋণ সৃষ্টির বাস্তব প্রমাণ। ব্যাঙ্কগুলি কিভাবে এই ঋণ (বা আমানত) সৃষ্টি করে. ব্যাংকঋণ সৃষ্টির এই প্রক্রিয়াটি কি, তাহা আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি।

25. Current Account Deposits or Demand Deposits.
26. Chequing Deposits.
27. Fixed Account Deposits or Time Deposits.

আলোচনাটি বুঝিবার জন্য তিনটি বিষয় লক্ষ্য করা আবশ্যক। একটি হইল যে, ব্যাঙ্ক-গুলির উদ্দেশ্য হইল মুনাফা উপার্জন এবং ইহার প্রধান উপায় হইতেছে ঋণ দিয়া সুদ উপার্জন করা কিংবা সুদ-উপার্জনকারী কোন উৎকৃষ্ট লগ্নীপত্রে (সরকারী ঋণপত্র কিংবা প্রথম শ্রেণীর কোন কোম্পানীর ডিবেঞ্চার অর্থাৎ ঋণপত্র) অর্থ লগ্নী করা। কিন্তু তাহা করিতে গিয়া ব্যাঙ্কগুলি উহাদের আমানতরূপে প্রাপ্ত যাবতীয় অর্থ ব্যবহার করিতে পারে না; প্রতিদিন চেক কাটিয়া আমানতকারীরা যে টাকা তুলিবে উহার জন্য প্রাপ্ত আমানতী অর্থের একাংশ সর্বদাই নগদ তহবিল রূপে ব্যাঙ্কগুলিকে হাতে রাখিতে হয়। মোট আমানত এবং এইরূপ নগদ তহবিলের অনুপাতটিকে বলা হয় **নগদ সংরক্ষিত অনুপাত**[২৮] (যথা প্রতি ১০০ টাকার আমানত-জমার জন্য ব্যাঙ্কগুলি যদি নগদ ১০ টাকা করিয়া হাতে রাখে, তবে নগদ সংরক্ষিত অনুপাতটি হইবে ১০%)। উহাদের হাতে নগদ সংরক্ষিত অনুপাতের অতিরিক্ত অর্থ থাকিলে তাহা হইতেই উহারা ঋণ দেয়। প্রত্যহ ব্যাঙ্কে যে আমানত জমা পড়ে এবং চেক কাটিয়া আমানতকারীরা যে পরিমাণ অর্থ তুলিয়া লয় উহারা সমপরিমাণ নয় বলিয়া এই নগদ সংরক্ষিত তহবিল হাতে রাখিবার প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে, ঋণগ্রহীতারা ঋণ লইতে গিয়া ঋণের বেশি কিংবা অন্ততঃ সমমূল্যের কোন **মূল্যবান সামগ্রী** (যেমন সোনা, রূপা, লগ্নীপত্র, সম্পূর্ণ তৈয়ারী বা অর্ধপ্রস্তুত দ্রব্যাদি, কাঁচামাল, জমি, বাড়ী ইত্যাদি নানারূপ স্থাবর ও অস্থাবব সম্পত্তি) ব্যাঙ্কের নিকট **জামিন** রূপে গচ্ছিত রাখে। তৃতীয়তঃ, কোন আমানতকারী যখন ব্যাঙ্কের নিকট নগদ অর্থ জমা দিয়া আমানতী হিসাব (চল্‌তি আমানত) খোলে, তখন ঐ আমানতকে **প্রাথমিক আমানত**[২৯] বলা যায়। প্রাথমিক আমানত সৃষ্টিতে ব্যাঙ্কের কোন হাত নাই, সক্রিয় ভূমিকা নাই, উহা সম্পূর্ণরূপে আমানতকারীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। প্রাথমিক আমানত বৃদ্ধিতে, ব্যাঙ্ক-অর্থ বা ব্যাঙ্কঋণ বা সংক্ষেপে, অর্থের যোগান, বাড়ে না। কিন্তু ব্যাঙ্কে আরেক প্রকারের আমানতও সৃষ্টি হয়। ব্যাঙ্ক যখন কাহাকেও ঋণ দেয়, তখনও ঋণগ্রহীতার নামে আমানতী হিসাব খুলিয়া উহাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ (যাহা আসলে ব্যাঙ্ক ঋণরূপে প্রদান করিতে রাজী হইয়াছে) জমা দেখান হয়। ইহাও আমানতী জমা এবং এই আমানতী জমাকে **উদ্ভূত আমানতী জমা**[৩০] বলা যায়। ইহা ঋণদাতারূপে ব্যাঙ্কের সক্রিয় ভূমিকার ফল। এই প্রকার উদ্ভূত আমানতী জমা সৃষ্টির মধ্য দিয়াই ব্যাঙ্কগুলি ব্যাঙ্কঋণ বা আমানতী অর্থ বা ব্যাঙ্ক-অর্থ সৃষ্টি করে।

ব্যাঙ্কঋণ বা আমানতের সম্প্রসারণ (সৃষ্টি)[৩১]

ধরা যাক্, 'ক' ব্যাঙ্কে কোন আমানতকারী নগদ ১০০ টাকা জমা দিয়া একটি চল্‌তি আমানতী হিসাব খুলিল। ইহাতে 'ক' ব্যাঙ্কের সম্পত্তি জন্মিল নগদ ১০০ টাকা (কাগজের নোটে ও ধাতুমুদ্রায়) এবং আমানত-জমা বাবদ আমানতকারীর নিকট উহার দেনা বা দায় জন্মিল ১০০ টাকা। এই আমানত জমাটি হইল প্রাথমিক জমা। সুতরাং এই লেনদেনের ফলে 'ক' ব্যাঙ্কের দায় ও সম্পত্তির হিসাবটি নিম্নরূপ দাঁড়াইলঃ

(৯·১নং সারণী) 'ক' ব্যাঙ্ক

দায়	সম্পত্তি
প্রাথমিক আমানত জমা+১০০ টাকা	নগদ অর্থ+১০০ টাকা

আমরা যদি ধরিয়া লই যে সকল ব্যাঙ্কই উহাদের মোট আমানত-জমার ২০ শতাংশ নগদ সংরক্ষিত তহবিল-রূপে হাতে রাখে, তাহা হইলে এখন দেখা যাইতেছে যে সুদ উপার্জনেব জন্য 'ক' ব্যাঙ্ক স্বচ্ছন্দে নগদ ১০০ টাকা হইতে ২০ টাকা হাতে রাখিয়া বাকি ৮০ টাকা ঋণ দিতে পারে। ধরা যাক্, 'ক' ব্যাঙ্ক তাহাই করিল। তাহা হইলে ঐ ঋণ দেওয়াতে

28. Cash reserve ratio.
29. Primary Deposit.
30. Derivative Deposit.
31. Deposit expansion or creation.

এবার 'ক' ব্যাঙ্কের কাছে ঋণগ্রহীতা ৮০ টাকা মূল্যের কোন মূল্যবান দ্রব্য বা শেয়ার, সরকারী ঋণপত্র অথবা প্রমিসরি নোট জামিনস্বরূপ গচ্ছিত রাখিবে এবং 'ক' ব্যাঙ্কের খাতায় ঋণগ্রহীতার নামে ৮০ টাকার একটি আমানতী জমা দেখান হইবে। ইহাতে, এই ঋণ দিতে গিয়া 'ক' ব্যাঙ্কের দায় ও সম্পত্তির হিসাবটি এইরূপ (৯·২নং সারণী) হইবে।

(৯·২নং সারণী) 'ক' ব্যাঙ্ক

দায়	সম্পত্তি
ঋণগ্রহীতার নামে আমানতী জমা (উদ্ভূত আমানতী জমা)+৮০ টাকা	জামিন স্বরূপ সম্পত্তি+৮০ টাকা

এবার প্রাথমিক জমা ও ঋণদানের ফলে উদ্ভূত জমা, এই দুটির দরুন 'ক' ব্যাঙ্কের দায় ও সম্পত্তির মোট হিসাবটি নিম্নরূপ দাঁড়াইবেঃ

(৯·৩নং সারণী) 'ক' ব্যাঙ্ক

দায়		সম্পত্তি	
প্রাথমিক জমা	+১০০ টাকা	নগদ অর্থ	+১০০ টাকা
উদ্ভূত জমা	+ ৮০ „	জামিন স্বরূপ সম্পত্তি	+ ৮০ „
	+১৮০ „		+১৮০ „

অবশ্য ঋণগ্রহীতা তাহার আমানতী হিসাব হইতে চেক কাটিয়া ঋণের সমস্ত টাকাটাই (৮০ টাকা) হয়ত তুলিয়া লইবে। কারণ টাকার দরকার না থাকিলে সে তো ঋণ লইতই না। এবং তখন 'ক' ব্যাঙ্কের নিকট উদ্ভূত আমানতী জমা (৮০ টাকা) নিঃশেষিত হইবে এবং নগদ অর্থ ২০ টাকা (=১০০ টাকা—৮০ টাকা) থাকিবে এবং তৎসহ থাকিবে জামিন স্বরূপ ৮০ টাকার সম্পত্তি এবং দায় থাকিবে প্রাথমিক জমার পরিমাণ ১০০ টাকা। এবং তখন ব্যাঙ্কের দায় ও সম্পত্তির হিসাবটি হইবে নিম্নরূপ ঃ

(৯·৪নং সারণী) 'ক' ব্যাঙ্ক

দায়		সম্পত্তি	
প্রাথমিক আমানত	+১০০ টাকা	নগদ অর্থ	+ ২০ টাকা
		জামিন সম্পত্তি	+ ৮০ „
	+১০০ „		+১০০ „

ইহা হইতে দেখা গেল যে, 'ক' ব্যাঙ্কটি ঋণ দিতে গিয়া অতিরিক্ত আমানত-জমা সৃষ্টি করিয়াছিল। উহার নিকট নগদ অর্থ ছিল ১০০ টাকা, কিন্তু মোট আমানত ছিল ১৮০ টাকা। উহা যে অতিরিক্ত ৮০ টাকার আমানত সৃষ্টি করিয়াছে তাহা হইল উহার হাতে নগদ সংরক্ষিত তহবিল শতকরা ২০ টাকার অতিরিক্ত অর্থের সমান। অর্থাৎ উহার হাতে প্রাথমিক আমানত জমা বাবদ যে ১০০ টাকা নগদ আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে, ঐ প্রাথমিক আমানত ১০০ টাকার জন্য ২০ টাকার নগদ সংরক্ষিত তহবিল রাখিলেই চলে, বাকি ৮০ টাকা হাতে রাখিবার প্রয়োজন নাই। তাই 'ক' ব্যাঙ্ক বাকি ৮০ টাকা ঋণ দিয়া ঐ পরিমাণ উদ্ভূত আমানত সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে। সুতরাং **প্রত্যেক ব্যাঙ্কই উহার নগদ সংরক্ষিত তহবিলের অতিরিক্ত যে অর্থ থাকে সেই পরিমাণে ঋণ দিতে এবং উহার দ্বারা উদ্ভূত আমানত সৃষ্টি করিতে (সে পর্যন্ত উহার মোট আমানত বাড়াইতে) পারে।**

কিন্তু আমানত বা ব্যাঙ্কঋণ সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি একটি ব্যাঙ্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। এক ব্যাঙ্ক হইতে উহা অন্যান্য ব্যাঙ্কে প্রসারিত হয়। কারণ 'ক' ব্যাঙ্ক হইতে যে ঋণগ্রহীতা ৮০ টাকা ঋণ লইয়া ব্যয় করিয়াছে তাহা অপর কোন না কোন ব্যাঙ্কে অপর কাহারও আমানত রূপে জমা পড়িবে এবং উহা তখন ঐ ব্যাঙ্কটির প্রাথমিক আমানতরূপে দেখা দিবে। ঐ ব্যাঙ্কটি আবার ঐ প্রাথমিক আমানতরূপে লব্ধ অর্থের উপর ভিত্তি করিয়া পুনরায় উহার নিকট নগদ সংরক্ষিত তহবিলের অতিরিক্ত অর্থ ঋণ

দিবে ও সে পরিমাণ উদ্ভূত আমানত সৃষ্টি করিবে। ধরা যাক্, 'ক' ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ-গ্রহীতা ৮০ টাকা তুলিয়া লইয়া ব্যয় করাতে 'খ' ব্যাঙ্কে তাহা প্রাথমিক আমানতরূপে দেখা দিল। তাহাতে 'খ' ব্যাঙ্কের দায় ও সম্পত্তির হিসাবটি নিম্নরূপ হইল :

(৯·৫নং সারণী) 'খ' ব্যাঙ্ক

দায়	সম্পত্তি
প্রাথমিক আমানত +৮০ টাকা	নগদ অর্থ +৮০ টাকা

এবার 'খ' ব্যাঙ্ক ঐ ৮০ টাকার মধ্যে ২০ শতাংশ হিসাবে ১৬ টাকা সংরক্ষিত তহবিলরূপে রাখিয়া বাকি ৬৪ টাকা ঋণ দিয়া ঐ পরিমাণ উদ্ভূত আমানত সৃষ্টি করিল; ফলে 'খ' ব্যাঙ্কের দায় ও সম্পত্তির হিসাবটি নিম্নরূপ হইল :

(৯·৬নং সারণী) 'খ' ব্যাঙ্ক

দায়		সম্পত্তি	
প্রাথমিক আমানত	+ ৮০ টাকা	নগদ অর্থ	+ ৮০ টাকা
উদ্ভূত আমানত	+ ৬৪ „	জামিন সম্পত্তি	+ ৬৪ „
	+১৪৪ „		+১৪৪ „

ঋণগ্রহীতা 'খ' ব্যাঙ্ক হইতে ঋণের ৬৪ টাকা যদি তুলিয়া লয় তবে 'খ' ব্যাঙ্কের প্রাথমিক আমানত ৮০ টাকা থাকিবে কিন্তু উদ্ভূত আমানতটি লুপ্ত হইবে। অপর দিকে সম্পত্তির মধ্যে নগদ অর্থ কমিয়া ১৬ টাকা রহিবে আর থাকিবে জামিন সম্পত্তি ৬৪ টাকা। উভয় দিক পরস্পরের সমান।

(৯·৭নং সারণী) 'খ' ব্যাঙ্ক

দায়		সম্পত্তি	
প্রাথমিক আমানত	+৮০ টাকা	নগদ অর্থ	+১৬ টাকা
		জামিন সম্পত্তি	+৬৪ „
	+৮০ „		+৮০ „

ঋণ বা আমানত সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি কিন্তু চলিতেই থাকিবে। 'খ' ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ লইয়া ঋণগ্রহীতা ৬৪ টাকা তুলিয়া যে খরচ করিবে তাহা আবার হয়ত 'গ' ব্যাঙ্কে জমা পড়িবে। 'গ' ব্যাঙ্ক উহার ফলে প্রথমে ৬৪ টাকার প্রাথমিক আমানত লাভ করিবে এবং ৬৪ টাকার ২০ শতাংশ (অর্থাৎ ১২·৮০ টাকা) নগদ সংরক্ষিত তহবিলরূপে ঐ ৬৪ টাকার প্রাথমিক আমানতের জন্য রাখিয়া বাকি ৫১·২০ টাকা ঋণ দিবে। উহা আবার হয়ত 'ঘ' ব্যাঙ্কে জমা পড়িয়া অনুরূপ প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটাইবে। সমগ্র প্রক্রিয়াটির মোট ফলাফল নিচে ৯·৮নং সারণীতে দেখান গেল :

(৯·৮নং সারণী) সকল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক কর্তৃক মোট ঋণসৃষ্টি

ব্যাঙ্ক	প্রাথমিক আমানত	প্রয়োজনীয় নগদ সংরক্ষিত তহবিল	অতিরিক্ত অর্থ বা উদ্ভূত আমানত
'ক' ব্যাঙ্ক	১০০ টাকা	২০ টাকা	৮০ টাকা
'খ' „	৮০ „	১৬ „	৬৪ „
'গ' „	৬৪ „	১২·৮০ „	৫১·২০ „
'ঘ' „	৫১·২০ „	১০·২৪ „	৪০·৯৬ „
'ঙ' „	৪০·৯৬ „	৮·১৯ „	৩২·৭৭ „
... „	... „	... „	... „
... „	... „	... „	... „
সকল ব্যাঙ্ক	৫০০ „	১০০ „	৪০০ „

ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে,—১. প্রত্যেক ব্যাঙ্কের আমানত দুই প্রকারের, যথা প্রাথমিক ও উদ্ভূত আমানত। ২. প্রত্যেক ব্যাঙ্কের হাতে নির্দিষ্ট নগদ সংরক্ষিত অনুপাত অনুসারে যে পরিমাণ নগদ সংরক্ষিত তহবিল রাখা আবশ্যক, উহার অতিরিক্ত অর্থ হইতে ঋণ দিতে গিয়া ব্যাঙ্কগুলি নিজেদের নিকট উদ্ভূত আমানত সৃষ্টি করে। ৩. ঋণগ্রহণকারী তাহার ঋণের সমস্ত টাকা তুলিয়া লইলে ঐ উদ্ভূত আমানতটি লুপ্ত হয় কিন্তু ঐ অর্থ আবার অপর কোন না কোন এক বা একাধিক ব্যাঙ্কে ঐ পরিমাণ প্রাথমিক আমানত সৃষ্টি করে। ৪. প্রতিবারই নির্দিষ্ট অনুপাতে সংরক্ষিত তহবিল বজায় রাখিতে গিয়া প্রত্যেক ব্যাঙ্কই যে পরিমাণ নগদ অর্থ আমানত জমারূপে লাভ করে, উহা অপেক্ষা অল্প পরিমাণ অর্থ ঋণ দেয়। ইহাতে পরবর্তী ব্যাঙ্কগুলিতে ক্রমে ক্রমে প্রাথমিক আমানতের পরিমাণ কমিতে থাকে। ৫. কোন নির্দিষ্ট আদি প্রাথমিক আমানত দ্বারা কি পরিমাণ মোট আমানত সৃষ্ট হইবে তাহা নির্ভর করে আদি প্রাথমিক আমানতের পরিমাণ ও নগদ সংরক্ষিত অনুপাতের উপর। নগদ সংরক্ষিত অনুপাত যদি ২০ শতাংশ হয় তবে মোট আমানত আদি প্রাথমিক আমানতের ৫ গুণ, সংরক্ষিত অনুপাত যদি ২৫ শতাংশ হয় তবে মোট আমানত ৪ গুণ কিংবা উহা যদি ১০ শতাংশ হয় তবে মোট আমানত ১০ গুণ পর্যন্ত বাড়িতে পারে। আমাদের দৃষ্টান্তে ২০ শতাংশ সংরক্ষিত অনুপাত ও আদি প্রাথমিক অনুপাত ১০০ টাকা ধরিয়াছি বলিয়া ৯·৮নং সারণীতে সকল ব্যাঙ্ক কর্তৃক মোট আমানত ৫০০ টাকা পর্যন্ত সৃষ্ট হইবে বলিয়া দেখান হইয়াছে (অর্থাৎ আদি প্রাথমিক আমানতের পাঁচ গুণ)।

$$\text{অর্থাৎ,}\quad \text{মোট আমানত-সৃষ্টি} = \frac{\text{আদি প্রাথমিক জমা}}{\text{নগদ সংরক্ষিত অনুপাত}}\left[=\frac{১০০}{২০\%}=৫০০\right]$$

[$TD = PD \times \frac{1}{r}$; TD মোট আমানতের সম্প্রসারণ, PD প্রাথমিক আমানত, $\frac{1}{r}$ নগদ সংরক্ষিত তহবিলের অনুপাত।]

ব্যাঙ্কগুলি কর্তৃক আমানত-সৃষ্টির সীমা[৩২]ঃ ব্যাঙ্কগুলির আমানত-সৃষ্টির ক্ষমতা অসীম নহে। উহা নিম্নোক্ত বিষয়গুলির দ্বারা সীমায়িতঃ

১. **ব্যাঙ্কগুলির হাতে মোট নগদ অর্থের পরিমাণ**—ব্যাঙ্কগুলি কতটা পরিমাণে ঋণ সৃষ্টি করিতে পারিবে তাহা প্রথমত নির্ভর করে উহাদের হাতে কি পরিমাণে নগদ অর্থ বা নগদ তহবিল আছে তাহার উপর। ইহার পরিমাণ যত বেশি হইবে উহাদের ঋণ-সৃষ্টির ক্ষমতাও তত বেশি হইবে।

২. **নগদ সংরক্ষিত অনুপাত**—ব্যাঙ্কগুলির ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতা দ্বিতীয় যে বিষয়টির দ্বারা নির্ধারিত তাহা হইল মোট আমানত ও নগদ সংরক্ষিত তহবিলের অনুপাত। এই অনুপাতটি যত কম হইবে, ব্যাঙ্কগুলির ঋণসৃষ্টির ক্ষমতা তত বেশি হইবে এবং অনুপাতটি যত বেশি হইবে উহাদের ঋণসৃষ্টির ক্ষমতা তত কম হইবে (অনুপাতটি ১০ শতাংশ হইলে ঋণের সম্প্রসারণ ঘটিবে ১০ গুণ আর অনুপাতটি ২০ শতাংশ হইলে ঋণের সম্প্রসারণ ঘটিবে ৫ গুণ)।

৩. **নগদ তহবিল হাতে ধরিয়া রাখিবার জন্য জনসাধারণের ইচ্ছা**—জনসাধারণের যদি নগদ পছন্দ বাড়ে তবে তাহারা হাতে নগদ অর্থ বেশি রাখিলে (সরকারী নোট ও ধাতুমুদ্রা) ব্যাঙ্কগুলির নিকট নগদ অর্থে আমানতী জমা কম পড়িবে ও তখন ব্যাঙ্ক-গুলির ঋণসৃষ্টির ক্ষমতা অল্প হইবে। আর জনসাধারণের যদি হাতে সরকারী নগদ অর্থ ধরিয়া রাখিবার ইচ্ছা কম হয় তবে ব্যাঙ্কগুলির নিকট আমানতী জমা বেশি পড়িবে ও উহাদের ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতা বাড়িবে।

---

32. Limitations of Banks' power to create credit.

৪. **দেশে কারবারী-অর্থনীতিক পরিস্থিতি**—ব্যাংকগুলির ঋণসৃষ্টির ক্ষমতা কিন্তু দেশের কারবারী অর্থনীতিক পরিস্থিতির উপরও নির্ভর করে। চড়তির বাজারে সহজেই ব্যাঙ্কগুলি ঋণ সৃষ্টি করিতে পারে। কিন্তু মন্দার বাজারে ঋণগ্রহীতাগণ ঋণগ্রহণে অনুৎসুক হওয়ায় ব্যাংকগুলি চেষ্টা করিলেও ইচ্ছামত ঋণ সৃষ্টি করিতে পারে না।

৫. **সম্ভাব্য ও প্রকৃত ঋণসৃষ্টির ব্যবধান**—নগদ সংরক্ষিত তহবিলের অতিরিক্ত যে পরিমাণ অর্থ হাতে থাকে প্রত্যেকটি ব্যাংক সে পরিমাণ ঋণ বা উদ্ভূত আমানত সৃষ্টিতে সক্ষম। কিন্তু উহা কেবল ঋণসৃষ্টির সম্ভাব্য পরিমাণ, প্রকৃতপক্ষে ঐ পরিমাণ অতিরিক্ত আমানত-জমা-সৃষ্টি ৩টি কারণে না হইবার সম্ভাবনা থাকে। একটি হইল ব্যাঙ্কটির নিকট ঐ পরিমাণ ঋণের আবেদনকারী না-ও আসিতে পারে। দ্বিতীয়ত, ঋণপ্রার্থীরা যদি উপযুক্ত সম্পত্তি জামিনরূপে গচ্ছিত না রাখিতে পারে, উহারা যেরূপ সম্পত্তি জামিনরূপে গচ্ছিত রাখিতে ইচ্ছুক তাহা যদি ব্যাংকগুলির নিকট গ্রহণযোগ্য না হয় তবে সে পরিমাণ ঋণ সৃষ্টি হইবে না। তৃতীয়ত, ঋণগ্রহীতারা এক ব্যাংক হইতে যে পরিমাণ অর্থ ঋণরূপে তুলিয়া নেয় উহার সবটাই অন্যান্য ব্যাঙ্কে আমানতরূপে জমা না-ও পড়িতে পারে এবং উহার সম্ভাবনাই অধিক।

৬. **কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতি**—সবশেষে ব্যাংকগুলির ঋণসৃষ্টির ক্ষমতা বিশেষভাবেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতির উপর নির্ভর করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক উহার ঋণসংক্রান্ত নীতির দ্বারা ব্যাংকগুলির ঋণসৃষ্টির ক্ষমতা বাড়াইতে ও কমাইতে পারে।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কার্যাবলী
FUNCTIONS OF A COMMERCIAL BANK

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক কাহাকে বলেঃ অধ্যাপক হ্যাম[৩৩]-এর ভাষায় বাণিজ্যিক ব্যাংক-গুলি হইল এরূপ প্রতিষ্ঠান যাহারা নিজস্ব তহবিল হইতে কিংবা ঋণ করিয়া সংগৃহীত অর্থ হইতে কিংবা অর্থ সৃষ্টি করিয়া উহা হইতে, অপরকে ঋণ দেয়। অন্যান্য ঋণদান-কারি প্রতিষ্ঠান হইতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের পার্থক্য এই যে, অন্যান্য ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান-গুলি অর্থ সৃষ্টি করিতে পারে না কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি তাহা পারে। ব্যাঙ্কগুলি উহাদের গ্রাহকগণের[৩৪] চলতি আমানত (যাহা হইতে যে কোন সময় চেক কাটিয়া টাকা তোলা যায়) ধারণ করে। চেক দ্বারা হস্তান্তরযোগ্য এই চলতি আমানত অর্থ বলিয়া গণ্য হয়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি উহাদের গ্রাহকগণের অথবা উহাদের নিকট লগ্নীপত্র বিক্রয়কারিগণের অনুকূলে নিজেদের দায় সৃষ্টি করিয়া (উদ্ভূত আমানত জমা) এই অর্থ (আমানতী অর্থ) সৃষ্টি করিয়া থাকে।

অর্থসৃষ্টিতে সক্ষম বলিয়া বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি দেশের আর্থিক ব্যবস্থায়[৩৫] অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উহারা উহাদের শেয়ারহোল্ডারগণের মুনাফা উপার্জনের জন্য এই ঋণের ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকে, কিন্তু তাহার ফলে উহারা একদিকে আর্থিক কর্তৃপক্ষ[৩৬] ও অন্যদিকে জনসাধারণের মধ্যে যোগসূত্ররূপে কাজ করে।

কার্যাবলীঃ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ দুইটি ঃ **(ক) জনসাধারণের নিকট হইতে** অর্থাৎ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান হইতে উহা **আমানত জমা গ্রহণ ও** উহা **ধারণ** করে। আমানত জমা গ্রহণের দ্বারা ব্যাংক ঋণগ্রহীতা ও আমানতকারী ঋণদাতায় পরিণত হয় এবং ব্যাঙ্কের উপর আমানতকারীর দাবি ও আমানতকারীর নিকট ব্যাঙ্কের দায় জন্মায়। ব্যাংক থাকায় সঞ্চয়কারীরা তাহাদের আর্থিক সঞ্চয় নিরাপদে রাখিবার ও স্বচ্ছন্দে হস্তান্তরের (চেক দ্বারা) সুবিধা ভোগ করে। আমানত-জমা নানা প্রকারের হইতে পারে, যথা, চলতি আমানত জমা, স্থির বা মেয়াদী আমানত জমা ও সঞ্চয়ী আমানত-জমা[৩৭]। ইহাদের মধ্যে

33. G. N. Halm. 34. Customers. 35. Monetary System.
36. Monetary authority. 37. Savings Deposit.

চল্‌তি আমানত-জমার পরিমাণই অপেক্ষাকৃত বেশি। চল্‌তি আমানত-জমাকেই সাধারণ আমানতী অর্থ বা ব্যাংক-অর্থ বা ব্যাঙ্কঋণ বলিয়া উল্লেখ করা হয়। উহা দুই প্রকারের যথা, প্রাথমিক আমানত ও উদ্ভূত আমানত[৩৮]। প্রকৃতপক্ষে এই উদ্ভূত আমানতই ব্যাঙ্ক-ঋণ বা ব্যাঙ্ক-অর্থ। আধুনিক সমাজে প্রচলিত অর্থের সবিশেষ অংশই হইল এই ব্যাঙ্ক-ঋণ বা ব্যাঙ্ক-অর্থ।

ব্যাঙ্কগুলি সচরাচর চল্‌তি আমানতের উপর কোন সুদ দেয় না, কিন্তু সঞ্চয়ী আমানত ও মেয়াদী আমানতের উপর সুদ দেয় এবং সঞ্চয়ী আমানত অপেক্ষা মেয়াদী আমানতের উপর প্রদেয় সুদের হার বেশি হয়।

(খ) ব্যাঙ্কের দ্বিতীয় প্রধান কাজ হইল ঋণ দেওয়া। জনসাধারণের নিকট হইতে আমানতরূপে প্রাপ্ত অর্থ হইতে ব্যাঙ্কগুলি প্রধানত নানা প্রকার ব্যবসায়ী, কারবারী ও উৎপাদকগণকে ঋণ দেয় ও উহা হইতে সুদরূপে আয় উপার্জন করে। উহারা ঋণগ্রহীতা-গণের নিকট হইতে যে সুদ পায় এবং আমানতকারিগণকে যে সুদ দেয়, এই দুয়ের পার্থক্যই উহাদের আয়। ব্যাঙ্কগুলি সাধারণত মূল্যবান সম্পত্তির জামিনে ঋণ দেয়। সুতরাং উহারা **অ-নগদ সম্পত্তিকে**[৩৯] **নগদ-সম্পত্তিতে**[৪০] (অর্থাৎ নগদ অর্থে) পরিণত করে, একথা বলা যায়। এইভাবে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি সমাজের সঞ্চয় সংগ্রহ করিয়া উহা হইতে ঋণ দিয়া ব্যবসাবাণিজ্য ও উৎপাদনধারাকে অব্যাহত রাখিতে সাহায্য করে। ব্যাঙ্কগুলি সচরাচর যে আমানত গ্রহণ করে তাহার অধিকাংশ যেমন স্বল্পমেয়াদী (চল্‌তি আমানত), সেরূপ উহারা যে ঋণ দেয় তাহাও স্বল্পমেয়াদী ঋণ। স্বল্পমেয়াদী ঋণের কারবারী হিসাবে উহারা টাকার বাজারের প্রধান সদস্য। বাণিজ্যিক হুণ্ডি বাট্টা করিয়া (অর্থাৎ কিনিয়া), আমানতী হিসাব হইতে জমার অধিক অর্থ তুলিতে দিয়া ও সরাসরি ঋণ মঞ্জুর করিয়া, ইত্যাদি নানাভাবে ব্যাঙ্কগুলি ঋণ দিয়া থাকে।

(গ) **বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের অন্যান্য কার্যাবলীর** মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে, চেক ও ব্যাঙ্কড্রাফ্‌ট বা ব্যাঙ্কের হুণ্ডির সাহায্যে একের নিকট হইতে অপরের নিকট ও একস্থান হইতে অন্যত্র অর্থের হস্তান্তর ও স্থানান্তর করা, অলঙ্কার ও দলিলপত্রাদি মূল্যবান সামগ্রী নিরাপদে গচ্ছিত রাখিবার ব্যবস্থা করা, গ্রাহকের নির্দেশমত তাহার দেনা পরিশোধ করা ও পাওনা আদায় করা, অছি ও ব্যবস্থাপক হিসাবে কাজ করা[৪১] ইত্যাদি। ইহাদের ব্যাঙ্কের গৌণ কার্যাবলীরূপে গণ্য করা হয়। গ্রাহকগণের সুবিধার জন্যই ব্যাঙ্ক এই সকল কাজের ভার লইয়া থাকে।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কারবারী নীতিসমূহ
PRINCIPLES OF COMMERCIAL BANKING

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক স্বল্পমেয়াদী ঋণ বা অর্থের কারবারী। উহা তিনটি সূত্র হইতে অর্থ সংগ্রহ করে, যথা,—(ক) পুঁজি, (খ) অতীত মুনাফা হইতে সঞ্চিত 'সংরক্ষিত তহবিল'[৪২], এবং (গ) আমানত[৪৩]। প্রথম দুইটি হইল শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট ব্যাঙ্কের দায় এবং তৃতীয়টি হইল আমানতকারিগণের নিকট ব্যাঙ্কের দায়। কিন্তু এই তিনটিই উহার সম্পত্তিও বটে, কারণ ঐগুলি হইতে ঋণ দিয়া অর্থাৎ লগ্নী করিয়া, উহা সুদ-রূপে আয় উপার্জন করিতে পারে।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক উহার কারবারে তিনটি মূল নীতির দ্বারা চালিত হয়। যথা,—১. আয় বা মুনাফা উপার্জনের সম্ভাবনা[৪৪]; ২. লগ্নীগুলির যথাসম্ভব শীঘ্র ও সহজে নগদ অর্থে রূপান্তর-যোগ্যতা বা তারল্য[৪৫]; এবং ৩. নিরাপত্তা[৪৬]।

38. Derivative or Secondary Deposits. 39. Non-liquid Assets.
40. Liquid Assets. 41. Acting as Trustees and Executors.
42. Reserve Fund. 43. Deposits. 44. Profitability.
45. Liquidity. 46. Safety.

১. **আয় বা মুনাফা উপার্জনের সম্ভাবনা**—বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কার্যাবলীর একমাত্র উদ্দেশ্য সর্বাধিক মুনাফা উপার্জন। সুতরাং এই উদ্দেশ্যে উহার নিকট যে রূপ লগ্নীতে সর্বাধিক সুদ বা আয় লাভ ঘটে তাহাই সর্বাধিক আকর্ষণীয় এবং সে কারণে, ঐ রূপ লগ্নীতে উহার সর্বাধিক আর্থিক সম্বল নিয়োগের প্রয়োজন হয়। সাধারণত এইরূপ লগ্নী অপেক্ষাকৃত দীর্ঘমেয়াদী হয় ও উহা সহজে নগদ অর্থে রূপান্তরযোগ্য হয় না (যথা, দীর্ঘমেয়াদী ঋণদান ও অস্থাবর সম্পত্তির জামিনে ঋণদান প্রভৃতি)।

২. **লগ্নীগুলির যথাসম্ভব শীঘ্র ও সহজে এবং বিনা লোকসানে নগদ অর্থে রূপান্তর-যোগ্যতা বা তারল্য**—কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের অধিকাংশ আমানত-ই চলতি আমানত। সুতরাং যে কোন সময় আমানতকারী তাহার অধিকাংশ বা এমন কি সমস্তটাই তুলিতে মনস্থ করিতে পারে। সেজন্য ব্যাঙ্কের প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। এই কারণে উহার আর্থিক সম্বল এরূপভাবে লগ্নী করা উচিত যাহাতে অতি অল্প সময়ে তাহা ফেরত পাওয়া যায় এবং যে সকল সম্পত্তির জামিনে ঋণ দেওয়া হইবে, খাতক ঋণ-পরিশোধে অক্ষম হইলে যেন উহা অবিলম্বে বিক্রয় করিয়া তাহা নগদ অর্থে পরিণত করা যায় কিংবা যে সকল ঋণপত্রে অর্থ লগ্নী করা হইবে তাহা প্রয়োজনে বিনা লোকসানে অবিলম্বে বিক্রয় করিয়া সমস্ত অর্থ ফেরত পাওয়া যায়। কিন্তু এই প্রকার লগ্নীর সুদ বা আয় কম হয়। অতএব মুনাফা উপার্জনের উদ্দেশ্য এবং নগদ অর্থে রূপান্তরযোগ্যতা বা লগ্নীর তারল্য, এই দুইটির মধ্যে এক বিরোধ আছে। যে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এই দুই পরস্পরবিরোধী উদ্দেশ্যের মধ্যে যত সন্তোষজনক সামঞ্জস্য ঘটাইতে পারে উহা তত সুদক্ষ ও সুপরিচালক বলিয়া গণ্য হয়। তারল্যের দিক হইতে নগদ তহবিলের আধিক্য, বাণিজ্যিক হুণ্ডি বাট্টা করা, স্বল্প-মেয়াদী ট্রেজারী বিলে লগ্নী করা অধিক বাঞ্ছনীয়, কিন্তু উহাতে আয় হয় অতি সামান্য।

৩. **নিরাপত্তা**—নিরাপত্তার দিক হইতে ব্যাঙ্কের মোট ঋণ বা লগ্নীকৃত অর্থ যত বেশি ঋণগ্রহীতার মধ্যে ও যত অধিক প্রকার লগ্নীপত্রে উহা বন্টন করিয়া দেওয়া যায় ততই মঙ্গল। কারণ মুষ্টিমেয় ঋণগ্রহীতাকে সকল ঋণ দিয়া দিলে উহাদের কেহ ঋণ-পরিশোধে অসমর্থ হইলে যে লোকসান হইবে, বহু ঋণগ্রহীতাকে অল্প অল্প পরিমাণে ঋণ দিলে, উহাদের কেহ ঋণশোধে অক্ষম হইলে ততটা লোকসান হইবে না। একই কারণে, মুষ্টিমেয় শ্রেণীর ঋণপত্রে অধিক অর্থ লগ্নী করা অপেক্ষা নানা শ্রেণীর লগ্নীপত্রে অল্প অল্প পরিমাণে অর্থ খাটান শ্রেয়।

ব্যাঙ্কের কারবারের এই মূল নীতিগুলি উহার দায় ও সম্পত্তির বিবরণ বা ব্যালান্স-শীটে প্রতিফলিত হয়। ৯·৯নং সারণীতে ইহা দেখান হইয়াছে। দায়ের দিকে রহিয়াছে যথাক্রমে পুঁজি, সংরক্ষিত তহবিল ও আমানত। সম্পত্তির দিকে রহিয়াছে প্রথমেই নগদ তহবিল ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট জমা। এই দুইটিকে ব্যাঙ্কের নগদ টাকা ধরা যায়। ইহার তারল্য সর্বাধিক কিন্তু মুনাফাযোগ্যতা মোটেই নাই। উহাদের পরে রহিয়াছে যে কোন সময় ফেরতযোগ্য ঋণ[47]। ইহার উপর আয় অতি সামান্য।

ব্যাঙ্ক ব্যালান্সশীট (৯·৯নং সারণী)

দায়	সম্পত্তি
পুঁজি	নগদ তহবিল
সংরক্ষিত তহবিল	কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট জমা
আমানত	যে কোন সময় ফেরতযোগ্য ঋণ
(ক) চলতি	বাট্টাকৃত বাণিজ্যিক হুণ্ডি
(খ) মেয়াদী	ট্রেজারী বিল
(গ) সঞ্চয়ী	প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম
	বিভিন্ন প্রকার লগ্নীকৃত সম্পত্তি

তৃতীয়ত রহিয়াছে বাট্টাকৃত বাণিজ্যিক হুণ্ডি ও ট্রেজারী বিল। উহাদের বিক্রয়যোগ্যতা

47. Money at call and short notice.

ও নগদ অর্থে রূপান্তরযোগ্যতা সামান্য কম কিন্তু আয় সামান্য বেশি। উহার পর রহিয়াছে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম[৪৮]। ইহার তারল্য আরও কম এবং আয় আরও বেশি। সর্বশেষে রহিয়াছে বিভিন্ন প্রকার লগ্নীকৃত সম্পত্তি[৪৯]। ইহাদের তারল্য সর্বাপেক্ষা কম ও আয় সর্বাধিক। সুতরাং ব্যাঙ্কের সম্পত্তিগুলি ব্যালান্স শীটে এরূপভাবে সাজান থাকে যে, উপর হইতে যতই নিচের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় ততই তারল্য কমিতে থাকে ও মুনাফাযোগ্যতা বাড়িতে থাকে।

48. Loans and Advances.
49. Investments.

১০

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কব্যবস্থা
CENTRAL BANKING

[**আলোচিত বিষয়ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রয়োজন কি—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্যাবলী—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঋণ-নিয়ন্ত্রণের বিবিধ পদ্ধতি—পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণের উপায়সমূহ—ব্যাঙ্করেট নীতি—খোলাবাজারী লেনদেন-নীতি—পরিবর্তনীয় অনুপাতের নীতি—গুণগত ও বিচারমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ—পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ ও বিচারমূলক নিয়ন্ত্রণের তুলনা—বিচারমূলক নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতির প্রধান অস্ত্রসমূহ।]

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রয়োজন কি?
WHY A CENTRAL BANK?

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কাহাকে বলেঃ বর্তমানে সকল দেশেই একটি করিয়া এরূপ ব্যাঙ্ক আছে যাহা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ব্যাঙ্ক ও কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক ও নিয়ন্ত্রক, দেশে ধাতু ও কাগজী মুদ্রার একমাত্র প্রচলনকারী এবং সরকারের ব্যাঙ্ক, আর্থিক প্রতিনিধি ও পরামর্শদাতারূপে কাজ করে। এইরূপ ব্যাঙ্ককে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বলে। ইহা দেশে অর্থের যোগান ও উহার মূল্যের মুখ্য নিয়ন্ত্রণকারী আর্থিক কর্তৃপক্ষ এবং দেশের টাকার বাজারের সর্ব প্রধান সদস্য। আধুনিক কালে কি অগ্রসর কি বিকাশমান সকল দেশের পক্ষেই নিম্নোক্ত কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অপরিহার্য বলিয়া গণ্য করা হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কেন প্রয়োজনঃ ১. কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে দেশে **অর্থের মোট যোগান, অর্থের মূল্য ও সুদের হার স্থিতিশীল** রাখা অর্থাৎ **আর্থিক স্থিতি** বজায় রাখা। অর্থের মূল্যের স্থিতি বলিতে শুধু দেশের অভ্যন্তরে অর্থের ক্রয়শক্তি[1] অর্থাৎ দামস্তরের স্থিতিই নহে, অর্থের বহির্মূল্যের বা বিনিময় হারের[2] স্থিতিও বুঝায়। বলা বাহুল্য অর্থের অভ্যন্তরীণ ও বহির্মূল্যের কমবেশি স্থিতি ছাড়া কোন দেশের পক্ষেই অর্থনীতিক অগ্রগতি লাভ করা সম্ভব নহে। কারণ উহার অভাবে কি দেশের অভ্যন্তরে মোট উৎপাদন, আয় ও নিয়োগ, কি দেশের বহির্বাণিজ্য কোন কিছুরই সম্প্রসারণ সহজ-সাধ্য হয় না। ইহা অগ্রসর ও উন্নত দেশগুলির পক্ষে যেমন সত্য তেমনি অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর· বিকাশমান দেশগুলির পক্ষেও সত্য।

২. কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের **অর্থের যোগান ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণদানমূলক কার্যকলাপ ও নীতিসমূহ শাসন ও নিয়ন্ত্রণ** করে। ইহা ছাড়া দেশে অর্থের যোগানের ও অর্থের মূল্যের স্থিতি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে। ইহা অগ্রসর দেশের পক্ষে যেরূপ প্রয়োজন সেরূপ বিকাশমান দেশগুলির পক্ষেও অত্যাবশ্যক। বরং বিকাশমান দেশগুলিতে অর্থ-নীতিক উন্নয়নকালে এই নিয়ন্ত্রণ ও শাসনের প্রয়োজন আরও বেশি হয়।

৩. কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অপর গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হইতেছে **দেশের অর্থনীতিক বিকাশে ও নানারূপ শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে সহায়তা** করা। এজন্য এসকল কার্যে ঋণদান

1 Internal value or purchasing power of money.
2. External value of money or its rate of exchange.

দ্বারা অর্থসংস্থানের ভার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককেই লইতে হয়। কেবল ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশেই যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে এই দায়িত্ব বহন করিবার প্রয়োজন হয় তাহা নহে, প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইংলণ্ডের মত অগ্রসর দেশেও উহার কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড'কে এই দায়িত্ব পালন করিতে হইয়াছিল।

এই উদ্দেশ্যে শিল্পে ও কৃষিতে দীর্ঘমেয়াদী ঋণের সংস্থান করিবার জন্য নানারূপ দীর্ঘ ও মাঝারি মেয়াদী ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপনে ও উহাদের আর্থিক সম্বলের সংস্থান করিতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজন হইতে পারে।

৪. দেশে **ভাল ব্যাঙ্ক, সুসংগঠিত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা ও সুসংগঠিত টাকার বাজার** (স্বল্পকালীন ঋণের বাজার) **এবং অন্ততঃ পক্ষে একটি সুসংগঠিত লগ্নীপত্রের** (শেয়ার, ডিবেঞ্চার ও সরকারী ঋণপত্র) **বাজার**[3] **প্রতিষ্ঠার** জন্যও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রয়োজন রহিয়াছে। ইহা বিকাশমান দেশগুলির দিক হইতে অতি গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যাপক সেয়ার্সের[4] মতে, এসকল দেশে দেশীয় উদ্যোক্তাগণের নিকট আদর্শ স্থাপনের জন্য, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল সম্পর্কে উহার কর্মিগণের অভিজ্ঞতা লাভের জন্য এবং তাহাদিগকে ব্যাঙ্কিং কার্যাবলীতে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে প্রয়োজনবোধে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কার্যাবলী সম্পাদনের ভার গ্রহণের দরকার হইতে পারে। কিংবা এই উদ্দেশ্যে একটি স্বায়ত্তশাসিত বাণিজ্যিক ব্যাংক স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক উহার প্রয়োজনীয় পুঁজির সবিশেষ অংশ প্রদানের প্রয়োজন হইতে পারে।

৫. বিকাশমান দেশগুলিতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তার আরেকটি যুক্তি এই যে, তথায় **এখনও ব্যাঙ্কগুলি যথেষ্ট বৃহৎ ও শক্তিশালী নয় বলিয়া এই সময়ে উহারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব যত সহজে মানিয়া লইবে, পরে তত সহজে উহাকে গ্রহণ করিবে না।**

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে যখন একের পর এক সদ্যস্বাধীন দেশগুলিতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইতে থাকে, তখন প্রশ্ন উঠিয়াছিল এই সকল দেশে, যেখানে কোন সুসংগঠিত ব্যাংক ব্যবস্থা বা টাকার বাজার নাই এবং যেখানে পরিস্থিতি অগ্রসর দেশগুলি হইতে যথেষ্ট ভিন্ন প্রকৃতির, তথায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আদৌ কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা। কিন্তু প্রশ্নটি যথাযথভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে, অগ্রসর এবং বিকাশমান দেশগুলিতে অবস্থার পার্থক্য থাকিলেও তাহা মাত্রার পার্থক্য মাত্র, গুণগত পার্থক্য নহে। এবং বিকাশমান ও অগ্রসর, সকল দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীর মধ্যে কোন মূলগত পার্থক্য নাই। পার্থক্য রহিয়াছে পরিস্থিতি অনুসারে উহার কার্যপদ্ধতির ধরনধারণের। সুতরাং কি অগ্রসর কি বিকাশমান সকল দেশেই উপরোক্ত কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রয়োজন রহিয়াছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্যাবলী
FUNCTIONS OF A CENTRAL BANK

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্যাবলী নিম্নরূপঃ ১. **কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশে কাগজী মুদ্রার একমাত্র প্রচলনকারী**[5]—আধুনিক কালে সকল দেশেই অসীম বিহিত মুদ্রারূপে প্রচলিত কাগজী মুদ্রা প্রচলনের একমাত্র অধিকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। ইহার ফলে কাগজী মুদ্রা প্রচলনে যেমন একটি মাত্র নিয়ম অনুসরণ করা সম্ভব হইয়াছে এবং তাহাতে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের সুবিধা হইয়াছে তেমনি সরকারী নগদ-মুদ্রার একমাত্র যোগানদার রূপে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের হাতে অবস্থিত ঐ নগদ-মুদ্রার উপর ভিত্তি করিয়া যে ঋণ সৃষ্টি করে, তাহাও কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণে সমর্থ হইয়াছে।

3. Securities' Market.
4. Prof. Sayers.
5. Bank of Issue.
6. Unlimited legal tender.

তাহা ছাড়া ইহার ফলে সরকারের পক্ষেও কাগজী মুদ্রার প্রচলন হইতে লব্ধ মুনাফার সমস্তই ভোগ করিবার সুবিধা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের কাগজী মুদ্রার একমাত্র প্রচলন-কারীরূপে বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে। দেশে অর্থের মোট যোগান ও উহার মূল্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নীতির উপরই নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে।

২. **সরকারের ব্যাঙ্ক**[৭]—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারের (যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার) ব্যাঙ্করূপে কাজ করে। সরকারের উদ্বৃত্ত অর্থ যেমন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে আমানতরূপে জমা পড়ে তেমনি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রয়োজনে সরকারকে ঋণ দেয় ও উহার আর্থিক প্রতিনিধিরূপে সরকারের পাওনা আদায় ও দেনা পরিশোধ করে এবং সরকারী ঋণের ব্যবস্থাপনার[৮] ভারও বহন করে। তাহা ছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রয়োজনবোধে নানা বিষয়ে সরকারকে পরামর্শও দেয়।

৩. **বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ব্যাঙ্ক**[৯]—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ব্যাঙ্করূপে কাজ করে। আইনত বাধ্য হইয়া অথবা স্বেচ্ছায় উহারা উহাদের আমানতের নির্দিষ্ট শতাংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট আমানতরূপে জমা রাখে। সকল ব্যাঙ্ক কর্তৃক গচ্ছিত এই আমানত লইয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট যে বিপুল কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত তহবিল সৃষ্টি হয় তাহা নানাভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে উপকৃত করে। ইহার দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি ইহার সাহায্যে অধিকতর ঋণ সৃষ্টিতে সক্ষম হয় ও আপৎকালে উহা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে যথেষ্ট সাহায্য করে। প্রয়োজনবোধে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ পাইবার সুবিধাও ভোগ করে।

৪. **ঋণের শেষ আশ্রয়**[১০]—বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণ সংগ্রহের শেষ আশ্রয় হইল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার একটি মূলনীতি এই যে, দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক-গুলির ও সর্বোচ্চ আর্থিক কর্তৃপক্ষরূপে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের একটি প্রধান দায়িত্ব হইল, ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে ঋণের দরকার হইলে এবং ব্যাঙ্কগুলির নিকট ঋণদান করিবার মত অর্থের অনটন হইলে ও অন্যত্র কোথাও হইতে ব্যাঙ্কগুলি তাহা সংগ্রহে অসমর্থ হইলে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে অবশ্যই উহার সংস্থান করিতে হইবে। একদা বাণিজ্যিক হুন্ডি বাট্টা করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই দায়িত্ব পালন করিত। বর্তমান কালে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের নিকট হইতে সরকারী ঋণপত্র কিনিয়া বা উহার জামিনে ঋণ দিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই দায়িত্ব পালন করে।

৫. **ঋণের নিয়ন্ত্রক**[১১]—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কর্তৃক সৃষ্ট ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা। আধুনিক কালে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির হাতে ঋণ সৃষ্টির যে ক্ষমতা রহিয়াছে উহা নিয়ন্ত্রণ না করিলে দেশে ব্যাঙ্কঋণেব অনাবশ্যক স্ফীতি ও সংকোচনের ফলে গুরুতর অর্থনীতিক বিপর্যয় ঘটিতে পারে। কারণ আধুনিক কালে অর্থের মোট যোগানের অধিকাংশই হইল ব্যাঙ্কঋণ। সুতরাং ব্যাঙ্কঋণের নিয়ন্ত্রণ দ্বারা দেশে অর্থের যোগান ও অর্থের মূল্য তথা দামস্তরকে স্থিতিশীল রাখা ও উহার মধ্য দিয়া অর্থনীতিক স্থিতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অতীব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে পরিণত হইয়াছে।

৬. **বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির পারস্পরিক দেনাপাওনার নিকাশঘর**[১২]—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইল দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির পারস্পরিক লেনদেনের নিকাশঘর[১৩] রূপে কাজ করা। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ব্যাঙ্করূপে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট

7. Banker to the Government. 8. Management of Public Debt.
9. Banker to Banks. 10. Lender of Last Resort.
11. Controller of Credit. 12. Bank of Clearance and Settlement.
13. Clearing house.

উহাদের মোট আমানতের একাংশ আমানতরূপে জমা থাকে। প্রত্যহ ব্যাঙ্কগুলি উহাদের গ্রাহকগণের[14] নিকট হইতে পরস্পরের উপর দাবিযুক্ত যে সকল চেক পায় উহাদের অর্থ পরস্পরের নিকট হইতে আদায় করিতে হয়। এইরূপে প্রত্যহ এক ব্যাঙ্কের নিকট অপর ব্যাঙ্কের যে দেনা জন্মায় তাহা উহারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট অবস্থিত আপন আপন আমানতের উপর চেক কাটিয়া পরিশোধ করে। এই ভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির পারস্পরিক দেনাপাওনার নিকাশঘর রূপে কাজ করে ও একের দেনা অপরের আমানতী হিসাবে জমা দিয়া উহাদের দেনাপাওনার নিষ্পত্তি করিয়া থাকে। ইহার ফলে প্রতিদিন ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে লক্ষ লক্ষ টাকার দেনাপাওনা নগদ অর্থের ব্যবহার ছাড়াই শুধু একের হিসাবে খরচের অঙ্ক ও অপরের হিসাবে জমার অঙ্ক লিখিয়া নিষ্পত্তি করার সুবিধা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক না থাকিলে সম্ভব হইত না।

৭. **বিদেশী মুদ্রা ও মূল্যবান ধাতুর জাতীয় সংরক্ষিত তহবিলের সংরক্ষক[15]**—বৈদেশিক লেনদেনের দ্বারা উপার্জিত বিদেশী মুদ্রা ও দেশের মূল্যবান ধাতুর সংরক্ষিত তহবিলটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট রক্ষিত থাকে। উহার একাংশ দেশের কাগজী মুদ্রা প্রচলনের জামিন হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং অপরাংশ বৈদেশিক লেনদেনের প্রয়োজনে লাগে। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, দেশীয় মুদ্রার বহির্বিনিময়-মূল্য বা বিনিময়-হার সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইলেও, উহা বজায় রাখিবার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের এবং বিদেশী মুদ্রা ও মূল্যবান ধাতুর জাতীয় তহবিলের সংরক্ষকরূপে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পক্ষে ঐ দায়িত্ব পালন করা সুবিধাজনক হইয়াছে।

৮. **অন্যান্য কার্য**—উপরোক্ত কাজগুলি ছাড়াও আরও নানা প্রকার কাজ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বারা প্রয়োজনবোধে সম্পাদিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক উহার নিজ দেশে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার[16] ও বিশ্বব্যাঙ্কের[17] প্রতিনিধিরূপে কাজ করে, দেশে কৃষি ও শিল্পে ঋণদানের ব্যবস্থার সহিত যুক্ত থাকে, এবং সরকার ও দেশবাসীর অবগতির জন্য সর্বদা দেশের নানারূপ অর্থনীতিক কার্যাবলীর তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন, বিভিন্ন বিষয়ে বিবরণী প্রকাশ ও গবেষণা পরিচালনা করে।

এই সকল কার্যাবলীর কোনটির গুরুত্বই কম নহে, তবে উহাদের মধ্যে ঋণের নিয়ন্ত্রণ ও শাসনকে অর্থবিজ্ঞানীরা সর্বাধিক গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া মনে করেন।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক (ব্যাঙ্ক) ঋণ-নিয়ন্ত্রণের বিবিধ পদ্ধতি
CENTRAL BANKING METHODS OF CREDIT CONTROL

ঋণ-নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতির প্রকারভেদ: যে সকল পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কর্তৃক সৃষ্ট ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে উহাদের দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা, পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিসমূহ[18] এবং গুণগত বা বিচারমূলক নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি[19]সমূহ। যে সকল পদ্ধতির দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কঋণের পরিমাণের সংকোচন সম্প্রসারণ ঘটায় তাহা পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি। আর যে সকল পদ্ধতির দ্বারা ঋণের মোট পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ না করিয়া শুধু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উহার সংকোচন সম্প্রসারণ ঘটায় তাহা গুণগত বা বিচারমূলক (বা ভেদমূলক) নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি নামে পরিচিত।

১. **পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি:** ব্যাঙ্করেট বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বাট্টা হার পরিবর্তনের নীতি, সরকারী ঋণপত্র ক্রয়বিক্রয়-নীতি ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট বাণিজ্যিক

14. Customers.
15. Custodian of National Reserves of foreign currency and valuable metals.
16. International Monetary Fund (IMF). 17. World Bank.
18. Quantitative Methods.
19. Qualitative or Selective Methods.

ব্যাংকগুলির আমানত জমার অনুপাত পরিবর্তনের নীতি,—এই তিনটি হইল পরিমাণগত ঋণ-নিয়ন্ত্রণের উপায় বা অস্ত্র।

গুণগত বা বিচারমূলক নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতিঃ ব্যাংকগুলিকে অনুরোধ ও নৈতিক চাপ দেওয়া, নির্দেশ জারী, প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ, ভোগকারী ঋণ-নিয়ন্ত্রণ, ঋণপত্রের জামিনে ঋণ প্রদানে মার্জিনের পরিবর্তন এবং ঋণের রেশনিং ইত্যাদি—গুণগত বা বিচারমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি।

পরিমাণগত ঋণ-নিয়ন্ত্রণের উপায়সমূহ
METHODS OF QUANTITATIVE CREDIT CONTROL

১. ব্যাংকরেট নীতি[২০]**ঃ** ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলির মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ১৮৩৯ সালে ইংলণ্ডে ব্যাংক অব ইংলণ্ড কর্তৃক ইহা সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়। সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইয়োরোপের যে সকল দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও স্বর্ণমান[২১] ছিল তথায় উহা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইত। ইংলণ্ডে ইহা স্বর্ণমান বজায় রাখার একটি শক্তিশালী সহায়করূপে অত্যন্ত গুরুত্ব লাভ করিয়াছিল। বর্তমান শতকের চতুর্থ দশকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্বর্ণমান পরিত্যক্ত হইবার পর হইতে ইহার গুরুত্ব সবিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের তত্ত্বাবধানে সদস্য দেশগুলির মুদ্রার বিনিময়-হারের কমবেশি স্থিতিলাভ এবং প্রধান প্রধান দেশগুলির মধ্যে স্বল্পমেয়াদী ঋণের আদানপ্রদান বা স্বল্পমেয়াদী ঋণ তহবিলের চলাচল (স্থানান্তর) বৃদ্ধি পাইবার দরুন, ইদানীংকালে বৈদেশিক লেনদেনের উদ্বৃত্তের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় ব্যাংকরেট নীতির পুনর্ব্যবহার ঘটিয়াছে ও উহার গুরুত্ব পুনরায় বাড়িয়াছে।

ক. ব্যাংকরেট কাহাকে বলেঃ যে বাট্টাব হাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের অনুমোদিত হুণ্ডি (বাণিজ্যিক) পুনরায় বাট্টা (যাহা ইতিপূর্বে একবার বাণিজ্যিক ব্যাংক নিজে বাট্টা করিয়াছে, অর্থাৎ কারবারিগণের নিকট হইতে বাট্টা বাদে কিনিয়া লইয়াছে) করে তাহাই ব্যাংকরেট বা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বাট্টার বা পুনর্বাট্টার হার এবং এইরূপ নীতিকে ব্যাংকরেট নীতি বলে। যখন কোন বাণিজ্যিক ব্যাংক উহার নগদ-সংরক্ষিত তহবিল (নির্দিষ্ট নগদ-সংরক্ষিত অনুপাত অনুযায়ী) বাদে আর সমস্ত অর্থই ঋণ দিয়া ফেলিয়াছে অথবা ঋণ দিতে গিয়া উহার নগদ-সংরক্ষিত তহবিলটি ন্যূনতম পরিমাণেরও (নগদ-সংরক্ষিত অনুপাত অনুসারে যাহা প্রয়োজন) কম হইয়া পড়িয়াছে বা পড়িবার আশংকা দেখা দিয়াছে, সে সময় উহা হুণ্ডির পুনর্বাট্টা দ্বারা নগদ তহবিল বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দ্বারস্থ হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির ঋণের শেষ আশ্রয় বলিয়া তখন অনুমোদিত বাণিজ্যিক হুণ্ডিগুলি পুনরায় বাট্টা করিয়া বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঋণ দেয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি যে হারে বাট্টা দিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে এইভাবে ঋণ সংগ্রহ করে, উহারা কমবেশি অনুরূপ হারে উহাদের গ্রাহকগণকে প্রদত্ত ঋণের উপর সুদ আদায় করে। সুতরাং ব্যাংকরেটের সহিত বাজারে সুদের চল্‌তি হারের একটি প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে এবং ব্যাংকরেটের পরিবর্তনে টাকার বাজারে স্বল্পকালীন ঋণের সুদের হারও পরিবর্তিত হয়।

যে সকল অনুমানের উপর ব্যাংকরেট নীতিটি প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ উহার সাফল্যের শর্তগুলি এই যে, (ক) বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির সুদের হারের সহিত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বাট্টার হারের সম্পর্ক আছে; (খ) বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে হুণ্ডির পুনর্বাট্টা করিয়া ঋণসংগ্রহে অনিচ্ছুক নয়; (গ) পুনর্বাট্টা করিবার মত যথেষ্ট হুণ্ডি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির নিকট থাকে; (ঘ) বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি একটি নির্দিষ্ট

---

20. The Bank Rate or the Discount Rate Policy.
21. Gold Standard.

অনুপাতে নগদ-সংরক্ষিত তহবিল ধারণ করে; (ঙ) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির সুদের হার অনুযায়ী কারবারীরা উহাদের নিকট হইতে, কম সুদে বেশি ও বেশি সুদে কম ঋণ নেয়; এবং (চ) দেশের দামস্তর, মজুরিস্তর, নিয়োগ, আয় ও উৎপাদন ইত্যাদি সকলই নমনীয়[22] এবং ব্যাঙ্করেটের পরিবর্তন অনুযায়ী সুদের হারের পরিবর্তনের দরুন মোট ঋণের সংকোচন ও সম্প্রসারণ অনুসারে উহারা পরিবর্তিত হয়।

খ. ব্যাঙ্করেট নীতির কার্যপ্রক্রিয়া[23]ঃ ব্যাঙ্করেট নীতি, ব্যাঙ্করেটের পরিবর্তন দ্বারা স্বল্পকালীন ঋণের চাহিদা, যোগান-খরচ এবং ঋণের যোগান এই তিনটি বিষয়কে প্রভাবিত করিয়া ঋণের সংকোচন সম্প্রসারণ ঘটায়। ব্যাঙ্করেট বাড়ান হইলে বাজারে সুদের হারও বাড়ে অতএব ঋণ ব্যবহারের দাম বাড়িয়াছে বলিয়া কারবারীরা স্বল্পতর পরিমাণে (অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে) ঋণ নেয়। ব্যাঙ্করেট বাড়িলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণ সংগ্রহের খরচ বাড়ে বলিয়া উহারাও ঋণের সুদের হার বাড়াইতে বাধ্য হয় এবং তাহাতে ঋণ দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়ে। ব্যাঙ্করেট বাড়ান হইলে দেশের টাকার বাজারের সকল সদস্য ও কারবারীরা ধরিয়া নেয় যে (মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া), কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এবার দেশে ঋণ সংকোচন ঘটাইতে সংকল্পবদ্ধ হইয়াছে ইহা তাহারই ইঙ্গিত এবং ক্রমান্বয়ে আরও নানা ব্যবস্থার দ্বারা উহা দেশে ঋণের যোগান সংকুচিত করিতে যাইতেছে। ফলে সকলেই সতর্ক হইয়া যায় এবং যথাসম্ভব অল্প ঋণে কাজ চালাইতে চেষ্টা করে। ফলে ঋণগ্রহীতারা যেমন অল্প পরিমাণে ঋণ নেয় তেমনি পুরাতন ঋণ পরিশোধে ব্যাঙ্কগুলি উহাদের উপর চাপ দেয় ও তখন উহারা ঋণের সাহায্যে যে সকল লগ্নীপত্রাদি কিনিয়া রাখিয়াছিল বা পণ্যের মজুত সম্ভার ধরিয়া রাখিয়াছিল তাহা বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধে বাধ্য হয়। ইহাতে বিনিয়োগ, উৎপাদন, আয় ও নিয়োগ কমে এবং শেষ পর্যন্ত তাহাতে পণ্যসামগ্রীর চাহিদা কমিয়া গিয়া দামস্তর কমে। আর ব্যাঙ্করেট কমান হইলে ইহার বিপরীত ঘটে। এজন্য মুদ্রাস্ফীতি ও চড়তির বাজারে ব্যাঙ্করেট বাড়াইয়া দামস্তর মোট ব্যয় ও কারবারী কার্যকলাপ সংযত করিবার চেষ্টা করা হয় এবং অবনতির সময় ব্যাঙ্করেট কমাইয়া ঋণের প্রসার দ্বারা অর্থনীতিক কার্যকলাপের সম্প্রসারণের চেষ্টা করা হয়। দেশের আমদানি-রপ্তানি এবং বৈদেশিক লেনদেনের উদ্বৃত্তও ব্যাঙ্করেটের পরিবর্তনে প্রভাবিত হয়। ব্যাঙ্করেট বাড়িলে দামস্তর কমে বলিয়া আমদানি কমে ও রপ্তানি বাড়ে এবং বিদেশী স্বল্পকালীন ঋণ-তহবিল দেশে আকৃষ্ট হইলে, বাণিজ্যে অনুকূল উদ্বৃত্ত এবং লেনদেনের ব্যালান্সে অনুকূল উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয়। ব্যাঙ্করেট কমিলে ইহার বিপরীত ঘটে। সুতরাং বহির্বাণিজ্যে ও বৈদেশিক লেনদেনের উদ্বৃত্ত সৃষ্টিতে সাহায্যের জন্যও ব্যাঙ্করেট নীতির প্রয়োগ ঘটিতে পারে।

গ. ব্যাঙ্করেট নীতির সীমাবদ্ধতা[24]ঃ ১. ব্যাঙ্করেট নীতির সাফল্য নির্ভর করে **ব্যাঙ্করেট ও বাজারে চলতি অন্যান্য সুদের হারের মধ্যে সম্পর্কটি কতটা ঘনিষ্ঠ তাহার উপর।** দেশে সুগঠিত টাকার বাজার (স্বল্পকালীন ঋণের বাজার) থাকিলে তবেই ব্যাঙ্করেটের সহিত স্বল্পকালীন ঋণের সুদের হারগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মে ও ব্যাঙ্করেটের পরিবর্তনে উহারা অবিলম্বে প্রভাবিত হয়। এ কারণে যে সকল দেশে সুগঠিত টাকার বাজার নাই তথায় টাকার বাজারে সুদের হারের উপর ব্যাঙ্করেটের প্রভাব অল্প হয় এবং ব্যাঙ্করেট নীতির কার্যকারিতা সে পরিমাণে কম হয়।

২. **ব্যাঙ্করেট কার্যকর হইবার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির হাতে যথেষ্ট পরিমাণে বাট্টাযোগ্য হুণ্ডি বা অনুরূপ স্বল্পমেয়াদী ঋণপত্র থাকা আবশ্যক।** ইহার অভাবে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে পুনর্বাট্টা করিয়া ঋণ সংগ্রহ করিতে পারে না

22. Flexible.
23. Modus Operandi or the method of operation of the Bank Rate Policy
24. Limitations of the Bank Rate Policy.

এবং তাহার ফলে ব্যাংকরেট প্রয়োগ করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র থাকে না। এজন্য যে সকল দেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির হাতে এরূপ লগ্নীপত্র থাকে না তথায় ব্যাংকরেট বিশেষ কার্যকর হইতে পারে না।

৩. **বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির মধ্যে যদি অনুমোদিত হুন্ডি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট পুনর্বাট্টার দ্বারা ঋণ সংগ্রহের রীতি সুপ্রচলিত থাকে তবেই ব্যাংকরেট কার্যকর হইবার সুযোগ থাকে।** অন্যথায়, এই রীতির অভাবে ব্যাংকরেট সফল হইতে পারে না। বিকাশমান দেশগুলিতে যে সকল কারণে ব্যাংকরেট নীতির কার্যকারিতা কম হইতে দেখা যায়, উহা তাহাদের অন্যতম।

৪. **বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির হাতে যথেষ্ট পরিমাণ নগদ তহবিল থাকিলে ব্যাংকরেট কার্যকর হয় না বা হইতে বিলম্ব হয়।** যতক্ষণ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির হাতে যথেষ্ট নগদ-তহবিল থাকে ততক্ষণ উহারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে পুনর্বাট্টার দ্বারা ঋণসংগ্রহের প্রয়োজন অনুভব করে না বলিয়া ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যাংকরেটও কার্যকর হয় না। একারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে যেখানে ব্যাংকগুলির হাতে যথেষ্ট নগদ-তহবিল থাকে, তথায় ব্যাংকরেটের কার্যকারিতা কম দেখা যায়।

৫. **সুদের হার ও বিনিয়োগের মধ্যে সর্বদা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে না।** চড়তির বাজারে সুদের হার বাড়ান সত্ত্বেও, কারবারিগণের মনে যদি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী মনোভাব থাকে (পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা যদি বেশি থাকে) তবে, তাহারা বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ঋণ করিতে নিবৃত্ত হইবে না। আবাব মন্দার সময় তাহাদের মনে নিরাশাবাদী মনোভাব যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ অল্প সুদে, এমনকি বিনা সুদে ঋণ দিলেও তাহারা উহা লইয়া বিনিয়োগে প্রবৃত্ত হইবে না।

৬. **দামস্তর মজুরিস্তর প্রভৃতি যতটা নমনীয় বলিয়া ব্যাংকরেট নীতির তত্ত্বে অনুমান করা হইয়াছে বাস্তবে উহারা মোটেই ততটা নমনীয় নয়** বলিয়া ব্যাংকরেট নীতির সাফল্যের পথে প্রবল অন্তরায় জন্মে।

২. **খোলাবাজারী লেনদেন বা সরকারী ঋণপত্রের ক্রয়বিক্রয় নীতি**[২৫]**ঃ** ইহা পরিমাণগত ঋণ-নিয়ন্ত্রণের দ্বিতীয় পদ্ধতি এবং বর্তমানে অগ্রসর ও বিকাশমান সকল দেশেই ইহা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। কাজের দক্ষতার দিক হইতে, ব্যাঙ্কঋণের নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের তূণে যাবতীয় অস্ত্রেব মধ্যে ইহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করা হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে ঋণ-নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ইহার প্রয়োগ আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া ব্যাংকরেট নীতির তুলনায় ইহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক পদ্ধতি।

ক. **সরকারী ঋণপত্রের ক্রয়বিক্রয় নীতি বা 'খোলাবাজারী লেনদেন' কাহাকে বলে—** এই নীতির সার কথা হইল **আপন উদ্যোগে** কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারা বাজারে উহার সম্পত্তির[২৬] ক্রয় ও বিক্রয়। ব্যাপক অর্থে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সম্পত্তি বলিতে, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য হুন্ডি, এবং সরকারী ও বেসরকারী নানারূপ ঋণপত্র (সিকিউরিটি ও বন্ড) এবং এমনকি সোনা, রূপা, বিদেশী মুদ্রা ও ব্যাঙ্কের হুন্ডি প্রভৃতি বুঝায়। তবে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও অন্যান্য অধিকাংশ দেশে 'খোলাবাজারী লেনদেন' দ্বারা আপন উদ্যোগে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারা সরকারী ঋণপত্রের বাজারে হস্তক্ষেপ ও কেবল স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদী, সকল সরকারী ঋণপত্রের সবাসরি ক্রয়বিক্রয় বুঝায়। অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর ও বিকাশমান দেশগুলিতে 'খোলাবাজারী লেনদেনের' ক্ষেত্র আরও প্রশস্ত করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংককে উহার নিজের ঋণপত্র প্রচারের এবং সরাসরি সরকারী ঋণপত্রের সহিত উহার নিজের ঋণপত্রও ক্রয়বিক্রয় করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

25. Open Market Operations.
26. Assets.

খ. ঋণপত্র ক্রয়বিক্রয়ের (খোলাবাজারী লেনদেনের) কার্যপ্রক্রিয়া[27]—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণের সংকোচন ঘটাইতে চাহিলে, বাজারে ঋণপত্র বিক্রয় করে। ইহাতে ঐসকল ঋণপত্রের, ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ক্রেতারা উহাদের দাম বাবদ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে যে অর্থ দেয় তাহা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের চেক মারফতই দেওয়া হয়। ইহাতে শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির যে আমানত গচ্ছিত থাকে তাহা হইতেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে ঐ অর্থ দেওয়া হয়। সুতরাং ইহার ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট অবস্থিত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির আমানত (যাহা ব্যাঙ্কগুলির নগদ-তহবিলের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করা হয়) কমিয়া যায় (অর্থাৎ ব্যাঙ্কগুলির নগদ-তহবিল হ্রাস পায়)। তাহার ফলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণপ্রদান-ক্ষমতা কমে, অর্থের টানাটানির দরুন উহারা ঋণগ্রহীতাগণের নিকট হইতে পুরাতন ঋণ ফেরত চায় নূতন ঋণ প্রদানে সতর্কতা অবলম্বন করে। ইহাতে দেশে অর্থের যোগানে টান পড়ে, কারবারী কার্যকলাপ শ্লথ হইয়া পড়ে, বিনিয়োগ কমে, আয় ও নিয়োগ কমে এবং শেষ পর্যন্ত দামস্তর হ্রাস পায়।

আর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণের প্রসার ঘটাইতে চাহিলে, বাজারে ঋণপত্র কিনিতে আরম্ভ করে। উহাদের দাম বাবদ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে নগদ অর্থ দেয় তাহা ব্যাঙ্কগুলিতে আমানত-রূপে জমা পড়ে বা চেক দ্বারা দাম দিলে উহা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিতে জমা পড়ে এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি উহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট উপস্থিত করিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক উহার নিকট অবস্থিত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির আমানতী হিসাবে ঐ অর্থ জমা করিয়া দেয়। ইহাতে হয় ব্যাঙ্কগুলির নিজের নিকট নগদ-তহবিল বাড়ে অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট উহাদের আমানতী জমা (যাহা উহাদের নগদ-তহবিলের অন্তর্গত) বাড়ে। ফলে উহাদের ঋণদান ক্ষমতা বাড়ে। ইহাতে ঋণগ্রহণকারীরা অধিক পরিমাণে ঋণ পায়, উহাদের কারবারী কার্যকলাপ বাড়ে এবং শেষ পর্যন্ত উৎপাদন, আয় ও নিয়োগ বাড়িয়া দামস্তর বাড়ে।

গ. খোলাবাজারী লেনদেনের বিবিধ উদ্দেশ্য[28]—ঋণ-নিয়ন্ত্রণের সাধারণ উদ্দেশ্য ছাড়াও অন্যান্য যে সকল নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ইহা প্রয়োগ করা হয় তাহা হইল,—(ক) ব্যাঙ্ক-রেট নীতি কার্যকর করিতে উহার আনুষঙ্গিক নীতি হিসাবে আগে বা পরে ইহার প্রয়োগ (অর্থাৎ ব্যাঙ্করেট বাড়ান হইলে আগে ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া ব্যাঙ্কগুলির নগদ-তহবিল কমান কিংবা ব্যাঙ্করেট কমান হইলে ঋণপত্র ক্রয় করিয়া ব্যাঙ্কগুলির নগদ-তহবিল বাড়ান), (খ) সরকারী ঋণপত্রের বাজারদর স্থিতিশীল রাখিয়া সরকারের ঋণসংগ্রহের বিঘ্ন দূর করা (সরকারী ঋণপত্রের দর কমিলে বাজারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক উহা কিনিবে এবং দর বাড়িলে উহা বেচিবে), (গ) দামস্তর ও অর্থনীতিক কার্যাবলীর স্থিতি বজায় রাখা (মুদ্রাস্ফীতির বিরোধী ব্যবস্থারূপে ঋণপত্র বিক্রয় ও মুদ্রাসংকোচনের বিরোধী ব্যবস্থারূপে ঋণপত্র ক্রয়), (ঘ) বাজারের মরসুমে অর্থের যোগান যথাযথ রাখিবার জন্য ঋণপত্রের ক্রয় ও বিক্রয়, ইত্যাদি।

ঘ. সাফল্যের শর্তাবলী[29]—খোলাবাজারী লেনদেনের সাফল্যের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা হইল, (ক) লগ্নীপত্রের বাজার (বিশেষত সরকারী ঋণপত্রের) প্রশস্ত, বৈচিত্র্যসম্পন্ন ও সক্রিয় হওয়া আবশ্যক এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক ধৃত সরকারী ঋণপত্রের সর্বোচ্চ সীমা নির্দিষ্ট না থাকা প্রয়োজন, (খ) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কর্তৃক আমানত জমা ও নগদ-তহবিলের মধ্যে একটি মোটামুটি স্থির নির্দিষ্ট অনুপাত (নগদ-সংরক্ষিত অনুপাত) বজায় রাখা আবশ্যক, এবং অধ্যাপক এ্যাস্কহেইম[30]-এর মতে, (গ) ব্যাঙ্করেট সরকারী ঋণ-পত্রের সুদের হার অপেক্ষা বেশি হওয়া উচিত।

27. Modus Operandi of Open Market Operations.
28. Objectives of the Open Market Operations.
29. Conditions for success. 30. Prof. Aschheim.

ঙ. ব্যাঙ্করেটের সহিত খোলাবাজারী লেনদেনের তুলনা[31]—দুইটি প্রধান কারণে ব্যাঙ্করেট অপেক্ষা খোলাবাজারী লেনদেনকে উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য করা হয়, (১) খোলা-বাজারী লেনদেন সরাসরি ব্যাঙ্কগুলির নগদ-তহবিল নিয়ন্ত্রিত করিয়া উহাদের ঋণদান-ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করে, কিন্তু ব্যাঙ্করেট ঋণের খরচ ও যোগান নিয়ন্ত্রণ করিয়া পরোক্ষ-ভাবে ব্যাঙ্কগুলির ঋণদান-ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। এবং (২) খোলাবাজারী লেনদেনে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের উদ্যোগে সরাসরি টাকার বাজারে হস্তক্ষেপ করিয়া ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু ব্যাঙ্করেট নীতিতে ঋণ সংকোচনের উদ্যোগ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির উপর ছাড়িয়া দিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিষ্ক্রিয় থাকে। সুতরাং খোলাবাজারী লেনদেনে যতশীঘ্র ঋণ নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয় ব্যাঙ্করেট নীতিতে তাহা সম্ভব নহে।

চ. খোলাবাজারী নীতির সীমাবদ্ধতা[32]—১. বাজারে ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে পরিমাণে ঋণ সংকোচন ঘটাইতে পারে উহার একটা সীমা আছে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণপত্র ক্রয়ের ইচ্ছা সীমাহীন হইতে পারে না।

২. বিকাশমান দেশগুলিতে সুগঠিত টাকার বাজারের অভাবে ঋণপত্রের বাজারও সুগঠিত থাকে না বলিয়া এসকল দেশে খোলাবাজারী লেনদেনের সাফল্যের বিঘ্ন ঘটে।

৩. কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঋণপত্রের বিক্রয়ে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির নগদ-তহবিল কমিলে উহারা কম ঋণ দিবে এবং ঋণপত্রের ক্রয়ে উহাদের নগদ-তহবিল বাড়িলে উহারা বেশি ঋণ দিবে এরূপ না-ও ঘটিতে পারে। চড়তির বাজারে, ঋণের চাহিদা বেশি থাকিলে এবং ব্যাঙ্কগুলির হাতে নগদ-তহবিল কম হইলে (খোলাবাজারী লেনদেনের ফলে) উহারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অনুমোদিত হুণ্ডি পুনর্বাট্টা করিয়া অতিরিক্ত ঋণসংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে কারবারীদিগকে ঋণ দিতে পারে। আবার মন্দার বাজারে কারবারীরা ঋণগ্রহণে অনিচ্ছুক হয় বলিয়া অধিক ঋণ দিতে চাহিলেও উহারা নেয় না।

৪. কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে যদি উপযুক্ত পরিমাণ ঋণপত্র না থাকে (বিশেষত স্বল্পোন্নত দেশে) তবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পক্ষে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের হাতে অবস্থিত বিপুল অতিরিক্ত নগদ অর্থের সবটা শুষিয়া লওয়া সম্ভব হইবে না।

৩. পরিবর্তনীয় সংরক্ষিত অনুপাতের নীতি[33]**:** ইহা ঋণের পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণের সর্বাধুনিক ও তৃতীয় পদ্ধতি। সকল দেশেই প্রচলিত রীতির জন্যই হোক অথবা আইনের দ্বারা বাধ্যতামূলকভাবেই হোক, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট উহাদের চল্‌তি ও মেয়াদী আমানতের নির্দিষ্ট শতাংশ আমানত হিসাবে জমা রাখে। ১৯১৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কব্যবস্থা (ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম) প্রবর্তিত হইবার সময় আইনগতভাবে তথায় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট এইরূপ ন্যূনতম আমানত জমা রাখিবার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। পরবর্তী কালে অন্যান্য অনেক দেশে (বিশেষত ভারত প্রভৃতি স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে) ইহা গৃহীত হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট এইরূপ ন্যূনতম সংরক্ষিত আমানত জমা রাখিবার প্রধান কারণ তিনটি,—(ক) ইহা প্রত্যেকটি ব্যাঙ্কের এবং সমগ্র ব্যাঙ্কব্যবস্থার আর্থিক সম্বলের তারল্য[34] (উহাদের সম্পত্তির সবিশেষ অংশের দ্রুত নগদ অর্থে রূপান্তর-যোগ্যতা) ও দায়-পরিশোধের ক্ষমতা[35] অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য প্রয়োজন। (খ) ইহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজের পক্ষে সহায়ক। (গ) ইহা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কার্যাবলী এবং উহাদের ঋণদান ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের সহায়ক। ১৯৩৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইন দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক-কর্তৃপক্ষকে এই অনুপাতটি পরিবর্তনের ক্ষমতা দেওযা হয়। পরবর্তী কালে অন্যান্য অনেক দেশে ইহা অনুসৃত হইয়াছে (ভারতে ১৯৫৬ সালে)।

---

31. Open Market Operations and Bank Rate Compared.
32. Limitations of the Open Market Operations.
33. Variable Reserve Ratio Policy. 34. Liquidity. 35. Solvency.

ক. পরিবর্তনীয় সংরক্ষিত অনুপাত কাহাকে বলে—আইনের দ্বারা বাধ্যতামূলকভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট উহাদের আপন আপন চলতি ও মেয়াদী আমানতের যে নির্দিষ্ট শতাংশ ন্যূনতম আমানত হিসাবে জমা রাখিতে বাধ্য হয় উহাকে ন্যূনতম সংরক্ষিত অনুপাত[৩৬] বলে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট বাণিজ্যিক ব্যাংকের এই প্রকার আমানতকে আইনত ন্যূনতম সংরক্ষিত জমা[৩৭] বলা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি আইনের দ্বারা এই সংরক্ষিত ন্যূনতম জমার অনুপাতটি প্রয়োজনমত পরিবর্তনের ক্ষমতা লাভ করে তবে উহাকে পরিবর্তনীয় সংরক্ষিত অনুপাত বলা হয়।

খ. পরিবর্তনীয় সংরক্ষিত অনুপাত নীতির কার্যপ্রক্রিয়া[৩৮]—সংরক্ষিত ন্যূনতম অনুপাত যদি ১০% নির্দিষ্ট হয় তবে প্রত্যেক ব্যাংককে উহার প্রতি ১০০ টাকার আমানতের দরুন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট ১০ টাকা জমা রাখিতে হইবে। ইহাতে ব্যাংকটির হাতে ৯০ টাকা ঋণদানের জন্য অবশিষ্ট থাকিবে। আর যদি সংরক্ষিত অনুপাত ২০% নির্দিষ্ট হয় তবে, প্রতি ১০০ টাকা আমানতের দরুন ২০ টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট জমা রাখিতে হইবে ও ব্যাংকের হাতে ঋণদানের জন্য ৮০ টাকা অবশিষ্ট থাকিবে। সামগ্রিকভাবে সকল ব্যাংকগুলির পক্ষে একযোগে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট ১০% ন্যূনতম সংরক্ষিত অনুপাত জমা রাখিবার নির্দেশ থাকিলে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট উহাদের ১০০ টাকা জমা থাকিলে উহারা সকলে মিলিয়া ১০০০ টাকার পরিমাণ আমানত ধারণ করিতে পারিবে (সংরক্ষিত জমার ১০ গুণ) এবং ২০% সংরক্ষিত অনুপাতের নির্দেশ থাকিলে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট উহাদের ১০০ টাকা জমা থাকিলে, উহারা সকলে মিলিয়া ৫০০ টাকার পরিমাণ (সংরক্ষিত জমার ৫ গুণ) আমানত ধারণ করিতে পারিবে। সুতরাং নিম্নতর সংরক্ষিত অনুপাত থাকিলে ব্যাংকগুলি বেশি আমানত সৃষ্টি করিতে পারে এবং উচ্চতর সংরক্ষিত অনুপাত থাকিলে উহারা অল্প পরিমাণ আমানত সৃষ্টি করিতে পারে। সুতরাং যদি সংরক্ষিত অনুপাতটি ১০% হইতে বাড়াইয়া ২০% করা হয় তাহা হইলে ব্যাংকগুলি অতিরিক্ত ১০% অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখিবার জন্য বাধ্য হইয়া উহাদের ঋণ (উদ্ভূত আমানত প্রভৃতি) কমাইয়া দেয়। ইহাতে ব্যাংকঋণের সংকোচন ঘটে। আর যদি সংরক্ষিত অনুপাত ২০% হইতে কমাইয়া ১০% করা হয় তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে উহাদের আমানত জমার পরিমাণ ন্যূনতম অপেক্ষা বেশি হইয়া পড়ে এবং ঐ অতিরিক্ত অর্থের অনুপাতে উহারা তখন ঋণ (উদ্ভূত আমানত) বাড়াইতে পারে। ফলে ব্যাংকঋণের সম্প্রসারণ ঘটে। এইভাবে, ন্যূনতম সংরক্ষিত জমার অনুপাতটির পরিবর্তনের ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট ব্যাংকগুলির মোট জমার পরিমাণটি প্রভাবিত হয় এবং উহার ফলে ব্যাংকগুলির ঋণদান-ক্ষমতাও প্রভাবিত হয়। ন্যূনতম সংরক্ষিত অনুপাতটি বাড়ান হইলে সকল ব্যাংক উহাদের ঋণসৃষ্টির পরিমাণ কমাইতে বাধ্য হয় এবং ন্যূনতম সংরক্ষিত অনুপাতটি কমান হইলে উহারা বেশি পরিমাণে ঋণসৃষ্টি করিতে পারে। সুতরাং ব্যাংকঋণ বা ব্যাংক আমানত তথা অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণের কাজে পরিবর্তনীয় সংরক্ষিত অনুপাতটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে এক প্রবল শক্তিধর অস্ত্র তুলিয়া দিয়াছে।

গ. ইহার সীমাবদ্ধতা[৩৯]—পরিবর্তনীয় সংরক্ষিত অনুপাতের নীতিটির সাফল্যের পথে নিম্নোক্ত কতকগুলি বাধা দেখা দেয়,—(১) বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির হাতে যদি অত্যধিক অতিরিক্ত নগদ-তহবিল থাকে, তবে সংরক্ষিত অনুপাতের পরিবর্তনটি অধিক না হইলে উহা ব্যাংকগুলির ঋণদান-ক্ষমতাকে বিশেষ সংকুচিত করিতে পারে না। ইহা

36. Minimum Reserve Ratio.
37. Legal Minimum Reserve (Deposits).
38. Modus operandi of the Variable Reserve Ratio Policy.
39. Its limitations.

বিকাশমান দেশগুলির পক্ষে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। (২) পদ্ধতিটি অবিচারমূলক, কারণ সংরক্ষিত অনুপাতের পরিবর্তনে ব্যাংকগুলির ঋণদান-ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হয় বটে, কিন্তু ব্যাংক ছাড়া অন্যান্য ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে ইহা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। এবং ব্যাংকগুলির মধ্যেও আবার সকল ব্যাংকেরই যে অতিরিক্ত নগদ-তহবিল থাকিবে এমন কথা নাই। অথচ নিয়মটি সকল ব্যাংকের উপরই প্রযোজ্য বলিয়া, যাহাদের হাতে অতিরিক্ত নগদ-তহবিল আছে এরূপ ব্যাংক যেমন শাসিত হয় তেমনি যাহাদের হাতে অতিরিক্ত নগদ-তহবিল নাই সেরূপ ব্যাংকের ঋণদান-ক্ষমতাও অনাবশ্যকরূপে সংকুচিত করিয়া উহাদের অত্যন্ত অসুবিধা সৃষ্টি করে। (৩) খোলাবাজারী লেনদেনের তুলনায় ইহা অনমনীয়। কারণ, ইহার দ্বারা প্রয়োজন মত সীমাবদ্ধভাবে বা স্থানীয়ভাবে, ঋণের সংকোচন সম্প্রসারণ ঘটান যায় না। (৪) খোলাবাজারী লেনদেনের তুলনায় ইহার কার্যধারা অপরিচ্ছন্ন[৪০]। কারণ, সংরক্ষিত অনুপাতটি যখন বাড়ান অথবা কমান হয় তখন উহার ফলে, সক্রিয় কিংবা সম্ভাব্য সক্রিয় নগদ-তহবিল কতটা পরিমাণে নিষ্ক্রিয় করা হইল কিংবা সক্রিয়া করিয়া তোলা হইল তাহা যেমন সুনিশ্চিত থাকে না তেমনি উহার প্রভাব বাজারের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বা দেশের কোন্ কোন্ অঞ্চলে পড়িবে সে বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা থাকে না। (৫) তাহা ছাড়া, সরকারী ঋণপত্রাদির সুদের হার-কাঠামো বজায় রাখিবার জন্য যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংক সর্বদাই বাজারে যে কোন পরিমাণে সরকারী ঋণপত্র কিনিতে প্রস্তুত থাকে এবং ব্যাংক-গুলি যদি সরকারী ঋণপত্রের লগ্নীতে বোঝাই থাকে তবে, সংরক্ষিত অনুপাতটি অধিক পরিমাণে বাড়াইয়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির ঋণদান-ক্ষমতা বিশেষ সংকোচন করা সম্ভব হইবে না। কারণ তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট উচ্চতর সংরক্ষিত অনুপাত মত অতিরিক্ত অর্থ জমা দেওয়ার ফলে ব্যাংকগুলির নগদ-তহবিল যে পরিমাণ কমিবে তাহা উহারা সহজেই বিনা লোকসানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট সরকারী ঋণপত্র বেচিয়া পূরণ করিতে পারিবে এবং ঐভাবে তাহাদের ঋণদান-ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে।

ঘ. ইহার গুরুত্ব—তবে এই সকল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও পদ্ধতিটির গুরুত্ব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সেয়ার্সের মতে, খোলাবাজারী লেনদেনের কার্যকারিতা নানা বিঘ্নের দ্বারা সীমাবদ্ধ হওয়ায়, উহার সহিত এই অস্ত্রটিও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তূণে সংযোজিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা ব্যাংকরেট ও খোলাবাজারী লেনদেন অপেক্ষা অনেক দ্রুত কার্যকর হইতে পারে এবং অন্যান্য পরিমাণগত ঋণনিয়ন্ত্রণের সহিত ব্যবহার করা হইলে ইহা সন্তোষজনক ফল দিতে পারে।

ঋণের পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সাধারণ উপসংহার ঃ পরিমাণগত ঋণ-নিয়ন্ত্রণের তিনটি পদ্ধতিরই সুবিধা অসুবিধা আছে বলিয়া এককভাবে উহাদের দ্বারা উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না, এই উপলব্ধির ফলে বর্তমানে এবিষয়ে সকলেই একমত যে এই পদ্ধতি-গুলি পরস্পরের বিকল্প নহে, বরং পরস্পরের সহায়ক ও পরিপূরক। একারণে আধুনিক প্রায় সকল দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই তিনটি অস্ত্রের দ্বারাই সুসজ্জিত দেখিতে পাওয়া যায়।

সেই সঙ্গে ইহাও সকলের উপলব্ধি ঘটিয়াছে যে, টাকার বাজারের জটিলতা বৃদ্ধির দরুন ঋণ তথা অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণে শুধু পরিমাণগত ঋণ-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলি আর যথেষ্ট নহে। কেবল ঋণের মোট পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিলেই চলে না, ঋণের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রগুলি নিয়ন্ত্রণও আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে এবং ঋণ-নিয়ন্ত্রণের আরও প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাও প্রয়োজন। এই উপলব্ধি হইতেই ঋণের গুণগত বা বিচারমূলক নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি উদ্ভাবিত ও প্রচলিত হইয়াছে এবং পরিমাণগত ঋণ-নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতিগুলির সহিত উহা পরিপূরকরূপে বিভিন্ন দেশে ক্রমবর্ধমানভাবে ব্যবহৃত হইতেছে।

40 Clumsy.

২. গুণগত ও বিচারমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ
QUALITATIVE AND SELECTIVE CREDIT CONTROL

জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির কারণঃ নিম্নোক্ত নানা কারণে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও উহার পরবর্তী কালে কেবল পরিমাণগত ঋণ-নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতির উপর নির্ভরশীলতার গুরুত্ব হ্রাস পাইয়াছে এবং তুলনায় গুণগত ও বিচারমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতির উপর নির্ভরশীলতার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে ঃ (১) সম্প্রতিকালে সকল দেশেই সরকারী ঋণপত্রের বাজার যথেষ্ট প্রসারিত হওয়ায় উহাদের দামের স্থিতি বজায় রাখিবার জন্য সরকারের উদ্বেগ বৃদ্ধি পাওয়ায়, সুদের হারের পরিবর্তন (ব্যাঙ্করেট) অথবা ঋণের যোগান নিয়ন্ত্রণ (খোলাবাজারী লেন-দেন) দ্বারা পরিমাণগতভাবে ঋণ-নিয়ন্ত্রণের অসুবিধা বাড়িয়াছে। (২) স্বল্পোন্নত বিকাশমান দেশগুলিতে দ্রুত অর্থনীতিক উন্নয়নের তাগিদে শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে সরকারী অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি পাওয়ায়, সুদের হারের নিয়ন্ত্রণ-নির্ভর বেসরকারী উদ্যোগের উপর নির্ভরশীলতার পরিমাণ কমিয়াছে। (৩) সাম্প্রতিক কালের অধিকাংশ অর্থনীতিক সংকোচন সম্প্রসারণই যে ব্যাঙ্কঋণের অত্যধিক সম্প্রসারণের দরুন ঘটে নাই, বরং উহারা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ফট্কা জাতীয় কার্যাবলীর দরুনই ঘটিয়াছে, ইহা বুঝা গিয়াছে। এই সকল বিষয় উপলব্ধির ফলে, ব্যাঙ্ক-কর্তৃপক্ষগণ ও অর্থবিজ্ঞানিগণের মধ্যে সম্প্রতি-কালে পরিমাণগত ঋণ-নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতির পরিবর্তে গুণগত ও বিচারমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতিসমূহের প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়াছে।

বৈশিষ্ট্য ও পরিমাণগত ঋণ-নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতির সহিত তুলনা ঃ গুণগত ও বিচার-মূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতির নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষণীয়,—(১) বিচারমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতির অস্ত্রগুলি অর্থনীতির (অর্থাৎ ঋণের) বিশেষ বিশেষ **নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে** প্রভাব বিস্তার করে, কিন্তু পরিমাণগত ঋণ-নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতির অস্ত্রগুলি অর্থনীতির **সকল ক্ষেত্রকে** প্রভাবিত করে। (২) বিচারমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণের অস্ত্রগুলি **ঋণগ্রহীতাদের আচরণকে** প্রভাবিত করিয়া উহার মাধ্যমে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু পরিমাণগত ঋণ-নিয়ন্ত্রণের অস্ত্রগুলি সাধারণত, **ঋণদাতাগণের** (ব্যাঙ্কগুলির) **আচরণ** প্রভাবিত করিবার মধ্য দিয়া ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে। (৩) অর্থের আয়-গতিবেগ[41] বাড়িলে, পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণের অস্ত্রগুলির সাহায্যে অর্থের (ঋণের) যোগান সংকুচিত করিবার চেষ্টা বিফল হয়। কারণ উহাদের দ্বারা ঋণের মোট পরিমাণ তথা অর্থের পরিমাণ কমান হইলেও যদি ইতোমধ্যে অর্থের আয়-গতিবেগ বাড়ে তবে উহার পরিমাণ কমিলেও, উহার আয়-গতিবেগ বৃদ্ধির দরুন উহার মোট যোগান কার্যত বাড়িয়া ঋণ সংকোচনের চেষ্টা ব্যর্থ করিতে পারে। কিন্তু বিচারমূলক নিয়ন্ত্রণের বেলায় এরূপ ঘটিতে পারে না। (৪) যে সকল স্বল্পোন্নত দেশ অর্থনীতিক বিকাশের চেষ্টায় নিযুক্ত রহিয়াছে তথায় বিচারমূলক নিয়ন্ত্রণের অস্ত্রগুলি পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণের অস্ত্র অপেক্ষা বেশি উপযোগী। এসকল দেশে অর্থনীতিক বিকাশ-প্রচেষ্টার দরুন সাধারণভাবে অর্থের মোট যোগান নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেশে অর্থের টান সৃষ্টি করা অনুচিত অথচ অর্থনীতির বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কাঁচামালের দুষ্প্রাপ্যতার দরুন উৎপাদন-খরচ বাড়িতে পারে এবং উহার ফলে তথায় উৎপন্ন সামগ্রীর যোগান চাহিদার তুলনায় কম হইয়া একযোগে খরচবৃদ্ধি-চাহিদাবৃদ্ধিজনিত কারণে ঐসকল সীমাবদ্ধ সামগ্রীর দামস্তর বাড়িতে পারে[42] এবং উহা ক্রমশঃ অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রে সংক্রামিত হইবার আশংকা দেখা দিতে পারে। এরূপ পরিস্থিতিতে, ঐ বিশেষ ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতিকে আয়ত্তে আনার জন্য পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণের অস্ত্রগুলি অপেক্ষা বিচারমূলক নিয়ন্ত্রণের অস্ত্রগুলি অধিক উপযোগী। (৫) বিকাশমান দেশগুলিতে যে সীমাবদ্ধ পরিমাণ বিনিয়োগযোগ্য আর্থিক

---

41. Income-velocity of money.
42. Demand-Pull—Cost-Push inflationary rise in prices.

সম্বল রহিয়াছে সামাজিকভাবে বাঞ্ছনীয় ক্ষেত্রে উহার বিনিয়োগ সুনিশ্চিত করিবার জন্য যে সকল আর্থিক ও ফিস্‌ক্যাল নীতি অবলম্বন করা দরকার তাহা প্রয়োগ করিলে, অনেকের মতে, উহাতে অর্থনীতিটি বড় বেশি পরিমাণে সরকার-নিয়ন্ত্রিত হইয়া পড়িতে পারে। এই আশংকা এড়াইয়া মূল উদ্দেশ্য লাভ করিবার জন্য বিচারমূলক নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি অধিক উপযোগী। উহাতে ক্ষতিকর ও ফট্‌কা লেনদেন ছাড়া অন্য প্রকার ব্যক্তিগত উদ্যোগ ক্ষুণ্ণ হইবার আশংকা থাকে না। (৬) পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণের অস্ত্রগুলির দ্বারা ঋণের মোট যোগান নিয়ন্ত্রণ করিলে ভোগব্যয়ের সংকোচন অপেক্ষা বিনিয়োগ-সংকোচন বেশি হইবার আশংকা থাকে। কিন্তু বিচারমূলক নিয়ন্ত্রণের অস্ত্রব্যবহারে বিনিয়োগের সংকোচন না ঘটাইয়া ভোগের সংকোচন ঘটান যায়।

বিচারমূলক নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতির প্রধান অস্ত্রসমূহ[৪৩]**ঃ** অগ্রসর, অনগ্রসর সকল দেশে এ পর্যন্ত যে সকল বিবিধ প্রকার বিচারমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণের উপায়সমূহ ব্যবহৃত হইয়াছে উহারা নিম্নরূপঃ **১. কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক অনুরোধ**[৪৪]—কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংকগুলির নিকট পত্র ও বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ক্রমাগত **'বাঞ্ছনীয় ভাবে'** ঋণ দানের অনুরোধ জানাইতে পারে। এবং অবাঞ্ছিত ঋণ প্রদান সম্পর্কে অসন্তোষ জানাইতে পারে। গুণগত ঋণ-নিয়ন্ত্রণের ইহা মৃদু পন্থা।

২. **নানা প্রকার জামিনে ঋণ প্রদানে মার্জিন নির্ধারণ ও উহার পরিবর্তন**[৪৫]—ডিবেঞ্চার ও অন্যান্য প্রকার লগ্নীপত্রের[৪৬] এবং খাদ্যশস্যাদি বিবিধ দ্রব্যের জামিনে ঋণ প্রদানের সময় উহাদের মূল্যের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ বাদে বাকি অংশের সমপরিমাণ ঋণদানের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে নির্দেশ দিতে পারে। ঐ শতাংশের বৃদ্ধি ও হ্রাস দ্বারা শেয়ার বাজারে ও অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির ফট্‌কাবাজী ও সেজন্য উহাদের দামবৃদ্ধি রোধ করা এবং ব্যাংকঋণের এরূপ ব্যবহার বন্ধ করা এবং বাঞ্ছিত স্থলে ঋণের প্রসার ঘটান যায়।

৩. **বাট্টার হারের বিভিন্নতা ও লগ্নীপত্রের বাট্টাযোগ্যতা নির্ধারণ**[৪৭]—কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্দেশ দ্বারা প্রয়োজন বোধে লগ্নীপত্রের বাট্টাযোগ্যতার শর্তগুলি কঠোর ও শিথিল করিতে পারে এবং বিভিন্ন প্রকার লগ্নীপত্রের উপর বাট্টার পার্থক্যমূলক হার নির্ধারণ করিতে ও উহাদের পরিবর্তন করিয়া, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যাংকঋণের প্রবাহ বাড়াইতে, কমাইতে এবং সম্পূর্ণ বন্ধ করিতে পারে।

৪. **প্রাক্‌-আমদানি জমার ব্যবস্থা**[৪৮]—আমদানির ফলে বিদেশে উহার মূল্য প্রেরণের দরুন দেশে নগদ অর্থের পরিমাণ কমে (তারল্য-হ্রাস)। হঠাৎ একসঙ্গে অধিক পরিমাণে আমদানি দ্রব্যের মূল্য পরিশোধে অকস্মাৎ দেশে নগদ অর্থের যোগান কমিয়া গেলে টাকার বাজারে যাহাতে হঠাৎ টান না ধরে এবং আমদানি যথাসম্ভব বন্ধ করিয়া উহার পরিবর্তে দেশীয় সামগ্রীর বেশি ব্যবহার যাহাতে উৎসাহিত হয় সেজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক আমদানি-কারিগণের উপর নির্দেশ দিতে পারে যে, আমদানির অনুমতিপত্রের জন্য আবেদনের সময়ই ভাবী আমদানি দ্রব্যের মূল্যের একটি পূর্বনির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট জমা রাখিতে হইবে। ইহাতে আগে হইতেই বাজারে অর্থের যোগান খানিক কমিয়া গেলে পরে উহার আকস্মিক হ্রাসজনিত প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া ঘটিবার আশংকা থাকে না। তাহা ছাড়া ঐ জমার উপর সুদ পাওয়া যায় না বলিয়া আমদানির খরচ বাড়ে, ইহাতে আমদানিকারীরা অধিক পরিমাণে আমদানি করিতে নিরুৎসাহিত হইবে।

43. Principal instruments of Selective Control. 44. Persuasion.
45. Fixation and changing of Margin requirements. 46. Securities.
47. Differential Discount Rates and Eligibility Rules.
48. Import Pre-deposit Requirements.

৫. **বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের উপর বিভিন্ন অনুপাতে বিভিন্ন প্রকার আমানত জমার নির্দেশ**[49]—বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক কর্তৃক যে সকল সম্পত্তি জামিনরূপে ধারণ করে (অর্থাৎ ঐ সকল জামিনে ঋণ দেয়) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক উহাদের মধ্যে কোনটিকে উৎসাহিত ও কোনটিকে নিরুৎসাহিত করিতে চাহিলে বিভিন্ন প্রকার সম্পত্তি বাবদ বিভিন্ন অনুপাতে জমা রাখিবার জন্য ব্যাঙ্কগুলিকে নির্দেশ দিতে পারে। ইহাতে, অবাঞ্ছিত সম্পত্তি বাবদ জমার অনুপাত বেশি ও বাঞ্ছিত সম্পত্তি বাবদ জমার অনুপাত কম ধার্য হইতে পারে; ফলে ব্যাঙ্কগুলিও অবাঞ্ছিত জামিনে ঋণের পরিমাণ কমাইয়া বাঞ্ছিত জামিনে ঋণের পরিমাণ বাড়াইতে পারে।

৬. **ঋণের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ**[50] (ঋণের রেশনিং)—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রয়োজন-বোধে, বিভিন্ন প্রকার লগ্নীপত্রের জামিনে ঋণদানের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করিতে ও প্রয়োজন মত উহার পরিবর্তন করিতে পারে। ইহাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঋণের অধিকতর সমবণ্টন ঘটিতে পারে।

৭. **ভোগকারী ঋণ-নিয়ন্ত্রণ**[51]—বর্তমানে প্রায় সকল দেশেই রেডিও, মোটরগাড়ী, রেফ্রিজারেটর, আসবাবপত্র ইত্যাদি স্থায়ী ভোগ্যপণ্য কিস্তিবন্দী বা ভাড়া-ক্রয় শর্তে বিক্রয় হইতেছে। ইহাতে ব্যাঙ্কঋণের যথেষ্ট ব্যবহার করা হয়। চড়তির বাজারে এই প্রকার লেনদেন বাড়িলে তাহাতে ব্যাঙ্কঋণের অতিরিক্ত ও বিপজ্জনক সম্প্রসারণ ঘটিতে পারে। সে কারণে উহা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই প্রকার লেনদেনের শর্তাবলী জারি করিতে ও উহাদের পরিবর্তন করিতে পারে।

বিচারমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা[52]: বিচারমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতির সাফল্যের পথে, প্রতিষ্ঠানগত, অর্থনীতিক ও মনস্তাত্ত্বিক, এই তিন প্রকারের বিঘ্ন দেখা যায়,—(১) ইহার প্রথম অসুবিধা এই যে, ইহার দ্বারা ঋণের চূড়ান্ত ব্যবহারটি সুনিশ্চিত করা যায় না। বিচারমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণকারী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নির্দেশগুলি ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব নহে। (২) স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে বিশেষত দেখা যায় যে, ব্যাঙ্কগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নির্দেশগুলি সহজে মানিতে চাহে না এবং যে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অমান্য করে না সেখানেও, নির্দেশ জারী এবং উহার পালনের মধ্যে দীর্ঘ সময় কাটিয়া যায়। (৩) নির্দেশ পালন করিলেও ব্যাঙ্কগুলি এরূপভাবে উহা পালন করিতে পারে যাহার ফলে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যটিই ব্যর্থ হয়। (ভারতে খাদ্যশস্যের জামিনে ঋণের উপর যে নিষেধাজ্ঞা জারী হয় তাহা উৎপাদক অঞ্চলে পালিত না হইয়া ভোগকেন্দ্রগুলিতে পালিত হওয়ায় উহার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়)। (৪) যে সকল ক্ষেত্রে মোট ঋণের মধ্যে ব্যাঙ্কঋণের পরিমাণ অল্প তথায় বিচারমূলক নিয়ন্ত্রণ বিশেষ সফল হয় না। (৫) ইহাতে সকল ব্যাঙ্কগুলির উপর একই রূপ নির্দেশ জারী করা হয় বলিয়া, অসাবধানী ব্যাঙ্কগুলির সহিত সাবধানী ব্যাঙ্কগুলিও নির্দেশ পালনে বাধ্য হওয়ায় উহাদের অসুবিধা বেশি হয়। (৬) বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ঋণের সম্প্রসারণ ইহা রোধ করিতে সমর্থ হইলেও, সর্বক্ষেত্রে ঋণের সাধারণ সম্প্রসারণ ইহা রোধ করিতে পারে না। এজন্য ইহার সাফল্য সুনিশ্চিত করিতে হইলে ইহার পরিপূরকরূপে পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি প্রয়োগেরও প্রয়োজন হয়। ভারতে বিচারমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রথম দিকে বিশেষ সফল না হইবার একটি প্রধান কারণ এই যে সে সময়ে উহার সহিত ব্যাঙ্করেট প্রয়োগ না করিয়া উহা অপেক্ষাকৃত কম রাখা হইয়াছিল।

উপসংহার: বিচারমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতির দ্বারা কার্যকর ফল লাভ করিতে হইলে, বিশেষত সাধারণ দামস্তর বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতির সময়ে, এই পদ্ধতির সহিত

49. Differential Reserve Requirements.
50. Fixation of Credit Ceilings. 51. Control of Consumer Credit.
52. Limitations of the Selective Credit Control Measures.

পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি ও ফিস্ক্যাল ব্যবস্থাগুলি একযোগে পরস্পরের পরিপূরক-রূপে প্রয়োগ করা প্রয়োজন এবং পরিস্থিতি অনুসারে উহাদের অদলবদল দ্বারা পরস্পরের সামঞ্জস্যমূলকভাবে ব্যবস্থাগুলি প্রবর্তন করা আবশ্যক।

বৃটিশ ও মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংকব্যবস্থার তুলনা

BRITISH AND AMERICAN CENTRAL BANKING SYSTEMS COMPARED

ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পৃথিবীর এই দুইটি প্রধান দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার আচার-আচরণের তুলনামূলক আলোচনা হইতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকব্যবস্থার কার্যা-বলী সম্পর্কে আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট হইতে পারে।

বৃটিশ ও মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিংব্যবস্থা দুইটির মধ্যে মিল ও পার্থক্য, উভয়ই দেখা যায়।

উহাদের প্রধান মিলগুলি হইল ঃ ১. উভয় দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকব্যবস্থাই দেশের আর্থিক স্থিতির জন্য দায়ী এবং সেজন্য উভয়েই আপন আপন দেশের টাকার বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য নানারূপ বিধিব্যবস্থা সৃষ্টি ও পরিচালনা করিতেছে।

২. উভয় দেশেই দেশের নগদ অর্থের একমাত্র উৎস বা যোগানদাররূপে উহার ক্ষমতার দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। উভয় দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাগজের নোট এবং উহার নিকট অবস্থিত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির আমানত-জমা এই নগদ অর্থের অংশ। উভয় দেশেই প্রয়োজনে, প্রত্যক্ষভাবে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে) বা পরোক্ষভাবে (ইংলণ্ডে) বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি ঋণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দ্বারস্থ হয়। এবং উভয় দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক পরিমাণগত ও বিচারমূলক নিয়ন্ত্রণের দ্বারা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির ঋণসৃষ্টি করার ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

কিন্তু উহাদের মিল অপেক্ষা পার্থক্যই বেশি এবং উল্লেখযোগ্য। উহাদের **প্রধান প্রধান পার্থক্যগুলি নিম্নরূপঃ** ১. উহাদের সাংগঠনিক পার্থক্য দুইটি,—(ক) আইনগত ভাবে ইংলন্ডে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ১টি কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ১২টি (সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ১২টি অঞ্চলে ভাগ করিয়া উহাদের প্রত্যেকটির জন্য একটি পৃথক কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্থাপিত হইয়াছে)। তবে. সংখ্যায় ১২টি হইলেও উহারা একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ পর্ষদ্[৫৩] দ্বারা পরিচালিত হয়। সুতরাং কেন্দ্রীয় ব্যাংক ১২টি হইলেও তথায় সর্বোচ্চ কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ একটিই। (খ) ইংলণ্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংক (ব্যাংক অব ইংলণ্ড) জাতীয়করণ করা হইয়াছে। উহা এখন একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১২টি কেন্দ্রীয় ব্যাংক উহাদের সদস্য ব্যাংকগুলির মালিকানার অধীন। সেকারণে, তথাকার কেন্দ্রীয় ব্যাংককে (ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক) বেসরকারী মালিকানার ব্যাংক বলা যায়।

২. উহাদের কার্যধারার পার্থক্যগুলি নিম্নরূপ—(ক) উহাদের কাগজী নোট প্রচলন পদ্ধতি পৃথক। ব্যাংক অব ইংলণ্ড নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বিনা জামিনে ও উহার অধিক সমজামিনের পদ্ধতিতে[৫৪] নোট প্রচলন করে, আর ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক আনুপাতিক জামিনের পদ্ধতিতে[৫৫] নোট প্রচলন করে। (খ) ইংলণ্ডে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির পক্ষে উহাদের আপন আপন আমানতের কোন নির্দিষ্ট শতাংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট জমা রাখা আইনত বাধ্যতামূলক নহে। তথায় উহারা নিজ হইতেই প্রচলিত রীতি অনুসারে উহা জমা রাখে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাংকগুলি নিজ নিজ আমানতের নির্দিষ্ট শতাংশ ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট জমা রাখিতে আইনত বাধ্য। ইহার ফলে ইংলণ্ডে পরিমাণগত ঋণ-নিয়ন্ত্রণের

53. Board of Governors of the Federal Reserve System.
54. Fixed Fiduciary System of Note-Issue.
55. Proportional Reserve System.

জন্য পরিবর্তনীয় অনুপাতের অস্ত্রটি ব্যবহার করা যায় না, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উহা অন্যতম প্রধান উপায়। (গ) ইংলন্ডে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই। তথায় টাকার বাজার, বিশেষত বাণিজ্যিক হুণ্ডির বাট্টার বাজারের মারফত ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড ও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির মধ্যে এক পরোক্ষ সম্পর্ক রহিয়াছে। ফলে তথায় সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি অর্থের প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের স্বারস্থ সহজে হয় না। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক রহিয়াছে। প্রয়োজনে সর্বদাই তথায় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি ফেডারেল ব্যাঙ্কের স্বারস্থ হয়। (ঘ) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে উহাদের প্রয়োজনে, চলতি সুদের হার প্রভৃতিকে ক্ষুণ্ণ করে না, এরূপ সুদে লগ্নীপত্রাদির জামিনে সাময়িক ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ('খোলা খিড়কীদুয়ার নীতি'[56]) ব্যাংক অব ইংলণ্ড কেবল স্বল্পমেয়াদী ট্রেজারী বিলের বাট্টা করে। ইহাতে এরূপ নীতির স্বারা ইংলণ্ডে কেবল স্বল্পমেয়াদী ঋণের সুদের হারের স্থিতিলাভ ঘটে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, এরূপ ক্ষেত্রে স্বল্প এবং দীর্ঘ, উভয় মেয়াদী লগ্নীপত্রই ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক বাট্টা করে। সুতরাং তথায় 'খোলা খিড়কীদুয়ার নীতিতে' স্বল্প মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী, উভয় প্রকার ঋণেব সুদের হারই স্থিতিশীল হয়। (ঙ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির হাতে ন্যূনতম আইনগত সংরক্ষিত তহবিল অপেক্ষা অনেক বেশি অতিরিক্ত নগদ-তহবিল থাকে। ইহাতে তথায় ব্যাংকরেট নীতি ও খোলাবাজারী লেনদেন-পদ্ধতি দুইটির কার্যকারিতা কম। কিন্তু ইংলন্ডে এরূপ সমস্যা নাই। (চ) ব্যাঙ্ক অব ইংলন্ডের অল্পসংখ্যক বেসরকারী অ-ব্যাংক গ্রাহক (লগ্নী প্রতিষ্ঠান) আছে। কিন্তু মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক ছাড়া অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের সহিত লেনদেন করে না।

56. 'Open Back Door' Policy.

১১

বিবিধ মুদ্রামান ব্যবস্থাসমূহ
MONETARY SYSTEMS

[**আলোচিত বিষয় :** মুদ্রামান-ব্যবস্থা কাহাকে বলে—মুদ্রামান-ব্যবস্থার প্রকারভেদ—নানা প্রকারের মুদ্রা—কাগজী মুদ্রা প্রচলনের বিবিধ পদ্ধতি—স্বর্ণমান—স্বর্ণমানের প্রকারভেদ—স্বর্ণমানের কার্যপ্রক্রিয়া—স্বর্ণমানের সাফল্যের শর্তাবলী—স্বর্ণমানের সুবিধা ও অসুবিধা—স্বর্ণমানের পতনের কারণ—আন্তর্জাতিক মুদ্রা-ভাণ্ডার—আন্তর্জাতিক স্বল্পকালীন লেনদেন বা তারল্যের সমস্যা—বিশ্বব্যাঙ্ক।]

মুদ্রামান-ব্যবস্থা কাহাকে বলে: যে সকল বিধিব্যবস্থাসমূহের দ্বারা দেশে অর্থের যোগান ও উহার মূল্য নিয়ন্ত্রিত হয় উহাদের এক কথায় মুদ্রামান-ব্যবস্থা বলে। মুদ্রামান-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হইতেছে দেশের অর্থনীতিক কার্যাবলীর সুষ্ঠু সম্পাদন ও উহার প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য অর্থের যথোপযুক্ত যোগানের বন্দোবস্ত করা এবং দেশে সাধারণ দামস্তর তথা অর্থের মূল্য মোটামুটি স্থিতিশীল রাখা। এই দু'টি কাজে সাফল্যের দ্বারা যে কোন মুদ্রামান-ব্যবস্থার দক্ষতা ও সার্থকতার বিচার করা হয়।

মুদ্রামান-ব্যবস্থার প্রকারভেদ
DIFFERENT MONETARY STANDARDS

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ পর্যন্ত যত প্রকারের মুদ্রামান-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে উহাদের দু'টি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়,—(ক) ধাতব মুদ্রামান এবং (খ) অধাতব মুদ্রামান। ধাতব মুদ্রামান আবার দুই জাতীয়,—(ক) এক ধাতুমান এবং (খ) দ্বিধাতুমান। এক ধাতুমান আবার দুই প্রকার—(ক) স্বর্ণমান ও (খ) রৌপ্যমান। অধাতবমান বলিতে কাগজী মুদ্রামান বুঝায়।

নানা প্রকারের মুদ্রা: **১. মানমুদ্রা**[1]—যে মুদ্রাটি দেশে মূল্যের একক রূপে স্বীকৃত ও প্রচলিত হয় এবং যাহার মূল্যের ভিত্তিতে দেশের অন্যান্য মুদ্রার আপেক্ষিক মূল্য স্থির হয় তাহাই মানমুদ্রা।। স্বর্ণমানে মানমুদ্রা সোনার, রৌপ্যমানে মানমুদ্রা রূপার ও কাগজী মুদ্রামানে মানমুদ্রা কাগজের হয়।

২. বিহিত মুদ্রা[2]—যে মুদ্রায় দামের আদান প্রদান ও ঋণ প্রদান ও পরিশোধ আইন স্বীকৃত তাহাই বিহিত মুদ্রা। ইহা দুই প্রকারের,—(ক) অসীম বিহিতমুদ্রা[3] এবং (খ) সসীম বিহিতমুদ্রা[4]। সাধারণত মানমুদ্রাই দেশে অসীম বিহিতমুদ্রারূপে প্রচলিত থাকে।

৩. পণ্যমুদ্রা[5]—যে ধাতুমুদ্রার ধাতুগত মূল্য এবং মুদ্রা হিসাবে উহাতে অঙ্কিত মূল্য পরস্পরের সমান তাহাই পণ্যমুদ্রা বা পূর্ণমূল্য মুদ্রা। খাঁটি স্বর্ণমানে এরূপ স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত থাকিত।

---

1. Standard Money.
2. Legal tender money.
3. Unlimited legal tender.
4. Limited legal tender.
5. Commodity or full-bodied money.

৪. **নিদর্শনী মুদ্রা**[6]—যে মুদ্রার ধাতুগত মূল্য উহাতে অঙ্কিত মূল্য অপেক্ষা কম তাহাই নিদর্শনী মুদ্রা।

৫. **আদিষ্ট মুদ্রা**[7]—যে মুদ্রার নিজস্ব কোন মূল্য নাই, কেবল সরকারী আদেশ বলে যাহা আইনত মুদ্রারূপে স্বীকৃত ও প্রচলিত তাহাই আদিষ্ট মুদ্রা। কাগজী মুদ্রা বা কাগজের নোট এরূপ মুদ্রার দৃষ্টান্ত।

৬. **প্রতিনিধিমুদ্রা**[8]—যাহা নিজে মুদ্রা নহে কিন্তু যথার্থ মুদ্রার পরিবর্তক রূপে দেশে প্রচলিত থাকে এবং যে কোন সময়ে চাহিবামাত্র যাহা যথার্থ মুদ্রায় ভাঙ্গান চলে তাহাই প্রতিনিধিমুদ্রা। স্বর্ণ বা রৌপ্যমানের অধীনে যে সকল কাগজের নোট প্রচলিত থাকিত তাহা এইরূপ প্রতিনিধিমুদ্রা ছিল। কাগজী মুদ্রা-ব্যবস্থায় কাগজের নোট আর প্রতিনিধিমুদ্রা নহে, স্বয়ং যথার্থ মুদ্রায় পরিণত হয়। উহা আর মূল্যবান ধাতুতে পরিবর্তনীয় থাকে না। কাগজী মুদ্রা দুই প্রকারের—(ক) প্রতিনিধিমুদ্রা বা পরিবর্তনীয় মুদ্রা[9] এবং (খ) অপরিবর্তনীয় মুদ্রা[10]।

কাগজী মুদ্রা প্রচলনের বিবিধ পদ্ধতি
DIFFERENT METHODS OF NOTE ISSUE

দুই নীতিঃ কারেন্সী বনাম ব্যাঙ্কঃ আদিতে স্বর্ণ অথবা রৌপ্য মুদ্রার সহিত কাগজী মুদ্রা বা নোট প্রচলিত হইয়াছিল এই কারণে যে, দেশের উৎপাদন ও অর্থনীতিক কার্যাবলীর প্রসারের সহিত নগদ অর্থের চাহিদা বৃদ্ধির সমতালে মূল্যবান ধাতু সংগ্রহ করিয়া ধাতুমুদ্রার পরিমাণ বাড়ান সর্বদা সম্ভব হইত না এবং ব্যবহারের ফলে ধাতুমুদ্রা ক্ষয়ের দরুন দেশের যথেষ্ট আর্থিক অপচয় ঘটিত। কাগজী মুদ্রা প্রচলনের দ্বারা এই দু'টি প্রধান অসুবিধা দূর করা যাইত। কিন্তু তখন সকল দেশেই ধাতবমান থাকায় দেশের মান ও বিহিত মুদ্রা স্বর্ণ অথবা রৌপ্যমুদ্রার হইত এবং প্রচলিত কাগজী মুদ্রাগুলি উহার সহিত প্রতিনিধিমুদ্রা বা (ধাতুমুদ্রায়) পরিবর্তনীয় মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইত। সে সময়ে, কোন্ নীতির ভিত্তিতে কাগজী মুদ্রার প্রচার করা সংগত হইবে তাহা লইয়া তুমুল বিতর্কের সূত্রপাত ঘটিয়াছিল। একদল ছিল 'কারেন্সী নীতি'র[11] পক্ষে, অপর দল ছিল 'ব্যাঙ্কিং নীতি'র[12] সমর্থক।

কারেন্সী নীতি—প্রচলিত কাগজের নোটগুলি নিজেরা অর্থ নয়, উহারা প্রতিনিধি-মুদ্রামাত্র, এবং সে কারণে যে কেহ কাগজের নোটের পরিবর্তে আসল ধাতুমুদ্রা দাবি করিলে তাহা ভাঙ্গাইয়া দিতে হইবে। সুতরাং যত টাকার কাগজী মুদ্রা প্রচলিত হইবে, উহার সমমূল্যের মূল্যবান ধাতু অথবা ধাতুমুদ্রার সংরক্ষিত তহবিল জামিন স্বরূপ আর্থিক কর্তৃপক্ষকে ধারণ করিতে হইবে অর্থাৎ কাগজী নোটের জন্য শতকরা ১০০ ভাগ জামিন রাখিতে হইবে। ইহাই কারেন্সী নীতি বলিয়া পরিচিত। এই নীতি গ্রহণ করিলে আর্থিক কর্তৃপক্ষ (সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক) কখনই জামিনের সমমূল্যের অধিক নোট প্রচার করিতে পারিবে না। ফলে উহার খামখেয়ালীতে অতিরিক্ত নোট প্রচলনের ও উহার দরুন দামস্তর বৃদ্ধির কোন আশংকা থাকিবে না এবং প্রয়োজন হইলে প্রত্যেকটি কাগজী মুদ্রা ধাতুমুদ্রায় ভাঙ্গাইয়া দেওয়া সম্ভব হইবে বলিয়া কাগজী মুদ্রার উপর দেশবাসীর আস্থা অটুট থাকিবে ও কাগজী নোটগুলিও জনপ্রিয় হইবে। ইহাই ছিল কারেন্সী নীতির সমর্থকগণের যুক্তি।

ব্যাঙ্কিং নীতি—কিন্তু ব্যাঙ্কিং নীতির সমর্থকগণের বক্তব্য ছিল যে, যত টাকার কাগজী নোট প্রচারিত হইবে, উহার সবগুলি কখনই একযোগে ভাঙ্গাইবার প্রয়োজন হইবে

6. Token money or token coin.
7. Fiat money.
8. Representative money.
9. Convertible paper money.
10. Inconvertible paper money.
11. Currency Principle.
12. Banking Principle.

না। **সুতরাং প্রচলিত নোটের সমপরিমাণ সংরক্ষিত তহবিল জামিন রাখিবার প্রয়োজন নাই, উহার একটি নির্দিষ্ট শতাংশ জামিন রাখিলেই চলে। প্রচলিত নোটের গড়পড়তা কিরূপ অংশ লোকে ধাতুমুদ্রায় ভাঙ্গাইতে চায় তাহা লক্ষ্য করিয়া জামিনের অনুপাত স্থির করিতে হইবে।** ইহাতে সুবিধা এই যে, জামিনের পরিমাণ কম লাগে এবং প্রয়োজন হইলে, সহজে কাগজী নোটের প্রচলন বাড়ান যায় (জামিন যদি ২০ শতাংশ হয়, তবে প্রতি ২০ টাকার পরিমাণ জামিন বাড়াইলে ১০০ টাকার পরিমাণ নূতন নোট প্রচার করা যায়)। সুতরাং ইহাতে খরচ কম এবং ইহা সংকোচন-সম্প্রসারণশীল[13]। তুলনায়, কারেন্সী নীতিটি ব্যয়বহুল এবং দুষ্পরিবর্তনীয়[14] (কারণ যত টাকার নূতন নোট প্রচার করা হইবে তত টাকার জামিন রাখিতে হইবে, ইহা সহজসাধ্য নয়)। তবে, ব্যাঙ্কিং নীতিরও কিছু অসুবিধা আছে। উহার একটি এই যে, ইহাতে নোট প্রচারে জামিন কম লাগে বলিয়া, কর্তৃপক্ষ অত্যধিক পরিমাণে নোট প্রচার করিয়া সংকট ডাকিতে পারে।

শেষ পর্যন্ত কোন দেশেই অবশ্য কারেন্সী নীতি গৃহীত হয় নাই, ইংলণ্ডে নীতি হিসাবে ইহা গৃহীত হইলেও কার্যত ইহা কখনই পালিত হয় নাই। সুতরাং কাগজী নোটের প্রচলনে ব্যাঙ্কিং নীতিই শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করিয়াছে বলা যায়।

নোট প্রচলনের পদ্ধতিসমূহঃ বিভিন্ন দেশে নোট প্রচলনের যে সকল বিবিধ পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে তাহা নিম্নরূপঃ **১. 'ফিক্স্‌ড্‌ ফিডিউসিয়ারী সিস্টেম'[15] বা নির্দিষ্ট মাত্রা অবধি বিনা (ধাতু) জামিনে নোট প্রচলন-পদ্ধতি**—ইংলণ্ডে কারেন্সী নীতির ভিত্তিতে ১৮৪৪ সালে এই পদ্ধতিতে কাগজী নোট প্রচলন প্রবর্তিত হয়। ইহাতে আইনের দ্বারা একটি নির্দিষ্ট মাত্রা বা সীমা পর্যন্ত মূল্যবান ধাতু ছাড়া অন্য জামিনে (যথা, লগ্নী-পত্রাদি, সরকারের হুণ্ডি ইত্যাদি) কাগজী নোট প্রচার এবং উহার অতিরিক্ত নোট প্রচারে শতকরা ১০০ ভাগ মূল্যবান ধাতু জামিন রাখিবার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ভারতেও ১৮৬১ সালে নোট প্রচারের এই পদ্ধতি গৃহীত হইয়াছিল। ইহার **সুবিধা** এই যে, জামিন সম্পর্কে কড়াকড়ি থাকায় নোটের প্রচার যেমন কর্তৃপক্ষ ইচ্ছামত বাড়াইয়া মুদ্রাস্ফীতি ডাকিয়া আনিতে পারে না তেমনি ধাতুমুদ্রায় উহা ভাঙ্গাইয়া দিতেও কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু ইহার **অসুবিধা** এই যে, আইন-নির্দিষ্ট সীমার অধিক নোট প্রচারে সমপরিমাণ মূল্য-বান ধাতু জামিন রাখিতে হয় বলিয়া, ব্যবস্থাটি সংকোচন-সম্প্রসারণশীল নহে, উহা দুষ্পরিবর্তনীয়। আধুনিক সমাজে উৎপাদন ও অর্থনীতিক কার্যাবলীর সম্প্রসারণের দরুন প্রয়োজনীয় পরিমাণে ও দ্রুত টাকার পরিমাণ বৃদ্ধির প্রয়োজন হয় কিন্তু এই পদ্ধতিটি উহার অনুপযোগী। এজন্য ইংলণ্ডেও এই পদ্ধতিটি বলবৎ থাকিলেও, বাস্তবে ইহা অমান্য করিয়াই অর্থের যোগান বাড়ান হইয়াছে। অর্থাৎ, সেখানে যতবারই নোট প্রচার বাড়াইবার প্রয়োজন হইয়াছে, ততবারই মূল্যবান ধাতুর বিনা জামিনে নোট প্রচারের সীমাটি বাড়ান হইয়াছে। এইভাবে মূল নীতিটি ফাঁকি দিয়া তথায় পদ্ধতিটির খোলস বজায় রাখা হইয়াছে।

২. আনুপাতিক জামিনের পদ্ধতি[16]—এই পদ্ধতিতে প্রচলিত নোটের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ (১০%, ২০%, ২৫% ইত্যাদি) মূল্যবান ধাতুর জামিন রাখা হয়, নোটের বাকি অংশের জন্য অন্যান্য লগ্নীপত্রাদি জামিন থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহা প্রচলিত। এই পদ্ধতির **সুবিধা** এই যে, ইহাতে অল্প জামিন (মূল্যবান ধাতুর) প্রয়োজন হয় বলিয়া ইহাতে খরচ কম এবং সে কারণে দরিদ্র দেশগুলির পক্ষে সুবিধাজনক। তাহা ছাড়া, ইহাতে সহজে প্রয়োজনমত নোটের প্রচার বাড়ান কমান যায় (প্রতি ১০ বা ২০ টাকার মূল্যবান ধাতুর জামিন বাড়িলে ১০০ টাকার পরিমাণ অতিরিক্ত নোট প্রচার করা যায় এবং

13. Flexible. 14. Rigid. 15. Fixed Fiduciary System.
16. Proportional Reserve System.

প্রতি ১০ কি ২০ টাকার জামিন কমিলে ১০০ টাকা করিয়া নোট প্রচার কমান যায়)। সুতরাং পদ্ধতিটি নমনীয়। কিন্তু ইহার **অসুবিধা** এই যে, সহজে নোটের প্রচার বাড়ান যায় বলিয়া ইহাতে অতিরিক্ত পরিমাণ নোট প্রচারের সম্ভাবনা থাকে এবং কম হইলেও, ইহাতেও মূল্যবান ধাতু জামিন রাখিতে হয়, অথচ আধুনিক কালে কোন দেশেই কাগজের নোটগুলি আর ধাতুমুদ্রার পরিবর্তনযোগ্য নয়। •উহারা নিজেরাই আইনত অর্থে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং মূল্যবান ধাতুর জামিন রাখিবার কোন প্রয়োজনই আর না থাকা সত্ত্বেও (কারণ আদিতে উহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কাগজী নোটগুলি ধাতুমুদ্রায় ভাঙগাইয়া দেওয়া) ইহাতে অনাবশ্যকভাবে জামিন রাখিতে হয়। ইহা অপচয়। ভারতে ১৯৩৫ সাল হইতে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত আনুপাতিক জমা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল।

৩. **'ম্যাক্সিমাম ফিডিউসিয়ারী'[১৭] বা বিনা (মূল্যবান ধাতু) জামিনে সর্বাধিক সীমা পর্যন্ত নোট প্রচার-পদ্ধতি**—এই পদ্ধতিতে প্রচলিত কাগজী মুদ্রার জন্য কোনরূপ মূল্যবান ধাতুর সংরক্ষিত তহবিল জামিন হিসাবে রাখিবার ব্যবস্থা থাকে না। আর্থিক কর্তৃপক্ষ যে নোট প্রচার করে আইনের দ্বারা কেবল উহার ঊর্ধ্ব সীমা বাঁধিয়া দেওয়া হয় এবং প্রয়োজনমত ঐ ঊর্ধ্ব সীমার পরিবর্তন করা হয়। এবং প্রচলিত নোটের জামিন স্বরূপ কেবল সরকারী লগ্নীপত্রাদি রাখা হয়। ইহার যুক্তি এই যে, বর্তমানে যখন কাগজের নোট নিজেই বিহিত এবং মানমুদ্রায় পরিণত হইয়াছে এবং উহা আর প্রতিনিধি মুদ্রা নয় বলিয়া মূল্যবান ধাতুমুদ্রায় উহা ভাঙগাইয়া দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। সরকারের উপর আস্থা আছে বলিয়াই সকলে কাগজের নোট টাকা বলিয়া গ্রহণ করিতেছে সেহেতু কাগজী মুদ্রার জন্য আর কোন মূল্যবান ধাতুর জামিন রাখিবার প্রয়োজন নাই। ইহার **সুবিধা** এই যে, ইহাতে কোন মূল্যবান ধাতুর জামিনের প্রয়োজন হয় না বলিয়া, ইহার খরচ সর্বাপেক্ষা কম এবং প্রয়োজনমত অতি সহজে নোটের প্রচার ইহাতে বাড়ান কমান যায়। সুতরাং ইহা অত্যন্ত নমনীয় পদ্ধতি এবং আধুনিক প্রগতিশীল দেশগুলির উপযোগী। কিন্তু ইহার **অসুবিধা** এই যে, নোট প্রচারের যে ঊর্ধ্বসীমা নির্দিষ্ট হয় তাহা নির্ধারণে ভুল হইতে পারে, বারংবার উহার পরিবর্তন অবাঞ্ছনীয় এবং স্বাভাবিক সময়ে ঐ অবধি নোট প্রচারের প্রয়োজন না থাকিলেও, আর্থিক কর্তৃপক্ষ সহজেই ঐ পর্যন্ত নোট প্রচার বাড়াইয়া দেশে মুদ্রাস্ফীতি ডাকিয়া আনিতে পারে। আর্থিক কর্তৃপক্ষের উপর এতটা ক্ষমতা ছাড়িয়া দেওয়া সঙ্গত কিনা সে বিষয়ে অনেকের সন্দেহ আছে। কিন্তু ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, আর্থিক কর্তৃপক্ষই যখন এবিষয়ে দেশের মধ্যে বিশেষজ্ঞ তখন উহাকে সন্দেহ করা উচিত নহে এবং এবিষয়ে উহার বিচার-বিবেচনার উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নাই।

৪. **ন্যূনতম জমার পদ্ধতি[১৮]**—এই পদ্ধতিতে নোট প্রচারের কোন ঊর্ধ্বসীমা আইনের দ্বারা বাঁধিয়া দেওয়া হয় না, কেবল প্রচারিত নোটের জন্য মূল্যবান ধাতু ও বিদেশী মুদ্রার একটি ন্যূনতম সংরক্ষিত তহবিল ধারণ করা হয়। ইহার যুক্তি হইল এই যে,—(ক) বর্তমানে নোটগুলি মূল্যবান ধাতুমুদ্রায় পরিবর্তনীয় না হইলেও, নোটের জন্য মূল্যবান ধাতুর জামিন রাখিবার প্রথার স্মৃতি মানুষের মনে এরূপ গাঁথিয়া গিয়াছে যে, যত অল্পই হোক, মূল্যবান ধাতুর কোন প্রকার জামিন ছাড়া নোট প্রচার করিলে তাহাতে সমাজে প্রতিকূল মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার আশংকা থাকে। (খ) আকস্মিক প্রয়োজন ও বৈদেশিক লেনদেনের প্রয়োজনেও সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক-কর্তৃপক্ষকে কিছু না কিছু মূল্যবান ধাতু ও বিদেশী মুদ্রার সংরক্ষিত তহবিল ধারণ করিতে হয়। অতএব, এসকল কারণে, প্রচলিত নোটের জন্য একটি ন্যূনতম জমা রাখা আবশ্যক। ইহার **সুবিধা** এই

17. Maximum Fiduciary System.
18. Minimum Reserve System.

যে, জামিনের পরিমাণের সহিত নোট প্রচারের পরিমাণটি বাঁধিয়া না দেওয়ায় প্রয়োজনমত সহজেই নোট প্রচারের পরিমাণ বাড়ান যায়। ইহাতে স্বাধীন বিচার-বিবেচনামত কাজ করিতে আর্থিক কর্তৃপক্ষের কোন অসুবিধা হয় না। পদ্ধতি হিসাবে ইহা অত্যন্ত নমনীয়। ইহাতে ন্যূনতম জমা রাখিবার দরুন খরচও কম হয়। তবে ইহার **অসুবিধা** হইল যে, সরকারের চাপে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রয়োজনের অধিক নোট প্রচারে মুদ্রাস্ফীতি ঘটাইতে পারে। ১৯৫৬ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন সংশোধন দ্বারা পূর্বের আনুপাতিক জমার পদ্ধতি পরিবর্তন করিয়া ন্যূনতম জমার পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে।

উপসংহার : ইহাদের মধ্যে কোন্ পদ্ধতিটি সর্বোত্তম ও বাঞ্ছনীয়?—আদর্শ বা সর্বোত্তম নোট প্রচলন-পদ্ধতির আবশ্যকীয় গুণাবলী হইতেছে—(ক) উহা যথেষ্ট নমনীয় বা সংকোচন-সম্প্রসারণশীল[19] হওয়া চাই (যেন প্রয়োজনে সহজে নোটের প্রচার বাড়ান-কমান যায়); (খ) উহা মোটামুটি স্বয়ংক্রিয়[20] হওয়া চাই (যেন তাহাতে সর্বদা হস্তক্ষেপের প্রয়োজন না হয়); (গ) উহাতে অর্থের অভ্যন্তরীণ মূল্য[21] (দামস্তর) ও বহির্মূল্য[22] (বিনিময় হার) যেন মোটামুটি স্থিতিশীল[23] হয় (অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রা-সংকোচনের আশংকা না থাকে); (ঘ) উহার খরচ যেন যথাসম্ভব কম হয় (সংরক্ষিত তহবিলটি যেন বেশি না হয়); এবং (ঙ) উহা জটিলতামুক্ত[24] হওয়া চাই। এই লক্ষণগুলি দিয়া নোট প্রচলনের বিবিধ পদ্ধতিগুলি বিচার করিলে দেখা যায় যে, ন্যূনতম জমার পদ্ধতিটিই উহাদের মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণে এই সকল গুণের নিকটবর্তী। তবে উহার একমাত্র অসুবিধা এই যে উহাতে মুদ্রাস্ফীতির আশংকা থাকেই। কিন্তু আধুনিক কালে, দেশে নোট প্রচারের পরিমাণ কেবল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপরই নির্ভর করে না, উহা নির্ভর করে সরকারের সামগ্রিক অর্থনীতিক নীতি ও লক্ষ্যের উপর। এবং দেশের দামস্তর সামান্য পরিমাণ ঊর্ধ্বগামী হইয়া দেশে পূর্ণনিয়োগ লাভে সহায়তা করুক ইহা সকল দেশেই স্বীকৃত অর্থনীতিক নীতিতে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং মুদ্রাস্ফীতির বিরোধী প্রবল মনোভাব দূর হইয়া উহাকে আয়ত্তের মধ্যে রাখিবার লক্ষ্যই সর্বজনস্বীকৃত। এই অবস্থায় ন্যূনতম জমার পদ্ধতিটিই সর্বাধিক বাঞ্ছনীয় বলিয়া গণ্য করিতে হয়, ইহাই অর্থবিজ্ঞানী ও আর্থিক কর্তৃপক্ষ মহলের ধারণা।

স্বর্ণমান
THE GOLD STANDARD

সমাজে অর্থের উদ্ভাবন কাল হইতেই, মানুষ ইহা উপলব্ধি করিয়াছে যে, যে দ্রব্যটি সর্বজনগ্রাহ্যরূপে বিনিময়ের মাধ্যম ও সঞ্চয়ের বাহন হিসাবে সমাজে প্রচলিত হইবে উহার নিজের মূল্যের স্থিতি সর্বাগ্রে প্রয়োজন এবং তাহা সুনিশ্চিত করিবার জন্য এরূপ বস্তু অর্থরূপে ব্যবহার করা আবশ্যক মানুষের কাছে যাহার নিজস্ব মূল্য আছে। এই বিচারে দীর্ঘকাল পূর্বেই সোনা মানব-সমাজে অর্থরূপে ব্যবহারের সর্বাধিক উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় বহু প্রাচীন কাল হইতেই পৃথিবীর নানা দেশে স্বর্ণমুদ্রার ব্যবহার প্রবর্তিত হয়। **স্বর্ণমুদ্রা দেশের মানমুদ্রা ও বিহিতমুদ্রা রূপে প্রচলিত থাকিলে অথবা/এবং কাগজী মুদ্রা স্বর্ণমুদ্রায় কিংবা নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনার পরিবর্তে সরকারী টাঁকশাল কর্তৃক ভাঙ্গাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা থাকিলে, উহাকে স্বর্ণমান বলে।** পৃথিবীর যাবতীয় ধাতু মুদ্রামানগুলির মধ্যে স্বর্ণমানই সর্বাধিককাল পৃথিবীতে প্রচলিত ছিল। স্বর্ণমানের জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ এই যে,—(১) ধাতু হিসাবে সোনার জনপ্রিয়তা ও মূল্য স্বর্ণমুদ্রার প্রতি সহজে সমাজের আস্থা সৃষ্টি করে। (২) স্বর্ণমুদ্রা দেশের অভ্যন্তরে ও বাহিরে বিদেশের সহিত লেনদেনে, সর্বত্র সর্বজনগ্রাহ্য (বিদেশে উহা মুদ্রা হিসাবে না

19. Flexibility or elasticity.
20. Automatic.
21. Internal value of money.
22. External value of money.
23. Stability.
24. Simplicity.

হইলেও নির্দিষ্ট ওজনের ও তদনুযায়ী দামের স্বর্ণখণ্ড হিসাবে গ্রহণযোগ্য)। এবং (৩) ইহাতে আর্থিক কর্তৃপক্ষ ইচ্ছামত অর্থের পরিমাণ বাড়াইতে পারে না (কাগজী মুদ্রার ক্ষেত্রে যাহা সম্ভব) বলিয়া মুদ্রাস্ফীতি ঘটিতে পারে না, আর্থিক কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারও চলে না।

স্বর্ণমানের প্রকারভেদ[25]**ঃ** স্বর্ণমান তিন প্রকারের, (ক) স্বর্ণমুদ্রামান,[26] (খ) স্বর্ণপিণ্ডমান[27], এবং (গ) স্বর্ণবিনিময়মান[28]।

স্বর্ণমুদ্রামানে নির্দিষ্ট ওজন ও খাদবিশিষ্ট স্বর্ণমুদ্রা দেশের মধ্যে মান ও বিহিত মুদ্রারূপে প্রচলিত থাকে। উহার সহিত কাগজী মুদ্রাও ব্যবহৃত হইতে পারে তবে উহারা চাহিবামাত্র স্বর্ণমুদ্রায় পরিবর্তনীয় থাকে। লেনদেনের সুবিধার জন্য অল্প মূল্যের নিকৃষ্ট ধাতুর নিদর্শনীমুদ্রা[29]ও প্রচলিত থাকে। সরকারী টাঁকশালে যে কেহ স্বর্ণপিণ্ড জমা দিলে উহার পরিবর্তে সমমূল্যের স্বর্ণমুদ্রা পাইতে পারে। এবং দেশে সোনা আমদানি-রপ্তানির উপর কোন বিধি-নিষেধ থাকে না। ১৮৭৫-১৯১৪ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইহা প্রচলিত ছিল।

স্বর্ণপিণ্ডমানে নির্দিষ্ট ওজন ও খাদের স্বর্ণমুদ্রাকে দেশের মানমুদ্রা বলিয়া ঘোষণা করা হয়, কিন্তু কোন স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত থাকে না। উহার পরিবর্তে কাগজী মুদ্রা প্রচলিত থাকে। ঐ কাগজী মুদ্রা ভাঙ্গাইয়া যে কেহ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা সরকারী খাজাঞ্চিখানা[30] হইতে নির্দিষ্ট ওজন ও খাদের স্বর্ণপিণ্ড[31] পাইতে পারে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট দামে ঐ স্বর্ণপিণ্ড ক্রয়বিক্রয়ের ব্যবস্থা থাকে এবং এইভাবে কাগজী মুদ্রাকে স্বর্ণে পরিবর্তনীয় রাখা হয়। তৎসহ নিদর্শনী মুদ্রাও প্রচলিত থাকে। দেশে সোনা আমদানি-রপ্তানির উপর কোন নিষেধাজ্ঞা থাকে না। ১৯২৫-৩১ সালে ইংলণ্ডে ও ১৯২৬-৩১ সালে ভারতে এইরূপ মুদ্রামান প্রচলিত ছিল।

স্বর্ণবিনিময় মানে নির্দিষ্ট ওজন ও খাদের স্বর্ণমুদ্রা দেশের মানমুদ্রা বলিয়া ঘোষিত হয় কিন্তু দেশে কোন স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত থাকে না কিংবা স্বর্ণপিণ্ডও নির্দিষ্ট দামে বিক্রয়ের জন্য মজুত রাখা হয় না। দেশে কাগজী মুদ্রা ও অন্য ধাতুমুদ্রা (রৌপ্য মুদ্রা) বিহিত মুদ্রারূপে প্রচলিত থাকিতে পারে। যে দেশে স্বর্ণমুদ্রা ও স্বর্ণমান আছে ঐরূপ কোন একটি দেশের মুদ্রার সহিত দেশীয় মুদ্রার বিনিময়-হার বাঁধিয়া দেওয়া হয় এবং সরকার ঐ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট সংরক্ষিত তহবিল রূপে একটি আমানত হিসাব খুলিয়া তাহাতে ঐ দেশের মুদ্রা জমা রাখে এবং নিজ দেশে দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ে ঐ হিসাব হইতে উক্ত বিদেশী মুদ্রা ক্রয়বিক্রয় করে। এইভাবে স্বর্ণমানবিশিষ্ট ভিন্ন দেশের সহিত নিজ মুদ্রার বিনিময়-হার বজায় রাখিয়া মুদ্রা-বিনিময়ের মারফত স্বর্ণমানের সুবিধা ইহাতে ভোগ করা হয়। ভারতে ১৯০০-১৪ সাল পর্যন্ত এই প্রকার মুদ্রামান প্রচলিত ছিল।

স্বর্ণমানের বৈশিষ্ট্য[32] **ঃ** যে কোন মুদ্রামানের মতই স্বর্ণমানেরও কাজ এবং উদ্দেশ্য দুটি ঃ (ক) সরকারী নগদ অর্থের অভ্যন্তরীণ মূল্য স্থির রাখা এবং এজন্য উহার মোট পরিমাণ বা যোগান নিয়ন্ত্রণ করা; এবং (খ) অর্থের বহির্মূল্য বা বৈদেশিক বিনিময়-হার (অর্থাৎ অন্যান্য বিদেশী মুদ্রার সহিত দেশীয় মুদ্রার বিনিময় হার) স্থির রাখা। প্রথমটি স্বর্ণমানের অভ্যন্তরীণ দায়িত্ব ও কর্তব্য, এবং দ্বিতীয়টি স্বর্ণমানের আন্তর্জাতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

প্রথম কর্তব্যটি পালনের জন্য স্বর্ণমান-ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট ওজন ও খাদের স্বর্ণমুদ্রা

25. Different types of Gold Standard. 26. Gold Currency Standard
27. Gold Bullion Standard. 28. Gold Exchange Standard.
29. Token Coins. 30. Treasury. 31. Gold bars or bullions.
32. Features of the Gold Standard.

দেশের মান (ও বিহিত) মুদ্রা রূপে ঘোষিত হয় এবং কাগজী মুদ্রা প্রচলিত থাকিলে উহা স্বর্ণমুদ্রা বা স্বর্ণে পরিবর্তনযোগ্য করা হয়। ইহাতে টাকার দাম স্বর্ণের দ্বারা অর্থাৎ নির্দিষ্ট ওজনের স্বর্ণের মূল্য দ্বারা নির্ধারিত হওয়ায়, উহার অভ্যন্তরীণ মূল্য সুনির্দিষ্ট হয় এবং উহা যাহাতে স্থির থাকে সেজন্য সোনার সংরক্ষিত তহবিল[৩৩]-এর আয়তন অনুসারে দেশে সরকারী প্রচলিত নগদ অর্থের (স্বর্ণমুদ্রা ও কাগজী নোট) মোট পরিমাণ স্থির ও নিয়ন্ত্রিত হয়। স্বর্ণের সংরক্ষিত তহবিলের আয়তন বৃদ্ধিতে নগদ অর্থের প্রচলন বাড়ে এবং সংরক্ষিত তহবিলের আয়তন সংকুচিত হইলে নগদ অর্থের প্রচলন কমে। ইহাকে **অভ্যন্তরীণ স্বর্ণমান**[৩৪] বলে।

দ্বিতীয় কর্তব্যটি পালনের জন্য, স্বর্ণমানবিশিষ্ট একাধিক দেশের স্বর্ণ মুদ্রার মধ্যে বিনিময়-হার উহাদের পরস্পরের স্বর্ণের পরিমাণ ও উহাদের খাদ অনুসারে মূল্যেব অনুপাতে আপনা হইতেই নির্ধারিত হইয়া যায়। ইহাতে বিভিন্ন (স্বর্ণমানবিশিষ্ট) দেশের মধ্যে উহাদের মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার বা বহির্মূল্য আপনা হইতেই স্থির হয় এবং উহা স্থিতিশীল রাখিবার জন্য ঐ সকল দেশগুলিতে অবাধে সোনার আমদানি ও রপ্তানি চলিতে এবং সোনার একটি নিয়ন্ত্রণমুক্ত বাজার সৃষ্টি করিতে দেওয়া হয়। এইরূপ স্থিতিশীল বিনিময়-হারকে বিনিময়ের টাঁকশালের দর[৩৫] বলে এবং মুদ্রা-বিনিময়ের বাজারে দৈনন্দিন বিনিময়-হার (বা বিবিধ মুদ্রার দর) ঐ টাঁকশালের দরকে কেন্দ্র করিয়া ওঠানামা করে। এই স্বর্ণমান একটি আন্তর্জাতিক বিনিময়ের মাধ্যম ও আন্তর্জাতিক মূল্যের পরিমাপে পরিণত হয়। ইহাকে **আন্তর্জাতিক স্বর্ণমান**[৩৬]ও বলে।

সুতরাং সাধারণভাবে **স্বর্ণমানের** নিম্নলিখিত **বৈশিষ্ট্যগুলি** দেখা যায়ঃ ১. ইহাতে দেশীয় মুদ্রার মূল্য নির্দিষ্ট ওজনের ও খাদের সোনার মূল্যে দিয়া নিধারিত হয়।

২. দেশে অর্থের মোট পরিমাণ সোনার সংরক্ষিত তহবিলের আয়তনের উপর নির্ভর করে।

৩. স্বর্ণমানবিশিষ্ট বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় হার উহাদের স্বর্ণমূল্যের অনুপাতে **আপনা হইতেই** নির্ধারিত হইয়া যায়।

৪. বিভিন্ন স্বর্ণমানবিশিষ্ট দেশের মধ্যে অবাধে সোনার আমদানি-রপ্তানি চলিতে দেওয়া হয় এবং সোনার একটি নিয়ন্ত্রণমুক্ত বাজার প্রতিষ্ঠিত হইতে দেওয়া হয়।

স্বর্ণমানের কার্যপ্রক্রিয়া[৩৭] **ঃ স্বর্ণপ্রবাহ-দামপ্রক্রিয়া**[৩৮] ঃ স্বর্ণমানের উদ্দেশ্য ও কাজ হইতেছে দেশীয় মুদ্রার স্বর্ণমূল্যে বাঁধিয়া দিয়া উহাতে সমাজের আস্থা সৃষ্টি করা, অর্থের অভ্যন্তরীণ মূল্যে ও বিনিময়-হারের স্থিতি বজায় রাখা, বিভিন্ন দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক লেনদেনের উপায় বা মাধ্যম সৃষ্টি করা এবং বৈদেশিক বাণিজ্য তথা আন্তর্জাতিক লেন-দেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত[৩৯] দূর করিয়া ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা। দেশীয় মুদ্রার স্বর্ণমূল্যে নির্দিষ্ট করিয়া দিলে, স্বর্ণমান উহার বাদ বাকি কাজগুলি আপনা আপনি পালন করে বলিয়া ইহাকে একটি 'স্বয়ংক্রিয়'[৪০] মুদ্রামান ব্যবস্থা বলা হয় এবং ইহাই স্বর্ণমানের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ বলিয়া দাবি করা হয়।

ক. বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময়-হার নির্ধারণ—ধরা যাক ভারত ও মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্র উভয়ে স্বর্ণমানে আছে এবং ভারতের ১টি সোনার টাকায় ২০ গ্রেণ সোনা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১টি ডলারে ১০০ গ্রেণ সোনা আছে। তাহা হইলে ভারতের ১ টাকা = $\frac{২০}{১০০}=\frac{১}{৫}$ ডলার = ২০ সেন্ট (১ ডলার=১০০ সেন্ট)। এবং মার্কিন ১ ডলার= $\frac{১০০}{২০}$ = ৫ টাকা।

---

33. Gold Reserve. 34. Domestic Gold Standard.
35. Mint par of Exchange or Mint Parity.
36. International Gold Standard. 37. The Gold Standard Mechanism.
38. The Specie flow-price Mechanism. 39. Adverse Balance.
40. Automatic System.

সন্তরাং টাকা ও ডলারের বিনিময়ের টাঁকশালের দর হইতেছে, ১ টাকা=২০ সেন্ট। এইভাবে দুইটি দেশের মুদ্রার বিনিময়-হার উহাদের স্বর্ণমূল্য অনুসারে আপনা-আপনি স্থির হইয়া যায়।

খ. উহা স্থির থাকে কিভাবে—ধরা যাক ভারত হইতে ২০ গ্রেণ সোনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাইতে ১ সেন্ট খরচ পড়ে। অতএব যদি কেহ সরাসরি ২০ গ্রেণ সোনা সেখানে পাঠায় তবে তাহার সোনার দাম সহ ২১ সেন্ট লাগিবে। আর যদি কেহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে ২০ গ্রেণ সোনা আনায় তবে ১ সেন্ট খরচ বাদে সে ১৯ সেন্ট মূল্যের সোনা পাইবে। তাহা হইলে ভারতের টাকা ও মার্কিন ডলারের টাঁকশালের দর যদিও ১ টাকা=২০ সেন্ট তথাপি প্রত্যেক দিন বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ের বাজারে টাকা ও ডলারের চাহিদা-যোগান অনুসারে উহাদের বিনিময়ের বাজার-দর স্থির হইবে, কিন্তু তাহা হইলেও ঐ দর ১ টাকা=১৯ সেন্টের কম কিংবা ১ টাকা=২১ সেন্টের বেশি হইতে পারিবে না। কারণ টাকার দর ১৯ সেন্টের কম বা ২১ সেন্টের বেশি হইলে দুই দেশের দেনাদার-পাওনাদারেরা সরাসরি সোনা দিয়া (পাঠাইয়া বা আনিয়া) পরস্পরের দেনাপাওনা নিষ্পত্তি করিবে। সুতরাং স্বর্ণমানে বিনিময়-হার স্থিতিশীল হয়। উহার ওঠানামা অত্যন্ত অল্প ও সীমাবন্ধ (টাঁকশালের দরের কাছাকাছি) থাকে। টাকার দাম ১৮ সেন্ট হইলে সরাসরি কেহ টাকা দিয়া ডলার না কিনিয়া ভারতে ২০ গ্রেণ সোনা কিনিয়া উহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাইলে ১ সেন্ট পাঠাইবার খরচ বাদে ১৯ সেন্ট দেনা শোধ করিতে পারিবে। সেরূপ টাকার দাম ২২ সেন্ট হইলে মার্কিন দেনদারেরা সরাসরি ডলার দিয়া টাকা না কিনিয়া ২০ সেন্ট দিয়া ২০ গ্রেণ সোনা কিনিয়া ভারতে পাঠাইলে এবং উহার সহিত খরচ ১ সেন্ট যোগ দিলে ২১ সেন্ট দিয়া ১ টাকার দেনা শোধ করিতে পারিবে। ইহাতে বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ের বাজারে বিনিময়ের দর বা হার টাঁকশালের দরের নিকটবর্তী হইবে।

গ. বিদেশী দেনাপাওনার প্রতিকূল উদ্বৃত্ত দূর হইয়া ভারসাম্য ফিরিয়া আসিবে কি ভাবে—ধরা যাক্, ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয় দেশই স্বর্ণমানে রহিয়াছে। ধরা যাক্, মার্কিন দেশের সহিত বাণিজ্যে ভারতের অনুকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত[৪১] (আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি বেশি) ঘটিয়াছে। ইহার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট ভারতের যে পাওনা হইবে সে বাবদ ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে সোনা পাইবে। ভারতে ঐ সোনা আমদানির ফলে দেশে সোনার সংরক্ষিত তহবিল বাড়িবে বলিয়া মুদ্রা প্রচলনের পরিমাণ বাড়িবে। নগদ অর্থ বাড়িলে ব্যাঙ্কঋণের পরিমাণও বাড়িবে। ইহাতে অর্থের মোট যোগান বাড়িলে দামস্তরও বাড়িবে। ইহাতে দেশে মুনাফা, বিনিয়োগ, উৎপাদন, আয় ও নিয়োগ সকলই বাড়িবে কিন্তু আর্থিক আয় যত শীঘ্র বাড়ে উৎপাদন তত শীঘ্র বাড়ে না বলিয়া, এবং নিয়োগ বৃদ্ধির দরুন উপাদানের যোগানে টান ধরিলে, উৎপাদন-খরচও বাড়িবে। ফলে দেশে আয় বৃদ্ধি ও দামস্তর বৃদ্ধির দরুন ভারতের বাজারে মার্কিন পণ্যের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাম বাড়ে নাই বলিয়া উহাদের দাম ভারতের তুলনায় কম হওয়ায়) চাহিদা ও সে কারণে ভারতে উহাদের আমদানি বাড়িবে এবং ভারতীয় পণ্যের দাম বাড়িয়াছে বলিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উহাদের চাহিদা ও সে কারণে তথায় উহাদের রপ্তানি কমিবে।

অপরদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে প্রতিকূল বাণিজ্যের দেনা শোধ করিতে সোনা রপ্তানির দরুন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সোনার সংরক্ষিত তহবিল হ্রাস পাওয়ায় সেখানে অর্থের প্রচলন ও মোট যোগান কমিবে। উহাতে সেখানে দামস্তর কমিবে, মুনাফা কমিবে, বিনিয়োগ, উৎপাদন, আয় ও নিয়োগ কমিবে এবং উৎপাদন-খরচও কমিবে। ইহাতে

41. Favourable Balance of Trade.

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আয়স্তর কমিয়াছে বলিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় পণ্যের আমদানি কমিবে এবং মার্কিন পণ্য সস্তা হইয়াছে বলিয়া ভারতে মার্কিন পণ্যের রপ্তানি বাড়িবে।

ফলে বৎসর-শেষে দেখা যাইবে যে, এবার ভারত-মার্কিন বাণিজ্যে ভারতের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত ও মার্কিন দেশের অনুকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ঘটিয়াছে। তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বাবদ দেনা শোধ করিতে গিয়া, ভারত আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে যে সোনা লাভ করিয়াছিল তাহা পুনরায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাইয়া দিবে এবং ভারতের নিকট দেনা বাবদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে সোনা ভারতে পাঠাইয়াছিল তাহা উহা ফিরিয়া পাইবে।

এইভাবে দুইটি স্বর্ণমানবিশিষ্ট দেশের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য ও সোনার অবাধ চলাচলের ফলে উহাদের কোনটিরই স্থায়ী অনুকূল কিংবা স্থায়ী প্রতিকূল বাণিজ্য ও বৈদেশিক লেনদেনের উদ্বৃত্ত থাকিতে পারে না। পরবর্তী প্রতিকূল উদ্বৃত্ত দ্বারা পূর্বেকার অনুকূল উদ্বৃত্ত অথবা পরবর্তী অনুকূল উদ্বৃত্ত দ্বারা পূর্বেকার প্রতিকূল উদ্বৃত্ত নিশ্চিহ্ন হইয়া উভয়ের দেনাপাওনায় ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আরেকটি বিষয় এই ভারসাম্য আনয়নে সাহায্য করে। তাহা হইল স্বর্ণ রপ্তানিকারী দেশে মুদ্রা-সংকোচনের দরুন সুদের হার বাড়ে ও স্বর্ণ-আমদানিকারী দেশে মুদ্রা-প্রচলন বৃদ্ধির দরুন সুদের হার কমে। ইহাতে বেশি সুদের লোভে মুদ্রা-সংকোচনকারী দেশে আন্তর্জাতিক স্বল্প-মেয়াদী ঋণ বা পুঁজি আকৃষ্ট হয় এবং মুদ্রা-প্রচলন বৃদ্ধিকারী দেশে সুদের হার কমিয়া যাওয়ায় সেখান হইতে আন্তর্জাতিক স্বল্পমেয়াদী পুঁজি অন্য দেশে (যেখানে সুদের হার বেশি তথায়) চলিয়া যায়।

এইরূপে স্বর্ণমানের অধীনে বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে, (১) দামস্তর ও উৎপাদন খরচের হ্রাসবৃদ্ধি, (২) সুদের হারে পরিবর্তন ও (৩) সোনার আমদানি-রপ্তানি বা চলা-চলের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও লেনদেনে **আপনা আপনি** ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া উহাকে **স্বয়ংক্রিয়** স্বর্ণপ্রবাহ-দামস্তর কার্যপ্রক্রিয়া বলে।

স্বর্ণমানের সাফল্যের শর্তাবলী[42] **: স্বর্ণমান-খেলার নিয়মাবলী**[43]—স্বর্ণমান যাহাতে সফল হইতে পারে সেজন্য উহা বজায় রাখিবার কতকগুলি অবশ্যপালনীয় শর্তাবলী বা নিয়মাবলী আছে। যথা,—১. দেশীয় মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখাই দেশের আর্থিক নীতির একমাত্র লক্ষ্য হওয়া চাই এবং সেজন্য অন্যান্য লক্ষ্য বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকা চাই।

২. অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নীতি অনুসরণ করা চাই। কোন প্রকারেই আমদানি-রপ্তানিকে নিয়ন্ত্রণ করিলে চলিবে না।

৩. অবাধে বিভিন্ন দেশের মধ্যে স্বর্ণ চলাচল করিতে দিতে হইবে। উহা নিয়ন্ত্রণ করা চলিবে না। তবে এইরূপ স্বর্ণ চলাচলের পরিমাণ বৈদেশিক লেনদেনের উদ্বৃত্ত ও স্বল্পমেয়াদী পুঁজির চলাচলের অধিক হইলে চলিবে না এবং স্বল্পমেয়াদী পুঁজির চলাচলও সীমাবদ্ধ পরিমাণ হওয়া চাই।

৪. স্বর্ণের আগমন ও নির্গমনের সহিত দেশে অর্থের প্রচলন আপনা আপনি বাড়াইবার ও কমাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৫. স্বর্ণের আগমন-নির্গমনের দরুন অর্থের প্রচলনের সম্প্রসারণ ও সংকোচনের সহিত দেশের অভ্যন্তরীণ দামস্তর মজুরিস্তর, উৎপাদন-খরচস্তর, আয়স্তর ও নিয়োগ-স্তর যথেষ্ট নমনীয় হওয়া চাই, অর্থাৎ উহাদের ওঠানামা ঘটিতে দিতে হইবে ও উহা সহ্য করিতে হইবে।

42. Conditions for the success of the Gold Standard.
43. Rules of the Gold Standard Game.

৬. স্বর্ণমানের সাফল্যের আরেকটি প্রয়োজনীয় শর্ত এই যে, স্বর্ণমানবিশিষ্ট দেশের যথেষ্ট পরিমাণে সোনার সংরক্ষিত তহবিল থাকা চাই।

এই নিয়ম বা শর্তগুলি পালিত না হইলে স্বর্ণমান টিকিয়া থাকিতে পারে না।

স্বর্ণমানের সুবিধাসমূহ[44]—স্বর্ণমানের উল্লেখযোগ্য সুবিধাগুলি হইল, (১) ইহা বিভিন্ন স্বর্ণমানবিশিষ্ট দেশগুলির মুদ্রার বিনিময়-হারের মধ্যে স্থিতি আনে; (২) কোনরূপ সরকারী হস্তক্ষেপ ব্যতীত ইহা একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্ররূপে কাজ করে। (৩) বিনিময়-হারের স্থিতির দরুন ইহাতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। (৪) ইহাতে মুদ্রার স্বর্ণমূল্য নির্দিষ্ট থাকে বলিয়া, মুদ্রাব্যবস্থার উপর সহজে দেশবাসীর আস্থা স্থাপিত হয়। এবং (৫) দেশের দামস্তরের ওঠানামা সত্ত্বেও, উহা সোনার আগমন-নির্গমনের সহিত সম্পর্কবিশিষ্ট থাকে বলিয়া ঐ ওঠানামার নির্দিষ্ট সীমা থাকে এবং সে কারণে দামস্তর অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল হয়।

স্বর্ণমানের অসুবিধা বা ত্রুটিসমূহ[45]—ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি এই যে, (১) ইহা মোটেই স্বয়ংক্রিয় নহে। সরকারকে যথেষ্ট পরিমাণে হস্তক্ষেপ করিয়া ইহা সচল রাখিতে হয়। (২) ইহাতে বিনিময়-হারের স্থিতির স্বার্থে দেশের অভ্যন্তরীণ দামস্তরের, আয় ও নিয়োগস্তরের স্থিতি বলি দিতে হয়। ইহার ফলে একমাত্র বৈদেশিক বাণিজ্যে নিযুক্ত শিল্পগুলি বাদে আর কেহই উপকৃত হয় না। (৩) ইহা সুসময়ে কাজ দেয় কিন্তু দুঃসময় অর্থাৎ সংকটকালে বিকল হইয়া পড়ে। অতীতে ইহা বারংবার দেখা গিয়াছে। (৪) ইহাতে স্থিতিশীল বিনিময়-হারের মারফত অন্যান্য দেশের অভ্যন্তরীণ সংকট আপন দেশে সংক্রামিত হয় অথচ, বিনিময়-হার স্থিতিশীল রাখিবার স্বার্থে উহার বিরুদ্ধে কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় না। ফলে দেশের প্রয়োজন অনুসারে স্বাধীন অর্থনীতিক নীতি গ্রহণের অধিকার বিসর্জন দিতে হয়।

স্বর্ণমানের পতনের কারণ[46]—গত শতাব্দীতে বৃটেন ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে স্বর্ণমান গ্রহণ করে। উহার পর গত শতাব্দীর শেষ ত্রিশ বৎসরে একে একে পৃথিবীর অন্যান্য প্রধান সকল দেশেও স্বর্ণমান প্রবর্তিত হয় (ব্যতিক্রম ছিল কেবল চীন, মেক্সিকো এবং আর কয়েকটি ক্ষুদ্র দেশ)। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ভারতেও স্বর্ণ (বিনিময়) মান প্রবর্তিত হয়। ফলে বর্তমান শতাব্দীর গোড়ায় পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত হইয়া, উহা এক আন্ত-র্জাতিক মানে পরিণত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধ কালে (১৯১৪-১৮) স্বর্ণমান সাময়িক ভাবে স্থগিত রাখা হয়। মহাযুদ্ধের অবসানে সকল দেশেই পুনরায় স্বর্ণমানে ফিরিয়া যাওয়ার কথা উঠিতে থাকে। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে বিভিন্ন দেশে স্বর্ণমানের পুনঃপ্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয় এবং ১৯২৮ সালের মধ্যে উহা আবার প্রায় সকল দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আন্তর্জাতিক মান রূপে নিজের মর্যাদা ফিরিয়া পায়। কিন্তু অচিরেই ১৯৩১ সালে তীব্র সংকটের দরুন বৃটেন প্রথম ইহা পরিত্যাগ করে। অন্যান্য দেশগুলিও ক্রমে বৃটেনকে অনুসরণ করিয়া স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিতে থাকে। ১৯৩৭ সালের মধ্যে পৃথিবীর সকল দেশেই স্বর্ণমান পরিত্যক্ত হয়। তাহার পর হইতে অদ্যাবধি আর কোন দেশে স্বর্ণমান পুনঃ-প্রবর্তিত হয় নাই এবং কোন দেশ আর সে কথা চিন্তাও করে না।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বর্ণমানের সাফল্যের এবং প্রথম মহাযুদ্ধের পর পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত স্বর্ণমানের স্বল্পকালীন আয়ুর ও অবশেষে উহার চূড়ান্ত পতনের মূল কারণটি হইল এই যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তীকালে স্বর্ণমানের দেশগুলি স্বর্ণমান-খেলার নিয়মাবলী পরিপূর্ণভাবে পালন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পরে

44. Advantages or Merits of the Gold Standard.
45. Demerits of the Gold Standard.
46. Causes of the Breakdown of the Gold Standard.

স্বর্ণমান পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেও উহারা স্বর্ণমান-খেলার নিয়মাবলী আর মানিয়া চলিতে পারে নাই এবং তাহা সম্ভবও ছিল না।

১. **বিনিময়-হারের স্থিতি বজায়ের লক্ষ্য পরিত্যাগঃ** ১৯২৯-৩৩ সালে যে বিশ্ব-ব্যাপী মন্দা দেখা দেয় তাহাতে সকল দেশেই আয় ও নিয়োগ অত্যন্ত কমিয়া গিয়া দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিক স্থিতি এত ক্ষুণ্ণ হয় যে, উহাই প্রধান সমস্যারূপে পরিণত হয়। ইহার ফলে বিনিময়-হারের স্থিতি বজায় রাখা আর অর্থনীতিক নীতির মুখ্য লক্ষ্য না থাকিয়া আয় ও নিয়োগ বৃদ্ধির দ্বারা অভ্যন্তরীণ স্থিতি প্রতিষ্ঠা ও তাহা বজায় রাখা মুখ্য লক্ষ্যে পরিণত হয় এবং এজন্য ইহার স্বার্থে, বিনিময়-হারের স্থিতি বর্জনেও দেশগুলি স্বীকৃত হয়।

২. **অবাধ বাণিজ্য নীতি পরিত্যাগঃ** প্রথম মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর সকল দেশেই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী মনোবৃত্তির প্রবল জাগরণের ফলে প্রত্যেক দেশই যে কোন প্রকারে রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি সংকোচনের দ্বারা বৈদেশিক বাণিজ্য ও লেনদেনের অনুকূল উদ্বৃত্ত সৃষ্টিতে ব্যগ্র হইয়া পড়ে এবং এজন্য বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর নানা প্রকার বিধি-নিষেধ আরোপ করিয়া সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করিতে থাকে। ইহার ফলে অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিনষ্ট হয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অত্যন্ত সংকুচিত হয়।

৩. **সোনা ও স্বল্পমেয়াদী পুঁজির চলাচল অত্যন্ত বৃদ্ধি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট পৃথিবীর অধিকাংশ সোনার মজুত, অন্যান্য দেশগুলির সোনার সংরক্ষিত তহবিলের অবনতিঃ** প্রথম মহাযুদ্ধেব পরবর্তীকালে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রনৈতিক গোল-যোগ ও অনিশ্চয়তার দরুন স্বল্পমেয়াদী পুঁজি ও সোনার চলাচল অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। তাহা ছাড়া, যে ভার্সাই চুক্তি দ্বারা জার্মেনী আত্মসমর্পণ করে ও প্রথম মহাযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে উহার শর্তানুযায়ী মিত্রশক্তির দেশগুলিকে বিপুল ক্ষতিপূরণ বাবদ জার্মেনী বিপুল পরিমাণ সোনা দিতে বাধ্য হয় এবং মিত্রশক্তির অন্তর্গত দেশগুলির অধিকাংশই আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট যুদ্ধকালীন ঋণ ও উহার সুদ বাবদ দেনা শোধ করিতে বিপুল পরিমাণ সোনা মার্কিন দেশে পাঠাইতে বাধ্য হয়। ইহাতে পৃথিবীর তৎকালীন মোট সোনার এক-তৃতীয়াংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জমা পড়ে এবং অন্যান্য দেশগুলিতে সোনার সংরক্ষিত তহবিল প্রায় রিক্ত হয়। এই পরিস্থিতিতে ঐ সকল দেশগুলির পক্ষে আর স্বর্ণমানে থাকা সম্ভব ছিল না। কারণ, তাহা হইলে সোনার চলাচল অক্ষুণ্ণ রাখিতে গিয়া যে সোনা বাহিরে যাইতে দিতে হইত তাহা আর উহাদের ভাণ্ডারে ছিল না।

৪. **সোনার আগমন-নির্গমন অনুসারে অর্থের প্রচলন পরিবর্তনে অস্বীকৃতিঃ** এই সময়ে যে কোন প্রকারে বিনিময়-হারের স্থিতিরক্ষা আর মুখ্য লক্ষ্যরূপে অনুসরণ করা সম্ভব না হওয়ায় এবং উহার পরিবর্তে অভ্যন্তরীণ স্থিতিই প্রধান সমস্যায় পরিণত হওয়ায়, স্বর্ণমানের দেশগুলি আর সোনার আগমন-নির্গমন অনুসারে দেশে অর্থের প্রচলন বাড়াইতে ও কমাইতে রাজী ছিল না।

৫. **অভ্যন্তরীণ দামস্তর, মজুরিস্তর প্রভৃতির অনমনীয়তা বৃদ্ধিঃ** প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তীকালের তুলনায় পরবর্তীকালে, বিশেষত শ্রমিক আন্দোলনের প্রসারের দরুন বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ দামস্তর, উৎপাদন-খরচস্তর, মজুরিস্তর ইত্যাদি অনমনীয় হইয়া পড়িতে থাকে। ফলে সোনার আগমন-নির্গমন অনুসারে অর্থের প্রচলনেব সম্প্রসারণ-সংকোচনের দ্বারা দেশের অভ্যন্তরীণ দামস্তর প্রভৃতি আর পূর্বের মত ওঠান নামান সম্ভবপর হয় না।

এই সকল প্রতিকূলতার দরুন দুইটি মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত স্বর্ণমানের চূড়ান্ত পতন ঘটে।

স্বর্ণমান হইতে আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার
FROM GOLD STANDARD TO THE INTERNATIONAL MONETARY FUND

বর্তমান শতাব্দীর চতুর্থ দশকে স্বর্ণমানের চূড়ান্ত পতন অর্থনীতিক ও মুদ্রা-ব্যবস্থার ইতিহাসে এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ মোড় পরিবর্তনের সূচনা করে। স্বর্ণমানের যে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ভূমিকা ছিল, উহার একটি হইল দেশের অভ্যন্তরে দেশীয় মানমুদ্রার মূল্য স্বর্ণে নির্ধারণ করিয়া উহার স্থিতি প্রতিষ্ঠা করা এবং সে উদ্দেশ্যে দেশে প্রচলিত অর্থের পরিমাণটি সোনার সংরক্ষিত তহবিলের উপর নির্ভরশীল করা, অপরটি হইল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের (স্বর্ণমান বিশিষ্ট) মুদ্রার বিনিময়-হার আপনা আপনি উহাদের স্বর্ণমূল্য অনুসারে স্থির করিয়া দিয়া উহাদের স্থিতির ব্যবস্থা করা এবং আন্ত-র্জাতিক লেনদেনের মাধ্যম রূপে স্বর্ণ ব্যবহার করা। স্বর্ণমানের পতনের ইতিহাস এই শিক্ষাই দেয় যে, বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ও বিভিন্ন দেশের মধ্যে স্বর্ণের বর্তমান বণ্টন আর অভ্যন্তরীণ স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখার অনুকূলে নাই। কিন্তু অভ্যন্তরীণ স্বর্ণমানের উপযোগিতা বিনষ্ট হইলেও আন্তর্জাতিক স্বর্ণমানের প্রয়োজনীয়তা এবং সেক্ষেত্রে উহার কার্যকারিতা এখনও বর্তমান।

আন্তর্জাতিক স্বর্ণমানের সুবিধা এই যে, উহার দ্বারা,—(১) বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময়-হারের স্থিতি আনয়ন করা যায়, এবং (২) বিভিন্ন দেশের মধ্যে আপনাআপনি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও লেনদেনের ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু ইহার প্রধান অসুবিধা এই যে, ইহাতে দেশগুলি উহাদের স্বাধীন অর্থনীতিক ও মুদ্রা-নীতি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া আন্তর্জাতিক বাজারের ক্রীড়নক হইয়া পড়ে।

স্বর্ণমান বর্জনের পর বিভিন্ন দেশে সংরক্ষণ নীতি অনুসরণের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও লেনদেনের পরিমাণ অত্যন্ত সংকুচিত হয় এবং আন্তর্জাতিক লেনদেনের নিষ্পত্তির উপায়ের অভাবে সকল দেশেরই তীব্র সংকট দেখা দেয় এবং ইহার ফলে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময়-হারের ক্রমাবনতি ঘটিতে থাকে। ফলে এক আন্তর্জাতিক সংকটের পরিস্থিতি দেখা দেয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালেই মিত্রশক্তির দেশগুলিতে ঐ সমস্যার ভাবী সমাধান সম্পর্কে নানারূপ আলোচনার পর সমাধান রূপে যে ব্যবস্থাটি গৃহীত হয় তাহাতে আন্তর্জাতিক স্বর্ণমানের অসুবিধাটি বাদ দিয়া সুবিধাগুলির সহিত স্বতন্ত্র জাতীয় অর্থনীতিক ও মুদ্রাগত নীতি অনুসরণের স্বাধীনতা বজায় রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়। ইহাই **আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার** ব্যবস্থা নামে পরিচিত। ইহাতে,—(১) প্রত্যেক সদস্য দেশের মুদ্রার স্বর্ণমূল্যে নির্ধারণের বিধি আছে। ফলে সদস্য দেশগুলির পরস্পরের মুদ্রার বিনিময়-হার উহাদের ঘোষিত স্বর্ণমূল্যের অনুপাতে আপনাআপনি স্থির হইয়া যায়। আর, (২) আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারে সোনা ও বিভিন্ন দেশের মুদ্রার যে তহবিল থাকে তাহার সাহায্যে সদস্য দেশগুলি পরস্পরের লেনদেনের উদ্বৃত্ত আদান প্রদানের দ্বারা আপন-আপন দেনাপাওনার নিষ্পত্তি করিতে পারে।

(আন্তর্জাতিক) স্বর্ণমান ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারের তুলনা[৪৭]: উহাদের মধ্যে মিল এই যে,—(১) স্বর্ণমানে যেমন দেশগুলির স্ব স্ব মুদ্রার স্বর্ণমূল্যের অনুপাতে উহাদের পরস্পর বিনিময়-হার আপনাআপনি নির্দিষ্ট হয়, সেরূপ আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারের নিয়মাবলী অনুসারে প্রত্যেক সদস্য দেশ উহার মুদ্রার (যাহা সচরাচর কাগজী মুদ্রা) স্বর্ণ-মূল্য ঘোষণা করে এবং সদস্য দেশগুলির স্ব স্ব মুদ্রার স্বর্ণমূল্যের অনুপাতে উহাদের পরস্পর বিনিময়-হার আপনাআপনি নির্ধারিত হইয়া যায়।

(২) স্বর্ণমানে যেমন দেশগুলি অবাধে পরস্পরের মুদ্রা বিনিময় করিতে পারে,

47. Gold Standard and I.M.F. Compared.

সেরূপ আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারেরও চূড়ান্ত লক্ষ্য হইতেছে সদস্য দেশগুলির মধ্যে পরস্পরের মুদ্রার অবাধ বিনিময় প্রতিষ্ঠা করা।

এই দুটি মিলের জন্য অধ্যাপক হ্যাম, উইলিয়ামস্ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক মুদ্রা-ভাণ্ডার-ব্যবস্থাকে স্বর্ণমানের একটি সুমার্জিত রূপ বলিয়াছেন। অধ্যাপক জ্যাকবসনের মতে ইহাকে স্বর্ণবিনিময়মান বলিয়া গণ্য করা যায়।

উহাদের পার্থক্য হইতেছে,—(১) স্বর্ণমানে, দেশের অভ্যন্তরে স্বর্ণমুদ্রাই মানমুদ্রা-রূপে প্রচলিত থাকে অথবা মানমুদ্রা কাগজের হইলেও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও উহার স্বর্ণমূল্য নির্দিষ্ট হয় এবং সোনার সংরক্ষিত তহবিলের আয়তন অনুসারে দেশের অভ্যন্তরে অর্থের প্রচলন নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার-ব্যবস্থায় সদস্য দেশগুলির মুদ্রার অভ্যন্তরীণ মূল্য স্বর্ণের দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না বা সোনার সংরক্ষিত তহবিল দ্বারা অর্থের পরিমাণ নির্ধারিত হয় না।

(২) স্বর্ণমানে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময়-হার উহাদের স্বর্ণমূল্যের অনুপাতে যেমন নির্ধারিত হয় তেমনি উহা কঠোর ভাবে বজায় থাকে। কিন্তু আন্তর্জাতিক মুদ্রা-ভাণ্ডার-ব্যবস্থায় সদস্য দেশগুলির মুদ্রার বিনিময়-হার উহাদের ঘোষিত স্বর্ণমূল্যের অনুপাতে নির্দিষ্ট হইলেও উহা প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের অনুমতিতে বা বিনা অনুমতিতে পরিবর্তন করা চলে।

এই কারণে কীন্‌স মনে করেন আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ব্যবস্থাটি স্বর্ণমানের সম্পূর্ণ বিপরীত।

আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার
THE INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF)

স্থাপনা ও সংগঠন: ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্রেটনউড্‌স্ নামক স্থানে মিত্রশক্তির অন্তর্গত দেশগুলির আর্থিক সম্মেলনে গৃহীত মতৈক্যের চুক্তি[৪৮] অনুসারে, ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে উহাতে ২৯টি দেশের সম্মতির স্বাক্ষর দানের দ্বারা আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের জন্ম হয়। বর্তমানে শতাধিক দেশ ইহার সদস্য। প্রত্যেক সদস্য দেশের একজন প্রতিনিধি (গভর্নর) ও বিকল্প প্রতিনিধি (অল্টারনেট গভর্নর) লইয়া ইহার সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ গভর্নর-পর্ষদ্[৪৯] গঠিত। ইহা বৎসরে একবার মিলিত হয়। গভর্নর পর্ষদের কার্যকর ক্ষমতা ১৭ জন সদস্য বিশিষ্ট কার্যকর পরিচালক পর্ষদের[৫০] হাতে অর্পিত হইয়াছে। ইহাদের পাঁচ জন হইতেছে সর্বাধিক চাঁদাদাতা দেশের প্রতিনিধি এবং বাকি ১২ জন হইল গভর্নর পর্ষদ্ কর্তৃক নির্বাচিত অন্যান্য দেশের প্রতি-নিধি। কার্যকর পরিচালক-পর্ষদের সভাপতি হইলেন ব্যবস্থাপক-পরিচালক (ম্যানেজিং ডিরেক্টর), তিনিই সমগ্র সংগঠনটির প্রধান কর্মকর্তা।

আর্থিক সম্বল: প্রত্যেক সদস্য দেশের জাতীয় আয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উহার অংশ অনুসারে উহার সদস্য চাঁদা নির্ধারিত হয় এবং উহার ২৫% সোনায় অথবা ডলারে দিতে হয়, বাকি ৭৫% দেশীয় মুদ্রায় ঐ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট আন্ত-র্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারের আমানতী হিসাবে জমা করা হয়। এইভাবে সংগৃহীত ৮৮০ কোটি ডলার লইয়া আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার কাজ শুরু করে। ১৯৫৯-৬০ সালে তহবিল আরও বাড়াইবার জন্য সদস্য দেশগুলির চাঁদা ৫০% বাড়ান হয়। ইহাতে বর্তমানে উহার সম্বল দাঁড়াইয়াছে ১৫৫০ কোটি ডলার। ইহার দুই-তৃতীয়াংশ সোনায় ও বিভিন্ন প্রধান দেশের মুদ্রায় সদস্য দেশগুলি উহাদের আন্তর্জাতিক লেনদেনের দেনাপাওনা নিষ্পত্তির জন্য ব্যবহার

48. Articles of Agreement. 49. Board of Governors.
50. Board of Executive Directors.

করিতে পারে। ইহা ছাড়া, প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ১০টি প্রধান দেশের নিকট হইতে উহাদের মুদ্রায় আরও ৬০০ কোটি ডলার পরিমাণ ঋণ লইতে পারে।

উদ্দেশ্য: ইহার উদ্দেশ্য হইল,—(১) সদস্য দেশগুলির আয় ও নিয়োগস্তর বৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও ভারসাম্যশীল উন্নয়ন। (২) প্রতিযোগিতামূলক ভাবে দেশীয় মুদ্রার বিনিময়-হার হ্রাসের পরিবর্তে বিনিময়-হারের স্থিতি প্রতিষ্ঠা। (৩) বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ও নিষিদ্ধকরণ দূর করিয়া বিভিন্ন দেশের মুদ্রার মধ্যে বিনিময়ের ব্যবস্থা[৫১]। এবং (৪) সদস্য দেশগুলির বৈদেশিক লেনদেনে ভারসাম্যের অভাব দূর করিতে আর্থিক সাহায্য দান।

সদস্য দেশগুলির মুদ্রার স্বর্ণমূল্য নির্ধারণ: এই সকল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার স্বর্ণকে মূল্যের পরিমাপক রূপে গ্রহণ করিয়াছে ও সদস্যপদ গ্রহণকালে প্রত্যেক সদস্য দেশকে উহার মুদ্রার স্বর্ণমূল্য ঘোষণা করিতে হয় (আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার কাজ শুরু করিবার ৫৯ দিন আগে ঐ দেশের মুদ্রার বিনিময়-হার যাহা ছিল তদনুসারে ঐ স্বর্ণমূল্য স্থির হয়)। যে কোন সদস্য দেশ আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের বিনানুমতিতে ১০% পর্যন্ত উহার মুদ্রার স্বর্ণমূল্য পরিবর্তন করিতে পারে। কিন্তু উহার বেশি পরিবর্তন করিতে হইলে দেশটি ক্রমাগত লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্তের দরুন **'মৌলিক ভারসাম্যের অভাবে'**[৫২] ভুগিতেছে, একমাত্র এই কারণ ছাড়া অন্য কোন কারণে তাহা করা যায় না এবং এজন্য আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারকে জানাইতে হয়। তখন উহা প্রস্তাবিত পরিবর্তন অপেক্ষা অল্প পরিমাণ প্রবর্তনের সুপারিশ করিতে পারে কিন্তু পরিবর্তনে বাধা দিতে পারে না।

সদস্য দেশগুলিকে সাহায্য দান: কোন সদস্য দেশের বৈদেশিক লেনদেনের সাময়িক প্রতিকূল উদ্বৃত্ত ঘটিলে উহা আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার হইতে প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহ করিতে পারে, তবে ইহার শর্ত এই যে,—(১) সংশ্লিষ্ট দেশটি উহার সদস্যপদের নির্ধারিত চাঁদার দ্বিগুণের বেশি বিদেশী মুদ্রায় ঋণ পাইবে না, (২) যে কোন বৎসর উহার নির্ধারিত চাঁদার ২৫% এর বেশি ঋণবাবদ বিদেশী মুদ্রা আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার হইতে তুলিতে পারিবে না, (৩) যে পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা ঋণস্বরূপ তুলিবে উহার সমমূল্যের পরিমাণে দেশীয় মুদ্রা মুদ্রাভাণ্ডারের কাছে জমা রাখিতে হইবে, (৪) ঐ ঋণের জন্য কমিশন ছাড়াও নির্ধারিত হারে সুদ দিতে হইবে এবং (৫) যথাশীঘ্র সম্ভব ঋণবাবদ প্রাপ্ত ঐ বিদেশী মুদ্রা ফেরত দিয়া দেশীয় মুদ্রাগুলি ফেরত লইতে হইবে। বৈদেশিক লেনদেনের সাময়িক প্রতিকূল উদ্বৃত্তের সমস্যার সমাধানে স্বল্পমেয়াদী বিদেশী মুদ্রায় ঋণদান ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও, ১৯৬১ সালে ভাণ্ডারের বার্ষিক সভায় এক দেশ হইতে অপর দেশে পুঁজির চলাচলের উদ্দেশ্যে ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

যদি কোন দেশের বৈদেশিক লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত সাময়িক না হইয়া ক্রমাগত ঘটিতে থাকে, (মৌলিক ভারসাম্যের অভাব) তবে ভাণ্ডার-কর্তৃপক্ষ বিদেশী মুদ্রা ঋণ দিতে অস্বীকার করিয়া উহাকে মুদ্রার অবমূল্যায়নের জন্য পরামর্শ ও চাপ দিতে পারে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের কাজের মূল্যায়ন: ইহার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ করা হয় তাহা হইল,—(১) ইহা সদস্য দেশগুলির মুদ্রার বিনিময়-হারের স্থিতিপ্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। ইহার প্রতিষ্ঠাকালের পর হইতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সদস্য দেশ একাধিক বার উহাদের মুদ্রার বহির্বিনিময়-হার হ্রাস করিয়াছে। অথচ এইরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করিবার জন্যই ইহা প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল। (২) চল্লিশের দশকে ইহা ডলারের দুষ্প্রাপ্যতার সংকট দূর করিতে পারে নাই অথচ সাহস করিয়া ডলারকে 'দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা' বলিয়া ঘোষণা করিয়া উহার দুষ্প্রাপ্যতা দূর করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা

51. Multi-lateral convertibility. 52. Fundamental Disequilibrium.

গ্রহণ করিতে পারে নাই। (৩) কোন দেশের ইচ্ছাকৃত নীতির ফলে (যেমন দেশের অভ্যন্তরে মুদ্রাস্ফীতিমূলক নীতি অনুসরণের দরুন বৈদেশিক লেনদেনে প্রতিকূল উদ্বৃত্ত ঘটিতে থাকিলে) 'মৌলিক ভারসাম্যের অভাব' দেখা দিলে, তাহা দূর করিবার ক্ষমতা ভাণ্ডারের নাই। উহা হয় নিষ্ক্রিয় দর্শক থাকিতে পারে, নতুবা বড়জোর উহা বিরুদ্ধে 'পরামর্শ' দিতে পারে মাত্র।

কিন্তু এই সকল ত্রুটি সত্ত্বেও, গত ২৩ বৎসরে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারের কর্ম-ক্ষেত্র এবং ভূমিকার ক্রমপ্রসার ঘটিয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহ। ১৯৬৩ সালের শেষ পর্যন্ত ছোটবড় ৪৮টি সদস্য দেশ ১৪টি বিভিন্ন দেশীয় মুদ্রায় উহার নিকট হইতে মোট ৭০০ কোটি ডলার ঋণ-সাহায্য পাইয়াছে। সদস্য দেশগুলিকে আরও বেশি পরিমাণে ঋণদানের উদ্দেশ্যে সম্বল বৃদ্ধির জন্য উহা বিভিন্ন প্রধান প্রধান দেশের সহিত অনেকগুলি ঋণ-চুক্তি[৫৩] করিয়া প্রয়োজনে উহাদের মুদ্রা সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। তাহা ছাড়া, স্বল্পোন্নত বিকাশমান দেশগুলিকে নানা বিষয়ে কারিগরি পরামর্শ দান, উহাদের কর-সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দান, উহাদের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কব্যবস্থার উন্নতির জন্য উহার কর্ম-চারিগণের প্রশিক্ষণের ও অন্যান্য বিষয়ে পরামর্শ দানের ব্যবস্থা করিয়াছে। কাঁচামাল উৎপাদক দেশগুলিকে সাহায্য দানের জন্য উহা বিশ্বব্যাঙ্ক ও শুল্ক এবং বাণিজ্য বিষয়ে আন্তর্জাতিক চুক্তিসংস্থার[৫৪] সহিত সহযোগিতা করিতেছে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও আন্তর্জাতিক তারল্য বা নগদ অর্থ
IMF AND INTERNATIONAL LIQUIDITY

আন্তর্জাতিক নগদ অর্থ কাহাকে বলে: 'ইন্টারন্যাশন্যাল লিকুইডিটি' বা আন্তর্জাতিক নগদ অর্থ বা তারল্য বলিতে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্বর্ণের মোট সংরক্ষিত তহবিল, ডলার ও পাউন্ড স্টার্লিং-এর মত (যে সকল) মুদ্রা (বিভিন্ন দেশ উহাদের দেনা পরিশোধে অবাধে ব্যবহার করে) এবং ঋণরূপে ঐ সকল মুদ্রা সংগ্রহ করিবার (যে সকল) সুবিধা (রহিয়াছে) প্রভৃতিকে বুঝায়। স্বর্ণের সংরক্ষিত তহবিল আন্তর্জাতিক নগদ অর্থের একটি সবিশেষ অংশ। পৃথিবীর মোট অনুমিত ৭০০ কোটি ডলারের অধিক স্বর্ণ তহবিলের মধ্যে ১৯৫৬ সালের শেষে স্বর্ণের সংরক্ষিত তহবিল ছিল ৪২০ কোটি ডলারের পরিমাণ। নূতন স্বর্ণের উৎপাদন ও বিভিন্ন দেশ কর্তৃক স্বর্ণ বিক্রয়ের ফলে স্বর্ণের সংরক্ষিত তহবিল বাড়ে। আন্তর্জাতিক নগদ অর্থের মধ্যে গুরুত্বের দিক দিয়া দ্বিতীয় হইল বিভিন্ন দেশের সংরক্ষিত বিদেশী মুদ্রার তহবিল। তৃতীয় প্রকারের আন্তর্জাতিক নগদ অর্থ হইল কোন বিদেশী সরকার, বিদেশী ব্যাঙ্ক বা আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারের মত প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে বিভিন্ন বিদেশী মুদ্রা ঋণ পাইবার সুবিধা।

ইহার কাজ কি: আন্তর্জাতিক নগদ অর্থের কাজ হইল ইহা মূল্য প্রদানের উপায়রূপে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রবাহটি অক্ষুণ্ণ রাখে।

আন্তর্জাতিক নগদ অর্থের সমস্যা: দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে ক্রমাগত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ১৯৫০ সালের তুলনায় বর্তমানে ইহা বাড়িয়া ৩ গুণ হইয়াছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক নগদ অর্থের যেটি প্রধান অংশ, সেই স্বর্ণের পরিমাণ অতি সামান্য পরিমাণে বাড়িতেছে এবং উহার অতি অল্পই বিভিন্ন দেশের সংরক্ষিত স্বর্ণ তহবিলে জমা পড়িতেছে। ১৯৫৬ সালে মোট স্বর্ণ উৎপাদিত হইয়াছিল ১৪৫ কোটি ডলার ও সোভিয়েত রাশিয়া আরও ৫৫ কোটি টাকার স্বর্ণ বিক্রয় করিয়াছিল। উহার মধ্যে আন্তর্জাতিক স্বর্ণ তহবিলে (বিভিন্ন দেশের) স্থান পাইয়াছে মাত্র ২৫ কোটি টাকার স্বর্ণ। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অনতজাতিক অর্থরূপে প্রধান প্রধান শিল্পোন্নত দেশগুলির মুদ্রার মধ্যে ডলারই প্রধান এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘাটতি হইতেছে বলিয়া বিভিন্ন দেশ কিছু পরিমাণে ডলার উপার্জন করিয়াছে এবং তাহাতে আন্তর্জাতিক নগদ অর্থের পরিমাণ কিছুটা বাড়িয়াছে। কিন্তু যদি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘাটতি দূর হইয়া উদ্বৃত্ত দেখা দেয় তবেই বিভিন্ন দেশের হাতে অবস্থিত ডলার তহবিল নিঃশেষিত হইয়া আন্তর্জাতিক নগদ অর্থের তীব্র সংকট দেখা দিবে। আন্তর্জাতিক নগদ অর্থের তৃতীয় উৎস আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের ঋণ প্রদান ক্ষমতা পূর্বাপেক্ষা বাড়িলেও, উহার একটি সীমা আছে। সুতরাং ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্মুখে প্রধান সমস্যা ও বাধা হইতেছে আন্তর্জাতিক নগদ অর্থের অভাব। ইহাই আন্তর্জাতিক তারল্যের সমস্যা।

সমাধান: ইহার সমাধানের জন্য, আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারকে একটি আন্তর্জাতিক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে পরিণত করিবার জন্য গভীর পরিবর্তনমূলক 'ট্রিফিন' প্রস্তাব (প্রস্তাবক অধ্যাপক রবার্ট ট্রিফিনের নামানুসারে) হইতে আরম্ভ করিয়া একটি আন্তর্জাতিক স্বর্ণ-ভাণ্ডার[55] স্থাপনের জন্য সামান্য প্রস্তাবের মত বহু প্রকার পরামর্শ পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে যেটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তাহা হইল, **'বিশেষ টাকা তোলার অধিকার'**[56] সংক্রান্ত প্রস্তাব। '১৯৫৬ সালের আগস্ট মাসে লণ্ডনে দশটি দেশের[57] এক বৈঠকে এই পরিকল্পনাটি রচিত হয়। ইহার সারমর্ম হইতেছে, আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের সদস্য

55. International Gold Pool. 56. Special Drawing Rights (S.D.R.s).
57. Belgium, Canada, West Germany, Italy, Japan, Holland, Sweden, U.K., and the U.S.A. etc.

দেশগুলির মধ্যে পাঁচটি বার্ষিক কিস্তিতে উহাদের চাঁদার অনুপাতে 'বিশেষ টাকা তোলার অধিকার' বা S.D.R. বন্টন করিয়া দেওয়া হইবে। অর্থাৎ প্রতি বৎসর উহাদের মধ্যে ১০০ কোটি ডলার পরিমাণ 'বিশেষ টাকা তোলার অধিকার' বন্টন করা হইলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাইবে ২২ কোটি ডলার, বৃটেন পাইবে ১০ কোটি ডলার আর ভারত পাইবে ৩·৭৬ কোটি ডলার তুলিবার অধিকার। পাঁচ বৎসর ধরিয়া প্রত্যেক দেশের হিসাবে ইহা জমা হইতে থাকিবে। কিন্তু ঐ পাঁচ বৎসরে উহার মোট ৭০% এর বেশি কেহ তুলিতে পারিবে না। এই 'বিশেষ টাকা তোলার অধিকার' বা S.D.R. এর স্বর্ণমূল্য নির্দিষ্ট থাকিবে ও সে বিষয়ে 'গ্যারান্টি' বা নিশ্চয়তা থাকিবে। আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার হইতে সাধারণ ঋণ লওয়া এবং এই 'বিশেষ টাকা তোলার অধিকার'-এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, ঋণ শোধ দেওয়া হইলে উহা লুপ্ত হয় কিন্তু 'বিশেষ টাকা তোলার অধিকার' খাতে বিভিন্ন দেশকে যে পরিমাণ 'অর্থ' তুলিবার অধিকার দেওয়া হইবে তাহা স্থায়ীভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংরক্ষিত তহবিলের অংশে পরিণত হইয়া আন্তর্জাতিক নগদ অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবে। ইহার সাহায্যে প্রত্যেক সদস্য দেশের পক্ষে অপর যে কোন দেশের মুদ্রা কিনিবার অধিকার থাকিবে এবং 'বিশেষ টাকা' রূপে যে পরিমাণ অর্থ তোলা হইবে তাহা পাঁচ বৎসরের মধ্যে ফেরত দিতে হইবে না। তবে, এজন্য সামান্য সুদ দিতে হইবে। কার্যত আন্তর্জাতিক মুদ্রা হইলেও এই S.D.R. এব মূল্য জাতীয় মুদ্রায় হিসাব করা হইবে। এবং ইহা বিকাশমান দেশগুলির পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক হইবে। এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলে আন্তর্জাতিক নগদ অর্থের সংকট দূর হইয়া আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের অধীনে এক বহুমুদ্রা বিনিময় মান[৫৮]-এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বিশ্বব্যাঙ্ক

THE INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT (IBRD) OR WORLD BANK

স্থাপনা ও সংগঠন: ১৯৪৪ সালে ব্রেটনউড্‌স্‌ সম্মেলনে আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার স্থাপনের প্রস্তাবের সহিত একটি বিশ্বব্যাঙ্ক স্থাপনের সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। ১৯৪৬ সালের জুন মাস হইতে উহা কাজ আরম্ভ করে। আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের মত বিশ্বব্যাঙ্কও জাতিসঙ্ঘের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যতম সংগঠন এবং জাতিসঙ্ঘের সদস্যরা ইহারও সদস্য হইবার অধিকারী।

প্রত্যেকটি সদস্য দেশের একজন করিয়া প্রতিনিধি লইয়া ইহার সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ গভর্ণর-পর্ষদ্[৫৯] গঠিত। কিন্তু ইহার কার্যকর ক্ষমতা একটি কার্যকর পরিচালক-পর্ষদের[৬০] হাতে অর্পিত রহিয়াছে। কার্যকর পরিচালক-পর্ষদের ১৭ জন সদস্যের মধ্যে ৫ জন হইল ব্যাঙ্কের সর্বাধিক পুঁজির যোগানদার পাঁচটি দেশের প্রতিনিধি এবং বাকি ১২ জন অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিগণ দ্বারা ২ বৎসর কালের জন্য নির্বাচিত হয়। ব্যাঙ্কের সভাপতি এই কার্যকর পরিচালক-পর্ষদেরও চেয়ারম্যান।

উদ্দেশ্য: বিশ্বব্যাঙ্ক তিনটি উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত হইয়াছে,—(১) যুদ্ধে বিধ্বস্ত সদস্য দেশগুলির অর্থনীতিক পুনর্গঠনে এবং স্বল্পোন্নত সদস্য দেশগুলির উন্নয়নে সাহায্য দান। (২) গ্যারান্টী বা নিশ্চয়তা দিয়া, বা বেসরকারী ঋণ ও বিনিয়োগে অংশ গ্রহণ করিয়া এবং বিদেশী বিনিয়োগের পরিপূরক রূপে নিজেও বিনিয়োগ করিয়া বেসরকারী বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগে উৎসাহদান। (৩) সদস্য দেশগুলির উৎপাদন-ক্ষমতা বিকাশে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগে উৎসাহ দিয়া উহাদের জীবনধারণের মানের উন্নয়নের মধ্য দিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দীর্ঘমেয়াদী সুসম উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক লেনদেনের ভারসাম্য বজায় রাখিতে সহায়তা দান।

58. Multiple Exchange Standard. 59. Board of Governors.
60. Board of Executive Directors.

বিশ্বব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার উভয়ে পরস্পরের পরিপূরক ও সহায়ক প্রতিষ্ঠান। ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য দীর্ঘমেয়াদী এবং ভাণ্ডারের উদ্দেশ্য স্বল্পমেয়াদী সহায়তা দান।

সম্বল : বিশ্বব্যাংক প্রথমে ১০০০ কোটি ডলার শেয়ার পুঁজি লইয়া গঠিত হইয়াছিল। ১৯৫৯-৬০ সালে উহা বাড়াইয়া ২১০০ কোটি ডলার করা হয়। সদস্য দেশগুলি উহাদের জাতীয় আয়ের (অর্থনীতিক সামর্থ্য) ভিত্তিতে ইহার শেয়ার পুঁজি ক্রয় করে। ইহার শেয়ার পুঁজির যোগানদারগণের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম ও ভারত পঞ্চম। প্রত্যেক দেশকে উহার প্রদেয় শেয়ার পুঁজির ২%সোনায় অথবা ডলারে ও ১৮% দেশীয় মুদ্রায় দিতে হয়। বাকি ৮০% ব্যাঙ্ক প্রয়োজন হইলে চাহিবে। সুতরাং বিশ্বব্যাংকের মোট শেয়ার পুঁজির ২০% আদায়ীকৃত। ব্যাঙ্কের আর্থিক সম্বলের অধিকাংশই ঋণপত্র (ডিবেঞ্চার বণ্ড) বিক্রয় দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার ৪৭%-ই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরবরাহ করিয়াছে।

কার্যাবলী: বিশ্বব্যাংক তিনভাবে সদস্য দেশগুলিকে সাহায্য করে,—(১) ইহা সরাসরি ভাবে নিজেই ঋণ দিতে পারে; (২) অন্য কেহ ঋণ দিতে রাজী হইলে ইহা ঐ ঋণের গ্যারান্টী দিতে অর্থাৎ, জামিনদার হইতে পারে; এবং (৩) অপর কেহ ঋণ দিতে রাজী হইলে এবং তাহা যথেষ্ট না হইলে, তাহার একাংশ নিজে সরবরাহ করিতে পারে।

বিশ্বব্যাঙ্ক সদস্য দেশের—(১) সরকারকে সরাসরি ঋণ দিতে পারে বা উহার অধীন কোন প্রাদেশিক বা রাজ্য বা আঞ্চলিক সরকার বা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাকে (মিউনিসিপ্যালিটি ইত্যাদি) ঋণ দিতে পারে; এবং/অথবা, (২) সদস্য দেশে শিল্প ও কৃষিতে নিযুক্ত যে কোন বেসরকারী কারবারী প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিতে পারে। তবে, এরূপ ক্ষেত্রে. সে দেশের সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঐ ঋণের জামিনদার হইতে হইবে।

ব্যাংক নিজে যে হারে ঋণ করে, উহার ১% অধিক হারে প্রদত্ত ঋণের উপর সুদ আদায় করে। কার্যত ঐ সুদের হার ৪%-৬% এর মধ্যে থাকে।

বিশ্বব্যাংক কেবল নির্দিষ্ট প্রকল্পের[৬১] জন্য ঋণ দেয় এবং ঐ প্রকল্পের ব্যয়ের মধ্যে বিদেশী মুদ্রা যে পরিমাণ প্রয়োজন, ব্যাংক কেবল ঋণ হিসাবে ঐ পরিমাণ বিদেশী মুদ্রাই সরবরাহ করে।

ব্যাঙ্কের সম্পাদিত কার্যাবলী: বিশ্বব্যাংক প্রথমে পশ্চিম ইয়োরোপের যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলির অর্থনীতিক পুনর্গঠনে ঋণ দিতে আরম্ভ করে এবং ঐ উদ্দেশ্যে মোট ৫০ কোটি ডলার ঋণ দেয়। ১৯৪৮ সাল হইতে উহা স্বল্পোন্নত দেশগুলির অর্থনীতিক বিকাশের জন্য ঋণ দিতে শুরু করে। ১৯৫৬ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত উহা ৮২টি দেশকে (বর্তমান সদস্য দেশের সংখ্যা ১০৬) মোট ১০৬৭ কোটি ডলার ঋণ দিয়াছে। ইহার অধিকাংশই বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন ও পরিবহণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য দেওয়া হইয়াছে; তাহা ছাড়া, শিল্পোৎপাদন (বিশেষত ইস্পাত) এবং কৃষির উৎপাদন (বিশেষত সেচব্যবস্থার প্রসার) বৃদ্ধির জন্যও ব্যাঙ্কের ঋণ দানের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য। গত চার বৎসর ধরিয়া ব্যাংক প্রতি বৎসর ৮০ কোটি—১০০ কোটি ডলার পরিমাণ ঋণ দান করিতেছে।

১৯৫৬ সালে **আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থান করপোরেশন** (IFC)[৬২] নামে ব্যাঙ্কের একটি অনুমোদিত শাখা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। সদস্য দেশগুলিতে বেসরকারী বিনিয়োগ ও পরিচালনার প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঝুঁকিসম্পন্ন পুঁজি[৬৩] (শেয়ার পুঁজি ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ) সরবরাহ করিয়া উহাদের প্রসারে সাহায্য করাই ইহার উদ্দেশ্য। ইহা কোন সরকারকে বা সরকারী প্রতিষ্ঠানে ঋণ দেয় না। ইহার আদায়ীকৃত পুঁজির পরিমাণ ৯·৯৯ কোটি

61. Specific Project. 62. International Finance Corporation.
63. Risk-capital.

ডলার এবং ইহা বিশ্বব্যাঙ্ক হইতে ৪০ কোটি ডলার ঋণ পাইয়াছে। বর্তমানে ইহার সদস্য সংখ্যা ৮৩ এবং ইহা ৩৬টি দেশে ২২·১০ কোটি ডলার ঋণ মঞ্জুর করিয়াছে। ভারত ইহার নিকট হইতে ১·১৯ কোটি ডলার ঋণ পাইয়াছে।

১৯৬০ সালে স্বল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যে সর্বাধিক দরিদ্র দেশগুলিকে সাহায্য করিবার জন্য বিশ্বব্যাঙ্ক **আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সমিতি** (IDA)[৬৪] নামে সম্পন্ন ঋণদাতা দেশগুলির একটি সমিতি গঠন করিয়াছে। ইহার সদস্য দেশের সংখ্যা বর্তমানে ৯৭। সদস্য সরকারগুলির প্রদত্ত চাঁদা ও অপেক্ষাকৃত ধনী দেশগুলির নিকট হইতে সংগৃহীত অতিরিক্ত সম্বল হইতে উহা ঋণ দেয়। ১৯৬৭ সালের জুন মাসের শেষ পর্যন্ত উহা ১৭৮ কোটি ডলার ঋণ দিয়াছিল। ইহার নিকট হইতে ভারত ২১টি ঋণে মোট ৮৯·১ কোটি ডলার ঋণ পাইয়াছে।

১৯৬৭ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত বিশ্বব্যাঙ্ক ও উহার সহায়ক IFC এবং AID-এর মিলিত মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ১১৭০ কোটি ডলার। ইহার মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিকে ৩০৫ কোটি ডলার, আফ্রিকার দেশগুলিকে ১৬৬ কোটি ডলার, ইয়োরোপের দেশগুলিকে ২২১ কোটি ডলার, এবং এশিয়া ও মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলিকে ৪৭৮ কোটি ডলার ঋণ দেওয়া হইয়াছে। বিশ্বব্যাঙ্ক ও উহার অধীন IFC এবং IDA হইতে প্রাপ্ত ঋণের সংখ্যা ও পরিমাণের বিষয়ে ভারত প্রথম (মোট ৬৭টি ঋণ ও মোট পরিমাণ ১৯০ কোটি ডলার) এবং মোট ঋণের পরিমাণের দিক হইতে জাপান দ্বিতীয় (৮৫·৭ কোটি ডলার) ও পাকিস্তান তৃতীয় (৭৭·৩ কোটি ডলার)।

বিশ্বব্যাঙ্ক ও ভারত: প্রথম পরিকল্পনা-কাল পর্যন্ত ভারত বিশ্বব্যাঙ্ক হইতে মোট ১৪·৫ কোটি ডলার ঋণ পাইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে বিদেশী মুদ্রা-সংকটে বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণ ভারতকে সংকট কাটাইয়া উঠিতে যথেষ্ট সাহায্য করে। বিশ্ব-ব্যাঙ্ক ভারত সরকারকে রেলপথ, পুনর্বাসন, কৃষি উন্নয়ন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, বন্দর উন্নয়ন, দামোদর প্রকল্প, এবং এয়ার ইন্ডিয়ার সম্প্রসারণের জন্য, ও বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে IISCO, TISCO, টাটা কোম্পানীর জলবিদ্যুৎ-প্রকল্প এবং ICICকে ঋণ দিয়াছে।

তৃতীয় খণ্ড

আন্তর্জাতিক অর্থনীতি
INTERNATIONAL ECONOMICS

অধ্যায়

১২ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যতত্ত্ব
INTERNATIONAL TRADE THEORY

১৩ বাণিজ্যনীতি
TRADE POLICY

১৪ আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্বৃত্তের সমস্যা
BALANCE OF PAYMENTS PROBLEMS

১৫ মুদ্রার বহির্বিনিময় হার
THE RATE OF EXCHANGE

১২

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যতত্ত্ব
INTERNATIONAL TRADE THEORY

[**আলোচিত বিষয়ঃ** আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কাহাকে বলে—ইহার সুবিধা—অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পার্থক্য—আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্বতন্ত্র তত্ত্বের প্রয়োজন কি—আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দুই তত্ত্ব ঃ ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব ঃ আপেক্ষিক খরচবিধি—সমালোচনা—আধুনিক তত্ত্ব ঃ ও'লীন-এর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তত্ত্ব—বাণিজ্যের হার।]

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কাহাকে বলেঃ মানুষের অভাব অসীম কিন্তু কৃপণা প্রকৃতি তাহার চতুর্দিকে যে স্বল্পতার পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে উহা অতিক্রম করিবার জন্য মানুষ দিবারাত্রি প্রাকৃতিক উপকরণের সাহায্যে সর্বাধিক পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের উৎপাদনের জন্য কঠোর পরিশ্রমে লিপ্ত রহিয়াছে। উৎপন্ন সামগ্রী ভোগকারীর নিকট না পৌঁছান পর্যন্ত এই উৎপাদন-কার্যধারা ক্ষান্ত হয় না। দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন যেমন 'উৎপাদন-কার্য' তেমনি উহা উৎপাদক ও ভোগকারীর মধ্যে অবস্থিত **স্থান ও কালগত ব্যবধান**[1] **অতিক্রম** করিয়া ভোগকারীর নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়াও 'উৎপাদন-কার্য'-এর অন্তর্গত। কারণ উভয়ের দ্বারাই উপযোগ-সৃষ্টি ও অভাবের তৃপ্তিসাধন ঘটে। উৎপাদক ও ভোগকারীর মধ্যে স্থান ও কালগত ব্যবধান অতিক্রম করিয়া উৎপন্ন সামগ্রী ভোগকারীর নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়ার কাজটিই হইল বাণিজ্য বা ব্যবসায়[2]। একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পরিচালিত বাণিজ্যকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য[3] বলে, আর উহা যখন একাধিক (সার্বভৌম) রাষ্ট্রের মধ্যে পরিচালিত হয় তখন উহাকে বলা হয় **আন্তর্জাতিক বাণিজ্য**[4]।

একই দেশের (রাষ্ট্রের) মধ্যে কোন পণ্যের এক অঞ্চলে উৎপাদন ও অপর অঞ্চলে ভোগ ঘটিলে যাহা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলিয়া গণ্য হয়, তাহাই এক দেশে উৎপন্ন ও অপর দেশে ব্যবহৃত হইলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পরিণত হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণ, (সুবিধা বা উপকার)[5] **ঃ** যে কোন ব্যক্তি তাহার নিজের চেষ্টা ও পরিশ্রমে স্বীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন ও ভোগ করিলে যে পরিমাণে তাহার অভাব তৃপ্ত করিতে পারে, তাহা অপেক্ষা অনেক কম পরিশ্রমে অনেক বেশি অভাব তৃপ্ত করিতে পারে নিজ দক্ষতা অনুসারে অপরাপরের প্রয়োজনীয় একটি বা অল্প কয়েকটি সামগ্রী উৎপাদন ও অপরের সহিত উহাদের বিনিময়ে নিজ প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলি সংগ্রহের দ্বারা। যে কোন দেশ বা জাতির (অর্থাৎ রাষ্ট্রের) পক্ষেও ইহা সত্য। ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ শ্রমবিভাগ বা বিশেষীকরণের[6] ফলে যেমন দেশের যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও ভোগ বৃদ্ধির দ্বারা জাতির জীবনধারণের মান বাড়ে,

1. Space and time. 2. Trade or Commerce
3. Domestic or inter-local or inter-regional trade.
4. International trade.
5. Causes (Gains or benefits) of international trade.
6. Division of Labour or Specialisation.

সেরূপ বিভিন্ন রাষ্ট্রের পক্ষেও শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণ এবং পরস্পরের সহিত দ্রব্য-সামগ্রী বিনিময় বা বাণিজ্যের দ্বারা উহাদের উৎপাদন ও ভোগের পরিমাণের সর্বাধিক বৃদ্ধি ঘটে। শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণের ফলে যেমন বিনিময় ও বাণিজ্যের উৎপত্তি ঘটিয়াছে, তেমনি বাণিজ্যের দরুন বিশেষীকরণও বাড়িয়াছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিশেষীকরণ বৃদ্ধি করিয়া বিশ্বভিত্তিতে কৃপণা প্রকৃতির নিকট হইতে আরও অধিক পরিমাণে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের উৎপাদন আদায় করিয়া আন্তর্জাতিক উৎপাদন, ভোগ ও সকল দেশের জীবনধারণের মান বৃদ্ধিতে সহায়তা করিতেছে।

বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যের মূল কারণ এই যে, উহাদের করায়ত্ত বিবিধ উপাদানের সংক্রমিশ্রণগুলি[৭] একরূপ নহে। এক দেশ অপেক্ষা অপর দেশে হয়তো শ্রমের কোন ক্ষেত্রবিশেষে বিশিষ্ট নৈপুণ্য রহিয়াছে, পুঁজির পরিমাণ হয়তো অনেক বেশি কিংবা আরও উৎকৃষ্ট ধরনের, অথবা ব্যবস্থাপনা[৮]-শক্তি হয়তো উৎপাদনের উপকরণগুলির উপযুক্ত নিয়োগে অধিকতর সাফল্য লাভ করিয়াছে। বিশ্বমানব সমাজ বিভিন্ন জাতিতে বা দেশে বিভক্ত হওয়ায় কৃপণা প্রকৃতির স্বল্প উপকরণগুলির উপর নিয়ন্ত্রণও বিভক্ত, পৃথক ও স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। আর এই সকল স্বল্প উপকরণের সর্বাধিক ব্যবহার সম্ভবপর করিবার জন্যই উহাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উৎপত্তি ঘটিয়াছে। মূলগত বিচারে ইহা যে কোন দেশের অভ্যন্তরীণ আঞ্চলিক বাণিজ্যেরই সম্প্রসারণ মাত্র। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উভয়েই সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির কাহারও ক্ষতি না করিয়া সকলেরই উপকার সাধন করে। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য যে উপকার সীমাবদ্ধভাবে ঘটায়, বিশ্বব্যাপী বিশেষীকরণের সম্প্রসারণ দ্বারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মোট উৎপাদন, মোট ভোগ বৃদ্ধি করিয়া সকল দেশের জনসাধারণের অভাবের সর্বাধিক তৃপ্তিসাধনে সাহায্য করিয়া, সর্বত্র আয়, নিয়োগ ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করিয়া, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সেই একই উদ্দেশ্য সাধন করে।

আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি? স্বতন্ত্র তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা

DOES INTERNATIONAL TRADE DIFFER FROM DOMESTIC TRADE ? NEED FOR A SEPARATE THEORY

মূলগত বিচারে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য যদি একই নীতি, অর্থাৎ শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে উহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি না এবং যদি তাহা না থাকে তবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য কোন স্বতন্ত্র তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা এই প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। এই প্রশ্নের জবাবে **ক্লাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানিগণের বক্তব্য** ছিল যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মূলগতভাবে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের মতই শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়ণের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও, কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে এবং একারণে উহা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য হইতে পৃথক বলিয়া গণ্য করা উচিত ও সে কারণে উহার জন্য স্বতন্ত্র তত্ত্বেরও প্রয়োজন আছে। নিম্নোক্ত কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য হইতে পৃথক ধরনের বলিয়া গণ্য করা হয়: **১. উপাদান-সমষ্টির পার্থক্য ও উহাদের অচলতা**[৯]—বিভিন্ন দেশের জলবায়ু, মৃত্তিকার গুণাগুণ, লোকবল ও উহার কর্মদক্ষতা, পুঁজির পরিমাণ ও উহার উৎকর্ষতা এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপকরণের অবস্থিতিতে যেরূপ পার্থক্য দেখা যায় একই দেশের অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ততটা পার্থক্য থাকে না। বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক উপকরণ ও জনসাধারণের চরিত্রগত ও সাংস্কৃতিক পার্থক্যের দরুন পণ্যসামগ্রী

7. Factor combinations. 8. Management.
9. Differences in factor endowments and factor immobility.

উৎপাদন-খরচে পার্থক্য জন্মে। বিভিন্ন দেশের উপকরণাদির পার্থক্য হইতে সৃষ্ট উহাদের উৎপাদন-খরচের আপেক্ষিক পার্থক্য হইতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উৎপত্তি হয়। বিভিন্ন দেশের উপকরণাদি, বিশেষত শ্রম ও পুঁজি শুধু যে বিভিন্ন রূপ তাহাই নহে, একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে উহাদের যেরূপ সচলতা সম্ভব এক দেশ হইতে অপর দেশে উহাদের সেরূপ সচলতা নাই। একারণে বিভিন্ন দেশের উৎপাদন-খরচের আপেক্ষিক পার্থক্য চিরস্থায়ীও বটে।

২. মুদ্রাগত পার্থক্য[10]—দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে ক্রেতাবিক্রেতা একই মুদ্রা ব্যবহার করে, একই ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সাহায্যে তাহা পরিচালিত হয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পণ্যের আদানপ্রদানে বিভিন্ন (দেশের) মুদ্রার ব্যবহার ঘটে, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকার রীতি, প্রথা ও আইনশাসিত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা উহাতে জড়িত থাকে। ইহাতে বিভিন্ন মুদ্রার বিনিময়-হার নির্ধারণের ও উহাদের স্থিতির প্রয়োজন হয়। বিনিময়-হার যথোপযুক্ত রূপে স্থির না হইলে এবং উহার স্থিতির অভাব হইলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্ষুণ্ণ হয় এবং উহাতে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। ব্যাঙ্কিং ও বিনিময় হার সম্পর্কে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন নীতি অনুসরণ করায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যে সমস্যা দেখা দেয় তাহা বাণিজ্যে নাই।

৩. সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও উহার বিভিন্নতা[11]—শুধু ব্যাঙ্কিং ও মুদ্রা বিনিময়-হার বিষয়েই নয়, বিভিন্ন দেশের সরকারগুলি সরকারী ঋণ, কর ও ব্যয় সম্পর্কে যেরূপ পৃথক নীতি অবলম্বন করে এবং উহারা দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যকে প্রভাবিত করিতে পারে সেরূপ শুল্কনীতি, আমদানি রপ্তানির সীমা বা 'কোটা' নির্ধারণ, আমদানি বা রপ্তানিতে 'ভরতুকিদান'[12] প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ দ্বারা বৈদেশিক বাণিজ্য যেমন নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে তেমনি সরকার স্বয়ং বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করিয়া অংশত বা সম্পূর্ণভাবে বৈদেশিক বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত করিতে পারে। ইহাতে বিভিন্ন রূপ জাতীয় নীতির দ্বারা পরিচালিত এক দেশের সহিত অপরাপর দেশের বাণিজ্যে নানারূপ সমস্যা দেখা দেয়। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য এসকল সমস্যার সম্মুখীন হয় না। সকল ব্যবসায়ীরা একই প্রকার নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়।

৪. বাজারের পার্থক্য[13]—বিভিন্ন দেশের বাজারগুলি যেরূপ রাষ্ট্রীয় সীমানার দ্বারা পৃথকীকৃত সেরূপ রাষ্ট্রীয় নীতি এবং ভাষা, আচার ব্যবহার, পছন্দ, রুচি, প্রথা ও রীতিনীতির দ্বারাও উহারা পরস্পর হইতে পৃথক। ক্রয়বিক্রয়-পদ্ধতিও বিভিন্ন দেশে একরূপ নহে। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের বাজারগুলিতে দূরত্বের ব্যবধান থাকিলেও এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের রুচি পছন্দে পার্থক্য থাকিলেও এসকল পার্থক্য বেশি নহে এবং উহারা একই রাষ্ট্রীয় নীতি ও ক্রয়বিক্রয়-পদ্ধতির অন্তর্গত।

এই সকল কারণে, ক্লাসিক্যাল পণ্ডিতগণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য হইতে মূলগতভাবে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করিতেন এবং সে কারণে বিভিন্ন দেশের উৎপাদন-খরচের আপেক্ষিক পার্থক্যের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটি পৃথক তত্ত্ব রচনা ও প্রচার করিয়াছিলেন।

ও'লীন* ও আধুনিক পণ্ডিতগণের মতঃ এবিষয়ে ও'লীন প্রমুখ আধুনিক পণ্ডিতগণের মত এই যে, আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে মূলগত প্রভেদ কিছু নাই এবং সে কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণ ব্যাখ্যার জন্য স্বতন্ত্র তত্ত্বেরও প্রয়োজন নাই। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য তত্ত্বের দ্বারাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যও ব্যাখ্যা করা যায়। কারণ—

10. Monetary Differences.
11. Government Regulation and different national policies.
12. Subsidy. 13. Market Differences.
* Prof. Bertil Ohlin.

১. বিভিন্ন দেশের উৎপাদন-খরচের আপেক্ষিক পার্থক্যের যে বিধিটি ক্লাসিক্যাল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্বের ভিত্তি, উহা কেবল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেই নহে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেও সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। বিভিন্ন দেশ, একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চল কিংবা বিভিন্ন ব্যক্তি যাহারাই শ্রমের বিভাগ ও বিশেষায়ণ অনুসরণ করিবে এবং তাহাতে যে বিনিময়ের উৎপত্তি ঘটিবে, সেখানেই উহা খাটিবে। দ্রব্যবিশেষের উৎপাদনে এক উৎপাদকের তুলনায় অপর উৎপাদকের সুবিধা (আপেক্ষিক বা তুলনামূলক সুবিধা) অধিক হইলেই বিনিময়ের উৎপত্তি হয়। ইহাই সকল বিনিময়ের উৎস। যে কারণে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন বিষয়ে বিশিষ্টতা বা পারদর্শিতা লাভ করিয়া পরস্পরের সহিত বিনিময়ে প্রবৃত্ত হয়, সেই একই কারণে বিভিন্ন দেশও বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতা বা বিশিষ্টতা অর্জন করিয়া বিনিময়ে (আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে) প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং একই দেশের অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলের উপকরণ সমষ্টিতে যেন কোন পার্থক্য নাই, কেবল বিভিন্ন দেশের ক্ষেত্রেই তাহা বর্তমান এবং সে কারণে শুধু বিভিন্ন দেশেরই আপেক্ষিক খরচেরই পার্থক্য আছে, বিভিন্ন অঞ্চলগুলির মধ্যে-তাহা নাই, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সমর্থনে এরূপ যুক্তি উপস্থিত করা নিতান্ত অনুচিত। উৎপাদন-খরচের আপেক্ষিক পার্থক্য সকল বাণিজ্যেরই ভিত্তি, উহাকে কেবল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিশেষ ভিত্তিরূপে গণ্য করা উচিত নয়।

২. উপাদানসমূহের অচলতা শুধু যে বিভিন্ন দেশের মধ্যেই দেখা যায় তাহা নহে, একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যেও তাহা কম বেশি পরিমাণে দেখা যায়। তেমনি আবার, এক দেশের মধ্যে পুঁজি ও শ্রম যেরূপ সচল তেমনি, অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে হইলেও, বিভিন্ন দেশের মধ্যেও উহাদের সচলতা রহিয়াছে। বিভিন্ন দেশ ও একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে উপাদানের সচলতার যে পার্থক্য, তাহা আসলে গুণগত পার্থক্য নহে, মাত্রার পার্থক্য মাত্র।

৩. পরিবহণ-খরচের দরুনই যে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পার্থক্য দেখা দেয় তাহাও মনে করা ঠিক নহে, কারণ, দেশের অভ্যন্তরীণ আঞ্চলিক বাণিজ্যেও পরিবহণ-খরচ হইয়া থাকে।

৪. মুদ্রার বিভিন্নতার দরুনও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্বতন্ত্র তত্ত্বের যুক্তি নাই। কারণ, বিনিময়-হার হইল এক দেশের মুদ্রার দ্বারা অপর দেশের মুদ্রার মূল্যের প্রকাশ এবং উহা দুইটি মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতার নির্দেশক। এবং যেহেতু মুদ্রাগুলি পরস্পরের সহিত বিনিময়যোগ্য, সেহেতু আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বাণিজ্যে বিভিন্ন মুদ্রার ব্যবহারের দরুন মূলগত কোন প্রভেদ সৃষ্টি হয় না।

৫. বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভাষা, প্রথা, সরকারী নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির দরুন যে পার্থক্য দেখা যায় তাহাও স্থায়ী নহে। সীমান্ত-রেখার পরিবর্তন ও শুল্ক-প্রাচীরের অবসানও কিছু অজ্ঞাত নহে।

এ সকল কারণে ওলীন মনে করেন যে, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য হইতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কোন মূলগত প্রভেদ নাই। পার্থক্যটি অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নহে, বরং পার্থক্য যদি কিছু থাকে তাহা হইল একটিমাত্র বাজারের (আঞ্চলিক বাণিজ্য) দামতত্ত্ব ও একাধিক বাজারে প্রযোজ্য (আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে) দামতত্ত্বের। তাঁহার মতে, অভ্যন্তরীণ বাজারে (বাণিজ্যে) দাম নির্ধারণের যে চাহিদা-যোগানের সাধারণ তত্ত্ব আছে তাহাই সবিশেষ পরিবর্তন ছাড়াই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেরই একটি বিশেষ ক্ষেত্র মাত্র। সুতরাং চাহিদা-যোগানের যে শক্তির দ্বারা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে দাম নির্ধারিত হয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও সেই একই শক্তিগুলির প্রভাবেই দাম নির্ধারিত এবং বাণিজ্যের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়।

বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য ঘটে কেন: আপেক্ষিক খরচবিধি
WHY TRADE TAKES PLACE BETWEEN NATIONS: LAW OF COMPARATIVE COSTS

বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য কেন ঘটে, এই প্রশ্নের উত্তরে ক্লাসিক্যাল অর্থ-বিজ্ঞানিগণের বক্তব্যকে এক কথায় 'আপেক্ষিক খরচবিধি' বলিয়া উল্লেখ করা যায়। ইহা আপেক্ষিক সুবিধার বিধি[14] নামেও পরিচিত। অ্যাডাম স্মিথ ইহার সূত্রপাত করিলেও ডেভিড রিকার্ডোর হস্তে ইহা পরিণত রূপ লাভ করে। পরবর্তী কালে জন স্টুয়ার্ট মিল ইহাকে আরও মার্জিত আকার দান করেন। ইহার আধুনিক প্রবক্তাগণের মধ্যে টাউসিগের নাম উল্লেখনীয়।

আপেক্ষিক খরচবিধি বা তত্ত্ব: রিকার্ডোর কথায়, প্রত্যেক দেশই, যে দ্রব্যের উৎপাদনে উহার অধিকতর সুবিধা অথবা আপেক্ষিক সুবিধা রহিয়াছে তাহা উৎপাদন ও রপ্তানি করিবে, এবং যে দ্রব্যের উৎপাদনে উহার কম সুবিধা বা আপেক্ষিক অসুবিধা রহিয়াছে তাহা আমদানি করিবে। ইহাই আপেক্ষিক সুবিধার তত্ত্ব বা আপেক্ষিক খরচ-বিধি বা তত্ত্ব নামে পরিচিত।

অনুমিত শর্তাবলী[15]: ক্লাসিক্যাল আপেক্ষিক খরচবিধিটি নিম্নোক্ত অনুমানগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত,—(১) 'শ্রম'ই উৎপাদনের একমাত্র উপাদান এবং শ্রম-খরচই একমাত্র উৎপাদন-খরচ। **শ্রম-খরচের ভিত্তিতেই** দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনের আপেক্ষিক খরচ নির্ধারিত হইতেছে। (২) দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চলে **শ্রম ও পুঁজির সচলতা** থাকিলেও **একাধিক দেশের মধ্যে** উহাদের কোন **সচলতা নাই**। (৩) **সমানুপাতিক উৎপন্নবিধি** (সমানুপাতিক উৎপাদন-খরচ) কার্যকর রহিয়াছে। (৪) **শুধু দুইটি দেশের মধ্যে দুইটি মাত্র পণ্যের আদানপ্রদান** বিবেচনা করা হইতেছে। (৫) দুই দেশের মধ্যে এক জাতীয় মুদ্রামান-ব্যবস্থা (স্বর্ণমান) প্রচলিত রহিয়াছে এবং দেশের প্রয়োজনমত মুদ্রার পরিমাণের পরিবর্তন ঘটিতেছে (অর্থের পরিমাণতত্ত্ব)। (৬) অবাধ বাণিজ্যনীতি অনুসৃত হইতেছে। (৭) কোন পরিবহণ-খরচ নাই বলিয়া ধরা হইতেছে।

ব্যাখ্যা: দুইটি পণ্য উৎপাদনে দুই দেশের সুবিধা বা উৎপাদন-খরচের পার্থক্য তিন প্রকার হইতে পারে। যথা,—(১) সমান সুবিধা বা সমান পার্থক্য, (২) চূড়ান্ত সুবিধা বা চূড়ান্ত পার্থক্য, এবং (৩) আপেক্ষিক সুবিধা বা আপেক্ষিক পার্থক্য।

(১) **খরচের (সুবিধার) সমান পার্থক্য[16]: দৃষ্টান্ত:** ধরা যাক্ **ক** ও **খ** দুইটি দেশ সমপরিমাণ শ্রমে যথাক্রমে ৮ একক ধান অথবা ৪ একক পাট এবং ১০ একক ধান অথবা ৫ একক পাট উৎপাদন করিতে পারে।

সমপরিমাণ শ্রমে উৎপন্ন

দেশ		ধান	পাট	উৎপাদন-খরচের অনুপাত
ক	…	৮ একক	৪ একক	১ : ২
খ	…	১০ ,,	৫ ,,	১ : ২

সুতরাং **ক** দেশে ধান ও পাটের উৎপাদন-খরচের (শ্রম) অনুপাতটি হইবে ১ : ২; **খ** দেশেও ধান ও পাটের উৎপাদন-খরচের (শ্রম) অনুপাতটি হইবে ১ : ২। এরূপ ক্ষেত্রে দুইটি দেশের কাহারও অপরের সহিত নিজ দ্রব্যের বিনিময় অর্থাৎ বাণিজ্য করিয়া কোন লাভ বা উপকার হইবে না। **ক** দেশে যেমন একই পরিশ্রমে যতটা ধান উৎপন্ন হয় (৮ একক), পাট উৎপন্ন হয় উহার অর্ধেক (৪ একক). **খ** দেশেও তেমনি একই পরিশ্রমে ধানের তুলনায় (১০ একক) পাট উৎপন্ন হয় উহার অর্ধেক (৫ একক)। সুতরাং **ক** দেশে ১ একক পাটের পরিবর্তে যেমন ২ একক ধান বিক্রয় হইবে তেমনি **খ** দেশেও ১ একক পাটের পরিবর্তে **২ একক** ধান বিক্রয় হইবে। **ক** যদি **খ**-এর নিকট হইতে ১ এককের কম পাট দিয়া ২ একক ধান কিনিতে চায় কিংবা ১

14. Law of Comparative Advantages. 15. Assumptions.
16. Equal Cost Differences.

একক পাটের বদলে ২ এককের বেশি ধান চায়, তবে **খ** তাহাতে রাজী হইবে না। কারণ উহার নিজের দেশে ২ একক ধানের পরিবর্তে ১ একক পাট পাওয়া যায় (উৎপাদন করা যায়) কিংবা ২ এককের বেশি ধান না দিয়া ১ একক পাট পাওয়া যায় (কারণ একই পরিমাণ শ্রম-খরচে ২ একক ধান উৎপাদন না করিয়া উহার পরিবর্তে ১ একক পাট উহা নিজেই উৎপাদন করিতে পারে)। অতএব **দুই বা একাধিক দেশের একই প্রকার দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে খরচের পার্থক্য যদি সমান বা সমরূপ হয় তাহা হইলে উহাদের মধ্যে কোন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ঘটিতে পারে না।**

(২) **উৎপাদন-খরচের চূড়ান্ত পার্থক্যঃ দৃষ্টান্তঃ** এবার ধরা যাক একই পরিমাণ শ্রম খরচে **ক** দেশ ৮ একক ধান অথবা ৪ একক পাট এবং **খ** দেশ ৪ একক ধান অথবা ৮ একক পাট উৎপাদন করিতে পারে। এবার দেখা যাইতেছে যে, নিজ দেশে পাট উৎপাদন-খরচের তুলনায় এবং **খ** দেশে ধান উৎপাদন-খরচের তুলনায় **ক** এর ধান উৎপাদন-খরচ সর্বাপেক্ষা কম এবং অনুরূপভাবে, **খ** দেশের পাট উৎপাদন-খরচ সর্বাপেক্ষা কম। অর্থাৎ **ক** ধান উৎপাদনে ও **খ** পাট উৎপাদনে চূড়ান্ত সুবিধা ভোগ করিতেছে (কারণ উহারা প্রত্যেকেই একটি করিয়া দ্রব্য সর্বাধিক কম খরচে উৎপাদনে সক্ষম)। ইহার ফলে নিজ দেশে ধান ও পাট উভয় উৎপাদন করিতে হইলে, **ক** যে পরিমাণ শ্রম-খরচে কেবল ৮ একক করিয়া ধান উৎপাদন করিতে পারিত তাহার খানিকটা দিয়া উহাকে ৪ একক করিয়া পাট উৎপাদন করিতে হইবে এবং প্রতি ৪ একক পাট উৎপাদন করিতে গিয়া উহাকে ৮ একক করিয়া ধান ত্যাগ করিতে হইবে। অর্থাৎ **ক** এর নিজ দেশে প্রতি ৮ একক পাটের বদলে মাত্র ৪ একক করিয়া ধান পাওয়া যাইবে। আর **খ** দেশও যদি ধান ও পাট উভয়ই উৎপাদন করে তবে যে শ্রম-খরচে উহা কেবল ৮ একক করিয়া পাট উৎপাদন করিতে পারিত উহার খানিকটা দিয়া ধান উৎপাদন করিতে গেলে, যে শ্রম-খরচে উহা ৮ একক করিয়া পাট উৎপাদন করিত তাহার পরিবর্তে মাত্র ৪ একক করিযা ধান পাইবে। এবং নিজ দেশে ৮ একক পাটের পরিবর্তে কেবল ৪ একক ধান পাওয়া যাইবে। কিন্তু ইহার পরিবর্তে যদি **ক** কেবল ধান ও **খ** কেবল পাট উৎপাদন করে এবং পরস্পরের সহিত ধান ও পাট বিনিময় করে তবে **ক** **খ**-এর নিকট হইতে ৮ একক ধানের বদলে ৪ এককের বেশি পাট কিনিতে পারিবে এবং **খ** **ক**-এর নিকট হইতে ৮ এককের কম পাট দিয়া ৪ একক ধান কিনিতে পারিবে। ইহাতে উভয়ের মোট উৎপাদন (**ক**-এর ধানের এবং **খ**-এর পাটের) বাড়িবে এবং প্রত্যেকে (অপরের নিকট হইতে) সস্তায় কিনিয়া (**ক** পাট এবং **খ** ধান) ও অধিক দামে বেচিয়া (**ক** ধান ও **খ** পাট) লাভবান হইবে। সুতরাং **দুই দেশের মধ্যে উৎপাদন-খরচের চূড়ান্ত পার্থক্য থাকিলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ঘটিবে।**

সমান শ্রম-খরচে উৎপন্ন

দেশ	ধান	পাট	উৎপাদন-খরচের অনুপাত
ক	৮ একক	৪ একক	১ : ½
খ	৪ ,,	৮ ,,	১ : ২

(৩) **উৎপাদন-খরচের আপেক্ষিক পার্থক্যঃ দৃষ্টান্তঃ** এবার ধরা যাক্, একই শ্রম-খরচে **ক** দেশ ৮ একক ধান অথবা ৪ একক পাট এবং **খ** দেশ ৬ একক ধান অথবা ২ একক পাট উৎপাদন করে। এবার মনে হইতে পারে যে, যেহেতু **খ**-এর তুলনায় **ক** উভয় দ্রব্যই একই শ্রম-খরচে অধিক পরিমাণে অর্থাৎ কম খরচে উৎপাদন করিতে সক্ষম, সেহেতু, **খ**-এর সহিত বাণিজ্যে **ক**-এর কোন লাভ হইবে না এবং সে কারণে **খ**-এর আগ্রহ

সমপরিমাণ শ্রম-খরচে উৎপন্ন

দেশ		ধান	পাট	উৎপাদন-খরচের অনুপাত
ক	...	৮ একক	৪ একক	১ : ½
খ	..	৬ ,,	২ ,,	১ : ⅓

সত্ত্বেও উহাদের মধ্যে কোন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ঘটিবে না। কিন্তু উহাদের উৎপাদন-খরচের অনুপাত-বিচারে এই ধারণা ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইবে। উৎপাদন-খরচের অনুপাত হিসাবে **ক** দেশে ১ একক পাটের বদলে মাত্র ২ একক ধান পাওয়া যায় আর **খ** দেশে ১ একক পাটের বদলে ৩ একক করিয়া ধান পাওয়া যায়, সুতরাং **ক** ও **খ** দেশের মধ্যে, **খ** দেশে ধান সস্তা (অর্থাৎ উৎপাদন-খরচ অপেক্ষাকৃত কম)। আবার ঐ উৎপাদন-খরচের অনুপাত-বিচারে, **ক** দেশে ১ একক পাটের জন্য ২ একক ধান দিতে হয় এবং **খ** দেশে ১ একক পাটের জন্য ৩ একক ধান লাগে। সুতরাং **ক** ও **খ** দেশের মধ্যে **ক** দেশে পাট সস্তা (অর্থাৎ উৎপাদন-খরচ অপেক্ষাকৃত কম)। সুতরাং ধানের উৎপাদনে **খ**-এর আপেক্ষিক সুবিধা বেশি (অর্থাৎ আপেক্ষিক খরচ কম) এবং পাটের উৎপাদনে **ক**-এর আপেক্ষিক সুবিধা বেশি (অর্থাৎ আপেক্ষিক খরচ কম)। অতএব **ক** কেবল পাট ও **খ** কেবল ধান উৎপাদনে আত্মনিয়োগ করিয়া পরস্পরের সহিত উহাদের বিনিময়ে উভয়েই লাভবান হইবে। তাহাতে **ক** **খ**-এর নিকট হইতে ১ একক পাটের বিনিময়ে ২ এককের বেশি ধান কিনিতে পারিবে এবং **খ** **ক**-এর নিকট হইতে ৩ এককের কম ধানের বিনিময়ে ১ একক পাট কিনিতে পারিবে। অতএব দুই দেশের মধ্যে উৎপাদন-খরচের আপেক্ষিক পার্থক্যের দরুনও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদ্ভব ঘটিতে পারে।

সুতরাং বলা যায় যে, দুই দেশের মধ্যে উৎপাদন-খরচের সমান পার্থক্যে কোন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ঘটে না, চূড়ান্ত পার্থক্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ঘটিবেই, কিন্তু চূড়ান্ত পার্থক্য না থাকিলেও **যদি আপেক্ষিক পার্থক্য থাকে তাহা হইলেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উৎপত্তি সম্ভব।** শুধু এক দেশের তুলনায় অপর দেশে কোন দ্রব্য কম খরচে উৎপন্ন হইলেই উহাতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উৎপত্তি হয় না, উহার নিজ দেশে অন্যান্য দ্রব্যের তুলনায়, এবং অপর দেশে ঐ দ্রব্যটির তুলনামূলক উৎপাদন-খরচ অপেক্ষা, উহার উৎপাদন-খরচ (আপেক্ষিক খরচ) কম হওয়া চাই। ইহাই আপেক্ষিক খরচবিধির বক্তব্য।

শ্রম-খরচের ভিত্তিতে এই বিধিটির ব্যাখ্যা দেওয়া হইলেও, শ্রম-খরচের পরিবর্তে আর্থিক খরচ কিংবা সুযোগ খরচের ভিত্তিতেও যে ইহা ব্যাখ্যা করা যায় তাহা হাবারলার[17] প্রমুখ আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীরা দেখাইয়াছেন। হাবারলার আরও দেখাইয়াছেন যে কেবল দুইটি দেশ ও দুইটি দ্রব্যের ভিত্তিতে নহে। দুই-এর বেশি সংখ্যক দেশ ও দ্রব্যাদির ক্ষেত্রেও এই বিধিটি প্রযোজ্য।

মূল্যায়ন[18]**ঃ** (ক) **সমালোচনাঃ ক্লাসিক্যাল** অর্থবিজ্ঞানিগণ তাঁহাদের অনুমিত শর্তাবলী-নির্ভর নির্দিষ্ট ছকের দুনিয়ার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পক্ষে একটি কঠোর যুক্তিনির্ভর যথার্থ আন্তর্জাতিক তত্ত্ব রচনা করিয়াছিলেন। এবং উহার প্রায় সূত্রপাত হইতেই তত্ত্বটিব নিদারুণ ও গভীর সমালোচনা সত্ত্বেও খানিক সংশোধনসহ বর্তমান শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশ পর্যন্ত ইহা অর্থবিজ্ঞানী মহলে গ্রহণযোগ্য ছিল। সময়ের পরিবর্তনের সহিত উহার অনুমিত শর্তগুলি গ্রহণের অযোগ্য হইয়া পড়ে এবং বিশ্লেষণের স্থূল হাতিয়ারগুলির পরিবর্তে উন্নত হাতিয়ারের ব্যবহার ঘটিতে থাকে।

১. শ্রম ও পুঁজি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সচল হইলেও বিভিন্ন দেশের মধ্যে সচল নহে, এই মূল অনুমিত শর্তটি নানা দিক হইতে আক্রান্ত হয়। সমালোচকগণের মতে এমন কি একই দেশের মধ্যে শ্রমের পেশাগত[19] সচলতারও অভাব আছে। শ্রমের যোগান সমগুণসম্পন্ন শ্রমিকগণের সমষ্টি নয়, উহা সম্পূর্ণ অদক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া অত্যন্ত সুনিপুণ পেশাদারী কারুশিল্পী পর্যন্ত বিবিধ স্তরের শ্রমিক সমষ্টি লইয়া গঠিত। ইহারা পরস্পরের অপ্রতিযোগীগোষ্ঠী[20]। সুতরাং একই দেশের মধ্যেও শ্রমেব সচলতার বিশেষ অভাব বর্তমান।

---

17. Prof. Haberler.
18. Critical estimate or evaluation.
19. Occupational mobility.
20. Non-competing groups

২. স্বর্ণমানের পতনের ফলে বিভিন্ন দেশের মুদ্রাবিনিময়-হারের অনিশ্চয়তাও বাড়িয়াছে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আর এক জাতীয় মুদ্রার (স্বর্ণমান) দ্বারা পরিচালিত হয় না কিংবা আপনাআপনি আর টাকার যোগান নিয়ন্ত্রণের কোন স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা নাই। সুতরাং ক্লাসিক্যাল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যতত্ত্বের আর একটি মূল ভিত্তিও অন্তর্হিত হইয়াছে।

৩. তত্ত্বটির বিশ্লেষণের মূল হাতিয়ার, উৎপাদন-খরচের আপেক্ষিক পার্থক্যের ভিত্তি শ্রমের মূল্যতত্ত্ব[২১]কেও এই বলিয়া আক্রমণ করা হইয়াছে যে অভ্যন্তরীণ বাজারে পণ্যের মূল্য নির্ধারণে যখন মূল্যের শ্রমতত্ত্বটি বর্জন করা হইয়াছে তখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উহার ব্যবহার অর্থহীন।

৪. ইহা ছাড়া সমানুপাতিক উৎপন্নবিধি এবং পরিবহণ-খরচ নাই, এই দুইটি অনুমিত শর্তও আক্রমণ করা হইয়াছে।

তত্ত্বটির রচনাকালেই উহাতে ব্যবহৃত এই সকল অনুমিত শর্তাবলী অবাস্তব ছিল, সময়ের ব্যবধানে বর্তমানে উহারা আরও অবাস্তব হইয়া পড়িয়াছে। ফলে শ্রমের মূল্যতত্ত্বের ভিত্তিতে রচিত **পুরাতন আকারে** আপেক্ষিক খরচের বিধিটির বর্তমান গুরুত্ব কিছু নাই। তবে, শ্রমের মূল্যতত্ত্বের পরিবর্তে সুযোগ-খরচের ভিত্তিতে ইহাকে দাঁড় করান হইলে, ইহা এখনও আন্তর্জাতিক অর্থনীতির একটি মৌলিক নীতি রূপে অনস্বীকার্য।

(খ) **শিক্ষা :** এই ক্লাসিক্যাল তত্ত্বটির বর্তমানে কোন ব্যবহারিক মূল্য না থাকিলেও, একথা অস্বীকার করা যায় না যে, (১) ইহার প্রচারকগণ তত্ত্বটির দ্বারা এই মূল বিষয়টিই বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইল মূলতঃ দ্রব্যের পরিবর্তে দ্রব্যের বিনিময় এবং রপ্তানি-সামগ্রী দ্বারাই আমদানি-সামগ্রীর দাম পরিশোধ করিতে হয়।

(২) দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক শ্রম-বিভাগ ও বিশেষায়ণের উপকার কি তাহাও এই তত্ত্বটির দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং একমাত্র অবাধ বাণিজ্যের অধীনেই যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভগুলি সর্বাধিক হইতে পারে সে বিষয়ের উপরও এই তত্ত্বটি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আধুনিক তত্ত্ব : ও'লীনের তত্ত্ব
MODERN INTERNATIONAL TRADE THEORY : OHLIN'S THEORY

এই চিন্তাধারাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের মূল ভিত্তি ছিল যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মূলগতভাবেই অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য হইতে পৃথক বলিয়া, অভ্যন্তরীণ বাজারে (একটি বাজারে) চাহিদা-যোগানের যে শক্তিসমূহের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় দাম নির্ধারিত হয়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে (একসঙ্গে একাধিক বাজারে) দাম নির্ধারণে সে ব্যাখ্যা খাটে না। ক্লাসিক্যাল বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করিয়া সুইডেনের অধ্যাপক বার্টিল ও'লীন[২২] আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আধুনিক তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের মূল চিন্তাধারার বিরোধিতা করিয়া ইহাতে বলা হইয়াছে যে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নাই; আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেরই সম্প্রসারণ মাত্র এবং অভ্যন্তরীণ বাজারে যে সকল শক্তির দ্বারা দাম নির্ধারিত হয়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও উহারাই দাম নির্ধারণ করে। পরস্পরবিচ্ছিন্ন অবস্থায় (অর্থাৎ উহাদের মধ্যে যখন বাণিজ্য ঘটে না) দেশগুলিতে দামের যে পার্থক্য থাকে, উহাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে তাহা ক্রমশঃ কমিতে থাকে, ইহাতে মনে হইতে পারে যে, তখন আর উহাদের মধ্যে বাণিজ্যের কোন সুযোগ থাকিতে পারে না। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তাহা নয়, কারণ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যই হোক আর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যই হোক, উৎপাদন-খরচের পার্থক্য উহাদের উভয়েরই মূল ভিত্তি।

21. Labour Theory of Value. 22. Prof. Bertil Ohlin.

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এই আধুনিক ব্যাখ্যাতে দামের ভারসাম্যতত্ত্ব প্রয়োগ করিয়া বলা হইয়াছে যে, চাহিদা ও যোগানের শক্তিগুলিই আন্তর্জাতিক (বিভিন্ন দেশের) উৎপাদন-খরচ নির্ধারণ করে এবং সেহেতু আন্তর্জাতিক বাজারের দাম নির্ধারণ করে।

যে কোন দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ঘটিতে হইলে উহাদের মধ্যে পণ্যসামগ্রীর চাহিদা ও উৎপাদন-খরচের পার্থক্য থাকা চাই। দুই দেশের মধ্যে একই দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন খরচের পার্থক্য জন্মে উহাদের উপাদান-সমষ্টির পার্থক্য হইতে। কোন দেশের হয়তো জমির প্রাচুর্য, কাহারও হয়তো বা শ্রম বা পুঁজির প্রাচুর্যের দরুন উৎপাদন-খরচের সুবিধা (অপেক্ষাকৃত কম উৎপাদন-খরচ) বেশি। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্ভবপর হইতে হইলে, কেবল উপাদান-খরচের পার্থক্য থাকিলেই চলিবে না, উহার সহিত রপ্তানিযোগ্য সামগ্রীগুলির আনুপাতিক উৎপাদক-খরচের পার্থক্যও (খরচের আপেক্ষিক পার্থক্য) থাকা চাই। দেশের অভ্যন্তরে, অন্যান্য উপাদানের তুলনায় কেবল কয়েকটি উপাদান সস্তা হইলেই তাহা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্ভাবনা নির্দেশ করে না। অপর দেশে উহার খরচের তুলনায় নিজ দেশে কোন উপাদানের চূড়ান্ত খরচ দ্বারাই উপাদান-খরচ সুবিধা-জনক কিনা তাহা বুঝা যায়। দুই দেশের মুদ্রার বিনিময়-হারটি নির্ধারিত হইয়া যাইবার পরই এই তুলনা করা সম্ভব হয়।

ও'লীন এই বলিয়া তাঁহার বক্তব্যের অবতারণা করিয়াছেন যে, দুইটি পরস্পরবিচ্ছিন্ন দেশের মধ্যে একটির তুলনায় অপরটিতে দাম কম হইলে তাহা উহাদের মধ্যে বাণিজ্যের সূত্রপাতের কারণ হইতে পারে। কিন্তু ইহা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেও খাটে। তবে, উভয়ের দামের এই তারতম্য উহাদের মধ্যে বাণিজ্যের আপাতঃদৃষ্ট কারণ মাত্র। উহাদের মধ্যে বাণিজ্য ঘটিলে, অবশ্যই তাহার আরও গভীর মৌলিক কারণ থাকিবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এই গভীর মৌলিক কারণ অনুসন্ধানের জন্য ও'লীন আধুনিক দামতত্ত্বের বিশ্লেষণের হাতিয়ারগুলি ব্যবহার করিয়াছেন।

আধুনিক দামতত্ত্বের মূল ভিত্তি তিনটি,—(ক) নিখুঁত প্রতিযোগিতা, (খ) একটিমাত্র দাম প্রতিষ্ঠার বিধি, এবং (গ) দীর্ঘকালীন সময়। নিখুঁত প্রতিযোগিতা কল্পনা করিয়া লইলে দামের উপর কোন বিক্রেতা বা ক্রেতার প্রভাব খাটে না। এক দাম কল্পনা করিয়া লইলে প্রত্যেক বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের প্রতিযোগিতায় একটিমাত্র দাম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যে কোন পণ্যের সকল একক ঐ একটিমাত্র দামেই ক্রয়বিক্রয় হয়। আর দীর্ঘকালীন সময়ের কল্পনার দ্বারা বাজারের সাময়িক বিশৃঙ্খলা অগ্রাহ্য করিয়া এরূপ দামের কল্পনা করা যায় যাহা দীর্ঘকালীন সময়ে ক্রয়বিক্রয়ের প্রান্তসীমায় উৎপাদন খরচের সমান (দাম= প্রান্তিক খরচ=গড় খরচ) হইবে। ইহাতে বাজারে এরূপ ভারসাম্য দাম প্রতিষ্ঠিত হইবে প্রত্যেক পণ্যের মোট চাহিদা উহার মোট যোগানের সমান হইবে এবং সমস্ত সরবরাহকৃত সামগ্রী বিক্রয় হইয়া যাইবে।

কিন্তু এই অবস্থায়, আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের দাম উহার চাহিদা ও যোগানের দ্বারা স্থির হয়, একথা বলাই শুধু যথেষ্ট নয়। আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের চাহিদা ও যোগান কোন্ কোন্ শক্তিসমূহের দ্বারা নির্ধারিত হয়, ইহাই প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। পণ্যের চাহিদা নির্ভর করে ভোগকারিগণের অভাব ও তাহাদের ক্রয়ক্ষমতার উপর। কোন একটি বিশেষ পণ্য ক্রেতারা চাহিতেছে কিনা তাহা নির্ভর করে তাহাদের সম্মুখে বাছিয়া লইবার মত কত বিবিধ প্রকারের সামগ্রী রহিয়াছে[23] এবং উহাদের দামগুলি কিরূপ ইত্যাদির উপর। কোন একটি নির্দিষ্ট পণ্য কিনিতে ক্রেতার ইচ্ছা নির্ভর করে তাহার হাতে কি পরিমাণ অর্থ আছে এবং তাহা আবার নির্ভর করে তাহার আয়ের উপর।

পণ্যের যোগান যে সকল শক্তির দ্বারা নির্ধারিত হয় তাহা আরও জটিল। যে

23. Range of choices of goods.

পরিমাণে পণ্যটি বিক্রয়ের জন্য বাজারে যোগান দেওয়া হয় তাহা নির্ভর করে উহার জন্য ক্রেতারা কিরূপ দাম দিতে রাজী এবং উহার উৎপাদন-খরচ কিরূপ, এই দুইটি বিষয়ের উপর। দীর্ঘকালীন সময়ে দামকে অবশ্যই উৎপাদন-খরচের সমান হইতে হইবে এজন্য উৎপাদন-খরচের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইহার অর্থ এই যে, দাম এরূপ হওয়া চাই যেন উৎপাদক ঐ দামে সামগ্রী বেচিয়া মোট মজুরি-খরচ, সুদ ও পুঁজিব্যয়ের সমস্ত এবং খাজনা-খরচ, সকলই তুলিতে পারে। কিন্তু এই দামগুলি (অর্থাৎ উপাদান-দাম) আবার নিজেরাও চাহিদা-যোগানের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার ফল।

উপাদানের চাহিদা হইল উদ্ভূত চাহিদা; উহারা যে পণ্য উৎপাদন করে উহার চাহিদা হইতেই উহাদের চাহিদার উৎপত্তি হয়। উপাদানসমূহের যোগান বিবিধ শক্তির ক্রিয়ার ফল, তবে মূলগতভাবে, উহাদের দাম এরূপ হওয়া চাই যেন, প্রয়োজনীয় পরিমাণে বাজারে উহাদের যোগান পাওয়া যায়। সুতরাং পণ্যের উৎপাদন-খরচ হইতেছে উৎপাদনের উপাদান-দামের সমষ্টি এবং প্রতিযোগিতার বাজারে যে কোন উৎপাদকের সাফল্য নির্ভর করে উহা কিরূপ নৈপুণ্যের সহিত উপাদানগুলির সংমিশ্রণ ঘটাইতেছে ও তাহা ব্যবহার করিতেছে ইত্যাদির উপর। শ্রম যদি পুঁজির তুলনায় সস্তা হয় তবে উৎপাদন-খরচ কমাইবার জন্য কম পুঁজির সহিত বেশি শ্রমের ব্যবহার ঘটিবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ ও দেশগত দিক আলোচনায় ইহা এক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়।

যেহেতু পণ্যের উৎপাদন-খরচ উহাতে ব্যবহৃত উপাদানসমূহের দামের উপর নির্ভর করে, সেহেতু, কোন দেশ কোন পণ্যবিশেষ কম খরচে উৎপাদন করিতে পারে কিনা প্রত্যক্ষ-ভাবে তাহা নির্ভর করে সে দেশে ঐ পণ্যের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলি অন্যান্য উপাদানের তুলনায় কতটা সুলভ, তাহার উপর। **বিভিন্ন দেশে অবস্থিত উপাদান-সমষ্টির এরূপ বিভিন্নতার দরুনই বিভিন্ন দেশে উৎপাদন-খরচের বিভিন্নতা দেখা দেয়।** কোথাও অন্যান্য দেশের তুলনায় মজুরি বেশি কিন্তু সুদ ও খাজনা কম, আবার কোথাও মজুরি কম কিন্তু খাজনা এবং/অথবা সুদ বেশি। এক দেশ হইতে অপর দেশে উৎপাদনের উপাদানের সচলতার বাধা আছে বলিয়া বিভিন্ন দেশে খরচের এই পার্থক্য দীর্ঘকাল ধরিয়া থাকিতে পারে।

কিন্তু কেবল কোন উপাদানের প্রাচুর্য অথবা দুর্লভতাই সামগ্রীর দাম নির্ধারণ করে না; বরং উহার চাহিদার প্রভাবই ইহাতে বেশি।

সুতরাং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যে কোন দেশের সুবিধার ভিত্তি হইতেছে উহার **উপাদানসমূহের সুলভতা**; তবে ঐ সুলভতার মাপকাঠি হইল **উপাদানগুলির চাহিদার তীব্রতা।** কোন দেশের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড থাকিলেই (যেমন ভারতে) তাহা যে সুলভ বুঝাইবে তাহা নহে; বরং উহা অত্যন্ত দুর্লভ (অধিক দামী)-ও হইতে পারে (মাথাপিছু জমির পরিমাণ কম হইলে)। তেমনি দেশের জমি ও পুঁজির পরিমাণের তুলনায় বিপুল জনসমষ্টির দেশেও শ্রম অল্প বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। অতএব, কেবল একটি হইতে অপরটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া উপাদান-দামগুলি পৃথকভাবে নির্ধারিত হয় না. একটির তুলনায় আপেক্ষিক ভাবেও অপরটির দাম (আপেক্ষিক উপাদান-দাম) নির্ধারিত হয়[২৪]। যাহার চাহিদা আছে এবং যাহার উৎপাদনে দুর্লভ উপাদানগুলির ব্যবহার সর্বাধিক সংকুচিত করা এবং সুলভ উপাদানগুলি সর্বাধিক ব্যবহার করা সম্ভব, এরূপ পণ্য নির্বাচনের দ্বারা এক দেশ অপরাপর দেশের অপেক্ষা অধিকতর সুবিধা ভোগের (আপেক্ষিক সুবিধা, অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত কম উৎপাদন-খরচের সুবিধা) অধিকারী হয়।

সুতরাং **এক দেশের সহিত অপর দেশের বাণিজ্য ঘটিবার জন্য দুইটি শর্ত পালিত হওয়া আবশ্যক।** যথা,—(১) **প্রত্যেক দেশে চাহিদার তুলনায় উপাদানগুলির যোগানে**

24. 'The prices of the factors are, therefore, determined not only in absolute terms, but also in relation to each other.'

পার্থক্য থাকা চাই (চাহিদার তুলনায় কোনটি কম, কোনটি বেশি)। ইহার ফলে, প্রত্যেক দেশেই উহার প্রাচুর্যময় উপাদানগুলি ব্যবহারের উপযোগী দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে বিশেষীকরণ দেখা দেয়। এবং (২) **এক দেশের সহিত অপর দেশের উপাদান-সমষ্টিতে আপেক্ষিক বা তুলনামূলক পার্থক্য** থাকা চাই। ইহার ফলেই উৎপাদন-খরচের আপেক্ষিক পার্থক্য দেখা দেয় এবং উহার দরুনই এক দেশের সহিত অপর দেশের বাণিজ্যের সূত্রপাত ঘটে।

বিভিন্ন দেশের মধ্যে কোন্ উপাদানটি কোন্ দেশে চূড়ান্তভাবে সুলভ[25] তাহা উহাদের মুদ্রার বিনিময়-হারের দ্বারাই নির্ধারিত হয় এবং উহার দ্বারাই শেষ পর্যন্ত কোন্ পণ্য কোন্ দেশে উৎপন্ন হইবে তাহা স্থির হয়। উপাদানগুলির চূড়ান্ত দাম বা খরচের পার্থক্য এরূপ হওয়া চাই যেন তাহাতে এক দেশের তুলনায় অন্য দেশের আপেক্ষিক (খরচের) সুবিধা থাকে (অর্থাৎ নিজ দেশে ঐ উপাদান-খরচ অন্যান্য উপাদান-খরচ অপেক্ষা কম এবং তাহা অন্য দেশের তুলনায়ও অল্প)। ইহা কিন্তু রিকার্ডো যে খরচের তুলনামূলক বা আপেক্ষিক সুবিধার কথা বলিয়াছেন তাহা হইতে ভিন্ন। ইহা রিকার্ডোর মত শ্রম-খরচের ভিত্তিতে প্রকাশিত সকল খরচের পার্থক্য নয়, ইহা হইল অর্থের দ্বারা অর্থাৎ আর্থিক দামের দ্বারা প্রকাশিত সকল খরচের পার্থক্য এবং ইহার দ্বারাই এক দেশের তুলনায় অপর দেশের আপেক্ষিক সুবিধা নির্ধারিত হয়।

বাণিজ্যের হার
TERMS OF TRADE

আমদানির দাম রপ্তানির দ্বারাই শোধ করিতে হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আসলে আমদানির সহিত রপ্তানির বিনিময় মাত্র। যে হারে আমদানির সহিত রপ্তানির বিনিময় ঘটে তাহাই বাণিজ্যের হার। ইহার দ্বারা দেশের রপ্তানির সহিত আমদানির বিনিময়-হার বুঝায় (রপ্তানি : আমদানি$=\frac{\text{রপ্তানি}}{\text{আমদানি}}$)। অর্থাৎ নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী আমদানি করিতে হইলে কি পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি করিতে হইবে, বাণিজ্যের হার বলিতে তাহাই বুঝায়। ইহা নির্ভর করে রপ্তানি ও আমদানি দ্রব্যসামগ্রীর দামস্তরের উপর। সুতরাং রপ্তানি ও আমদানি দ্রব্যসামগ্রীর দামস্তর দুইটির অনুপাতই হইল বাণিজ্যের হার। এজন্য বলা হয় যে, বাণিজ্য-হারের দ্বারা দুই প্রস্থ দামস্তরের (অর্থাৎ রপ্তানি ও আমদানি দ্রব্য-সমূহের দামস্তর দুইটির) সম্পর্ক প্রকাশ পায়। বলা বাহুল্য আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ পরস্পরের সমান হইলে, তবেই সুনির্দিষ্ট ও যথার্থভাবে বাণিজ্যের হার নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু বাস্তব জগতে, একাধিক দেশ ও একাধিক পণ্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অধীন হওয়ায় আমদানি-রপ্তানি সর্বদা পরস্পরের ভারসাম্যে পৌঁছায় না বলিয়া বাণিজ্যের আংশিক হারের[26] কয়েকটি ধারণা উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইহার একটি হইল **'নীট সরাসরি দ্রব্যবিনিময়ে বাণিজ্যের হার'**[27]। ইহা হইল আগের কোন নির্দিষ্ট সময়ের তুলনায় পরের কোন নির্দিষ্ট সময়ে রপ্তানি ও আমদানি দ্রব্যসমূহের দামস্তরের অনুপাত। বীজগণিতের সাহায্যে ইহাকে নিম্নোক্ত রূপে প্রকাশ করা যায়,—

$$\frac{\text{পরবর্তী নির্দিষ্ট সময়ে মোট রপ্তানির দাম}}{\text{পরবর্তী নির্দিষ্ট সময়ে মোট আমদানির দাম}} : \frac{\text{পূর্ববর্তী নির্দিষ্ট সময়ে মোট রপ্তানির দাম}}{\text{পূর্ববর্তী নির্দিষ্ট সময়ে মোট আমদানির দাম}}$$

সংক্ষেপে,— $\frac{Px1}{Pm1} : \frac{Px0}{Pm0}$

[P হইল দাম, x হইল রপ্তানি সামগ্রীর পরিমাণ, m হইল আমদানি সামগ্রীর পরিমাণ এবং **1 হইল পরবর্তী নির্দিষ্ট সময় ও 0 হইল পূর্ববর্তী নির্দিষ্ট সময়।**] বাণিজ্যের হারের আলোচনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, বাণিজ্যের হার দেশের অনুকূল

25. Absolute cheapness. 26. Partial terms-of-trade.
27. Net barter terms of trade.

কিংবা প্রতিকূলে হইতে পারে। বাণিজ্যের হার দেশের অনুকূলে হইলে একই পরিমাণ রপ্তানির দ্বারা অধিকতর পরিমাণে আমদানি করা সম্ভব হয় কিংবা একই পরিমাণ আমদানির জন্য স্বল্পতর পরিমাণ রপ্তানির প্রয়োজন হয়। আর বাণিজ্যের হার প্রতিকূলে হইলে একই পরিমাণ রপ্তানির দ্বারা স্বল্পতর পরিমাণ আমদানি করা যায় অথবা একই পরিমাণ আমদানি করিতে হইলে অধিকতর পরিমাণ রপ্তানির প্রয়োজন হয়।

বাণিজ্যের হার কিভাবে নির্ধারিত হয়ঃ ক্লাসিক্যাল এবং আধুনিক, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তত্ত্ব উভয়েরই বক্তব্য এই যে, বাণিজ্যের হার নির্ধারিত হয় পরস্পরের নিকট পরস্পরের সামগ্রীর (রপ্তানির) চাহিদার দ্বারা অর্থাৎ পণ্যগুলির পারস্পরিক চাহিদার[28] দ্বারা এবং মুদ্রা-বিনিময়ের চল্‌তি হারে আমদানি ও রপ্তানি সামগ্রীগুলির দামের মধ্যে তাহা প্রতিফলিত হয়। বিদেশের কাছে ভারতীয় রপ্তানি পণ্যের চাহিদার তুলনায় ভারতের কাছে বিদেশী আমদানি দ্রব্যের চাহিদা যদি বেশি হয় তবে বাণিজ্যের হার ভারতের প্রতিকূলে ও বিদেশের অনুকূলে যাইবে, আর ইহার বিপরীত হইলে বাণিজ্যের হার ভারতের অনুকূলে ও বিদেশের প্রতিকূলে যাইবে।

অর্থাৎ দু'টি দেশের মধ্যে উৎপাদন-খরচের আপেক্ষিক পার্থক্য থাকিলে, তবেই উহাদের মধ্যে বাণিজ্য ঘটিবার কারণ থাকিবে এবং উহাদের খরচের অনুপাতগুলির দ্বারা বিনিময়ের সীমা নির্দিষ্ট হইবে, তবে প্রকৃতপক্ষে কি হারে উহাদের মধ্যে বিনিময় ঘটিবে তাহা পারস্পরিক চাহিদার দ্বারা নির্ধারিত হইবে। যেমন ধরা যাক্ **ক** দেশে ধান ও পাটের উৎপাদন-খরচের অনুপাত ১ : ২ এবং **খ** দেশে ধান ও পাটের উৎপাদন-খরচের অনুপাত ১ : ৩। এই অবস্থায় **ক**-এর সহিত **খ**-এর পাট ও ধানের বিনিময় ঘটিবে; কিন্তু বিনিময়ের হার অর্থাৎ বাণিজ্যের হার কি হইবে? উৎপাদন-খরচের পার্থক্য অনুসারে ১ একক পাট=২ একক ধান (**ক** দেশে)=৩ একক ধান (**খ** দেশে)। এমতাবস্থায় **ক** ও **খ**-এর মধ্যে পাটের সহিত ধানের বিনিময়ের হার ২ এককের বেশি এবং ৩ এককের কম হইবে। পাটের জন্য **খ**-এর চাহিদা (অর্থাৎ **ক**-এর রপ্তানির ও **খ**-এর আমদানির চাহিদা) যদি ধানের জন্য **ক**-এর চাহিদা (অর্থাৎ **ক**-এর আমদানি ও **খ**-এর রপ্তানির চাহিদা) অপেক্ষা বেশি হয়, তবে পাট ও ধানের বিনিময়-হার সর্বাধিক সীমার কাছাকাছি হইবে, অর্থাৎ ১ একক পাটের বিনিময়ে **ক** দেশ **খ** দেশ হইতে ৩ এককের কাছাকাছি ধান আদায় করিতে পারিবে (যেমন, ১ পাট : ২৯/১০ ধান) আবার ইহার বিপরীত হইলে পাট ও ধানের বিনিময়-হার ন্যূনতম সীমার কাছাকাছি হইবে, অর্থাৎ ১ একক পাটের বিনিময়ে ২ এককের সামান্য বেশি ধান পাওয়া যাইবে (যেমন, ১ পাট : ২১/১০ ধান)। সুতরাং বাণিজ্যের হার দ্বারাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নিযুক্ত দেশগুলির লাভালাভ[29] স্থির হইয়া থাকে।

বাণিজ্যের হার যে পারস্পরিক চাহিদার দ্বারা স্থির হয় তাহা হইতেছে প্রকৃতপক্ষে আমদানি ও রপ্তানি সামগ্রীগুলির আপেক্ষিক চাহিদা ও যোগান। ইহারা নিম্নলিখিত চারিটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে,—(ক) আমদানি-চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা; (খ) রপ্তানি-চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা; (গ) রপ্তানি-যোগানের স্থিতিস্থাপকতা; এবং (ঘ) আমদানি-যোগানের স্থিতিস্থাপকতা।

বাণিজ্যের হারের পরিবর্তন[30]ঃ যেহেতু আমদানি-রপ্তানির পারস্পরিক চাহিদা-যোগানের দ্বারা বাণিজ্যের হার নির্ধারিত হয়, সেহেতু উহাদের চাহিদা অথবা যোগানের পরিবর্তনে বাণিজ্যের হারও পরিবর্তিত হইতে পারে। রপ্তানির চাহিদা বাড়িলে বাণিজ্যের হার রপ্তানিকারী দেশের অনুকূলে ও আমদানিকারী দেশের প্রতিকূলে যাইবে, আর রপ্তানির চাহিদা কমিলে ইহার বিপরীত হইবে। সেরূপ রপ্তানি সামগ্রীর উৎপাদন-খরচ কমিলে উহাদের দাম কমিবে এবং উহার চাহিদা না বাড়িলে বাণিজ্যের হার রপ্তানিকারী দেশের

28. Reciprocal Demand. 29. Gains from International trade.
30. Changes in terms of trade.

প্রতিকূলে যাইবে। আবার একটি দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রধান অংশীদার হওয়ায় কিংবা কয়েকটি দেশ মিলিয়া কোন পণ্যের রপ্তানি বা আমদানি নিয়ন্ত্রণের (প্রধান রপ্তানি-কারী বা আমদানিকারী হওয়ার দরুন) দ্বারা উহাদের দামের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া বাণিজ্যের হার নিজের অনুকূলে আনিতে পারে। কিংবা আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ (সংকুচিত) করিয়া কোন দেশ কৃত্রিমভাবে উহার রপ্তানি দ্রব্যের দাম বেশি ও আমদানি দ্রব্যের দাম কমাইয়া অনুকূল বাণিজ্যের হার ভোগ করিবার চেষ্টা করিতে পারে।

কিন্তু বাণিজ্যের হার অনুকূল হইলেই যে দেশ লাভবান হইতেছে, তাহা বুঝায় না। উৎপাদন-খরচ বেশি হইবার দরুন আমদানির তুলনায় রপ্তানির দাম বেশি হওয়ায় বাণিজ্যের হার অনুকূল হইতে পারে, কিন্তু তাহা দেশের অর্থনীতির সামর্থ্যের পরিচায়ক নয়। আবার রপ্তানি সামগ্রীর উৎপাদন-খরচ কমিবার ফলে আমদানির তুলনায় রপ্তানি সস্তা হইলে বাণিজ্যের হার প্রতিকূলে যায়। কিন্তু তাহা দেশের অর্থ-নীতিক দুরবস্থার পরিচায়ক নহে। সুতরাং বাণিজ্যের হার অনুকূল কি প্রতিকূল কেবল তাহা দিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দেশের লাভ ক্ষতি বুঝা যায় না।

১৩

বাণিজ্যনীতি

TRADE POLICY

[**আলোচিত বিষয়ঃ** অবাধ বাণিজ্য—সুফল—ত্রুটি—সংরক্ষণনীতি—উহার পক্ষে অনর্থনীতিক যুক্তিসমূহ—অসার ও বিভ্রান্তিমূলক যুক্তিসমূহ—সারবান অর্থনীতিক যুক্তিসমূহ।]

এ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যে সকল নীতি গ্রহণ করিয়াছে তাহা দুই প্রকারের. অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং সংরক্ষণ বা নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা উহাদের পরিচয় লইব।

অবাধ বাণিজ্যের সুফল ও ত্রুটি
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF FREE TRADE

অবাধ বাণিজ্য কাহাকে বলেঃ অবাধ বাণিজ্য বলিতে সর্বপ্রকার সরকারী বা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণমুক্ত বিধিনিষেধ রহিত অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বুঝায়। ক্লাসিক্যাল অর্থ-বিজ্ঞানিগণ এইরূপ বাণিজ্যনীতির সর্বাপেক্ষা প্রবল ও উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। ইহা অ্যাডাম স্মিথের প্রচারিত অর্থনীতিক কার্যকলাপের অবাধ স্বাধীনতার তত্ত্বের[1] অপরিহার্য অংগ। নিম্নোক্ত সুবিধাগুলির যুক্তিতে অবাধ বাণিজ্যনীতি সমর্থন করা হইতঃ

সুফলঃ পক্ষে যুক্তিঃ ১. শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়ণ বৃদ্ধি—ব্যক্তিগত গুণাবলীর মতই বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক উপকরণাদি সুযোগসুবিধার বণ্টন পৃথিবীতে সুষম নহে। ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়ণ দ্বারা দ্রব্যসামগ্রীর মোট উৎপাদন ও ভোগ বৃদ্ধি পায় তেমনি বিভিন্ন দেশও আপন আপন সুযোগসুবিধা অনুসারে পৃথক পৃথক দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনে আত্মনিয়োগ দ্বারা স্ব স্ব বিশিষ্ট উপকরণ ও সুযোগসুবিধার সর্বাধিক উপযুক্ত ব্যবহার সম্ভব করিতে পারে এবং পরস্পরের দ্রব্যসামগ্রীর বিনিময় দ্বারা উপাদান-বণ্টনের বৈষম্য দূর করিতে পারে। একের যাহা উৎপাদন করা সম্ভব নহে তাহা অপরের নিকট হইতে সংগ্রহ করা সম্ভব হইতে পারে। ইহাতে প্রত্যেকে স্ব স্ব সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা অনুসারে দ্রব্যাদি উৎপাদন করিতে পারে বলিয়া প্রত্যেকটি পণ্য সর্বনিম্ন খরচে উৎপাদিত হইতে পারে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অবাধ হইলে দেশগত শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়ণের উত্তরোত্তর বৃদ্ধির দ্বারা এই সকল সুবিধাগুলি ক্রমবর্ধমান পরিমাণে সকল দেশই ভোগ করিতে সক্ষম হইবে।

২. সর্বাধিক উৎপাদন—অবাধ বাণিজ্য আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়ণ বৃদ্ধি করিয়া প্রত্যেক দেশের বিশিষ্ট উপাদানগুলির সর্বাধিক ব্যবহার সুনিশ্চিত করায় যেমন দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন সর্বাধিক হইতে পারে তেমনি উহা এক দেশের পণ্যের জন্য অপর দেশে বাজারের সম্প্রসারণ ঘটাইয়া (কম খরচে উৎপাদনের দরুন) পণ্য সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ আরও প্রসারিত করে। ইহার ফলে বৃহদায়তন উৎপাদন, শিল্প স্থানীকরণ প্রক্রিয়াগুলি পুষ্টিলাভ করে। সকল দেশে বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীর মোট উৎপাদন ও চাহিদার বৃদ্ধির দরুন নিয়োগ ও আয়ও বাড়ে।

1. Doctrine of Laissez faire.

৩. দামের সমতা প্রতিষ্ঠা—উপাদানগুলির দেশগত সচলতার অভাব সত্ত্বেও অবাধ বাণিজ্যের বিস্তারের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশস্থ বাজারগুলির পার্থক্য হ্রাস পাইয়া সর্বত্রই চাহিদা-যোগানের শক্তিগুলি অধিকতর পরিমাণে সক্রিয় হইয়া উঠে বলিয়া বিভিন্ন বাজারে দামের পার্থক্য হ্রাস পায় ও উহারা পরস্পরের নিকটবর্তী হয়।

৪. ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের লাভ—অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই লাভবান হয়। আমদানিকারীরা সর্বনিম্ন দামে কিনিতে পারে (নিজ দেশে দ্রব্য-গুলির উৎপাদন-খরচের তুলনায়) এবং রপ্তানিকারীরা সর্বাধিকসম্ভব দামে বেচিতে পারে (নিজ দেশে উৎপাদন-খরচ অনুযায়ী দামের তুলনায়)।

৫. ভোগ ও অভাবতৃপ্তির সর্বাধিক বৃদ্ধি—অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দ্বারা শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়ণের সাহায্যে সকল দেশের সর্বমোট দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন সর্বাধিক বৃদ্ধি ও সর্বনিম্ন দামে উহা প্রাপ্তির ফলে সর্বত্র ভোগ ও অভাবতৃপ্তির পরিমাণ সর্বাধিক বৃদ্ধি পাইয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নিযুক্ত সকল দেশের জনসাধারণের জীবন-যাত্রার মানের ক্রমোন্নতি সম্ভব হয়।

এই পাঁচটি মুখ্য অর্থনীতিক সুবিধা ছাড়াও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অন্যান্য সুবিধা আছে। ইহাতে মানব জাতির বিভিন্ন সংস্কৃতির পারস্পরিক আদানপ্রদান বৃদ্ধিতে শান্তি ও ঐক্যের শক্তিগুলি পুষ্ট হয় এবং রাজনৈতিক মনোমালিন্য ও বিরোধসঞ্জাত উত্তেজনা প্রশমিত হয়।

ত্রুটি: বিপক্ষে যুক্তি: ১. ভারসাম্যহীন অর্থনীতিক বিকাশ[২]—আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়ণ অনুসারে অবাধ বাণিজ্যে, প্রত্যেক দেশে কেবল সর্বাধিক সুবিধা-বিশিষ্ট মুষ্টিমেয় শিল্পের উন্নয়নে দেশের সামগ্রিক অর্থবিকাশ ঘটে না, যেটুকু ঘটে তাহা ভারসাম্যহীন হয়। বিশেষায়নের দরুন কোন দেশ কেবল শিল্পে আর কোন দেশ কেবল কৃষিতে আত্মনিয়োগ করিলে উহাদের অর্থনীতির সকল অঙ্গগুলি পুষ্ট হয় না।

২. অত্যধিক পারস্পরিক নির্ভরতা বিপজ্জনক—অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বাজার ও দেশীয় অর্থনীতিগুলি এত পরস্পর-ঘনিষ্ঠ ও পরস্পর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে যে তাহাতে এক দেশের বাণিজ্য-চক্রগত সংকোচন সম্প্রসারণ, চড়তি ও মন্দা এবং সংকট সহজেই অন্য দেশে সংক্রামিত হইয়া যায়। তাহা ছাড়া আত্যন্তিক পরনির্ভরশীলতা যুদ্ধকালে গভীর সংকট ও বিপদ ডাকিয়া আনিতে পারে।

৩. দেশীয় শিল্পের ধ্বংসসাধন ও উন্নতিতে বাধা—অবাধ বাণিজ্যনীতিতে সস্তা বিদেশী পণ্যের আমদানির দরুন দেশীয় পুরাতন ঐতিহ্যমণ্ডিত শিল্পগুলির যেমন অকাল বিনাশ ঘটিতে পারে তেমনি দেশীয় শিল্পের উন্নতিতেও তাহা প্রবল বাধা হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

কিন্তু অবাধ বাণিজ্যের অপকার যাহাই হোক না কেন, উহার তুলনায় উপকারই যে বেশি ইহাতে সন্দেহ নাই। একারণে সাম্প্রতিক কালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ অবাধ বাণিজ্যনীতি পরিত্যাগ করিলেও, উহাই সকলের দীর্ঘকালীন লক্ষ্য বলিয়া স্বীকৃত। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর বর্তমান জটিল পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ অবাধ বাণিজ্য অসম্ভব হইলেও, ইহাও সর্বজনস্বীকৃত যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ ও বিধিনিষেধগুলি যথাসম্ভব কম হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাংক এই লক্ষ্য লইয়াই কাজ করিতেছে।

সংরক্ষণ নীতি বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিধিনিষেধ আরোপের নীতি
POLICY OF PROTECTION OR RESTRICTIONS ON INTERNATIONAL TRADE

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সরকারী হস্তক্ষেপ: সরকারী হস্তক্ষেপের দ্বারা আন্ত-র্জাতিক বাণিজ্য বা বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের নীতিকে সংরক্ষণ নীতি বলা যাইতে পারে।

2. Lopsided development.

এক দেশের সহিত অপর দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অবাধ প্রবাহ যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণের দ্বারা ক্ষুণ্ণ ও নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে, উহাদের মধ্যে,—(১) আমদানির উপর শুল্ক ধার্য করা[৩], (২) **আমদানির পরিমাণ সীমাবদ্ধ করা**[৪], (৩) **মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করা**[৫],—এই ব্যবস্থাগুলি প্রধান। ইহা ছাড়া, দেশীয় **মুদ্রা-বিনিময়ের একাধিক হার ধার্য করা**[৬], **আমদানির উপর অতিরিক্ত কর ধার্য করা**[৭] ইত্যাদি ব্যবস্থার দ্বারাও আমদানি নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা করা হয়। এসকল ব্যবস্থার দ্বারা দেশের সরকার বৈদেশিক বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিয়া আমদানি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অবাধ প্রবাহ ক্ষুণ্ণ ও সীমিত করে। রপ্তানির উপরও শুল্ক ধার্য হইতে পারে। সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি, বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের রপ্তানি সীমাবদ্ধ রাখা প্রভৃতি উদ্দেশ্যে ইহা অবলম্বন করা হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সরকারী হস্তক্ষেপের আরেকটি দৃষ্টান্ত হইল **রপ্তানি-ভরতুকি**[৮] প্রদান। ইহার দ্বারা রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটাইবার চেষ্টা করা হয়। ইহাতে অবশ্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রবাহ ক্ষুণ্ণ করা হয় না, বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা হয়। অনুরূপভাবে, বিশেষ প্রয়োজনে, **আমদানি-ভরতুকি**[৯]-ও দেওয়া যাইতে পারে। তবে তাহা আমদানি বাড়াইবার উদ্দেশ্যে সাধারণত করা হয় না। আমদানির পরিমাণ সীমাবদ্ধ রাখিয়া, বেশি দরে কেনা বিদেশী কাঁচামাল বা খাদ্যশস্য কিংবা অত্যাবশ্যক দ্রব্যের অভ্যন্তরীণ দাম কমাইয়া (উহার দরুন যাহাতে দেশে উৎপাদন-খরচ ও দামস্তর না বাড়ে) দেশীয় দামস্তরের সমপর্যায়ে আনিবার উদ্দেশ্যেই সাধারণত আমদানি-ভরতুকি দেওয়া হয়।

এক দেশের সহিত অপর দেশের বাণিজ্য (আমদানি ও রপ্তানি) আইন বা সরকারী আদেশবলে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা যাইতে পারে, কিংবা আমদানি এবং/অথবা রপ্তানির পরিমাণ সীমাবদ্ধ ও নির্দিষ্ট করিয়া তাহা নিয়ন্ত্রণ করা যাইতে পারে অথবা/এবং আমদানি ও রপ্তানির উপর শুল্ক ধার্য করিয়া উহা বাঞ্ছিত সীমার মধ্যে রাখিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত ও ব্যবহৃত পদ্ধতি হইল শুল্ক ধার্য করিবার প্রথা।

শুল্ক কাহাকে বলে[১০]**ঃ** দেশের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া যে সকল পণ্যের চলাচল ঘটে, উহাদের উপর সরকারী আইন দ্বারা ধার্য করকে শুল্ক বলে। এই শুল্ক তিন জাতীয়। আমদানি পণ্যের উপর ধার্য করকে **আমদানি শুল্ক**[১১], রপ্তানি পণ্যের উপর ধার্য করকে **রপ্তানি শুল্ক**[১২] এবং এক দেশের মধ্য দিয়া অপর দেশে প্রেরিত পণ্যের উপর ধার্য শুল্ককে **চলাচল শুল্কে**[১৩] বলে। শুল্ক ধার্যের ভিত্তি তিন প্রকারের হইতে পারে। দ্রব্যের বস্তুগত পরিমাণ (আয়তন, ওজন ইত্যাদি) অনুসারে ধার্য শুল্ককে **নির্দিষ্ট শুল্ক**[১৪] এবং দ্রব্যের মূল্যের শতাংশ হিসাবে ধার্য শুল্ককে **মূল্যানুসার শুল্ক**[১৫] বলে। আবার বস্তুগত পরিমাণ ও মূল্য উভয় ভিত্তিতেই একসঙ্গে শুল্ক ধার্য হইলে উহাকে **নির্দিষ্ট-মূল্যানুসার শুল্ক**[১৬] বলে। অনেক সময় আমদানি পণ্যটি যে দেশ হইতে আমদানি করা হইতেছে তথায় ঐ দেশের সরকার ঐ দ্রব্যের রপ্তানিকারিগণকে বিদেশে সস্তায় পণ্যটি বেচিতে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে **রপ্তানি-ভরতুকি**[১৭] কিংবা **রপ্তানি-সহায়কবৃত্তি**[১৮] (অর্থ সাহায্য) দেয়। ফলে সস্তায় ঐ পণ্য আমদানি করা যায় কিন্তু তাহাতে আমদানিকারী দেশে আমদানি পণ্যটি দেশীয় পণ্যের তুলনায় কম দামে বিক্রয় হয়। দেশীয় পণ্যের তুলনায় আমদানি পণ্যের

3. Imposition of Tariffs.
4. Quantitative (Quota) restrictions of imports.
5. Imposition of Exchange restrictions 6. Multiple exchange rates.
7. Import sur-tax. 8. Export-subsidy. 9. Import-subsidy.
10. What is tariff? 11. Import Tariff or Import Duty.
12. Export Tariff or Export Duty. 13. Transit Duty.
14. Specific Duty. 15. Advalorem Duty.
16. Specific-advalorem Duty 17. Export subsidy.
18. Export bounty.

এই অতিরিক্ত সুবিধা (আমদানিকারী দেশের দৃষ্টিতে অন্যায় সুবিধা) দূর করিবার জন্য আমদানিকারী দেশের সরকার ঐ আমদানি পণ্যের উপর শুল্ক (নিজ দেশে উহা যতটা রপ্তানি-ভরতুকি পায় উহার সমপরিমাণ) ধার্য করিলে তাহাকে **প্রতি-শুল্ক**[19] বলে। ইহাতে ঐ আমদানি পণ্যের দাম অন্যান্য দেশ হইতে আমদানি পণ্যের দামের সমস্তরে ওঠে এবং দেশীয় পণ্যের দামস্তরের তুলনায় উহার অতিরিক্ত সুবিধা দূর হয়।

উদ্দেশ্য: সাধারণত দুই প্রকারের উদ্দেশ্যে সরকার শুল্ক ধার্য করে,—(১) উহার একটি হইল তাহা হইতে সরকারের **রাজস্ব সংগ্রহ**, এবং অপরটি হইল, (২) বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত হইতে **দেশীয় উৎপাদকগণকে (শিল্পকে) রক্ষা করা** (শিল্পসংরক্ষণ)। বাস্তবে কিন্তু যে শুল্ক ধার্য হয় তাহাতে অংশত যেমন রাজস্ব আদায় হয় তেমনি উহার দ্বারা অংশত দেশীয় শিল্প সংরক্ষণকার্যও ঘটে। অতএব প্রধানত রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে ধার্য শুল্কের ফলাফল যেমন কেবল রাজস্ব আদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না তেমনি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ধার্য শুল্কের ফলাফল কেবল সংরক্ষণের ক্ষেত্রেই আবদ্ধ থাকে না। যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ শুল্ক ধার্য সত্ত্বেও, পণ্য আমদানি চলে ততক্ষণ পর্যন্ত উহাতে রাজস্বও আদায় হইতে থাকে। তবে কেবল রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে শুল্ক ধার্য হইলে উহা এত অল্প হয় যে তাহাতে আমদানি বিশেষ ক্ষুণ্ণ না হইতেও পারে। সেজন্য এরূপ শুল্ক শিল্প সংরক্ষণের কাজে লাগে না। তেমনি আবার শিল্পসংরক্ষণের জন্যই যদি শুল্ক ধার্য হয়, তবে উহা এত বেশি হয় যে তাহাতে কোন আমদানিই সম্ভব হয় না, সেজন্য এইরূপ শুল্ক রাজস্ব সংগ্রহে কোন কাজে লাগে না। অতএব রাজস্ব-শুল্ক ও সংরক্ষণ-শুল্ক, এই দুয়ের মধ্যে খানিক বিরোধিতাও আছে। বাস্তবে কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই শুল্কের দ্বারা এই দুই উদ্দেশ্যই খানিক পরিমাণে সাধিত হইয়া থাকে।

সংরক্ষণনীতি : সংরক্ষক শুল্ক
PROTECTION POLICY : TARIFF PROTECTION

দেশীয় শিল্প সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে উহার প্রতিযোগী বিদেশী পণ্যের আমদানি বন্ধ কিংবা সবিশেষ হ্রাস করিবার উদ্দেশ্য লইয়া সংশ্লিষ্ট বিদেশী পণ্যের উপর যে শুল্ক ধার্য হয় তাহাই সংরক্ষক-শুল্ক[20]। ইহাকে শুল্ক-প্রাচীর[21]ও বলে, কারণ উহা প্রাচীরের ন্যায় বিদেশী আমদানির পথ বন্ধ করে। বলা বাহুল্য সংরক্ষক শুল্ক বা শুল্ক-প্রাচীর অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিরোধী। দেশীয় শিল্প সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে শুল্কনীতির এইরূপ প্রয়োগকে (শিল্প) সংরক্ষণনীতি বলা হয়। আসলে ইহা অবাধ বাণিজ্যের বিরোধী বাণিজ্য-সংকোচন নীতি[22]. কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দী ও উহার পূর্ব হইতেই দেশীয় শিল্পগুলি সংরক্ষণের জন্যই ইহার প্রয়োগ হইত বলিয়া ইহা বাণিজ্য-সংকোচক নীতি নামে পরিচিত না হইয়া সংরক্ষণনীতি নামে পরিচিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ধার্য শুল্ক অত্যন্ত অধিক হয়, ফলে সংশ্লিষ্ট বিদেশী পণ্যের আমদানি সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায় এবং এরূপ শুল্ক হইতে সরকারী রাজস্ব আদায় হয় না এবং তাহা ইহার উদ্দেশ্যও নয়।

পক্ষে যুক্তি: সংরক্ষণনীতির স্বপক্ষে যে সকল যুক্তি দেওয়া হয় উহাদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : (ক) অনর্থনীতিক যুক্তি[23]; খ. বিভ্রান্তিকর অসার যুক্তিসমূহ[24]; এবং (গ) নিখুঁত প্রতিযোগিতায় প্রযোজ্য না হইলেও বাস্তবের অনিখুঁত প্রতিযোগিতার দুনিয়ায় ও স্বল্পোন্নত দেশগুলির পক্ষে যাহার সারবত্তা আছে এরূপ যুক্তি[25]।

---

19. Countervailing Duty. 20. Protective Tariff. 21. Tariff Wall.
22. Policy of Trade Restriction. 23. Non-economic arguments.
24. Completely invalid arguments.
25. Arguments without validity in a perfectly competitive system but that contain some truth for the real world of imperfect competition and under-developed countries.

ক. সংরক্ষণনীতির সমর্থনে অনর্থনৈতিক যুক্তিগুলির মধ্যে দুইটি প্রধান। একটি হইল **জাতীয় প্রতিরক্ষা**[26] এবং অপরটি হইল দেশের **রাজনৈতিক স্বার্থসাধন**[27]।

১. **জাতীয় প্রতিরক্ষা:** দেশের প্রতিরক্ষাশক্তি বৃদ্ধির জন্য সামরিক দ্রব্যাদি উৎপাদন-শিল্প এবং যুদ্ধের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন-শিল্পগুলি (নৌশিল্প, খনিজ তৈলশিল্প ইত্যাদি) যে কোন খরচে দেশে স্থাপন ও উহাদের উন্নয়ন প্রয়োজন, এই যুক্তিতে এই সকল শিল্পগুলি সংরক্ষণের দাবি করা হয়। কারণ অবাধ বাণিজ্য চলিলে অপেক্ষাকৃত কম দামে এই সকল দ্রব্যের আমদানি সম্ভব হইলে দেশে এই প্রকারের শিল্পগুলি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না এবং তাহাতে প্রতিরক্ষা ক্ষমতা দুর্বল হইয়া পড়িবে।

দেশের প্রতিরক্ষা-শক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অর্থবিজ্ঞানিগণের দ্বিমত না থাকিলেও তাঁহাদের বক্তব্য হইতেছে এই যে, প্রতিরক্ষা-শিল্প ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য শিল্পের উন্নয়নের জন্য শুল্ক-প্রাচীর নির্মাণের পরিবর্তে ঐ সকল শিল্পে ভরতুকি দানের ব্যবস্থাটি অধিকতর সুবিধাজনক। কারণ, শুল্ক-প্রাচীর সৃষ্টি করিলে, সংশ্লিষ্ট দ্রব্যগুলি দেশে অধিক খরচে উৎপন্ন হওয়ায় (ঐ সকল বিদেশী পণ্যের তুলনায় দেশীয় পণ্যের উৎপাদন-খরচ বেশি বলিয়া উহারা বিদেশী প্রতিযোগিতার সমকক্ষ না হওয়াতেই আমদানির উপর শুল্ক ধার্য করিতে হইয়াছিল) দেশে ভোগকারিগণকে বেশি দামে ঐ সকল দ্রব্য কিনিতে হইবে এবং এই প্রকার সংরক্ষিত শিল্পগুলির অধিক উৎপাদন-খরচ ও উহাদের অধিক দামের দরুন দেশের সাধারণ দামস্তরে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা দিতে পারে। কিন্তু তৎপরিবর্তে ভরতুকি প্রদান করিলে ঐ সকল শিল্পের অধিক খরচে উৎপন্ন সামগ্রী কম দামে বিক্রয় হইবে এবং বিদেশেও উহা রপ্তানি করা সম্ভব হইতে পারে এবং উহা বাঞ্ছনীয় মনে করিলে তাহা দ্বারা দেশের রপ্তানি বাড়ান যাইতে পারে। তাহা ছাড়া, রাজকোষ হইতে এরূপ ভরতুকি দিয়া সামরিক প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে এই সকল শিল্পগুলির উন্নয়নে কিরূপ ব্যয় হইতেছে তাহাও পরিমাপ করা এবং উহার যথার্থতা বিচার করা সম্ভব হইবে।

২. **রাজনৈতিক স্বার্থ:** অনুরূপভাবে দেশের 'জাতীয় স্বার্থের' নামে কোন সাময়িক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কোন বিদেশী দ্রব্যের আমদানির উপর শুল্ক ধার্যের দাবি করা হইতে পারে। ইহার ফলে উৎপাদন-খরচের আপেক্ষিক সুবিধার বিধিটি অস্বীকার করিয়া যে সকল শিল্পে সংরক্ষণ দেওয়া হইবে তথায় উৎপাদন-খরচ বেশি হইবে এবং শুধু যে তাহাতে দেশের উপকরণের সর্বাধিক-বাঞ্ছিত বন্টনের বিকৃতি ঘটিবে তাহাই নহে সম্পূর্ণ অনাবশ্যকভাবে দেশীয় ভোগকারিগণের উপর বেশি দামের আকারে এক গুরুতর আর্থিক বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হইবে। বরং যদি এরূপ ক্ষেত্রে জাতীয় জনমত প্রবল হয় তবে সংরক্ষণের পরিবর্তে ভরতুকি-দানের ব্যবস্থা দ্বারা সংশ্লিষ্ট দেশীয় শিল্পকে উন্নয়নের পরীক্ষামূলক সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে, এবং তাহাও নির্দিষ্ট কালের অধিক হওয়া অনুচিত।

খ. সংরক্ষণনীতির সমর্থনে বিভ্রান্তিকর অসার যুক্তিসমূহ। সংরক্ষণনীতির সমর্থনে এই প্রকারের যে সকল যুক্তি দেখান হয় তাহা নিম্নরূপঃ ১. **'দেশের টাকা দেশে থাকিবে'**[28] —এই যুক্তি সম্পূর্ণ অসার ও মিথ্যা। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা হইতে এরূপ যুক্তির অবতারণা করা হয়। কারণ এক দেশের সহিত অপর দেশের বাণিজ্যে কেবল একের পণ্যের সহিত অপরের পণ্যের বিনিময় ঘটে, দ্রব্য রপ্তানি করিয়াই আমদানি দ্রব্যের দাম শোধ করিতে হয়। এক দেশের টাকা দিয়া অপর দেশের পণ্যের দাম শোধ করা যায় না, কারণ এক দেশের টাকা অপর দেশে চলে না। দেশের টাকা দেশে থাকুক এই নীতিতে আমদানি বন্ধ করিলে, দেশের টাকা, যাহা সব সময়ই দেশেই থাকিবে (আমদানি হইলেও

26. National Defence. 27. Political Consideration.
28. Keeping Money at home.

থাকিবে), তাহা ছাড়াও, রপ্তানিও বন্ধ হইবে। কারণ আমরা যে দেশ হইতে আমদানি করি উহাও এই নীতি অনুসরণ করিয়া আমাদের নিকট হইতে আমদানি বন্ধ করিতে পারে। ফলে দেশের মোট বৈদেশিক বাণিজ্য এবং পৃথিবীর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ অত্যন্ত হ্রাস পাইবে।

২. 'স্বদেশী জিনিস কিনুন[29]'—এই যুক্তিটি প্রথমটিরই অনুরূপ। শুল্ক-প্রাচীর দ্বারা বিদেশী আমদানি বন্ধ করিলে দেশে দেশীয় পণ্যের বাজারটি বিস্তৃত হইবে এই যুক্তিতে সংরক্ষণ নীতি সমর্থন করা হয়। কারণ, বিদেশী পণ্য আমদানি বন্ধ হইলে দেশবাসী অধিক পরিমাণে দেশীয় পণ্য কিনিবে, তাহাতে দেশীয় অর্থনীতি সবল হইবে। ইহার প্রবক্তাগণ একথা বুঝিতে অক্ষম যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতেছে একটি দ্বিমুখী পথ; ইহাতে দ্রব্যসামগ্রীর আদান এবং প্রদান উভয়ই ঘটে। সংরক্ষণ দ্বারা যদি আমদানি কমান হয় তবে শীঘ্র হোক আর বিলম্বেই হোক রপ্তানিও কমিবে। আমদানি বন্ধ হইলেই যে সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় পণ্যের বাজার প্রসারিত হইবে উহার কোন নিশ্চয়তা নাই। যদি সংরক্ষিত পণ্যটির অভ্যন্তরীণ বাজার বাড়েও, তাহা হয়তো দেশের রপ্তানি-বাজার সংকোচনের সমপরিমাণ মাত্র হইতে পারে (বা উহা অপেক্ষা কমও হইতে পারে)। শুধু তাহাই নয়, যে সকল দ্রব্যের রপ্তানি কমিবে বা বন্ধ হইবে সে সকল শিল্প উঠিয়া গিয়া উহাদের উপকরণগুলি সংরক্ষিত শিল্পে আকৃষ্ট ও স্থানান্তরিত হইবে। বলা বাহুল্য অবাধ বাণিজ্যে যে সকল শিল্প রপ্তানি করিত, বুঝিতে হইবে তাহাতে দেশের আপেক্ষিক সুবিধা ছিল, এবং সেজন্য তথায় উপাদানগুলির সর্বাধিক দক্ষ ব্যবহার ঘটিতেছিল। তখন সংরক্ষিত শিল্পগুলি টিকিতে পারে নাই। অর্থাৎ উহাতে দেশের আপেক্ষিক সুবিধা নাই। এবার সংরক্ষণের দ্বারা উহাদের সৃষ্টি করার চেষ্টায় উপাদানগুলি সর্বদক্ষ ব্যবহার হইতে অপেক্ষাকৃত স্বল্প দক্ষ ব্যবহারে নিযুক্ত হইবে। ইহাতে দেশের সর্বমোট দ্রব্যসামগ্রীর সর্বাধিক উৎপাদন ঘটিবে না। প্রকৃত উৎপাদন উহা অপেক্ষা কম ঘটিবে। উৎপাদন যেটুকু কম ঘটিবে তাহাই জাতীয় ক্ষতি বা সামাজিক ক্ষতি।[30] তাহা ছাড়া ইহাতে ক্রেতাদের উপরও বেশি দামের বোঝা চাপিবে (কারণ সংরক্ষিত শিল্পের উৎপাদন-খরচ বেশি বলিয়া উহার উৎপন্ন-সামগ্রীর দামও বেশি)।

৩. (আর্থিক) মজুরি বৃদ্ধির জন্য সংরক্ষণ প্রয়োজন[31]—কখনও কখনও এ রকম দাবি করা হয় যে, অবাধ বাণিজ্যের দরুন শ্রমিকগণের মজুরি কম হয় এবং সেকারণে তাহাদের মজুরি যাহাতে বাড়ে সেজন্য সংরক্ষণের প্রয়োজন। ইহার মধ্যে সামান্য সত্যতা আছে। অধ্যাপক ও'লীনের তত্ত্বানুযায়ী, বিভিন্ন দেশের মধ্যে উপাদানগুলির আপেক্ষিক অচলতা থাকায়, অবাধ বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রত্যেক দেশ আপন-আপন আপেক্ষিক খরচের সুবিধা অনুসারে শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়ণ অনুসরণ করিলে, উহার ফলে যে দেশে পুঁজির আধিক্য ও শ্রমের স্বল্পতা আছে তথায় এরূপ দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ঘটিবে ও তাহাতে এরূপ উৎপাদন-পদ্ধতি অনুসৃত হইবে যেন তথায় অধিক পুঁজি ও স্বল্পতর শ্রম ব্যবহৃত হয়। ইহাতে দেশের মোট উৎপাদন ও প্রকৃত আয় বাড়িলেও, জাতীয় আয়ে শ্রমের আপেক্ষিক এবং মোট অংশ কমিবে এবং মজুরির প্রকৃত হার তাহাতে কমিতে পারে। তাহাতে সাময়িক অসুবিধা ঘটিলেও, রপ্তানির পরিমাণ বাড়িবে এবং শ্রমিকগণ ধীরে ধীরে অন্যত্র আরও সুদক্ষ নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগ লাভ করিয়া বর্ধিত বৈদেশিক বাণিজ্য দ্বারা বর্ধিত জাতীয় আয়ে অধিকতর অংশ লাভ করিবে। কিন্তু এই সাময়িক ও সুদূর সম্ভাবনার প্রতিকাররূপে সংরক্ষণনীতি সমর্থন করা যায় না: কারণ, দেশে যদি সংরক্ষণনীতি অনুসরণ করা হয় এবং অন্যান্য দেশ যদি উহার প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে নিজেরা সংরক্ষণনীতি অনুসরণ না করে, তবে আমদানি বন্ধ করিয়া কেবল রপ্তানি দ্বারা হয়ত দেশ কিছু

---

29. Buy home products. 30. Social loss.
31. Tariff for higher (money) wages.

সোনা উপার্জন করিতে পারে এবং সংরক্ষিত শিল্পগুলির বাজার খানিকটা বৃদ্ধি পাওয়ায় (অভ্যন্তরীণ) উহাতে শ্রমের চাহিদাও খানিক বাড়িতে পারে এবং সে কারণে শ্রমের আর্থিক মজুরিও বৃদ্ধি পাওয়া হয়তো সম্ভব। কিন্তু সংরক্ষণের দরুন দেশে উৎপাদন-খরচ ও দামস্তর বাড়িবে, জীবনধারণের খরচ বাড়িবে এবং মজুরি যতটা বাড়িবে জীবনধারণের খরচ তাহা অপেক্ষা বেশি বাড়িবে। ফলে শ্রমিকগণের প্রকৃত মজুরি কমিবে। মার্কিন দেশের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, সেখানে সুতী, পশম, রেশম ও রেয়ন কাপড়ের উপর ২৫% হইতে ৬০%-এর বেশি পর্যন্ত শুল্ক ধার্য আছে। যদি সংরক্ষণ দ্বারা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি ঘটিত, তবে বস্ত্র শিল্পে মার্কিন শ্রমিকদের মজুরি যথেষ্ট বেশি হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে বয়ন শ্রমিকরা সেখানে নিম্নতম মজুরিতে নিযুক্ত শ্রমিকগণের অন্যতম।

৪. **সস্তা বিদেশী শ্রমশক্তির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হয় অথবা দেশীয় শ্রমিকগণের মজুরির হার অধিক, এই কারণে সংরক্ষণের দাবি করা হয়।** ইহাও অসার যুক্তি। অনেক সময় এই যুক্তিতে শিল্পপতিগণ সংরক্ষণের দাবি করে যে, বিদেশের তুলনায় দেশে মজুরির হার অনেক বেশি এবং সেকারণে শিল্পটি ঐ সকল দেশের সহিত প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। অতএব সস্তা মজুরির দেশগুলির পণ্যের উপর শুল্ক ধার্যের দ্বারা দেশীয় শিল্পগুলিকে সংরক্ষিত করা হোক। এই যুক্তি একারণেই সম্পূর্ণ অসার যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেবল কোন বিষয়ে কোন দেশের চূড়ান্ত সুবিধার উপরই নির্ভর করে না। উহা আসলে নির্ভর করে অন্যান্য দেশের তুলনায় উহার আপেক্ষিক সুবিধার উপর। অতএব এক দেশে মজুরির স্তর অত্যন্ত কম, মজুরির এই চূড়ান্ত স্তর দ্বারাই বৈদেশিক বাণিজ্যে উহার সুবিধা নির্ধারিত হইবে না। কিংবা কোন দেশের মজুরির হার অত্যন্ত বেশি, মজুরির এই চূড়ান্ত স্তর দ্বারাই বৈদেশিক বাণিজ্যে উহার অসুবিধা নির্ধারিত হইবে না। বৈদেশিক বাণিজ্যে সুবিধা-অসুবিধা নির্ধারিত হইবে অন্যান্য দেশের তুলনায় নিজ দেশে প্রত্যেকটি উপাদানের আপেক্ষিক সুবিধা-অসুবিধার দ্বারা। মার্কিন দেশে যদি মজুরি স্তর বেশিই হয় তবে তাহার প্রধান কারণ তথায় শ্রমের দক্ষতা বেশি এবং এরূপ সুদক্ষ শ্রমিকগণ যে ধরনের দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের পক্ষে অধিক উপযুক্ত তথায় সে ধরনের দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও রপ্তানিই অধিক। এবং যে সকল দেশে 'তথাকথিত' সুলভ শ্রমিক রহিয়াছে (তথাকথিত এই কারণে যে, অর্থবিদ্যায় মজুরির হার কম হইলে দক্ষতাও কম বুঝায়, সুতরাং সুলভ শ্রমিক আসলে 'দুর্লভ' শ্রমিক ছাড়া আর কিছু নহে) তাহারাও নিজ দেশের আপেক্ষিক সুবিধা অনুযায়ী এরূপ দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনে নিযুক্ত রহিয়াছে যাহা অন্য দেশের বেশি মজুরিতে নিযুক্ত শ্রমিকগণের দ্বারা উৎপন্ন হয় না। অতএব অধিক মজুরিতে শ্রমিক নিয়োগকারী দেশের শিল্পগুলির পক্ষে আসলে সেজন্য রপ্তানি বাণিজ্যে অসুবিধা ঘটিবার কোন কারণ নাই। সুতরাং সস্তা বিদেশী শ্রমিকের ভীতি দেখাইয়া সংরক্ষণের দাবি করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। তবে ইহা সত্ত্বেও যদি ক্ষেত্রবিশেষে কোন শিল্পপতি বা উৎপাদক এই অভিযোগ করে যে চলতি মজুরির হার তাহার পোষাইতেছে না এবং সেজন্য সংরক্ষণ প্রয়োজন, তবে বুঝিতে হইবে যে আসলে ঐ শিল্পটি বা প্রতিষ্ঠানটি সুদক্ষভাবে উপাদান নিয়োগে অসমর্থ এবং সেক্ষেত্রে অধিকতর সন্তোষজনক ব্যবহারের ক্ষেত্রে উপাদানগুলির স্থানান্তর আবশ্যক। সংরক্ষণ উহার প্রতিকার নহে। মার্কিন দেশের অভিজ্ঞতা হইতেই আবার দেখা যায় যে, সেখানে যে সকল শিল্পে সংরক্ষণ অতি অল্প, সেখানেই মজুরির হার বেশি রহিয়াছে। সুতরাং অধিক মজুরির হারে সংরক্ষণ প্রয়োজন ইহা সত্য নহে।

৫. **প্রতিশোধমূলক সংরক্ষণ**[৩২]—ইহার সমর্থকগণের যুক্তি এই যে, অবাধ বাণিজ্য

32. Tariff for Retaliation.

ভালই, কিন্তু অন্যান্য প্রতিযোগী দেশ যদি সংরক্ষণনীতি গ্রহণ করে, তবে উহার প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে নিজ দেশেরও তদনুরূপ শুল্ক ধার্য দ্বারা সংরক্ষণনীতি গ্রহণ করা আবশ্যক। নীতি হিসাবে সংরক্ষণ যদি মন্দ হয় তবে অপরে তাহা অনুসরণ করিয়া অবাধ বাণিজ্যের সুবিধাভোগ (শ্রমবিভাগ, বিশেষায়ণ প্রভৃতি) হইতে নিজকে বঞ্চিত করিতেছে বলিয়া নিজ দেশেরও একই নির্বোধ পন্থা অনুসরণ করিতে হইবে, ইহা কোন যুক্তিই নহে। ইহা আপন প্রতিবেশীকে বঞ্চিত করিবার নীতি[৩৩] কিন্তু ইহাতে শেষ পর্যন্ত নিজেরই ক্ষতি বেশী হয়।

৬. বাণিজ্যহারের যুক্তি[৩৪] বা বিদেশীদের উপর বোঝা চাপাইবার[৩৫] যুক্তি—সংরক্ষণের সমর্থনে কখনও কখনও আরেকটি বিভ্রান্তিকর যুক্তি উপস্থিত করা হয়। তাহা এই যে, আমদানি পণ্যের উপর শুল্ক ধার্য করিয়া উহার একাংশ ঐ পণ্যের রপ্তানিকারী দেশের উপর চাপান যাইতে পারে। কারণ, আমদানি পণ্যের উপর শুল্ক ধার্য হইলে, আমদানিকারী দেশে উহার চাহিদা কমিবে। তখন বেচিবার গরজে রপ্তানিকারী দেশ (বা রপ্তানিকারীরা) উহার দাম কমাইবে। ফলে কার্যত, আমদানি-শুল্কের খানিক রপ্তানিকারীর উপর চাপাইয়া দেওয়া সম্ভব হইল, এবং বাণিজ্যের হার নিজ দেশের অনুকূলে আসিল। লক্ষণীয় যে, এই যুক্তি সকল দেশের পক্ষে খাটে না। কেবল সংশ্লিষ্ট পণ্যটি সবিশেষ পরিমাণে বা অধিকাংশ পরিমাণে আমদানি করে, এরূপ দেশের পক্ষেই এই পন্থা অনুসরণ করা সম্ভব। যে ক্ষুদ্র দেশ পণ্যটি সামান্য পরিমাণে আমদানি করে উহার পক্ষে ইহা কখনই সম্ভব নহে।

গ. সংরক্ষণের সমর্থনে অর্থনীতিক যুক্তিসমূহের মধ্যে প্রধান হইল তিনটি,—(১) অর্থনীতিক বিকাশ[৩৬], (২) নিয়োগ বৃদ্ধি[৩৭], এবং (৩) বিদেশী রপ্তানিকারী কর্তৃক জলের দামে দেশে পণ্যবিক্রয় প্রতিরোধ[৩৮]।

১. স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতিক বিকাশ—তৎকালীন শিল্পোন্নত ইংলণ্ডের প্রবল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন নবসৃষ্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নবীন শিল্পগুলির ও নবীন জর্মান শিল্পগুলি রক্ষার সমস্যায় চিন্তিত প্রখ্যাত মার্কিন চিন্তানায়ক আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টন এবং জার্মান অর্থবিজ্ঞানী ফ্রেডারিক লিস্ট অষ্টাদশ শতকের শেষ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় অর্থনীতিক বিকাশমান তৎকালীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানীর পক্ষে সংরক্ষণনীতির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যাহা বলিয়াছিলেন বর্তমানেও তাহা স্বল্পোন্নত দেশগুলির পক্ষে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য।

লিস্ট-এর যুক্তি ছিল এই যে, পরিপক্ক অর্থনীতিক বিকাশ লাভ করিতে গিয়া যে কোন দেশকে অর্থনীতিক বিকাশের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিতে হয়। এই সময়ে কতকগুলি শর্তাধীনে সংরক্ষণের সুবিধা উহার পক্ষে বাঞ্ছনীয়। বিকাশের প্রথম স্তরে দেশটি যখন কৃষিপ্রধান থাকে, তখন উহাকে খাদ্যশস্য ও কৃষিজাত দ্রব্যের বিনিময়ে শিল্পজাত দ্রব্যাদি আমদানি করিতে হয়। এই প্রথম পর্যায়ে সংরক্ষণ উহার পক্ষে ক্ষতিকারক। অর্থনীতিক বিকাশের দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন দেশে দেশীয় শিল্প সবেমাত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করে (শিল্প শৈশব) তখন অত্যধিক বিদেশী প্রতিযোগিতা হইতে উহাদের রক্ষার জন্য সংরক্ষণ প্রবর্তন করা আবশ্যক। অর্থনীতিক বিকাশের তৃতীয় স্তরে যখন দেশের অধিকাংশ প্রয়োজনীয় সামগ্রী দেশীয় শিল্পের দ্বারা উৎপন্ন হইতে থাকে তখনও সংরক্ষণ শিল্পগুলির বিকাশে সহায়ক হইতে পারে, তবে দেশীয় শিল্পগুলি শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে বলিয়া অতি সতর্কভাবে সংরক্ষণের পরিমাণ কমাইতে ও সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে। অর্থনীতিক বিকাশের চতুর্থ ও সর্বোচ্চ পর্যায়ে যখন দেশ যন্ত্রশিল্পজাত পণ্য ও কৃষিজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি করিতে আরম্ভ করে এবং আর বিদেশী প্রতিযোগিতা উহার শিল্পগুলির উন্নতিতে বাধা দিতে

33. Beggar-my-neighbour Policy.
34. Terms-of-Trade Argument.
35. 'Foreigner will Pay' Argument.
36. Economic Development.
37 Increase in Employment.
38. Anti-Dumping Policy.

পারে না, তখন আর উহার সংরক্ষণের প্রয়োজন থাকে না; তখন সংরক্ষণনীতি প্রত্যাহার করাই প্রয়োজন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, শুল্ক ও বাণিজ্য সম্পর্কে সাধারণ চুক্তি সংস্থা[39] নামে যে আন্তর্জাতিক সংগঠন স্থাপিত হইয়াছে, উহার লক্ষ্য পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যের প্রসার এবং শুল্ক-সংকোচন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও উহার প্রধান ও বৃহৎ সদস্য দেশগুলি এবিষয়ে একমত যে, স্বল্পোন্নত দেশগুলির শিল্প-বিকাশের জন্য এখনও উহাদের পক্ষে সংরক্ষণের প্রয়োজন রহিয়াছে এবং একারণে স্বল্পোন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে GATT সংস্থার সাধারণ উদ্দেশ্যের ব্যতিক্রম স্বীকৃত হইয়াছে।

তবে, স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে যাহাতে সংরক্ষণের দ্বারা শিল্প-বিকাশের মাধ্যমে উহাদের জাতীয় আয় বাড়িতে পারে, সেজন্য সংরক্ষণদানের প্রশাসনিক বিষয়ে, অত্যন্ত যত্ন ও সতর্কতা আবশ্যক। কঠোর মাপকাঠির ভিত্তিতে সংরক্ষণোপযোগী শিল্প নির্বাচন করিতে হইবে, ইহাও নিঃসন্দেহ হইতে হইবে যে সংরক্ষণের সাহায্যে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে উহারা আপন পায়ে দাঁড়াইতে পারিবে। সংরক্ষিত শিল্পগুলির ক্রমোন্নতির সহিত সংরক্ষণের পরিমাণ হ্রাস করিয়া অবশেষে উহার সম্পূর্ণ প্রত্যাহার সুনিশ্চিত করিতে হইবে।

২. **নিয়োগ বৃদ্ধি**[40]**ঃ** দেশে মন্দা দেখা দিলে উহার নিয়োগ ও জাতীয় আয় হ্রাস পায়, আবার দেশে যখন নিয়োগ বাড়ে তখন উহার সহিত উৎপাদন এবং আয়ও বাড়ে। সুতরাং দেশে নিয়োগ, উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির জন্য সংরক্ষণনীতি ব্যবহারের প্রশ্ন তোলা হয়। ইহার যুক্তি নিম্নরূপঃ প্রথমত, সংরক্ষণের দরুন আমদানি কমিলে দেশীয় পণ্যের চাহিদা বাড়িবে এবং তাহাতে দেশে নিয়োগ ও আয় বাড়িবে। ইহাতে দেশে নূতন নূতন কর্মসৃষ্টি হইবে, নূতন কর্মসৃষ্টির ফলে নূতন আয় সৃষ্টি হইবে এবং পরম্পরায় এই নিয়োগ ও আয় সৃষ্টির প্রক্রিয়া (**গুণক প্রক্রিয়া**) অর্থনীতির সকল স্তরে পরিব্যাপ্ত হইবে। ফলে শেষ পর্যন্ত দেশে মোট নিয়োগ ও মোট আয় বাড়িবে। এই যুক্তির সারবত্তা নির্ভর করিতেছে একটি বিষয়ের উপরঃ আমদানি যে পরিমাণে কমিবে, রপ্তানি তাহাপেক্ষা বেশি কমিবে কিনা। তত্ত্বগতভাবে ইহা সম্ভব যে, সংরক্ষণের দরুন আমদানিহ্রাস অপেক্ষা রপ্তানিহ্রাস কম হইলে, দেশে নিয়োগ ও আয় বাড়িবে। কিন্তু দেশে আমদানি দ্রব্যের চাহিদা যদি স্থিতিস্থাপক হয় এবং বিদেশে রপ্তানি দ্রব্যের চাহিদা যদি অস্থিতিস্থাপক হয় তবেই এরূপ ঘটিতে পারে। এইরূপ অবস্থাতে আমাদের নিকট বিদেশী পণ্যের বিক্রয় কমিলেও বিদেশীরা আমাদের পণ্য প্রায় আগের মত পরিমাণেই কিনিতে পারে। কিন্তু তাহার ফলে, ক্রমে উহাদের সোনা ও বিদেশী মুদ্রা-তহবিলে টান পড়িবে এবং হয়তো উহাদের ঋণসংগ্রহে ছুটিতে হইতে পারে। বেশ কিছু দিন এরূপ অবস্থা চলিলে, ইতিমধ্যে দেশের নিয়োগ ও আয়স্তর বর্ধিত হইতে পারে। কিন্তু এই অবস্থা কতদিন চলিতে পারে?

দ্বিতীয়ত, দেশীয় শিল্পগুলি সংরক্ষণ করা হইলে উহাতে বিনিয়োগ বাড়িবে। শুল্ক ধার্য করিবার সময় শিল্পগুলি প্রায় উহাদের সর্বাধিক উৎপাদন-ক্ষমতার সীমায় উৎপাদন করিতেছিল, যদি এরূপ হয়, তবে বিনিয়োগ বাড়িবে এবং উহাতে অর্থনীতির সম্প্রসারণ ঘটিবে। কিন্তু যদি দেশে তখন মন্দা দেখা দিয়া থাকে, তবে শিল্পগুলি নিশ্চয়ই উহাদের সর্বাধিক উৎপাদন-সীমার অনেক কম উৎপাদন করিতে থাকিবে এবং তাহাতে শিল্পে অলস ও অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতা দেখা দিবে। সুতরাং বিনিয়োগের প্রকৃত সম্ভাবনাটিও তখন কম থাকিবে। তাহা ছাড়া কখন সংরক্ষণ উঠিয়া যাইবে এই আশংকায় বিনিয়োগকারীরাও ঐ সকল শিল্পে বিনিয়োগ করিতে সহজে আকৃষ্ট হইবে না।

তত্ত্বগতভাবে সংরক্ষণ দ্বারা নিয়োগ বৃদ্ধির যুক্তিজাল সঠিক হইলেও, বাস্তবে কিন্তু বিপরীত ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনাই বেশি।

39. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).
40. Increase in Employment.

কারণ প্রথমত, এক দেশ এই পথ গ্রহণ করিলে পাল্টা ব্যবস্থারূপে অন্য দেশেরও সংরক্ষণ গ্রহণ করিবার প্রবল সম্ভাবনা থাকে এবং তাহাতে প্রথম দেশটির রপ্তানির পরিমাণ সবিশেষ সংকুচিত হইবেই। সকল দেশই এই পথ অনুসরণ করিলে শেষে প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ স্বনির্ভরতা লাভের চেষ্টা করিবে, বাস্তবে তাহা কখনই সম্ভব নহে। উহার একমাত্র ফল হইবে প্রত্যেক দেশেরই বৈদেশিক বাণিজ্যের আত্যন্তিক সংকোচন এবং উহার মোট ফল হইবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আত্যন্তিক হ্রাস ও আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়ণের অবসান, যাহা প্রত্যেক দেশের পক্ষেই ক্ষতিকর।

দ্বিতীয়ত, মন্দাবিরোধী ব্যবস্থা হিসাবে সংরক্ষণ অপেক্ষা অন্যান্য উৎকৃষ্টতর পদ্ধতি রহিয়াছে। লোককর্ম নীতি[41] গ্রহণের দ্বারা গুণক প্রক্রিয়ার সাহায্যে সমাজের আয় ও নিয়োগ এবং বস্তুগত সম্পত্তির পরিমাণ বাড়ান সম্ভব। সেজন্য ফিস্‌ক্যাল নীতি ও আর্থিক নীতিসমূহ থাকিতে সংরক্ষণনীতি লইয়া ছেলেখেলা করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

৩. বিদেশী রপ্তানিকারিগণ কর্তৃক জলের দামে অন্য দেশে পণ্যবিক্রয় প্রতিরোধ বা ডাম্পিংবিরোধী নীতি[42]—বিদেশী রপ্তানিকারিগণ অত্যন্ত কম দামে (উৎপাদন-খরচ অপেক্ষাও) তাহাদের পণ্য অন্য দেশে বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিলে সংরক্ষণনীতির দ্বারা তাহা প্রতিরোধ করিবার পন্থা গ্রহণের কিছুটা সার্থকতা আছে। কিন্তু ইহারও উপযোগিতা সীমাবদ্ধ। এরূপ স্থলে সংরক্ষণনীতির উদ্দেশ্য থাকে শুল্ক ধার্য করিয়া ঐ বিদেশী পণ্য ও দেশীয় পণ্যের মধ্যে দামের পার্থক্য দূর করা। এই নীতি ও যুক্তির সার্থকতা নির্ভর করিবে ডাম্পিং নীতি কোন্ ধরনের তাহার উপর। যদি বিদেশী রপ্তানিকারীরা নিজ দেশে একচেটিয়া কারবারী এবং বিদেশে প্রতিযোগিতার বাজারে বিক্রেতা হয়, তবে তাহারা এরূপ কম দরে দীর্ঘকাল ধরিয়া বিক্রয়ের নীতি অনুসরণ করিতে পারে এবং নিজ দেশে চড়া দরে উহা বেচিয়া ক্ষতি পূরণ করিতে পারে। ইহাতে বিশেষ অসুবিধা হইবার কথা নহে, কারণ দীর্ঘকাল ধরিয়া এইরূপ চলিলে আমদানিকারী দেশ ঐরূপ নীতির সহিত নিজের সামঞ্জস্য ঘটাইতে সমর্থ হইতে পারে। আর যদি উহা সাময়িক ও মাঝে মাঝে ঘটে, যদি উহার পশ্চাতে এই উদ্দেশ্য থাকে যে, সাময়িকভাবে সস্তায় পণ্য বেচিয়া বিদেশী বাজারে প্রতিযোগীদের উচ্ছেদ করিয়া উহাতে বিদেশী রপ্তানিকারী একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়া দাম বাড়াইবে, তবে উহাকে আগ্রাসী ডাম্পিং[43] বলে। বিশেষত এই প্রকার ডাম্পিং-এর বিরুদ্ধে সংরক্ষণ-ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা GATT সংস্থার দ্বারাও স্বীকৃত হইয়াছে।

---

41. Public Works Policy.
42. Anti-Dumping Policy.
43. Predatory Dumping.

১৪

লেনদেনের উদ্বৃত্তের সমস্যাসমূহ
BALANCE OF PAYMENTS PROBLEMS

[**আলোচিত বিষয়ঃ** লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাব কাহাকে বলে—লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবের ছক—বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত—লেনদেনের উদ্বৃত্ত—লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবটির দুটি দিক সর্বদাই পরস্পরের সমান হয় কিরূপে—লেনদেনের উদ্বৃত্তের ভারসাম্য, ভারসাম্যের অভাব ও মৌলিক ভারসাম্যের অভাব--লেনদেনের উদ্বৃত্তে ভারসাম্যের অভাবের কারণ—লেনদেনের উদ্বৃত্তের অভারসাম্য দূরীকরণ প্রক্রিয়া ঃ ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব—আধুনিক তত্ত্ব—উভয়ের তুলনা—আন্তর্জাতিক লেনদেনে ভারসাম্য পুনরুদ্ধার-ব্যবস্থাসমূহ—দামস্তর ও আয়স্তর পরিবর্তনের মাধ্যমে ভারসাম্য পুনঃ প্রতিষ্ঠা—অনিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তনীয় বিনিময়-হারের মাধ্যমে ভারসাম্য পুনঃ প্রতিষ্ঠা—বিনিময়-হারের ব্যবস্থাপিত নমনীয়তার দ্বারা ভারসাম্য পুনঃ প্রতিষ্ঠা—মুদ্রার অবমূল্যায়ন ও উহার ফলাফল —প্রত্যক্ষ সরকারী হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ দ্বারা ভারসাম্য পুনঃ প্রতিষ্ঠা।]

লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাব কাহাকে বলে?
WHAT IS BALANCE OF PAYMENTS ACCOUNTS?

সংজ্ঞাঃ "**কোন একটি নির্দিষ্ট সময় কালে, এক দেশের অধিবাসিগণের সহিত অন্যান্য সকল দেশের অধিবাসিগণের অর্থনীতিক লেনদেনের ধারাবাহিক লিপিবদ্ধ হিসাবকে ঐ দেশের লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাব বলা যায়[1]।**" এই ধরনের হিসাব নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। লেনদেনের উদ্বৃত্তের এই সংজ্ঞায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলি লক্ষণীয়,—১. দেশের **অধিবাসী** বলিতে সাধারণত যাহারা দেশে বাস করিতেছে তাহাদের বুঝায়। দেশে আগত বিদেশী পর্যটক, বিদেশী শিক্ষার্থী, দেশে অবস্থিত বিদেশী রাষ্ট্রদূত ও দূতাবাসের কর্মীবৃন্দ এবং দেশে অবস্থিত কোন বিদেশী কারবারী সংস্থার প্রতিনিধি প্রভৃতি সকলেই বিদেশী বলিয়া গণ্য হয় এবং তাহাদের সহিত লেনদেন বিদেশের সহিত লেনদেন বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু দেশে স্থায়ীভাবে অবস্থিত ও কার্যরত কোন কারবারী প্রতিষ্ঠান (যথা, কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠান) কোন বিদেশী কারবারী প্রতিষ্ঠানের অধীন সংস্থা হইলেও উহাকে দেশীয় সংস্থা বলিয়াই গণ্য করা হয়।

২. **অর্থনীতিক লেনদেন** বলিতে এক পক্ষ হইতে অপর পক্ষের নিকট কোন অর্থনীতিক দ্রব্যের (পণ্যসামগ্রী) মালিকানার হস্তান্তর, কোন অর্থনীতিক সেবার যোগান কিংবা কোন সম্পত্তির মালিকানার হস্তান্তর বুঝায়। অর্থাৎ যে কোন আন্তর্জাতিক লেনদেনের দ্বারা এক দেশের অধিবাসিগণের নিকট হইতে অপর দেশের অধিবাসিগণের নিকট কোন না কোন দ্রব্যসামগ্রীর বা সম্পত্তির মালিকানার হস্তান্তর অথবা কোন না কোন রূপ সেবাকর্মের সরবরাহ ঘটে।

৩. সাধারণত সকল অর্থনীতিক লেনদেনেই দ্রব্যসামগ্রী, সেবাকর্ম কিংবা সম্পত্তির হস্তান্তরের বিনিময়ে অর্থের প্রাপ্তি ও প্রদান[2] ঘটে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই যে অর্থপ্রাপ্তি

1. Charles P. Kindleberger and also IMF *Balance of Payments Manual* (2nd. Edn.) Jan., 1950, p. 1.
2. Payments and receipts in money.

ও প্রদান ঘটিবে এমন কথা নাই। সরাসরি বিনিময়ে[3] দ্রব্যের দ্বারা মূল্য দেওয়া হয় এবং বেসরকারী বা ব্যক্তিগত লেনদেনে সম্পত্তির দ্বারা সম্পত্তির মূল্য দেওয়া হইতে পারে। তাহা ছাড়া কোন প্রকার মূল্য প্রাপ্তির উদ্দেশ্য না লইয়া একে অপরকে কোন দ্রব্যসামগ্রী দান[4]ও করিতে পারে।

ইহাদের প্রত্যেকটিই আন্তর্জাতিক লেনদেনের দৃষ্টান্ত; এবং দেশের লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবে ইহাদের প্রত্যেকটিই লিপিবদ্ধ করা হয়।

৪. ইহা কোন নির্দিষ্ট সময় বা তারিখে (সময়ের কোন নির্দিষ্ট বিন্দুতে) অন্যান্য দেশের নিকট স্বদেশের দায় ও সম্পত্তির বিবরণ নহে[5]। ইহা হইল কোন নির্দিষ্ট সময়-কালে[6] অন্যান্য দেশের নিকট হইতে স্বদেশের প্রাপ্তি-প্রবাহ ও উহাদের নিকট স্বদেশের প্রদত্ত মূল্য-প্রবাহের[7] লিপিবদ্ধ হিসাব।

৫. চিরাচরিত দ্বৈত বা দ্বিবারগী হিসাব পদ্ধতি[8] অনুযায়ী লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবের একদিকে অন্যান্য সকল দেশের নিকট হইতে বিবিধ খাতে প্রাপ্তি (কিংবা জমা)-গুলি[9] এবং অপর দিকে অন্যান্য সকল দেশকে প্রদত্ত ব্যয় (কিংবা খরচ)-গুলি[10] লিপিবদ্ধ করা হয়। লেনদেনের উদ্বৃত্তের **সামগ্রিক** হিসাবের দুইটি দিক সর্বদাই পরস্পরের সমান হয়। বলা বাহুল্য লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবের এই দুই দিকের সমতা হইতেছে **আনুষ্ঠানিক সমতা**[11] মাত্র।

৬. অন্যান্য সকল দেশ হইতে কোন্ কোন্ খাতে কিরূপ প্রাপ্তি ঘটিয়াছে (প্রাপ্তির উৎসগুলি) তাহা যেমন লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবের জমার দিক হইতে জানা যায়, তেমনি ঐ মোট প্রাপ্তি কোন্ কোন্ খাতে ব্যয় হইয়াছে (অর্থাৎ কিভাবে উহা ব্যবহার করা হইয়াছে) তাহাও হিসাবটির খরচের দিক হইতে জানা যায়।

লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবের বিবিধ খাতের বিশ্লেষণঃ লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবের দুই দিকের আনুষ্ঠানিক সমতা হইতে উহার প্রকৃত তাৎপর্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। উহার প্রকৃত তাৎপর্যের অনুসন্ধান করিতে হইলে, লেনদেনের উদ্বৃত্তের বিবিধ খাতগুলির বিশ্লেষণ আবশ্যক। এজন্য উহার একটি ছক ১৪·১নং সারণীতে দেওয়া গেল।

১৪·১নং সারণী

লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবের ছক[12]

ক. বাণিজ্য বা আয় খাত[13]

প্রাপ্তি বা জমা[14]	**ব্যয় বা খরচ[15]**
১. দ্রব্যসামগ্রীর রপ্তানি (দৃশ্য রপ্তানি)[16]।	৬. দ্রব্যসামগ্রীর আমদানি (দৃশ্য আমদানি)[17]।
২. সেবাকর্ম রপ্তানি (বিদেশীয়গণের নিকট সেবাকর্ম বিক্রয় দ্বারা প্রাপ্তি বা অদৃশ্য রপ্তানি)[18]।	৭. সেবাকর্ম আমদানি (বিদেশীয়গণের নিকট হইতে সেবাকর্মাদি ক্রয়ের দরুন ব্যয় বা অদৃশ্য আমদানি)[19]।

(বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত)[20]

3. Barter. 4. Gifts or Unilateral transfers.
5. Not a balance-sheet of assets and liabilities at a particular point of time.
6. Over a period of time. 7. Flow of receipts and payments.
8. Rules of Double Entry Accounting.
9. Receipts or Credits. 10. Payments or Debits.
11. Formal Balance. 12. Proforma Balance of Payments.
13. Trade Items (Income Account) 14. Receipts or Credits .
15. Payments or Debits. 16. Visible Exports (goods).
17. Visible Imports (goods). 18. Invisible Exports (Services).
19. Invisible Imports (services). 20. Balance of Trade.

খ. হস্তান্তর খাত বা মূলধনী খাত[21]

প্রাপ্তি বা জমা	ব্যয় বা খরচ
৩. স্বর্ণ রপ্তানি (সোনার বস্তুগত রপ্তানি অথবা বিদেশে অবস্থিত দেশের সোনার নির্দিষ্ট স্বর্ণ-তহবিলের হ্রাস)[22]।	৮. স্বর্ণ আমদানি (সোনার বস্তুগত আমদানি, অথবা বিদেশে অবস্থিত দেশের স্বর্ণ-তহবিলের বৃদ্ধি)[25]।
৪. দান, উপহার ইত্যাদি (বিদেশীয়গণের নিকট হইতে এসকল কারণে প্রাপ্তি, যাহার বিনিময়ে মূল্য প্রদানের প্রশ্ন নাই)[23]।	৯. দান, উপহার ইত্যাদি (বিদেশীয়গণকে প্রদত্ত দান, উপহার ইত্যাদি যাহার বিনিময়ে মূল্য প্রাপ্তির প্রশ্ন নাই)[26]।
৫. মূলধনী প্রাপ্তি (বিদেশীয়গণের নিকট হইতে প্রাপ্ত ঋণ, অথবা দেশের নিকট তাঁহাদের ঋণের আসল পরিশোধজনিত প্রাপ্তি, অথবা তাহাদের নিকট যে সম্পত্তি বিক্রয় করা হইয়াছে উহার মূল্য, ইত্যাদি)[24]।	১০. মূলধনী ব্যয় (বিদেশীয়গণকে প্রদত্ত ঋণ, তাহাদের নিকট দেশের ঋণের আসল পরিশোধ, অথবা তাহাদের নিকট হইতে কোন সম্পত্তি ক্রয়-জনিত ব্যয় ইত্যাদি)[27]।
মোট প্রাপ্তি বা জমা————	মোট ব্যয় বা খরচ ————

(লেনদেনের উদ্বৃত্ত)

যে লেনদেনের ফলে, দেশের নিকট বিদেশীয়গণের পাওনা হইবে তাহাই দেশের ব্যয়মূলক লেনদেন এবং যে লেনদেনের ফলে বিদেশীয়গণের নিকট দেশের পাওনা জন্মায় তাহাই প্রাপ্তিমূলক লেনদেন। লেনদেনের উদ্বৃত্তের সমগ্র হিসাবটি দুই ভাগে বিভক্ত—আয় বা বাণিজ্যখাত ও হস্তান্তর বা মূলধনীখাত।

ক. বাণিজ্যখাত বা আয়খাতের লেনদেনসমূহ[28]—দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের রপ্তানি ও আমদানি বাবদ বিদেশীয়গণের নিকট দেশের যে পাওনা ও তাহাদের নিকট দেশের যে দেনা হয় তাহা বাণিজ্যখাতের অন্তর্গত। ইহাকে চলতিখাতও বলে। ইহার মধ্যে শুধু দ্রব্যসামগ্রীর রপ্তানি (দৃশ্য রপ্তানি) ও আমদানির (দৃশ্য আমদানি) পার্থক্যকে **দৃশ্য বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত[30] বলে** (১নং ও ৬নং লেনদেনের পার্থক্য)। তাহা ছাড়া, জাহাজ-ভাড়া, পর্যটন, ব্যাঙ্কিং ও বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির সেবার দাম, ঋণের সুদ, পুঁজির লভ্যাংশ ইত্যাদি বাবদ বিদেশীয়গণের নিকট যে দেনা ও পাওনা হয় তাহা অদৃশ্য আমদানি-রপ্তানির পর্যায়ে পড়ে এবং উহাদের পার্থক্যকে **অদৃশ্য বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত**[31] বলে (২নং ও ৭নং লেনদেনের পার্থক্য)।

বাণিজ্যের উদ্বৃত্তঃ বাণিজ্যখাতে জমা বা প্রাপ্তির (পাওনার) দিকে দৃশ্য ও অদৃশ্য

21. Transfer Items (Capital Account).
22. Gold Exports (Physical exports of gold or reduction of the gold reserves held abroad). 23. Unrequited receipts from foreigners.
24. Capital Receipts (loans from, Capital repaid by, or assets sold to foreigners).
25. Gold Imports (Physical import of gold or increase in the gold reserves held abroad).
26. Unrequited payments (gifts etc.)
27. Capital Payments (loans to, capital repaid to, or assets purchased from foreigners).
28. Transactions on Trade items. 29. Current Account.
30. Balance of Visible Trade. 31. Balance of Invisible Trade.

রপ্তানি (১নং ও ২নং লেনদেন) এবং ব্যয় বা খরচ বা দেনার দিকে দৃশ্য ও অদৃশ্য আমদানির (৬নং ও ৭নং লেনদেন) মোট পার্থক্যকে **বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত**[৩২] বলে। ইহা হইল স্বদেশ-বাসিগণ বিদেশীয়গণের নিকট যে সকল দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম বিক্রয় করিয়াছে এবং বিদেশীয়গণের নিকট হইতে যে সকল দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মাদি কিনিয়াছে, উহাদের আর্থিক দামের মোট পার্থক্য। বাণিজ্যখাতে বা চল্‌তিখাতে ব্যয় বা দেনা অপেক্ষা প্রাপ্তি বা পাওনা বেশি হইলে (আমদানি অপেক্ষা রপ্তানির আধিক্য) ঐরূপ উদ্বৃত্তকে বাণিজ্যের অনুকূল উদ্বৃত্ত[৩৩] বলে; আর প্রাপ্তি বা পাওনা অপেক্ষা ব্যয় বা দেনা বেশি হইলে (রপ্তানি অপেক্ষা আমদানির আধিক্য) ঐরূপ উদ্বৃত্তকে বাণিজ্যের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত[৩৪] বলে। **বাণিজ্যখাত বা চলতিখাতটিকে আয়খাতও বলে।** কারণ এই প্রকার লেনদেনের ফলে জাতীয় আয়ের সৃষ্টি অথবা ভোগ ঘটে। দৃশ্য ও অদৃশ্য রপ্তানি দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি করে; আর দৃশ্য ও অদৃশ্য আমদানির ফলে দেশের জাতীয় আয় হ্রাস পায় (কারণ জাতীয় আয় হইতে আমদানির দাম দিতে হয়, ইহা জাতীয় ভোগের সামিল)। বাণিজ্যের উদ্বৃত্তের গুরুত্ব আছে বটে, তবে দেশটি পৃথিবীর বাদ বাকি দেশের সহিত আন্তর্জাতিক আদান-প্রদানে আর্থিক ভারসাম্যে[৩৫] আছে কিনা তাহা কেবল বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত হইতে বুঝা যায় না।

একমাত্র বাণিজ্যের অনুকূল বা প্রতিকূল উদ্বৃত্তের সহিত হস্তান্তরখাত বা মূলধনী-খাতের সম্পর্কটি অনুসন্ধান করিলেই আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে দেশের প্রকৃত চিত্রটি পাওয়া যায়।

খ. হস্তান্তরখাত বা মূলধনীখাতের লেনদেনসমূহ—উহার অন্তর্গত একটি লেনদেন হইল সোনার আমদানি ও রপ্তানি। সোনা এখনও কেবল অন্যতম পণ্যমাত্র নয়, এখনও পর্যন্ত ইহা বিভিন্ন দেশের মধ্যে দেনাপাওনা পরিশোধের অন্যতম উপায় বলিয়া এবং এখনও ইহাই আন্তর্জাতিক আর্থিক-পণ্য[৩৬] বলিয়া বাণিজ্য বা আয় খাতে (১নং ও ৬নং লেনদেন খাতে) ইহা না ধরিয়া, মূলধনীখাতে পৃথক ভাবে ধরা হয় (৩নং ও ৮নং লেনদেন)। ইহার পর প্রাপ্ত ও প্রদত্ত দান উপহার প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। অন্যান্য লেনদেন হইতে ইহাদের পার্থক্য এই যে, অন্যান্য লেনদেনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে, একটি লেনদেন ঘটিবার ফলে উহার বিপরীত লেনদেনের উৎপত্তি হয়। যেমন, (১নং লেনদেনে) রপ্তানি ঘটিলে, উহার ফলে বিদেশের নিকট পাওনা জন্মায় কিংবা (৬নং লেনদেনে) আমদানি ঘটিলে, বিদেশের নিকট দেনা জন্মায়। কিন্তু উপহার বা দান প্রাপ্তিতে যেমন উহার বিপরীত, কোন দেনা জন্মায় না তেমনি উপহার দানে কোন পাওনাও জন্মায় না। এক দেশের ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সরকার কর্তৃক অপর দেশের ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সরকারকে প্রদত্ত এরূপ দান, উপহার, ক্ষতিপূরণ দান (যুদ্ধের সমাপ্তিতে শান্তি বা আত্মসমর্পণের চুক্তি অনুযায়ী) কিংবা দেশত্যাগী বা শরণার্থীদের সম্পত্তির স্থানান্তর এই জাতীয় লেনদেনের মধ্যে পড়ে। কোন দেশে ইহা বাণিজ্য বা চল্‌তি খাতে আবার কোন দেশে ইহা মূলধনীখাতে ধরা হয়। মূলধনীখাতের শেষ দফা দুইটি হইল (৫নং ও ১০নং) স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী লগ্নী-পত্রের লেনদেন (অর্থাৎ স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ)। বিদেশীয়গণের দ্বারা স্বীকৃত বাণিজ্যিক হুণ্ডি, কোন বিদেশী সরকারের ট্রেজারি বিল ইত্যাদি যে সকল ঋণপত্র ব্যবসা-বাণিজ্যের সাধারণ ধার বাকিতে ব্যবহৃত হয় কিংবা সুদের হারের লাভজনক পার্থক্য থাকায় উহার সুযোগ লইয়া অল্পকালের জন্য উহাতে যে অলসনগদ অর্থ (ঋণযোগ্য তহবিল) খাটান হয় তাহা স্বল্পমেয়াদী ঋণের দৃষ্টান্ত। আর, বিদেশী সরকারের দীর্ঘমেয়াদী ঋণপত্র (সুদ লাভের জন্য) খরিদ করা হইলে (অর্থাৎ এইভাবে বিদেশীয়গণকে ঋণ দিলে), এইরূপে যে সকল সম্পত্তি (অর্থাৎ ঋণপত্রাদি বা বিদেশে অবস্থিত কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি)

32. Balance of Trade. 33. Favourable Balance of Trade.
34. Unfavourable Balance of Trade. 35. Monetary Equilibrium.
36. International monetary commodity.

লাভ হয় তাহা দীর্ঘমেয়াদী ঋণের দৃষ্টান্ত। স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণের মধ্যে পার্থক্য এই যে, স্বল্পমেয়াদী ঋণ দ্রুত এক দেশ হইতে অপর দেশে চলাচল করে কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সেরূপ নহে। উহাতে সম্পত্তি সৃষ্টি হয় (ঋণপত্র বা স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি)। স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণরূপে যাহা পাওয়া যায় তাহা জমা বলিয়া (প্রাপ্তি) গণ্য হয় (এবং উহা হইতে বিদেশের নিকট দেনার উৎপত্তি হয়) এবং বিদেশীয়গণকে যে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেওয়া হয় তাহা খরচ রূপে গণ্য হয় (এবং উহা হইতে বিদেশের নিকট পাওনা জন্মায়)।

লেনদেনের উদ্বৃত্ত: এই স্থানান্তরখাতে বা মূলধনীখাতে যে উদ্বৃত্ত (অর্থাৎ জমা বা দেনা ও খরচ বা পাওনার পার্থক্য) জন্মে উহাকে **লেনদেনের উদ্বৃত্ত বা হস্তান্তর উদ্বৃত্ত**[37] বলে। ইহাকে হস্তান্তর উদ্বৃত্ত বলা হয় এই কারণে যে, প্রকৃতপক্ষে এই খাতে জমা ও খরচের যে পার্থক্য দেখা দেয় উহাই এক দেশের নিকট অপর দেশের দেনা ও পাওনা। লেনদেনের এই উদ্বৃত্তটি স্বদেশের অনুকূল হইলে উহাকে লেনদেনের অনুকূল উদ্বৃত্ত[38] বলে এবং উহার দ্বারা বিদেশের নিকট স্বদেশের পাওনা ও স্বদেশের নিকট বিদেশের দেনা বুঝায়। আর লেনদেনের উদ্বৃত্তটি প্রতিকূল হইলে উহাকে লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত[39] বা লেনদেনের ঘাটতি[40] বলে ও উহার দ্বারা বিদেশের নিকট স্বদেশের দেনা ও স্বদেশের নিকট বিদেশের পাওনা বুঝায়।

যেহেতু সমগ্রভাবে লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবটির (উহার বাণিজ্যখাত + মূলধনী-খাত) মোট জমা বা প্রাপ্তি বা পাওনা এবং খরচ বা দেনা, উভয় দিকের মোট যোগফলের অঙ্ক দুইটি পরস্পরের সমান হইবেই, সেহেতু, বাণিজ্যখাতে অনুকূল উদ্বৃত্ত ঘটিলে (খরচ বা দেনার তুলনায় প্রাপ্তি বা পাওনা বেশি হইলে) উহার দরুন হস্তান্তর-খাতে বা মূলধনীখাতে খরচ বা দেনার দিকটি ঠিক সেই পরিমাণে বাড়িবে (অর্থাৎ আমদানির তুলনায় দ্রব্যসামগ্রী বা সেবাকর্মের রপ্তানি বেশি হইলে বিদেশের নিকট যে পাওনা জন্মিবে তাহা হয় আদায় হইয়া সোনার আমদানির আকারে ৮নং দফার অঙ্কটি বাড়াইবে নতুবা বিদেশীয়গণকে প্রদত্ত ঋণরূপে ১০নং দফার অঙ্কটি বৃদ্ধি করিবে অর্থাৎ মূলধনীখাতে প্রতিকূল উদ্বৃত্ত দেখা দিবে)। অনুরূপভাবে, যদি বাণিজ্যখাতে ঘাটতি বা প্রতিকূল উদ্বৃত্ত হয় (পাওনা অপেক্ষা দেনা বেশি) তবে উহার ফলে মূলধনীখাতে জমার দিকটি বাড়িবে (অর্থাৎ হয় তাহা শোধ করিতে গিয়া সোনা রপ্তানি করিতে হইবে এবং উহা ৩নং দফার অঙ্কটি বাড়াইবে, কিংবা বিদেশীয়গণের নিকট পরিশোধ্য ঋণরূপে ৫নং দফার অঙ্কটি বাড়াইবে (অর্থাৎ মূলধনীখাতে অনুকূল উদ্বৃত্ত দেখা দিবে)।

অধিকাংশ স্থলেই **লেনদেনের অনুকূল উদ্বৃত্ত** বলিলে, মূলধনীখাতে খরচ বা দেনার দিকে বিদেশীয়গণকে প্রদত্ত ঋণ বা তাহাদের নিকট নীট পাওনা, ও **লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত** বলিলে, বিদেশীয়গণের নিকট হইতে সংগৃহীত ঋণ (রপ্তানি অপেক্ষা অধিক আমদানি বাবদ) বা তাহাদের নিকট নীট দেনা বুঝায়।

লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবের দুইটি দিক সর্বদাই পরস্পরের সমান হয় কিরূপে?
HOW THE BALANCE OF PAYMENTS ALWAYS BALANCE ITSELF?

লেনদেনের উদ্বৃত্তের দুইটি দিক সর্বদাই পরস্পরের সমান হয়। ইহার কারণ কি লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবের দুইটি খাত, বাণিজ্য বা আয়খাত বা চলতিখাত এবং মূলধনী খাত বা হস্তান্তরখাতের দফাগুলির (লেনদেনগুলি) প্রত্যেকটি স্বতন্ত্রভাবে নির্ধারিত হ (কেবল দেশের রপ্তানি উদ্বৃত্তের দরুন আমদানিকারী দেশের ব্যাঙ্কে রপ্তানিকারী দেশে যে পরিমাণ আমানতী জমা (পাওনা) জন্মে, উহা রপ্তানিকারী দেশের পুঁজি রপ্তানি

37. Balance of Payments or Transfer Balance.
38. Favourable or Surplus Balance of Payments.
39. Unfavourable Balance of Payments.
40. Balance of Payments Deficit.

সামিল, এই ঘটনাটি বাদে অন্যান্য লেনদেনে এরূপ পাল্টা লেনদেন বা পাল্টা খাতে বিপরীত লেনদেনের সৃষ্টি হয় না)। দেশীয় লগ্নীকারীরা যদি বিদেশী ঋণপত্রের সুদের হারে আকৃষ্ট হইয়া উহা অধিক পরিমাণে ক্রয় করে এবং তাহাতে যে বিদেশী মুদ্রা ব্যয় হয় ও লেনদেনের উদ্বৃত্ত হ্রাস পায় বা বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন হয় তাহা উপার্জনের জন্য দেশীয় রপ্তানিকারীরা অধিক পরিমাণে দেশীয় পণ্য রপ্তানি করিতে বাধ্য হইতে পারে না কিংবা যদি দেশে রপ্তানি উদ্বৃত্ত জন্মে (বিদেশী মুদ্রার পাওনা অথবা বিদেশীয়গণের নিকট পাওনা) তাহা দেশীয় লগ্নীকারিগণকে বিদেশে লগ্নী বাড়াইতে বাধ্য করিতে পারে না। বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত অনুকূল কি প্রতিকূল হইবে তাহা আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়। উহাদের চাহিদা ও যোগান আবার রুচিপছন্দ, দাম, উৎপাদন খরচ, বাজারের অবস্থা, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও আয়স্তরের উপর নির্ভর করে। অপর দিকে, বিদেশী ঋণ সংগ্রহ ও বিদেশে ঋণপ্রদানের পরিমাণ নির্ভর করে সুদের হার ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে লগ্নীকারিগণের আশা, নিরাশা, আশংকা ইত্যাদির উপর। সুতরাং লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবের বিভিন্ন খাতগুলি স্বতন্ত্র শক্তিসমূহের দ্বারা নির্ধারিত হইলে, সামগ্রিকভাবে উহার দুই দিকের সমতা বজায় থাকে কি করিয়া?

লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবের দু'টি দিকের **সমতার কারণ** হইল ঃ ১. যে কোন নির্দিষ্ট সময়কালে যে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জমাখরচ হিসাবে যেমন একদিকে তাহার যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের খরচ, ঋণ পরিশোধজনিত ব্যয়, ঋণদান, উপহারাদি দান ইত্যাদির সমষ্টি তাহার মোট খরচ হিসাবে ধরিলে উহা অপর দিকে তাহার মোট উপার্জন, প্রাপ্ত ঋণ, ও উপহারাদি প্রাপ্তির যোগফলের সমান হইবে, সেরূপ, যে কোন নির্দিষ্ট সময়কালে অন্যান্য দেশের সহিত যে কোন একটি দেশের আন্তর্জাতিক লেনদেনে উহার মোট প্রাপ্তি (জমা বা পাওনা) এবং মোট ব্যয় (খরচ বা দেনা) পরস্পরের সমান না হইয়া পারে না।

২. যে দ্বৈত বা দ্বিবারগী হিসাব পদ্ধতিতে[৪১] লেনদেনের উদ্বৃত্তের এই হিসাবটি রাখা হয় তাহার ফলে দেশের মোট প্রাপ্তি বা জমা উহার মোট ব্যয় বা দেনার সমান হইতে বাধ্য। ইহার অন্যথা হইতে পারে না। কারণ ইহাতে প্রত্যেকটি লেনদেনে একটি সমপরিমাণ বিপরীত লেনদেনের উৎপত্তি হয়। অতএব প্রত্যেকটি লেনদেন উহার বিপরীত লেনদেনের সমান হয় বলিয়া মোট হিসাবের দুই দিকের সমতা বজায় থাকে।

৩. লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবটির প্রত্যেকটি দফায় লেনদেনে দেশীয় মুদ্রার সহিত বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ের প্রশ্নটি জড়িত থাকে। সমগ্র হিসাবটির দু'টি খাতের মধ্যে জমার দিকের মোট যোগফল দেশীয় মুদ্রায় বিদেশী মুদ্রার প্রাপ্তির বা পাওনার পরিমাণ এবং খরচের দিকের সকল দফাগুলি মোট যোগফল দেশীয় মুদ্রায় বিদেশী মুদ্রার দেনার বা ব্যয়ের পরিমাণ নির্দেশ করে। শুধু তাহাই নহে, ঐ নির্দিষ্ট সময়কালে, ঐ সকল খাতে পাওনা ও দেনার দরুন দেশীয় মুদ্রার সহিত বিদেশী মুদ্রার যে পরিমাণ বিনিময় ঘটিয়াছে, ইহা তাহাও নির্দেশ করে। এবং যেহেতু, বিদেশীয়গণ তাহাদের (বিদেশী) মুদ্রায় যে পরিমাণ দেশীয় মুদ্রা ক্রয় করিয়াছে, তাহাই উহাদের নিকট বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ে দেশীয় মুদ্রা বিক্রয়ের মোট পরিমাণ (বিদেশী মুদ্রায় দেশীয় মুদ্রার ক্রয়ের পরিমাণ=বিদেশী মুদ্রায় দেশীয় মুদ্রার বিক্রয়ের পরিমাণ), সেহেতু লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবের দু'টি দিক পরস্পরের সমান হইবেই।

৪. লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবের দুই দিকের সমতার শেষ কারণ এই যে, বাণিজ্যখাতে অনুকূল বা প্রতিকূল উদ্বৃত্ত, যখন যেরূপ ঘটিবে, উহার দরুন মূলধনীখাতে বিপরীত উদ্বৃত্তের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ অনুকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ঘটিলে, মূলধনীখাতে উহা হয় সোনার আমদানির পরিমাণ বাড়াইবে, নতুবা বিদেশে অবস্থিত দেশের সোনার সংরক্ষিত

---

41 Double Entry Accounting System.

তহবিল বাড়াইবে, কিংবা বিদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বিদেশী মুদ্রায় দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আমানত (বিদেশে ধৃত বিদেশী মুদ্রার সংরক্ষিত তহবিল বা বিদেশী মুদ্রার পাওনা বাড়াইবে) অথবা, বিদেশীয় ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সরকারের নানাবিধ ঋণপত্ররূপে দেশীয় মূলধন রপ্তানিখাতের অংকটি বৃদ্ধি করিবে। আর প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ঘটিলে, ইহার বিপরীত হইবে এবং উহা তখন হয় স্বর্ণ রপ্তানিখাতের অঙ্কটি বাড়াইবে কিংবা বিদেশী মুদ্রার রপ্তানির অংকটি বাড়াইবে কিংবা ঋণরূপে মূলধন প্রাপ্তিখাতের (বিদেশীয় মুদ্রায়) অঙ্কটি বাড়াইবে। ফলে সমগ্র হিসাবের দুই দিক পরস্পরের সমান থাকিবেই।

প্রসঙ্গত লক্ষণীয় যে, লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবের দুই দিকের এই সমতা শুধু কাগজপত্রে দেনাপাওনার হিসাবের সমতা, আনুষ্ঠানিক সমতা। ইহার দ্বারা লেনদেনের দুই দিকের **ভারসাম্য** বুঝায় না। কারণ হিসাবের সমতা প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া মূলধনী খাতে যে ঘাট্‌তি বা উদ্বৃত্তের সৃষ্টি হয় তাহা দেশের নিকট বিদেশের পাওনা বা বিদেশের নিকট দেশের পাওনা রূপে থাকে এবং উহাই লেনদেনের প্রতিকূল বা অনুকূল উদ্বৃত্ত রূপে গণ্য হয়। এবং এক দেশের অনুকূল উদ্বৃত্ত অন্য দেশের প্রতিকূলে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করে। লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত ঘটিলে তাহা শেষ পর্যন্ত হয় সোনা দিয়া নতুব উপার্জিত বিদেশী মুদ্রা ব্যয় করিয়া শোধ করিতে হয়। ইহাতে দেশের সংরক্ষিত স্বর্ণ তহবিল বা বিদেশী মুদ্রা তহবিল হ্রাস পায়। পরপর একাদিক্রমে এরূপ ঘটিলে দেশের স্বর্ণ ও বিদেশী মুদ্রা তহবিল নিঃশেষিত হয়। তখন লেনদেনের ঐ প্রতিকূল উদ্বৃত্ত দূর করিতে হইলে বিদেশী ঋণ (বিদেশী মুদ্রায়) সংগ্রহ করিতে হয়। অতএব লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবে দুই দিকের সমতা প্রতিষ্ঠাকারী বিষয়গুলি হইল,—(১) দেশের সংরক্ষিত স্বর্ণ তহবিল হইতে ব্যয়; (২) সংরক্ষিত বিদেশী মুদ্রা তহবিল হইতে ব্যয়; এবং (৩ বিদেশী ঋণ সংগ্রহ।

কিন্তু এক সময়ে এই উৎসগুলির সকলই নিঃশেষিত হইতে পারে। অতএব প্রত্যেক দেশই সর্বদা বৈদেশিক লেনদেনে ভারসাম্য লাভের চেষ্টা করে।

লেনদেনের উদ্বৃত্তের ভারসাম্য, ভারসাম্যের অভাব ও মৌলিক ভারসাম্যের অভাব
EQUILIBRIUM, DISEQUILIBRIUM AND FUNDAMENTAL DISEQUILIBRIUM IN THE BALANCE OF PAYMENTS

লেনদেনের সমতার দ্বারা লেনদেনের ভারসাম্য বুঝায় না: লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবের যে সমতা উহা যে কোন নির্দিষ্ট সময়কালে দেশের দেনাপাওনার, প্রাপ্তি ও খরচের যান্ত্রিক সমতা; ঐ সময়ের মধ্যে দেশীয় মুদ্রার যে পরিমাণ চাহিদা ও যোগানের সমতার দ্বারা দেশীয় মুদ্রার সহিত বিদেশী মুদ্রার বিনিময় **ঘটিয়া গিয়াছে,** উহাদের সমতা[42] এবং ঐ সমতা প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া দেশের স্বর্ণ ও বিদেশী মুদ্রার তহবিলের তদনুপাতে হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটে, বিদেশের নিকট দেশের দেনা বা পাওনার পরিমাণটি হ্রাস বা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং লেনদেনের হিসাবে সমতা ঘটিলেও উহার দ্বারা আন্তর্জাতিক লেনদেনে দেশের দেনাপাওনার, প্রাপ্তি ও খরচের ভারসাম্য বুঝায় না। উহাতে দেশীয় মুদ্রার চাহিদা কারিগণ (বিদেশীয়গণ) যে পরিমাণে দেশীয় মুদ্রা চাহিয়াছিল এবং দেশীয় মুদ্রার যোগান দারগণ (দেশবাসিগণ) যে পরিমাণ দেশীয় মুদ্রা যোগান দিতে ইচ্ছুক ছিল, দেশীয় মুদ্রার সেই **ঈপ্সিত চাহিদা**[43] ও **ঈপ্সিত যোগানের**[44] সমতা বুঝায় না, কারণ দেশীয় মুদ্রার ঐ ঈপ্সিত চাহিদা ও ঈপ্সিত যোগান নানাবিধ স্বতন্ত্র শক্তির প্রভাবের অধীন।

লেনদেনের ভারসাম্য: স্বল্পকালীন সময়ে দেশীয় মুদ্রার ঈপ্সিত চাহিদা ও ঈপ্সিত

42. *Ex post* equality of the demand for and supply of the country's currency.
43. Intended demand or *ex ante* demand.
44. Intended Supply or *ex ante* Supply.

যোগানের ভারসাম্য না ঘটিবার সম্ভাবনাই বেশি। দীর্ঘকালীন সময়েই উহা সম্ভব। স্কামেলের মতে, স্বল্পকালীন সময়ে লেনদেনের অনুকূল ও প্রতিকূল উদ্বৃত্ত ক্রমশ হ্রাস পাইয়া, দীর্ঘকালীন সময়ে যদি বৈদেশিক লেনদেন বা দেনাপাওনার অবস্থা এরূপ হয় যে তাহার ফলে দেশের স্বর্ণ ও বিদেশী মুদ্রার সংরক্ষিত তহবিলের কোন নীট পরিবর্তন ঘটে না, তবে উহাকে লেনদেনের উদ্বৃত্তের ভারসাম্য বলা যায়[45]। অধ্যাপক কিন্ড্‌ল্‌বার্গার-এর[46] মতে, লেনদেনের উদ্বৃত্তের ভারসাম্য বলিতে, সংশ্লিষ্ট সময়ে লেনদেনের উদ্বৃত্তের এরূপ অবস্থা বুঝায় যাহা দেশে তীব্র কর্মহীনতা না ঘটাইয়া আন্তর্জাতিক লেনদেন অব্যাহত রাখা সম্ভবপর করে। এই ভারসাম্য স্থিতীয় এবং গতীয়, উভয় প্রকার[47] হইতে পারে। আন্তর্জাতিক **লেনদেনের স্থিতীয় ভারসাম্যে** দেশের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের আমদানি রপ্তানি সর্বদা পরস্পরের সমান থাকে এবং কোন স্বল্পমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী ঋণের (মূলধনের) ও স্বর্ণের চলাচল ঘটে না। ইহাতে আমদানি রপ্তানি দ্বারা জাতীয় আয়ে যেমন পরিবর্তন ঘটে না, তেমনি মুদ্রা বিনিময়-হারেও কোন পরিবর্তন ঘটে না, অর্থাৎ মুদ্রা বিনিময়-হারটিও ভারসাম্য-হার হয়। এবং উহার সহিত দেশের অভ্যন্তরীণ দামস্তর ও উপাদান-দামস্তর প্রভৃতি সকলই ভারসাম্যবিশিষ্ট হয়। কিন্তু বাস্তবে ইহা কখনই ঘটা সম্ভব নয়। এজন্য বাস্তবের লেনদেনের উদ্বৃত্তের ভারসাম্যটি সবদাই গতীয় ভারসাম্য। কিন্ড্‌ল্‌বার্গারের মতে, লেনদেনের উদ্বৃত্তের গতীয় ভারসাম্য স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন উভয় প্রকারই হইতে পারে। **লেনদেনের উদ্বৃত্তের স্বল্পকালীন গতীয় ভারসাম্যে** আমদানি ও রপ্তানির পার্থক্যটুকু স্বল্পকালীন মূলধনের ও সোনার নীট লেনদেন বা চলাচলের (অর্থাৎ একদেশ হইতে অপর দেশে স্থানান্তরের) সমান হইবে এবং স্বল্পকালীন মূলধনের চলাচল এরূপ হইবে না যাহা অধিক অস্থিতিস্থাপকতা সৃষ্টি করিতে পারে। লেনদেনের উদ্বৃত্তের দীঘকালীন গতীয় ভারসাম্যে আমদানি ও রপ্তানির পার্থক্যটুকু স্বয়ম্ভূত দীর্ঘকালীন মূলধনের চলাচল বা হস্তান্তরের সমপরিমাণ হইবে এবং উহার চলাচলের গতি স্বাভাবিক দিকে হইবে, অর্থাৎ অল্প-সুদের-দেশ হইতে বেশি-সুদের-দেশের দিকে ধাবিত হইবে।

লেনদেনের উদ্বৃত্তে ভারসাম্যের অভাব ঃ রপ্তানির তুলনায় আমদানির আধিক্য হইতেই লেনদেনের উদ্বৃত্তের ভারসাম্যের অভাব ঘটে। ইহা স্বল্পমেয়াদী হইলে সাময়িক বলিয়া গণ্য করা যায় কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী হইলেই ইহা দেশের সমস্যায় পরিণত হয়। কিন্তু কেবল রপ্তানির তুলনায় আমদানির আধিক্য ঘটিলেই এবং সেজন্য দেশের সংরক্ষিত স্বর্ণ ও বিদেশী মুদ্রার তহবিল হ্রাস পাইলেই উহাকে লেনদেনের উদ্বৃত্তের অভারসাম্য বলা উচিত কিনা তাহা লইয়া মতভেদ আছে। কারণ, এরূপ বিশেষ অবস্থার উৎপত্তি হইতে পারে যেখানে আমদানি-রপ্তানির ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু তাহার ফলে দেশে জাতীয় আয় ও নিয়োগের স্তর কমিতে পারে। অনেকে ইহাকে আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্বৃত্তে ভারসাম্যের অভাব বলিয়া গণ্য করেন। তাঁহাদের মতে, আন্তর্জাতিক লেনদেনের ভারসাম্যটি এরূপ হইবে যেন তাহাতে পূর্ণনিয়োগ কিংবা উচ্চতর নিয়োগবিশিষ্ট জাতীয় আয়ের স্তর প্রতিষ্ঠিত হইতে ও বজায় থাকিতে পারে। তবে অধ্যাপক কিন্ড্‌ল্‌বার্গারের মত এই যে, যদি জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে স্বল্পনিয়োগের ভারসাম্যের ধারণাটি স্বীকৃত হইয়া থাকে, তবে লেনদেনের উদ্বৃত্তের ক্ষেত্রেও স্বল্পনিয়োগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত আমদানি-রপ্তানির সমতাকেও লেনদেনের উদ্বৃত্তের ভারসাম্য বলিয়া গণ্য করা চলে। কিন্তু, যদি দেশের সরকার কর্মহীনতা বরদাস্ত করিতে রাজী না থাকে, সেক্ষেত্রে স্বল্পনিয়োগের স্তরে আমদানি-রপ্তানির সমতাকে লেনদেনের উদ্বৃত্তের ভারসাম্যের অভাব বলিয়া গণ্য করা যাইতে

45. *International Monetary Policy,* W. M. Scammell.
46. *International Economics*, C. P. Kindleberger.
47. Static Equilibrium and Dynamic Equilibrium.

পারে। লেনদেনের উদ্বৃত্তে ভারসাম্যের অভাব তিন প্রকারের হইতে পারে[48],—(১) **সাময়িক ভারসাম্যের অভাব,** ইহা আমদানি-রপ্তানির চাহিদা-যোগানের সাময়িক পার্থক্যের ফল। (২) **বাণিজ্যচক্র-গত ভারসাম্যের অভাব,** বাণিজ্যচক্রবিরোধী অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিক স্থিতি বজায় রাখিবার জন্য সরকার যে সকল আর্থিক অনার্থিক, রাজস্বমূলক নীতি ও আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রণনীতি অনুসরণ করে তাহাতে ইচ্ছাপূর্বক আন্তর্জাতিক লেনদেনে ভারসাম্য-হীনতা সৃষ্টি করা হয়। (৩) মৌলিক ভারসাম্যের অভাব।

লেনদেনের উদ্বৃত্তে মৌলিক ভারসাম্যের অভাবঃ আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের সম্মতিপত্রে[49] এই শব্দটি সর্বপ্রথম উল্লেখ করা হয়। ভাণ্ডারের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হইল সদস্য দেশগুলিকে উহাদের লেনদেনের উদ্বৃত্তে সাময়িক ঘাট্তি হইলে তাহা পূরণ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা বিক্রয় (ঋণ) করা। ভাণ্ডারের সম্মতিপত্রে ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কোন দেশের লেনদেনের উদ্বৃত্তে যদি মৌলিক ভারসাম্যের অভাব দেখা দেয় তবে, সেজন্য ভাণ্ডার উহাকে প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা সরবরাহ করিয়া সাহায্য করিবে না, কারণ উহাতে ঐরূপ ভারসাম্যহীনতার সমস্যা দূর হইবে না। এই প্রকার ভারসাম্যহীনতা দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট দেশকে অন্যরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের দলিলে লেনদেনের উদ্বৃত্তে মৌলিক ভারসাম্যের অভাবের কোন সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই। ইহার দ্বারা কি বুঝায় তাহা কোথাও ব্যাখ্যা করা হয় নাই। সুতরাং ইহা লইয়া অর্থবিজ্ঞানিগণের মধ্যে প্রবল মতপার্থক্য আছে। তবে এ সম্পর্কে একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে, আন্তর্জাতিক লেনদেনের হিসাবে কোন দেশের অভারসাম্যটি[50] যদি সাময়িক কোন কারণবশত না হইয়া দেশীয় অর্থনীতির কোন মূলগত সামঞ্জস্যের অভাবের[51] দরুন ঘটে তবে সেখানে মৌলিক অভারসাম্যের পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে বলা যাইবে। অধ্যাপক হাভারলার[52] মনে করেন যে দেশটির লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবে যদি ক্রমাগত ঘাট্তির উৎপত্তি হয় তবে উহাকে মৌলিক ভারসাম্যের অভাবের (বা অভার-সাম্যের) লক্ষণ বলিয়া গণ্য করা যায়। অতএব যদি কোন দেশের বিদেশী মুদ্রা বা স্বর্ণের সংরক্ষিত তহবিল ক্রমাগত ক্ষয় পাইতে থাকে এবং দেশটি যদি কোনমতেই আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্বৃত্তের ঐ ঘাট্তি দূর করিতে সক্ষম না হয় তবেই উহা মৌলিক অভারসাম্যের লক্ষণ বা প্রমাণ বলিয়া ধরিতে হইবে। কিন্তু অধ্যাপক ট্রিফিন[53] ও হানসেন[54] মনে করেন যে, আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্বৃত্তে কোন ঘাট্তি না হওয়া সত্ত্বেও (মূলধনীখাতে অর্থাৎ বিদেশী মুদ্রা ও সোনা না হারাইয়াও) কোনও দেশ বৈদেশিক বাণিজ্যে (অর্থাৎ বাণিজ্যখাতে) মৌলিক অভারসাম্যে ভুগিতে পারে। এক দেশের সহিত অপরাপর দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন খরচস্তর-দামস্তরের পার্থক্য ঘটিলে তাহাই ঐ দেশটির সহিত অন্যান্য দেশের আন্তর্জাতিক লেনদেনের ভারসাম্যের অভাবের মূলগত কারণে পরিণত হয়। এবং সে কারণে, উহা দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ের হারের পরিবর্তন ঘটাইয়া, শুল্ক বাড়াইয়া, মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করিয়া, ইত্যাদি নানা উপায়ে উহার আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্বৃত্তে জোর করিয়া ভারসাম্য বলবৎ করিতে পারে। এই সকল ব্যবস্থাগুলি যদি প্রত্যাহার করা হয় তবে হয়ত উহার লেনদেনের হিসাবে এক গুরুতর ও ক্রমাগত ঘাট্তির উৎপত্তি হইবে। সুতরাং মৌলিক অভারসাম্যের মূল কারণ ইহা হইতে পারে যে, দেশের মুদ্রার যে বিনিময়-হারটি ধার্য রহিয়াছে, তাহাতে দেশীয় উৎপাদন-খরচ-কাঠামোর সহিত উহার প্রতিযোগী দেশগুলির উৎপাদন-খরচ-কাঠামোর সঙ্গতি নাই। এই আলোচনা হইতে দেখা যায় যে লেনদেনের উদ্বৃত্তের ভারসাম্যের অভাবের লক্ষণ তিনটিঃ (১) যদি

48. *Internal Economics and Public Policy.*, Harry G. Brainard.
49. I. F. M. Agreement. 50. Imbalance.
51. Basic maladjustments in its economy. 52. Gottfried Haberler.
53. Robert Triffin. 54. Alvin Hansen.

ান দেশের সংরক্ষিত স্বর্ণ ও বিদেশী মুদ্রা-তহবিল ক্রমাগত এবং সবিশেষ পরিমাণে য় পাইতে থাকে; (২) যদি বিদেশী মুদ্রার সহিত দেশীয় মুদ্রার বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ দ্বারা শীয় মুদ্রার বিনিময়-হার বজায় রাখিয়া উহার সাহায্যে আন্তর্জাতিক লেনদেনের হিসাবে মতা রক্ষা করা হয়; এবং (৩) যদি শুল্ক, ভরতুকি, ইত্যাদি ব্যবস্থাগুলি তুলিয়া লইলে শের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে অত্যন্ত মুদ্রাসংকোচন[৫৫] ঘটে,—তবে দেশটির আন্তর্জাতিক নদেনের উদ্বৃত্তে মৌলিক ভারসাম্যের অভাব ঘটিয়াছে বুঝিতে হইবে।

নদেনের উদ্বৃত্তে ভারসাম্যের অভাবের কারণ

AUSES OF DISEQUILIBRIUM IN THE BALANCE OF PAYMENTS

নিম্নোক্ত তিনটি প্রধান কারণে যে কোন দেশের লেনদেনের উদ্বৃত্তে অস্থিরতা বা রসাম্যের অভাব দেখা দিতে পারেঃ ১. **নানারূপ অনিবার্য ও অভাবিত কারণে লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্তের (ঘাট্‌তির) উৎপত্তি ঘটিতে পারে।** (যথা রপ্তানিযোগ্য ফসলের তি, ভোগকারিগণের রুচিপছন্দের পরিবর্তন, নূতন উদ্ভাবিত কারিগরি কৌশলের বর্তন, আমদানিপণ্যের দাম বৃদ্ধির দরুন অকস্মাৎ বাণিজ্য-হারের[৫৬] অবনতি, কিংবা দেশে রাজনৈতিক গোলযোগে রপ্তানি বাজার অথবা বিদেশে লগ্নীজাত আয় বিনষ্ট ওয়া, ইত্যাদি।)

২. দেশে বা বিদেশে অর্থনীতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের (যথা, মুদ্রাীতি বা মুদ্রাসংকোচনের দরুন) ফলে দেশে আয় ও দামস্তরের পরিবর্তনে লেনদেনের নুকূল বা প্রতিকূল উদ্বৃত্ত ঘটিতে পারে, আবার অন্যান্য দেশেও অনুরূপ কারণগুলির রুন স্বদেশের লেনদেনের অনুকূল বা প্রতিকূল উদ্বৃত্ত ঘটিতে পারে।

৩. দেশের সরকারও সচেতনভাবে বা ইচ্ছাপূর্বক এরূপ নীতি অনুসরণ করিতে রে (যেমন, আমদানি শুল্ক আরোপ, রপ্তানি ভরতুকি প্রদান, আমদানির বা রপ্তানির রিমাণ সীমাবদ্ধকরণ বা উহাদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ ইত্যাদি) যাহার ফলে লেননের উদ্বৃত্ত অনুকূল বা প্রতিকূল হইতে পারে।

এই সকল কারণে লেনদেনের উদ্বৃত্তের ভারসাম্যের যে অভাব ঘটে, অস্থিরতা দেখা য় উহাদের তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ—ক. সাময়িক অভারসাম্য[৫৭]; খ. বাণিজ্যচক্রগত ভারসাম্য[৫৮]; এবং (গ) মৌলিক অভারসাম্য[৫৯] বা অর্থনীতিক কাঠামোগত অভারসাম্য[৬০]।

নদেনের উদ্বৃত্তের অভারসাম্য দূরীকরণের প্রক্রিয়া : তত্ত্বসমূহ

ROCESS OF ADJUSTMENT OF DISEQUILIBRIUM IN BALANCE OF PAYMENTS

যে কোন এক দেশের সহিত অপরাপর দেশের আন্তর্জাতিক লেনদেনে ভারসাম্যের ভাব ঘটিলে উহা কিরূপে দূর হইয়া পুনরায় ভারসাম্যের উৎপত্তি ঘটিতে পারে সে ষয়ে অর্থবিদ্যায় দুইটি প্রধান তত্ত্ব দেখা যায়, একটি হইল ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব এবং অপরটি ইল আধুনিক তত্ত্ব। ক্লাসিক্যাল তত্ত্বে ভারসাম্য পুনরুদ্ধারের দুইটি পদ্ধতি আছে, কটি হইল মুদ্রার বহির্বিনিময় স্থির রাখিয়া ভারসাম্য পুনরুদ্ধার, অপরটি হইল মুদ্রার হির্বিনিময়-হারের পরিবর্তনের সাহায্যে ভারসাম্য পুনরুদ্ধার। আমরা সংক্ষেপে ইহাদের লোচনা করিতেছি।

১. ভারসাম্য পুনরুদ্ধারের ক্লাসিক্যাল তত্ত্বঃ দেশের লেনদেনের উদ্বৃত্তে ভার-অভাবটি মূলতঃ দেশের দামস্তরের সহিত অপরাপর দেশের দামস্তরের ভার-অভাবের পরিচয়। সুতরাং দেশের দামস্তরের সহিত আন্তর্জাতিক দামস্তরের পুনরুদ্ধারের ক্লাসিক্যাল তত্ত্বটি সংক্ষেপে এই যে, হয় তাহা (ক) স্বর্ণের আন্ত-

---

55. Drastic Deflation.
56. Terms of Trade.
57. Temporary Disequilibrium.
58. Cyclical Disequilibrium.
59. Fundamental Disequilibrium.
60. Structural Disequilibrium.

র্জাতিক চলাচলের মাধ্যমে দেশের দামস্তরের পরিবর্তন দ্বারা, নতুবা (খ) দেশীয় মুদ্রার বহির্বিনিময়-হারের পরিবর্তন দ্বারা ঘটাইতে হইবে। এই ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের মূল ভিত্তি হইল অর্থের পরিমাণ-তত্ত্বে বিশ্বাস এবং অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণের আর্থিক অস্ত্রগুলির উপর (ঋণের পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ, সুদের হারের নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি) আস্থা।

ক. দেশীয় মুদ্রায় বিনিময়-হার স্থির রাখিয়া স্বর্ণের আন্তর্জাতিক চলাচল দ্বারা আন্তর্জাতিক দামস্তরের সহিত অভ্যন্তরীণ দামস্তরের সামঞ্জস্য বিধান (স্বর্ণপ্রবাহ–দামপ্রক্রিয়া)—ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন পৃথিবীর প্রায় সকল প্রধান দেশেই স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত ছিল, সে সময় স্বর্ণমান যেমন প্রত্যেক স্বর্ণমান-দেশের অভ্যন্তরীণ মুদ্রামান ছিল তেমনি আবার উহাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক মানরূপেও পরিণত হইয়াছিল। স্বর্ণমানের সপক্ষে যে সকল গুণাবলীর কথা বলা হয় উহাদের মধ্যে একটি হইল উহার স্বয়ংক্রিয়তা। আন্তর্জাতিক লেনদেনের ভারসাম্য পুনরুদ্ধারে ইহা সবিশেষ কাযকর ছিল। স্বর্ণমানের একটি প্রধান শর্ত হইল অবাধে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সোনার চলাচল ঘটিতে দিতে হইবে এবং তদনুযায়ী দেশের স্বর্ণ তহবিলের যে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিবে সে অনুপাতে দেশের মধ্যে অর্থের (নগদ ও ঋণ) যোগানে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটাইতে হইবে। ইহার ফলে দামস্তরের পরিবর্তনের মধ্য দিয়া অভ্যন্তরীণ দামস্তরের সহিত আন্তর্জাতিক দামস্তরের সমতা ফিরিয়া আসিবে এবং লেনদেনের উদ্বৃত্তে ভারসাম্যের পুনরুদ্ধার ঘটিবে। প্রক্রিয়াটি সংক্ষেপে এই যে,—দেশে যদি লেনদেনের অনুকূল উদ্বৃত্ত ঘটে তাহাতে দেশে সোনার আগমন ঘটিবে ও উহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের স্বর্ণতহবিল বাড়াইবে। ফলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির হাতে নগদ অর্থের অনুপাত বাড়িবে ও উহাদের পক্ষে ঋণের সম্প্রসারণ ঘটান সম্ভব এবং উচিত হইবে। এইরূপে দেশের ঋণের পরিমাণ বাড়িলে দামস্তরও বাড়িবে এবং তাহাতে দেশের রপ্তানি কমিবে এবং আমদানি বাড়িবে। ইহার ফলে পরবর্তী কালে দেশে লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত ঘটিবে এবং অতিরিক্ত যে সোনা দেশে প্রবেশ করিয়াছিল তাহা বিদেশে চলিয়া যাইবে (প্রতিকূল উদ্বৃত্তজনিত দেনা পরিশোধ করিতে গিয়া)। কিংবা দেশে যদি প্রতিকূল উদ্বৃত্ত ঘটে, তবে দেশ হইতে সোনা বাহিরে চলিয়া যাইবার দরুন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের স্বর্ণতহবিল কমিবে, সকল ব্যাঙ্কগুলির নিকট নগদ অর্থের অনুপাত কমিবে এবং উহাদের ঋণদান-ক্ষমতা সংকুচিত হইবে। ইহাতে দেশে ঋণের যোগান কমিলে দামস্তর কমিবে। তখন দেশের রপ্তানি বাড়িবে ও আমদানি কমিবে এবং ইহার ফলে পরবর্তী কালে দেশের লেনদেনের উদ্বৃত্ত ঘটিবে এবং উহার বাবদ বিদেশ হইতে দেশ সোনা লাভ করিবে। এইরূপে, সোনার চলাচল দ্বারা বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ দামস্তরের ওঠানামার মধ্য দিয়া অভ্যন্তরীণ দামস্তরের সহিত আন্তর্জাতিক দামস্তরের সমতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। ক্লাসিক্যাল তত্ত্বে ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল যে (১) স্বর্ণের চলাচলের দরুন দেশে যে মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচন ঘটিবে, অর্থাৎ দামস্তরের ওঠানামা ঘটিবে তাহাতে কোন বিঘ্ন থাকিবে না, (২) স্বর্ণের চলাচলের অনুপাতে নির্বিঘ্নে এবং **ঠিক তদনুপাতে** দামস্তরের ওঠানামা ঘটিবে, (৩) ইহাতে দেশে নিয়োগস্তরের ও জাতীয় আয়ের (প্রকৃত) কোন হেরফের ঘটিবে না এবং পূর্ণনিয়োগ অক্ষুণ্ণ থাকিবে, (৪) অর্থের যোগানের পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া শুধু দামস্তরের উপরই ঘটিবে; (৫) দামস্তরের পরিবর্তন অনুযায়ী **ঠিক তদনুপাতে এবং অবিলম্বে** আমদানি-রপ্তানির চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তন ঘটিবে (৬) আন্তর্জাতিক দামস্তর অর্থাৎ অন্যান্য দেশের দামস্তর অপরিবর্তিত আছে এব (৭) বিভিন্ন দেশের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী মূলধনের কোন চলাচল ঘটে না।

খ. কাগজী মুদ্রা ব্যবস্থায় দেশীয় মুদ্রার বহির্বিনিময়-হারের পরিবর্তনের ম দিয়া ভারসাম্য পুনরুদ্ধার—দেশে যদি স্বর্ণমান না থাকে, তবে স্বর্ণের অবাধ চলাচল থাকি না। ঐরূপ অবস্থায় কাগজী মুদ্রামানে, দেশের লেনদেনের উদ্বৃত্তে যদি প্রতিকূল হ (অর্থাৎ মোট রপ্তানির তুলনায় মোট আমদানির আধিক্য) তবে, দেশীয় মুদ্রার বিদেশী চাহি

কম এবং বিদেশী মুদ্রার দেশীয় চাহিদা বেশি হইবে। উহার ফলে বিদেশী মুদ্রার সহিত দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ের বাজারে, দেশীয় মুদ্রার চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি এবং বিদেশী মুদ্রার যোগানের তুলনায় চাহিদা বেশি হইবে ও দেশীয় মুদ্রার বিনিময়-হার কম ও বিদেশী মুদ্রার বিনিময়-হার বাড়িবে। এক কথায়, বিদেশী মুদ্রায় দেশীয় মুদ্রার বিনিময়-হার কমিবে এবং দেশীয় মুদ্রায় বিদেশী মুদ্রার বিনিময়-হার বাড়িবে। সুতরাং দেশীয় মুদ্রার বহির্বিনিময়-হার কমিয়া উহা চাহিদা-যোগানের নিম্নতর ভারসাম্যে নামিয়া আসিবে। তখন, একই পরিমাণ বিদেশী মুদ্রায় আগের তুলনায় বেশি পরিমাণ দেশীয় মুদ্রা পাওয়া যাইতেছে বলিয়া বিদেশে দেশীয় পণ্য সস্তা হইবে ও উহাতে রপ্তানি বাড়িবে, এবং একই পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা কিনিতে আগের তুলনায় দেশীয় মুদ্রা বেশি লাগে বলিয়া, বিদেশী পণ্য মহার্ঘ হইবে। ইহাতে বিদেশী পণ্যের আমদানি কমিবে। ফলে তখন আবার আমদানির তুলনায় রপ্তানি বাড়িয়া দেশের লেনদেনের উদ্বৃত্ত অনুকূল হইবে ও দেশীয় মুদ্রায় যোগানের তুলনায় উহার চাহিদা বাড়িলে এবং বিদেশী মুদ্রার যোগানের তুলনায় উহার চাহিদা কমিলে দেশীয় মুদ্রার বহির্বিনিময় নূতন এবং উচ্চতর ভারসাম্যস্তরে নির্দিষ্ট হইবে। এইভাবে অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বজায় থাকিলে ও বিদেশী মুদ্রার সহিত দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ে যদি কোনরূপ সরকারী নিয়ন্ত্রণ না থাকে, তবে চাহিদা ও যোগানের শক্তি অনুযায়ী দেশীয় মুদ্রার বহির্বিনিময়-হারের ওঠানামার মধ্য দিয়া দেশের আন্তর্জাতিক লেনদেনের ভারসাম্যের পুনরুদ্ধার ঘটিবে।

২. ভারসাম্য পুনরুদ্ধারের আধুনিক তত্ত্ব: অপরিবর্তিত বহির্বিনিময়-হারে ও অপরিবর্তিত অভ্যন্তরীণ দামস্তরে দেশের আয় ও নিয়োগস্তরের মাধ্যমে ভারসাম্য পুনরুদ্ধার—আন্তর্জাতিক ভারসাম্য লাভের প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যারূপে শতাব্দীকাল ধরিয়া ক্লাসিক্যাল তত্ত্বটিই সমাদৃত ছিল। ইহার প্রথম কারণ, ঊনবিংশ শতাব্দীতে এরূপ কোন গভীর ও ব্যাপক আন্তর্জাতিক সংকট ঘটে নাই যাহা ঐ তত্ত্বটিকে বিপন্ন করিতে পারিত। দ্বিতীয়ত, তত্ত্বটিকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করিবার মত কোন বিকল্প তত্ত্বেরও উৎপত্তি সে সময়ে হয় নাই। কিন্তু অংশত ১৯৩০-৩৩ সালের বিশ্বব্যাপী গভীর মন্দার সময়ে উপলব্ধ অভিজ্ঞতা ও অংশত, ১৯৩৬ সালের পর অর্থনীতিক তত্ত্বের উপর কীনসীয় চিন্তাধারার প্রভাবে আয়-নির্ধারণ তত্ত্বের প্রয়োগ দ্বারা আন্তর্জাতিক লেনদেনের ভারসাম্য পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে এক নূতন বিকল্প তত্ত্বের সৃষ্টি হইয়াছে।

এই নূতন তত্ত্বটি কীনসীয় অর্থনীতিক তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হইলেও, ইহা কীন্‌সের রচনা নহে। ইহার রচয়িতাগণের মধ্যে অধ্যাপিকা জোয়ান রবিনসন[৬১] ও অধ্যাপক হ্যারড[৬২]-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

তত্ত্বটির সংক্ষিপ্তসার: কীনসীয় আয় ও নিয়োগ তত্ত্ব হইতে আমরা জানি যে, যে কোন দেশে বিনিয়োগ-গুণক প্রক্রিয়ার দরুন, নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ[৬৩] দ্বারা জাতীয় আয় উহার কয়েক গুণ বৃদ্ধি পায়। ইহার কারণ, স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ মোট চাহিদাতে বৃদ্ধি ঘটায় এবং উহার ফলে মোট ব্যয় বাড়ে এবং শেষ পর্যন্ত মোট আয়ও বাড়ে। যে কোন পরিমাণ স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ দ্বারা জাতীয় আয় কতটা বাড়িবে তাহা নির্ভর করে বিনিয়োগ-গুণকটির সংখ্যাগত মূল্যটি কত তাহার উপর। বিনিয়োগ-গুণকটির ঐ সংখ্যাগত মূল্য নির্ভর করে প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা বা ভোগ-অপেক্ষকের উপর এবং উহা সরাসরি প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা বা সঞ্চয়ের অপেক্ষকের বিপরীত হয়। স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগের দ্বারা আয়-সৃষ্টির যে প্রক্রিয়াটি সক্রিয় হয় তাহাতে প্রতি পর্যায়ে সঞ্চয়-অপেক্ষকের দরুন সৃষ্ট আয়-প্রবাহটি শীর্ণ হইতে থাকে এবং যতক্ষণ

61. Mrs. Joan Robinson. 62. R. Harrod.
63. Autonomous Investment.

পর্যন্ত না সঞ্চয়ের দরুন সঞ্চয়জনিত আয়-ক্ষয়ের[64] মোট পরিমাণটি ঐ স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগের সমান হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আয়-সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি চলিতে থাকে। যখন শেষ পর্যন্ত স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ ও উহার দ্বারা সৃষ্ট আয় হইতে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ পরস্পরের সমান হয় (সঞ্চয়=বিনিয়োগ) তখন আয়-সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি ক্ষান্ত হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও দেশের রপ্তানি উদ্বৃত্ত বা আরও যথার্থভাবে বলিতে গেলে লেনদেনের অনুকূল উদ্বৃত্ত ঘটিলে, স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগের মত ঐ লেনদেনের **অনুকূল উদ্বৃত্তেরও একটি গুণক প্রতিক্রিয়া** দেখা দেয়। লেনদেনের অনুকূল উদ্বৃত্তের ফলে, মোট চাহিদার বৃদ্ধির মধ্য দিয়া দেশের মোট আয় উহার কয়েক গুণ বাড়িবে। ইহাই **বৈদেশিক বাণিজ্য-গুণক**[65] প্রতিক্রিয়া নামে পরিচিত। কিন্তু স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে যেমন পর্যায়ক্রমে আয়বৃদ্ধি ঘটে, সেরূপ লেনদেনের অনুকূল উদ্বৃত্তের ফলেও উহার গুণক ক্রিয়ার দ্বারা পর্যায় ক্রমে আয়-প্রবাহ সৃষ্টি হয়। আবার বিনিয়োগ-গুণক দ্বারা সৃষ্ট আয়-প্রবাহ যেরূপ প্রতি পর্যায়ে সঞ্চয়-প্রবণতার দরুন ক্ষয় পায় এবং অবশেষে যেমন বর্ধিত আয় হইতে সৃষ্ট সঞ্চয়ের মোট পরিমাণটি স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগের সমান হইলে আয়-সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি সমাপ্ত হয়, লেনদেনের অনুকূল উদ্বৃত্ত দ্বারা মোট চাহিদাবৃদ্ধির মধ্য দিয়া যে অতিরিক্ত আয়ের সৃষ্টি হয় তাহাও ক্রমশঃ প্রতি পর্যায়ে ক্ষয় পাইয়া শীর্ণ হইতে থাকে এবং ঐ ক্ষয়ের মোট পরিমাণ আদি অনুকূল উদ্বৃত্তের সমান হইলে ঐ আয়সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি ক্ষান্ত হয়। প্রক্রিয়াটি এই ঃ প্রথমত, লেনদেনের অনুকূল উদ্বৃত্তের দরুন রপ্তানিশিল্পের আয় বাড়িবে, ফলে রপ্তানিশিল্পে সম্প্রসারণ ঘটিবে এবং তাহাতে তথায় নিয়োগ ও আয় সৃষ্টি হইবে। তবে অনুকূল উদ্বৃত্তের দ্বারা সৃষ্ট অতিরিক্ত আয়ের সম-পরিমাণ সম্প্রসারণ ঘটিবে না, কারণ উহা হইতে খানিক সঞ্চয় ঘটিবে। ইহাতে দেশে মোট আয় ও মোট চাহিদা বাড়িবে। কিন্তু আয় যত দ্রুত বাড়িবে দেশে দ্রব্যসামগ্রীর মোট যোগান তত দ্রুত বাড়িবে না। সুতরাং ঐ অতিরিক্ত চাহিদা পূরণ করিবার জন্য আমদানি বাড়িবে। আমদানি কতটা বাড়িবে তাহা আমদানি-প্রবণতার উপর নির্ভর করিবে এবং এই আমদানির দরুন প্রতি পর্যায়ে আয়-প্রবাহ শীর্ণ হইতে থাকিবে। অপর দিকে আমাদের রপ্তানিবৃদ্ধির ফলে বিদেশের আয় কমিবে ও ঐ সকল দেশের ক্রয়-ক্ষমতা হ্রাসের দরুন উহারা আমদানি কমাইবে, ফলে দেশের রপ্তানির পরিমাণও ক্রমশঃ কমিবে।

এইভাবে লেনদেনের অনুকূল উদ্বৃত্তের দরুন দেশে যে প্রথম অতিরিক্ত আয় সৃষ্টি হইবে, তাহা গুণক ক্রিয়ার মধ্য দিয়া দেশে ক্রমশঃ নিয়োগ ও আয়ের সম্প্রসারণ ঘটাইবে। কিন্তু প্রতি পর্যায়ে সৃষ্ট আয় আবার (ক) সঞ্চয় (প্রবণতা), (খ) আমদানি (প্রবণতা) ও (গ) বিদেশীদের আমাদের পণ্য আমদানি করিবার ক্ষমতা কমিবার দরুন তাহাদের নিকট আমাদের রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস, এই তিনটি কারণে ক্ষয় পাইতে থাকিবে। অবশেষে যখন এই তিনটি কারণে আয়-প্রবাহ হইতে মোট ক্ষয়ের পরিমাণ লেনদেনের আদি অনুকূল উদ্বৃত্তের সমান হইবে, তখন এই প্রক্রিয়াটি সমাপ্ত হইবে এবং দেশে ও বিদেশে আয়-স্তরের পরিবর্তনের মধ্য দিয়া লেনদেনের উদ্বৃত্তের ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

এইভাবে রপ্তানিবৃদ্ধি অথবা বিদেশী ঋণের সাহায্যে আয়বৃদ্ধি ঘটিলে দেশে লেনদেনের অনুকূল উদ্বৃত্তের কয়েক গুণ (গুণক-অঙ্ক অনুসারে) অতিরিক্ত আয় সৃষ্টি হইবে। দেশের আয়ের এই বৃদ্ধি, আমদানিবৃদ্ধি এবং অন্যান্য পরিবর্তনগুলিকে এরূপ পরিমাণে ঘটাইবে যাহাতে অবশেষে লেনদেনের আদি অনুকূল উদ্বৃত্তের দরুন যে আদি অভারসাম্য ঘটিয়াছিল তাহা দূর হইবে। এজন্য অভ্যন্তরীণ দামস্তর প্রভৃতির পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন নাই (অর্থাৎ দেশে যদি পূর্ণ নিয়োগ না থাকে, তবে দামস্তরের বৃদ্ধি না ঘটিয়া আয়স্তরের পরিবর্তনের মাধ্যমে ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে)।

64. Leakages from the income-stream. 65. Foreign Trade Multiplier.

উভয় তত্ত্বের তুলনা ঃ ১. ক্লাসিক্যাল ও আধুনিক, উভয় তত্ত্বেই, লেনদেনের উদ্বৃত্তের ভারসাম্য-পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়াটিকে একটি স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ারূপে কল্পনা করা হইয়াছে। তবে ক্লাসিক্যাল তত্ত্বে এজন্য দামস্তরের পরিবর্তনের ভূমিকার উপর এবং আধুনিক তত্ত্বে আয়স্তরের পরিবর্তনের ভূমিকার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

২. আধুনিক তত্ত্বে লেনদেনের উদ্বৃত্তের ভারসাম্য সম্পর্কে নূতন ধারণা প্রবর্তন করা হইয়াছে। ইহাতে এই কথাই বুঝান হইয়াছে যে, দেশে **পূর্ণনিয়োগের স্তরে** যদি চলতি বা বাণিজ্যিক খাত ও মূলধনী বা হস্তান্তরখাত মিলিয়া সমগ্রভাবে দেশের মোট প্রাপ্তি বা পাওনা ও মোট ব্যয় বা দেনা পরস্পরের সমান হয়, তবেই লেনদেনের উদ্বৃত্তে ভারসাম্য রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। ইহাতে ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের ভারসাম্যের ধারণাটি (কেবল চলতি খাতে দেনাপাওনার ভারসাম্য) পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহার ফলে বিভিন্ন দেশে পূর্ণনিয়োগ প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখিবার জন্য আন্তর্জাতিক সমবেত ব্যবস্থা গ্রহণের পথ সুগম হইয়াছে।

৩. ভারসাম্য-পুনঃপ্রতিষ্ঠার ক্লাসিক্যাল তত্ত্বটি অতি সরল এক কার্যকারণ কল্পনার ভিত্তিতে রচিত। কিন্তু বাস্তবে, নানা বিভিন্ন রূপ পরিস্থিতিতে ভারসাম্য-পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াটি সক্রিয় থাকে। আধুনিক তত্ত্বে উহাদের সন্ধান পাওয়া যায়।

আধুনিক তত্ত্বের সমালোচনা ঃ তবে, আধুনিক তত্ত্বটিও যে নিখুঁত তাহা নহে। কারণ, কেবল আয়-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা আমদানি-রপ্তানির পরিবর্তনের মাধ্যমে নূতন ভারসাম্য-প্রতিষ্ঠা সম্ভব করিতে হইলে, দেশে সঞ্চয়-অপেক্ষকটি শূন্য (০) এবং আমদানি-অপেক্ষক ও বৈদেশিক প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ রপ্তানি হ্রাস, এই দুয়ের সমষ্টি ১ এর সমান হওয়া চাই। বাস্তবে সঞ্চয়-অপেক্ষকটি যেমন ০-এর বেশি তেমনি অপর দুইটিও ১-এর কম। একারণে শুধু আয়-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা ভারসাম্য-পুনরুদ্ধার সম্ভব নহে। এজন্য খানিক পরিমাণে দাম-প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ দামস্তরের পরিবর্তন অথবা/এবং উদ্বৃত্ত দেশ হইতে ঘাটতি দেশে লেনদেনের অনুকূল উদ্বৃত্তটির স্থানান্তর বা রপ্তানি আবশ্যক।

সুতরাং ভারসাম্য-পুনরুদ্ধারের ব্যাখ্যা হিসাবে দুটি তত্ত্বের কোনটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। সন্তোষজনক তত্ত্ব রচনার প্রয়োজনে উহাদের উভয়ের সমন্বয় প্রয়োজন। অধ্যাপক মীড়,[66] মেজলার[67] প্রভৃতি এরূপ চেষ্টা করিয়াছেন।

লেনদেনের উদ্বৃত্তের উপর বিনিময়-হার হ্রাসের ফলাফল
EFFECTS OF A FALL IN THE EXCHANGE RATE ON BALANCE OF PAYMENTS

বিনিময়-হারের হ্রাস বলিতে কি বুঝায় ঃ স্বর্ণমানের অধীনে, বিদেশী মুদ্রার সহিত দেশীয় মুদ্রার বিনিময়-হার, দুই দেশের মুদ্রার স্বর্ণমূল্যের অনুপাতে আপনাআপনি নির্ধারিত হয় এবং উহা স্থিতিশীল থাকে (কেবল স্বর্ণ আমদানি ও স্বর্ণ রপ্তানি বিন্দুর সংকীর্ণ সীমার মধ্যে উহা ওঠানামা করে)। সুতরাং স্বর্ণমানে বিনিময়-হার হ্রাসের কোন প্রশ্ন ওঠে না। দেশে কাগজী মুদ্রামান থাকিলে, দেশের মুদ্রার বিনিময়-হার সরকার নিয়ন্ত্রণ না করিয়া মুদ্রা বিনিময়-বাজারের চাহিদা ও যোগানের শক্তির উপর উহা নির্ধারণের ভার ছাড়িয়া দেওয়া হইতে পারে। দেশীয় মুদ্রার বিনিময়-হার এইরূপ সরকার কর্তৃক অনিয়ন্ত্রিত থাকিলে, মুদ্রা বিনিময়-বাজারের চাহিদা ও যোগানের শক্তিগুলির তারতম্য অনুসারে উহা ওঠানামা করিতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে, যদি কখন মুদ্রাবিনিময়-বাজারে দেশীয় মুদ্রার চাহিদার (অর্থাৎ বিদেশী মুদ্রার যোগানের) তুলনায় দেশীয় মুদ্রার যোগান (অর্থাৎ বিদেশী মুদ্রার চাহিদা) বেশি হয়, তবে স্বভাবতঃই দেশীয় মুদ্রার বিনিময়-হার কমিবে (এবং বিদেশী মুদ্রার বিনিময়-হার বাড়িবে)। ইহাকে দেশীয় মুদ্রার **বিনিময়-হারের পতন**[68] **বা**

66. J. E. Meade. 67. Lloyd Metzler.
68. Exchange Depreciation or a fall in the exchange rate.

হ্রাস বলা যায় এবং ইহা সাময়িক বা বেশ কিছুকাল স্থায়ী হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে অনেক সময় আবার দেশের সরকারও উহার কাগজী মুদ্রার বিনিময়-হার নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে এবং কখনও কখনও উহা কমাইতে বা বাড়াইতে পারে। সরকার যদি উহার দ্বারা নির্দিষ্ট সরকারী বিনিময-হার কমায় তবে উহাকে বিনিময়-হারের হ্রাসকরণ[69] বলে। আর যদি কাগজী মুদ্রামানে, সরকার দেশীয় মুদ্রার স্বর্ণমূল্য ঘোষণা করিয়া থাকে তাহা হইলে ঐরূপ যে সকল দেশের **কাগজী মুদ্রার স্বর্ণমূল্য**[70] ঘোষিত থাকে উহাদের পরস্পরের বিনিময়-হার উহাদের ঘোষিত স্বর্ণমূল্যের অনুপাতে নিধারিত হইয়া যায় (আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের সদস্য দেশগুলির মুদ্রার বিনিময়-হার এইভাবে নির্দিষ্ট হয়)। এক্ষেত্রে, যদি পরে কখনও কোন দেশের সরকার উহার মুদ্রার স্বর্ণমূল্য কমায়, তবে উহাকে বিনিময়-হারের **অবমূল্যায়ন**[71] বলে।

সুতরাং যে কোন দেশের মুদ্রার বিনিময়-হার তিন ভাবে হ্রাস পাইতে পারে,-- (১) মুদ্রা বিনিময়-বাজারে চাহিদা অপেক্ষা যোগান বেশি হইলে, বিনিময়-হারের পতন ঘটিতে পারে। (২) দেশের সরকার ইচ্ছাপূর্বক সরকারী বিনিময়-হার হ্রাস করিতে পারে। এবং (৩) দেশের সরকার ইচ্ছাপূর্বক বিনিময়-হারের অবমূল্যায়ন করিতে পারে। তিনটির দরুনই দেশীয় মুদ্রার বিনিময়-হার কমে। তবে, 'fall in the exchange rate' বলিলে, সাধারণত, চাহিদা অপেক্ষা যোগান বেশি হইবার দরুন সাময়িকভাবে বিনিময়-হারের পতন বা হ্রাস বুঝায়।

বিনিময়-হার হ্রাসের প্রতিক্রিয়াঃ ১. বিনিময়-হার হ্রাস পাইলে একই পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা কিনিতে পূর্বাপেক্ষা বেশি দেশীয় মুদ্রা লাগে বলিয়া একই দামের বিদেশী পণ্য কিনিতে দেশীয় মুদ্রা বেশি দিতে হয়, সে কারণে **দেশীয় মুদ্রায় আমদানি পণ্যের দাম বাড়ে।**

২. বিনিময়-হার কমিলে একই পরিমাণ বিদেশী মুদ্রার দ্বারা পূর্বাপেক্ষা বেশি পরিমাণ দেশীয় মুদ্রা ক্রয় করা যায়। সে কারণে একই দামের দেশীয় পণ্য কিনিতে বিদেশীদের কম মুদ্রা (অর্থাৎ তাহাদের নিজেদেব মুদ্রা, যাহা আমাদের নিকট বিদেশী মুদ্রা) খরচ হয় বলিয়া বিদেশীয়গণের নিকট **তাহাদের মুদ্রায়** দেশীয় পণ্যের অর্থাৎ **রপ্তানি পণ্যের** (অর্থাৎ আমাদের রপ্তানি ও তাহাদের আমদানি) **দাম কমে।**

৩. যদি দেশে আমদানিপণ্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয় $(E>1)$ তবে বিনিময়-হার হ্রাসের দরুন আমদানিপণ্যের দাম যতটা বাড়িবে সে তুলনায় আমদানির পরিমাণ অনেক বেশি কমিবে। আর যদি বিদেশীদের নিকট (আমাদের) রপ্তানির চাহিদাও স্থিতিস্থাপক হয় $(E>1)$ তবে, বিদেশীদের নিকট রপ্তানির দাম যতটা কমিবে সে তুলনায় তাহাদের নিকট রপ্তানির চাহিদা ও পরিমাণ অনেক বেশি বাড়িবে। এই অবস্থায়, শেষ পর্যন্ত দেশের মোট আমদানি কমিবে এবং মোট রপ্তানি বাড়িবে ও আমদানি অপেক্ষা রপ্তানির পরিমাণ বেশি হইবে। যদি অবশ্য, আমদানিপণ্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক $(E<1)$ এবং রপ্তানি পণ্যের চাহিদাও অস্থিতিস্থাপক $(E<1)$ কিংবা উভয় চাহিদাই সমানুপাতিক স্থিতিস্থাপক $(E=1)$ হয় তবে আমদানি-হ্রাস ও রপ্তানি-বৃদ্ধি ঘটিবে না। সুতরাং **আমদানি ও রপ্তানির উপর বিনিময়-হার হ্রাসের ফলাফল নির্ভর করিবে উহাদের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর।**

তবে বলা যায় যে, আমদানি ও রপ্তানি **উভয়ের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইলে বিনিময়-হার হ্রাসের ফলে আমদানি কমিবে ও রপ্তানি বাড়িবে** (সাধারণত যন্ত্রশিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক ও কাঁচামালের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়)।

৪. বিনিময়-হার হ্রাস পাইলে, **দেশে দামস্তর বাড়ে** (আমদানিপণ্য ও আমদানি-

69. Pegging down. 70. Gold value. 71. Devaluation.

কাঁচামালের দামবৃদ্ধির দরুন অন্যান্য দেশীয় পণ্যের উৎপাদন-খরচ ও দাম বাড়ে বলিয়া) এবং **তাহাতে** আবার **রপ্তানি কিছুটা কমিবার ও আমদানি কিছুটা বাড়িবার আশংকা থাকে।** তবে এই দামবৃদ্ধি যদি সীমাবদ্ধ থাকে তাহা হইলে উহার বিশেষ প্রতিকূল **ফল** নাও দেখা দিতে পারে।

৫. দেশের যদি **বিদেশী ঋণ** থাকে বা দেশে যদি বিদেশী পুঁজি বিনিয়োজিত থাকে, তবে, উহাদের **সুদ ও লভ্যাংশ এবং ঋণের আসল বাবদ কিস্তি শোধ (দেশীয় মুদ্রায়) করিতে পূর্বাপেক্ষা বেশি খরচ পড়িবে।**

এই সকল বিষয়গুলির সামগ্রিক ফলাফলটি কিরূপ ঘটিবে তাহা নির্ভর করে প্রধানত বিনিময়-হারের হ্রাসের ফলে আমদানি কতটা কমিল ও রপ্তানি কতটা বাড়িল তাহার উপর। **যদি আমদানি সবিশেষ কমে ও রপ্তানি সবিশেষ বাড়ে এবং দেশের অভ্যন্তরীণ দামস্তর-বৃদ্ধি সীমাবদ্ধ থাকে, তবে বিদেশী ঋণের সুদ ও আসলের কিস্তি শোধ এবং বিদেশী পুঁজির লভ্যাংশ বাবদ খরচ বেশি হওয়া সত্ত্বেও, বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত সবিশেষ অনুকূল হইলে, সামগ্রিকভাবে লেনদেনের উদ্বৃত্তটিও অনুকূল হইতে পারে।** কিন্তু যদি গোড়াতেই আমদানির চাহিদা ও রপ্তানির চাহিদা উভয়ই অস্থিতিস্থাপক হইয়া থাকে, তবে বাণিজ্যের উদ্বৃত্তটি অনুকূল হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না এবং সেক্ষেত্রে সমগ্র লেনদেনের উদ্বৃত্তটি আরও বেশি প্রতিকূল হইবার আশংকা থাকে।

আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্বৃত্তে ভারসাম্য পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থাসমূহ
ADJUSTMENT SYSTEMS : METHODS ADOPTED FOR CORRECTING IMBALANCE

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লেনদেনের উদ্বৃত্তের ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার তত্ত্বগুলিতে ধন-তন্ত্রী দেশে ভরাসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া এবং উহার পশ্চাতের শক্তিগুলির এক বিমূর্ত[৭২] আলোচনা করা হয়। বাস্তবে, যে কোন দেশে আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্বৃত্তে অভারসাম্য বা অস্থিরতা দেখা দিলে, সমস্যাটির সমাধানের জন্য দেশের সরকার নানা প্রকার বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বয়ংক্রিয় শক্তিগুলিকে সক্রিয় করিয়া তুলিবার চেষ্টা করে। লেনদেনের ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য যে সকল বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহা চারি প্রকারেরঃ—(১) দেশীয় মুদ্রার বহির্বিনিময়-হার স্থির রাখিয়া অভ্যন্তরীণ দামস্তরের ও আয়ের পরিবর্তনের মাধ্যমে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা (স্বর্ণমানে যেরূপ করা হইত)। (২) দেশীয় মুদ্রার অনিয়ন্ত্রিত বহির্বিনিময়-হারের পরিবর্তন দ্বারা ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এবং (৩) দেশীয় মুদ্রার বহির্বিনিময়-হার নিয়ন্ত্রণ এবং দীর্ঘকাল-ব্যবধানে সরকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তমত উহার পরিবর্তন (ব্যবস্থাপিত নম-নীয়তা) এবং (৪) প্রত্যক্ষ সরকারী হস্তক্ষেপ দ্বারা আমদানি-রপ্তানি এবং মুদ্রাবিনিময়-নিয়ন্ত্রণ।

১. দেশীয় মুদ্রার বহির্বিনিময়-হার স্থির রাখিয়া অভ্যন্তরীণ দামস্তর ও আয়স্তরের পরিবর্তনের মাধ্যমে ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা[৭৩]ঃ লেনদেনের ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার ক্লাসি-ক্যাল ও আধুনিক, উভয় তত্ত্বেই, আন্তর্জাতিক লেনদেনের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় অভ্যন্তরীণ আয় ও দামস্তরের প্রভাবের কথা বলা হইয়াছে। স্বর্ণমানের অধীনে দেশীয় মুদ্রার বহির্বিনিময়-হার স্থির রাখিয়া অভ্যন্তরীণ দামস্তরের পরিবর্তনের দ্বারা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হইত। এজন্য অনুকূল উদ্বৃত্তের দেশে আর্থিক এবং/অথবা ফিসক্যাল ব্যবস্থাদির দ্বারা অর্থনীতিক কার্যাবলীর সম্প্রসারণ এবং প্রতিকূল উদ্বৃত্তের দেশে অনুরূপ বিপরীত ব্যবস্থার দ্বারা অর্থনীতিক কার্যকলাপের সংকোচন ঘটাইতে হয়। কিন্তু স্বর্ণ-

72. Abstract.
73. Fixed Exchange rate with adjustment through domestic price and income changes.

মানের পতন ও উহার ব্যর্থতা সম্পর্কে যে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করা গিয়াছে তাহার ফলে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশই ইহার পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে।

এই পদ্ধতির **বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তিগুলি** এইঃ (১) আধুনিক কালে সকল দেশেই অভ্যন্তরীণ দামস্তর ও আয়স্তর পূর্বাপেক্ষা অনেক অনমনীয় হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং ভারসাম্য পুনরুদ্ধারের সম্প্রসারণমূলক বা সংকোচনমূলক আর্থিক ফিসক্যাল ব্যবস্থাগুলির দ্বারা যে পরিমাণে দামস্তর ও আয়স্তরের পরিবর্তন ঘটাইবার চেষ্টা করা হইবে, তাহা সফল না হইয়া নানা প্রকার বিকৃতি ও বিপত্তি ঘটাইবে। (২) ইহাতে লেনদেনের উদ্বৃত্তের সহিত অর্থের অভ্যন্তরীণ মূল্যের সমতা ঘটাইবার জন্য এত ঘনঘন দামস্তর ও আয়স্তরের পরিবর্তন প্রয়োজন হইবে যে উহা অসহনীয় হইয়া পড়িবে এবং তাহা দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিক স্থিতি বিনষ্ট করিবে। (৩) বর্তমান কালে কোন দেশেই সরকারের পক্ষে লেনদেনের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে গিয়া পূর্ণনিয়োগের সংকীর্ণ পথ পরিত্যাগ করা কঠিন।

তবে উপরোক্ত কারণে বহির্বিনিময়-হার স্থির রাখিয়া অভ্যন্তরীণ দামস্তর ও আয়স্তর পরিবর্তনের পদ্ধতিটি গ্রহণ করা অসম্ভব হইলেও, দেশের দামস্তর ও আয়স্তরের সীমাবদ্ধ পরিবর্তনের উপযোগিতা যে নাই তাহা নহে। এবং পূর্ণনিয়োগ-নীতি অনুসরণ সত্ত্বেও, সীমাবদ্ধ কর্মহীনতার সহিত দামস্তর ও আয়স্তরের সীমাবদ্ধ পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হইতে পারে বলিয়া আধুনিক অনেক অর্থবিজ্ঞানীর ধারণা।

২. **অনিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তনীয় বিনিময়-হারের মাধ্যমে ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা**[৭৪]**ঃ** দেশের মুদ্রার বহির্বিনিময়-হার যদি সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা নির্ধারিত না হইয়া চাহিদা-যোগানের শক্তির ভারসাম্য দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং চাহিদা-যোগানের অবস্থাগুলির পরিবর্তনমত উহা ওঠানামা করে, তবে অভ্যন্তরীণ দামস্তর ও আয়স্তর স্থিতিশীল থাকিয়া কেবল মুদ্রার বহির্বিনিময়-হারের প্রয়োজনীয় হ্রাসবৃদ্ধিব দ্বারা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার এই পদ্ধতির **সপক্ষে প্রধান যুক্তিগুলি** এই যেঃ (১) এরূপ বিনিময়-হারটি ভারসাম্য হার হইবে, সুতরাং ইহা অপেক্ষা সঙ্গত কিছু হইতে পারে না এবং সেহেতু এই পদ্ধতিটিও সরল। কেবল বিদেশী মুদ্রাবিনিময়ের বাজারে চাহিদা-যোগানেব শক্তি অনুসারে বিনিময়-হারটি নির্ধারিত ও তদনুসারে উহা পরিবর্তিত হইবে বলিয়া ঐ হার বজায় রাখিবার জন্য আর্থিক কর্তৃপক্ষকে কোন অতিরিক্ত দায়িত্ব বহন করিতে হয় না। সুতরাং কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রভৃতি তখন অভ্যন্তরীণ স্থিতিরক্ষার জন্য অধিক মনোযোগ দিতে পাবে। সুতরাং ইহাতে বিনিময়-হার বজায় রাখিবার জন্য আর্থিক অস্ত্রগুলি ব্যবহার করিতে হয় না (স্বর্ণমানে যেমন ব্যাংকরেট প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া অর্থের যোগান বাড়াইতে কমাইতে হয়)। (২) আধুনিক সকল দেশেই পূর্ণনিযোগ অন্যতম প্রধান লক্ষ্য-রূপে গৃহীত হওয়ায়, দামস্তরের হ্রাসবৃদ্ধি (মুদ্রাসংকোচন ও মুদ্রাস্ফীতি) দ্বারা ভারসাম্য লাভের পথ একরূপ পরিত্যক্তই হইয়াছে বলা যায়। সুতরাং বাকি থাকে আর দুটি বিকল্প পথ। একটি হইল পরিবর্তনীয় অনিয়ন্ত্রিত বিনিময়-হার এবং অপরটি হইল সরকার কর্তৃক সরাসরি মুদ্রাবিনিময়-নিয়ন্ত্রণ। এই দুটির মধ্যে নিঃসন্দেহে অনিয়ন্ত্রিত পরিবর্তনীয় বিনিময়-হার ব্যবস্থার সাহায্যে ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথই অধিকাংশ অর্থবিজ্ঞানীর মতে শ্রেয়ঃ।

ইহার **বিপক্ষে যুক্তিগুলি** হইলঃ (১) কেবল যে সকল দেশের আমদানি ও রপ্তানির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অধিক $(E>1)$, উহাদের ক্ষেত্রেই বিনিময়-হারের পরিবর্তন লেন-দেনের ভারসাম্যটি পুনরুদ্ধার করিতে পারে। বাস্তবে বিবিধ আমদানি-রপ্তানিপণ্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কিরূপ তাহা যথার্থভাবে জানা সহজ নহে, এবং সে কারণে এই পদ্ধতির

74. Free and flexible exchange rate.

কার্যকারিতা অনিশ্চিত। (২) এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিদিন মুদ্রাবিনিময়ের বাজারে দেশীয় মুদ্রার বিনিময়-হার ওঠানামা করিবে এবং তাহা আমদানি ও রপ্তানিকারিগণের পক্ষে অসুবিধা সৃষ্টি করিবে। (৩) সর্বদা পরিবর্তনশীল বিনিময়-হারের দরুন স্বল্পকালীন মূলধনের চলাচলে বিশেষ বিঘ্ন না হইলেও দীর্ঘকালীন মূলধনের চলাচলে বিনিময়-হারের অনিশ্চয়তার দরুন বিঘ্ন সৃষ্টি হইবে। (৪) বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহযোগিতা না থাকিলে কিংবা উহাদের কার্যাবলীর সংযোজকরূপে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা না থাকিলে, ও বিনিময়-হার সম্পর্কে দেশগুলির কোন সুনির্দিষ্ট নীতি না থাকিলে, বিভিন্ন দেশের মুদ্রার অনিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তনশীল বিনিময়-হারগুলি এরূপভাবে সর্বদা পরিবর্তিত হইতে পারে যে, তাহাতে মুদ্রাবিনিময়-বাজারে এক চরম বিশৃঙ্খলার উৎপত্তি ঘটিতে পারে এবং ঐ অবস্থায় সুযোগসন্ধানী দেশ বিদেশী বাজার দখলের জন্য প্রতিযোগিতামূলক ভাবে নিজ মুদ্রার বিনিময়-হার কমাইবার কারসাজি[75] করিতে পারে। ১৯৩১ হইতে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মুদ্রাবিনিময়ের ক্ষেত্রে এইরূপ পরিস্থিতির উৎপত্তি হইয়াছিল।

৩. বিনিময়-হারের ব্যবস্থাপিত নমনীয়তার দ্বারা ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা[76] : বিভিন্ন দেশের সরকার উহাদের জাতীয় আয় পূর্ণনিয়োগের স্তরে বজায় রাখিবার জন্য, যথেষ্ট কাল অন্তর দেশীয় মুদ্রার বিনিময়-হারের পরিবর্তন দ্বারা আন্তর্জাতিক লেনদেনের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিলে, উহাকে 'বিনিময়-হারের ব্যবস্থাপিত নমনীয়তা' পদ্ধতি বলে। এই প্রকার পদ্ধতিতে, বিভিন্ন দেশ উহাদের স্ব স্ব মুদ্রার স্বর্ণমূল্য ঘোষণা করিতে পারে। তাহার ফলে পরোক্ষভাবে, ঘোষিত স্বর্ণমূল্যের ভিত্তিতে, বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময়-হার নির্ধারিত হইতে পারে। লেনদেনের উদ্বৃত্তের ভারসাম্য বিধানের উদ্দেশ্যে এইরূপ কোন দেশের সরকার মাঝে মাঝে নিজ মুদ্রার ঘোষিত স্বর্ণমূল্য পরিবর্তন করিতে পারে। কোন দেশ উহার **মুদ্রার পূর্বতন স্বর্ণমূল্য পরিবর্তন করিয়া, নিম্নতর স্বর্ণমূল্যে ধার্য করিলে উহাকে মুদ্রার অবমূল্যায়ন[77] এবং উচ্চতর স্বর্ণমূল্যে ধার্য করিলে উহাকে অধিমূল্যায়ন বলে[78]**। এই ব্যবস্থাতে সরকারের সিদ্ধান্ত দ্বারা মুদ্রার স্বর্ণমূল্যের পরিবর্তন করা হইবে কিনা এবং করা হইলে কতটা করা হইবে তাহা স্থির হয় এবং উহা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য লাভের জন্য (ভারসাম্য আনয়ন) করা হয়। বাস্তবে বর্তমানে আন্তর্জাতিক মুদ্রা-ভাণ্ডার ব্যবস্থায় এরূপ পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছে। ইহাকে স্থির বিনিময়-হার ও সর্বদা পরিবর্তনীয় বিনিময়-হার পদ্ধতি দুইটির সমন্বয় বলা যায়। ইহাতে স্থির বিনিময়-হারের উপযোগিতা স্বীকার করিয়া ঘন ঘন বিনিময়-হার পরিবর্তন করা হয় না, অপর পক্ষে অভ্যন্তরীণ দামস্তর ও আয়স্তরের পরিবর্তন দ্বারা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে মধ্যে মধ্যে বিনিময়-হার পরিবর্তন দ্বারা ভারসাম্য আনিবার চেষ্টা করা হয়।

ইহার **তিনটি প্রধান অসুবিধা** আছে: (১) বিনিময়-হার যদি প্রয়োজনমত শীঘ্র ও বারংবার পরিবর্তন না করা যায় তবে তাহাতে আন্তর্জাতিক লেনদেনের ভারসাম্য আনয়নের উদ্দেশ্যটি সম্পূর্ণ সফল হয় না। (২) কোন নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে বিনিময়-হারের আদৌ পরিবর্তন করা উচিত কিনা তাহাও স্থির করা সহজ নহে। ইহার জন্য কিরূপ পরিস্থিতিতে বিনিময়-হারের পরিবর্তন করা উচিত হইবে তাহা সর্বাগ্রে স্থির করা আবশ্যক, কিন্তু এরূপ কোন মাপকাঠি স্থির করা কঠিন। (৩) ইহাতে যদি বিনিময়-হার পরিবর্তন আবশ্যক বলিয়া স্থির হয় তাহা হইলে উহার কতটা পরিবর্তন যুক্তিসঙ্গত হইবে, অবমূল্যায়ন বা অধিমূল্যায়ন করিতে হইলে উহা কতটা পরিমাণে করিলে ভারসাম্য আনিতে সক্ষম হইবে তাহা স্থির করাও সহজ নহে। (৪) ইহার আর একটি অসুবিধা হইল ইহাতে বিদেশী মুদ্রার বাজারে ফট্‌কাবাজির প্রবলতা ঘটিয়া সংকট সৃষ্টি করিতে পারে। (৫) সর্বশেষে, যদি দেশের সরকারগুলির হাতে বিনিময়-হার পরিবর্তনের চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকে তবে

75. Competitive exchange depreciation and manipulation.
76. Managed Flexibility. 77. Devaluation. 78. Revaluation.

এরূপ বিভিন্ন সরকারের স্বতন্ত্র নীতিগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য ও সমন্বয় ঘটিবে কিভাবে, যদি কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার উপর সে ভার থাকে, তবে উহার কর্তৃত্ব যে সকল দেশগুলি মানিবে তাহারই বা সুনিশ্চয়তা কি, এই সকল সমস্যার উৎপত্তি ঘটে।

মুদ্রার অবমূল্যায়ন ও উহার ফলাফল[৭৯]**ঃ ১. মুদ্রার অবমূল্যায়ন কাহাকে বলে**[৮০]**—** যদি দেশীয় মুদ্রার সরকার কর্তৃক ঘোষিত নির্দিষ্ট স্বর্ণমূল্য থাকে এবং সরকার যদি উহার স্বর্ণমূল্য হ্রাস করে তবে উহাকে মুদ্রার অবমূল্যায়ন বলা যায়। যেমন ভারত যখন আন্তর্জাতিক মুদ্রাভান্ডারে সদস্যরূপে যোগ দেয় তখন ভারত সরকার ভান্ডারের নিকট টাকার স্বর্ণমূল্য ০·২৬৮৬০১ গ্রাম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঐ স্বর্ণমূল্য ৩০·৫% হ্রাস করিয়া ০·১৮৬৬২১ গ্রাম করা হয়। ১৯৬৬ সালের জুন মাসে পুনরায় টাকার স্বর্ণমূল্য ৩৬·৫% হ্রাস করিয়া ০·১১৮৫ গ্রাম করা হয়। ইহা অবমূল্যায়নের দৃষ্টান্ত।

মুদ্রার অবমূল্যায়নের ফলে নূতন স্বর্ণমূল্য অনুসারে অন্য দেশীয় মুদ্রাগুলির সহিত (যাহাদের স্বর্ণমূল্য হ্রাস করা হয় নাই) দেশীয় মুদ্রার বিনিময়-হারের পরিবর্তন ঘটে এবং বিদেশী মুদ্রায় দেশীয় মুদ্রার বিনিময়-হার হ্রাস পায় ও দেশীয় মুদ্রায় বিদেশী মুদ্রার বিনিময়-হার বৃদ্ধি পায়।

২. অবমূল্যায়ন ও বহির্বিনিময়-হার হ্রাসের পার্থক্য কি?[৮১]—মুদ্রার অবমূল্যায়ন ও বহির্বিনিময়-হার হ্রাসের মধ্যে মিল এই যে, উভয় ক্ষেত্রেই বিদেশী মুদ্রায় দেশের মান-মুদ্রার বিনিময়-হার হ্রাস পায়। কিন্তু উহাদের পার্থক্য এই যে, অবমূল্যায়ন বলিলে **সরকার কর্তৃক দেশীয় মানমুদ্রার পূর্ব ঘোষিত স্বর্ণমূল্য হ্রাস** করা বুঝায়; কিন্তু বহির্বিনিময়-হার হ্রাসের দ্বারা বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ের বাজারে **চাহিদা-যোগানের শক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায়** বিদেশী মুদ্রায় দেশীয় মুদ্রার বিনিময়-হারের হ্রাস প্রাপ্তি বুঝায়। প্রথমটি সরকারের সিদ্ধান্তের ফল, দ্বিতীয়টি চাহিদা-যোগানের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার ফল। কিন্তু উহাদের ফলাফল প্রায় একই।

৩. অবমূল্যায়নের উদ্দেশ্য কি?—মুদ্রার অবমূল্যায়নের দুইটি উদ্দেশ্য সমর্থনযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়,—(ক) লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত দূর করা, অথবা (খ) প্রত্যক্ষ-ভাবে আমদানি রপ্তানির সরকারী নিয়ন্ত্রণ কিংবা আমদানিশুল্কের সাহায্যে লেনদেনের অনুকূল উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করিয়া রাখা হইলে, ঐ সকল সরকারী প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ বা শুল্ক প্রত্যাহার করা হইলে ঐ অনকূল উদ্বৃত্ত বজায় রাখা। (গ) দেশে কর্মহীনতা দূর করিবার জন্য অনেক সময় অবমূল্যায়নের পরামর্শ দেওয়া হয়। কিন্তু এ বিষয়ে বিবেচ্য এই যে, যদি স্বল্পতর নিয়োগের সাহায্যে লেনদেনের উদ্বৃত্তে ভারসাম্য বজায় রাখা হইয়া থাকে, তবে পূর্ণনিয়োগ প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থনীতিক সম্প্রসারণ ঘটাইতে গেলে লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত দেখা দিবে। এইরূপ ক্ষেত্রে পূর্ণনিয়োগের স্তবে লেনদেনের ভারসাম্য রক্ষায় অবমূল্যায়ন সমর্থনযোগ্য। কিন্তু যদি স্বল্পতর নিয়োগস্তরেই দেশের লেনদেনের অনুকূল উদ্বৃত্ত থাকে, তবে পূর্ণনিয়োগের স্তর পর্যন্ত নিয়োগ বৃদ্ধি করিতে গিয়া পাছে ঐ অনুকূল উদ্বৃত্ত হ্রাস পায় কিংবা লুপ্ত হয় এই আশংকায় ঐ অনুকূল উদ্বৃত্তটি বজায় রাখার জন্য অবমূল্যায়নের সাহায্য লওয়া অবাঞ্ছিত। কারণ ইহা প্রতিবেশীকে বঞ্চনার[৮২] নীতি ছাড়া আর কিছু নয়।

৪. অবমূল্যায়নের ফলাফলঃ আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্বৃত্তের ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের মূল বক্তব্য এই যে, যে কোন দু'টি দেশের মধ্যে লেনদেনের উদ্বৃত্তের ভারসাম্যটি একটি স্থির বা স্থায়ী ভারসাম্য[৮৩]। সেহেতু, এই ভারসাম্য হইতে কোন বিচ্যুতি ঘটিলে উহার

79. Devaluation and its effects. 80. What is devaluation?
81. How does devaluation differ from exchange depreciation?
82. 'Beggar-my-neighbour' policy. 83. Stable Equilibrium.

ফলে এরূপ শক্তিসমূহের উৎপত্তি ঘটে যাহারা ঐ ভারসাম্য পুনরুদ্ধারে অগ্রসর হয়। ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব অনুযায়ী এই শক্তিগুলি হইল দামের পরিবর্তনে চাহিদার প্রতিক্রিয়া। স্বর্ণমানই থাকুক কিংবা মুদ্রার বহির্বিনিময়-হার নির্ধারণের অন্য যে কোন ব্যবস্থাই থাকুক, দামের পরিবর্তনে চাহিদার যে প্রতিক্রিয়া ঘটে তাহাই ভারসাম্যটি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। সুতরাং এক্ষেত্রে চাহিদার ও যোগানের দাম-স্থিতিস্থাপকতাই মুখ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এই বিষয়টি মনে রাখিয়া এবার আমরা অবমূল্যায়নের ফলাফল আলোচনা করিতে পারি। আমরা যদি ধরিয়া লই যে, কোন একটি দেশে লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত দূর করিবার উদ্দেশ্যে উহার মুদ্রার স্বর্ণমূল্য হ্রাস করা হইল, অর্থাৎ মুদ্রার অবমূল্যায়ন করা হইল, তাহা হইলে একথা মনে রাখিতে হইবে যে, এই অবমূল্যায়নের ফলে,—(১) প্রথমে আমদানি ও রপ্তানি পণ্যগুলির দামের পরিবর্তন ঘটিবে এবং (২) উহাদের মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণের পরিবর্তন ঘটিবে। এইরূপে আমদানি ও রপ্তানি পণ্যগুলির দামের পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণে তাহা কিরূপ ও কতটা পরিমাণে পরিবর্তন ঘটাইতে (রপ্তানির মোট মূল্য—আমদানির মোট মূল্য) সক্ষম হইবে, তাহার উপরই ঐ অবমূল্যায়নের কার্যকারিতা বা সাফল্য নির্ভর করিবে।

সুতরাং অবমূল্যায়নের ফলাফল বিবেচনায় আমদানি-রপ্তানির চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতাগুলির জটিল সম্পর্কটি[৮৪] এবং চাহিদার পরিবর্তনের ফলে যে আয়-প্রতিক্রিয়া[৮৫] ঘটিবে বা আয়ের পরিবর্তন ঘটিবে সে বিষয়টি অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

(১) দামের পরিবর্তন বা দাম প্রতিক্রিয়া—অবমূল্যায়নের ফলে অবিলম্বে দামের যে পরিবর্তন ঘটিবে তাহা এই প্রকার,—(ক) **দেশীয় মুদ্রায়** রপ্তানি পণ্যের দাম অপরিবর্তিত থাকিবে কিন্তু যে অনুপাতে অবমূল্যায়ন ঘটিবে উহার অধিক অনুপাতে আমদানিপণ্যের দাম বাড়িবে। (খ) অবমূল্যায়নের অনুপাতে **বিদেশী মুদ্রায়** রপ্তানি **পণ্যের দাম কমিবে** কিন্তু আমদানিপণ্যের দাম অপরিবর্তিত থাকিবে।

দামের এই পরিবর্তনগুলি আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ কিভাবে ও কতটা পরিবর্তন করিয়া বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত[৮৬]কে প্রভাবিত করিতে পারে তাহা অবমূল্যায়নকারী দেশে চারি প্রকারের স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করিবে,—(ক) রপ্তানির জন্য বিদেশী চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা; (খ) রপ্তানিপণ্যের দেশীয় যোগানের স্থিতিস্থাপকতা; (গ) আমদানি-পণ্যের দেশীয় চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা; এবং (ঘ) আমদানিপণ্যের বিদেশী যোগানের স্থিতিস্থাপকতা।

(ক) ও (গ). রপ্তানির জন্য বিদেশী চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এবং আমদানির জন্য দেশীয় চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা—আমরা যদি ধরিয়া লই যে, অবমূল্যায়নের দরুন আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের দাম উহার স্ব স্ব মুদ্রায় অপরিবর্তিত রহিল, তাহা হইলে, অবমূল্যায়নের ফলে বিদেশী মুদ্রায় উহাদের দামের যে পরিবর্তন ঘটিবে তাহাতে উহাদের ক্রেতাদের (বিদেশীদের) প্রতিক্রিয়া নির্ভর করিবে আমদানি ও রপ্তানির জন্য তাহাদের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর। অবমূল্যায়ন সফল হইতে হইলে, রপ্তানি দ্বারা অর্জিত বিদেশী মুদ্রার পরিমাণটি বেশি হওয়া আবশ্যক (অন্ততঃ পূর্বের সমপরিমাণ থাকা চাই) এবং আমদানির দরুন বিদেশী মুদ্রার ব্যয়ের পরিমাণটি পূর্বের অপেক্ষা কম হওয়া আবশ্যক। প্রথমটি সম্ভব করিতে হইলে রপ্তানিপণ্যের বিদেশী চাহিদা যথেষ্ট স্থিতিস্থাপক হওয়া চাই ($Ed>1$ কিংবা অন্ততঃ $Ed=1$), তবেই রপ্তানি বাড়িবে ও বেশি বিদেশী মুদ্রা উপার্জিত হইবে। আর দ্বিতীয়টির জন্য, আমদানিপণ্যের দেশীয় চাহিদা যত বেশি

84. The complex relationship of elasticities of demand for and supply of imports and exports.
85. The income-effects resulting from changes in demand.
86. Balance of Trade or Trade Balance.

স্থিতিস্থাপক হইবে ততই আমদানি কমিবে এবং বিদেশী মুদ্রার ব্যয় কম হইবে [অন্ততঃ আমদানির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা শূন্যের বেশি ($Ed>0$) হইলেই চলিতে পারে কারণ প্রথম দিকে বিদেশী মুদ্রায় আমদানিপণ্যের দাম অপরিবর্তিত থাকিলে, চাহিদার পরিমাণ যতটুকু কমিবে বিদেশী মুদ্রার ব্যয়ও ততটুকু কমিবে]। (সাধারণত যন্ত্রশিল্পজাত রপ্তানি ও বিলাসদ্রব্যের চাহিদা বেশি স্থিতিস্থাপক এবং খাদ্য ও কাঁচামালের চাহিদা বেশি অস্থিতিস্থাপক হয়।)

(খ) ও (ঘ). রপ্তানিপণ্যের দেশীয় যোগানের স্থিতিস্থাপকতা এবং আমদানিপণ্যের বিদেশী যোগানের স্থিতিস্থাপকতা—রপ্তানিপণ্যের ক্ষেত্রে, যদি রপ্তানিপণ্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কম হয় ($Ed<1$) তাহা হইলে, (বিদেশী মুদ্রায় দাম কমিয়া যাওয়া সত্ত্বেও, চাহিদার পরিমাণ-বৃদ্ধির সম্ভাবনা বেশি না থাকায়) রপ্তানিপণ্যের যোগানের স্থিতিস্থাপকতাও কম হইলে সুবিধা হইবে, কারণ তাহাতে যোগান-দাম বাড়িবে এবং তাহার ফলে রপ্তানি পণ্যের চাহিদার অস্থিতিস্থাপকতার অসুবিধাটি কাটাইয়া বিদেশী মুদ্রার উপার্জনের পরিমাণটি খানিক বাড়ান সম্ভব হইবে। যদি রপ্তানিপণ্যের বিদেশী চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সমানুপাতিক হয় ($Ed=1$) তবে, অবমূল্যায়ন অনুসারে যে অনুপাতে বিদেশী মুদ্রায় রপ্তানিপণ্যের দাম কমিবে, সে অনুপাতে উহার বিদেশী চাহিদাও বাড়িবে এবং সে কারণে বিদেশী মুদ্রার মোট উপার্জনও অপরিবর্তিত থাকিবে। তাহাতে দেশীয় মুদ্রায় রপ্তানিপণ্যের দামও অপরিবর্তিত থাকিবে এবং সে কারণে উহা রপ্তানিপণ্যের যোগানের স্থিতিস্থাপকতার দ্বারা প্রভাবিত হইবে না। কিন্তু, রপ্তানিপণ্যের বিদেশী চাহিদা যদি অধিক স্থিতিস্থাপক হয় ($Ed>1$), তাহা হইলে উহার যোগান যত বেশি স্থিতিস্থাপক হইবে ততই উহার রপ্তানি বাড়িবে এবং ততই অধিক পরিমাণে বিদেশী মুদ্রা উপার্জন করা সম্ভব হইবে। কিন্তু চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বেশি হওয়া সত্ত্বেও, যোগান যদি অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক হয়, তবে যোগানদাম বাড়িবে এবং তাহা বিদেশী চাহিদা বৃদ্ধিকে ক্ষুণ্ণ করিয়া অধিকতর বিদেশী মুদ্রা উপার্জনের পথে বাধা সৃষ্টি করিবে।

আমদানিপণ্যের ক্ষেত্রে যদি আমদানিপণ্যের বিদেশী যোগান অসীম-স্থিতিস্থাপক হয়, তবে বিদেশী মুদ্রায় উহার দামে কোন পরিবর্তন হইবে না এবং সেক্ষেত্রে, অবমূল্যায়নের অধিক অনুপাতে দেশীয় মুদ্রায় আমদানিপণ্যের দাম বাড়িবে। কিন্তু যদি বিদেশী যোগান কম-স্থিতিস্থাপক হয় ($Es<1$) তবে, অবমূল্যায়নের ফলে উহার চাহিদা কমিলে (দেশীয় মুদ্রায় দাম বৃদ্ধির দরুন) উহার বিদেশী উৎপাদনও কমিবে এবং সেহেতু উহার যোগানদামও কমিবে এবং তাহাতে অবমূল্যায়ন অপেক্ষা কম অনুপাতে দেশীয় মুদ্রায় উহার দাম বাড়িবে। সুতরাং যদি আমদানিপণ্যের দেশীয় চাহিদার কম স্থিতিস্থাপকতার ($Ed<1$) সহিত উহার যোগানের স্থিতিস্থাপকতাও কম হয় ($Es<1$) কিংবা যদি আমদানিপণ্যের দেশীয় চাহিদার অধিক-স্থিতিস্থাপকতার ($Ed>1$) সহিত উহার যোগানও অধিক-স্থিতিস্থাপক হয় ($Es>1$) তবে অবমূল্যায়ন সুফল দেয়।

কিন্তু, আমদানি ও রপ্তানির যোগানের স্থিতিস্থাপকতা শুধু যে অবমূল্যায়নকারী দেশে আমদানি ও রপ্তানিপণ্যের দামেই পরিবর্তন ঘটায় তাহা নহে, উহারা ঐ দেশের অভ্যন্তরে দেশীয় অন্যান্য প্রতিযোগী পণ্যাদির এবং বিদেশের বাজারে প্রতিযোগী পণ্যের দামেও পরিবর্তন ঘটায়। অভ্যন্তরীণ বাজারে আমদানিপণ্যের চাহিদা কমিলে উহার প্রতিযোগী দেশীয় পণ্যের চাহিদা এবং দাম বাড়ে এবং বিদেশের বাজারে রপ্তানিপণ্য বিদেশী প্রতিযোগী পণ্যগুলির চাহিদা এবং দাম কমায়।

সাধারণভাবে বলা যায় যে, এই সকল প্রতিযোগী পণ্যগুলির যোগান যত স্থিতি-স্থাপক হইবে, অবমূল্যায়ন ততই বেশি কার্যকর হইবে। বিদেশী মুদ্রায় রপ্তানিপণ্যের দাম কমিলে উহার চাহিদা যতটা বাড়ে, বিদেশে উহার প্রতিযোগী দেশীয় পণ্যের যোগান অধিক-স্থিতিস্থাপক হইলে, ঐ রপ্তানিপণ্যের চাহিদা আরও বেশি বাড়তে পারে। আর

আমদানিপণ্যের চাহিদা বিশেষ কমিতে পারে যদি, উহার প্রতিযোগী দেশীয় পণ্যের যোগান বেশি স্থিতিস্থাপক হয় (কারণ তাহাতে দেশীয় পণ্যের দাম না বাড়াইয়া উহার যোগান বাড়ান সম্ভব হইবে)।

(২) আয়ের পরিবর্তন বা আয়-প্রতিক্রিয়া[৮৭]ঃ অবমূল্যায়নের ফলে যদি আমদানি ও রপ্তানিকারী দেশে মোট চাহিদা[৮৮] অপরিবর্তিত না থাকে, তবে অবমূল্যায়নের দরুন উভয় দেশেই আয়-প্রতিক্রিয়া অনিবার্য। কারণ, অবমূল্যায়ন যদি লেনদেনের উদ্বৃত্তে পরিবর্তন ঘটাইতে সমর্থ হয়, তবে উহার দরুন উভয় দেশেই মোট আয়ের পরিবর্তন ঘটিবে এবং তাহা আবার লেনদেনের উদ্বৃত্তে গৌণ পরিবর্তন[৮৯] ঘটাইবে। **ক** দেশের লেনদেনের উদ্বৃত্ত অনুকূল হইলে উহার আয়ের স্তর বাড়িবে এবং **খ** দেশের আয়ের স্তর কমিবে। ইহাতে, **ক** দেশে আমদানি-প্রবণতা অনুসারে, আয় বৃদ্ধির দরুন উহার আমদানি বাড়িবে। সুতরাং **ক** দেশে একদিকে অবমূল্যায়নের দরুন আমদানি কমিবে এবং অপর দিকে লেনদেনের অনুকূল উদ্বৃত্তের দরুন আয়-প্রতিক্রিয়ার ফলে আমদানি খানিক বাড়িবে। তেমনি **খ** দেশে প্রতিকূল উদ্বৃত্তের দরুন উহার আয়স্তর কমিবে এবং সেহেতু উহার আমদানিও কমিবে। ইহাতে আবার **খ** দেশের নিকট **ক** দেশের রপ্তানি কমিবে, এইভাবে, অবমূল্যায়ন একদিকে রপ্তানি-বৃদ্ধি ও আমদানি-সংকোচ ঘটায়, অপর দিকে আয়-প্রতিক্রিয়া উহাতে বাধা দেয়। ফলে শেষ পর্যন্ত অবমূল্যায়নের চূড়ান্ত ফলটি অবমূল্যায়নকারী দেশের পক্ষে অপেক্ষাকৃত কম অনুকূল হয়।

৫. অবমূল্যায়নের সাফল্যের শর্তাবলীঃ ১. আমদানিপণ্যের জন্য দেশীয় চাহিদা স্থিতিস্থাপক হওয়া আবশ্যক এবং এজন্য তৎসহ আমদানিপণ্যের প্রতিযোগী দেশীয় পণ্যের (আমদানি-পরিবর্তক পণ্য[৯০]) যোগান স্থিতিস্থাপক হওয়া আবশ্যক।

২. রপ্তানিপণ্যের জন্য বিদেশী চাহিদা স্থিতিস্থাপক হওয়া আবশ্যক এবং বিদেশের বাজারে রপ্তানিপণ্যের প্রতিযোগী বিদেশী পণ্যের যোগান স্থিতিস্থাপক হওয়া প্রয়োজন। রপ্তানিপণ্যের যোগান যত স্থিতিস্থাপক হইবে অবমূল্যায়নের ফলাফল তত সন্তোষজনক হইবে।

৩. বাণিজ্যের যে প্রতিকূল উদ্বৃত্ত দূর করিবার জন্য অবমূল্যায়নের সাহায্য লওয়া হইবে তাহার পরিমাণ যেন অধিক না হয়।

যদি আমদানিপণ্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয় এবং উহা খণ্ডনের জন্য রপ্তানিপণ্যের বিদেশী চাহিদা যদি যথেষ্ট স্থিতিস্থাপক না হয়, তবে অবমূল্যায়নের দ্বারা লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত দূর করা সম্ভব হইবে না, বরং উহা বাড়িবে।

৪. অন্যান্য প্রতিযোগী দেশ উহাদের মুদ্রার অবমূল্যায়ন করিবে না। যদি প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলিও এই পথ গ্রহণ করে, তবে স্বদেশী মুদ্রার অবমূল্যায়নের কার্যকারিতা সে অনুপাতে কমিবে।

৫. যে দেশের আমদানি-প্রবণতা অত্যন্ত বেশি, তথায়, আয়-প্রতিক্রিয়া অবমূল্যায়নের সুফল ক্ষুণ্ণ করিতে পারে এবং তাহা খণ্ডনের জন্য সরকারের পক্ষ হইতে পূরক ফিসক্যাল নীতির[৯১] দ্বারা দেশের আয়স্তর স্থির রাখা প্রয়োজন হইতে পারে।

৬. প্রত্যক্ষ সরকারী হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ দ্বারা ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠাঃ লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত দূর করিবার জন্য দেশের সরকারের পক্ষ হইতে আধুনিক কালে ক্রমবর্ধমান পরিমাণে লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবের বিভিন্ন খাতের লেনদেন নিয়ন্ত্রণ করা হইতেছে। এই সকল প্রত্যক্ষ সরকারী হস্তক্ষেপমূলক ব্যবস্থাগুলিকে তিনটি প্রধান

87. Income-effect.
88. Aggregate Demand.
89. Secondary changes.
90. Import-substitute.
91. Compensating Fiscal Policy.

শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ঃ—(ক) আর্থিক নিয়ন্ত্রণ (মুদ্রাবিনিময়-নিয়ন্ত্রণ, বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সহিত দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ের বিবিধ হার নির্ধারণ, ফিসক্যাল নীতি প্রয়োগ ইত্যাদি); (খ) বাণিজ্যিক নিয়ন্ত্রণ (আমদানি-রপ্তানির পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ, আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা জারী[৯২], রাষ্ট্রায়ত্ত বৈদেশিক বাণিজ্য ইত্যাদি); এবং (গ) মূলধনী চলাচল-নিয়ন্ত্রণ।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা ইহাদের মধ্যে মুদ্রাবিনিময়-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

92. Embargos.

১৫

মুদ্রার বহির্বিনিময় হার
THE RATE OF EXCHANGE

[**আলোচিত বিষয়ঃ** মুদ্রার বহির্বিনিময়েব হার কাহাকে বলে—বিদেশী মুদ্রা ও বিদেশী মুদ্রার বাজার—মুদ্রা-বিনিময়ের ভারসাম্য-হার—মুদ্রার বহির্বিনিময়ের হার কিভাবে নির্ধারিত হয়—স্বর্ণমান—কাগজী মুদ্রামান ঃ ক্রয়ক্ষমতার সমতার তত্ত্ব—আধুনিক তত্ত্ব ঃ লেনদেনের উদ্বৃত্তের তত্ত্ব—বিনিময়-হারের ওঠানামার কারণ—মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ।]

মুদ্রার বহির্বিনিময়ের হার কাহাকে বলে?
WHAT IS AN EXCHANGE RATE?

মুদ্রা বা অর্থের মূল্য দুই প্রকারের। একটি হইল স্বদেশের অভ্যন্তরে উহার অভ্যন্তরীণ বিনিময়-মূল্য[1], অপরটি হইল দেশের বাহিরে উহার বহির্বিনিময়-মূল্য[2]। মুদ্রার অভ্যন্তরীণ বিনিময়-মূল্য দ্বারা উহার অভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতা[3] বুঝায়। দেশের ভিতরে মুদ্রার একটি একক দ্বারা (যেমন, ভারতে ১ টাকা) যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করা যায়, উহাই মুদ্রার অভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতা বা অভ্যন্তরীণ মূল্য। ইহা দেশের অভ্যন্তরীণ দামস্তরের বিপরীত। আর, মুদ্রার বহির্বিনিময়-মূল্য দ্বারা দেশের বাহিরে দেশীয় মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা[4] বুঝায়। দেশের বাহিরে, বিদেশে, সরাসরি এক দেশের মুদ্রার দ্বারা অপর দেশের দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করা যায় না, কারণ এক দেশের মুদ্রা অপর দেশে চলে না বা গ্রহণযোগ্য নয়। সেহেতু, অন্য যে দেশের দ্রব্যসামগ্রী কিনিতে হইবে, প্রথমে সে দেশের মুদ্রায় স্বদেশের মুদ্রা ভাঙ্গাইতে হয়, অর্থাৎ বিদেশী মুদ্রার সহিত স্বদেশী মুদ্রা বিনিময় করিয়া বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহ করিতে হয়। যে হারে স্বদেশী মুদ্রার সহিত বিদেশী মুদ্রার বিনিময় ঘটে, তাহাই স্বদেশী মুদ্রার বহির্বিনিময়-হার। দেশের বাহিরে দেশীয় মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা বলিলে মুদ্রার এই বহির্বিনিময়ের হারকেই বুঝায়। সুতরাং **এক দেশের মুদ্রার একটি এককের বিনিময়ে অপর দেশের মুদ্রা যে পরিমাণে ক্রয় করা যায়, তাহাই উহাদের মধ্যে বহির্বিনিময়ের হার বলিয়া গণ্য করা হয়।** সংক্ষেপে বলা যায় যে **মুদ্রার বহির্বিনিময়-হার হইল এক দেশের মুদ্রায় অপর দেশের মুদ্রার দাম।** সুতরাং এক দেশের মুদ্রার বহির্বিনিময়-হার বা উহার দাম সর্বদাই অপর দেশের মুদ্রায় প্রকাশিত হয় (যেমন অর্থের অভ্যন্তরীণ মূল্য দ্রব্যসামগ্রীর দ্বারা প্রকাশ পায়)। ভারতের ১ টাকায় যদি ১৩টি মার্কিন সেন্ট পাওয়া যায় কিংবা ১ শিলিং বৃটিশ মুদ্রা পাওয়া যায়, তবে ভারত ও মার্কিন দেশ ও বৃটেনের মধ্যে মুদ্রা-বিনিময়ের হার হইল, ১ টাকা=১৩ সেন্ট ও ১ টাকা=১ শিলিং। অন্যভাবে বলা যায় যে, অপর দেশের নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রার (বিদেশী মুদ্রা) উপর নিজ দাবি সৃষ্টি করিতে হইলে (অর্থাৎ উহা কিনিতে হইলে) উহার দাম বাবদ যে পরিমাণ দেশীয় মুদ্রার উপর নিজ দাবি ত্যাগ করিতে হয় তাহাই দুই দেশের মুদ্রার বিনিময়-হার।

1. Internal value of money.
2. External value.
3. Internal purchasing power.
4. External purchasing power.

বিদেশী মুদ্রা ও বিদেশী মুদ্রার বাজার
FOREIGN EXCHANGE AND FOREIGN EXCHANGE MARKET

'ফরেন এক্সচেঞ্জ' কথাটির দ্বারা সচরাচর বিদেশী মুদ্রাকে বুঝান হয় এবং এক দেশের মুদ্রার সহিত অপরাপর দেশের মুদ্রার বিনিময় লইয়া বিদেশী মুদ্রার বাজার গঠিত হয়। অর্থাৎ যে বাজারে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার ক্রয়বিক্রয় (বিনিময়) ঘটে তাহাই বিদেশী মুদ্রার বাজারে এবং এই বাজারে যে হারে এক দেশের মুদ্রার সহিত অন্যান্য দেশের মুদ্রার বিনিময় ঘটে তাহাই বিদেশী মুদ্রার বাজারে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার পারস্পরিক বিনিময়-হার। সাধারণ বাজারের পণ্য হইতেছে নানারূপ দ্রব্যসামগ্রী। তেমনি বিদেশী মুদ্রার বাজারে পণ্য হইল পরস্পরের সহিত বিনিময়যোগ্য বিভিন্ন দেশের মুদ্রাসমূহ। পণ্যের দামের মতই এই বাজারেও (যদি তাহা নিয়ন্ত্রিত না হয়) বিভিন্ন দেশের মুদ্রার দাম বা বিনিময়-হার উহাদের পারস্পরিক চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করে ও উহাদের দ্বারা নির্ধারিত হয়। যে মুদ্রার চাহিদার তুলনায় উহার যোগান বেশি উহার বিনিময়-হার বা দাম কমে এবং যে মুদ্রার চাহিদার তুলনায় যোগান কম, উহার বিনিময়-হার বা দাম বাড়ে। যেহেতু, এই বাজারে এক দেশের মুদ্রার সহিত অপর দেশের মুদ্রার বিনিময় ঘটে এবং এক দেশের মুদ্রার বিনিময়-হার অপর দেশের মুদ্রায় প্রকাশ পায়, সেহেতু, যে দুইটি মুদ্রার বিনিময় ঘটিতেছে, উহাদেব একটির বিনিময়-হারের (বা দামের) বৃদ্ধির অর্থ হইতেছে অপরটির বিনিময়-হারের (বা দামের) হ্রাস। সেজন্য টাকা ও পাউন্ড-স্টার্লিংয়ের বাজারে, টাকার বিনিময়-হারের বৃদ্ধি ঘটিলে পাউন্ড-স্টার্লিংয়ের বিনিময়-হারের হ্রাস বুঝায় এবং টাকার বিনিময়-হার কমিয়াছে বলিলে পাউন্ড-স্টার্লিংয়ের বিনিময়-হার বাড়িয়াছে বুঝায়।

মুদ্রা-বিনিময়ের ভারসাম্য-হার
THE EQUILIBRIUM RATE OF EXCHANGE

পণ্যের বাজারে যেমন, অতি স্বল্পকালীন সময়ে বা দৈনন্দিন বাজারে, চাহিদা-যোগানের অবস্থা অনুসারে পণ্যের বাজারদাম ওঠানামা করে। পণ্যের ঐ বাজার দাম কিন্তু উহার স্বাভাবিক দাম নয়। তবে ঐ বাজারদামের গতি থাকে স্বাভাবিক বা ভারসাম্য-দামের দিকে। তেমনি বিদেশী মুদ্রার দৈনন্দিন বাজারে চাহিদা-যোগানের সাময়িক অবস্থা অনুসারে মুদ্রার বহির্বিনিময়-হারের দৈনন্দিন ওঠানামা ঘটিলেও, তাহা ভারসাম্য বিনিময়-হার নয়। **মুদ্রার ভারসাম্য বিনিময়-হার হইল উহার স্বাভাবিক বিনিময়-হার বা এক মুদ্রায় প্রকাশিত অপর মুদ্রার স্বাভাবিক দাম।**

মুদ্রার এই ভারসাম্য বিনিময়-হার বলিতে ঠিক কি বুঝায় বা উহার সংজ্ঞা কি হইবে, তাহা লইয়া মতপার্থক্য আছে। কোন কোন অর্থবিজ্ঞানীর মতে, মুদ্রার ভারসাম্য বিনিময় হার বলিলে, বিনিময়ের এরূপ হার বুঝায়, "যাহা, কোন একটি নির্দিষ্ট সময়কালে লেন-দেনের উদ্বৃত্তে ভারসাম্য বজায় রাখে।"[৫] কিন্তু, আবার কাহারও কাহারও মতে ইহা ভারসাম্য-হারের যথার্থ বা যথেষ্ট সংজ্ঞা নয়। স্কামেলের মতে, মুদ্রা-বিনিময়ের "ভারসাম্য হার বলিলে এরূপ একটি হার বুঝায় যাহার দরুন, যে কোন একটি নির্দিষ্ট সময় কালে যখন দেশে পূর্ণনিয়োগ বজায় রাখা হইয়াছে এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে বা লেনদেনের উদ্বৃত্ত হস্তান্তরে কোন বিধিনিষেধ ছিল না, সে সময়ে, দেশের স্বর্ণ বা বিদেশী মুদ্রার সংরক্ষিত তহবিলে কোন নীট পরিবর্তন ঘটে না।"[৬]

অধ্যাপক হ্যামের মতে, ভারসাম্য বিনিময়-হার বলিতে এরূপ হার বুঝাইবে, যাহাতে, (১) দেশে কর্মহীনতা না বাড়ে, (২) দেশে অর্থনীতিক স্থিতি থাকে, (৩) দেশের সংরক্ষিত

5. *'that rate which, over a certain period of time, keeps the balance of payments in equilibrium.'* Nurkse, Ragner.
6. *International Monetary Policy.* Scammell, W.M.

স্বর্ণ ও বিদেশী মুদ্রা তহবিলের ঘাট্‌তি না হয়, এবং (৪) তাহাতে যেন বৈদেশিক বাণিজ্যে দেশের কৃত্রিম সুবিধা বা অসুবিধা না ঘটে।[৭]

মুদ্রা-বিনিময়ের এই ভারসাম্য-হার কি করিয়া নির্ধারিত হয় সে বিষয়ে তিনটি তত্ত্ব আছে। প্রথমটি হইল ক্লাসিক্যাল স্বর্ণমানতত্ত্ব, দ্বিতীয়টি হইল ক্রয়-ক্ষমতার সমতার তত্ত্ব এবং তৃতীয়টি হইল আধুনিক তত্ত্ব (লেনদেনের উদ্বৃত্তের তত্ত্ব)।

মুদ্রা-বিনিময়ের ভারসাম্য-হার কিভাবে নির্ধারিত হয়
HOW THE EQUILIBRIUM RATE OF EXCHANGE IS DETERMINED

১. স্বর্ণমানে দু'টি মুদ্রার স্বর্ণমূল্যের অনুপাতে উহাদের ভারসাম্য বিনিময়-হার স্থির হয়ঃ স্বর্ণমানতত্ত্বঃ পরস্পরের সহিত বাণিজ্যে লিপ্ত দু'টি দেশেই স্বর্ণমান থাকিলে উহাদের প্রত্যেকের মুদ্রার মধ্যে যে পরিমাণ খাঁটি সোনা আছে উহার মূল্যের অনুপাতের দ্বারা উহাদের মধ্যে বিনিময়ের হার নির্ধারিত হইবে। যদি ভারতের ১টি সোনার টাকায় ২০ গ্রাম সোনা থাকে এবং ১টি মার্কিন ডলারে ১০০ গ্রাম সোনা থাকে তবে টাকা ও ডলারের বিনিময়-হার হইবেঃ

$$১ \text{ টাকা} = \frac{২০}{১০০} = \frac{১}{৫} \text{ ডলার} = ২০ \text{ সেন্ট}$$

$$\text{কিংবা } ১ \text{ ডলার} = \frac{১০০}{২০} = ৫ \text{ টাকা}$$

এই ভাবে স্বর্ণমান ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে দুই দেশের টাকার স্বর্ণমূল্যের অনুপাতে উহাদের বিনিময়-হার নির্ধারিত হয় এবং এইরূপে নির্ধারিত বিনিময়-হারকে বিনিময়ের টাঁকশালের দর বা স্বর্ণসমতা-হার[৮] বলে। তবে, ইহার দ্বারা বিদেশী মুদ্রা-বিনিময়ের বাজারে যে সর্বদাই ১ টাকা=২০ ডলার দরে টাকা ও ডলারের কেনাবেচা হইবে তাহা বুঝায় না। তথায় প্রত্যহ টাকা ও ডলারের চাহিদা-যোগান অনুসারে উহাদের বিনিময়-হার ওঠানামা করিবে, কিন্তু উহা কখনই বেশি হইতে পারে না। ওঠানামা সত্ত্বেও বিনিময়ের বাজারদর স্বর্ণসমতা-হারের কাছাকাছি থাকে। কারণ স্বর্ণমানে, দুই দেশের মধ্যে সোনার অবাধ চলাচল থাকায় বিনিময়ের বাজারদর স্বর্ণসমতা-হার অপেক্ষা অনেক বেশি বা কম হইলে, প্রত্যক্ষ বিনিময়ে লোকসান এড়াইবার জন্য সরাসরি টাকা দিয়া ডলার বা ডলার দিয়া টাকা না কিনিয়া যাহাদের ডলার প্রয়োজন (অর্থাৎ ভারতীয় আমদানিকারীরা) তাহারা মার্কিন দেশে ভারত হইতে সোনা পাঠাইয়া অথবা যাহাদের টাকা প্রয়োজন (অর্থাৎ মার্কিন আমদানি-কারীরা) তাহারা (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে) ভারতে সোনা পাঠাইয়া নিজেদের মধ্যে দেনা-পাওনার নিষ্পত্তি করিবে। ফলে সরাসরি টাকা বা ডলারের অতিরিক্ত চাহিদা সোনার বাজারে চলিয়া গেলে, বিনিময়ের বাজারে টাকা ও ডলারের চাহিদা ও যোগান পরস্পরের স্বাভাবিক সাম্যে থাকিবে এবং বাস্তব বিনিময়-হার সর্বদাই স্বর্ণসমতা-হারের কাছাকাছি থাকিবে।

ভারত হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১০০ গ্রাম সোনা পাঠাইতে যদি ১ টাকা (=২০ সেন্ট) বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে ১০০ গ্রাম সোনা পাঠাইতে যদি ২০ সেন্ট (=১ টাকা) খরচ পড়ে, তবে বিদেশী মুদ্রা বিনিময়ের বাজারে টাকা ও ডলারের বাজারদর ১ ডলার=৬ টাকার বেশি এবং ১ ডলার=৪ টাকার কম হইতে পারিবে না। কারণ যদি ভারতে বিদেশী মুদ্রা বিনিময়ের বাজারে কখনও ১ ডলার=৭ টাকা দাঁড়ায় (অর্থাৎ ডলারের দাম বাড়িয়া ও টাকার দাম কমিয়া) তবে যে সকল ভারতীয় আমদানিকারীদের মার্কিন ডলার দরকার তাহারা প্রতি ডলার কিনিতে ৭ টাকা খরচ না করিয়া যদি দেশের সরকারের নিকট হইতে ৫ টাকা দিয়া ১০০ গ্রাম সোনা কিনিয়া উহা মার্কিন দেশে পাঠাইয়া তাহাদের ১ ডলার

7. *Economics of Money and Banking,* Halm, G. N.
8. Mint par of exchange.

পরিমাণ দেনা শোধ করে তবে, ঐ ১০০ গ্রাম পাঠাইতে ১ টাকা খরচ পড়িবে ও ১ ডলার পরিমাণ দেনা শোধ করিতে মোট খরচ পড়িবে ৫ টাকা+১ টাকা=৬ টাকা। সুতরাং মুদ্রা-বিনিময়ের বাজারে ডলারের যোগানের তুলনায় উহার চাহিদা বেশি হইবার ফলে (বা বিপরীত দিক হইতে দেখিলে টাকার চাহিদার তুলনায় টাকার যোগান বেশি হইলে), ১ ডলার=৭ টাকা দর হইলে কেহই সরাসরি টাকা দিয়া ডলার না কিনিয়া ভারতে সোনা কিনিয়া তাহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করিয়া তাহাদের দেনা শোধ করিবে। ইহাতে প্রতি ডলার কিনিতে তাহাদের ১ টাকা বাঁচিবে। ইহার ফলে, ডলারের অতিরিক্ত চাহিদা সোনার বাজারে স্থানান্তরিত হইবে এবং ডলার ও টাকার বিনিময়-হার ১ ডলার=৬ টাকার বেশি (অর্থাৎ স্বর্ণসমতা-হার ৫ টাকা+সোনা পাঠাইবার খরচ ১ টাকা) হইতে পারিবে না। ডলার ও টাকার বিনিময়-হার ৬ টাকার বেশি হইলে ভারত হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সোনা রপ্তানি শুরু হইবে বলিয়া এই হারটি ভারতের স্বর্ণরপ্তানি-বিন্দু[9] ও মার্কিন দেশের স্বর্ণআমদানি-বিন্দু[10]।

অপর দিকে, মার্কিন দেশে ডলার ও টাকার বিনিময়-হার যদি কমিয়া ১ ডলার=৩ টাকা দাঁড়ায়, তবে বিপরীত ঘটনা ঘটিবে। কারণ তখন যে সকল মার্কিন আমদানিকারীদের টাকা প্রয়োজন, তাহারা প্রতি ১ ডলার দিয়া ৩ টাকা না কিনিয়া মার্কিন টাঁকশাল হইতে ১ ডলারের বিনিময়ে ১০০ গ্রাম সোনা কিনিয়া তাহা ভারতে পাঠাইলে, উহা হইতে পাঠাইবার খরচ বাদ দিলে ৮০ গ্রাম সোনা দিয়া ভারতে ৪ টাকা সংগ্রহ করিতে অর্থাৎ ৪ টাকার পরিমাণ দেনা শোধ করিতে পারিবে। অর্থাৎ ১ ডলার=৪ টাকা হইবে। তাহাতে তাহাদের ২০ সেন্ট লোকসান বাঁচিবে (কারণ ১ ডলার সরাসরি টাকায় ভাঙ্গাইলে তাহা মাত্র ৬০ সেন্টের সমান হইত, যেহেতু ১ টাকা=২০ সেন্ট)। অতএব ডলার ও টাকার বিনিময়-হার কখনও ১ ডলার=৪ টাকার কম হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে সোনা আমদানি শুরু হইবে, এজন্য বিনিময় ঐ হার (স্বর্ণসমতা-হার ৫ টাকা–সোনা পাঠাইবার খরচ ১ টাকা বা ২০ সেন্ট) ভারতের পক্ষে স্বর্ণআমদানি-বিন্দু ও মার্কিন দেশের স্বর্ণরপ্তানি-বিন্দু।

এইভাবে, স্বর্ণমানে দুটি মুদ্রার স্বর্ণমূল্যের অনুপাতে উহাদের বিনিময়-হার আপনাআপনি নির্ধারিত হয় এবং তখন স্বর্ণরপ্তানি-বিন্দু (স্বর্ণসমতা-হার+সোনা পাঠাইবার খরচ) এবং স্বর্ণআমদানি-বিন্দুর (স্বর্ণসমতা-হার—সোনা আনাইবার খরচ) নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে মুদ্রা-বিনিময়ের বাজারে দুটি মুদ্রার দৈনন্দিন বিনিময়-হার উহাদের প্রাত্যহিক চাহিদা যোগানের অবস্থা অনুযায়ী সীমাবদ্ধভাবে ওঠানামা করে। এজন্য স্বর্ণমানে দুটি মুদ্রার বিনিময়-হারের ওঠানামার পরিমাণ বেশি হইতে পারে না।

২. কাগজী মুদ্রামানে বিদেশী মুদ্রা-বিনিময়ের বাজারটি সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত না হইলে ও দুই দেশের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য চলিলে, দুটি মুদ্রার অভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতার অনুপাতে উহাদের ভারসাম্য বিনিময়-হার নির্ধারিত হয়ঃ ক্রয়ক্ষমতার সমতার তত্ত্ব[11]ঃ দুই দেশের মুদ্রার বিনিময়-হার যদি স্থিতিশীল হইতে হয় (যেমন স্বর্ণমানে) তাহা হইলে উহাদের পরস্পরের জাতীয় আয়ের স্তরের মধ্যে এরূপ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়োজন হয় যেন তাহাতে উহাদের পরস্পরের আমদানি রপ্তানির সমতা থাকে এবং মুদ্রা-বিনিময়ের ঐ হারটি কার্যকর হইতে পারে। কিন্তু, যদি দেশ দুইটি স্বর্ণমানে না থাকে, উহাদের মুদ্রামান যদি কাগজী মুদ্রামান হয় এবং বিদেশী মুদ্রা-বিনিময়ের বাজারটি যদি সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত না হয় ও উহাদের মধ্যে যদি অবাধ বাণিজ্য থাকে তাহা হইলে, উহাদের মুদ্রা দুইটির বিনিময়ের পুরাতন হারটি যদি উহাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক লেনদেনের ভারসাম্য রক্ষায় অক্ষম হইয়া পড়ে, এবং সে কারণে নূতন হার নির্ধারণের প্রয়োজন হয় তবে, কি ভাবে ও কোন কোন্ শক্তির ভিত্তিতে উহাদের মুদ্রা দুইটির নূতন ভারসাম্য-হার নির্ধারণ করা উচিত

9. Gold-Export point. 10. Gold-import point.
11. Theory of Purchasing Power Parity.

প্রথম মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর প্রধান প্রধান দেশগুলি এই সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিল। শান্তিপ্রতিষ্ঠার পর যখন বিভিন্ন দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আরম্ভ হইল তখন নূতন করিয়া উহাদের মধ্যে মুদ্রার বিনিময়-হার নির্ধারণ প্রয়োজন হইয়া পড়িল। দেশগুলির মধ্যে যুদ্ধপূর্বকালের বিনিময়-হারে ফিরিয়া যাওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু তাহাতে অসুবিধা ছিল এই যে, যুদ্ধকালে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মাত্রায় মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়াছিল। সুতরাং পুরাতন বিনিময়-হারে, মুদ্রা-বিনিময় চলিলে, যে দেশে বেশি মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়াছে উহার রপ্তানি কম ও আমদানি বেশি হইবে আর যে দেশে মুদ্রাস্ফীতি কম ঘটিয়াছে উহার আমদানি কম ও রপ্তানি বেশি হইবে। কোন দেশেরই আমদানি-রপ্তানি তথা আন্তর্জাতিক লেনদেনে ভারসাম্য থাকিবে না। এই সময়ে সুইডীয় অধ্যাপক গুস্তাভ ক্যাসেল[12] এই সমস্যার সমাধানে যে পরামর্শ বা মতামত দেন তাহাই ক্রয়ক্ষমতার সমতার তত্ত্ব নামে খ্যাতি লাভ করে।

এই তত্ত্ব অনুসারে দু'টি দেশের মুদ্রার ভারসাম্য-হার বলিতে উহাদের বিনিময়ের এরূপ হার বুঝায় যাহা উহাদের ক্রয়ক্ষমতার অনুপাতের সমান। অন্য দেশে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের ক্ষমতা আয়ত্ত করিবার জন্যই বিদেশী মুদ্রার চাহিদা দেখা দেয়। বিনিময়ের হারটি যদি এরূপ হয় যে, তাহাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ দেশীয় মুদ্রার দ্বারা বিদেশী মুদ্রা কিনিয়া উহার সাহায্যে বিদেশে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করা যায় তাহা, ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ দেশীয় মুদ্রার দ্বারা স্বদেশে ক্রয়-যোগ্য সামগ্রী অপেক্ষা বেশি, তবে বুঝিতে হইবে যে ঐ বিদেশী মুদ্রাটির বিনিময়-হার (যাহা হওয়া উচিত তাহা অপেক্ষা) কম হইয়াছে[13] এবং দেশীয় মুদ্রাটির বিনিময় হার বেশি হইয়াছে। ইহার ফলে বিদেশী মুদ্রার চাহিদা বাড়িবে (কারণ উহার সাহায্যে বিদেশে সস্তায় দ্রব্যসামগ্রী কেনা যাইতেছে) এবং চাহিদার চাপে তখন বিদেশী মুদ্রার ঐ বিনিময়-হারটি বাড়িবে। অপর দিকে, যদি বিনিময়ের হারটি এরূপ হয় যে, তাহাতে, নির্দিষ্ট পরিমাণ দেশীয় মুদ্রা দিয়া যে পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা কেনা যায় তাহার সাহায্যে বিদেশে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করা সম্ভব তাহা অপেক্ষা ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ দেশীয় মুদ্রা দ্বারা স্বদেশে বেশি পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী কেনা যায়, তবে বুঝিতে হইবে যে, ঐ বিদেশী মুদ্রাটির বিনিময়-হার (যাহা হওয়া উচিত তাহা অপেক্ষা) বেশি হইয়াছে[14] এবং দেশীয় মুদ্রার বিনিময় হারটি কম হইয়াছে। ইহার ফলে বিদেশী মুদ্রার চাহিদা কমিবে এবং চাহিদার অভাবে উহার বিনিময় হারটিও কমিবে। সুতরাং মুদ্রা দুইটির বিনিময়ের ভারসাম্য-হার শেষ পর্যন্ত এরূপ হইবে যে, দুই দেশে একই প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর একই রূপ দাম পড়িবে এবং সেহেতু নিজ দেশে উহা না কিনিয়া তাহা আর অপর দেশে কিনিবার জন্য কেহ দেশীয় মুদ্রার সহিত বিদেশী মুদ্রার বিনিময় করিতে চাহিবে না। তখন কেবল, দুই দেশের মধ্যে খরচের আপেক্ষিক পার্থক্য যে সকল দ্রব্যে রহিয়াছে ঐগুলির আমদানি রপ্তানির মধ্যে উহাদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সীমাবদ্ধ থাকিবে। অর্থাৎ দুই দেশের মুদ্রার বিনিময়-হার আপন আপন দেশে উহাদের অভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতার অনুপাতের সমান হইলে উহাকে ভারসাম্য বিনিময়-হার বলিয়া গণ্য করা যাইবে। মুদ্রা দুইটির নিজ নিজ ক্রয়ক্ষমতার অনুপাতের সমান এই বিনিময়-হারটিই ক্রয়ক্ষমতার সমতার হার[15] বলিয়া গণ্য হয়।

এই তত্ত্বটির দু'টি রূপ বা ব্যাখ্যা আছে। একটি চূড়ান্ত[16] এবং অপরটি আপেক্ষিক[17]। চূড়ান্ত রূপটি হইল এই যে, যে কোন নির্দিষ্ট সময়ে দু'টি মুদ্রার বিনিময়-হার উহাদের অভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতার অনুপাতের সমান হয়। অর্থাৎ,—

12. Gustav Cassel.
13. Undervalued.
14. Overvalued.
15. Purchasing power parity.
16. Absolute form.
17. Comparative form.

টাকা : ডলার=টাকার ক্রয়ক্ষমতা : ডলারের ক্রয়ক্ষমতা

অথবা $\frac{\text{টাকা}}{\text{ডলার}} = \frac{\text{টাকার ক্রয়ক্ষমতা}}{\text{ডলারের ক্রয়ক্ষমতা}}$

কিন্তু অর্থের (অভ্যন্তরীণ) ক্রয়ক্ষমতা (অভ্যন্তরীণ) দামস্তরের বিপরীত হয়। সুতরাং

টাকা : ডলার $= \frac{\text{টাকার ক্রয়ক্ষমতা}}{\text{ডলারের ক্রয়ক্ষমতা}}$

$= \frac{\text{মার্কিন দেশের দামস্তর}}{\text{ভারতের দামস্তর}} = \frac{৫০}{১০০} = \frac{১}{\cdot ৫০}$ [ধরা যাক মার্কিন দেশের দামস্তরের সূচক সংখ্যা ও ভারতের দামস্তরের সূচক সংখ্যা ১০০]

সুতরাং ২ টাকা=১ ডলার, অথবা ১ টাকা=৫০ সেন্ট।

কিন্তু এভাবে দু'টি মুদ্রার বিনিময়-হার যে উহাদের ক্রয়ক্ষমতার অনুপাতের সমান হয় তাহা কেবল দুই দেশের মধ্যে যে সকল পণ্যসামগ্রীর বাণিজ্য চলে উহাদের দামস্তরের ভিত্তিতে হিসাব করিলেই মেলে, কারণ যে সকল পণ্যের দুই দেশের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি চলে উহাদের দামস্তর পরস্পরের কাছাকাছি হইবেই। কিন্তু যে সকল পণ্যের দুই দেশের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি হয় না উহাদের দামস্তরের ভিত্তিতে ক্রয়ক্ষমতার অনুপাত কখনই মুদ্রা দুইটির বিনিময়ের অনুপাতের সমান হয় না। কারণ ঐ সকল পণ্যের দামস্তরের মধ্যে দুই দেশে কোন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ থাকে না। তাহা ছাড়া, তুলনামূলকভাবে বা আপেক্ষিকভাবে অর্থের মূল্যপ্রকাশ না করা হইলে উহার কোন সুনির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ পায় না, কারণ অর্থের মূল্য বা ক্রয়ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট ও সন্তোষজনকভাবে মাপিবার কোন ব্যবস্থা নাই। এই কারণে ক্রয়ক্ষমতার সমতা কথাটি চূড়ান্ত অর্থে ব্যবহার করা অসঙ্গত বলিয়া তত্ত্বটির চূড়ান্ত রূপটি পরিত্যক্ত হয় ও উহার আপেক্ষিক রূপটি অধিক প্রচলিত হয়।

আপেক্ষিক অর্থে, ক্রয়ক্ষমতার সমতা তত্ত্বটির বক্তব্য এই যে, দু'টি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দু'টি দেশের মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা যে অনুপাতে পরিবর্তিত হইবে, ঐ সময়ে উহাদের মুদ্রা দুইটির বিনিময়-হারও সেই অনুপাতে পরিবর্তিত হইবে। অর্থাৎ টাকা ও ডলারের আগের বিনিময়-হার : টাকা ও ডলারের নূতন বিনিময়-হার=

$= \frac{\text{মার্কিন দেশে আগের দামস্তর}}{\text{ভারতে আগের দামস্তর}} : \frac{\text{মার্কিন দেশে বর্তমান দামস্তর}}{\text{ভারতে বর্তমান দামস্তর}}$[১৮]

কিংবা দেশীয় মুদ্রার নূতন বিনিময়-হার=

$\text{আগের বিনিময়-হার} \times \frac{\text{বিদেশের দামস্তর (সূচকসংখ্যা)}}{\text{স্বদেশের দামস্তর (সূচকসংখ্যা)}}$[১৯]

টাকা ও ডলারের আগের বিনিময়-হার যদি ৫ টাকা=১ ডলার (বা ১ টাকা=২০ সেন্ট) হয় এবং আগের তুলনায় ভারতের বর্তমান দামস্তর ১০০ হইতে বাড়িয়া যদি ২০০

18. $R_0 : R_1 = \frac{P_{a0}}{P_{b0}} : \frac{P_{a1}}{P_{b1}}$ where R is the rate of exchange, 0 is the base period and 1 is the subsequent period and *a* and b are the two countries concerned.

19. $R_t = R_{t-1} \times \frac{P_1}{P_2}$, where R_t is the new rate, R_{t-1} is the previous rate and P_1 is the index number change of prices or in country interms of whose currency the exchange rate of the home currency is expressed, and P_2 is the index number of change of the prices of the home country.

হয় অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দামস্তর যদি ১০০ হইতে বাড়িয়া ১৫০ হইয়া থাকে তবে টাকা ও ডলারের নূতন বিনিময়-হারটি হইবে,—

টাকার সহিত ডলারের আগের বিনিময়-হার ২০ সেন্ট $\times \frac{১৫০}{২০০}$ = ১৫ সেন্ট

অর্থাৎ এখন ১ টাকা=১৫ সেন্ট অথবা ১ ডলার=৬ টাকা ৬৬ পয়সা হইবে।

তত্ত্বটির মূল্যায়ন[20]—বাজারে দুই দেশের মুদ্রার চাহিদা-যোগানের শক্তি দুইটির অবাধ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দ্বারা যদি উহাদের বিনিময়ের ভারসাম্য-হার নির্ধারিত না হয় তবে তাহা কি দুই দেশের দামস্তরের (সূচকসংখ্যার) ভিত্তিতে নির্ধারণ করা যায়? এই প্রশ্নের জবাবে ক্রয়ক্ষমতার সমতার তত্ত্বের বক্তব্য এই যে, দুই দেশের মুদ্রার বিনিময়-হারটি উহাদের আপন-আপন মুদ্রার অভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতার অনুপাতের প্রতিফলন মাত্র। সুতরাং ইহা হইতে একথা মনে হইতে পারে যে, সংশ্লিষ্ট দুই দেশের মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতার সূচকসংখ্যা (অর্থাৎ দামস্তরের সূচকসংখ্যা) যদি প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে উহাদের (অনুপাতের) ভিত্তিতে ঐ দুই দেশের মুদ্রা দুইটির সঠিক বিনিময়-হার নির্ধারণ করা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ তাহা সম্ভব নয়।

কারণ,—১. দুই দেশের মুদ্রার বিনিময়-হার কেবল উহাদের চূড়ান্ত দামস্তরের উপরই নির্ভর করে না। বিদেশী মুদ্রার চাহিদা যেমন দুই দেশের চূড়ান্ত দামস্তরের উপর অংশতঃ নির্ভর করে, সেরূপ উহা অংশতঃ দুই দেশের দামস্তর কাঠামোর পরিবর্তন (চাহিদা ও প্রযুক্তিবিদ্যার পরিবর্তনের দরুন), দুই দেশের বাণিজ্যনীতি, পরিবহণ-খরচ, দুই দেশের মধ্যে দেনাপাওনার অবস্থা, দুই দেশে অর্থনীতিক কার্যাবলীর স্তর ইত্যাদি বিষয়ের উপরও নির্ভর করে। অতএব বিনিময়-হার যদি কেবল দুই দেশের চূড়ান্ত দাম-স্তরের উপর নির্ভর না করে তবে, কেবল চূড়ান্ত দামস্তর দুইটির ভিত্তিতে মুদ্রা দুইটির বিনিময়ের ভারসাম্য-হার নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। ক্যাসেল নিজেও বলিয়াছেন যে ইহা চূড়ান্ত দামস্তরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, শুধু দামস্তরের পরিবর্তনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

২. যদি যে কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে দুইটি মুদ্রার বিনিময়-হার উহাদের চূড়ান্ত ক্রয়ক্ষমতার অনুপাতের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট না হয় তবে, এমন একটি ভিত্তিমূলক বৎসর খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় যখন বিনিময়-হারটি ভারসাম্য-হার ছিল (অর্থাৎ তখন ঐ হারে দেশের লেনদেনের উদ্বৃত্তে ভারসাম্য ছিল)। তাহার পর বর্তমান নূতন ভারসাম্য-হার নির্ধারণের জন্য পূর্বের ঐ ভারসাম্য-হারটিকে দুই দেশের মুদ্রাস্ফীতির (অর্থাৎ দামস্তরের পরি-বর্তনের) মাত্রা দুইটির জ্ঞাপক উহাদের দামস্তরের সূচকসংখ্যার বর্তমান অনুপাত দিয়া গুণ করিতে হইবে। ইহার অসুবিধা এই যে, আধুনিককালে এইরূপ আদর্শ ভিত্তিমূলক বৎসর খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। কোন বৎসরকেই সন্তোষজনক ভিত্তি বৎসররূপে গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না।

৩. যদি এরূপ অসম্ভবও সম্ভব হয় এবং ভিত্তি বৎসররূপে কোন একটি বৎসরকে গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলেও সমস্যার সমাধান হয় না। অধ্যাপক ও'লীনের[21] মতে, যে সকল দ্রব্যসামগ্রী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিষয়বস্তু উহাদের অভ্যন্তরীণ দামস্তরের ভিত্তিতে নির্ধারিত বিনিময়-হার ক্রয়ক্ষমতার অনুপাতের সমান হইবেই। ইহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই, ইহা সাধারণ জ্ঞানের কথা। কিন্তু যদি অভ্যন্তরীণ দামস্তরের সূচকসংখ্যাতে দুই দেশের বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত নয় এরূপ যথেষ্ট সংখ্যক অভ্যন্তরীণ দ্রব্যসামগ্রী গৃহীত হয়, তবে দুই দেশের সেরূপ দামস্তরের সূচকসংখ্যার অনুপাতে নির্ধারিত বিনিময়-হারটি টিকিবে না। যে দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উহার মোট বাণিজ্যের প্রধান অংশ তথায়, আন্তর্জাতিক দামস্তরের পরিবর্তন দেশের অভ্যন্তরীণ দামস্তরকে, এবং সেহেতু উহার

20. Evaluation of the theory. 21. Prof. Ohlin.

মুদ্রার অভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতাকে বিশেষরূপে প্রভাবিত করে। এরূপ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ দামস্তরের পরিবর্তন প্রায় সমমুখী হয় ও একসাথে ঘটে। কিন্তু যে দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ কম, উহার ক্ষেত্রে তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

সুতরাং মোটের উপর, ক্রয়ক্ষমতার সমতার তত্ত্বের এই বিশ্লেষণ হইতে দেখা যায় যে ইহার নিকট হইতে আশা করিবার বিশেষ কিছু নাই এবং ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তেই পেঁৗছাইতে হয় যে, দুটি মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতার সমতার অনুপাতে উহাদের বিনিময়ের ভারসাম্য-হার নির্ধারণ করা সম্ভব নয় কিংবা উহার সাহায্যে আন্তর্জাতিক লেনদেনে ভারসাম্যহীনতার পরিমাপও করা যায় না।

তত্ত্বটির মূল্য—তবে এসকল ত্রুটি সত্ত্বেও ইহা যে একেবারে মূল্যহীন তাহা নহে। দীর্ঘকাল ধরিয়া মুদ্রা বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ চলিবার পর উহা প্রত্যাহৃত হইলে, কিংবা মুদ্রার বহির্বিনিময়-হারের ভয়ংকর ওঠানামা ঘটিবার পর, যখন বিনিময়-হার কি হওয়া উচিত বা উচিত নয় সে বিষয়ে আমাদের কোন ধারণাই থাকে না, সে সময়ে ক্রয়ক্ষমতার সমতার তত্ত্বের ভিত্তিতে সমস্যাটি বিচার করিতে অগ্রসর হইলে গভীর অন্ধকারে খানিক আলোর সন্ধান পাওয়া যায়। তখন, অন্ততঃ মোটামুটি কিরূপ পর্যায়ে বিনিময়ের ভারসাম্য-হারটি থাকিতে পারে তাহা স্থির করিবার কাজে ইহাকে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

৩. দেশীয় ও বিদেশীয় মুদ্রার আপেক্ষিক চাহিদা ও যোগানের দ্বারা দুইটি সংশ্লিষ্ট মুদ্রার বিনিময়ের হার নির্ধারিত হয়ঃ বিনিময়-হার নির্ধারণের লেনদেনের উদ্বৃত্তের তত্ত্ব বা আধুনিক তত্ত্বঃ দুটি মুদ্রার বিনিময়-হার কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহার সর্বাধুনিক ও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় বিনিময়-হার নির্ধারণের লেনদেনের উদ্বৃত্তের তত্ত্বে বা আধুনিক তত্ত্বে। ইহার মূল বক্তব্য এই যে, মুদ্রা-বিনিময়ের বাজারটি নিয়ন্ত্রিত বাজার না হইলে এবং অবাধ বাণিজ্য প্রচলিত থাকিলে, দেশীয় মুদ্রার বিনিময়-হার শেষ পর্যন্ত এরূপ হয় যে তাহাতে বিদেশী মুদ্রার চাহিদা (অর্থাৎ দেশীয় মুদ্রার যোগান) এবং বিদেশী মুদ্রার যোগান (অর্থাৎ দেশীয় মুদ্রার চাহিদা) পরস্পরের সমান হইয়া থাকে। অর্থাৎ বিদেশী মুদ্রার চাহিদাকারীরা (অর্থাৎ দেশীয় মুদ্রার যোগানদারেরা) যে পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা কিনিতে চায় ও বিদেশী মুদ্রার অধিকারীরা (অর্থাৎ দেশীয় মুদ্রার চাহিদাকারীরা) যে পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা বেচিতে চায় উহার সমস্তটাই ক্রয়বিক্রয় হইয়া যায়। বিদেশী মুদ্রার সহিত দেশীয় মুদ্রার আকাঙ্ক্ষিত বিনিময়[২২] ও বাস্তব বিনিময়[২৩] পরস্পরের সমান হয়।

বিদেশী মুদ্রার চাহিদাকারী হইল দেশে বিদেশী পণ্যের আমদানিকারী ও অন্যান্য যাহারা বিদেশী দেনা পরিশোধে ইচ্ছুক সেই সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান। ইহাদের নিকট দেশীয় মুদ্রা আছে, উহার বিনিময়ে তাহারা বিদেশী মুদ্রা চায়। আর বিদেশী মুদ্রার যোগানদার হইল বিদেশে দেশীয় পণ্যের রপ্তানিকারীরা, যাহারা বিদেশী মুদ্রা উপার্জন করিয়াছে এবং আরও অন্যান্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান যাহাদের নিকট বিদেশী মুদ্রা আছে কিন্তু দেশীয় মুদ্রায় তাহাদের দেনা ও ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য তাহারা বিদেশী মুদ্রার পরিবর্তে দেশীয় মুদ্রা চায়। বিভিন্ন বিনিময়-হারে বিদেশী মুদ্রার চাহিদা ও যোগান তালিকা (অর্থাৎ বিপরীতভাবে বিচারে দেশীয় মুদ্রার যোগান ও চাহিদা তালিকা) দুইটি, সাধারণ চাহিদা ও যোগান রেখার আকৃতি নেয়। উহাদের ছেদবিন্দুতে দেশীয় মুদ্রার সহিত বিদেশী মুদ্রার বিনিময়-হার নির্ধারিত হয়। এইরূপ বিনিময়-হারই দুটি মুদ্রার বিনিময়ের ভারসাম্য-হার। ঐ হারে বিনিময়ে দেশীয় মুদ্রায় বিদেশী মুদ্রার মোট চাহিদা ও উহার যোগান পরস্পরের সমান হইবে।

22. Desired Exchange. 23. Actual Exchange.

লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবের জমা ও খরচ, এই দুইটি দিকের সকল খাত হইতে বিদেশী মুদ্রার মোট যোগান এবং মোট চাহিদার উৎপত্তি ঘটে। লেনদেনের উদ্বৃত্তটি অনুকূল হইলে বিদেশী মুদ্রার চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি (অর্থাৎ আমদানির তুলনায় রপ্তানির আধিক্য হেতু) দেশীয় মুদ্রার যোগানের তুলনায় চাহিদা বেশি হইবে, ফলে দেশীয় মুদ্রার বিনিময়-হার বাড়িবে ও বিদেশী মুদ্রার বিনিময়-হার কমিবে। আর, লেনদেনের উদ্বৃত্তটি প্রতিকূল হইলে, বিদেশী মুদ্রার যোগানের তুলনায় চাহিদা বেশি (অর্থাৎ রপ্তানির তুলনায় আমদানির আধিক্য হেতু দেশীয় মুদ্রার চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি) হইবে এবং সেহেতু বিদেশী মুদ্রার বিনিময়-হার বাড়িবে ও দেশীয় মুদ্রার বিনিময়-হার কমিবে। এইভাবে লেনদেনের উদ্বৃত্ত দেশীয় মুদ্রার তুলনায় আপেক্ষিকভাবে বিদেশী মুদ্রার চাহিদা ও যোগানকে প্রভাবিত করিয়া দু'টি দেশের মুদ্রার বিনিময়-হার নির্ধারণ করিয়া দেয়।

ইহার সুবিধাঃ (ক) তত্ত্বটির দ্বারা ভারসাম্য বিশ্লেষণ সহজ, (খ) বিনিময়-হার যে কেবল দামস্তরের প্রভাবাধীন নয়, উহা যে লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবের অন্তর্গত অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের জটিল প্রভাবের অধীন, এবং (গ) বিনিময়-হারের পরিবর্তন দ্বারাই যে লেনদেনের উদ্বৃত্তের ভারসাম্য পুনরুদ্ধার সহজে সম্ভব,—এই সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইহা ইঙ্গিত করিয়াছে বলিয়া এই তত্ত্বটিকে ক্রয়ক্ষমতার সমতার তত্ত্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করা হয়।

বিনিময়-হারের ওঠানামার কারণ
CAUSES OF FLUCTUATIONS IN THE RATE OF EXCHANGE

যে কোন দু'টি দেশের মুদ্রার বিনিময়-হার মূলত উহাদের একের তুলনায় অপরের চাহিদা-যোগানের দ্বারা স্থির হয়। ভারতের টাকার চাহিদার তুলনায় যদি মার্কিন ডলারের চাহিদা বেশি হয় তবে, টাকায় ডলারের বিনিময়-হার বাড়িবে ও ডলারে টাকার বিনিময়-হার কমিবে। আর যদি টাকার চাহিদার তুলনায় ডলারের চাহিদা কম হয় তবে উহার বিপরীত হইবে।

সুতরাং যে সকল বিষয় দু'টি মুদ্রার পারস্পরিক চাহিদা-যোগানকে প্রভাবিত করে, উহাদের প্রভাবের সাময়িক হ্রাসবৃদ্ধির দরুনই মুদ্রা দু'টির পারস্পরিক চাহিদা-যোগানের পরিবর্তন ঘটে ও তাহার ফলে বিদেশী মুদ্রা-বিনিময়ের বাজারে বিনিময়-হারের ওঠানামা দেখা দেয়। এক দেশের নিকট অপর দেশের মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের উপর এইরূপ প্রভাব বিস্তারকারী শক্তি চারিটি—(১) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতি প্রকৃতি, (২) দেশের আর্থিক ফিসক্যাল নীতি, (৩) ফট্‌কা লেনদেন, (৪) দুই দেশের মধ্যে মূলধনী চলাচল।

(১) বাণিজ্যের উদ্বৃত্তের ভারসাম্য থাকিলে দুই দেশের কোনটির মুদ্রার জন্যই অপর দেশে অতিরিক্ত চাহিদা থাকিবে না, উভয় মুদ্রার চাহিদা ও যোগান সমান হইবে; সুতরাং বিনিময়-হারে কোন পরিবর্তন ঘটিবে না। কিন্তু দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রতিকূল উদ্বৃত্ত দেখা দিলে, বিদেশী মুদ্রার যোগান অপেক্ষা চাহিদা বেশি হইবে এবং তখন দেশীয় মুদ্রায় বিদেশী মুদ্রার বিনিময়-হার বাড়িবে। আর বাণিজ্যে অনুকূল উদ্বৃত্ত ঘটিলে, বিদেশী মুদ্রার চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি হইবে এবং ইহার ফলে দেশীয় মুদ্রায় বিদেশী মুদ্রার বিনিময়-হার কমিবে।

(২) দেশের সরকার কর্তৃক অনুসৃত আর্থিক ফিস্‌ক্যাল নীতির উপরেও দেশে বিদেশী মুদ্রার চাহিদার তারতম্য ঘটিতে পারে। সাধারণতঃ, যদি সরকার সম্প্রসারণমূলক আর্থিক ফিস্‌ক্যাল নীতি অনুসরণ করে, তাহাতে দেশে তেজীর ও কিছুটা মুদ্রাস্ফীতির অবস্থা সৃষ্টি হইলে দামস্তর বৃদ্ধির দরুন আমদানি বৃদ্ধি ও রপ্তানি হ্রাস ঘটিতে পারে। ইহাতে বিদেশী মুদ্রার যোগানের তুলনায় চাহিদা বাড়িবে এবং দেশীয় মুদ্রায় বিদেশী

মুদ্রার বিনিময়-হার বাড়িবে। আর যদি সংকোচনমূলক আর্থিক ফিস্ক্যাল নীতি অনুসরণ করা হয়, তবে ইহার বিপরীত ঘটিতে পারে।

(৩) বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ের বাজারে ফট্কা লেনদেনের দরুনও বিনিময়-হারের ওঠানামা ঘটিতে পারে। যদি বিদেশী মুদ্রার কারবারীরা মনে করে যে, দেশীয় মুদ্রার বর্তমান দর কম এবং ভবিষ্যতে উহা বাড়িবে তবে ভবিষ্যতে চড়া দরে (অধিক বিনিময়-হারে) উহা বেচিবার আশায় তাহারা বর্তমানেই বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ে দেশীয় মুদ্রা কিনিতে আরম্ভ করিবে। ইহাতে দেশীয় মুদ্রার চাহিদা বাড়িবে ও বিদেশী মুদ্রার যোগান, ধরা যাক ডলারের যোগান, বাড়িবে; কিন্তু বাজারে যদি টাকার যোগান এবং ডলারের চাহিদা না বাড়িয়া থাকে, তবে ফট্কা কারবারীদের কেনার দরুন ডলারে টাকার বিনিময়-হার বাড়িবে ও টাকায় ডলারের বিনিময়-হার কমিবে।

(৪) মূলধনী চলাচলের দরুনও দুই দেশের মুদ্রার বিনিময়-হারের ওঠানামা ঘটে। বেশি সুদের লোভে এক দেশ হইতে অপর দেশে স্বল্পমেয়াদী মূলধন হামেশাই চলাচল করে, আর অপর দেশে লাভজনক বিনিয়োগের সন্ধানে যেমন দীর্ঘমেয়াদী মূলধনের রপ্তানি ঘটে তেমনি মুদ্রার অবমূল্যায়ন, রাজনৈতিক গোলযোগ ও অনিশ্চয়তা ইত্যাদির দরুনও এক দেশ হইতে অপর দেশে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী মূলধনের চলাচল ঘটিতে পারে। দেশে বিদেশী মূলধন আসিলে বিদেশী মুদ্রার যোগান ও দেশীয় মুদ্রার চাহিদা বাড়ে, তাহাতে দেশীয় মুদ্রায় বিদেশী মুদ্রার বিনিময়-হার কমে ও বিদেশী মুদ্রায় দেশীয় মুদ্রার বিনিময়-হার বাড়ে। আর বিদেশী মুদ্রা চলিয়া গেলে ইহার বিপরীত ঘটে। তখন বিদেশী মুদ্রার চাহিদা ও দেশীয় মুদ্রার যোগান বাড়ে (কারণ ঐ পরিমাণ দেশীয় মুদ্রা বিদেশী মুদ্রায় পরিণত করিয়া তাহা বিদেশে পাঠান হইবে)। ইহার ফলে তখন দেশীয় মুদ্রায় বিদেশী মুদ্রার বিনিময়-হার বাড়ে ও বিদেশী মুদ্রায় দেশীয় মুদ্রার বিনিময়-হার কমে।

মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ
EXCHANGE CONTROL

বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে গভীর আন্তর্জাতিক মন্দা ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও লেনদেনের ক্ষেত্রে ক্রমেই অধিকতর রূপে বিভিন্ন দেশগুলি সংকীর্ণ জাতীয়তা-বাদী নীতি অনুসরণ করায় যেমন স্বর্ণমান বজায় রাখা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল তেমনি অবাধে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণমুক্ত মুদ্রা-বিনিময়ের বাজারের অস্তিত্ব রক্ষাও কঠিন হইয়া পড়ে। স্বর্ণমানের স্থিতিশীল মুদ্রাবিনিময়-হার যেমন রক্ষা করা গেল না, সেরূপ আবার নিয়ন্ত্রণমুক্ত মুদ্রা-বিনিময়ের বাজারের বিনিময়-হারের ব্যাপক ওঠানামাও কেহ সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিল না। ফলে, সকল দেশেই তখন অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিক স্থিতিকে প্রধান লক্ষ্য রূপে গ্রহণ করিয়া বিদেশী মুদ্রা বিনিময়ের বাজারটি সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও শাসনে আনিয়া দেশীয় মুদ্রার বিনিময়-হার নিয়ন্ত্রণ করিতে আরম্ভ করে। আপন আপন মুদ্রার বিনিময়-হার নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে শুরু করে।

১. সংজ্ঞাঃ মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ বলিতে, নিয়ন্ত্রণমুক্ত মুদ্রা-বিনিময় বাজার-ব্যবস্থার পরিবর্তে নানারূপ বিভেদমূলক বিধিব্যবস্থার প্রচলন বুঝায়। বিদেশী মুদ্রার ক্রেতা ও বিক্রেতাগণকে আর অবাধে ইচ্ছামত যে কোন পরিমাণে বিদেশী মুদ্রা কিনিতে ও বেচিতে দেওয়া হয় না; ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ কিংবা দাম, অর্থাৎ মুদ্রা-বিনিময়ের হার কিংবা উভয়ই, সরকারী নির্দেশের দ্বারা শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এই সকল বিবিধ বিভেদমূলক ও ইচ্ছামত সরকারী বিধিনিষেধ ও অনুশাসনের ইয়ত্তা নাই।

২. বৈশিষ্ট্যঃ সুপরিণত মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি এই যেঃ (১) দেশে একটিমাত্র সংস্থা যথা, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অথবা অনুরূপ অন্য কোন বিশেষ-

রূপে সংগঠিত পৃথক মুদ্রা-বিনিময়-নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের হাতে দেশের বিদেশী মুদ্রার যাবতীয় লেনদেন পরিচালনার ভার অর্পণ করা হয়।

(২) নানা প্রকার কঠোরতার সহিত বলবৎ সরকারী বিধি নির্দেশের দ্বারা, দেশবাসীরা আন্তর্জাতিক লেনদেন কাজকারবার হইতে যে বিদেশী মুদ্রা উপার্জন করে, তাহার সমস্তটাই এই কেন্দ্রীয় মুদ্রা-বিনিময় কর্তৃপক্ষের হাতে তুলিয়া দিতে, তাহাদিগকে বাধ্য করা হয়। তেমনি, যাহার যেরূপ বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন সে জন্য এই কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের নিকট সকলকেই আবেদন করিতে হয় ও উহার নিকট হইতে তাহা সংগ্রহ করিতে হয়। কাহাকে কতটা পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা দেওয়া হইবে এবং এরূপ ভাবে মোট কি পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা দেশবাসিগণকে ব্যয় করিবার জন্য দেওয়া হইবে তাহার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই কেন্দ্রীয় মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষই গ্রহণ করে।

(৩) এই মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণের মূল ভিত্তিটি হইল বিদেশী মুদ্রার লেনদেনের উপর সম্পূর্ণ সরকারী একচেটিয়া কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা এবং ইহার ব্যাপকতার উপরই মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাটির সাফল্য নির্ভর করে।

৩. **উদ্দেশ্যঃ** মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার দ্বারা নিম্নোক্ত চারি প্রকার **মুখ্য উদ্দেশ্য** সাধন করা যাইতে পারেঃ ১. দেশ হইতে 'মূলধনের পলায়ন'[২৪]-এর মত বিশেষ বিশেষ ধরনের ঘটনার মোকাবিলা করিবার পক্ষে মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা সবিশেষ উপযোগী। ১৯৩১-৩৩ সালে এই উদ্দেশ্যেই জার্মেনীতে মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং আর্জেন্টিনা, চেকোশ্লোভেকিয়া, ডেনমার্ক ও অন্যান্য দেশেও এই উদ্দেশ্যেই ইহা বিভিন্ন সময়ে প্রবর্তিত হইয়াছিল। কোন না কোন রূপ আশঙ্কার দরুন দেশ হইতে বিরাট পরিমাণে মূলধনের প্রস্থানে বাধা দেওয়ার কাজে ইহা সবিশেষ কার্যকর।

২. বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের জন্যও মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত চারিটি বিষয়ে নীতি ও পদ্ধতিগুলি প্রথমে স্থির করিতে হয়। যথা,—(ক) ইহার উদ্দেশ্য কি হইবে—আমদানির জন্য কতটা বিদেশী মুদ্রা ব্যবহার করা হইবে, জাহাজভাড়া ও বীমাখরচ ও বিদেশ ভ্রমণ ইত্যাদি অন্যান্য কারণেই বা তাহা কি পরিমাণ ব্যয় করা হইবে। (খ) বিভিন্ন প্রকার আমদানি পণ্যের জন্য কি কি পরিমাণ বিদেশী মুদ্রার ব্যয় বরাদ্দ করা হইবে—আমদানির জন্য মোট বিদেশী মুদ্রার বরাদ্দ স্থির হইবার পর, বিভিন্ন প্রকার আমদানি পণ্যের মধ্যে অগ্রাধিকারগুলি স্থির করিতে হয়,—বিলাসদ্রব্য বাদ দিয়া কি শুধু অবশ্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানি করা হইবে? যুদ্ধোপকরণ না অর্থনীতিক উন্নয়নের জন্য পুঁজিদ্রব্যাদি আমদানিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে? এই অগ্রাধিকার কতটা মাত্রায় দেওয়া হইবে? (গ) আমদানিকারিগণের মধ্যে বরাদ্দবন্টন—কোন্ কোন্ আমদানিকারী কারবারী প্রতিষ্ঠানকে আমদানির জন্য কতটা পরিমাণে বিদেশী মুদ্রা বরাদ্দ করা হইবে? (ঘ) বিভিন্ন দেশের জন্য বরাদ্দ নির্ধারণ —অন্যান্য সকল দেশের মুদ্রা যদি সমপরিমাণে দুষ্প্রাপ্য হয়, তবে এবিষয়ে বিশেষ কিছু করার থাকে না। কিন্তু যদি কোন দেশের মুদ্রা দুষ্প্রাপ্য ও কোন দেশের মুদ্রা সুলভ হয় তবে, বিভিন্ন দেশ হইতে, উহাদের মুদ্রার দুষ্প্রাপ্যতা অনুসারে, আমদানির বাছবিচারের প্রয়োজন হয়।

৩. অন্যান্য দেশের সহিত লেনদেনের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি সাপেক্ষে 'দম লওয়ার জন্য'[২৫] সাময়িকভাবে মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইতে পারে। এই কারণে লেনদেনের উদ্বৃত্তে সাময়িক প্রতিকূলতা দেখা দিলে মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার সাহায্য লওয়া

24. Flight of Capital. 25. 'Breathing space.'

হয়। ১৯৩১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর ইংলন্ড স্বর্ণমান বর্জনের পর, এই উদ্দেশ্যে ইহার শরণ লইয়াছিল।

৪. স্বল্পোন্নত দেশগুলির শিশু-শিল্পগুলি রক্ষার জন্য মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণের সাহায্য লওয়া যাইতে পারে। মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ দ্বারা বিদেশী আমদানি কমান হইলে. আপনা আপনি আমদানি-পরিবর্তক দ্রব্যাদি[26] উৎপাদনে নিযুক্ত নব স্থাপিত দেশীয় শিল্প-গুলি উৎসাহ পায়।

ইহা ছাড়া মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণের তিনটি **গৌণ উদ্দেশ্য আছেঃ** (১) এক-নায়কতন্ত্রী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অভিলাষ ও সামরিক উদ্দেশ্য পূরণে ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। ১৯৩৩ সালের পর হিটলারের জার্মেনী কর্তৃক এই উদ্দেশ্যে মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার প্রবর্তন, ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। (২) আপৎকালে দেশের সরকারের পক্ষে বিদেশী মুদ্রা সহজে সংগ্রহের ইহা এক সুবিধাজনক ব্যবস্থা। (৩) অন্যান্য দেশ শুল্ক প্রাচীর প্রভৃতির দ্বারা পণ্যের আমদানির পথ রোধ করিলে উহার প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণের পথ গ্রহণ করা যায়।

৪. মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণের বিবিধ উপায় বা কৌশল[27]**ঃ** অধ্যাপক এলিস[28] নিম্নোক্ত শ্রেণীতে মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার, উপায় বা কৌশলগুলিকে বিভক্ত করিয়াছেন[29]ঃ

১. বিদেশী মুদ্রার লেনদেনে সরকারের একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কৌশল।

২. দেশবাসিগণ কতৃক ধৃত বিদেশী মুদ্রা ও বিদেশী সম্পত্তির উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব।

৩. দেশীয় মুদ্রার নির্ধারিত নিম্নতর কিংবা উচ্চতর বিনিময়-হার[30] রক্ষায় সরকারের দৃঢ়সংকল্প (অর্থাৎ, দেশীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন কিংবা অধিমূল্যায়ন[31] এই প্রক্রিয়ার অনুষঙ্গী)।

৪. সরকার কর্তৃক দেশীয় মুদ্রার একাধিক বিনিময়-হার[32] নির্ধারণের নীতি গ্রহণ।

৫. আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের উপর সরকার কর্তৃক কঠোর সরকারী নিয়ন্ত্রণ জারী।

৬. রপ্তানিকারকগণ কর্তৃক উপার্জিত সমস্ত বিদেশী মুদ্রা সরকার কর্তৃক গ্রহণের সিদ্ধান্ত।

৭. সরকার কর্তৃক আমদানিকারকগণের মধ্যে প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রার বিলি বন্টন।

৮. সরকার কর্তৃক অন্যান্য দেশের সহিত সরাসরি পণ্য বিনিময়ের ভিত্তিতে[33] বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা।

৯. সরকার কর্তৃক অন্যান্য দেশের সহিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যচুক্তি[34] সম্পাদন।

১০. অন্যান্য দেশের সহিত দেনাপাওনা পরিশোধে বিদেশী মুদ্রা প্রদান বিষয়ে সরকার কর্তৃক চুক্তি[35] সম্পাদন।

১১. বিদেশী মুদ্রার নিলাম ব্যবস্থা*—ইহাতে উদ্বৃত্ত বিদেশী মুদ্রা নিলামে, সর্বোচ্চ দামে কিনিতে রাজী এরূপ দেশীয় ক্রেতার নিকট, বিক্রয় করা হয় এবং উহার সাহায্যে তাহাকে কেবল অবশ্যপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়।

26. Import-substitutes.
27. Instruments or Techniques of Exchange Control.
28. Howard S. Ellis. 29. American Economic Review, 1947.
30. Undervaluation or overvaluation.
31. Devaluation and Revaluation. 32. Multiple Exchange Rates.
33. Barter Trade. 34. Bilateral Trade Agreement.
35. Payment Agreement. * Exchange Auction.

৫. বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের অস্ত্ররূপে মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার ব্যবহার[৩৬]ঃ একবার বিদেশী মুদ্রার সহিত দেশীয় মুদ্রার বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করা হইলে উহা ক্রমশঃ বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে অন্যান্য দেশের সহিত দর কষাকষির অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে। একারণে, দেশে দেশে মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার অনুষঙ্গী।

বর্তমান শতাব্দীর ত্রিশের দশকের শেষে গভীর আন্তর্জাতিক মন্দার সময় যখন আন্তর্জাতিক ঋণের আদানপ্রদান একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, আন্তর্জাতিক স্বর্ণমান যখন প্রায় বর্জনের মুখে, এবং কাঁচামালের দামস্তর যখন সাংঘাতিক পড়িয়া গিয়াছিল, তখন পৃথিবীর অনেক দেশই পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতামূলকভাবে দেশীয় মুদ্রার বাহির্বিনিময়-হার কমাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ঐ সময়ে কতকগুলি দেশের পক্ষে উহাদের মুদ্রার বিনিময়-হার এবং স্বর্ণের সংরক্ষিত তহবিল বজায় রাখার জন্য মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাতে, দেশীয় মুদ্রার বিনিময়-হারের উপর যে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার ফলে, বাধ্য হইয়াই বিদেশী পণ্য আমদানিকারিগণের মধ্যে দুষ্প্রাপ্য বিদেশী মুদ্রা বন্টন করিবার প্রয়োজন দেখা দেয়। এইভাবে দেশের উপার্জিত বিদেশী মুদ্রার উপর সরকারের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার দরুন অনিবার্য ভাবেই সরকার কর্তৃক বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের সূত্রপাত ঘটে। ইহা সাধারণ কথা যে, প্রত্যেক দেশের সরকারই নিজ দেশের বাণিজ্যের পরিস্থিতি উন্নত করিবার অভিলাষী এবং ইহার ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যে যে নিজ দেশের সুবিধার জন্য মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাটি যে ব্যবহৃত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি।

৬. কিভাবে বিভিন্ন দেশে মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার বিস্তার ঘটে[৩৭]ঃ দেশে দেশে মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার বিস্তারের প্রধান কারণ দুটিঃ ১. মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণকারী দেশগুলি উহাদের বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রয়োগ করিলে, অনিয়ন্ত্রিত বিনিময়-হারের দেশগুলি, যে সকল বিষয়ে বৈদেশিক বাণিজ্য উহাদের অনুকূল নহে তাহাতে শুল্ক আরোপ করিতে বাধ্য হয়। ইহার ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে অবাধ বহুমুখী বাণিজ্যের[৩৮] সর্বনাশ ঘটে। বৈদেশিক বাণিজ্য দুই দেশের মধ্যে একটি দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে পরিণত হয় এবং এরূপ ক্ষেত্রে মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-কারী দেশগুলিরই বেশি সুবিধা হয় বলিয়া অন্যান্য দেশগুলিও ঐ পথে বাধ্য হইয়া অগ্রসর হয়।

২. মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার দ্বারা মুখ্যত দেশীয় মুদ্রার বর্তমান বিনিময়-হার বজায় রাখিতে গিয়া, মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণকারী দেশগুলিতে (স্বাভাবিক বা ভারসাম্য-হার অপেক্ষা) উহাদের মুদ্রার বিনিময়-হার অধিক[৩৯] হইয়া পড়ে। বিনিময়-হার অধিক হইয়া পড়িলে "শক্তিশালী বিদেশী মুদ্রার অঞ্চলগুলিতে"[৪০] উহাদের রপ্তানি কমে, সুতরাং উহারা তখন বাধ্য হইয়া "দুর্বল মুদ্রার অঞ্চলগুলির"[৪১] সহিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও লেনদেন নিষ্পত্তির[৪২] চুক্তি করিতে বাধ্য হয়। অধ্যাপক ভাইনারের[৪৩] ভাষায়, এই সকল 'দুর্বল মুদ্রার অঞ্চলগুলি' তখন দেখিতে পায় যে, তাহাদের অধিকাংশ বৈদেশিক বাণিজ্যই মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণকারী দেশগুলির সহিত চলিতেছে। ইহার ফলে স্বভাবতঃই উহাদের মধ্যেও এই অনুভূতির সঞ্চার হয় যে, মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে

36. Exchange Control used as a Trade Regulatory Device.
37. How Exchange Control spread to other countries.
38. Free Multilateral Trade. 39. Overvaluation.
40. "Strong Currency areas." 41. "Weak Currency Areas."
42. Bilateral trade and clearing Agreements. 43. Jacob Vinar.

উহারাও মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণকারী দেশগুলির সহিত বৈদেশিক বাণিজ্যে কোন সুবিধা করিতে পারিবে না। এইভাবে ক্রমেই অধিক সংখ্যক দেশে মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা ছড়াইয়া পড়িতে থাকে।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, অধ্যাপক ভাইনারের মতে, মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণকারী দেশগুলি দেখিতে পাইল যে, তাহাদের মুদ্রার বিনিময়-হার স্বাভাবিক বা ভারসাম্য-হার অপেক্ষা সাধারণত অধিক হওয়ায়[৪৪] অনিয়ন্ত্রিত বিনিময়-হারের দেশগুলি উহাদের নিকট হইতে আমদানি করিবে না। সুতরাং উহারা দুর্বল মুদ্রার দেশগুলির সহিত বাণিজ্যে লিপ্ত হইল এবং ফলে ঐ সকল দেশগুলিকেও মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা গ্রহণে প্ররোচিত করিল। তখন বাধ্য হইয়া অনিয়ন্ত্রিত বিনিময় হারের দেশগুলিও প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিল এবং ইহার ফলে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভকালে পৃথিবীর সকল দেশেই মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। অধ্যাপক ভাইনার দৃষ্টান্তরূপে জার্মেনী ও উহার তৎকালীন অনুগামী দেশগুলির (তৎকালীন পূর্ব-ইয়োরোপের হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, চেকোশ্লোভেকিয়া প্রভৃতি দেশ) উল্লেখ করিয়া কিভাবে ইয়োরোপে মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। নাজী জার্মেনী প্রথমে মুখ্যতঃ উহার মুদ্রার বিনিময়-হার রক্ষার জন্য মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করে কিন্তু অল্পকাল পরেই দেখিতে পায় যে, উহার ফলে উহার মুদ্রা 'মার্ক'-এর বিনিময়-হার বেশি হইয়া পড়িয়াছে। তখন একদিকে মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ও অপরদিকে মার্ক-এর বিনিময়-হার অধিক হইয়া পড়ায় শক্তিশালী মুদ্রার দেশগুলিতে পণ্য রপ্তানি করা এবং মজুত করিবার উদ্দেশ্যে উহাদের নিকট হইতে বিবিধ সামগ্রী আমদানি করা জার্মেনীর পক্ষে খুবই কঠিন হইয়া পড়ে। তখন প্রথমে জার্মেনী অর্থনীতিক স্বনির্ভরতা লাভের চেষ্টা করে এবং সেজন্য কৃত্রিম রবার, কৃত্রিম জ্বালানী তৈল ইত্যাদি উৎপাদনের চেষ্টা করে। কিন্তু ঐ সকল কৃত্রিম সামগ্রীর উৎপাদন-খরচ অত্যধিক হওয়ায় জার্মেনী তখন মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার সাহায্যে, পূর্ব ইয়োরোপের যে সকল দেশের উপর উহার প্রবল রাজনৈতিক প্রভাব ছিল, সে সকল দুর্বল মুদ্রার দেশগুলির সহিত একচেটিয়া বাণিজ্য আরম্ভ করে। এই সকল দেশের সহিত জার্মেনী তখন দ্বিপাক্ষিক লেনদেনের নিষ্পত্তিমূলক ও সরল দ্রব্যবিনিময়মূলক চুক্তি সম্পাদন করিয়া উহাদের নিকট হইতে সর্বাধিক সম্ভব কাঁচামাল ভবিষ্যৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য মজুত করিবার উদ্দেশ্যে আমদানি করিতে থাকে। জার্মেনীর নিকট বিপুল পরিমাণ সামগ্রী রপ্তানি করিয়া পূর্ব-ইয়োরোপের ঐসকল দেশগুলির তখন জার্মেনীর নিকট বিপুল পরিমাণ 'মার্ক' (জার্মান মুদ্রা) পাওনা জমে। তখন উহা আদায়ের জন্য বাধ্য হইয়া উহারা জার্মেনীর নিকট হইতে চড়া দরে এরূপ নিকৃষ্ট জার্মান পণ্য কিনিতে বাধ্য হয় যাহা উহারা অনেক কম দামে অনিয়ন্ত্রিত বিনিময়-হারের দেশগুলির নিকট হইতে কিনিতে পারিত। ঐ দেশগুলি জার্মেনী হইতে চড়া দরে পণ্য আমদানি করায় উহাদের অভ্যন্তরীণ দামস্তরও চড়িতে থাকে। ফলে ঐ চড়া দরে অন্যান্য দেশ উহাদের নিকট হইতে পণ্য কিনিতে রাজী না হইলেও জার্মেনী রাজী থাকায় তখন উহারা জার্মেনীর কাছেই রপ্তানি করিতে বাধ্য হয়। জার্মেনী তখন হাঙ্গেরী হইতে কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্য আমদানি করিয়া উহা রুমানিয়ার নিকট পুনঃ রপ্তানির দ্বারা রুমানিয়ার নিকট হইতে যথা সম্ভব পরিমাণে খনিজ তৈল আমদানি করিতে থাকে। জার্মেনীর দৃষ্টান্তে তখন অন্যান্য দেশও মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা ধীরে ধীরে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে।

৭. মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার দ্বারা সরাসরি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের অসুবিধা[৪৫]ঃ ইহার প্রধান অসুবিধা ছয়টি,—১. **আর্থিক ও প্রশাসনিক অসুবিধা।** মুদ্রা-বিনিময়

44. Overvalued.
45. The Disadvantages of Directly Regulating Trade by Exchange Control Device.

নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার প্রশাসনিক খরচ করদাতাগণের উপরে চাপান একটি অতিরিক্ত বোঝা বিশেষ। এইরূপ একটি আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা স্বজনপোষণ ও দুর্নীতির যন্ত্রে পরিণত হয়। ফলে যাহাদের বিদেশী মুদ্রার যথার্থ প্রয়োজন, তাহারা সময় মত বিদেশী মুদ্রা পায় না।

২. **বাণিজ্যের গুণগত অবনতি ঘটে ও বাণিজ্যে অংশগ্রহণকারী দেশের কল্যাণের গুরুতর ক্ষতি হয়।** দ্বিপাক্ষিক চুক্তির দরুন ও বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার দরুন নিকৃষ্ট ধরনের পণ্যের আদানপ্রদান চলে। অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি পূর্ব-ইয়োরোপের দেশগুলি জার্মেনীর নিকট হইতে নিকৃষ্ট জাতীয় পণ্য অন্যান্য দেশের অনুরূপ উৎকৃষ্ট পণ্যের দরে কিনিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইহাতে শক্তিশালী দেশের স্বার্থে দুর্বল দেশের ক্ষতি হয়।

৩. **বাণিজ্যের দেশগত দিক ও পরিমাণ।** সুস্থ ও স্বাভাবিক খাতে (খরচের আপেক্ষিক পার্থক্য অনুযায়ী) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রবাহিত না হইয়া এরূপ একটি বিশেষ খাতে উহা প্রবাহিত হয় যাহা শুধু সংশ্লিষ্ট দেশ দুইটি নহে, সমগ্র বিশ্বের পক্ষেও ক্ষতিকর। বাণিজ্যের পরিমাণও কমে। কারণ তখন মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণকারী দেশ-গুলির মধ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির দ্বারা মাত্র বাণিজ্য চালিত হয় এবং সে বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত দ্বারা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হয়।

৪. **দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যচুক্তি ও লেনদেনের নিষ্পত্তির চুক্তির প্রতিই সরকারের ঝোঁক বেশি থাকে বলিয়া বহুমুখী বাণিজ্যের ধারা সংকীর্ণ হইয়া দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে পরিণত হয়।**

৫. **বাণিজ্যে অংশগ্রহণকারী দেশগুলির অর্থনীতিক ক্ষতিও যথেষ্ট হয়।** কারণ তখন যেখানে পণ্যগুলি সর্বাপেক্ষা সুলভ সেখান হইতে উহা যেমন আমদানি করা যায় না, তেমনি যেখানে পণ্যগুলি সর্বাধিক দামে বিক্রয় করার সুযোগ আছে তথায়ও উহা রপ্তানি করা যায় না। অন্ততঃ দুইটির মধ্যে একটি দেশের ক্ষতি তো অবধারিত। জার্মেনীর সমৃদ্ধির আলো জ্বালাইতে গিয়া হাঙ্গেরী রিক্ত হইয়াছিল।

৬. **মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণের ফলে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়।** তখন বাণিজ্যের আলাপ-আলোচনা আর বণিকগণ করে না, করে সরকার এবং সরকারী স্তরে ঐ সকল আলোচনায় অর্থনীতিক বিষয় ছাড়া রাজনৈতিক বিষয়ের প্রভাবও না পড়িয়া পারে না। ফলে সর্বদা দেশগুলি পরস্পরকে ভয় দেখাইতে থাকে এবং তাহাতে বাণিজ্যের বাধা দ্রুত বাড়িতে থাকে। তাহা ছাড়া একদেশ অপরের তুলনায় দুর্বল হইলে, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি দ্বারা দুর্বল দেশগুলি সবল দেশের তল্পীবাহকে পরিণত হয়। এইরূপ আধিপত্য বাড়িলে এবং ক্রমাগত চলিতে থাকিলে অন্যান্য আরও গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হইবার আশংকা থাকে।

চতুর্থ খণ্ড সরকারের আর্থিক সংস্থান
GOVERNMENT FINANCES

অধ্যায়

১৬ কবসংক্রান্ত সমস্যাসমূহ
TAXATION PROBLEMS

১৭ সরকারী ঋণ ও সরকারী ব্যয়
PUBLIC BORROWING & PUBLIC EXPENDITURE

১৮ বাজেটের পটভূমিকায যুদ্ধ ও অর্থনীতিক উন্নযনেব অর্থসংস্থান
WAR FINANCE & DEVELOPMENT FINANCE
IN THE CONTEXT OF BUDGETING

১৬

করসংক্রান্ত সমস্যাসমূহ
TAXATION PROBLEMS

[**আলোচিত বিষয়ঃ** সরকারের অর্থ সংস্থানের বিবিধ উৎস—কর কাহাকে বলে—কর ধার্যের উদ্দেশ্য—কয়েকটি শব্দার্থ ঃ করভার—করঘাত—করভারের সঞ্চালন বা অপসারণ—করনীতিসমূহ—করভার বন্টনে ন্যায়বিচার—প্রগতিশীল বনাম সমানুপাতিক কর—কর সঞ্চালন ও করপাত—প্রত্যক্ষ কর বনাম পরোক্ষ কর।]

সরকারের অর্থসংস্থানের বিবিধ উৎস
SOURCES OF GOVERNMENT FINANCES

ব্যয় করা. রাজস্ব সংগ্রহের জন্য কর ধার্য করা এবং ঋণ করা, যে কোন রাষ্ট্র বা সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতার অন্তর্গত। যে কোন সরকারকে (একমাত্র সম্পূর্ণ সমাজতন্ত্রী সরকার বাদে) উহার কার্যাবলী পরিচালনার জন্য নানাবিধ উপাদানের সেবা ও দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করিতে হয়। সচরাচর সরকার বাজারদামে কিনিয়া ইহাদের সংগ্রহ করে এবং এজন্য সরকারের অর্থসংস্থানের প্রয়োজন হয়। পাঁচ প্রকার উপায়ে সরকারের কার্যাবলী পরিচালনার জন্য অর্থের সংস্থান করা হয়ঃ (১) কর ধার্য দ্বারা[১]; (২) ঋণ সংগ্রহ দ্বারা[২]; (৩) কাগজী মুদ্রা মুদ্রণ করিয়া[৩]; (৪) বেসরকারী কারবারের ন্যায় নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া[৪] (ডাক ও তার বিভাগ); এবং (৫) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অঙ্গরাজ্য বা আঞ্চলিক সরকারগুলিকে কেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কর্তৃক অনুদান দ্বারা[৫] (ভারতে যেমন রাজ্য সরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে সবিশেষ অনুদান পাইয়া থাকে)।

কর কাহাকে বলে?
WHAT IS A TAX?

সরকারের কার্যাবলীর অর্থ সংস্থানের সর্বাধিক পরিচিত ও প্রচলিত উপায় হইল 'কর' ধার্য করিয়া রাজস্ব আদায়। 'কর' বলিতে সরকারকে **বাধ্যতামূলকভাবে** প্রদেয় অর্থ বুঝায়। সরকারকে ইহা প্রদান করিলে, সরকারের নিকট হইতে তৎপরিবর্তে কোন সুবিধা পাইবার অধিকার জন্মায় না; কোনরূপ বিশেষ প্রতিলাভের সুবিধা ছাড়াই ইহা প্রদেয়। করের সহিত অন্যান্য সরকারী অর্থ সংস্থানের উপায়গুলির পার্থক্য এই যে, কর বাধ্যতামূলক, অন্যান্য উপায়গুলি তাহা নহে। বলা বাহুল্য, কর ধার্যের ফলে ব্যক্তি, পরিবার ও কারবারী প্রতিষ্ঠানের আয় ও সম্পত্তির একাংশ সরকারের হস্তগত হয় এবং তাহাতে সে অনুপাতে উহাদের আয় ও সম্পত্তির পরিমাণ হ্রাস পায়, কিন্তু সরকারের এই অধিকার সমাজ বহু পূর্বেই স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

1. Taxation.
2. Borrowing.
3. Printing Paper Money.
4. Sale of Goods and Services
5. Inter-government Grants.

কর ধার্যের উদ্দেশ্য
OBJECTIVES OF TAXATION

করের উদ্দেশ্য নানাবিধ হইতে পারেঃ ১. উহার প্রথম, প্রধান ও প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য সরকারের কার্যাবলী পরিচালনার ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজস্ব সংগ্রহ। বর্তমান কালে সরকারের কার্যাবলীর ক্রমাগত সম্প্রসারণের দরুন নূতন নূতন নানা প্রকার কর ধার্য করিয়া রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধির চেষ্টা করা হইতেছে। ইহা করের **রাজস্ব-উদ্দেশ্য**[6]।

২. রাজস্বের উদ্দেশ্য ছাড়াও অন্যান্য উদ্দেশ্যেও (**অরাজস্ব উদ্দেশ্যে**)[7] সরকার কর ধার্য করিয়া থাকে। এক্ষেত্রে কর ধার্যের ফলে রাজস্ব আদায় হইতে পারে বটে, কিন্তু উহা প্রধান লক্ষ্য নয়, এবং অনেক ক্ষেত্রেই ধার্য কর হইতে কোনরূপ রাজস্ব নাও সংগৃহীত হইতে পারে। এইরূপ একটি উদ্দেশ্য হইল শিল্পসংরক্ষণ[8]। এজন্য বিশেষ বিশেষ আমদানি-পণ্যের উপর আমদানিশুল্ক ধার্য করা হয়। কিংবা কোন ক্ষতিকর দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহার রোধ অথবা নিরুৎসাহিত করিবার জন্য উহাদের উপর অত্যধিক হারে অন্তঃশুল্ক আরোপ করা হয়। এইরূপ মূল লক্ষ্য হেতু পরোক্ষভাবে বিশেষ বিশেষ পণ্য ও সেবা-কর্মের ব্যবহার ও তজ্জন্য ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রধান উদ্দেশ্যে[9]ও কর ধার্য করা হইতে পারে। অনেক সময় দেশে পুঁজিগঠনে উৎসাহদানের জন্য ভোগব্যয় নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে করের সাহায্য লওয়া হয়।

৩. করের আর একটি **অরাজস্ব উদ্দেশ্য** হইল, বাণিজ্যচক্রবিরোধী ব্যবস্থা রূপে, দেশের জাতীয় আয় স্তরের স্থিতি অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য, অবনতি ও মন্দার সময় সামগ্রিক-ভাবে করসংকোচন দ্বারা রাজস্বসংগ্রহ কমান এবং চড়তির সময় করসম্প্রসারণ দ্বারা রাজস্ব আদায় বাড়ান। এরূপ ক্ষেত্রে, অবনতি ও মন্দার সময় সরকারের ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজস্ব আদায়ের প্রয়োজনকে খানিক উপেক্ষা করিতে হয়, আবার প্রয়োজন না থাকিলেও, চড়তির বাজারে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বাড়ান হয়। অর্থাৎ বাণিজ্যচক্রবিরোধী বা বাণিজ্যচক্র-নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যটি[10] খানিক পরিমাণে রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যটির বিরোধী, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং এরূপ উদ্দেশ্যকে আধুনিক কালে রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্য অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করা হয়।

৪. আধুনিক কালে আর একটি **অরাজস্ব উদ্দেশ্য** হইল, কর ব্যবস্থার সাহায্যে দেশে আয় ও সম্পদের বন্টনে অর্থনীতিক বৈষম্য কমান[11]। এজন্য প্রায় সকল দেশেই দরিদ্র শ্রেণীর তুলনায় ধনিক শ্রেণীর উপর অপেক্ষাকৃত অধিক কর ধার্য হইয়া থাকে।

কয়েকটি শব্দার্থ
SOME TERMS DEFINED

১. **করভার**[12]**ঃ** কর ধার্যের দরুন ব্যক্তি পরিবার বা প্রতিষ্ঠানের উপর করের যে বোঝা চাপান হয় তাহাই করভার। ইহা দুই প্রকার ঃ (ক) **আর্থিক-ভার**[13] এবং (খ) **প্রকৃত-ভার**[14]। কর ধার্যের দরুন করদাতাকে যে পরিমাণ আর্থিক আয় বা আর্থিক সম্পত্তি ত্যাগ করিতে হয়, সরকারের হস্তে অর্পণ করিতে হয় তাহাই করদাতার আর্থিক করভার, আর কর বাবদ সরকার দেশের সকল করদাতার নিকট হইতে যে মোট পরিমাণ অর্থ রাজস্বরূপে সংগ্রহ করে উহা দেশবাসীর সর্বমোট আর্থিক করভার। কিন্তু, কর প্রদান করিতে গিয়া আয় বা সম্পদের যে অংশ সরকারের নিকট হস্তান্তরিত হয় সে পরিমাণে করদাতার আয় ও সম্পত্তি কমিয়া যায় বলিয়া তাহার ভোগের পরিমাণও অথবা অভাবতৃপ্তি বা কল্যাণের

6. Revenue objective.
7. Extra-revenue objectives or Non-revenue objectives.
8. Protection. 9. Regulatory or Prohibitory objective.
10. Counter-cyclical objective. 11. Reduction of economic inequality.
12. Burden of a tax. 13. Money Burden. 14. Real Burden.

পরিমাণও সে অনুপাতে কম হয়। কর প্রদানের দরুন এই ত্যাগ বা ভোগ হ্রাস বা কল্যাণ-হ্রাস হইল করের প্রকৃত ভার। বলা বাহুল্য প্রকৃত করভারের ধারণাটি অবশ্যই মানসিক বা মনোগত*। করের পরিমাণ যত বাড়ে, অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে করের আর্থিক ভার এবং প্রকৃত ভারও তত বাড়ে।

২. **করঘাত**[১৫]: আইনের দ্বারা যে বিন্দুতে (যাহার উপর) কর ধার্য করা হয়, সেখানেই (তাহার উপরই) করের প্রথম আঘাত পড়ে। ইহাই করঘাত (করের প্রথম আঘাত-বিন্দু)। সুতরাং আইনানুসারে যাহার উপর কর ধার্য ও যাহার নিকট হইতে সরকার উহা আদায় করে, তাহাকেই করঘাত বহন করিতে হয়। ব্যক্তিগত আয়করের ক্ষেত্রে আয়-করদাতা করঘাত বহন করে, অন্তঃশুল্কের[১৬] ক্ষেত্রে উৎপাদক করঘাত বহন করে আর বিক্রয়করের করঘাত পড়ে ক্রেতার উপর।

৩. **করসঞ্চালন**[১৭]: করদাতা করপ্রদানের দ্বারা করের যে বোঝা বা করভার বহন করিতে বাধ্য হয় তাহা অনেক ক্ষেত্রে পড়ে অপরের উপর। করদাতা অপরের উপর উহা অংশত বা সম্পূর্ণতঃ চাপাইয়া দিতে পারে অর্থাৎ অপরকে উহা দিতে বাধ্য করিতে পারে। একের নিকট হইতে অপরের নিকট করভারের এই হস্তান্তরকে করসঞ্চালন বলে। আয়কর দিতে হয় বলিয়া পদস্থ কর্মচারীরা নিয়োগকর্তার নিকট হইতে বেতনবৃদ্ধি আদায় করিতে পারিলে তথায় আয়করদাতা কর্মচারীর নিকট হইতে নিয়োগকর্তার নিকট করসঞ্চালন ঘটিবে। সেরূপ অন্তঃশুল্ক ধার্যের দরুন কর দিতে হয় বলিয়া উৎপাদকগণ যদি পণ্যের দাম বাড়ায় তবে তাহাদের নিকট হইতে ভোগকারিগণের নিকট ঐ অন্তঃশুল্ক-ভারের আংশিক বা সম্পূর্ণ অপসারণ ঘটিবে।

৪. **করপাত**[১৮]: করপাত হইল করের শেষ অবস্থিতি ক্ষেত্র[১৯]। একের নিকট হইতে অপরের নিকট করভারের অপসারণ ঘটিতে ঘটিতে এক সময়ে এরূপ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট উহার স্থানান্তর ঘটে যে, অপর কাহারও উপর আর ঐ বোঝা চাপাইতে না পারিয়া উহা সে নিজেই শেষ পর্যন্ত বহন করে। উহাই করের অবস্থিতি শেষ ক্ষেত্র বা করপাত। আয়করদাতা যদি অপর কাহারও নিকট করের আংশিক বা সম্পূর্ণ ভার হস্তান্তর করিতে না পারে, তবে তাহাকেই করঘাত ও করপাত বহন করিতে হয়। আর উৎপাদকগণ যদি ভোগকারিগণের নিকট সম্পূর্ণরূপে অন্তঃশুল্কভার হস্তান্তর করিতে সমর্থ হয় তবে উৎপাদকগণ উহার করঘাত বহন করিলেও উহার করপাত বহন করে ভোগকারীরা।

করনীতিসমূহ
PRINCIPLES OF TAXATION

করকাঠামোর উন্নয়ন ও বিকাশে এবং উহার মূল্যায়নে যে সকল মাপকাঠি ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয় তাহাই করসংক্রান্ত নীতি নামে পরিচিত। অ্যাডাম স্মিথ হইতে অধ্যাপক পিগু পর্যন্ত অনেকেই এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। বিষয়টি লোককল্যাণ অর্থনীতির[২০] অন্তর্গত (কারণ ইহাতে উচিত অনুচিতের প্রশ্ন জড়িত)। তাহা ছাড়া, প্রচলিত অর্থনীতিক ব্যবস্থা ও ধ্যানধারণামত উহার যথোচিত লক্ষ্য অনুসারেই কেবল উপযুক্ত করনীতি নির্বাচন সম্ভব। ডিউ[২১]-এর মতে, মিশ্র ধনতন্ত্রী ব্যবস্থায়, চারিটি লক্ষ্যকে সর্বাধিক অর্থনীতিক কল্যাণের পক্ষে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারেঃ (১) পছন্দ বা নির্বাচনের সর্বাধিক সম্ভব স্বাধীনতা; (২) সর্বাধিক সম্ভব জীবন-যাত্রার মান; (৩) অর্থনীতিক বিকাশের সর্বাধিক হার; এবং (৪) ন্যায়বিচার ও সমতা

* Subjective. 15. Impact of a tax. 16. Excise Duty.
17. Shifting of a tax. 18. Incidence of a Tax.
19. 'Final resting place of a tax.' 20. Welfare Economics
21. John F. Due.

সম্পর্কে সমাজের প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী সমাজে আয়ের বন্টন। এই সকল লক্ষ্যগুলির কথা মনে রাখিয়া উপযুক্ত করনীতি নির্বাচন করিতে হইবে।

অ্যাডাম স্মিথ যে চারিটি মৌলিক করনীতি[22] নির্দেশ করিয়াছিলেন তাহা হইল:

১. সমতার নীতি[23]—এরূপভাবে কর ধার্য করিতে হইবে যেন তাহাতে করদাতাগণের মধ্যে করের প্রকৃত ভারের সমবণ্টন ঘটে অর্থাৎ করের দরুন করদাতাগণের ত্যাগের সমতা[24] থাকে। ইহা ন্যায়বিচারের নীতি এবং করব্যবস্থার নীতিগত ভিত্তিস্বরূপ।

২. নিশ্চয়তার নীতি[25]—করপ্রদানের সময়, করপ্রদানের পদ্ধতি, করের পরিমাণ বা হার ইত্যাদি সুনিশ্চিত, সুনির্দিষ্ট এবং পূর্ব হইতে করদাতা ও সরকার উভয়ের জানা থাকা প্রয়োজন। তাহাতে সরকার যেমন আয় বুঝিয়া ব্যয় করিতে বা কর্মসূচী স্থির করিতে পারে সেরূপ করদাতাও করপ্রদানের জন্য প্রস্তুত থাকিতে পারে। অন্যথায় কর-দাতার অত্যন্ত অসুবিধা এবং কর আদায়ে নানারূপ দুর্নীতির উৎপত্তি হইতে পারে। নিশ্চয়তার নীতি পালনের জন্যই দেশে দেশে সরকারী বাজেট প্রকাশিত ও আলোচিত হয় এবং বাজেট পাশের দ্বারা করের সুনিশ্চয়তা সাধিত হয়।

৩. সুবিধার নীতি[26]—করপ্রদানের সময় এবং পদ্ধতি যেমন পূর্ব হইতে করদাতা-গণের জানা আবশ্যক, তেমনি উহা তাহাদের পক্ষে সুবিধাজনক হওয়াও প্রয়োজন। একারণেই বেতনভোগী কর্মচারিগণের উপর ধার্য আয়কর, তাহাদের কর্মস্থলে, বেতন দেওয়ার সময় আগেই কাটিয়া লওয়া হয় এবং পণ্যের উপর ধার্য কর উহা ক্রয়ের সময় ক্রেতার নিকট হইতে আদায় করা হয়।

৪. ব্যয় সঙ্কোচের নীতি[27]—করটি এবং উহার রাজস্ব-আদায়ের ব্যবস্থাটি এরূপ হওয়া উচিত যেন তাহাতে রাজস্ব আদায়ের খরচ অর্থাৎ করের প্রশাসনিক ব্যয় সর্বাপেক্ষা কম হয়।

উপরোক্ত নীতিগুলি ছাড়া আধুনিক কালে আরও যে সকল করনীতির কথা বলা হইয়াছে, উহারা হইল: **৫. উৎপাদনশীলতার নীতি**[28]—কেবল সর্বাধিক রাজস্ব আদায়ে সক্ষম করই ধার্য করা কর্তব্য। সেহেতু সামান্য রাজস্ব-উৎপাদক অনেকগুলি কর অপেক্ষা বেশি রাজস্ব আদায়ে সক্ষম একটি মাত্র বা অল্প কয়েকটি কর উৎকৃষ্ট।

৬. স্থিতিস্থাপকতার নীতি[29]—এরূপ করই ধার্য করা উচিত যাহা সামান্য সংশোধন দ্বারা প্রয়োজনমত কম বা বেশি পরিমাণে রাজস্ব আদায় করা যায়। আয়কর এ জাতীয় করের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

৭. নমনীয়তার নীতি[30]—পরিবর্তিত পরিস্থিতির সহিত সহজে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য, সমগ্র করব্যবস্থাটি যথেষ্ট নমনীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। করকাঠামো নমনীয় না হইলে রাজস্ব আদায়ের প্রয়োজনের সহিত করকাঠামোর বিরোধ দেখা দেয়।

৮. বৈচিত্র্যের নীতি[31]—আধুনিক সমাজের পক্ষে একটি বা অল্প কয়েকটি করের দ্বারা সরকারের প্রয়োজনীয় রাজস্ব যেমন সংগ্রহ করা যায় না তেমনি করের অ-রাজস্ব উদ্দেশ্যও সফল হইতে পারে না। সে কারণে নানা ধরনের কর ধার্যের প্রয়োজন ঘটে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের সংমিশ্রণ এরূপ করবৈচিত্র্যের একটি দৃষ্টান্ত।

৯. সারল্যের নীতি[32]—করের বৈচিত্র্য ও সংখ্যাবৃদ্ধির যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি দেখিতে হইবে যেন, তাহার ফলে সমগ্র করব্যবস্থাটি জটিল, অপরিচ্ছন্ন এবং সাধারণ কর-দাতার কাছে দুর্বোধ্য না হইয়া পড়ে। তাহাতে উহা করদাতাগণের উৎপীড়ক যন্ত্রে ও

22. Canons or Principles.
23. Canon of Equality.
24. Equality of Sacrifice.
25. Canon of Certainty.
26. Canon of Convenience
27. Canon of Economy.
28. Principle of Productivity.
29. Principle of Elasticity.
30. Principle of Flexibility.
31. Principle of Diversity.
32. Principle of Simplicity.

দুর্নীতির পঙ্কে পরিণত হইবার আশংকা থাকে। একারণে করব্যবস্থাটি যথাসম্ভব **সরল** হওয়া প্রয়োজন।

১০. কার্যকারিতার নীতি[৩৩]—অধ্যাপক ডিউ-এর মতে, করগুলি এরূপ **হওয়া** প্রয়োজন যেন করদাতাগণ তাহা সহজে পালন করিতে পারে এবং উহাদের সহজে **বলবৎ** করাও সম্ভব হয়। ইহাতে কর দ্বারা নির্ধারিত লক্ষ্য মত রাজস্ব আদায় করা সম্ভব **হইবে** এবং করের প্রশাসনিক ব্যয় কম হইবে।

করভার বণ্টনে ন্যায়বিচার

EQUITY IN THE DISTRIBUTION OF THE TAX BURDEN

কর যখন রাষ্ট্রের ব্যয়নির্বাহের জন্য দেশের অধিবাসিগণ কর্তৃক বাধ্যতামূলক সাধারণ প্রদেয় ও উহার সহিত সরাসরি রাষ্ট্রের নিকট হইতে কোন বিশেষ সুবিধা প্রাপ্তির কোন সম্পর্ক নাই, এবং ধনতন্ত্রী ও মিশ্রধনতন্ত্রী সমাজে যেহেতু আয় ও সম্পত্তির বণ্টনে প্রবল বৈষম্য রহিয়াছে, সেহেতু করের সহিত সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমতা বা সমদর্শিতার নীতির[৩৪] প্রশ্নটি গভীরভাবে জড়িত। বস্তুতঃ পক্ষে ইহাই করব্যবস্থা বা করকাঠামোর মূল নীতিগত ভিত্তি। ন্যায় ও নীতিশাস্ত্র ইহাই বলে যে, রাষ্ট্রের কার্যাবলীর দ্বারা যেহেতু সকলেই সমভাবে উপকৃত সেহেতু করভাব সকল করদাতার মধ্যে ন্যায়সংগত ও সমভাবে বণ্টিত হওয়া উচিত। সমাজে ন্যায় ও নীতি সম্পর্কে যে প্রচলিত ধারণা রহিয়াছে, কর-ভারের বণ্টনটি উহার সহিত সংগতিপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু করের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের প্রশ্নের দু'টি দিক আছে। একটি হইল, ন্যায়-বিচারের নীতি অনুসারে সম-অবস্থার ব্যক্তিগণের প্রতি সম আচরণ করিতে হইবে। অর্থাৎ সম-অর্থনীতিক অবস্থার ব্যক্তিগণ করের সমরূপ ভার বহন করিবে। অপরটি হইল, অসম-অবস্থার ব্যক্তিগণের প্রতি বাঞ্ছনীয় আপেক্ষিক আচরণ করিতে হইবে। অর্থাৎ, যাহারা 'বেশি ভাল অবস্থায় আছে'[৩৫] তাহারা বেশি কর দিবে, অর্থাৎ করের অধিকতর বোঝা বহন করিবে। কিন্তু 'বেশি ভাল অবস্থায় থাকার' মাপকাঠি কি হইবে তাহা লইয়া বিতর্ক আছে, এবং উহার সন্তোষজনক সমাধান নাই।

সম-অবস্থা বলিতে কি বুঝায়, অসম-অবস্থার পরিমাপ কোন্ ভিত্তিতে করা হইবে এবং অসম-অবস্থার ব্যক্তিগণের প্রতি যথোপযোগী আপেক্ষিক বা পার্থক্যমূলক আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত সে বিষয়ের বিচার-বিবেচনায় ন্যায়সংগতভাবে করভার বন্টনের দু'টি বিকল্প পথের বা ভিত্তির সন্ধান পাওয়া যায়। উহাদের একটি হইল **উৎপাদন-খরচ বা প্রাপ্ত সুবিধার**[৩৬] **ভিত্তি**, অপরটি হইল **করপ্রদানের সামর্থ্যের**[৩৭] **ভিত্তি**।

১. উৎপাদন-খরচ অথবা প্রাপ্ত সুবিধার নীতিঃ কারবারী বা বাণিজ্যিক নীতি যেমন এই যে, দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম ব্যবহার করিতে হইলে উহার দাম দিতে হইবে, সেরূপ সরকারের কার্যাবলীর দ্বারা যে যেরূপ উপকৃত হইতেছে, সেই প্রাপ্ত সুবিধার ভিত্তিতে কর ধার্য ও সমগ্র করকাঠামোটি সংগঠিত করা হইলেই ন্যায়বিচার ঘটিবে; ইহাই প্রাপ্ত সুবিধার নীতির বক্তব্য।

কিন্তু ইহার অসুবিধা এই যে,—(১) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরকারের কার্যাবলীর প্রকৃতি এরূপ যে, তাহাতে সর্বসাধারণের সাধারণ উপকার ঘটে, ব্যক্তিবিশেষের কে কতটা উপকৃত হইতেছে তাহার স্বতন্ত্র পরিমাপ করা অসম্ভব। (২) কতকগুলি ক্ষেত্রে, এই নীতি অনু-সরণ করা হইলে ন্যায়বিচারের পরিবর্তে অন্যায় অবিচারই করা হইবে। যেমন, শিক্ষার ব্যয় যদি ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে সকলের নিকট হইতে প্রাপ্ত সুবিধার ভিত্তিতে কর দ্বারা

33. Principle of Effective enforcement and compliance.
34. Principle of Justice and Equity.
35. Better off. 36. Cost or Benefit Principle.
37. The Principle of Ability to pay.

আদায় করা হয়, তাহাতে ধনীর সুবিধা বেশি হইবে ও দরিদ্রের প্রতি অন্যায় করা হইবে। সামর্থ্যের অভাবে দরিদ্র সন্তানগণের লেখাপড়া বন্ধ হইবে। সুতরাং ইহা আধুনিক সামাজিক কল্যাণেরও বিরোধী।

তবে যে সকল ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সুবিধার পরিমাপ সম্ভব (যেমন ডাক ও তার বিভাগ, রাষ্ট্রীয় পরিবহণ, জীবনবীমা কিংবা পৌর কর প্রভৃতি) এবং যে সকল ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সুবিধার অনুপাতে করভার বণ্টন করিলে সমাজে তাহা ন্যায়বিচার-বিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে না, সে সকল ক্ষেত্রে এই নীতি সীমাবদ্ধভাবে অনুসরণ করা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ সরকারী ব্যয়ের ক্ষেত্রে ইহা সম্ভবপর নয়।

প্রাপ্ত সুবিধার নীতির বিকল্প রূপে সরকারী কার্যাবলীর ব্যয়ের অনুপাতে কর ধার্য করিবার প্রস্তাবও এক সময়ে করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহার অসুবিধাগুলিও প্রাপ্ত সুবিধার নীতির অসুবিধার মতই। এজন্য ইহাও ন্যায়বিচারসম্মতভাবে করভার বণ্টনের অর্থাৎ কর ধার্যের ভিত্তিরূপে গ্রহণযোগ্য নয়।

২. **কর প্রদানের সামর্থ্যের নীতি**ঃ অ্যাডাম স্মিথের সময় হইতেই সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া কর প্রদানের সামর্থ্যের ভিত্তিতে করভার বণ্টনের নীতিটি ন্যায়বিচারের প্রচলিত ধারণার সহিত সর্বাধিক সঙ্গতিপূর্ণ বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। চলতি অর্থে, কর প্রদানের সামর্থ্য বলিতে করদাতার অর্থনীতিক স্বাচ্ছন্দ্য[৩৮] বা সামগ্রিক জীবনযাত্রার স্তর[৩৯] বুঝায়। এই নীতি অনুসারে, যাহাদের করপ্রদানের সামর্থ্য একরূপ তাহাদের সমপরিমাণ কর দেওয়া উচিত এবং যাহাদের অর্থনীতিক স্বাচ্ছন্দ্য অপেক্ষাকৃত কম তাহাদের তুলনায় যাহাদের অর্থনীতিক স্বাচ্ছন্দ্য বেশি তাহাদের অধিকতর কর প্রদান করা উচিত।

লোককল্যাণের পুরাতন তত্ত্ব অনুসারে, একদা ব্যক্তিগত ত্যাগের যুক্তিতে করপ্রদানের সামর্থ্যের নীতিটি সমর্থন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। বলা বাহুল্য ইহার ভিত্তি সম্পূর্ণ মনোগত বা মানসিক[৪০]। ত্যাগের এই মনোগত ধারণা বা অনুভূতির ভিত্তিতে কর-প্রদানের সামর্থ্যের তিনটি ব্যাখ্যা করা হইয়াছিলঃ (ক) ত্যাগের সমতা[৪১]—মিলের[৪২] মত ছিল এই যে, করের আর্থিক ভার এরূপভাবে করদাতাগণের মধ্যে বণ্টন করা উচিত যেন তাহাতে সকলের উপর **সমরূপ প্রকৃত করভার** পড়ে। (খ) আনুপাতিক ত্যাগ[৪৩]—ন্যায় বিচারের দিক হইতে **ধনী ও দরিদ্রের ত্যাগের সমতা অপেক্ষা** তাহাদের মধ্যে **ত্যাগের পার্থক্য অধিকতর বাঞ্ছনীয়**। এজন্য, যাহাদের সামর্থ্য বেশি তাহাদের বেশি ত্যাগ এবং যাহাদের সামর্থ্য কম, তাহাদের কম ত্যাগ করা উচিত। (গ) ন্যূনতম ত্যাগ[৪৪]—অধ্যাপক পিগু[৪৫]র মত ছিল এই যে, যেহেতু সামগ্রিকভাবে সমাজের মোট করভারটি ন্যূনতম হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং আয়-বৃদ্ধির সহিত অর্থের প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায়, সেহেতু, **সমাজে কেবল যদি অত্যধিক ধনীদের নিকট হইতেই সমগ্র কর সংগ্রহ করা হয়, তবে, করের দরুন সমাজের মোট ত্যাগের পরিমাণটি ন্যূনতম হইবে**। কিন্তু ত্যাগের ধারণাটিই সম্পূর্ণ মনোগত বলিয়া ইহা কর ধার্যের ও করভার বন্টনের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহারের অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত এবং সে কারণে ইহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

আধুনিক কালে **করপ্রদানের সামর্থ্যবিচারে কয়েকটি বাস্তব ভিত্তি**[৪৬] গৃহীত হইয়াছে। এই বাস্তব ভিত্তি **তিনটিঃ** (ক) আয়, (খ) সম্পত্তি, এবং (গ) ব্যয়।

(ক) আয়[৪৭]—ব্যক্তি, পরিবার ও প্রতিষ্ঠানের অর্থনীতিক স্বাচ্ছন্দ্যের একটি প্রধান পরিমাপ হইল উহার আয়। তবে কেবল আয়ের মোট পরিমাণটিকেই চূড়ান্ত স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচায়ক বলিয়া গ্রহণ না করিয়া, পোষ্য সংখ্যা, বিশেষত শিশু সন্তানসন্ততি প্রভৃতির

38. Economic well-being. 39. The over-all level of living.
40. Subjective basis. 41. Equality of Sacrifice.
42. J. S. Mill. 43. Proportional Sacrifice. 44. Minimum Sacrifice.
45. A. C. Pigou. 46. Objective basis. 47. Income.

কথা বিবেচনা করিয়া তদনুযায়ী আয়ের অঙ্কের সামান্য পরিবর্তন করিয়া উহাই কর-প্রদানের সামর্থ্যের মাপকাঠি এবং সেহেতু করধার্যের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

(খ) সম্পত্তি[48]—সম্পত্তিকেও করপ্রদানের সামর্থ্যের মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। কারণ, দুইজন করদাতার মধ্যে যাহার সম্পত্তি আছে তাহার আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য নিঃসন্দেহে অধিক। তাহার সঞ্চয়ের তাগিদও কম। এই সকল কারণে সম্পত্তিকেও কর-ধার্যের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।

(গ) ব্যয়[49]—আধুনিক অর্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক ক্যালডরের[50] অভিমত এই যে, কর-দাতার আয় অপেক্ষা ব্যয়কেই করপ্রদানের সামর্থ্যের অধিকতর উপযুক্ত মাপকাঠি বলিয়া গণ্য করা উচিত। কারণ তাহা হইতেই করদাতা কি পরিমাণ অর্থনীতিক স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতেছে তাহা বেশি বুঝা যায়।

করধার্যের এই তিনটি ভিত্তির মধ্যে আয় ও সম্পত্তি অধিকতর সন্তোষজনক এবং আয় সর্বাধিক সন্তোষজনক বলিয়া গণ্য হয়। কারণ আয় দ্বারাই অর্থনীতিক স্বাচ্ছন্দ্যের অধিক যথার্থ বিচার সম্ভব। ইহাদের তুলনায় ব্যয়কে সর্বাপেক্ষা কম সন্তোষজনক ভিত্তি-রূপে গণ্য করা হয়। কারণ ইহাতে কৃপণেরা উৎসাহিত হয় এবং ইহার প্রতিক্রিয়াশীল বা অধোগতিশীল[51] চরিত্রটি প্রবল (যেমন পণ্যকর বা বিক্রয়কর[52])। তবে প্রসঙ্গত উল্লেখ-যোগ্য যে, করভার বণ্টনের এই ভিত্তিগুলি কিন্তু পরস্পরের বিকল্প নহে। আধুনিক অনেক প্রগতিশীল দেশেই এই তিন প্রকার ভিত্তির সমন্বয়েই দেশের করকাঠামো গঠিত হইয়াছে।

ইহার পর প্রশ্ন হইতেছে যে, ধার্য করের হার অর্থাৎ, ধার্য কর এবং উহার ভিত্তি, এই দুয়ের মধ্যে সম্পর্কটি, কিরূপ হইলে তাহা করপ্রদানের সামর্থ্য অনুযায়ী ও ন্যায়-বিচারসম্মত হইবে? অর্থাৎ করহারের কাঠামোটি কিরূপ হওয়া আবশ্যক? আয়কে যদি করপ্রদানের সামর্থ্যের প্রাথমিক ভিত্তি বা মাপকাঠি ধরা হয়, তবে তিন প্রকার বিকল্প কর-হার-কাঠামোর সম্ভাবনা দেখা দেয়ঃ

১. করের পরিমাণ ও করের ভিত্তি অর্থাৎ, আয়ের মধ্যে **প্রগতিশীল** সম্পর্ক—আয় যত বেশি হইবে ততই আয়ের অধিকতর অংশ কর দিতে হইবে। অর্থাৎ আয়বৃদ্ধির সহিত করহারও **বাড়িবে**। ইহা **প্রগতিশীল কর**[53] ব্যবস্থা।

২. করের পরিমাণ ও করের ভিত্তি, অর্থাৎ, আয়ের মধ্যে **আনুপাতিক** সম্পর্ক—আয়ের পরিমাণ নির্বিশেষে, কব ও আয়ের অনুপাত একরূপ থাকিবে। অর্থাৎ আয়ের পরিমাণ যাহাই হোক **একই হারে** কর দিতে হইবে। ইহা **সমানুপাতিক কর**[54] ব্যবস্থা।

৩. করের পরিমাণ ও করের ভিত্তি অর্থাৎ, আয়ের মধ্যে **অধোগতিশীল** সম্পর্ক—অধিক আয়ে করের অনুপাত কম ও অল্প আয়ে করের অনুপাত বেশি হইবে। অর্থাৎ আয় যত বাড়িবে করহার তত **কমিবে**। ইহা **প্রতিক্রিয়াশীল বা অধোগতিশীল কর**[55] ব্যবস্থা।

এই তিন প্রকার করের মধ্যে প্রগতিশীল করই করপ্রদানের সামর্থ্য ও ন্যায়বিচারের সহিত সর্বাধিক সংগতিপূর্ণ বলিয়া আধুনিক সমাজের সর্বসম্মত ধারণা।

প্রগতিশীল বনাম সমানুপাতিক কর
PROGRESSIVE VS. PROPORTIONAL TAX

১. প্রগতিশীল ও সমানুপাতিক করের পার্থক্য[56]**ঃ প্রগতিশীল করের ক্ষেত্রে** করের ভিত্তি (অর্থাৎ আয় বা সম্পত্তির পরিমাণ) ও করের পরিমাণ, এই দুয়ের মধ্যে এক প্রগতি-

48. Wealth. 49. Expenditure. 50. N. Kaldor.
51. Regressive character. 52. Commodity Tax or Sales Tax.
53. Progressive Taxation. 54. Proportional Taxation.
55. Regressive Taxation.
56. Distinction between Progressive and Proportional Taxation.

শীল সম্পর্ক থাকে, অর্থাৎ করের ভিত্তি (আয় বা সম্পত্তি) যত বেশি হয় উহাতে করের অনুপাত ততই বাড়ে। ইহার অর্থ, আয় বা সম্পত্তির পরিমাণ যত বেশি হয়, করের হার ততই বৃদ্ধি পায়; করের ভিত্তি যত বেশি হইবে করের হারও তত বেশি হয়। যথা, ৫,০০০ টাকা আয়ে যদি করহার ৫% হয়, তবে ১০,০০০ টাকা আয়ে ১০% এবং ২০,০০০ টাকা আয়ে ১৫% ইত্যাদি।

কিন্তু **সমানুপাতিক করের ক্ষেত্রে** করের ভিত্তি ও করের পরিমাণের অনুপাতটি সর্বদা একরূপ থাকে। অর্থাৎ করের ভিত্তি যাহাই হোক উহাতে করের আনুপাতিক অংশটি অপরিবর্তনীয় থাকে। যেমন, আয়করের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন ব্যক্তির আয়ের পরিমাণ বিভিন্ন রূপ হইলেও, তাহাদের একই শতাংশ হারে আয়কর দিতে হইবে। আয় ৫,০০০ টাকা হইলেও যেমন ৫% হারে কর দিতে হইবে, তেমনি ২০,০০০ টাকা আয়েও ৫% হারেই কর দিতে হইবে। করের ভিত্তির পরিমাণের পরিবর্তনে, অর্থাৎ সম্পত্তি বা আয়ের পরিবর্তনে, ইহাতে করহারের পরিবর্তন হয় না।

২. প্রগতিশীল কর ও সমানুপাতিক করের তুলনাঃ ক. সমানুপাতিক করের সপক্ষে ও প্রগতিশীল করের বিপক্ষে যুক্তি—(১) সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তির করপ্রদানের সামর্থ্য একরূপ নহে বলিয়া, তাহাদের ত্যাগের পরিমাণ সমান হইলে উহা ন্যায়বিচারবিরুদ্ধ হইবে। সুতরাং করভার-বন্টন ন্যায়বিচার সংগত করিতে হইলে সামর্থ্যের পার্থক্য অনুসারে করের দরুন ত্যাগও আনুপাতিক হওয়া প্রয়োজন। অতএব ন্যায়বিচারের খাতিরে সমানুপাতিক করই অধিক যুক্তিসংগত। ইহাই সমানুপাতিক করের সর্বপ্রধান যুক্তি। (২) প্রগতিশীল করের ক্ষেত্রে করের ভিত্তি (আয় বা সম্পত্তি) অনুসারে করহারের যে পার্থক্য করা হয় তাহা অবিচারমূলক এবং যুক্তিহীন। কারণ আয় বা সম্পত্তির পরিমাণ অনুসারে যে ক্রমবর্ধমান করহার ধার্য করা হয়, শেষ পর্যন্ত তাহা করনির্ধারক কর্তৃপক্ষের বা অর্থমন্ত্রীর খেয়ালের উপরই নির্ভর করে। (৩) আয়বৃদ্ধির সহিত অর্থের প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায়। কিন্তু কতটা হ্রাস পায় তাহা কেহ বলিতে পারে না। সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইহা সমরূপ নহে, অথচ এই ধারণার উপর ভিত্তি করিয়াই অধিক আয়ে উচ্চতর করহার প্রগতিশীল করব্যবস্থায় ধার্য করা হয়। সুতরাং ইহার কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি বা ভিত্তি নাই। (৪) প্রগতিশীল কর ধার্য করিলে কর ফাঁকির পরিমাণ বাড়িবে। (৫) প্রগতিশীল কর ধার্য করার অর্থই হইল ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার পথে অগ্রসর হওয়া। (৬) যে লোককল্যাণ বৃদ্ধির যুক্তিতে প্রগতিশীল কর সমর্থন করা হয় তাহাও মনোগত। উহা পরিমাপ করার কোন উপায় নাই। সমস্তটাই একটা আন্দাজী ব্যাপার। বরং উহাতে দরিদ্রের যতটা না উপকার হয় তদপেক্ষা ধনীকে বিব্রত করা হয় বেশি। (৭) প্রগতিশীল কর সঞ্চয়-প্রবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করে, পুঁজিগঠনে বাধা দেয় এবং কর্মোদ্যম ক্ষুণ্ণ করিয়া শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিতে বিঘ্নের সৃষ্টি করে। এই সকল যুক্তিতে একদা বহু প্রখ্যাত অর্থবিজ্ঞানী (মিল, ম্যাক্‌কুলক্ প্রমুখ অনেকে) প্রগতিশীল করের বিরোধিতা ও সমানুপাতিক কর সমর্থন করিয়াছিলেন।

খ. প্রগতিশীল করের সপক্ষে ও সমানুপাতিক করের বিপক্ষে যুক্তি,—(১) ইহার সমর্থনে একটি যুক্তি এই যে, আয় বৃদ্ধির সহিত আয়ের অতিরিক্ত অংশের উপযোগ করদাতার নিকট হ্রাস পায়, অতএব প্রকৃত করভার বণ্টনে সমানুপাত প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে করদাতাকে অধিকতর পরিমাণে করের আর্থিক ভার বহন করিতে হইবে। তাহা ছাড়া, অধিকতর হারে কর দিতে গিয়া ধনীকে বিলাসদ্রব্যের ব্যয় কমাইতে হইবে, কিন্তু দরিদ্রকে অধিক কর দিতে হইলে অবশ্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ভোগ বাদ দিতে হয়। অতএব ধনীকে যে পরিমাণ ত্যাগ করিতে হয় সেজন্য তাহার প্রকৃত কষ্ট স্বীকারের পরিমাণ অধিক নহে। (২) প্রগতিশীল কর দ্বারা অধিকতর পরিমাণে রাজস্ব সংগ্রহ করা সম্ভব। ইহার উৎপাদনশীলতা বেশি। (৩) ইহার সাহায্যে করহারের সামান্য পরিবর্তন দ্বারা প্রয়োজনমত রাজস্বসংগ্রহের পরিমাণ সহজে হ্রাস বৃদ্ধি করা যায়। অর্থাৎ ইহার স্থিতিস্থাপকতা বেশি।

(৪) প্রগতিশীল করব্যবস্থা অধিকতর নমনীয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সহিত উহার সামঞ্জস্য সাধনের ক্ষমতা বেশি। (৫) ইহাতে করের প্রশাসনিক ব্যয় কম কারণ সাধারণত, যেমন আয়করের ক্ষেত্রে, ইহা আয়ের উৎস হইতে সহজে সংগৃহীত হইতে পারে। (৬) ইহার দ্বারা সমাজে আয় ও ধনবৈষম্য কমাইয়া সমাজের লোককল্যাণ বৃদ্ধি করা যায়। (৭) বাস্তবে দেখা গিয়াছে যে, যথাযথরূপে পার্থক্যমূলক করহারগুলি ধার্য করিলে তাহা সঞ্চয়, পুঁজি-গঠন, শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষুণ্ণ করে না। যদি করহার ধার্য করিতে ভুলও হয়, তথাপি তাহা অভিজ্ঞতার সাহায্যে অবিলম্বে সংশোধন করা সম্ভব। (৮) ইহাতে যদি কর-ফাঁকির সম্ভাবনা থাকে, তবে সমানুপাতিক কর ব্যবস্থাও তাহা হইতে মুক্ত নহে। কারণ যাহাদের কর ফাঁকি দেওয়ার ঝোঁক থাকে তাহারা সর্বাবস্থায় সে সুযোগ অনুসন্ধান করে। (৯) সমানুপাতিক করব্যবস্থা ন্যায়বিচারের সম্পূর্ণ বিরোধী। কারণ কেবল আয়ের প্রান্তিক উপযোগ অতি ধীরে ধীরে কমিলেই, ত্যাগের সমতার যুক্তিতে সমানুপাতিক কর সমর্থনযোগ্য। কিন্তু এই অনুমান সত্য নহে। আবার আয়ের প্রান্তিক উপযোগ অপরি-বর্তিত থাকে ধরিয়া লইলেই একমাত্র সমানুপাতিক ত্যাগের যুক্তিতে সমানুপাতিক কর সমর্থনযোগ্য। কিন্তু এই অনুমানও ভ্রান্ত। অতএব কি ত্যাগের সমতা, কি সমানুপাতিক ত্যাগ, কোন যুক্তিতেই সমানুপাতিক কর সমর্থনযোগ্য নহে। অতএব সমানুপাতিক কর ন্যায়বিচারসম্মতও নহে। (১০) তাহা ছাড়া সমানুপাতিক করের ক্ষেত্রেও যে করহার ধার্য হয় তাহাই যে যথার্থ তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? উহাও কমবেশি খেয়ালের উপর, মনোগত ধারণার উপর নির্ভরশীল।

সুতরাং শেষ পর্যন্ত, অধ্যাপক টেলারের[৫৭] ভাষায়, সমানুপাতিক ও প্রগতিশীল করের মধ্যে পছন্দের প্রশ্নটি **নিশ্চিত অবিচার** ও **অনিশ্চিত ন্যায়বিচারের** মধ্যে বাছাইয়ের প্রশ্নে পরিণত হইয়াছে[৫৮]। অতএব আধুনিক কালের বিচারে প্রগতিশীল করব্যবস্থাই জয়ী হইয়াছে।

করসঞ্চালন ও করপাত

SHIFTING AND INCIDENCE OF A TAX

১. করসঞ্চালন ও করপাতের মধ্যে পার্থক্য[৫৯]: কাহারও উপর যখন কোন কর ধার্য হয় তখন করদাতা ঐ করটি নিজে প্রদান করিবার পর অপর কাহারও স্কন্ধে উহা চাপাইতে অসমর্থ হইয়া ঐ করের ভার সে শেষ পর্যন্ত নিজেই সম্পূর্ণ বহন করিতে পাবে। এরূপ ক্ষেত্রে, করভার ও করপাত একই ব্যক্তির উপর পড়ে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই করদাতা নিজের স্কন্ধ হইতে অপর কাহারও না কাহারও স্কন্ধে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ঐ করভার চাপাইতে বা স্থানান্তর কবিতে (অর্থাৎ প্রথমে করটি নিজে প্রদান করিয়া পরে অপরাপর ব্যক্তির নিকট হইতে উহার সবটা বা খানিকটা আদায় করিতে) সক্ষম হইতে পাবে। এইরূপে **একের নিকট হইতে অপরের নিকট করভার চালান করিবার প্রক্রিয়াটিকে করসঞ্চালন বলে।**[৬০] সুতরাং করসঞ্চালন হইল একের নিকট হইতে অপরের নিকট করভার হস্তান্তরের প্রক্রিয়া।

করপাত **বলিলে কোন করভারের চূড়ান্ত বা শেষ অবস্থিতি-স্থল বুঝায়।** যে ব্যক্তি তাহার স্কন্ধে পতিত কোন করভার অপর কাহারও নিকট চালান দিতে অর্থাৎ হস্তান্তরিত করিতে না পারিয়া নিজেই **শেষ পর্যন্ত** উহা বহন করিতে বাধ্য হয়, করভার শেষ পর্যন্ত তাহার উপরই পতিত হয়, এই অর্থে, সে-ই করপাত বহন করে, তাহার স্কন্ধই করভারের

57. Philip E. Taylor.
58. 'The choice between proportional and progressive taxation is therefore a choice between certain injustice and uncertain justice.' Taylor, P. E.
59. Distinction between shifting and incidence.
60. "The process of transferring the burden of the tax from one person to another is known as *tax shifting*." Taylor.

শেষ অবস্থিতি-স্থল। সুতরাং **করপাত কাহার উপর ঘটিবে, অর্থাৎ করপাত কে বহন করিবে তাহা করসঞ্চালন প্রক্রিয়াটি শেষ না হইলে নির্ধারিত হইতে পারে না।** অতএব করপাত নির্ধারণ করিতে হইলে, করসঞ্চালন প্রক্রিয়াটি অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করিয়া কাহার উপর শেষ পর্যন্ত করভারটি পাতিত হইল তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়।

২. **করসঞ্চালন ও করপাতের গুরুত্ব:** করসঞ্চালন ও করপাত, এই দুইটি বিষয় যে পরস্পর সংশ্লিষ্ট কেবল তাহাই নহে, উহারা উভয়েই আবার করভার-বন্টনের প্রশ্নটির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। কারণ শেষ পর্যন্ত করসঞ্চালন ও করপাতের উপরই করভারের বন্টন নির্ভর করে. যে কোন নির্দিষ্ট করের ভার কে কতটা বহন করিবে তাহা স্থির হয়। যাহাদের বা যাহার উপর করভার চাপাইবার উদ্দেশ্যে করটি ধার্য হইয়াছিল, তাহারাই উহা যথার্থ বহন করিতেছে কি না, এবং তাহাদের মধ্যে ন্যায়সংগতভাবে করভারের বন্টন ঘটিতেছে কিনা তাহা জানিতে হইলে করসঞ্চালন ও করপাত অনুসন্ধান করিতেই হয়।

৩. **যে সকল বিষয়ের বা নীতির দ্বারা করসঞ্চালন প্রক্রিয়া ও করপাত নির্ধারিত হয়[61]: করসঞ্চালন ও করপাতের বিশ্লেষণ[62]:** আমরা করসঞ্চালন প্রক্রিয়া ও করপাতের বিশ্লেষণ দ্বারা প্রথমে কোন্ মূলনীতির দ্বারা উহারা নির্ধারিত হয় এবং করসঞ্চালনের প্রকৃতি বা ধরনধারণ কি, তাহা অনুসন্ধান করিব। উহার পর, দৃষ্টান্তস্বরূপ,—(ক) পণ্য-কর, (খ) আয়কর এবং (গ) একচেটিয়া কারবারীর উপর ধার্য কর,—এই তিন প্রকার করের ক্ষেত্রে করসঞ্চালন প্রক্রিয়া এবং করপাতের বিষয়টি আলোচনা করিব।

৩. ক. **করসঞ্চালন ও করপাত নির্ধারণের মূল নীতি : দামের ভূমিকা**—আলোচনার প্রথমেই আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, করভার অপর কাহারও উপর চাপান সম্ভব না হইলে, করঘাত[63] ও করপাত[64] একই ব্যক্তির উপর পড়ে। আর করভারটি অংশত বা সম্পূর্ণত অপরের উপর চাপান সম্ভব হইলে, তবেই করসঞ্চালন ঘটে এবং তখন একের উপর করঘাত ও অপরের উপর করপাত ঘটে।

বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কেবল দামের মধ্য দিয়াই একের সহিত অপরের অর্থনৈতিক লেনদেন বা আদানপ্রদান ঘটিতে পারে। সুতরাং একমাত্র দামের (পণ্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম এবং উপাদানসমূহের দাম) মধ্য দিয়া ছাড়া, করসঞ্চালনের (একের করভার অপরের উপর চাপাইবার) আর কোন উপায় বা পথ নাই। কোন করের ভার অপরের উপর আংশিক বা সম্পূর্ণ চাপাইতে গেলে, দামের মধ্যে কর ধরিয়া সে পরিমাণে দামের পরিবর্তন করিতে হয়, অর্থাৎ, করটি ধার্য না হইলে দামটি যাহা হইত, করটি ধার্য হইবার ফলে দামটি আর তাহা হইতে পারে না, উহা অন্যরূপ হয় (আদি দাম+আংশিক বা সম্পূর্ণ কর=নূতন দাম অথবা, আদি দাম—কর=নূতন দাম)। অবশ্য, অনেক সময় দামটি অপরিবর্তিত রাখিয়া, পণ্য বা সেবার গুণগত পরিবর্তন করিয়াও (একই দামে আগের তুলনায় নিকৃষ্ট সামগ্রী বেচিয়া) করভার অপরের উপর চাপান যাইতে পারে (ইহা কার্যত দাম বাড়ানর সামিল)। সুতরাং বলা যায় যে, **দাম পরিবর্তনের মধ্য দিয়াই করসঞ্চালন প্রক্রিয়াটি কার্যকর হয়। দাম-ই হইল করসঞ্চালনের মাধ্যম বা উপায়[65]।** অতএব করসঞ্চালনে দামের ভূমিকাটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

৩. খ. **করসঞ্চালনের প্রকৃতি: সম্মুখগামী ও পশ্চাদ্‌গামী করসঞ্চালন[66]:** ক্রয়-বিক্রয় প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপের কোন একটি বিশেষ ধাপে অবস্থিত কাহারও উপর কোন নির্দিষ্ট কর ধার্য হইলে, করদাতা যদি অংশতঃ বা সম্পূর্ণতঃ, তাহার পরবর্তী ধাপে

61. Factors or Principles governing (or determining) shifting and incidence of a tax.
62. Analysis of shifting and incidence. 63. Impact.
64. Incidence. 65. 'Price is the vehicle of shifting.'
66. Forward and Backward shifting of taxes.

অবস্থিত ব্যক্তির উপর [যেমন কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের উপর ধার্যকর (উৎপাদনশুল্ক বা অন্তঃশুল্ক) যদি উৎপাদক-বিক্রেতা উহার পণ্যের ক্রেতার উপর] করটি চাপাইতে পারে, তবে উহাকে সম্মুখগামী করসঞ্চালন বলে। ইহার ফলে দাম বাড়ে (আদি দাম+কর=নূতন দাম)।

আর ক্রয়বিক্রয়-প্রক্রিয়ার কোন নির্দিষ্ট ধাপে অবস্থিত কাহারও উপর কোন কর ধার্য হইলে সে যদি উহা পূর্ববর্তী ধাপে অবস্থিত ব্যক্তির উপর (যেমন ক্রেতাদের উপর ধার্য বিক্রয়কর যদি তাহারা বিক্রেতাদের উপর) চাপাইতে সক্ষম হয়, তবে উহাকে পশ্চাদ্‌গামী করসঞ্চালন বলে। ইহার ফলে দাম কমে (আদি দাম−সম্পূর্ণ বা আংশিক কর=নূতন দাম)। সম্পূর্ণ করভারটি যদি বিক্রেতার উপর চাপান সম্ভব হয়, তবে ক্রেতা আগের দামেই পণ্যটি কিনিবে, কিন্তু বিক্রেতার নিকট কার্যত দামটি হইবে বিক্রয়মূল্য ও করের বিয়োগফল (বিক্রয় দাম−কর=যথার্থ দাম)।

৪. **পণ্যকরের করসঞ্চালন ও করপাত নির্ধারক বিষয় বা নীতিসমূহ**[৬৭]**ঃ** (১) কোন পণ্যের উপর কর ধার্য হইলে (অন্তঃশুল্কে বা উৎপাদনশুল্কে, বিক্রয়কর ইত্যাদি) উহার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া রূপে উহার **দাম বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা দিবে।** ইহার অর্থ, বিক্রেতাদের উপর উহা ধার্য হইলে তাহারা ঐ করভার বর্ধিত দামের আকারে ক্রেতাদের উপর চাপাইবার চেষ্টা করিবে। এইভাবে **সম্মুখগামী করসঞ্চালনের চেষ্টা** হইবে। আর ক্রেতাদের উপর কর ধার্য হইলে তাহারা উহা বিক্রেতাদের উপর চাপাইবার চেষ্টা করিবে, অর্থাৎ করভারের **পশ্চাদ্‌গামী সঞ্চালনের চেষ্টা** হইবে। ইহার অর্থ, পণ্যটির **চাহিদা হ্রাসের প্রবণতা** জন্মিবে এবং তাহাতে বিক্রেতারা তাহাদের বিক্রয় অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহিলে, করটি সম্পূর্ণ বা অংশতঃ নিজেরাই বহন করিবে কি না সে প্রশ্ন বিবেচনা করিতে বাধ্য হইতে পারে। দাম বৃদ্ধি মারফত করসঞ্চালনের সুযোগ সম্ভাবনা প্রথমত নির্ভর করে পণ্যটির চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর।

(২) **চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাঃ** করটি কার্যত কতটা সম্মুখে বা পশ্চাতে সঞ্চালিত হইবে, বা আদৌ হইবে কি না, তাহা **পণ্যটির চাহিদা** রেখা ও অবস্থার উপর নির্ভর করিবে। এবিষয়ে চারিটি সম্ভাবনা আছেঃ (ক) চাহিদা যদি **সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হয়** ($Ed=\infty$) তবে বিক্রয়ের পরিমাণ অক্ষুণ্ণ রাখিতে গিয়া করভার বিক্রেতারাই সম্পূর্ণ বহনে বাধ্য হইবে, অর্থাৎ করটি সম্পূর্ণভাবে বিক্রেতাদের উপর চাপিবে এবং করপাতও বিক্রেতাদের উপরই পড়িবে। ফলে ক্রেতাদের নিকট দাম অপরিবর্তিত থাকিবে বটে, কিন্তু বিক্রেতাদের নিকট কার্যত দাম কমিবে (আদি দাম−কর=যথার্থ দাম)। (খ) চাহিদা যদি **সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হয়** ($Ed=0$) করভারটি সম্পূর্ণভাবে ক্রেতাদের উপর চাপিবে এবং করপাত তাহাদের উপরই ঘটিবে। তখন চাহিদা অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং করের সমপরিমাণে দাম বাড়িবে। (আদি দাম+কর=নূতন দাম)। (গ) চাহিদা যদি **অধিকতর স্থিতিস্থাপক হয়** ($Ed>1$) তবে, উহার স্থিতিস্থাপকতা যত বেশি হইবে, ততই করভারের অধিকাংশ বিক্রেতাদের উপর চাপিবে এবং ফলে, বিক্রেতা ও ক্রেতাদের মধ্যে করপাতের বন্টন ঘটিবে ও ক্রেতাদের তুলনায় বিক্রেতারা অধিক করপাত বহন করিবে। ইহাতে দাম আংশিক বাড়িবে (আদি দাম+ক্রেতাদের উপর সঞ্চালিত আংশিক করভার=নূতন দাম), বেশি নহে। দাম যতটুকু পরিমাণে বাড়াইলে চাহিদা বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইবে না, বিক্রেতারা ততটুকু পরিমাণে মাত্র দাম বাড়াইবে। (ঘ) পণ্যটির চাহিদা **যত অস্থিতিস্থাপক হইবে** ($Ed<1$) ততই করপাতের অধিকাংশ ক্রেতাদের উপর পড়িবে এবং দাম ততই বেশি হইবে (আদি দাম+ক্রেতাদের উপর করপাতের অধিকাংশ=নূতন দাম)।

(৩) **যোগানের স্থিতিস্থাপকতাঃ** করভারের সঞ্চালন ও উহার করপাত পণ্যটির

67. Factors determining shifting and incidence of a commodity tax.

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা এবং কোন্ উৎপন্নবিধির অধীনে উহা উৎপাদিত হইতেছে তাহার উপর নির্ভর করে। (ক) যোগান যদি সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হয় ($Es=\infty$) তবে, করপাত ক্রেতারা সম্পূর্ণ বহন করিবে। (খ) যোগান যদি সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হয় ($Es=0$) তবে করপাত সম্পূর্ণভাবে বিক্রেতাদের উপর পড়িবে। (গ) যোগান যদি অধিকতর স্থিতিস্থাপক হয় ($Es>1$) তবে, করপাতের অধিকাংশ ক্রেতাদের উপর এবং অল্পাংশ বিক্রেতাদের উপর পড়িবে। (ঘ) যোগান যদি অধিকতর অস্থিতিস্থাপক হয় ($Es<1$) তবে করপাতের অধিকাংশ বিক্রেতাগণকে বহন করিতে হইবে। প্রথম ক্ষেত্রে করের সমপরিমাণে দাম বাড়িবে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ক্রেতাদের নিকট দাম আদৌ বাড়িবে না এবং বিক্রেতাদের নিকট দাম করের সমপরিমাণ কমিবে; তৃতীয় ও চতুর্থ ক্ষেত্রে আংশিক দাম বৃদ্ধি ঘটিবে।

পণ্যটি যদি **সমানুপাতিক খরচবিধির** অধীনে উৎপাদিত হয় তবে, চাহিদা কমিবে ও **করের সমপরিমাণ দাম বাড়িবে।** যদি **বর্ধমান খরচবিধির** অধীনে উহা উৎপন্ন হয় তবে, চাহিদা কমিলে উৎপাদন কমিবে ও উৎপাদনের প্রান্তিক খরচ কমিবে, ফলে **কর অপেক্ষা কম পরিমাণে দাম বাড়িবে।** আর যদি **ক্ষীয়মাণ খরচবিধির** অধীনে উহা উৎপন্ন হয় তবে, চাহিদা হ্রাসে উৎপাদনের পরিমাণ কমিলে প্রান্তিক খরচ বাড়িবে এবং **করের অধিক পরিমাণে দাম বাড়িবে।**

বাস্তবে, শেষ পর্যন্ত পণ্যটির চাহিদা ও যোগানের তুলনামূলক স্থিতিস্থাপকতার দ্বারা উহাদের চাহিদা ও যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি ও দামের পরিবর্তনটি স্থির হইবে এবং উহার মধ্য দিয়া ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের মধ্যে করপাতের বন্টনটি নির্ধারিত হইবে।

(৪) **বাজারের অবস্থাঃ** যে কোন পণ্যকরের করভারের সঞ্চালন ও করপাত বাজারের অবস্থার উপরও নির্ভর করে। **নিখুঁত প্রতিযোগিতায়,** স্বল্পকালীন সময়ে বিক্রেতারা চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতা অনুসারে করপাত বহন করিলেও, দীর্ঘকালীন সময়ে পণ্যের ভারসাম্য দাম উহার গড় উৎপাদন খরচের বেশি কখনই হইতে পারে না (দাম=গড় খরচ) বলিয়া দীর্ঘকালীন সময়ে পণ্যকরের করপাত সম্পূর্ণ পরিমাণে ক্রেতারাই বহন করিবে। কিন্তু বাজারে একচেটিয়া কারবার থাকিলে, একচেটিয়া কারবারী করপাত বহন করিবে কিনা তাহা নির্ভর করিবে করটির প্রকৃতির[৬৮] উপর। যদি উহা তাহার মুনাফার একটি নির্দিষ্ট শতাংশ রূপে অথবা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রদেয় অর্থরূপে ধার্য হয়, তবে সে উহাকে তাহার স্থির খরচ রূপে গণ্য করিয়া সবটাই নিজে বহন করিতে পারে। কিন্তু করটি যদি তাহার উৎপাদনের পরিমাণের অনুপাতে নির্দিষ্ট হয় (উৎপাদনের পরিমাণ যত বাড়িবে উৎপাদিত পণ্যের একক পিছু করও তত বাড়িবে[৬৯], তবে, কর ধার্যের দরুন তাহার প্রান্তিক খরচ বাড়িবে ও প্রান্তিক খরচ রেখা উচ্চতর বিন্দুতে প্রান্তিক আয় রেখাকে ছেদ করিলে, স্বল্পতর ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ ও উচ্চতর ভারসাম্য দাম নির্ধারিত হইবে। দাম কতটা বাড়িবে ও চাহিদা কতটা কমিবে তাহা পণ্যটির চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করিবে।

(৫) **করের পদ্ধতি ও পরিমাণ**[৭০]**ঃ** করের পদ্ধতি ও পরিমাণও করপাত বণ্টনে প্রভাব বিস্তার করে। করের পরিমাণ অতি সামান্য হইলে করদাতা উহা নিজেই বহন করিতে পারে এবং পরিমাণের সামান্যতা বিবেচনায় উহা সঞ্চালনের কথা সে অগ্রাহ্য করিতে পারে। করের পরিমাণ সবিশেষ হইলে উহার সঞ্চালনের প্রশ্নটি গুরুত্ব লাভ করে। আবার অতিরিক্ত মুনাফার উপর কর ধার্য হইলে উহার সঞ্চালন কিছুই না হইবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু সাধারণ আয় বা মুনাফা ক্ষুণ্ন হইলেই করসঞ্চালনের প্রশ্নটি গুরুতর হয়।

68. Nature of the tax.
69. Tax per unit to increase with output.
70. Method and amount of tax.

সুতরাং বলা যাইতে পারে যে করসঞ্চালন ও করপাত নির্ধারণের বিষয়টি নানারূপ জটিল শক্তির প্রভাবের অধীন এবং সামগ্রিকভাবে উহা আসলে দাম নিধারণ সমস্যার অন্তর্গত বিষয়।

৫. আয়করের সঞ্চালন ও করপাত নির্ধারণকারী শক্তি বা নীতিসমূহ[71]: আয়কর দুই প্রকারের,—(ক) ব্যক্তিগত আয়ের উপর ধার্য কর[72]; এবং (খ) কারবারী বা পেশাগত আয়ের উপর ধার্য কর[73]। সচরাচর মজুরি, সুদ ও খাজনা ও ভাড়া রূপেই ব্যক্তিগত আয় উপার্জিত হয়। কারবারী আয় হইল প্রধানত কারবার-লব্ধ মুনাফা ও পেশাগত আয় হইল সাধারণত চিকিৎসক, আইনজীবী প্রভৃতির আয়।

(ক) ব্যক্তিগত আয়কর—সাধারণত ব্যক্তিগত আয়ের উপর ধার্য করের করঘাত ও করপাত আয়-উপার্জনকারীর (করদাতার) উপরই পড়ে। ইহার কারণ, প্রথমত, এই সকল আয়-উপার্জনকারীর আয়ের চূড়ান্ত প্রাপক[74] বলিয়া অপর কাহারও স্কন্ধে আর করভার চালান করিতে পারে না। দ্বিতীয়ত, করভার অপরের নিকট চালান করিতে হইলে ক্রয়-বিক্রয় প্রক্রিয়ার সাহায্যে দামের মধ্য দিয়া তাহা ঘটাইতে হয়; কিন্তু আয়-উপার্জনকারিগণের সে সুযোগ নাই। কিন্তু, **স্বল্পকালীন সময়ে ব্যক্তিগত আয়করের করভারের সঞ্চালন না ঘটিলেও, দীর্ঘকালীন সময়ে উহা কমবেশি সঞ্চালিত হইবার সম্ভাবনা থাকে।** যেমন আয়করের দরুন শ্রমিক কর্মচারিগণ যদি সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের দ্বারা মজুরি ও বেতন বৃদ্ধি আদায় করিতে সক্ষম হয়, তবে, নিয়োগকর্তা তাহার উৎপাদিত পণ্যের দাম বাড়াইয়া ক্রেতাদের নিকট হইতে ঐ আয়করের (অর্থাৎ বর্ধিত মজুরি ও বেতনের সমস্ত বা একাংশ) যথাসম্ভব অংশ আদায় করিবার চেষ্টা করিবে এবং এই ভাবে আয়করের (করভারের) একাংশ বা সমস্তটা চালান করিতে সক্ষম হইতে পারে। ফলে, দীর্ঘকালীন সময়ে এমনকি আয়করের ক্ষেত্রেও করঘাত ও করপাত বিভিন্ন ব্যক্তির উপর পড়িতে পারে।

(খ) কারবারী ও পেশাগত আয়কর—পেশাগত আয়ের উপর ধার্য আয়করের করভার সহজেই করদাতারা তাহাদের পারিশ্রমিক বাড়াইয়া রোগী বা মক্কেলগণের নিকট হইতে আদায় করিতে পারে এবং এইভাবে পেশাগত আয়করের করভার সঞ্চালিত হইতে পারে।

কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কারবারী আয়ের উপর ধার্য কর সঞ্চালিত হইতে পারে না বলিয়াই অর্থবিজ্ঞানিগণের অভিমত। কারণ করপ্রদানের পর নীট আয় সর্বাধিক করাই কারবারিগণের লক্ষ্য এবং বাস্তবের অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে সর্বাধিক আয়ের উৎপাদনের পরিমাণ[75] প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক খরচের সমতার উপর নির্ভর করে (ভারসাম্য উৎপন্ন), এবং কর ধার্যের দ্বারা উহার পরিবর্তন ঘটিতে পারে না। সেহেতু, অধ্যাপক টেলার প্রভৃতি অনেকের অভিমত এই যে, কারবারী আয়ের ক্ষেত্রেও কর-ভারের সঞ্চালন সম্ভব নহে। অধ্যাপক ডিউ মনে করেন যে, কারবারী আয় সচরাচর সঞ্চালনযোগ্য নহে, তব অতি সামান্য পরিমাণে তাহা দাম বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্রেতাদের নিকট সঞ্চালিত হইতেও পারে।

৬. একচেটিয়া কারবারীর উপর ধার্য করের করভারের সঞ্চালন ও করপাত নির্ধারক শক্তি বা নীতিসমূহ[76]: একচেটিয়া কারবারীর উপর ধার্য কর,—(ক) তাহার পণ্যের উৎপাদনের মাত্রা অনুসারে ধার্য হইতে পারে[77] এবং করের হারটি উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত বর্ধমান বা হ্রাসমান হইতে পারে; কিংবা (খ) তাহার উৎপাদনের পরিমাণ অনুসারে ধার্য

---

71. Shifting and incidence of income tax.
72. Tax on personal income.
73. Tax on business or professional income.
74. Final receivers of income. 75. Optimum output.
76. Shifting and incidence of a tax on Monopoly.
77. Tax varying with output.

না হইয়া মুনাফা বা আয়ের উপর ধার্য হইতে পারে এবং সেক্ষেত্রে উহা আয়ের শতাংশ রূপে, অথবা একটি মোট নির্দিষ্ট পরিমাণ রূপে[৭৮] ধার্য হইতে পারে।

(ক) উৎপাদনের মাত্রানুসারে পরিবর্তনীয় হারে (অর্থাৎ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির সহিত করহার বৃদ্ধি) কর ধার্য হইলে, এরূপ করভার সঞ্চালন ও করপাত নির্ধারণে চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা এবং খরচাবিধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিবে। বলা বাহুল্য, এরূপ পরিবর্তনীয় কর একচেটিয়া কারবারীর উৎপাদন খরচের অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং তাহাতে তাহার প্রান্তিক খরচ বাড়িবে এবং চাহিদা যদি অপরিবর্তিত থাকে, তবে প্রান্তিক আয় রেখাকে নূতন প্রান্তিক খরচ রেখা উচ্চতর বিন্দুতে ছেদ করিয়া দাম বাড়াইবে। যদি পণ্যটির চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয় তবে দাম বৃদ্ধির ফলে চাহিদা কমিবে। তাহার ফলে শেষ পর্যন্ত চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অনুসারে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে করভারের বণ্টন ঘটিবে এবং দাম সে অনুযায়ী কিছুটা বাড়িবে। চাহিদা যদি সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হয়, তবে দাম আদৌ বাড়িবে না এবং বিক্রয়ের পরিমাণ অক্ষুণ্ণ রাখিতে বিক্রেতা নিজেই করভার সম্পূর্ণ বহন করিবে। আর যদি চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয় তবে বিক্রেতার পক্ষে করের অধিকাংশই ক্রেতার স্কন্ধে চাপান সম্ভব হইবে এবং সেক্ষেত্রে দাম সবিশেষ বাড়িবে। যদি চাহিদা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হয়, তবে বিক্রেতা সম্পূর্ণ করভার ক্রেতার উপর চাপাইতে সমর্থ হইবে এবং করের সমপরিমাণে দাম বাড়িবে। অর্থাৎ চাহিদা যোগান অপেক্ষা বেশি স্থিতিস্থাপক হইলে ক্রেতার ঘাড়ে করের বোঝা অল্প চাপিবে, আর চাহিদা যদি যোগান অপেক্ষা কম স্থিতিস্থাপক হয়, তবে বিক্রেতার ঘাড়ে করের বোঝা কম চাপিবে। যদি ক্ষীয়মাণ খরচাবিধির অধীনে পণ্যটি উৎপাদিত হয় তবে করের পরিমাণ অপেক্ষা দাম বৃদ্ধি বেশি হইবে ও ক্রেতার ঘাড়ে বেশি করভার চাপিবে। বর্ধমান খরচাবিধির অধীনে পণ্যটি উৎপন্ন হইলে, কর অপেক্ষা কম পরিমাণে দাম বাড়িবে ও ক্রেতার ঘাড়ে অপেক্ষাকৃত কম করভার চাপিবে।

যদি উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির সহিত হ্রাসমান হারে করটি ধার্য হয়, তবে, একচেটিয়া কারবারী বিক্রয় বাড়াইয়া একচেটিয়া মুনাফা সর্বাধিক করিবার আশায় দাম না বাড়াইয়া নিজেই সম্পূর্ণ করভার বহন করিতে পারে।

(খ) আর যদি করটি তাহার নীট মুনাফা বা আয়ের শতাংশ বা মোট নির্দিষ্ট পরিমাণ রূপে ধার্য হয়, তবে, তাহাতে তাহার উৎপাদন খরচের পরিবর্তন ঘটিবে না বলিয়া, দাম বাড়াইয়া তাহার ভারসাম্য বিনষ্ট না করিয়া ঐ করটি তাহার স্থির খরচরূপে গণ্য করিয়া সে নিজেই উহা সম্পূর্ণ বহনে রাজী হইতে পারে।

প্রত্যক্ষ কর বনাম পরোক্ষ কর

DIRECT TAX VS. INDIRECT TAX

১. প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের পার্থক্যঃ সাধারণত সরকার কর্তৃক ধার্য যাবতীয় করকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর, এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। যে সকল করের করঘাত ও করপাত একই ব্যক্তির উপর ঘটে উহাদের প্রত্যক্ষ কর এবং যে সকল করের করঘাত একের উপর এবং করপাত অন্যের উপর ঘটে উহাদের পরোক্ষ কর বলা হয়। সচরাচর ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর ধার্য করকে প্রত্যক্ষ কর এবং দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাসমূহের উপর ধার্য করকে পরোক্ষ কর রূপে গণ্য করা হয়। কিন্তু এই শ্রেণীবিভাগ প্রশাসনিক দিক হইতে সুবিধাজনক হইলেও অর্থবিদ্যার দৃষ্টিকোণ হইতে ইহা যুক্তি-সহ নয়। কারণ করের সঞ্চালন ও করপাত নির্ধারণের বিষয়টি অত্যন্ত জটিল নানাবিধ অর্থনীতিক শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল এবং এই কারণে, যাহাদের প্রত্যক্ষ কর বলিয়া গণ্য করা হয়, উহাদের করঘাত ও করপাত সর্বদা একই ব্যক্তি বহন করে এবং যাহাদের পরোক্ষ কর বলা হয় উহাদের

78. Lump sum tax.

করঘাত ও করপাত সর্বদাই বিভিন্ন ব্যক্তি বহন করে, একথা সর্বদা সত্য নহে। আয়করের ক্ষেত্রে যেমন কোন কোন অবস্থায় উহার করভারের সঞ্চালন সম্ভবপর, তেমনি আবার অনেক অবস্থাতে পণ্যকরের কোনরূপ সঞ্চালন নাও সম্ভব হইতে পারে। অতএব করের এই শ্রেণীবিভাগ সন্তোষজনক নহে।

২. **প্রত্যক্ষ করের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিঃ ক. সুবিধা ঃ** (১) কর প্রদানের সামর্থ্য অনুসারে ইহা ধার্য করা হয় বলিয়া ইহার দ্বারা **ন্যায় সম্মতভাবে করদাতাগণের মধ্যে করভারের বন্টন** সম্ভব। (২) এইরূপ করের পরিমাণ, করপ্রদানের সময় ও করপ্রদান পদ্ধতি সকলই **সুনিশ্চিত**। (৩) ইহাতে রাজস্ব সংগ্রহের **খরচ কম**। (৪) ইহার **স্থিতিস্থাপকতা** আছে। প্রয়োজনমত সামান্য রদবদলের দ্বারা সহজেই কর সংগ্রহের পরিমাণ বাড়ান কমান যায়। (৫) ইহার দ্বারা, রাষ্ট্রের কার্যাবলীর ব্যয় নির্বাহের জন্য তাহারা যে বোঝা বহন করিতেছে তাহা প্রত্যক্ষভাবে নাগরিকগণকে অনুভব করাইয়া তাহাদের মধ্যে **নাগরিক-সচেতনতা** সৃষ্টি করা যায়।

খ. অসুবিধাঃ (১) ইহাতে করপ্রদানের সামর্থ্য অনুসারে কর ধার্য করিবার কথা বলা হইলেও, বাস্তবে কাহার করপ্রদান ক্ষমতা কতটা তাহা সম্পূর্ণ সঠিকভাবে নির্ধারণ করা একরূপ অসম্ভব। সেহেতু, যে হারে এই **কর ধার্য** হয় তাহা আন্দাজের উপরই নির্ভর করে এবং এই কারণে, তাহা অনেকটা **খেয়ালখুশির বিষয়** হইয়া পড়ে। (২) এই কর প্রদানে যে সকল হিসাবপত্র পেশ করিতে হয় তাহা করদাতাগণের পক্ষে অসুবিধাজনক। (৩) ইহা **ফাঁকি দেওয়া সহজ**। (৪) ইহার এক ন্যূনতম ছাড়-সীমা[79] থাকায় (আয়কর) সকলের উপর ইহা ধার্য করা যায় না বলিয়া ইহার ভিত্তি সংকীর্ণ।

৩. **পরোক্ষ করের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিঃ ক. সুবিধাঃ** (১) সাধারণত পণ্য-সামগ্রী ক্রয়ের সময় ইহা দিতে হয় বলিয়া করদাতাগণের পক্ষে ইহা **প্রদান করা সুবিধাজনক**। (২) ইহা **ফাঁকি দেওয়া কঠিন**। (৩) ইহা ধনী দরিদ্র সকলের নিকট হইতেই আদায় করা যায় বলিয়া ইহার ভিত্তি ব্যাপক। (৪) ইহাও অনেক ক্ষেত্রে রাজস্ব সংগ্রহের **স্থিতিস্থাপক উৎস** হইতে পারে (অবশ্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উপর ধার্য কর)। (৫) ইহার দ্বারা ক্ষতিকর দ্রব্যের ভোগ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি নানাবিধ **অ-রাজস্বমূলক উদ্দেশ্য সফল** হইতে পারে।

খ. অসুবিধা ঃ (১) ইহাতে করপ্রদানের সামর্থ্য অনুসারে করভারের বন্টন ঘটে না, এবং ইহাতে ধনী অপেক্ষা দরিদ্রগণের উপরই অধিকাংশ করভার পড়ে বলিয়া, ইহাকে **ন্যায়বিচার বিরোধী ও প্রতিক্রিয়াশীল** কর বলিয়া গণ্য করা হয়। (২) ইহার আদায়ের স্থান কাল ও পরিমাণ সকলই **অনিশ্চিত**। (৩) প্রত্যক্ষ করের মত পরোক্ষ কর করদাতারা সচেতন ভাবে দেয় না বলিয়া (উহা পণ্যসামগ্রীর দামের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়), ইহাতে **নাগরিক চেতনা বাড়ে না**। (৪) ইহার আদায় খরচ বা প্রশাসনিক **খরচ বেশি** পড়ে।

উপসংহারঃ কেবল কর হিসাবে বিচার করিলে পরোক্ষ কর অপেক্ষা প্রত্যক্ষ কর যে শ্রেষ্ঠ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। উহার যাহা কিছু অসুবিধা তাহার অধিকাংশই প্রশাসনিক। তবে আধুনিক কালে কোন মিশ্রধনতন্ত্রী দেশেই ইহাদের যে কোন একটির উপর নির্ভর করিলে চলে না। সরকারের কার্যাবলী ও ব্যয়বৃদ্ধির দরুন যে বিপুল পরিমাণ অর্থসংস্থানের প্রয়োজন তাহা সংগ্রহের জন্য উভয় প্রকার কর প্রয়োগই আবশ্যক। তাহা ছাড়া এই দুই প্রকার করের কোন একটির দ্বারাই করের সকল উৎসগুলি স্পর্শ করা সম্ভব নয়। একারণে একের দ্বারা যে সকল উৎস স্পর্শ করা যায় না, অপরটির দ্বারা তাহা সম্ভবপর। সুতরাং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নহে, উহারা পরস্পরের পরিপূরক। এজন্য আধুনিক সকল দেশের কর কাঠামোতেই উভয়েরই স্থান আছে। কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হয় যেন প্রত্যক্ষ কর অপেক্ষা পরোক্ষ করের পরিমাণ বেশি না হইতে পারে; তাহা অবাঞ্ছিত, কারণ তাহার ফলে কর কাঠামোর সামগ্রিক চরিত্রটি প্রতিক্রিয়াশীল ও ন্যায়বিচার বিরুদ্ধ হইয়া পড়িবে।

---

79. Exemption limit.

১৭

সরকারী ঋণ ও সরকারী ব্যয়
PUBLIC BORROWING & PUBLIC EXPENDITURE

[আলোচিত বিষয়ঃ সরকারী ঋণ—বেসরকারী ঋণ ও সরকারী ঋণের তুলনা—সরকারের ঋণ করিবার কারণ—সরকারী ঋণের বোঝা—**সরকারী ব্যয়**—সরকারের ব্যয় বৃদ্ধির **কারণ—সরকারী** ব্যয়ের প্রকার ভেদঃ উন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশসমূহ—উৎপাদন, নিয়োগ ও আয়ের উপর সরকারী ব্যয়ের ফলাফল।]

সরকারী ঋণ
PUBLIC DEBT

সরকারী ঋণ কাহাকে বলে?
WHAT IS PUBLIC DEBT?

যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মত সরকারও প্রয়োজনবোধে ঋণ দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে। ইহা সরকারের অর্থসংস্থানের একটি সাময়িক উপায়। ইহার দ্বারা সরকারের যে দায় জন্মায় তাহা কররাজস্ব অথবা অপর কোন উৎস হইতে পরিশোধ করিতে হয়। তবে, করের সহিত ইহার পার্থক্য এই যে, কর হইতেছে সরকারী অর্থসংস্থানের একটি বাধ্যতামূলক উৎস, আর ঋণ হইতেছে স্বেচ্ছামূলক। সরকারকে ঋণ দেওয়া বাধ্যতামূলক নহে।

দেশে বা বিদেশে, জনসাধারণ, বেসরকারী ব্যাঙ্ক, কারবারী প্রতিষ্ঠান, অন্য দেশের সরকার ও আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার, বিশ্বব্যাঙ্ক ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সংস্থার নিকট হইতে আধুনিক কালে বিভিন্ন দেশের সরকার ঋণ সংগ্রহ করিয়া থাকে।

বেসরকারী ঋণ ও সরকারী ঋণের তুলনা
PRIVATE DEBT VS. PUBLIC DEBT

বেসরকারী ও সরকারী ঋণের মধ্যে মিল ও পার্থক্য, উভয়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

উভয়ের মিলঃ (১) ঋণদাতা ঋণ না দিলে, উহা সে যে ভাবে ব্যয় বা ব্যবহার করিত, ঋণগ্রহীতা ঋণ লইয়া উহা ভিন্নতর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে ও ঐ উদ্দেশ্যে ঋণের ঐ অর্থ দিয়া নানারূপ উপকরণ সংগ্রহ করে। ইহার ফলে উপকরণগুলি যে ভাবে ব্যবহৃত হইতে পারিত তাহা না হইয়া অন্যরূপভাবে ব্যবহৃত হয়; অর্থাৎ ঋণের দ্বারা এক ব্যবহারের ক্ষেত্র হইতে বিবিধ উপকরণাদি অন্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হয়। ইহা বেসরকারী এবং সরকারী উভয় ঋণের ক্ষেত্রেই ঘটে।

কিন্তু মিল অপেক্ষা **উহাদের মধ্যে পার্থক্যই বেশিঃ** (১) বেসরকারী ঋণের বোঝা বেসরকারী ঋণগ্রহীতা, ব্যক্তি, বা প্রতিষ্ঠানই বহন করে, কিন্তু সরকারী ঋণের বোঝা দেশের সকল নাগরিকরা বহন করে। (২) বেসরকারী ঋণ পরিশোধ করিতে হইলে বেসরকারী ঋণদাতাকে হয় ঐ ঋণ উৎপাদনশীল ভাবে ব্যবহার করিয়া, উহার দ্বারা আয় সৃষ্টি করিয়া, তাহা হইতে ঋণ পরিশোধ করিতে হয়, অথবা, ভোগের জন্য ঐ ঋণ ব্যবহার করা হইলে, তাহা আয় হইতে পরিশোধ করিতে হয়। কিন্তু সরকারী ঋণ পরিশোধ যেমন ঋণের উৎপাদনশীল ব্যবহার দ্বারা সম্ভব, সেরূপ নূতন কর ধার্য করিয়াও উহা পরিশোধ

করা সম্ভব। সরকারী ঋণ পরিশোধের বোঝাও দেশের সকলে বহন করে। (৩) ঋণগ্রহীতা ঋণদাতার নিকট হইতে ঋণ লইয়া যে ব্যয় করে, তাহাতে ঋণদাতা উপকৃত হয় না। কিন্তু সরকার দেশবাসীর নিকট হইতে ঋণ লইয়া যে ব্যয় করে তাহাতে ঋণদাতাগণ সমেত দেশের সকল অধিবাসীই উপকৃত হয়। (৪) ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার নিকট হইতে ঋণের আসল ও সুদ যখন ফেরৎ পায় তখন সুদের সম্পূর্ণটাই তাহার লাভ হয়। কিন্তু সরকারী ঋণের ক্ষেত্রে, কররাজস্ব দ্বারা সরকারী ঋণ পরিশোধ ও উহার সুদ প্রদান করা হইলে, ঋণদাতারা যেমন আসল ও সুদ পায় তেমনি সরকারী কর বাবদ উহার একাংশ সরকারের নিকট চলিয়া যায় বলিয়া তাহারা করের সমপরিমাণে ক্ষতিগ্রস্তও হয়। (৫) সাধারণত সরকারী ঋণ দেশ এবং বিদেশ, উভয় সূত্র হইতে সংগৃহীত হইতে পারে। কিন্তু বেসরকারী ঋণ সাধারণত দেশের অভ্যন্তর হইতেই সংগৃহীত হয়। অবশ্য ইহার যে ব্যতিক্রম নাই তাহা নহে। (৬) বেসরকারী ঋণগ্রহীতা অপেক্ষা সরকারের মর্যাদা ও আর্থিক সামর্থ্য বেশি বলিয়া, সাধারণত, বেসরকারী ঋণের সুদের হার অপেক্ষা সরকারী ঋণের উপর সুদের হার কম হইয়া থাকে। (৭) বেসরকারী ঋণ সর্বদাই পরিশোধ্য কিন্তু সরকারী ঋণ অপরিশোধ্যও হইতে পারে।

সরকারী ঋণ ঃ উহার (বৃদ্ধির) কারণ এবং সপক্ষে যুক্তি

REASONS FOR INCURRING PUBLIC DEBT: ITS GROWTH AND JUSTIFICATION

১. সরকারী ঋণের কারণঃ অতীতে এমন একসময় ছিল যখন সরকারী ঋণ অবাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করা হইত এবং সে কারণে সরকারী ঋণের পরিমাণ যথা সম্ভব সীমাবদ্ধ রাখিবার কথা বলা হইত। কিন্তু আধুনিক কালে সরকারী ঋণ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আধুনিক যে কোন দেশের দিকে তাকাইলে দেখা যাইবে সর্বত্রই সরকারী ঋণের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে।

প্রধানত নিম্নোক্ত কারণে আধুনিক কালে বিভিন্ন দেশের সরকারকে ঋণ করিতে দেখা যায়ঃ (১) বাজেটের সাময়িক ঘাটতি পূরণ; (২) মন্দার সময় অর্থনীতিক কার্যাবলী সতেজ করিবার জন্য বাণিজ্যচক্রবিরোধী বা মন্দাবিরোধী ব্যবস্থা অবলম্বন; (৩) দেশের অর্থনীতিক উন্নয়ন ও বিকাশ; এবং (৪) যুদ্ধ।

২. কোন্ কোন্ কারণে ও ক্ষেত্রে সরকারী ঋণ সমর্থনযোগ্য? (১) সাধারণত ও স্বাভাবিক সময়ে, **অকস্মাৎ** কখনও কখনও **প্রাকৃতিক বা দৈব দুর্ঘটনার** (যথা, ভূমিকম্প, বন্যা, খরা, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি) **দরুন কররাজস্ব হইতে আদায়ের পরিমাণ কমিয়া গেলে,** শীঘ্র সরকারী ব্যয়ের অর্থ সংস্থানের জন্য **আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসাবে সরকার ঋণের সাহায্য লইতে পারে।** এরূপ ক্ষেত্রে কররাজস্ব বাড়াইয়া অর্থসংগ্রহ সম্ভব নাও হইতে পারে এবং তাহাতে বিলম্ব হইবে, কিন্তু সরকারী ব্যয় সেজন্য অপেক্ষা করিবে না। সেহেতু এসকল ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদী সরকারী ঋণ সংগ্রহ সমর্থনযোগ্য এবং এই ঋণ পরিবর্তীকালে চলতি কর রাজস্ব হইতে পরিশোধ করা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, এইরূপ ঋণের পরিমাণ সীমাবদ্ধই হইবে।

(২) **গভীর মন্দার সময় অর্থনীতিক পুনরুত্থানে সাহায্য করিবার** জন্য সরকারী ব্যয় বাড়াইবার প্রয়োজন দেখা দেয় (লোককর্মনীতি[1] ইত্যাদি)। ঐ সকল সরকারী **ব্যয়ের অর্থ সংস্থানের জন্য তখন সরকারী ঋণই বাঞ্ছনীয় উপায় বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে** (যদি সরকার নিজে সরাসরি নোট ছাপানো বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ করিয়া অর্থ সংগ্রহের ঘাটতি ব্যয় নীতি অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে না করে, কিংবা অংশতঃ উহার সাহায্য লয়)। মন্দার সময়ে দেশে নিয়োগ এবং আয় যখন এমনিতেই অত্যন্ত কমিয়া যায় এবং সে কারণে দেশের বেসরকারী মোট ব্যয়ের পরিমাণ অত্যন্ত হ্রাস পায়, তখন সরকার মন্দা-

1. Public Works Policy.

বিরোধী কর্মনীতির অর্থ সংস্থানের জন্য কররাজস্বের সাহায্য লইলে, প্রথমত, যথেষ্ট অর্থ সংগৃহীত হইবে না, দ্বিতীয়ত, উহাতে দেশবাসীর হাতে ব্যবহারযোগ্য আয়ের পরিমাণ² আরও কমিয়া যাইবার দরুন বেসরকারী মোট ব্যয় হ্রাস পাইয়া মন্দাকে তীব্রতর করিয়া তুলিতে পারে। সুতরাং সে সময়ে, বেসরকারী অলস অর্থ, যাহা বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের হাতে পড়িয়া থাকে তাহা সরকারী ঋণ দ্বারা সহজেই সংগ্রহ করিয়া বর্ধিত সরকারী ব্যয়ের অর্থসংস্থান করা যাইতে পারে। ইহাতে বেসরকারী ব্যয় কমিবার আশংকা নাই, অথচ সরকারী ব্যয় বাড়িবে; সুতরাং ইহার দ্বারা দেশে মোট ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ান সম্ভব। অতএব গভীর মন্দা কাটাইয়া উঠিবার জন্য যে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির কর্মসূচী গৃহীত হয় উহার অর্থসংস্থানে সরকারী ঋণের সাহায্য গ্রহণের সপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি রহিয়াছে।

(৩) **স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতিক উন্নয়ন ও স্থানীয় সরকারের** (যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আঞ্চলিক বা রাজ্য সরকারের) পক্ষে স্থানীয় বা আঞ্চলিক যে সকল **উন্নয়নমূলক কার্যের ব্যয়** অত্যন্ত বেশি এবং উহাতে স্থায়ী কোন সম্পত্তি সৃষ্টি হইতে পারে (জলাধার, বাঁধ, সেচখাল, সেতু, সড়ক ইত্যাদি), সে সকল উদ্দেশ্যে কর অপেক্ষা সরকারী ঋণের দ্বারা অর্থসংগ্রহই প্রশস্ত। কারণ এই জাতীয় ব্যয়গুলি বারংবার ঘটিবে না (পৌনঃপুনিক নহে[3]) এবং ইহাদের দরুন প্রয়োজনীয় সমস্ত অর্থ কর দ্বারা সংগ্রহ করিতে হইলে অবিলম্বে যে করভার চাপাইতে হইবে তাহা দেশবাসীর পক্ষে অত্যধিক হইতে পারে। সুতরাং এই প্রকারের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ না হইলেও আংশিকভাবে ঋণের সাহায্যে অর্থ-সংগ্রহের যথেষ্ট যৌক্তিকতা আছে। পরবর্তী কালে এই সকল উন্নয়নমূলক কাজের দরুন যে আয় বৃদ্ধি ঘটিবে তাহার উপর কর ধার্য করিয়া সহজেই ঐ ঋণ সুদে আসলে পরিশোধ করা সম্ভব হইবে।

(৪) **যুদ্ধের সময়** সরকারী ঋণকে সরকারের অর্থসংস্থানের যুক্তিসংগত উৎস হিসাবে গণ্য করা যায়। আধুনিক যুদ্ধ অত্যন্ত ব্যয়বহুল। ইহার যাবতীয় ব্যয় কেবল কররাজস্ব দ্বারা সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। কিংবা কর দ্বারা সকল উৎসগুলি প্রয়োজনীয় পরিমাণে ব্যবহার করাও সম্ভব নয়। সুতরাং প্রয়োজনের সীমা পর্যন্ত কর ধার্যের পরেও অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় অর্থ **সরকারী ঋণের দ্বারা** সংগ্রহ করা যাইতে পারে। যুদ্ধের সময় সরকারী ঋণ বৃদ্ধির আরেকটি উপযোগিতা আছে। সাধারণত এই সময়ে দেশে প্রায় পূর্ণনিয়োগ দেখা দেয় বলিয়া এবং সামরিক দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে গিয়া বেসামরিক ভোগ্য-পণ্যের উৎপাদন খানিক হ্রাস পায় বলিয়া দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে সরকারী ঋণ বাড়ান হইলে বেসরকারী ভোগব্যয় খানিকটা দমিতে থাকে ও সমাজের হাতে নগদ অর্থের পরিমাণ কমে বলিয়া মুদ্রাস্ফীতিও কতকাংশে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে।

সরকারী ঋণের বিপত্তিঃ তবে সরকারী ঋণ যাহাতে অত্যধিক না হয় সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। কারণ উহাতে সুদ ও ঋণ পরিশোধ বাবদ দায় বাড়ে এবং ঋণের পরিমাণ যতই বেশি হয় ততই উহার পরিশোধ একটি প্রবল সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। এজন্য পরবর্তী কালে বাজেটে ঘাটতির পরিমাণও বাড়ে। তাহা ছাড়া পূর্ণনিয়োগের পরি-স্থিতিতে সরকারী ঋণের পরিমাণ বেশি হইলে, তাহাতে দেশে সরকারী ঋণপত্রের ভিত্তিতে ঋণস্ফীতি[4] ঘটিবার আশংকা থাকে এবং সরকারী ঋণপত্রের বাজার দর রক্ষা করিবার জন্য সরকারের পক্ষে কঠোর মুদ্রাস্ফীতি বিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণ করা কঠিন হইয়া পড়ে।

সরকারী ঋণের বোঝা বা ভার

BURDEN OF PUBLIC DEBT

ঋণের বোঝা বা ভার বলিতে কি বুঝায়? ঃ ঋণের বোঝা বা ভার বলিতে, উহার আসল পরিশোধ ও সুদ প্রদানের আর্থিক দায় বুঝায়। ইহা হইল **ঋণের প্রত্যক্ষ আর্থিক বোঝা**

2. Disposable Income. 3. Non-recurring expenditure.
4. Credit inflation.

বা আর্থিক ভার[5]। অন্য যে কোন ঋণের মতই সরকারী ঋণেরও এই আর্থিক ভার রহিয়াছে। কিন্তু সরকারী ঋণের আর্থিক ভারই শেষ কথা নয়, উহার প্রকৃত ভার[6]ও আছে। সরকারী ঋণ সুদে আসলে পরিশোধের মধ্য দিয়া দেশে উৎপাদন ক্ষুণ্ণ, আয়ের বন্টনে বিকৃতি[7] এবং লোককল্যাণের বিলক্ষণ ক্ষতি হইতে পারে। ইহা সরকারী ঋণের **প্রত্যক্ষ প্রকৃত বোঝা** বা প্রকৃত ভার। তাহা ছাড়া উহা সঞ্চয় প্রবণতা ও কর্মোদ্যমও ক্ষুণ্ণ করিতে পারে। ইহা হইল সরকারী ঋণের পরোক্ষ প্রকৃত ভার[8]।

উৎস অনুসারে ঋণের প্রকারভেদঃ সরকারী ঋণ দেশবাসিগণের নিকট হইতে সংগৃহীত হইলে, উহাকে অভ্যন্তরীণ ঋণ[9] এবং বিদেশ হইতে সংগৃহীত হইলে, উহাকে বিদেশী ঋণ[10] বলে।

১. **অভ্যন্তরীণ ঋণের ভার[11]ঃ ক. উহার কোন আর্থিক বোঝা নাইঃ** অনেক সময় বলা হয় যে, "অভ্যন্তরীণ ঋণের কোন বোঝা বা ভার নাই"[12] অথবা "অভ্যন্তরীণ ঋণ কোনরূপ বোঝা চাপায় না"[13]। এই রূপ বক্তব্যের যুক্তি এই যে,—(১) সরকারী ঋণ হইতেছে সকল দেশবাসীর ঋণ; সুতরাং দেশবাসীরা সরকারকে ঋণ দিয়া আসলে নিজেদেরকেই ঋণ দিয়াছে। ইহা তাহাদের নিজেদের নিকট নিজেদের পাওনা[14]। (২) অভ্যন্তরীণ ঋণ সংগ্রহের দ্বারা সমাজের একাংশের (ঋণদাতাগণের) নিকট হইতে সরকার যে অর্থ সংগ্রহ করে, সরকারী ব্যয়ের মধ্য দিয়া উহা সমাজের অন্যান্য অংশের নিকট হস্তান্তরিত হয়। এবং (৩) এই ঋণ যখন সুদে আসলে ফেরত দেওয়া হয় তখন দেশের সকলের নিকট হইতে করের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করিয়া (যদি কররাজস্ব হইতে উহা পরিশোধের ব্যবস্থা হয়), ঋণদাতাগণকে (যাহারা আবার দেশবাসিগণেরই একাংশ এবং করদাতারূপে যাহাদের নিকট হইতেও উহার একাংশ সংগৃহীত হইয়াছে) তাহা প্রদান করা হয়। ইহার ফলে সমাজের করদাতাগণের একাংশের নিকট হইতে অপরাংশের (ঋণদাতাগণের) নিকট সম্পদের হস্তান্তর (ঋণগ্রহণ দ্বারা যে হস্তান্তর ঘটিয়াছিল উহার বিপরীত) ঘটে। সুতরাং অভ্যন্তরীণ ঋণ সংগ্রহ এবং উহার পরিশোধে কেবল সমাজের একাংশ হইতে অপরাংশের নিকট সম্পদের হস্তান্তর ও পুনঃহস্তান্তর ঘটে। অতএব ইহার কোন প্রত্যক্ষ আর্থিক বোঝা নাই।[15] কিন্তু সেজন্য উহার কোন প্রকৃত বোঝাও নাই, একথা মনে করিলে ভুল হইবে। সুতরাং 'অভ্যন্তরীণ ঋণের কোন বোঝা নাই'—এই বক্তব্যটি অংশত সত্য, সম্পূর্ণ সত্য নয়।

খ. কিন্তু উহার প্রকৃত বোঝা আছেঃ অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রত্যক্ষ আর্থিক বোঝা না থাকিলেও উহার বিলক্ষণ প্রকৃত বোঝা আছে। এই প্রকৃত বোঝা, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় প্রকারের।

(১) **অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রত্যক্ষ প্রকৃত ভার ঃ** সাধারণত, সমাজের বিত্তশালী অংশই সরকারী ঋণপত্রের অধিকাংশ কিনিয়া সরকারকে বেশির ভাগ ঋণ যোগাইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে বেশি বয়সের নরনারী খাজনা, ইত্যাদি অনুপার্জিত আয়-ভোগী, বিলাসী ও কর্মবিমুখ ব্যক্তির সংখ্যাই বেশি। অধিকাংশই উত্তরাধিকার সূত্রে বিপুল সম্পত্তির মালিক, দেশের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার উৎপাদনে তাহাদের কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা নাই। সরকারী ঋণ পরিশোধের জন্য যখন অন্য সকলের নিকট হইতে কর আদায়ের সময় ইহাদের নিকট হইতেও কর আদায় করা হয়, তাহাতে সমাজের কোন

5. Direct Money Burden. 6. Direct Real Burden.
7. Distortion. 8. Indirect Real Burden. 9. Internal Debt.
10. Foreign Debt. 11. Burden of Internal Debt.
12. "There is no burden to an internal debt."
13. "Internal debt does not impose any burden."
14. "It is a debt held against themselves."
15. No direct money burden.

ক্ষতি নাই, কারণ ইহারা স্বভাবতঃই কর্মবিমুখ বলিয়া করের দরুন ইহাদের কর্মোদ্যম ক্ষুণ্ণ হইবার প্রশ্ন নাই; এবং উহাদের অধিকাংশেরই আয় এত বেশি যে, সঞ্চয়ের জন্য কোন বিশেষ চেষ্টারও প্রয়োজন হয় না; অতএব করের দরুন ইহাদের সঞ্চয় প্রবৃত্তি ক্ষুণ্ণ হইবারও কোন আশংকা থাকে না। সুতরাং ঋণ পরিশোধে এই শ্রেণীর নিকট হইতে কর আদায়ের দ্বারা সমাজের উপর কোন প্রকৃত বোঝা চাপে না। কিন্তু করের অধিকাংশই সংগৃহীত হয় অপেক্ষাকৃত দরিদ্র অধিবাসিগণের নিকট হইতে (আর ইহারাই দেশের নানা দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনে প্রত্যক্ষভাবে নিযুক্ত থাকে)। কারণ সকল পরোক্ষ করই অধোগতিশীল বা প্রতিক্রিয়াশীল[16] এবং প্রত্যক্ষ করও সর্বদা যথেষ্ট প্রগতিশীল[17] হয় না। সুতরাং বিত্তশালী ঋণদাতা-শ্রেণীর নিকট হইতে করের অপেক্ষাকৃত অল্পাংশ এবং দরিদ্র অ-ঋণদাতা শ্রেণীর নিকট হইতেই কর সংগৃহীত হয় বলিয়া করভারের অধিকাংশই দরিদ্রগণকে বহন করিতে হয়। অতএব, বিত্তশালী ঋণদাতাশ্রেণী ঋণের আসল ফিরিয়া পাওয়া ছাড়াও সুদ হিসাবে যাহা পায়, সে তুলনায় করবাবদ অল্পই দেয়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত দরিদ্র করদাতাগণের নিকট হইতেই ঐ ঋণের সুদ ও আসলের অধিকাংশ সংগৃহীত হয়; তাহারা কেবলই দেয়, ফিরিয়া কিছুই পায় না। এইরূপে সমাজের অপেক্ষাকৃত বিত্তহীন অংশ হইতে বিত্তশালী অংশের নিকট সম্পদের হস্তান্তর ঘটিলে, দেশে ধনবৈষম্য ও আয়বৈষম্য বাড়ে। ইহার ফলে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিক কল্যাণ ক্ষুণ্ণ হয়। ইহাই অভ্যন্তরীণ ঋণের **প্রত্যক্ষ প্রকৃত বোঝা**। ঋণ পরিশোধের অর্থ যত বেশি পরিমাণে অপেক্ষাকৃত ধনীশ্রেণীর উপর কর ধার্যের দ্বারা আদায় করা যাইবে, ততই এই বোঝা কম হইবে।

(২) **অভ্যন্তরীণ ঋণের পরোক্ষ প্রকৃত ভারঃ** ইহার ফলে দেশের উৎপাদনও ক্ষুণ্ণ হইবার আশংকা থাকে। কারণ, দেশের অপেক্ষাকৃত কর্মঠ ও নানাবিধ উৎপাদন কর্মে নিযুক্ত অধিবাসিগণের অধিকাংশই হইল এই অপেক্ষাকৃত বিত্তহীন করদাতাগণ। সরকারী ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে আরোপিত করভারের নিপীড়নে তাহাদের কাজ করিবার ও সঞ্চয় করিবার ইচ্ছা (সঞ্চয় প্রবৃত্তি ও কর্মোদ্যম) এবং ক্ষমতা, সকলই ক্ষুণ্ণ হয়। এজন্য, উৎপাদনের পরিমাণও অর্থাৎ মোট জাতীয় আয়ও হ্রাস পাইবার আশংকা থাকে। ইহা **অভ্যন্তরীণ সরকারী ঋণের পরোক্ষ প্রকৃত ভার।**

তাহা ছাড়া ঋণ পরিশোধের চাপে সরকার কল্যাণমূলক ব্যয় কমাইতে বাধ্য হইতে পারে। তাহাতে লোককল্যাণ আরও ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। ইহাও অভ্যন্তরীণ সরকারী ঋণের অন্যতম প্রকৃত ভার বলিয়া গণ্য করা যায়।

সুতরাং এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, অভ্যন্তরীণ সরকারী ঋণের কোন প্রত্যক্ষ আর্থিক ভার না থাকিলেও, উহার বিলক্ষণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রকৃত ভার রহিয়াছে।

২. বিদেশী ঋণের বোঝা বা ভার[18]ঃ বিদেশী সরকারী ঋণের আর্থিক ও প্রকৃত ভার, উভয়ই আছে।

ক. আর্থিক ভারঃ অভ্যন্তরীণ ঋণের মতই, বিদেশী ঋণের ক্ষেত্রেও ঋণ সংগ্রহ ও পরিশোধের দরুন সম্পদের হস্তান্তর ও পুনঃ হস্তান্তর ঘটে। তবে তাহা দুই দেশের মধ্যে, একই দেশের অধিবাসিগণের দুই অংশের মধ্যে নহে। বিদেশী ঋণ পরিশোধে প্রদেয় সুদ ও আসলের মোট পরিমাণ হইতেছে উহার আর্থিক ভার।

খ. প্রকৃত ভারঃ বিদেশী ঋণ পরিশোধ করিতে হইলেও দেশবাসীর উপর কর ধার্যের প্রয়োজন হয় এবং ঐ কর ধনী অথবা দরিদ্র, কাহার নিকট হইতে অধিক পরিমাণে আদায় হইতেছে, সে বিষয়ের উপর যেমন উহার প্রকৃত ভার অংশতঃ নির্ভর করে, সেরূপ উহা অংশতঃ আরেকটি বিষয়ের উপরও নির্ভর করে। তাহা এই যে, বিদেশী ঋণ পরিশোধ করিতে হইলে শেষ পর্যন্ত বিদেশে রপ্তানি উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করিয়া উহার সাহায্যে বিদেশী মুদ্রা

16. Regressive. 17. Progressive. 18. Burden of External Debt

উপার্জন দ্বারাই বিদেশী ঋণ শোধ করিতে হয়। সুতরাং বিদেশী ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে যেমন যথা সম্ভব আমদানি কমাইতে হয়, তেমনি অভ্যন্তরীণ ভোগ কমাইয়া ও যথাসম্ভব রপ্তানি শিল্পের উৎপাদন বাড়াইয়া, রপ্তানির পরিমাণ বাড়াইবার চেষ্টা করিতে হয়। ইহার অর্থ এই যে, বিদেশী ঋণ পরিশোধ করিতে গিয়া দেশবাসীকে ভোগ বা অভাবতৃপ্তি হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। ইহা **বিদেশী ঋণের** অন্যতম **প্রকৃত ভার** বলিয়া গণ্য করা যায়।

তাহা ছাড়া, একারণে ভোগ কমাইতে বাধ্য হইলে দেশবাসিগণের সঞ্চয় ও কর্মপ্রবৃত্তি ক্ষুণ্ন হইতে পারে এবং তাহা উৎপাদন ক্ষুণ্ন করিতে পারে। ইহা **বিদেশী ঋণের পরোক্ষ প্রকৃত ভার।**

অনেক সময় বলা হয় যে, বিদেশী ঋণ পরিশোধের জন্য রপ্তানি শিল্পের যে সম্প্রসারণ ঘটে, উহাতে দেশে উৎপাদন, আয় ও নিয়োগ বাড়ে। কিন্তু এই যুক্তি দুর্বল। কারণ, ঋণ পরিশোধের চাপে সাময়িক ভাবে যে রপ্তানি শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটে তাহা স্থায়ী নাও হইতে পারে। এবং ঐ প্রকার শিল্পেব সম্প্রসাবণ ঘটাইতে গিয়া দেশের অন্যান্য শিল্প হইতে রপ্তানি শিল্পে উপকরণাদির স্থানান্তব ঘটে মাত্র। ফলে অন্যান্য শিল্পগুলি সংকুচিত হয় এবং উহাতে উৎপাদন, আয় ও নিয়োগের পরিমাণ কমে। অতএব মোটের উপর উৎপাদন, আয় ও নিয়োগ বাড়ে না।

তবে, যুদ্ধাদি কারণ বিদেশী ঋণ দেশের উপর যেরূপ ঋণের মৃত ভার[19] চাপায়, অর্থনীতিক উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য বিদেশী ঋণ তাহা করে না। প্রথম ক্ষেত্রে বিদেশী ঋণের দ্বাবা কোন সম্পত্তি সৃষ্টি হয় না বলিয়া উহাব সবটাই দেশেব পক্ষে নিবেট বোঝায় পরিণত হয় ও দুঃসহ হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, ঋণের সাহায্যে পুঁজি-জাতীয় সম্পত্তি[20] সৃষ্টি হইলে, উৎপাদন ক্ষমতার যে বৃদ্ধি ঘটে তাহাব সাহায্যে রপ্তানি বাড়াইয়া বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহ কবিয়া, ঐ ঋণ পরিশোধ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। তবে এই প্রকার ঋণ যথার্থই উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যে ব্যবহৃত হইতেছে কিনা তাহা সুনিশ্চিত করা আবশ্যক।

সরকারী ব্যয়
PUBLIC EXPENDITURE

সরকারের ব্যয়ের (বৃদ্ধির) কারণ
CAUSES OF INCREASES IN PUBLIC EXPENDITURE

'সরকারের কার্যাবলী যত সীমাবদ্ধ থাকিবে, উহা বেসবকারী কর্মোদ্যোগে যত হস্তক্ষেপ না করিবে, ততই মঙ্গল', এবং 'সরকার বা রাষ্ট্র দরকাবী হইলেও উহা মন্দ'— ঊনবিংশ শতাব্দীর এই রক্ষণশীল ধারণা বর্তমান শতাব্দীতে পবিত্যক্ত হওয়ায় পৃথিবীব সকল দেশেই সরকারের কর্মক্ষেত্র ক্রমাগত প্রসারিত হইয়া চলিয়াছে এবং তৎসহ সরকাবী ব্যয়ের পরিমাণও অকল্পনীয় পরিমাণে বাড়িয়া চলিয়াছে। ভারতেই ১৯৩৬ সালের তুলনায় (৮০·৯ কোটি টাকা) ১৯৫৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট ব্যয়ের পরিমাণ (২,৮৯৬ কোটি টাকা) ৩৫ গুণেরও বেশি বাড়িয়াছে। আধুনিক কালে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধির কারণ-গুলি সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

১. লোকসংখ্যা বৃদ্ধিঃ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই, কোথাও স্বল্পতব কোথাও অধিকতর হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন সরকারের চিরাচরিত কাজেও ব্যযের পরিমাণ বাড়িতেছে।

২. দামস্তরের বৃদ্ধিঃ পৃথিবীর সকল দেশেই কমবেশি পরিমাণে দামস্তরের বৃদ্ধি ঘটিয়া চলিয়াছে। ফলে ব্যক্তিগত ব্যয়ের ক্ষেত্রে যেরূপ, সেরূপ সরকারী ব্যয়ের ক্ষেত্রেও দামস্তরের বৃদ্ধির দরুন সরকারী ব্যয়ও কম বৃদ্ধি পায় নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেবল

19. Dead-weight Debt. 20. Capital-assets.

দামস্তরের বৃদ্ধির দরুন, ১৯১৪ সাল ও ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৬১ সালে মোট সরকারী ব্যয় ২০-গুণ ও ৪ গুণ বাড়িয়াছে।

৩. **প্রতিরক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি:** আধুনিক ও সর্বাধুনিক সমরোপকরণগুলি অত্যন্ত ব্যয়-বহুল এবং কোন দেশই প্রতিরক্ষার প্রয়োজন অবহেলা করিতে পারে না। ইহার ফলে পৃথিবীর সকল দেশেই প্রতিরক্ষার আয়োজন বৃদ্ধির দরুন সরকারী ব্যয়ের যথেষ্ট বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরবর্তী কালের তুলনায় বর্তমানে ভারতে প্রতিরক্ষা ব্যয় বৎসরে ১৫২ কোটি টাকা হইতে ১০০০ কোটি টাকায় পরিণত হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত মোট ব্যয় যাবতীয় সরকারী ব্যয়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ।

৪. **লোককল্যাণ ব্যয় বৃদ্ধি:** দেশে দেশে লোককল্যাণ তত্ত্বের প্রসারে সমাজের দরিদ্র, অবনত, ও পশ্চাৎপদ অংশের জন্য সরকারের কল্যাণমূলক ব্যয় সবিশেষ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্বল্পমূল্যে বা বিনামূল্যে চিকিৎসা, ঔষধ, শিক্ষা প্রভৃতির জন্য ব্যয়, বার্ধক্য ভাতা প্রভৃতি সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা সকল দেশেই অল্পাধিক পরিমাণে প্রবর্তিত ও প্রসারিত হইতেছে।

৫. **বাণিজ্যচক্রবিরোধী ফিসক্যাল নীতির প্রয়োগ:** অগ্রসর দেশগুলিতে পূর্ণ-নিয়োগের স্তর বজায় রাখিবার জন্য বাণিজ্যচক্রবিরোধী ফিসক্যাল নীতি প্রয়োগের দরুন, বিশেষত মন্দার সময় সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়।

৬. **স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতিক উন্নয়ন:** ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে সরকারী উদ্যোগে দেশের অর্থনীতিক উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটাইবার প্রয়োজনে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ সম্প্রতিকালে অত্যন্ত বাড়িয়াছে।

৭. **উন্নতমানের সরকারী নির্মাণ কর্মাদি:** বিভিন্ন দেশে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নের ফলে সরকারের নিকট হইতে উন্নতমানের কর্ম সম্পাদনের দাবি দেখা দেওয়ায় তজ্জন্য সরকারী ব্যয়ও বাড়িতেছে (সুনির্মিত দীর্ঘ সড়ক, সুরম্য সরকারী ভবন, সুদৃশ্য বিদ্যালয় ভবন, সেতু প্রভৃতি)।

৮. **অন্যান্য কারণ:** সরকারী কার্যাবলীর পরোক্ষ সুফল সম্পর্কে উপলব্ধি, জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ, জাতীয় ক্রীড়া আমোদপ্রমোদ ও অবসর বিনোদনের উপায়গুলির উন্নয়ন ইত্যাদির প্রয়োজনেও সরকারী ব্যয় বাড়িতেছে। সকল দেশেই ক্রমশঃ শহরাঞ্চলের অধি-বাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় তথায় পানীয় জল সরবরাহ, অগ্নি হইতে রক্ষা, পয়ঃপ্রণালীর উন্নয়ন, বিদ্যুৎ সরবরাহ, ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন মিটাইতে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পাইতেছে।

অনেক সময় সরকারী ব্যয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে, দুর্নীতি, অদক্ষতা, স্বজনপোষণ, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীবর্গের মধ্যে আপন আপন ক্ষমতা বৃদ্ধির অপচেষ্টা ইত্যাদির দরুনও সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ-ভাবে একথা সত্য হইলেও, সামগ্রিক বিচারে ইহা সত্য নহে।

সরকারী ব্যয়ের প্রকার ভেদ
TYPES OF PUBLIC EXPENDITURE

তত্ত্বগতভাবে চুলচেরা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সরকারী ব্যয়ের বহুবিধ শ্রেণী বিভাগ করা যাইতে পারে। কিন্তু উহাদের ব্যবহারিক উপযোগিতা যেমন অল্প তেমনি ঐ সকল শ্রেণী বিভাগ সন্তোষজনকও নহে। আমরা সরকারী ব্যয়ের ধরনধারণগুলি বুঝিবার জন্য উন্নত এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলির বিবিধ প্রকার সরকারী ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইব।

উন্নত দেশগুলিতে সরকারী ব্যয়ের শ্রেণীভেদ: আধুনিক মিশ্রধনতন্ত্রী উন্নত দেশগুলিতে সরকারী ব্যয়কে মোট তিনটি বা চারিটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: (১) প্রতি-

রক্ষা ব্যয়[21]; (২) লোককল্যাণ ব্যয়[22]; (৩) পরিবহণ[23], যোগাযোগ বা সংসরণ[24], প্রাকৃতিক উপকরণাদির উন্নয়ন ব্যয় ইত্যাদি; এবং (৪) প্রশাসনিক ব্যয়[25]। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৬২ সালে মোট সরকারী ব্যয়ের ৭৭% ছিল প্রতিরক্ষামূলক ব্যয় (বিদেশী সাহায্য ৩% সমেত), লোককল্যাণ ব্যয় ছিল ১৫%, পরিবহণ ইত্যাদি খাতে ব্যয় ছিল ৬%, আর প্রশাসনিক ব্যয় ছিল ২%। বলা বাহুল্য, লোককল্যাণ ব্যয়ের মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যয় ছাড়াও বাণিজ্যচক্রবিরোধী ফিসক্যাল নীতি সংক্রান্ত ব্যয় রহিয়াছে। সুতরাং মন্দা ও অবনতির সময় ইহার পরিমাণ ও অনুপাত বাড়ে এবং চড়তির সময়ে ইহা হ্রাস পায়।

স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে সরকারী ব্যয়ের শ্রেণীভেদঃ কিন্তু ভারতের ন্যায় উন্নয়নশীল স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে সরকারী ব্যয়ের ভিন্নতর ধরন লক্ষ্য করা যায়। এই সকল দেশে যাবতীয় সরকারী ব্যয়কে (ক) অনুন্নয়নমূলক[26] এবং (খ) উন্নয়নমূলক[27], এই দুই প্রকার ভাগে বিভক্ত করা যায়।

ক. অনুন্নয়নমূলক খাতে রহিয়াছে সরকারী ঋণের সুদ ও আসল শোধ, প্রতিরক্ষা ও প্রশাসনিক ব্যয় প্রভৃতি।

খ. উন্নয়নমূলক খাতে রহিয়াছে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি সমাজ বা লোককল্যাণমূলক উদ্দেশ্যে ব্যয়, এবং কৃষি, শিল্প, সমবায়, বনসম্পদ, ইত্যাদির উন্নতির জন্য উন্নয়নমূলক ব্যয়। উন্নয়নমূলক খাতে চলতি খাতে ব্যয়[28] ছাড়াও মূলধনী ব্যয়ও[29] যথেষ্ট করা হয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ভারতে উন্নয়নমূলক খাতে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ ক্রমবর্ধমান।

সরকারী ব্যয়ের ফলাফল
EFFECTS OF PUBLIC EXPENDITURE

'ক্রয়ক্ষমতা প্রতিক্রিয়া' ও 'ঘোষণা বা আচরণ প্রতিক্রিয়া'র মধ্য দিয়া সরকারী ব্যয় দেশের উৎপাদন, নিয়োগ ও আয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করেঃ কীন্সীয় এবং আধুনিক নয়া-কীন্সীয় সমষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণ তত্ত্বে দেশের উৎপাদন, নিয়োগ এবং আয়ের উপর সরকারী ব্যয়ের ফলাফল সম্পর্কে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে আলোকপাত করা হইয়াছে। সরকারী ব্যয়ের দুইটি প্রতিক্রিয়া[30] আছে; একটি হইল 'ক্রয়ক্ষমতা প্রতিক্রিয়া',[31] অপরটি হইল 'আচরণ প্রতিক্রিয়া' বা 'ঘোষণা প্রতিক্রিয়া'[32]। সরকারী ব্যয়ের ফলে, 'হস্তান্তরমূলক অর্থ ব্যয়'[33] এর দরুন (যেমন, বেকার ভাতা, বার্ধক্য ভাতা ও অন্যান্য কল্যাণমূলক ব্যয় প্রভৃতি) এবং সরকার কর্তৃক নানারূপ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম এবং উপাদান-সেবা[34] ক্রয়ের দরুন, কর্মহীন ব্যক্তি, বৃদ্ধবৃদ্ধা, শ্রমিক কর্মচারী, উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের মালিক, ঠিকাদার, ব্যবসায়ী ইত্যাদি নানা শ্রেণীর ব্যক্তিগণের আর্থিক আয় লাভ ঘটে অর্থাৎ তাহারা ক্রয়-ক্ষমতার অধিকারী হয়। ইহাতে, করপ্রদানের দরুন ইহারা ইহাদের আর্থিক আয়ের যে অংশ, বা যে পরিমাণ ক্রয়ক্ষমতা সরকারের নিকট সমর্পণ করিয়া নিজেরা তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল, উহার খানিকটা (বা করের সমপরিমাণ সরকারী ব্যয় হইলে সবটা) ফিরিয়া পায়। ইহাই **সরকারী ব্যয়ের ক্রয়ক্ষমতা প্রতিক্রিয়া।** তাহাতে বিবিধ উপাদানের যোগানে পরিবর্তন ঘটে এবং জনসাধারণের ভোগ ও সঞ্চয় বৃদ্ধি ঘটা সম্ভব হয়। ইহা প্রত্যক্ষ

21. National Defence. 22. Welfare. 23. Transport.
24. Communication. 25. Administrative.
26. Non-developmental Expenditure. 27. Developmental Expenditure.
28. Current expenditure. 29. Capital Expenditure. 30. Effects.
31. Purchasing Power Effect. 32. Announcement Effect.
33. Transfer Payments. 34. Factor-Services.

প্রতিক্রিয়া। আর, সরকারী ব্যয়ের ফলে, আর্থিক আয় বা ক্রয়ক্ষমতা লাভের দরুন জনসাধারণের **কাজ ও সঞ্চয়ের ইচ্ছার[35] পরিবর্তন** ঘটে এবং উহার ফলে এ বিষয়ে তাহাদের আচরণের পরিবর্তন ঘটে। ইহাই **সরকারী ব্যয়ের আচরণ প্রতিক্রিয়া বা ঘোষণা প্রতিক্রিয়া।** এই প্রতিক্রিয়াটি পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া। যেমন, সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির ফলে, কারবারগুলির মুনাফা বাড়িলে শুধু যে উহাদের নিকট বিনিয়োগ করিবার মত পুঁজিই বাড়ে তাহা নহে, তাহাতে **উহাদের বিনিয়োগের প্রণোদনাও[36]** বাড়ে।

এই ক্রয়ক্ষমতা প্রতিক্রিয়া ও আচরণ বা ঘোষণা প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়া সরকারী ব্যয় দেশের উৎপাদন, নিয়োগ ও আয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে। আধুনিক সমষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণ হইতে দেখা যায় যে, সরকারী ব্যয়, দেশের মোট কার্যকর চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধির মধ্য দিয়া, মোট আর্থিক ব্যয়প্রবাহ বৃদ্ধি ও উহার গুণক ও ত্বরণক্রিয়ার ফলে, দেশে নিয়োগ, উৎপাদন এবং আয়ের স্তরে বৃদ্ধি ঘটায়; নিয়োগ, উৎপাদন ও আয়ের উপর সরকারী ব্যয়ের প্রতিক্রিয়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন নহে, বরং উহারা ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পর সংশ্লিষ্ট, একের পরিবর্তনে অপরটিতে পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং উহাদের বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা করা যায় না, সম্ভবও নহে। তথাপি বুঝিবার সুবিধার জন্য আমরা পৃথক পৃথক ভাবে উহাদের উপর সরকারী ব্যয়ের প্রতিক্রিয়াগুলি আলোচনা করিব।

ক. উৎপাদনের উপর সরকারী ব্যয়ের প্রতিক্রিয়া বা ফলাফল[37]: সরকারী ব্যয় (১) উপাদানসমূহের যোগানে, (২) সঞ্চয়-ভোগ অনুপাতে, এবং (৩) বিনিয়োগে পরিবর্তন ঘটাইয়া দেশে দ্রব্যসামগ্রীর মোট উৎপাদনে পরিবর্তন ঘটায়।

(১) **উপাদান-যোগানে পরিবর্তন[38]**—সরকারী ব্যয় দেশের মধ্যে বিবিধ উপাদানের যোগানে পরিবর্তন ঘটায়। সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির ফলে আশু, অর্থাৎ স্বল্পকালীন সময়ে কোন কোন উপাদানের যোগানে স্বল্পতা বাড়িতে পারে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী কালে, অথাৎ, শেষ পর্যন্ত তাহাতে উপাদান-যোগান বাড়িতে পারে। সুতরাং সরকারী ব্যয়ের বৃদ্ধিব দরুন দেশের **সম্ভাব্য উৎপাদনের[39]** পরিমাণ বাড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, শিক্ষার উন্নতির জন্য সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির ফলে, বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বাড়িলে ও বিদ্যালয়ে তাহাদের শিক্ষাকাল বাড়ান হইলে (১০ বৎসর-বিদ্যালয় ব্যবস্থার পরিবর্তে ১২ বৎসর-বিদ্যালয় ব্যবস্থার প্রবর্তন), আশু দেশে শ্রমের যোগান কমিবে এবং তাহাতে নির্দিষ্ট নিয়োগ-মাত্রায়[40] দেশে মোট উৎপাদনের পরিমাণ কিছুটা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। কিন্তু, এই প্রকার শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, প্রাকৃতিক উপকরণাদির সংরক্ষণ, নূতন জমি হাসিল করা, সড়ক নির্মাণ প্রকল্প প্রভৃতির জন্য সরকারী ব্যয়ের দ্বারা দীর্ঘমেয়াদী কালে দেশের সম্ভাব্য উৎপাদন ক্ষমতা ও উৎপাদন বাড়ে।

(২) **সঞ্চয়-ভোগ অনুপাতে পরিবর্তন[41]**—অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে, দেশে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির ফলে, শেষ পর্যন্ত-সঞ্চয়-ভোগ অনুপাতে, অর্থাৎ সঞ্চয় অপেক্ষক ও ভোগপ্রবণতা বা ভোগ অপেক্ষকে পরিবর্তন ঘটে। একদিকে প্রগতিশীল সরকারী কর দ্বারা ধনিক শ্রেণীর উপর অধিকতর করভার চাপাইবার ফলে যেমন সঞ্চয় হ্রাস পায়, কারণ বর্তমান ভোগ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সঞ্চয় হইতে কর প্রদানের প্রবণতাই তাহাদের মধ্যে বেশি দেখা যায়, তেমনি ঐরূপে সংগৃহীত অর্থ, সরকার লোককল্যাণমূলক কার্যে ব্যয়ের দ্বারা স্বল্পতর আয়বিশিষ্ট শ্রেণীগুলির মধ্যে বণ্টন করিলে (বেকার ভাতা, বার্ধক্য ভাতা,

35. Willingness to work and save. 36. Incentive to invest.
37. Effects of Public Expenditure on Production.
38. Effects on factor-supply. 39. Potential output.
40 At a given level of employment.
41. Effects on the Savings—Consumption Ratio.

বিনামূল্যে শিক্ষা, সস্তায় খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ), দেশে সামগ্রিক ভোগপ্রবণতা এবং সেহেতু. দেশে মোট ভোগব্যয়ের পরিমাণ বাড়িবে। ভোগব্যয়ের স্তরের এই রূপ বৃদ্ধি ঘটিলে তাহা গুণক ক্রিয়ার মধ্য দিয়া দেশে বিনিয়োগ এবং সেহেতু, দ্রব্যসামগ্রীর মোট উৎপাদন বাড়ায় (অবশ্য যদি দেশে পূর্ণনিয়োগ না থাকে, তবে)।

(৩) **বিনিয়োগে পরিবর্তন**[৪২]—সরকারী ব্যয়ের দরুন দেশে এক অর্থনীতিক সম্প্রসারণের আবহাওয়া সৃষ্টি হইবে। কিন্তু তাহাতে মোট বিনিয়োগ বাড়িবে কি না, তাহা নির্ভর করে. করের দরুন সঞ্চয় যেটুকু কমিবে এবং তদনুপাতে বিনিয়োগ ব্যয় যেটুকু কমিবে, সে তুলনায় মোট সরকারী ব্যয় বেশি হইবে কিনা তাহার উপর। সঞ্চয় হ্রাসের দরুন বিনিয়োগ ব্যয় যদি উহার সমপরিমাণে হ্রাস পায়, তবে সরকারী ব্যয় দেশের মোট ব্যয় বাড়াইয়া ঐ ঘাট্‌তিটুকু মাত্র পূরণ করিবে, এবং সেক্ষেত্রে সরকারী ব্যয়ের দরুন ভোগ-ব্যয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও মোট ব্যয় বাড়িবে না, এবং সেহেতু দ্রব্যসামগ্রীর মোট উৎপাদন বাড়িবে না, কেবল পুঁজিদ্রব্যের উৎপাদন কমিবে ও ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন বাড়িবে। তবে কর যদি অত্যধিক প্রগতিশীল না হয় তবে, সঞ্চয় হ্রাসের তুলনায় বিনিয়োগ অল্প হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা থাকে এবং সেক্ষেত্রে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি যে সর্বাত্মক সম্প্রসারণমূলক প্রভাব সৃষ্টি করে তাহা কার্যকর হয়। ঐ অবস্থায়, বর্ধিত ভোগব্যয় + সরকারী ব্যয়, এই দুইয়ের মোট প্রভাবে দেশে মোট বিনিয়োগ বাড়িবে এবং দ্রব্যসামগ্রীর মোট উৎপাদন বাড়িবে (যদি অবশ্য দেশে পূর্ণনিয়োগ না থাকে, তবে)।

খ. নিয়োগ স্তরের উপর সরকারী ব্যয়ের ফলাফল[৪৩]: দেশে নিয়োগস্তর নির্ভর করে সমাজে মোট ব্যয়ের পরিমাণের (ব্যয় প্রবাহের আয়তনের) উপর। যতক্ষণ পর্যন্ত দেশে অব্যবহৃত উপকরণাদির (প্রাকৃতিক ও মানবিক) অস্তিত্ব থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির ফলে, মোট ব্যয় বৃদ্ধির দরুন দেশে উপাদানগুলির নিয়োগ বৃদ্ধি ঘটিতে থাকিবে এবং নিয়োগ স্তর বাড়িতে থাকিবে।

সরকারী ব্যয় যে পরিমাণে বাড়িবে সে সময় যদি বেসরকারী ব্যয় সমপরিমাণে না কমিয়া তদপেক্ষা অল্প পরিমাণে কমে (করের দরুন অথবা/এবং সঞ্চয়ের দরুন), তবেই দেশের মোট ব্যয়ের পরিমাণটি বাড়িয়া নিয়োগ বৃদ্ধি ঘটাইতে সক্ষম হইবে। সরকারী কর ও ব্যয়ের দরুন যদি দেশে আয় বন্টনে খানিক পরিবর্তন ঘটিয়া উচ্চতর আয়-শ্রেণী-গুলির আয় খানিক কমে ও নিম্নতর আয়-শ্রেণীগুলির আয় খানিক বাড়ে, তবে দেশে সঞ্চয় অপেক্ষকটি কমিবে এবং ভোগ অপেক্ষকটি বাড়িবে ও সঞ্চয়-ভোগ অনুপাতটি পরিবর্তিত হইয়া গুণক প্রতিক্রিয়া মারফত দেশে মোট ভোগব্যয় বাড়াইলে তৎসহ নিয়োগের পরিমাণও বাড়িবে। ইহার সহিত ত্বরণক্রিয়ার দরুন যদি মোট বিনিয়োগ বাড়ে (অর্থাৎ সঞ্চয় যে পরিমাণে হ্রাস পাইবে, সে পরিমাণে যদি বেসরকারী বিনিয়োগ না কমে, এবং সরকারী ব্যয়ের দরুন উহার বৃদ্ধি যদি প্রণোদিত[৪৪] হয়), ও দেশে যদি অব্যবহৃত উপকরণাদির অস্তিত্ব থাকে, তবে, তাহাতে মোট নিয়োগ বা নিয়োগ স্তর অবশ্যই বাড়িবে, এবং এই রূপে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির দ্বারা নিয়োগ বৃদ্ধি ঘটাইতে ঘটাইতে শেষ পর্যন্ত পূর্ণ নিয়োগ-স্তরে পৌঁছান সম্ভব হইবে।

গ. আয় স্তরের উপর সরকারী ব্যয়ের ফলাফল[৪৫]: আধুনিক সমষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণ তত্ত্বের মূল শিক্ষাই এই যে, দেশে আয় ও নিয়োগ স্তর দেশের মোট ব্যয়ের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। দেশে যদি অব্যবহৃত উপকরণাদি বা উপাদানসমূহের অস্তিত্ব থাকে, তবে সরকারী ব্যয়ের দরুন দেশের মোট ব্যয় ও কার্যকর চাহিদা বাড়িবে ও তাহা উপাদানসমূহের নিয়োগ বৃদ্ধির মধ্য দিয়া দেশের মোট আয়ও বাড়াইবে

42. Effects on Investment. 43. Effects on the level of Employment.
44. Induced. 45. Effects on Income level.

$(Y=C+I+G)$। বলা বাহুল্য, সরকারী ব্যয়ের বৃদ্ধি, দেশের উপাদান-যোগানে পরিবর্তন ঘটাইয়া, সঞ্চয়-ভোগ অনুপাতে পরিবর্তন ঘটাইয়া এবং বিনিয়োগে পরিবর্তন ঘটাইয়া, এবং গুণক ও ত্বরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া দেশে মোট কার্যকর চাহিদা বাড়ায় ও উহার ফলে নিয়োগ বৃদ্ধি মারফত, পূর্ণ নিয়োগ স্তর পর্যন্ত মোট নিয়োগ বৃদ্ধি করে। অতএব এই প্রক্রিয়ার ফলে পূর্ণনিয়োগের স্তর পর্যন্ত নিয়োগ বৃদ্ধির সহিত প্রকৃত জাতীয় আয়ের[৪৬] স্তরও ক্রমাগত বাড়িতে থাকে। তাহা ছাড়া, আর্থিক জাতীয় আয়[৪৭]ও আবার বাড়িতে পারে। পূর্ণ নিয়োগের স্তর যতই নিকটবর্তী হইতে থাকে, ততই করের দরুন এবং উপাদান-যোগানের তুলনায় আর্থিক ব্যয়প্রবাহ অধিক হইবার দরুন উপাদানের দাম বাড়িতে পারে, কারণ উপাদানের মালিকরা স্বভাবতঃই তাহাদের প্রকৃত আয় বজায় রাখিবার জন্য উপাদান সেবার দাম বাড়াইতে বাধ্য হইবে। ইহার ফলে, উৎপাদন খরচ ও দামস্তরের ঊর্ধ্বগতির দরুন (আংশিক মুদ্রাস্ফীতি) দেশে আর্থিক জাতীয় আয়ের স্তরও বাড়িবে।

তাহা ছাড়া সরকারী ব্যয়ের দরুন দেশের জাতীয় আয়ের খানিক পুনর্বণ্টনও ঘটিবে। (কল্যাণমূলক) সরকারী ব্যয়ের ফলে সাধারণত নিম্নতর আয়-শ্রেণীগুলি অধিকতর উপকৃত হয় এবং (অপর দিকে করের দরুন উচ্চতর আয়-শ্রেণীগুলির ব্যবহারযোগ্য আয়[৪৮] ও সম্পত্তি হ্রাস পায় বলিয়া) সমাজে ধনবৈষম্য খানিক হ্রাসের প্রবণতা দেখা দেয় (ক্রয়-ক্ষমতা প্রতিক্রিয়া)। দ্বিতীয়ত, সরকারী কার্যাবলীর প্রসারে, দেশের বিভিন্ন বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রেও সরকারের প্রবেশ ঘটিতে পারে। ইহাতে যে সকল সরকারী উদ্যোগের কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপিত হয় তাহাতে নিযুক্ত পদস্থ কর্মচারিগণের বেতন, বেসরকারী কারবারে নিযুক্ত অনুরূপ ব্যক্তিগণের তুলনায় যেমন কম হয় তেমনি, তথায় নিচের দিকে, সাধারণ শ্রমিক কর্মচারিগণের বেতন ও মজুরি বেসরকারী কারবারী প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা অধিক হয়, অন্ততঃ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, আইনসভা বা পার্লামেন্টের মারফত, তাহাদের জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন মত বেতন ও মজুরি প্রবর্তন করা সম্ভব। এইরূপে সরকারী ব্যয়ের দরুন দেশে বিভিন্ন উপাদানসমূহের পারিশ্রমিকে পার্থক্য কমান সম্ভব। ইহাতেও দেশে আয়ের পুনর্বণ্টন দ্বারা আয় বৈষম্য হ্রাস পাইতে পারে।

46. Level of real national income.
47. Money national income or monetary level of national income.
48. Disposable income.

১৮

বাজেটের পটভূমিকায় যুদ্ধ ও অর্থনীতিক উন্নয়নের অর্থসংস্থান
WAR FINANCE & DEVELOPMENTAL FINANCE IN THE CONTEXT OF BUDGETING

[**আলোচিত বিষয়ঃ** বাজেট—ভারসাম্য, উদ্বৃত্ত ও ঘাট্‌তি বাজেট—যুদ্ধের অর্থসংস্থানে কর-রাজস্ব—ঋণ—ঘাট্‌তি ব্যয়—উন্নয়নমূলক অর্থসংস্থান।]

সরকারের ভাবী আয়ব্যয়ের অনুমিত হিসাব বা 'বাজেট'
THE BUDGET

বাজেটকে সরকারের সর্বাত্মক আর্থিক পরিকল্পনা বলা যায়। ইহা সম্ভাব্য রাজস্ব আদায় ও প্রস্তাবিত সরকারী ব্যয়ের অনুমিত হিসাব দু'টিকে একত্রিত করে এবং সরকার কি কি কাজে হাত দিতে যাইতেছে ও ঐ সকল কাজের অর্থসংস্থান কি কি উপায়ে করা হইবে তাহার ইঙ্গিত দেয়। বাজেটের মধ্য দিয়াই সরকারের আয় ব্যয় ও ঋণ নীতি বা এক কথায় ফিস্‌ক্যাল নীতিগুলির মধ্যে সংযোগ সাধিত হয় এবং অর্থসংস্থান বিষয়ে সরকার কোন্‌ দিকে অগ্রসর হইতেছে সে বিষয়ে সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায়। তত্ত্বগত ভাবে, বাজেটটি হইল সতর্ক হিসাব ও সদুদ্দেশ্যের এক বিবৃতি। কিন্তু বাস্তবে বা কার্যত অধিকাংশ স্থলেই তাহা হয় না।

যুদ্ধ ও অর্থনীতিক উন্নয়নমূলক কার্যাবলীর বিপুল অর্থসংস্থানের জন্য বাজেটে কিরূপ পদ্ধতি বা ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতেছে।

ভারসাম্য, উদ্বৃত্ত ও ঘাট্‌তি বাজেট
BALANCED, SURPLUS AND DEFICIT BUDGET

বাজেটের দ্বিবিধ খাতঃ বাজেটে আয় ও ব্যয়ের খাতগুলিকে দু'টি প্রধান ভাগে ভাগ **করা হয়, একটি হইল চল্‌তি খাতে বা রাজস্ব খাতে আদায়**[1] **এবং চল্‌তি বা রাজস্ব খাতে ব্যয়**[2]। যে সকল আদায়ের দরুন রাজকোষের ব্যবহারযোগ্য তহবিল বাড়ে, অথচ ঋণ বা দায় বাড়ে না, কিংবা যাহাতে ব্যবহারযোগ্য তহবিল না কমিয়া ঋণ বা দায় কমে, তাহাই চল্‌তি খাতে বা রাজস্ব খাতে আদায়। আর যে সকল ব্যয়ের ফলে রাজকোষের ব্যবহার-যোগ্য তহবিল ক্ষয় পায় কিন্তু ঋণ বা দায় কমে না, তাহাই চল্‌তি খাতে বা রাজস্ব খাতে ব্যয়।

বাজেটের অপর খাতটি হইল, **অরাজস্ব খাতে** বা **অ-পৌনঃপুনিকখাতে আয় ও ব্যয়**[3]। যে সকল আদায়ের ফলে ব্যবহারযোগ্য তহবিলটি বাড়িলেও, উহার সহিত ঋণ বা দায়ও বাড়ে তাহা অরাজস্ব খাতে আদায়; এবং যে সকল ব্যয়ের ফলে রাজকোষের ব্যবহার-যোগ্য তহবিল হ্রাসের সহিত ঋণ বা দায়ও হ্রাস পায় উহাই অরাজস্ব খাতে ব্যয়।

অর্থাৎ যে সকল আদায় বা প্রাপ্তির দ্বারা তহবিল বাড়িলেও দায় বাড়ে না উহার সকলই চল্‌তি খাতে আয় এবং যে সকল ব্যয়ের ফলে ঋণ কমে না, তাহাই চল্‌তি খাতে

1. Current or Revenue Receipts. 2. Current Expenditure.
3. Non-revenue or non-recurring incomes and expenditures.

খরচ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ঋণের সুদটি চলতি খাতে খরচ বলিয়া গণ্য হয় কিন্তু আসল পরিশোধ বাবদ ব্যয়টি অরাজস্ব খাতে ব্যয় ধরা হয়। সরকারী ঋণপত্রের বিক্রয়লব্ধ অর্থ বা বিশেষ ট্রাস্ট তহবিলের, প্রভিডেন্ট ফান্ড তহবিলের অর্থাদি অরাজস্ব আদায়ের দৃষ্টান্ত।

ভারসাম্য বাজেট: ভারসাম্য বাজেট বলিতে, বাজেটের সংশ্লিষ্ট সময়ে (অথাৎ যে সময়ের জন্য বাজেটটি প্রস্তুত করা হইয়াছে) উহার চলতি খাতে আয় ও ব্যয়ের সমতা বুঝায়।

উদ্বৃত্ত বাজেট: বাজেটের চলতি খাতে আয় যদি চলতি খাতে ব্যয় অপেক্ষা বেশি হয় তবে উহাকে উদ্বৃত্ত বাজেট বলে।

ঘাটতি বাজেট: বাজেটের চলতি খাতে আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি হইলে উহাকে ঘাটতি বাজেট বলে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, অরাজস্ব খাতে আয় বা ব্যয় দ্বারা বাজেটের উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি নির্ধারিত হয় না বা উহাদের ধরিয়া বাজেটের ঘাটতি বা উদ্বৃত্ত হিসাব করা হয় না। সুতরাং বাজেটের মোট আয় ও ব্যয়ের সকল খাতের (অর্থাৎ রাজস্ব খাত+অরাজস্ব খাতে আদায় ও রাজস্ব+অরাজস্ব খাতে ব্যয়) মোট যোগফল দু'টির তুলনা করা অর্থহীন। সামগ্রিক বাজেটটি সরকারের মোট আয় ও ব্যয়ের একটি সামগ্রিক হিসাব বলিয়া, হিসাবশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে উহার দুই দিক সর্বদাই পরস্পরের সমান হইবে (সামান্য হেরফের ছাড়া)। কিন্তু এজন্য বাজেটটিকে ভারসাম্য বাজেট মনে করিলে ভুল হইবে। প্রসঙ্গত, আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাণিজ্যচক্র বিরোধী ফিস্‌ক্যাল ব্যবস্থা হিসাবে, বাজেট কখনও উদ্বৃত্ত (চড়তির বাজারে), কখনও ঘাটতি (মন্দাব সময়ে) হইতে পারে। কিন্তু যুদ্ধ ও উন্নয়নমূলক কার্যাবলীর অর্থসংস্থান করিতে গিয়া বাজেটে ঘাটতি সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ বাজেটটি ঘাটতি বাজেটে পরিণত হয়।

যুদ্ধের অর্থসংস্থান
WAR FINANCE

অর্থসংস্থানের তিনটি উপায়: সরকারের ব্যয় সংস্থানের তিনটি উপায় হইল: (১) কর, (২) ঋণ, এবং (৩) ঘাটতি ব্যয়। যুদ্ধের প্রয়োজনে এই তিনটি উৎস হইতে প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থানের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল।

১. কর রাজস্ব দ্বারা যুদ্ধের অর্থসংস্থানের সুবিধা ও অসুবিধা[4]: ক. সুবিধা: রিকার্ডো প্রমুখ অনেক অথবিজ্ঞানী কেবল কর রাজস্ব দ্বারাই যুদ্ধের ব্যয় সংস্থানের পক্ষপাতী ছিলেন। কর রাজস্ব হইতে যুদ্ধের ব্যয় সংস্থানের পক্ষে প্রধান যুক্তিগুলি এই যে: (১) ইহাতে সরকারের পক্ষ হইতে **যুদ্ধের ব্যয় সর্বনিম্ন** রাখিবার চেষ্টা **হইবে,** কারণ তাহা না হইলে, করভার অত্যধিক বাড়িবে ও দেশে অসন্তোষ দেখা দিবে।

(২) যদি যুদ্ধের প্রয়োজনে অধিক অর্থের দরকার হয়, তবে তাহাতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। কারণ, দেশবাসিগণের মধ্যে **দেশপ্রেমের জাগরণে** দেশরক্ষায় ত্যাগের মনোবৃত্তি জাগরিত হয়, তাহাতে যুদ্ধের প্রয়োজনে করবৃদ্ধি ঘটিলেও, **বর্ধিত করভার বহনে সকলে স্বীকৃত থাকে।** শান্তির সময়ে যে করভার বৃদ্ধি ঘটিলে সকলে আপত্তি করে, যুদ্ধের সময়ে তাহা সকলে স্বেচ্ছায় মানিয়া লয়। এই কারণে করভার বৃদ্ধির দ্বারা অধিক পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ সম্ভবও হয়

(৩) যুদ্ধকালে সামরিক প্রয়োজনে বেসামরিক ভোগ্যদ্রব্যাদির পরিমাণ কমে অথচ সামরিক ব্যয়ের ফলে দেশে নিয়োগ ও আর্থিক আয় বাড়ে। অতএব দেশের মধ্যে তখন আর্থিক আয় ও ব্যয়ের তুলনায় বেসামরিক দ্রব্যসামগ্রীর যোগান হ্রাস পাওয়ায় প্রচণ্ড মুদ্রা-

4. Advantages and disadvantages of financing war by taxation.

স্ফীতির অবস্থা সৃষ্টি হয়। মুদ্রাস্ফীতির দরুন দামস্তরের বৃদ্ধি প্রতিরোধ করিতে হইলে তখন ভোগ্যপণ্যের উপর ব্যয় কমান প্রয়োজন হয়। **যুদ্ধের প্রয়োজনে কর বৃদ্ধি করিলে** তাহা জনসাধারণের নিকট হইতে অতিরিক্ত ব্যয়যোগ্য অর্থ কাড়িয়া লইয়া তাহাদের ব্যবহার-যোগ্য আয়[5] অর্থাৎ ক্রয়ক্ষমতা কার্যকর ভাবে কমাইয়া দিয়া **মুদ্রাস্ফীতির কণ্ঠরোধ** করিতে পারে।

(৪) কর ব্যবস্থা যদি প্রগতিশীল হয়, তবে যুদ্ধের প্রয়োজনে কর বৃদ্ধির দ্বারা ধনিক শ্রেণীর উপর যুদ্ধের অতিরিক্ত বোঝা চাপাইয়া, **জনসাধারণের সামর্থ্য** অনুসারে তাহাদের মধ্যে **যুদ্ধের প্রকৃত ভারের আনুপাতিক বণ্টন** ঘটান যায়। ইহাই ন্যায়সঙ্গত।

(৫) কর রাজস্ব হইতে যুদ্ধের সমগ্র ব্যয় বহন করা হইলে, দেশের **বর্তমান অধিবাসীরাই[6] যুদ্ধের** সকল **ভার বহন করিবে।** বর্তমান যুদ্ধের জন্য বর্তমান অধিবাসি-গণই দায়ী। সুতরাং ইহার সুফল ও কুফল তাহাদেরই ভোগ করা উচিত। বর্তমান যুদ্ধের ভার দেশবাসিগণের ভবিষ্যত বংশধরদের স্কন্ধে চাপান উচিত নহে। **এরূপ হইলেই** পৃথিবীর সকল দেশের বর্তমান অধিবাসিগণের **যুদ্ধলিপ্সা দমিত হইবে।**

খ. অসুবিধাঃ কেবল কর রাজস্ব হইতে যুদ্ধের যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের প্রধান অসুবিধাগুলি এই যেঃ (১) যুদ্ধের প্রয়োজনে যে বিপুল পরিমাণ অর্থের দরকার হয় তাহা কেবল কররাজস্ব হইতে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। ইহা করিতে গেলে এরূপ অত্যধিক হারে কর ধার্য করিতে হইবে যে তাহাতে দেশবাসীর উপর অসহনীয় করভার চাপিবে। তাহাতে, যুদ্ধের সময়ে যাহাদের আয় বাড়ে নাই এরূপ স্থির আয়-শ্রেণীগুলির পক্ষে কর-ভার বহন করিতে গিয়া তাহাদের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত পড়িয়া যাইবে। **ফলে ইহাতে জনসাধারণের জীবনে দুঃখদুর্দশা এত বাড়িবে যে, যুদ্ধজয়ের জন্য যে প্রচণ্ড মনোবলের প্রয়োজন তাহাই বিনষ্ট হইবে।**

(২) অত্যধিক করভারের দরুন দেশে **সঞ্চয় ও পুঁজিগঠন বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইতে পারে।** তাহাতে যুদ্ধকালে দেশের উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পাইলে যুদ্ধে জয়লাভ করা কঠিন হইবে।

(৩) **কর রাজস্ব সংগ্রহে সময় লাগে, বিলম্ব হয়।** অথচ যুদ্ধের প্রয়োজনে অর্থ-সংস্থানে তিলমাত্র অপেক্ষা করিবার উপায় থাকে না। কর রাজস্ব সংগৃহীত হইবার আগেই যুদ্ধের ব্যয় আরম্ভ হইয়া যায়।

অতএব যুদ্ধের ব্যয় সংস্থানের জন্য কেবল কর রাজস্বের উপর নির্ভর করা সম্ভব নয়। তাহা করিতে গেলে যুদ্ধ প্রচেষ্টা ক্ষুণ্ণ হইবে। যদি ঠিক মত যুদ্ধ প্রচেষ্টা চালাইতে হয় তবে উহার ব্যয় সংস্থানের জন্য কর রাজস্ব ছাড়াও অন্যান্য উপায়ের উপর নির্ভর করিতে হয়।

২. ঋণ দ্বারা যুদ্ধের অর্থসংস্থানের সুবিধা ও অসুবিধা[7]ঃ ক. সুবিধা ঃ ঋণের দ্বারা যুদ্ধের অর্থসংস্থানের সপক্ষে প্রধান যুক্তি এই যেঃ (১) বাস্তবে **কেবল কর দ্বারা যুদ্ধের যাবতীয় ব্যয়ের সংস্থান করা সম্ভব নয় বলিয়া ঋণের সাহায্য না লইয়া উপায় নাই।**

(২) কর রাজস্ব সংগৃহীত হইবার আগেই যুদ্ধের ব্যয় আরম্ভ হইয়া যায়, সুতরাং কেবল কর রাজস্বের উপর নির্ভর করিবার নীতি অনুসৃত হইলেও, তখন, অন্ততঃ **সাময়িক-ভাবেও ঋণ সংগ্রহ করিতেই হয়।**

(৩) যুদ্ধের জন্য **ঋণ সংগ্রহ ব্যবস্থাটি** যদি স্বেচ্ছামূলক[8] হয়, তবে তাহা **জনপ্রিয়** হয়। কারণ ইহা বাধ্যতামূলক নয় এবং যুদ্ধ-ঋণপত্রগুলি কিনিলে যেমন মানুষের মধ্যে 'দেশ সেবার' মনোবৃত্তি তৃপ্ত হয়, তেমনি উহাতে সুদ লাভের ব্যবস্থা থাকায় উহা আকর্ষণীয়ও

5. Disposable income. 6. Present generation.
7. Advantages and disadvantages of financing war by borrowings.
8. Voluntary Loans.

হয়। অতএব মানুষ যেমন স্বেচ্ছায় এই ঋণপত্র কিনিতে পারে তেমনি যাহাদের আয়করের দ্বারা স্পর্শ করা সম্ভব হয় না, তাহারাও ইহা কিনিয়া যুদ্ধের অর্থ যোগায়।

(৪) ইহাতে দেশের **উৎপাদনও ক্ষুন্ন হয় না। কারণ** মানুষ স্বেচ্ছায় সঞ্চয় হইতে এই সকল ঋণপত্র ক্রয় করে এবং অত্যধিক কর হার যেমন কারবারিগণের প্রণোদনা ক্ষুন্ন করিতে পারে, ঋণের সেরূপ কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা নাই।

(৫) ঋণটি যদি অভ্যন্তরীণ হয়, তবে উহার কোন আর্থিক ভার থাকে না।

(৬) যুদ্ধকালে সরকারী ঋণসংগ্রহ ব্যবস্থাটি যুদ্ধের প্রয়োজনে অর্থসংগ্রহ ছাড়াও **মুদ্রাস্ফীতি বিরোধী শক্তি** হিসাবেও কাজ করে। কারণ ইহার দ্বারাও দেশবাসীর নিকট অতিরিক্ত নগদ তহবিলের পরিমাণ কমান সম্ভব হয় এবং তাহাতে দেশে ভোগব্যয় কমিয়া মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমাইতে পারে।

খ. **অসুবিধা:** কিন্তু **ঋণ দ্বারা যুদ্ধের অর্থসংস্থানের অসুবিধা এই যে :** (১) অধ্যাপক ড্যাভেন পোর্টের[9] মতে, **স্বল্প এবং বিশেষতঃ স্থির আয়-শ্রেণীগুলিকে দুইবার করিয়া যুদ্ধ-ব্যয় বহন করিতে হয়;** একবার যুদ্ধকালে মুদ্রাস্ফীতির দরুন, তাহাদের প্রকৃত আয় কমে, দ্বিতীয় বার, যুদ্ধের পরে যুদ্ধ-ঋণ পরিশোধ করিতে পুনরায় তাহাদের কর দিতে হয়। অথচ সে তুলনায়, দেশের **ধনিক শ্রেণী, বিশেষত কারবারিগণের কেবল নীট লাভই হয়।** একবার, যুদ্ধের সময় মুদ্রাস্ফীতির দরুন তাহাদের মুনাফা বাড়ে, আর যুদ্ধের পরে যুদ্ধ-ঋণের সুদ বাবদ তাহাদের আয় লাভ ঘটে; ঋণ পরিশোধ ও সুদ প্রদানে তাহারা কর দিলেও, যাহা দেয়. তাহা অপেক্ষা তাহারা বেশিই পায়। এইভাবে **যুদ্ধ-ঋণ সমাজে ধন বন্টনে বৈষম্য ঘটায়, ও ধনীদের তুলনায় দরিদ্রগণের উপর অন্যায়ভাবে যুদ্ধের অধিকতর ব্যয়ভার চাপাইয়া দেয়।**

(২) যুদ্ধের অভ্যন্তরীণ ঋণের কোন ভার নাই ইহাও সম্পূর্ণ সত্য নয়। যুদ্ধ হইতেছে মূলতঃ ধ্বংসমূলক কার্য। ইহাতে সম্পদ ধ্বংস ছাড়া সৃষ্টি হয় না। সুতরাং যুদ্ধ ঋণের সবটাই এক মৃতভার ঋণ[10] স্বরূপ। আর যুদ্ধের দরুন যদি দেশের **উৎপাদন ব্যবস্থা সবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়** তবে তো কথাই নাই। তখন যুদ্ধ শেষে পুনরায় **যুদ্ধ ঋণ পরিশোধ ও উহার সুদ প্রদানে দেশবাসীর উপর বিপুল করভার চাপে।**

(৩) **মুদ্রাস্ফীতি বিরোধী ব্যবস্থা হিসাবে সরকারী ঋণ যথেষ্ট কার্যকর নয়।** কারণ ঋণপত্রগুলির জামিনে উহার ক্রেতারা ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ লইতে পারে এবং এই ভাবে সরকারী যুদ্ধ-ঋণপত্রের পরিমাণ বাড়িলে ঋণস্ফীতি ঘটিতে পারে এবং তাহা সামগ্রিক মুদ্রাস্ফীতিতে বল ও বেগ সঞ্চার করিতে পারে। ঋণপত্রের ভিত্তিতে এই ঋণ সৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করা সরকারের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে, কারণ তাহাতে ঐ ঋণপত্রের বাজার দর পড়িয়া যাইতে পারে এবং তাহার ফলে, আরও ঋণের দরকার হইলে তখন সুদের হার না বাড়াইয়া ঋণ সংগ্রহ করা সরকারের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িবে।

(৪) ইহার আর একটি অসুবিধা এই যে, ইহাতে ভবিষ্যত বংশধরগণের উপর যুদ্ধের ব্যয়ভার চাপান হয়। কারণ বর্তমান যুদ্ধঋণ সুদ আসলে ভবিষ্যতে কর রাজস্ব হইতেই পরিশোধ করা হয়। ইহা উচিত নহে।

সুতরাং কেবল ঋণ দ্বারাও যুদ্ধের প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান কখনই বাঞ্ছনীয় নয়। এবং একক ভাবে, কেবল কর রাজস্ব অথবা কেবল ঋণ, কোনটিই যুদ্ধের অর্থ সংগ্রহের সন্তোষজনক উপায় নহে।

৩. **ঘাটতি ব্যয়ের দ্বারা যুদ্ধের প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থানের সুবিধা ও অসুবিধা**[11]

ক. **সুবিধা:** ঘাটতি ব্যয় বলিতে, সংক্ষেপে ও সহজ কথায়, অতিরিক্ত কাগজী মুদ্রা ছাপাইয়া সরকারী ব্যয় বহন করা বুঝায়। সরকার নিজে সরাসরিভাবে ইহা করিতে পারে, অথবা

---

9. H. J. Davenport. 10. Dead-weight Debt.
11. Advantages and disadvantages of financing war by deficit financing.

কেন্দ্রীয় ব্যাংককে দিয়া এইরূপ কাগজী মুদ্রা ছাপাইয়া তাহা ঋণ লইতে পারে। উভয়েরই ফল এক : দেশে নূতন অর্থের সৃষ্টি হয়, নগদ অর্থের যোগান ইহাতে বাড়ে। **ইহার প্রধান সুবিধা** এই যেঃ (১) ইহাতে দেশবাসীর উপর **করভারও চাপে না, কিংবা ঋণভারও চাপে না।** সুতরাং ইহাতে কাহারও আপত্তি করার কারণ নাই।

(২) কররাজস্ব সংগ্রহে বিলম্ব হয়, ঋণ সংগ্রহ করিতেও খানিক সময় লাগেই। তাহা ছাড়া উহাদের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে কতটা অর্থ সংগৃহীত হইবে সে বিষয়ে আন্দাজ করা যায় না, সুনিশ্চিত হওয়া যায় না। কিন্তু ঘাট্‌তিব্যয়ে সে সকল অসুবিধা কিছু নাই। **সর্বাপেক্ষা কম সময়ের মধ্যে ইহার দ্বারা সরকারের প্রয়োজনীয় আর্থিক শক্তি** বা **ক্রয়ক্ষমতা করায়ত্ত হয়।**

(৩) ঋণের বেলায় সুদ দিতে হয়। উহা সরকারের দিক হইতে যুদ্ধ-ঋণের খরচ। কিন্তু **ঘাট্‌তিব্যয়ে কেবল নোট ছাপাইবার খরচ ছাড়া আর কোন খরচ নাই।**

এই সকল কারণে ইহাকে যুদ্ধের অর্থসংস্থানের বেদনাহীন উপায় বলা হইয়াছে।

খ. অসুবিধাঃ কিন্তু **ইহার গুরুতর অসুবিধা আছে।** তাহা হইলঃ (১) যুদ্ধের বিপুল ব্যয়ের সমস্তই যদি কেবল ঘাট্‌তিব্যয়ের সাহায্যে সংস্থান করা হয় তবে দেশে অর্থের পরিমাণ এরূপ বাড়িবে যে তাহাতে **ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতির উৎপত্তি** হইবে।

(২) এই মুদ্রাস্ফীতি এই কারণে দ্রুত ভয়াবহ আকার ধারণ করিবে যে, যুদ্ধকালে দেশে ভোগ্যদ্রব্যের যে টান থাকে, কর এবং/অথবা ঋণের দ্বারা সে সময় মানুষের হাতে অবস্থিত নগদ অর্থের পরিমাণ কমান হইলে তাহাতে ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদাও কিছুটা সংযত থাকে। কিন্তু যদি কর এবং/অথবা ঋণের কোন আশ্রয় না লইয়া কেবল ঘাট্‌তিব্যয়ের সাহায্য লওয়া হয়, তাহাতে দেশে ভোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর মোট আর্থিক চাহিদার বৃদ্ধি লাগামহীন ঘোড়ার ন্যায় ছুটিয়া চলিবে। এবং মোটামুটি, যুদ্ধের সময় দেশে প্রায় পূর্ণনিয়োগের অবস্থা দেখা দেয় বলিয়া ভোগ্যদ্রব্যের ঘাট্‌তির পটভূমিকায়, ঘাট্‌তিব্যয়ের দরুন অতিরিক্ত সৃষ্ট অর্থ উহার সমানুপাতে দামস্তর বাড়াইয়া চলিবে, অর্থাৎ অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটি তখন সম্পূর্ণ বলবৎ হইবে। দামস্তরের এই বৃদ্ধি যুদ্ধের খরচ ক্রমাগত বাড়াইতে থাকিবে। তাহাতে যুদ্ধ ব্যয় নির্বাহের জন্য আরও অধিক পরিমাণে ঘাট্‌তি ব্যয়ের প্রয়োজন হইবে এবং তাহা পুনরায় দামস্তর বাড়াইয়া অধিকতর ঘাট্‌তি ব্যয় অপরিহার্য করিবে এবং **দেশ** এই ঘোরতর **ঘাট্‌তিব্যয়—মুদ্রাস্ফীতি—দামস্তর বৃদ্ধির পাপচক্রের ঘূর্ণীপাকে পড়িবে।**

(৩) ক্রমাগত ঘাট্‌তিব্যয় ও দামস্তর বৃদ্ধির ফলে **যুদ্ধ প্রচেষ্টা ও উৎপাদনে গুরুতর ক্ষতি** ঘটিবে, দেশে **আয়ের বন্টনে গুরুতর বিকৃতি** ঘটিবে এবং সর্বোপরি **অর্থের মূল্য অত্যন্ত কমিয়া গিয়া তাহাতে মানুষের অনাস্থা সৃষ্টি হইলে** যুদ্ধে পরাজয় ও গুরুতর **অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বিপর্যয়** ঘটিবে।

সুতরাং ঘাট্‌তি ব্যয় ব্যবস্থা যুদ্ধের প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান করিবার সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

বাস্তবে, ইহাদের কোন একটির উপর নির্ভর না করিয়া, উহাদের তিনটির উপরই কমবেশি পরিমাণে নির্ভর করা হয়। তবে অধ্যাপক টেলারের[১২] অভিমত এই যে, এ বিষয়ে **কররাজস্বের উপর যত বেশি নির্ভর করা যায় ততই মঙ্গল।**

অর্থনৈতিক উন্নয়নের অর্থসংস্থান
DEVELOPMENTAL FINANCE

অর্থনৈতিক উন্নয়নের অর্থসংস্থান বলিতে কি বুঝায়?
WHAT IS DEVELOPMENTAL FINANCE ?

অর্থবিদ্যায় উন্নয়ন অর্থাৎ, অর্থনৈতিক বা অর্থনৈতিক বিকাশ বলিলে, একটি বিশেষ প্রক্রিয়া বুঝায়। 'যে প্রক্রিয়ায় দীর্ঘকাল ধরিয়া একটি অর্থনীতির' (অর্থাৎ দেশের)

12. Philip E. Taylor.

‘প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়, তাহাই অর্থনীতিক উন্নয়ন’[13]। অধ্যাপক কুজনেট্স্-এর ভাষায়, অর্থনীতিক বিকাশ হইল ‘একটি জাতির সমগ্র নীট উৎপাদনের অব্যাহত বৃদ্ধি’[14]। সুতরাং অর্থনীতিক উন্নয়ন বলিতে জাতীয় আয় বৃদ্ধির এক দীর্ঘকালব্যাপী প্রক্রিয়া বুঝায়। দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নের তিনটি মূল উপাদান হইল, উৎপন্ন সামগ্রীর উৎকর্ষ ও পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য দেশবাসীর নিরবচ্ছিন্ন উদ্যম, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং পুঁজি বা পুঁজিগঠন। যে অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশ বা এমনকি অগ্রসর দেশও যে পরিমাণে এই তিনটি উপাদান করায়ত্ত ও উহাদের সম্মিলিত প্রয়োগে সক্ষম হইবে, উহার অর্থনীতিক উন্নয়ন বা বিকাশ, এক কথায় জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ততই বেশি হইবে। অর্থনীতিক উন্নয়নের এই তিনটি উপাদানের মধ্যে পুঁজির ভূমিকা হইতেছে কেন্দ্রীয় ভূমিকা। সঞ্চয়কে বিনিয়োগে রূপান্তরিত করিয়াই কেবল পুঁজিগঠন সম্ভব। অর্থসংস্থান প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়াই সঞ্চয় বিনিয়োগ খাতে চালিত হয় এবং তখনই কেবল উন্নয়ন প্রক্রিয়াটি শুরু হইতে পারে। অতএব **অর্থনীতিক উন্নয়নের অর্থসংস্থান বলিতে, দেশের অর্থনীতিক উন্নয়ন ঘটাইবার উদ্দেশ্যে সঞ্চয়কে বিনিয়োগ খাতে প্রবাহিত করিবার আর্থিক বিধি ব্যবস্থা বুঝায়।**

অর্থনীতিক উন্নয়নের অর্থসংস্থানের উপায় বা কৌশল
TECHNIQUES OF DEVELOPMENTAL FINANCING

পুঁজিগঠনের সারকথা: পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির পটভূমিকায় রচিত কীনসীয় সমষ্টিগত বিশ্লেষণ তত্ত্ব ইহা প্রমাণ করিয়াছে যে, বিনিয়োগই আয় সৃষ্টির মৌলিক সক্রিয় উপাদান এবং সঞ্চয় উহার অনুগামী ও নিষ্ক্রিয়। সুতরাং পুঁজিগঠনের জন্য আগে সঞ্চয় চাই তবে বিনিয়োগ সম্ভব, এই ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব ভ্রান্ত প্রমাণিত করিয়া কীনসীয় তত্ত্ব ইহাই প্রতিষ্ঠা করিয়াছে যে, বিনিয়োগ দ্বারাই নিয়োগ ও আয় সৃষ্টি হয় এবং গুণক প্রক্রিয়ায় আদি বিনিয়োগ জাতীয় আয় ক্রমাগত বাড়াইতে থাকে। জাতীয় আয় কতটা বাড়িবে তাহা নির্ভর করে ভোগ প্রবণতার উপর, এবং উহাই গুণকের সংখ্যাগত মূল্য স্থির করিয়া দেয়। বর্ধিত আয় হইতেই বর্ধিত সঞ্চয়ের উৎপত্তি হয়। সুতরাং বিনিয়োগ আগে ও সঞ্চয় পরে। অতএব যদি অর্থ বা ঋণের সংস্থান করা যায় তবেই কার্যকর চাহিদা বাড়িবে এবং উহার দরুন বিনিয়োগ সম্ভব হইবে এবং উহা জাতীয় আয় বাড়াইবে, অর্থাৎ দেশের আরও অর্থনীতিক বিকাশ ঘটাইবে।

কিন্তু **অর্থনীতিক উন্নয়নের এই কীনসীয় তত্ত্বটি পাশ্চাত্য অগ্রসর দেশগুলির পক্ষেই খাটে, ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে খাটে না।** কারণ স্বল্পোন্নত দেশগুলির পটভূমিকা অগ্রসর দেশগুলি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এসকল দেশে উন্নত দেশগুলির মত কার্যকর চাহিদার অভাবে যন্ত্রপাতি অর্থাৎ পুঁজিদ্রব্য বা উৎপাদন ক্ষমতা অলস পড়িয়া নাই; বরং কার্যকর চাহিদার কিছু অভাব নাই, অভাব হইল যন্ত্রপাতির, পুঁজিদ্রব্যের, উৎপাদন ক্ষমতার। সুতরাং এসকল দেশে সমস্যা হইতেছে পুঁজিদ্রব্যাদি অর্থাৎ যন্ত্রপাতি, উৎপাদন ক্ষমতার নির্মাণ বা সৃষ্টির, বিদেশ হইতে এজন্য নানারূপ যন্ত্রাংশ ও কাঁচামাল আমদানির, শ্রমিকগণকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার, ও যোগাযোগ, পরিবহণ ও বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থার। এই সকল মূলধনী সামগ্রীগুলি সৃষ্টি ও আমদানির জন্য প্রকৃত সঞ্চয় চাই। অতএব পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে অর্থনীতিক উন্নয়নের সমস্যা হইল ভোগব্যয় বৃদ্ধির মধ্য দিয়া বিনিয়োগ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা; আর ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে অর্থনীতিক উন্নয়নের সমস্যা হইল (যে পর্যন্ত উহারা অগ্রসর দেশগুলির স্তরে গিয়া না পৌঁছিতেছে সে পর্যন্ত) আগে সঞ্চয় ও পরে বিনিয়োগ।

---

13. ‘Economic Development is a process whereby an Economy's real national income increases over a long period of time.’ Meir and Baldwin., *Economic Development*, p. 2.
14. ‘Sustained increase in the total net output of a nation.’ Simon Kuznets.

কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশগুলির গভীর দারিদ্রের দরুন সঞ্চয় **ক্ষমতা ও সঞ্চয়ের হার অত্যন্ত অল্প, কারিগরি জ্ঞান এবং দক্ষতাও স্বল্প। সুতরাং দ্রুত পুঁজিগঠন দ্বারা ত্বরান্বিত** অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অগ্রসর হইবার পক্ষে যে সঞ্চয় প্রয়োজন, স্বল্পোন্নত দেশে **অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের স্বল্পতা**[15] ও আনুষঙ্গিক বিষয়গুলির অভাবের দরুন **বিদেশী সঞ্চয়ের অর্থাৎ বিদেশী পুঁজির**[16] প্রয়োজনের প্রশ্ন দেখা দেয়। কিন্তু, প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, যে কোন দেশকে উহার অর্থনৈতিক বিকাশে প্রধানত অভ্যন্তরীণ পুঁজির উপরই নির্ভর করিতে হইবে, কারণ আপন প্রয়োজন মত বিদেশী পুঁজি পাইবার যেমন কোন নিশ্চয়তা নাই, তেমনি বিদেশী পুঁজি উহার নিজ দেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ ও লক্ষ্যানুযায়ীই চলে, পুঁজিপ্রার্থী স্বল্পোন্নত দেশের প্রয়োজন মত চলে না।

অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে **স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সঞ্চয়ের পরিমাণ**[17] **অত্যন্ত অল্প** বলিয়াই, অধিক সঞ্চয় সম্ভব করিবার জন্য **বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের**[18] **অপরিহার্যতা** দেখা দেয়। করই হোক, ঋণই হোক, আর ঘাটতি ব্যয়ই হোক, **সকলই** দেশবাসীকে অধিক সঞ্চয়ে বাধ্য করিয়া, তাহাদের নিকট হইতে ঐ বাধ্যতাপ্রসূত সঞ্চয় সংগ্রহ করিবার বিবিধ উপায় মাত্র।

সুতরাং স্বল্পোন্নত দেশগুলির দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব করিবার জন্য বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ঘটাইয়া মোট সঞ্চয়ের যে বৃদ্ধি আবশ্যক এবং উহা সংগ্রহের যে প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহার উপায় তিনটি ঃ (১) কর ধার্য করা; (২) ঋণ সংগ্রহ করা; এবং (৩) ঘাটতি ব্যয়। অর্থাৎ স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অর্থসংস্থান এই তিনটি উপায়েই সম্ভব।

১. কর রাজস্ব দ্বারা অর্থনৈতিক উন্নয়নের অর্থসংস্থান[19]**ঃ ক. সুবিধাঃ** (১) **স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে** সাধারণভাব আয়ের স্তর কম হইলেও, অগ্রসর দেশগুলির তুলনায় **আয় ও ধন বৈষম্য অনেক বেশি** এবং **অলস ও বিলাসী ধনিক সম্প্রদায়ের অলস ও অপচয়-বহুল সম্পদ কর ধার্য দ্বারা উন্নয়নমূলক উদ্দেশ্যে সংগ্রহের বিশেষ উপযোগী।**

(২) উন্নয়নকালে, দেশে নিয়োগ বৃদ্ধির দরুন দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনায় যে অতিরিক্ত আর্থিক আয় সৃষ্টি হয় তাহা যাহাতে মুদ্রাস্ফীতির চাপ সৃষ্টি না করিতে পারে সে জন্যও কর বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে। তাহাতে **বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ও মুদ্রাস্ফীতি দমন, উভয় উদ্দেশ্যই সফল হইতে পারে।**

(৩) নানারূপ পার্থক্যমূলক কর ধার্য করিয়া রাজস্ব আদায় ছাড়াও **বেসরকারী বিনিয়োগকে বাঞ্ছিত খাতে প্রবাহিত ও নিয়ন্ত্রিত করা যাইতে পারে।**

খ. অসুবিধাঃ কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে কর রাজস্ব বৃদ্ধির পথে অনেকগুলি বাধা আছেঃ (১) এসকল দেশে **বেসরকারী উদ্যোগ** যদি মানিয়া লওয়া হয়, তবে যাহাতে **উহারও সম্প্রসারণ** ঘটিতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয় এবং সে কারণে কর হার অত্যধিক বাড়াইলে **বিনিয়োগে উহার উৎসাহ ক্ষুণ্ন হইতে পারে।**

(২) দারিদ্রের সর্বব্যাপকতার দরুন এসকল দেশে **প্রত্যক্ষ করের ভিত্তি অত্যন্ত সংকীর্ণ** হইতে বাধ্য। অতএব সবিশেষ পরিমাণে রাজস্ব সংগ্রহ করিতে গেলে **পরোক্ষ করের উপর বেশি নির্ভর করিতে হয়।** তাহাতে **করভারের চাপ যে কেবল দরিদ্র শ্রেণীর উপরই বেশি পড়ে তাহাই নহে,** উহার দরুন **উৎপাদন খরচ ও দামস্তর বাড়িয়া উন্নয়নের খরচ বৃদ্ধি ঘটাইতে পারে** এবং মুদ্রাস্ফীতিতে সাহায্য করিতে পারে। তাহাতে উন্নয়ন প্রচেষ্টা ক্ষুণ্ন হইবে।

(৩) অত্যধিক করের দরুন **সঞ্চয়ের ক্ষমতা ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা কমিতে পারে।**

15. Low Domestic Savings. 16. Foreign Savings or Foreign Capital.
17. Voluntary Savings. 18. Forced Savings.
19. Taxation as a method of Developmental Finance.

এই সকল কারণে স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে কর ধার্য দ্বারা উন্নয়নের অর্থসংস্থানের সুযোগ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। কেহ কেহ এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য উৎপাদকগণের নিকট হইতে দ্রব্যসামগ্রীতে কর গ্রহণের পরামর্শ দিয়াছেন।

২. ঋণ দ্বারা উন্নয়নমূলক কার্যাবলীর অর্থসংস্থান[২০]: ক. সুবিধা: (১) ঋণের দ্বারা বেসরকারী সঞ্চয় সংগ্রহ করা হইলে উহা দেশে **সঞ্চয় ক্ষমতা ও ইচ্ছাকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন** না করিয়া বরং উহা **বাড়াইবে।**

(২) সরকারী ঋণ সংগ্রহ ব্যবস্থা **মুদ্রাস্ফীতি বিরোধী উপায়** হিসাবেও কাজ করে এবং ভোগব্যয় কমাইয়া দেয়।

(৩) **কর দ্বারা যে সকল উৎস স্পর্শ করা যায় না, সরকারী ঋণ দ্বারা ঐ সকল উৎস হইতেও অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব** হইতে পারে।

(৪) দেশে আয়স্তর ও উৎপাদন বাড়িলে **ভবিষ্যতে বর্ধিত কর রাজস্ব হইতে উহা পরিশোধ করার কিছু অসুবিধা নাই।**

খ. অসুবিধা: (১) **কেবল ঋণের দ্বারা স্বল্পোন্নত দেশে উন্নয়নের যাবতীয় অর্থ-সংস্থান সম্ভব নয়।** কারণ দেশের মানুষের ঋণ দেওয়ার মত সঞ্চয় অতি অল্পই।

(২) সরকারী ঋণের পরিমাণ অত্যন্ত বেশি হইলে উহা মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের পরিবর্তে বরং উহাতে ইন্ধন যোগাইতে পারে। সুদ প্রদান ও আসল পরিশোধের সময় দেশে অর্থের যোগান বাড়িয়া দামস্তর বাড়াইতে পারে।

সুতরাং উপায় হিসাবে, স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে কেবল ঋণের দ্বারা উন্নয়নমূলক অর্থসংস্থানের ক্ষেত্রটিও সীমাবদ্ধ।

৩ ঘাট্‌তি ব্যয়ের দ্বারা উন্নয়নমূলক কার্যাবলীর অর্থসংস্থান[২১]: দেশে সরকারী অর্থের ও ব্যাঙ্ক ঋণের যোগান বৃদ্ধির সমন্বয়ে, দ্রব্যসামগ্রীর যোগান বৃদ্ধির তুলনায় অর্থের মোট যোগান অধিক বৃদ্ধির দ্বারা দামস্তর বৃদ্ধির মারফত জনসাধারণকে ভোগ কমাইতে অর্থাৎ সঞ্চয় করিতে বাধ্য করা যায় (দামস্তর বৃদ্ধির দরুন তাহারা যে পরিমাণ ভোগ বাদ দিতে বাধ্য হইল তাহাই বাধ্যতামূলক সঞ্চয় এবং ঐ পরিমাণ সামগ্রী বা উপকরণ তাহার ফলে বিনিয়োগের জন্য পাওয়া গেল)। সাধারণত, রাষ্ট্রীয় বা সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের অর্থসংস্থানের জন্য সরকার, (১) নিজে সরাসরি অতিরিক্ত কাগজী মুদ্রা ছাপাইয়া, কিংবা, (২) কেন্দ্রীয় ব্যাংক হইতে ঋণ লইয়া উন্নয়নমূলক অর্থসংস্থান করিতে পারে। এইভাবে সম্ভাব্য রাজস্ব আদায়ের তুলনায় অধিক সরকারী ব্যয়ের দরুন বাজেটে রাজস্ব ঘাট্‌তি পূরণ করিবার পদ্ধতিকে ঘাট্‌তি ব্যয় বলে। অনুরূপভাবে, বেসরকারী ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ হইতে ঋণ সংগ্রহ দ্বারা বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ঘটিতে পারে। এইভাবে ঘাট্‌তি ব্যয়ের সাহায্যে উন্নয়নমূলক অর্থসংস্থান সম্ভব হইতে পারে।

ক. সুবিধা: (১) ইহাতে মুদ্রাস্ফীতির দরুন **দামস্তর বাড়িলেও উহা নিতান্তই সাময়িক**; কারণ, বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ার শেষ পর্যন্ত দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বাড়িবে এবং তখন অর্থের যোগানের তুলনায় দ্রব্যসামগ্রীর যোগান বৃদ্ধি পাইলে, এবং বর্ধিত আয় হইতে মানুষের সঞ্চয় বৃদ্ধি ও কর রাজস্ব বৃদ্ধির দরুনও, দামস্তর পড়িয়া যাইবে ও মুদ্রাস্ফীতি বিলুপ্ত হইবে। সুতরাং উপায় হিসাবে ইহা সহজ।

(২) মুদ্রাস্ফীতির ফলে দামস্তর বৃদ্ধি ঘটিলে, মুনাফাও বাড়িবে এবং কারবারি-গণের আয় ও সঞ্চয় তাহাতে বাড়িলে **বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ আরও বাড়িতে পারিবে।**

20. Borrowing as a technique of developmental finance.
21. Deficit financing as a technique of developmental finance.

মুনাফার বৃদ্ধিতে বেসরকারী **উদ্যোক্তারা গবেষণা ও নূতন উদ্ভাবনের জন্যও বেশি ব্যয়ে সক্ষম হইবে।** ইহাতে কারিগরি কৌশলের ও জ্ঞানের উন্নতি ঘটিয়া উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করিবে।

খ. অসুবিধা: ইহার প্রধান অসুবিধা এই যে,—(১) ইহাতে দেশে **সম্পদ ও আয়ের বন্টনে বৈষম্য বাড়ে,** দরিদ্র স্থির আয়-শ্রেণীগুলির প্রকৃত আয় কমে আর ধনিক শ্রেণীর আয় বাড়ে। তাহাতে **উন্নয়নের প্রকৃত বোঝার অধিকাংশই দরিদ্রশ্রেণীর উপর পড়ে, আর ধনিকশ্রেণী অধিক উপকৃত হয়।** ইহা অসঙ্গত।

(২) ইহাতে উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদী সুফল প্রসবকারী শিল্পগুলিকে উপেক্ষা করিয়া আশু অধিক মুনাফার ক্ষেত্রেই বেসরকারী বিনিয়োগ অধিক আকৃষ্ট হয় বলিয়া, **উৎপাদন ও বিনিয়োগের ধরনধারণে বিকৃতি ঘটে**[22]**।**

(৩) **ক্রমাগত মুদ্রাস্ফীতির ফলে** অর্থের মূল্য অত্যন্ত কমিয়া গিয়া **মুদ্রা ব্যবস্থা ও আর্থিক কর্তৃপক্ষ, এমন কি সরকারের উপর মানুষের অনাস্থা সৃষ্টি হইতে পারে।**

(৪) মুদ্রাস্ফীতির সাহায্যে যে বিনিয়োগ ঘটে, তাহাতে **উৎপাদন শুরু হইতে যথেষ্ট বিলম্ব**[23] হয়। **সুতরাং** মুদ্রাস্ফীতি ও **দামস্তরবৃদ্ধি সাময়িক মাত্র, একথা সত্য নয়।**

(৫) **মুদ্রাস্ফীতির যে দৈত্য ইহাতে সৃষ্টি হয় উহাকে শায়েস্তা করিতে না পারিলে সমগ্র উন্নয়ন প্রচেষ্টা বানচাল হইতে পারে।** মুদ্রাস্ফীতিতে চাহিদার যে বৃদ্ধি ঘটে তাহা দাম বৃদ্ধির মধ্য দিয়া যদি মজুরি ও অন্যান্য খরচ বাড়াইতে সমর্থ হয়, তবে খরচ-স্তরও বাড়ে। তাহাতে উন্নয়ন পরিকল্পনায় ব্যয় বাড়ে এবং আরও ক্রমাগত ঘাটতি ব্যয়ের প্রয়োজন হয়।

(৬) ঘাটতি ব্যয়ের দরুন মুদ্রাস্ফীতির ফলে অর্থের অভ্যন্তরীণ মূল্য হ্রাস পাইলে বিত্তশালী শ্রেণী উহাদের ক্ষতি এড়াইবার জন্য বিদেশে অর্থ স্থানান্তরিত করিতে পারে। ইহাতে দেশ হইতে মূলধনের প্রস্থান ঘটিবে।

(৭) দেশে অভ্যন্তরীণ দামস্তর অত্যধিক বাড়িলে আমদানি বাড়িয়া ও রপ্তানি কমিয়া লেনদেনের উদ্বৃত্ত ক্রমাগত প্রতিকূল হইয়া বিদেশী মুদ্রার তীব্র সংকট সৃষ্টি করিতে পারে।

কিন্তু এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও সকল স্বল্পোন্নত দেশেই উন্নয়নমূলক কার্যাবলীতে ঘাটতি ব্যয়ের সাহায্য কমবেশী পরিমাণে গ্রহণ করা হইয়াছে। ঘাটতি ব্যয় সম্পর্কে আসল কথা হইল এই যে, ঘাটতি ব্যয়ের সার্থকতা, বিশেষভাবেই, উহার পরিমাণ, কিরূপ পরিস্থিতিতে উহার সাহায্য লওয়া হইতেছে, এবং উহার সহিত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের কোন্ কোন্ অস্ত্র ব্যবহার করা হইতেছে, এসকল বিষয়ের উপর নির্ভর করে। তবে ইহাতে সন্দেহ নাই যে পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলিতে, শিল্পে অলস উৎপাদন ক্ষমতা[24] থাকায়, যতটা অল্প সময়ের মধ্যে তথায় উৎপাদন বাড়ান সম্ভব, স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে ততটা সম্ভব নহে।

কার্যত, সকল বিকাশমান[25] স্বল্পোন্নত দেশেই অর্থনীতিক উন্নয়নের জন্য এই তিনটি উপায়ের বিবিধ সংমিশ্রণ ব্যবহৃত হইতেছে।

22. Distortions in production and investment. 23. Time lag.
24. Idle capacity. 25. Developing.

পঞ্চম খণ্ড

অর্থনীতিক বিকাশ তত্ত্ব
GROWTH ECONOMICS

অধ্যায়

১৯ অর্থনীতিক বিকাশ ও পরিকল্পনা
ECONOMIC GROWTH AND PLANNING

১৯

অর্থনীতিক বিকাশ ও পরিকল্পনা
ECONOMIC GROWTH AND PLANNING

[**আলোচিত বিষয় :** অর্থনীতিক উন্নয়ন ও বিকাশ—অর্থনীতিক বিকাশের তত্ত্বসমূহ—পরিকল্পনার কৌশল—ভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনা—অভারসাম্য বিশিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনা—সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা পদ্ধতি: নির্দেশাত্মক পরিকল্পনা—ফরাসী পরিকল্পনা পদ্ধতি: ইঙ্গিতমূলক পরিকল্পনা।]

অর্থনীতিক উন্নয়ন ও বিকাশ
ECONOMIC DEVELOPMENT AND GROWTH

সাধারণত, অর্থনীতিক বিকাশ বা উন্নয়ন শব্দ দুইটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং ইহা দ্বারা দেশের জাতীয় আয়, মাথাপিছু আয়, উৎপাদন ক্ষমতা ও জীবনধারণের মানের ক্রমবিকাশ বা ক্রমোন্নতির প্রক্রিয়া বুঝায়। পুঁজিগঠন ইহার চাবিকাঠি এবং কারিগরি জ্ঞানের বিস্তার ও বৃদ্ধি ও উৎপাদনের উন্নয়নে জাতির ঐকান্তিক কর্মোদ্যম ইহার অত্যাবশ্যক উপাদান।

কিন্তু বর্তমান অর্থবিদ্যায় অর্থনীতিক উন্নয়ন ও বিকাশ বলিতে ঠিক এক জিনিস বুঝায় না। অর্থনীতিক উন্নয়ন বলিতে **'অনুন্নত' বা 'স্বল্পোন্নত' অবস্থা হইতে কোন দেশের অর্থনীতিকে 'উন্নত' স্তরে লইয়া যাওয়া বুঝায়[1]**। আর, অর্থনীতিক বিকাশ বলিতে **'উন্নত' দেশের অর্থনীতিক আরও 'বিকাশ' বা 'উন্নতির' পথে পরিচালিত করা[2] বুঝায়। এই** অর্থনীতিক বিকাশ প্রক্রিয়ার কোন শেষ নাই, উহা এক অন্তহীন পথ-যাত্রা।

১. অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতিক উন্নয়ন*: ইহা অধিকতর কঠিন ও সমস্যাসংকুল। বর্তমান পৃথিবীর বিপুল অঞ্চলের বিরাট জনসমষ্টি প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শাসন মুক্ত হইয়া আজ অবিলম্বে পাশ্চাত্যের অগ্রসর দেশসমূহের সমপর্যায়ে নিজ নিজ অর্থনীতিব উন্নয়ন সাধনে ব্যাকুল। সুতরাং এই প্রকার অর্থনীতিক বিকাশের সমস্যা বর্তমান বিশ্বে প্রধান অর্থনীতিক সমস্যা রূপে পরিণত হইয়াছে।

অর্থনীতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সহিত নানাবিধ জটিল সামাজিক, অর্থনীতিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত পরিবর্তনের প্রশ্ন জড়িত। ইহার একটি দিক হইল, অনর্থনীতিক প্রণোদনার স্থলে অর্থনীতিক প্রণোদনা প্রতিষ্ঠা[3]; চিরাচরিত আচার-আচরণ[4] ও অর্থনীতিক কার্যাবলীর উপর রাজনৈতিক বা ধর্মীয় আধিপত্যের[5] পরিবর্তে, যুক্তিসম্মত আচার-আচরণ, ধ্যানধারণা ও পণ্যোৎপাদনকে অর্থনীতিক কার্যাবলীর মূল ভিত্তিরূপে গণ্য করিবার এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণ পরিমাপের দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ। ইহার ফলে অর্থনীতিক কার্যাবলী

1. Shift from an 'underdeveloped' to a 'developed' economy.
2. The growth of the already 'developed' economy.
* Economic Development of an Underdeveloped Country.
3. Change from non-economic motivation to economic motivation.
4. Habitual or customary ways of behaviour.
5. Political or religious dominance over economic affairs.

সম্পাদনের সহজ সরল সংগঠনের পরিবর্তে জটিল সংগঠনের প্রবর্তন—কেবল পারিবারিক প্রয়োজনের গণ্ডির মধ্যে অর্থনীতিক কার্যাবলী সীমাবদ্ধ রাখিবার পরিবর্তে, সরাসরি দ্রব্যবিনিময় ব্যবস্থার পরিবর্তে, নগদ অর্থের ব্যবহার, ঋণের ব্যবহার ও পুঁজির বাজার ইত্যাদি সমন্বিত 'বাজার-অর্থনীতি' প্রবর্তনের[6] প্রয়োজন হয়। অপরিহার্য রূপেই, ইহার দরুন উৎপাদনের অতি প্রাচীন অদক্ষ কৌশল, সংগঠন ও পদ্ধতির পরিবর্তে অন্যত্র প্রচলিত দক্ষতার উৎপাদন কৌশল, সংগঠন ও পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হয়। ইহা সম্ভব করিবার জন্য দেশে সড়ক, যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থার প্রসার প্রভৃতি **'সামাজিক পুঁজি'**[7] সৃষ্টি বা **অর্থনীতির অন্তর্কাঠামো**[8] গঠনের এবং সরকারী কার্যাবলীর ধরনধারণের উন্নতি ও সম্প্রসারণের প্রয়োজন দেখা দেয়। তাহা ছাড়া, উৎপাদন সংগঠন, ব্যবস্থাপনা ও যোগাযোগ বা সংসরণ কার্যাদিতে জনসাধারণের উচ্চতর দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তা আয়ত্ত করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। ইহার ফলে ক্ষেতখামার, বনাঞ্চল ও খনি অঞ্চলাদি হইতে শহরাঞ্চলে জনস্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তাও দেখা দেয়। পুঁজিগঠন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও কারিগরি জ্ঞানের পরিবর্তনের সহিত এই সকল এবং আরও অন্যান্য বহুবিধ পরিবর্তন ঘটিতে থাকে এবং উহাদের মধ্য দিয়া স্বল্পোন্নত অর্থনীতি উন্নত অর্থনীতিক স্তরের অভিমুখে অগ্রসর হয়।

২. **উন্নত অর্থনীতির অধিকতর বিকাশ**:** ইহার তুলনায় দ্বিতীয় প্রকার অর্থনীতিক বিকাশ প্রক্রিয়াটি অনেক সহজ ও সরল। কারণ তাহাতে দেশে পরিবর্তিত সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে বলিয়া, কেবল অর্থনীতিক হাতিয়ারগুলির সুদক্ষ ব্যবহার দ্বারা উন্নত অর্থনীতিকে আরও বিকাশের পথে পরিচালিত করিতে হয়।

আমরা এবার ভারতের ন্যায় দেশের স্বল্পোন্নত অর্থনীতিক বিকাশের পটভূমিকায় বিবিধ উন্নয়ন কৌশলের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব।

অর্থনীতিক বিকাশের তত্ত্বসমূহ
THEORIES OF ECONOMIC GROWTH

অর্থনীতিক বিকাশের মূল প্রক্রিয়া: অর্থনীতিক বিকাশ-প্রক্রিয়ার মূলে কথা হইল একদিকে দেশের যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মাদির মোট চাহিদার ক্রমাগত প্রসার[9] এবং অন্যদিকে দেশের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মাদির মোট যোগানের অর্থাৎ উৎপাদন ক্ষমতার ক্রমাগত প্রসার[10]। মোট চাহিদা ও মোট যোগান বা উৎপাদন ক্ষমতার এই ক্রমাগত প্রসার দুইটি যদি সমতালে ও অব্যাহত গতিতে চলিতে পারে, তবেই স্বল্পোন্নত স্তর হইতে উন্নত স্তরে এবং উন্নত স্তর হইতে অধিকতর উন্নত স্তরে যে কোন দেশের অর্থনীতির দৃঢ় পদক্ষেপ অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে।

১. **অর্থনীতিক বিকাশের ক্লাসিক্যাল তত্ত্বটি**[11] ছিল এই যে, কেবল দেশের যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রীর মোট উৎপাদন ক্ষমতাটি বাড়াইতে পারিলেই অর্থনীতির বিকাশ ঘটিবে। এজন্য মোট চাহিদার বৃদ্ধি ঘটাইবার কোন ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই, কারণ যোগান তখন নিজেই আপন চাহিদা সৃষ্টি করিয়া লইবে (সে'র বিধির দরুন)। ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের প্রবক্তাদের মধ্যে রিকার্ডোর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। অনেকের মতে, কার্ল মার্ক্সের রচনায় যে বিকাশ তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায় উহাও ক্লাসিক্যাল বিকাশ তত্ত্বের অন্যতম রূপ।

6. Introduction of market economy with money credit and capital market.
7. Social Capital. 8. The Infra-structure of the economy.
** Economic Growth of a Developed Country.
9. Expansion of Aggregate Demand.
10. Expansion of Aggregate Supply or Productive Capacity.
11. Classical Theory of Economic Growth.

২. **অর্থনীতিক বিকাশের কীনসীয় তত্ত্বটিতে**[12] ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের বক্তব্যটি ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হয় বটে (যোগান যে আপনা হইতেই নিজের চাহিদা সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই)। কিন্তু ইহাতে অর্থনীতিক বিকাশের উপায় রূপে উপযুক্ত পরিমাণ চাহিদা সৃষ্টির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করায় যোগানের দিকটি, অর্থাৎ উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টির দিকটি অবহেলিত হইয়াছে।

৩. **অর্থনীতিক বিকাশের সাম্প্রতিক তত্ত্বগুলিতে**, অর্থনীতিক বিকাশকে মূলত শিল্পায়ণের সমস্যারূপে গণ্য করিয়া, পুঁজিগঠনকেই উহার কেন্দ্রবিন্দু রূপে বিবেচনা করা হইয়াছে। ইহার একটি কারণ এই যে, যাবতীয় উপাদানগুলির মধ্যে একমাত্র পুঁজিরই সম্ভবত অসীম সম্প্রসারণ ক্ষমতা রহিয়াছে। দ্বিতীয়ত, ইহা চাহিদা ও যোগান দুই দিকেরই সম্প্রসারণ ঘটাইতে সমর্থ। একদিকে বিনিয়োগ দ্বারা গুণক প্রক্রিয়ায় আয় ও অতিরিক্ত চাহিদা সৃষ্টি ঘটে, অপরদিকে, সমাজের পুঁজির (যন্ত্রপাতির) পরিমাণ বৃদ্ধির দ্বারা ইহা উৎপাদন ক্ষমতা অর্থাৎ দ্রব্যসামগ্রীর মোট যোগান বাড়ায়। এই চিন্তাধারা অনুসরণে সাম্প্রতিক কালে যে সকল সর্বাধুনিক উন্নয়ন বা বিকাশ-তত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে উহাদের মধ্যে অধ্যাপক **ডোমার**[13], অধ্যাপক **হ্যারড**[14] ও অধ্যাপিকা **জোয়ান রবিনসনের**[15] **অর্থনীতিক উন্নয়ন মডেল বা ছকগুলি**[16] আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

অধ্যাপক হ্যারড ও ডোমার যে অর্থনীতিক মডেল বা ছকের সাহায্যে (**হ্যারড-ডোমার মডেল**) উন্নয়ন তত্ত্বটি উপস্থিত করিয়াছেন উহাতে উৎপাদন ক্ষমতা ও কার্যকর চাহিদার পারস্পরিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া দেখান হইয়াছে। আর অধ্যাপিকা যোয়ান রবিনসনের পুঁজি-গঠন তত্ত্বটিতে 'এই খেলার ধনতন্ত্রী নিয়ম'[17] অনুসারে অর্থনীতিক উন্নয়নের মৌলিক প্রকৃতির উপর নূতন আলোকপাত করা হইয়াছে।

ক. ক্লাসিক্যাল পণ্ডিতগণের মত অধ্যাপক হ্যারড ও ডোমার উন্নয়ন প্রক্রিয়াকালে পুঁজিগঠনের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নির্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ উহার দ্বারা যে একযোগে একদিকে আয় সৃষ্টি এবং অপরদিকে নূতন বিনিয়োগের মধ্য দিয়া উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টি ঘটে তাহা দেখাইয়াছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, তাঁহাদের আপন আপন মডেলের উপস্থাপনা ও খুঁটিনাটি বিষয়ে পার্থক্য থাকিলেও মূলত উহারা একই। তাঁহাদের উভয়ের মডেল দুইটির মূল বক্তব্য সংক্ষেপে এই ঃ পূর্ণনিয়োগ বজায় রাখিতে হইলে পূর্ণনিয়োগের স্তরে সঞ্চয় হইতে পুঁজিগঠন (সঞ্চয়=বিনিয়োগ) অপরিহার্য। কিন্তু এই পুঁজিগঠনের দরুন আবার অর্থনীতির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে। সুতরাং প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধি না পাইলে, এই যে অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টি হইবে, উহা অব্যবহৃত থাকিবে এবং উহা অলস-উৎপাদন ক্ষমতা বা অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা বলিয়া গণ্য হইবে। সুতরাং প্রকৃত জাতীয় আয়ের এরূপ বৃদ্ধি দরকার, এবং এ বৎসরের শেষে পুঁজিগঠনের দরুন যে অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টি হইবে উহার ব্যবহার সম্ভব করিবার মত (অর্থাৎ তাহাতে যে অতিরিক্ত উৎপাদন ঘটিবে তাহা সম্পূর্ণ কিনিয়া লইবার মত) পরিমাণে এ বৎসরের তুলনায় আগামী বৎসরের আয় বেশি হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ, একদিকে নূতন বিনিয়োগ দ্বারা সৃষ্ট অতিরিক্ত আয় ও কার্যকর চাহিদার সমতা[18] প্রয়োজন (আয় ও কার্যকর চাহিদা যেন উভয়েই বাড়ে এবং বাড়িয়া পরস্পরের সমান হয়) এবং অপরদিকে, ঐ বিনিয়োগ দ্বারা সৃষ্ট অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতার সহিত ঐ অতিরিক্ত আয় ও কার্যকর চাহিদার সমতা প্রয়োজন (অর্থাৎ বর্ধিত আয়=বর্ধিত কার্যকর চাহিদা=বর্ধিত উৎপাদন ক্ষমতা=বর্ধিত প্রকৃত উৎপাদন)। সুতরাং পূর্ণনিয়োগের ভারসাম্য আয়ের স্তরটি ধরিয়া রাখিতে হইলে কিংবা এমনকি, প্রকৃত জাতীয় আয়ের মসৃণ অব্যাহত বৃদ্ধি অক্ষুণ্ন রাখিতে হইলে,

12. Keynesian Theory of Economic Growth.
15. Evesy Domar.
14. R. F. Harrod.
15. Mrs. Joan Robinson.
16. Growth Models.
17. 'the capitalist rules of the game.'
18. Matching.

বিনিয়োগ দ্বারা সৃষ্ট আয় হইতে কার্যকর চাহিদার যে বৃদ্ধি ঘটে এবং উহার দরুন ব্যয়ের যে বৃদ্ধি ঘটে তাহা আবার ঐ বিনিয়োগ দ্বারা সৃষ্ট অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতার দ্বারা উৎপন্ন, অতিরিক্ত সামগ্রী কিনিয়া লইবার মত যথেষ্ট হওয়া চাই। কিন্তু যদি সমাজের প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা (বা সঞ্চয় অপেক্ষক $=\frac{\Delta s}{\Delta y}$) নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তিত থাকে, তবে, যতই অধিক পুঁজিগঠন ঘটিবে এবং জাতীয় আয়ের স্তরটি তাহাতে যতই অধিক হইবে, ততই আবার নীট বিনিয়োগের মোট পরিমাণটিও আরও বেশি হওয়া চাই, নতুবা একদিকে নবসৃষ্ট আয় ও কার্যকর চাহিদা এবং অপরদিকে নবসৃষ্ট উৎপাদন ক্ষমতা ও নূতন অতিরিক্ত প্রকৃত উৎপাদন, ইহাদের মধ্যে সমতা ঘটিবে না। অতএব, যদি পূর্ণনিয়োগ অক্ষুন্ন রাখিতে হয়, তাহা হইলে, এরূপ ভাবে নীট বিনিয়োগের পরিমাণের বৃদ্ধি ঘটাইতে হইবে যেন তাহাতে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার নির্দিষ্ট সময়কাল ব্যাপী প্রতি পর্যায়ে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতা বজায় থাকে,* সম্ভাব্য উৎপাদন ক্ষমতার[১৯] এবং প্রকৃত জাতীয় আয়ের[২০] বৃদ্ধির মধ্যে ক্রমাগত সমতা[২১] বজায় থাকে। তবেই এই গতীয় ভারসাম্যের পথে** দেশের অর্থনীতির অব্যাহত ক্রমবিকাশ ঘটিবে। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় যে, যে অর্থনীতিতে নূতন পুঁজিগঠন চলিতেছে, উহা একটি বিকাশমান অর্থনীতি এবং এরূপ একটি বিকাশমান অর্থনীতিতে, মোট নূতন বিনিয়োগ বৃদ্ধির কাল-পথ-রেখাটি[২২] ক্রমবর্ধমান (অর্থাৎ যতই দিন যাইবে ততই নূতন বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াইতে হইবে)।

উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রতি ধাপে নবসৃষ্ট আয়, অর্থাৎ যে হারে নূতন আয় সৃষ্টি হইবে তাহা, ঐ সময়ে সঞ্চয়-বিনিয়োগ অনুপাত ও উৎপন্ন-পুঁজি অনুপাত[২৩] (যাহা পুঁজি-উৎপন্ন অনুপাতের বিপরীত)-এর গুণফলের সমান। ইহাকেই উন্নয়ন হার[২৪] বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

[যে কোন নির্দিষ্ট সময়ে (t) অর্থাৎ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রতি ধাপে, সঞ্চয়-আয় অনুপাতটি হইল $\frac{st}{yt}$ (অর্থাৎ যে হারে সঞ্চয় ঘটিতেছে)। সে সময় নবসৃষ্ট অতিরিক্ত আয়টি হইল G অথবা $\frac{\Delta y}{yt}$ (অর্থাৎ যে হারে নূতন আয় সৃষ্ট হইতেছে)। আর উৎপাদন বৃদ্ধি নির্ভর করে উৎপাদন ক্ষমতার অনুপাতের উপর, এবং উৎপাদন ক্ষমতার অনুপাতটি[২৫] $= \frac{\text{উৎপাদনের পরিমাণ (o)}}{\text{পুঁজি (c)}} \left(=\frac{o}{c}\right)$; সুতরাং উৎপাদন বৃদ্ধির হারটি হইল ঐ নির্দিষ্ট সময়ে বিনিয়োগের পরিমাণ (I_t) যাহা অবশ্যই ঐ সময়ে সঞ্চয়ের $\left(\frac{st}{yt}\right)$ সমান হইবে $\left(\text{অর্থাৎ } I_t=\frac{st}{yt}\right)$, ও ঐ সময়ে উৎপাদন ক্ষমতার অনুপাতের $\left(\frac{o}{c}\right)$ গুণফল। ইহা আবার ঐ সময়ে ঐ বিনিয়োগ দ্বারা সৃষ্ট আয়ের সমান $\left(g=\frac{\Delta y}{yt}\right)$ হইবে। অতএব সমগ্র উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সমীকরণটি হইতেছেঃ

$$g=\frac{st}{yt}\cdot\frac{o}{c}.$$

* Time series matching of Savings and Investment.
19. Productive potential. 20. Real national income.
21. 'Continuous matching.' ** Dynamic Equilibrium.
22. Time-path of new investment.
23. Output-Capital Ratio (or the reciprocal of capital output ratio).
24. The Growth Rate. 25. Productivity Ratio.

(অর্থাৎ উন্নয়ন হার বা আয় বৃদ্ধির হার = $\frac{\text{সঞ্চয়}}{\text{আয়}} \times \frac{\text{উৎপন্নের পরিমাণ}}{\text{পুঁজি}}$)। ইহাই প্রখ্যাত হ্যারড-ডোমার সমীকরণের অতি সরলীকৃত রূপ[২৬]। অর্থাৎ যদি দেশে উৎপন্ন-পুঁজি অনুপাতটি ১:৪ বা ¼ হয় (অর্থাৎ ১ একক দ্রব্য উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টি করিতে যদি ৪ একক পুঁজি লাগে), এবং দেশে যদি প্রতি বৎসর ৫% হারে আয় (g) বাড়াইতে হয়, তবে প্রতি বৎসর জাতীয় আয়ের ২০% সঞ্চয় করিতে হইবে (কারণ, $g = \frac{st}{yt} \times \frac{o}{c}$,

সুতরাং $\frac{৫}{১০০} = \frac{st}{yt} \times \frac{১}{৪}$, $\therefore \frac{st}{yt} = \frac{৫}{১০০} \times \frac{৪}{১} = \frac{২০}{১০০} = ২০\%$)]।

হ্যারড-ডোমার সমীকরণের প্রধান গুণ এই যে, ইহা খাঁটি স্বতঃস্ফূর্ত উন্নয়নের এক তত্ত্বগত কাঠামো[২৭] উপস্থিত করিয়াছে। ইহা একথাও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেয় যে, যদি অর্থনীতির অগ্রগতি ঘটাইতে হয় এবং উন্নয়নের বাধাগুলি ভাঙিতে হয় তবে উহার উন্নয়নের গতিবেগ বাড়াইতে হইবে, কারণ উহার বিলম্ব করিবার সময় নাই। কিন্তু ইহার অন্যান্য ত্রুটি ছাড়াও (যেমন, উহার বিভিন্ন অংশগুলি এরূপভাবে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল যে তাহাতে বাহিরের কোন শক্তির অর্থাৎ, রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নাই। এবং ইহা একটি এক-উপাদান-নির্ভর সমীকরণ, ইহাতে শ্রমের, জমির, উদ্যোক্তার ভূমিকা অবহেলা করা হইয়াছে এবং আয়ের বৃদ্ধিকে কেবল পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধির বা পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল করা হইয়াছে)। ইহার সর্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি এই যে, পরিকল্পনা কালে ভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়নের ক্ষেত্রে (যখন ভোগ, বিনিয়োগ এবং আয় একই হারে বাড়িতেছে) ইহা প্রযোজ্য, কিন্তু অভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়নের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য নহে। কারণ, সে সময় সঞ্চয়-আয় অনুপাত ও উৎপন্ন-আয় অনুপাত দুইটির পরিবর্তন ঘটিবার সম্ভাবনা।

খ. অধ্যাপিকা **যোয়ান রবিনসন** তাঁহার **মডেলটিতে** পুঁজিগঠনকে সুস্পষ্টভাবেই মুনাফা-মজুরি অনুপাত $\left(\frac{\text{মুনাফা}}{\text{মজুরি}}\right)$ এবং শ্রম-উৎপাদন ক্ষমতার[২৮] উপর নির্ভরশীল করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার বিশ্লেষণটি বাস্তবের বাজার অর্থনীতির নিকটবর্তী হইয়াছে।

অধ্যাপিকা রবিনসনের মতে, ধনতন্ত্রী ব্যবস্থায় পুঁজিগঠনের হার নির্ভর করে পুঁজির মালিকদের বিনিয়োগ কার্যাবলীর উপর এবং পুঁজিগঠনই ধনতন্ত্রী অর্থনীতির মুখ্য চালিকাশক্তি। অতএব, পুঁজির মালিকগণের বিনিয়োগের উপরই অর্থনীতিক বিকাশের হারটি নির্ভর করে। সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যদিও সমাজের সকল শ্রেণীই কিছু না কিছু সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলেও পুঁজির মালিকগণ যে মুনাফা উপার্জন করে তাহাই সমাজে সঞ্চয়ের সর্বপ্রধান উৎস। বেতন ও মজুরিভোগী ব্যক্তিরা সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করিলেও তাহাদের সঞ্চয় প্রবণতা কম বলিয়া, তাহাদের সঞ্চয়ের পরিমাণ অত্যন্ত অল্পই হয়। তাঁহার তত্ত্বের অনুমিত শর্তাবলী তিনটি : (১) মজুরিভোগীরা তাহাদের আয়ের সমস্তটাই ভোগের জন্য ব্যয় করে। (২) মুনাফাভোগীরা তাহাদের মুনাফাজাত আয়ের সমস্তটাই সঞ্চয় ও বিনিয়োগ করে। (৩) একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে পুঁজি ও শ্রম একটি স্থির অনুপাতে নিয়োজিত হয়। সুতরাং তাঁহার মডেলটিতে সমগ্র অর্থনীতিটি দুইটি ক্ষেত্রে বিভক্ত[২৯], একটি পুঁজির মালিকগণকে লইয়া এবং

26. Over-simplified version of the Harrod-Domar Equation.
27. 'It represents a theoretical structure for purely spontaneous growth.' New Horizons In Planning. Alok Ghosh.
28. Labour productivity. 29. Two-Sector Model.

অপরটি মজুরি ও বেতন ভোগিগণকে লইয়া গঠিত। শ্রমিক ও বেতনভোগিগণ তাহাদের আয়ের সমস্তটাই ভোগব্যয় করে বলিয়া, যে পরিমাণ মুনাফা ও বিনিয়োগ ঘটে উহারা পরস্পরের সমান হয়[30]। বিনিয়োগকারীরা সকলে মিলিয়া যাহা বিনিয়োগ করে তাহাই তাহাদের মুনাফার পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া দেয়। এই পরিস্থিতিতে, সমাজে বিনিয়োগের ঊর্ধ্বতম সীমা নির্দিষ্ট হইবে শ্রমিকগণ তাহাদের যে ন্যূনতম প্রকৃত মজুরির স্তর দাবি করিবে উহার দ্বারা (কারণ ঐ পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রীই বিক্রয় হইবে এবং তদনুযায়ী বিনিয়োগের প্রয়োজন হইবে, উহার বেশি নহে)। ঐ ঊর্ধ্বতম বিনিয়োগ সীমাকে **'মুদ্রাস্ফীতির বাধা'**[31] বলা যায়। ঐ সীমারেখার মধ্যে আর যে নিম্নতর এবং দুর্বলতর বাধা থাকে, তাহা হইল অর্থসংস্থানের বাধা, উৎপাদন ক্ষমতার বাধা, আর্থিক নানা বিষয়ের বাধা, এবং বিদেশী লেনদেনের উদ্বৃত্তের বাধা। ঊর্ধ্বতম বাধার নিচে অবস্থিত নিম্নতর বাধাগুলিকে যখন যতটা অতিক্রম করা যায় তখন সে পরিমাণে অর্থনীতির অগ্রগতি বা বিকাশ ঘটে (উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে)। ঐ সকল বাধা অতিক্রম করা না করা নির্ভর করে উদ্যোক্তাগণের শক্তি, উদ্যম ও উৎসাহের উপর। যদি নূতন নূতন উদ্ভাবন মসৃণ গতিতে ঘটিতে পারে, তবে ঐ সকল বাধা অতিক্রম করা সুসাধ্য হয়। যদি এই অবস্থায় কারিগরি কৌশলের অগ্রগতি কোন বিঘ্ন সৃষ্টি না করে, সঞ্চয়ের অনুপাত যদি অপরিবর্তিত থাকে, মজুরিভোগীদের ন্যূনতম ভোগের মান অনুসারে সমাজে যে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয়, উন্নয়নের জন্য উহার অধিক হারে যদি বিনিয়োগের প্রয়োজন না হয় এবং যদি নিখুঁত ভাবে বিনিয়োগ হারের সহিত পুঁজিসম্ভারের[32] সামঞ্জস্য ঘটান সম্ভব হয়, তবে উন্নয়নের যে অবস্থা দেখা দিবে তাহাকে **'স্বর্ণযুগ'**[33] বলা যাইতে পারে।

'স্বর্ণযুগ' বলিতে, যে সময়ে প্রয়োজনীয় উন্নয়ন হার[34] ও স্বাভাবিক বা প্রকৃত উন্নয়ন হার[35] পরস্পরের সমান হয় (ভারসাম্য অবস্থা) তাহাই বুঝায়। এজন্য যাহা সর্বাপেক্ষা বেশি প্রয়োজন তাহা হইল মুনাফা ও মজুরির সম্পর্ক[36]। কোন দেশের অর্থনীতি এই 'স্বর্ণযুগের' ভারসাম্য পথে অগ্রসর হইতে পারিবে কি না তাহা উহার মুনাফা-মজুরি সম্পর্কের উপর নির্ভর করে। অধ্যাপিকা রবিনসনের মতে, ধনতন্ত্র 'খেলার' নিয়ম অনুসারে, মুনাফার হারের তুলনায় (অর্থাৎ পুঁজির দামের তুলনায়) ও শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতার তুলনায় প্রকৃত মজুরির হার (অর্থাৎ শ্রমের দাম) না কমিলে পুঁজিগঠন বাড়িতে পারে না। সুতরাং তাঁহার মূল বক্তব্য এই যে, স্বল্পোন্নত দেশগুলির পক্ষে, ধনতন্ত্রের পথে এইরূপ উন্নয়নের চেষ্টা করা অপেক্ষা (কারণ তাহাতে **অর্থনীতিক উন্নয়নের সহিত প্রকৃত মজুরির হার কমিবে**), কীনসীয় পদ্ধতিতে, 'স্বয়ম্ভূত' বিনিয়োগের ক্রমাগত দ্রুত বর্ধমান পরিমাণ অব্যাহত রাখিবার জন্য ফিস্ক্যাল-আর্থিক নীতিসমূহের সাহায্য গ্রহণ করিয়া সরকারী-বেসরকারী মিশ্র ধনতন্ত্রী অর্থনীতিক উন্নয়নের পথে অগ্রসর হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

অর্থনীতিক উন্নয়নের এই সকল তত্ত্ব, মডেল বা ছকের আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, উহাদের কোনটিই কারিগরি কৌশল বা প্রযুক্তি বিদ্যাকে[37] অর্থনীতিক উন্নয়নের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলিয়া গণ্য করে না। বরং উহাদের সকল গুলিতেই সমস্যাটির চাহিদা ও যোগানের দিক দুইটির উপর আলোকপাত করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। উন্নয়নের সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির মধ্যে সরল সম্পর্ক অনুমানের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করিয়া উহারা অর্থনীতিক উন্নয়নের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি অনুসন্ধানের চেষ্টা করিয়াছে। তবে অন্যান্য কথা বাদ দিলেও, এই আলোচনা হইতে একটি বিষয় পরিষ্কার হয় যে, স্বল্প পুঁজি

30. *Ex post* profits and *ex post* investment are equal.
31. Inflation barrier. 32. Stock of Capital. 33. The Golden Age.
34. Warranted Rate of Growth (Gw).
35. Natural Rate of Growth (Gn). 36. Profit-wage relation.
37. Technology.

ও অধিক জনসংখ্যায় পীড়িত যে কোন অনুন্নত দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নের জন্য পুঁজি-গঠনের হারের দ্রুত বৃদ্ধি প্রয়োজন। ইহার অর্থ এই যে, অতীতের তুলনায় অধিকতর উন্নয়ন হার লাভের জন্য এই সকল দেশে কিছুকালের জন্য **অভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়ন প্রয়োজন** হইতে পারে। অতএব এসকল দেশের জন্য সেরূপ **সাহসী অর্থনীতিক পরিকল্পনা** প্রয়োজন।

পরিকল্পনার কৌশল
PLANNING TECHNIQUES

অর্থনীতিক পরিকল্পনার মূলগত উদ্দেশ্য ও কৌশল দুই প্রকারের হইতে পারে: একটি হইল **'ভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়নের পরিকল্পনা'**[38], অপরটি হইল **'অভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়নের পরিকল্পনা'**[39]।

'ভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়নের পরিকল্পনায়' দেশের সকল অর্থনীতিক ক্ষেত্রগুলির এরূপ সুসম-উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হয়, যাহাতে ভোগ, বিনিয়োগ ও আয় সমহারে বাড়িতে পারে।

'অভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়নের পরিকল্পনা'য় পরিকল্পনা কালে ভোগের হার বৃদ্ধির অপেক্ষা অধিক হারে আয় বৃদ্ধির এবং আয় বৃদ্ধির হার অপেক্ষা অধিক হারে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়, ইহাতে অভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়ন প্রক্রিয়া সক্রিয় হয়।

ভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনার তত্ত্বটির আসল ভিত্তি হইল বাণিজ্যচক্রজনিত অর্থনীতিক মন্দার কীনসীয় বিশ্লেষণ। উন্নত অর্থনীতিতে, মন্দার সময় যে স্বল্পতর নিয়োগের ভারসাম্য[40] দেখা দেয়, তাহাতে মন্দা কাটাইয়া উঠিবার জন্য কার্যকর চাহিদার যে বৃদ্ধি প্রয়োজন, তাহা একটি বা দু'টি শিল্পের উৎপাদন ও নিয়োগ বৃদ্ধির দ্বারা ঘটান সম্ভব নয় বলিয়া, একযোগে সকল শিল্পগুলির উৎপাদন বৃদ্ধি প্রয়োজন হয়, তবেই, উহারা নিয়োগ বৃদ্ধির দ্বারা পরস্পরের পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি করিয়া মোট আয় ও কার্যকর চাহিদা বাড়াইতে এবং উহার মধ্য দিয়া মন্দা কাটাইয়া উঠিতে সমর্থ হয়। এই তত্ত্বটি মন্দার সংকটে পতিত উন্নত দেশের পক্ষে প্রযোজ্য হইলেও, স্বল্পোন্নত অর্থনীতির অচলায়তন ভাঙ্গিবার পক্ষে ইহা যথোপযোগী নয়। কারণ, উন্নত দেশের মন্দার ভারসাম্য এবং স্বল্পোন্নত বা অনুন্নত দেশের অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত ভারসাম্যে মূলগত পার্থক্য বর্তমান। প্রথমত, উন্নত দেশে মন্দার সময়ে সকলে মানসিকভাবে পুনরুন্নতির জন্য সাগ্রহে অপেক্ষমান থাকে এবং তাহারা জানে যে, শীঘ্রই হোক বা বিলম্বেই হোক উহা আসিবে। কিন্তু অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশে জনমানসে সে প্রস্তুতি থাকে না। দ্বিতীয়ত, বস্তুগত ভাবেও মন্দার সময়ে উন্নত দেশে উপাদানগুলি অব্যবহৃত থাকে বটে কিন্তু উহাদের অস্তিত্ব থাকে। কিন্তু অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশে দক্ষ শ্রমশক্তি ইত্যাদি অনেক উপাদানেরই অভাব বর্তমান।

ভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনার সমর্থকগণ অবশ্য বলেন যে, অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশে ভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনায়, 'জোরে ধাক্কা দেওয়ার জন্য'[41] কতকগুলি বড় বড় প্রকল্প একযোগে শুরু করিলেই চলে। কিন্তু পরিকল্পনাটিতে যদি মূলগত ভাবে ভারসাম্যমূলক উন্নয়নের ব্যবস্থা থাকে, তবে, উহার লেজুড় হিসাবে কতকগুলি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধভাবে এইরূপ জোরে ধাক্কা দেওয়া বিশেষ ফল প্রসব করে না। নূতন বিনিয়োগের হার যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধির জন্য স্বল্প সঞ্চয় হার বিশিষ্ট অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশগুলির পক্ষে অত্যন্ত প্রাথমিক ভাবেও, অভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনার পথে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন আছে।

এই সকল দেশগুলিতে আয়ের স্তর অত্যন্ত কম বলিয়া সঞ্চয় হারও অত্যন্ত অল্প, ইহার উপর ভারতের মত দেশে ডুসেনবেরী-'প্রদর্শন প্রভাব' যেখানে বর্তমান, তথায় আগামী

38. Planning with Balanced Growth.
39. Planning with Unbalanced Growth.
40. Underemployment Equilibrium. 41. 'Big push.'

ভবিষ্যতেও, বর্ধিত আয়ের অধিকাংশ ভোগের জন্য ব্যয় হইবার আশংকা থাকায়, **সঞ্চয় হার** স্বল্প থাকিয়া যাইবে বলিয়াই ধরা যাইতে পারে। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে **অভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনার** 'অসাধারণ কৌশল'[42] গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর নাই। **ইহার মূলগত বৈশিষ্ট্য** হইল, ভারী শিল্পগুলির উন্নয়নের উপর অপেক্ষাকৃত অধিক গুরুত্ব আরোপ। ইহাতে ভারী ও মূল শিল্পগুলি ও ভোগ্যপণ্য শিল্পগুলির অভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হয়। ভারী শিল্পগুলির অধিকতর উন্নয়নের ফলে দুই প্রকার বাহ্যিক ব্যয়সংকোচের সুবিধা ঘটিবে,—(১) এই শিল্পগুলি পরস্পরের বিকাশে সাহায্য করিবে ও উহার মধ্য দিয়া সমগ্র অর্থনীতিকে দ্রুততর বেগে উন্নয়নের পথে চালনা করিবে; এবং, ইহাদের ক্ষেত্রে অধিক বিনিয়োগের দরুন মূল ও বুনিয়াদী শিল্পে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িবে। ইহা ছাড়া এই শিল্পগুলির উন্নয়ন আবার বাজারের সম্প্রসারণ ঘটাইবে। প্রথমত, অভ্যন্তরীণ বাজারের বিস্তার ঘটিবে, এবং দ্বিতীয়ত, ভোগ্যপণ্য শিল্পগুলির প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির উৎপাদন বাড়িলে, পরে উহাদেরও উৎপাদন-ব্যয় কমিবে। ফলে পরবর্তীকালে ভোগ্যপণ্য শিল্পগুলির সম্প্রসারণও দ্রুততর হইবে। সামগ্রিক ভাবে ইহাতে অর্থনীতির একটি শক্ত সমর্থ পুঁজিভিত্তি[43] সৃষ্টি হইবে এবং তাহা পরবর্তী দ্রুততর অর্থনীতিক উন্নয়নের গতিবেগ ধারণে সক্ষম হইবে। ফলে কিছুকাল পরে[44] ভোগ্যপণ্য শিল্পগুলির উন্নয়ন হারও বাড়িয়া ভারীশিল্পের সমপর্যায়ে পরিণত হইবে এবং তাহার পর হইতে সমগ্র অর্থনীতিতে ভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়ন সম্ভব হইবে। ইহার অর্থ এই যে. এখন অভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়ন ঘটিলেও, উহার দরুন নির্দিষ্ট কাল পরে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন হারের সমতা প্রতিষ্ঠিত হইবে, উন্নয়নের সামগ্রিক হার, আয়, এবং সঞ্চয় হার, সকলই বাড়িবে। সুতরাং, ভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনার দ্বারা যাহা সম্ভব, তাহার তুলনায় অভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনার অসাধারণ কৌশলের দ্বারা, অনেক অল্প সময়ের মধ্যে আমরা অনেক বেশি সামগ্রিক ভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়ন হার লাভে সমর্থ হইব। ভারতের দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই পদ্ধতিই অনুসৃত হইয়াছিল, এবং সোভিয়েত রাশিয়াই প্রথম এইরূপ উন্নয়ন কৌশলের সফল প্রয়োগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিল।

এই পদ্ধতির অবশ্য একটি বিপদ আছে যে, ইহাতে ভারী শিল্পগুলিতে অধিকতর বিনিয়োগে যে আর্থিক আয় সৃষ্টি হইয়া কার্যকর চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি করিবে, ভোগ্যপণ্য শিল্পগুলিতে স্বল্পতর বিনিয়োগের দরুন, ভোগ্যপণ্যের স্বল্পতর উৎপাদন বৃদ্ধি ঐ বর্ধিত কার্যকর চাহিদা তৃপ্ত করিতে সক্ষম হইবে না বলিয়া দেশে মুদ্রাস্ফীতির চাপ সৃষ্টি হইতে পারে। সেজন্য, অবশ্য একদিকে অধিক মুদ্রাস্ফীতিকাতর ভোগ্যপণ্য শিল্পগুলিতে অলস উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া ও যন্ত্রপাতির পরিপূর্ণ ব্যবহার দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ ভোগ্যপণ্যগুলির উৎপাদন সর্বাধিক সম্ভব বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে, এবং অপর দিকে, কঠোরভাবে আর্থিক ও ফিস্‌ক্যাল অস্ত্রগুলি ব্যবহার করিয়া মুদ্রাস্ফীতির চাপ সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে। এইভাবে দেশে ভোগের পরিমাণ সীমাবদ্ধ রাখিয়া, উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির দরুন যে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হইবে তাহা দ্বারা পুঁজিদ্রব্য শিল্পগুলির দ্রুত বিকাশের ব্যবস্থা করিতে হইবে। অবশ্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সর্বাত্মক শক্তির পক্ষে ইহা যত কার্যকরভাবে সম্ভব, গণতান্ত্রিক ও মিশ্র ধনতন্ত্রী ভারতে (বেসরকারী উদ্যোগের অস্তিত্ব মানিয়া লইবার দরুন) উহা তত কার্যকর হইবে না, ফলে ইহা অধিকতর সময়সাপেক্ষ হইবে। তবে ভারতের দুইটি অতিরিক্ত সুবিধা আছে। প্রথমত, দেশে স্বর্ণ ও রৌপ্যের যে মোট ৫০০০ কোটি টাকার উপর গোপন সঞ্চয় বর্তমান (১৯৫৭-৫৮ সালের দাম অনুসারে) তাহা যেমন দেশের সঞ্চিত একটি উদ্বৃত্তের দৃষ্টান্ত, তেমনি অপর উদ্বৃত্তটি হইতেছে দেশের অব্যবহৃত ও

42. Extraordinary technique. 43. Capital base.
44. After a time lag.

অপব্যবহৃত বিপুল শ্রমশক্তি। ইহাদের যথাযথ ব্যবহারে উন্নয়ন হার যথেষ্ট বাড়ান সম্ভব এবং তাহাতে সক্ষম হইলে তদনুপাতে, উন্নয়ন কালে ভোগ সংকোচনের দরুন মানুষের কষ্টও লাঘব হইতে পারে।

সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা পদ্ধতি : নির্দেশাত্মক পরিকল্পনা
SOCIALIST PLANNING : PLANNING BY DIRECTION

১. সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কাল হইতে পরিকল্পিত উন্নয়নের যে কৌশল অবলম্বন করা হয় তাহা 'অভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়ন' পরিকল্পনার কৌশল। প্রথম পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগের ৮৬% ভারী শিল্পগুলিতে এবং ১৪% ভোগ্যপণ্য শিল্পগুলিতে বিনিয়োগ করিয়া ক্রমে পরিকল্পনা কালে ভারী শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ আরও বাড়ান হয় এবং এই ভাবে সর্বাধিকসম্ভব গতিতে অর্থনীতিক উন্নয়ন লাভ করা হয়। ইহাতে সে সময় ভোগ্যপণ্য শিল্পের সম্প্রসারণ স্বভাবতঃই কম হয় এবং ভোগ্যপণ্যের অভাবে দেশবাসীকে সবিশেষ পরিমাণে ভোগদমন করিয়া চলিতে হওয়ায় জীবনযাত্রার মানের উপর চাপ পড়ে। স্বভাবতঃই ভারতের বর্তমান সামাজিক-অর্থনীতিক কাঠামোতে সম্পূর্ণভাবে সোভিয়েত পরিকল্পনা পদ্ধতি অনুসরণ করা সম্ভব না হইলেও, মূল কৌশলটির উপযোগিতা সম্পর্কে সন্দেহ নাই।

সোভিয়েত রাশিয়ায় ঐ পরিকল্পনা কৌশলের ফলাফলও লক্ষ্যণীয়। ১৯১৩ সালের তুলনায় ১৯৫০ সালে (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহ ক্ষতির পরেও) ইস্পাতের উৎপাদন ৫৪৯%, খনিজ তৈলের উৎপাদন ৩২০% এবং কয়লার উৎপাদন ৭৯৯% বৃদ্ধি পাইয়া ছিল। তুলনায়, ভোগ্যপণ্য শিল্পগুলিতে সুতী বস্ত্রের উৎপাদন ৭৫%, পশম বস্ত্রের উৎপাদন ৭৯% এবং খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৫৬% বাড়িয়াছিল। সুতরাং মূলগত কৌশলরূপে সোভিয়েত রাশিয়া যে ভোগের স্তর নিচে রাখিয়া অভাবসাম্যবিশিষ্ট পরিকল্পনার দ্বারা পুঁজিদ্রব্য শিল্পের সম্প্রসারণ মারফত সর্বাপেক্ষা কম সময়ের মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণে অথনীতিক উন্নয়ন তথা জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ঘটাইতে সমর্থ হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

২. কৌশল নির্ধারণের পরবর্তী সমস্যা হইতেছে বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে উপকরণাদি বিলিবণ্টনের সমস্যা। সোভিয়েত পরিকল্পনায় যে পদ্ধতিতে ইহা করা হয় তাহাকে 'ব্যালান্স শীট প্ল্যানিং'[৪৫] বলা যায়। বিভিন্ন পর্যায়ক্রমে উপকরণসমূহের এই বিলিবণ্টনের কাজটি সম্পাদন করা হয়। প্রথমে ভারী শিল্প, ভোগ্যপণ্য শিল্প, সামরিক শিল্প ইত্যাদির মধ্যে মোট উপকরণের বিলিবণ্টন ঘটে। তাহার পর ঐ সকল শিল্পগুলির অন্তর্গত বিভিন্ন শাখায় আবার বিলিবণ্টনের উপবিভাগ চলে। প্রসংগত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সোভিয়েত রাশিয়ায় কোন একটি শিল্প প্রকল্পে হাত দেওয়া হইবে কি না, তাহা দুইটি বিষয়ের বিবেচনার দ্বারা স্থির হয়। প্রথমত, উহার উৎপাদন খরচ সর্বনিম্ন হইবে কি না, দ্বিতীয়ত, উহা অবিলম্বে প্রাপ্তব্য উপকরণাদি ব্যবহারে সক্ষম কি না। এইরূপ আপেক্ষিক কার্যকারিতার মাপকাঠিতে (বিনিয়োগের মাপকাঠি) প্রকল্প বাছাই করা হইয়া থাকে।

৩. স্বভাবতঃই এরূপ অভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনা যথাযথভাবে প্রণয়ন ও রূপদানে কোন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সংস্থা এবং উহার এবিষয়ে সর্বময় কর্তৃত্ব যেমন প্রয়োজন তেমনি রাষ্ট্রের পক্ষ হইতেও পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য ভোগ ও অন্যান্য নানারূপ কার্যাবলীর কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হয়। রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ এবিষয়ে যথেষ্ট সহায়ক শক্তিরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। এবং এই কারণেই মিশ্র ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সোভিয়েত ধরনের পরিকল্পনা উপযোগী কি না সে বিষয়ে

45. Balance Sheet Planning.

সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে। কারণ পরিকল্পনায় নিম্নতর সংস্থা, সংশ্লিষ্ট শিল্প ও বিভাগ সমূহের কর্তা ব্যক্তি প্রভৃতিগণের সহিত পরামর্শ করা হইলেও প্রতি ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার থাকে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের উপর। এবং এইরূপ কেন্দ্রীভূত অর্থনীতিক পরিকল্পনা স্বভাবতঃই বিকেন্দ্রীত মিশ্রধনতন্ত্রী ব্যবস্থায় কার্যকর করিতে হইলে বেসরকারী উদ্যোগের স্বাধীনতা সবিশেষ ক্ষুণ্ণ করিতে হয়, নতুবা, বেসরকারী উদ্যোগের স্বাধীনতা বজায় রাখিতে গেলে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত পরিকল্পনার রূপায়ণে সাফল্যের সম্ভাবনা অনিশ্চিত হইয়া পড়ে।

ফরাসী পরিকল্পনা কৌশল : ভারসাম্য উন্নয়নের সুষম সহযোগিতামূলক পরিকল্পনা : ইংগিতমূলক পরিকল্পনা

FRENCH PLANNING : HARMONIOUS CO-OPERATIVE PLANNING FOR BALANCED GROWTH : INDICATIVE PLANNING

অগ্রসর ধনতন্ত্রী দেশের পক্ষে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ অথবা সরকারী কড়াকড়ি নিয়ন্ত্রণ ব্যতিরেকে কিভাবে পরিকল্পিত পথে অর্থনীতিক উন্নয়ন ঘটিতে পারে, ফরাসী পরিকল্পনা কৌশল উহার দৃষ্টান্তস্বরূপ।

ফরাসী পরিকল্পনা কৌশলের মূল বৈশিষ্ট্য হইল,—(১) ইহাতে একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা দপ্তর আছে, কিন্তু উহার কর্মীসংখ্যা সীমাবদ্ধ এবং পরিকল্পনা প্রণয়নে উহার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নাই। (২) প্রথমে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা দপ্তর এবং অর্থ মন্ত্রিদপ্তরের অর্থনীতি শাখা মিলিত ভাবে একটি পরিকল্পনার খসড়া (সাধারণত ৪ বৎসরের) প্রস্তুত করে এবং তাহাতে আগামী পরিকল্পনায় লক্ষ্য হিসাবে একটি উন্নয়ন হারের[৪৬] উল্লেখ করা হয়। পরিকল্পনা দপ্তরের কর্মীরা ঐ উন্নয়ন হার অনুসারে মোট উৎপাদন এবং বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদনগুলি অনুসারে তখন প্রয়োজনীয় মোট বিনিয়োগ ব্যয়, সরকারী ব্যয় এবং বিদেশী লেনদেনের উদ্বৃত্তের দেনা পাওনার হিসাব প্রস্তুত করে। মোট সম্ভাব্য উৎপাদন হইতে এই ব্যয়গুলি বাদ দিলে যাহা থাকে, তাহাই জনসাধারণের ভোগের (অর্থাৎ ভোগব্যয়ের) পরিমাণ বলিয়া গণ্য হয়। (৩) উহার পর তদনুযায়ী বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদন লক্ষ্য নির্দিষ্ট হয় এবং এই সকল বিবিধ হিসাব সমন্বিত খসড়াটি তখন ২৫টি কমিশন, ও বহুসংখ্যক উপদেষ্টা সমিতিতে আলোচিত হয়। এই সকল উপদেষ্টা সমিতি বিভিন্ন শিল্পের মালিক, শ্রমিক প্রতিনিধি, ও কারিগরি ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞ লইয়া গঠিত হয়। (৪) এই সকল আলোচনার পরে বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদন লক্ষ্যের পরিবর্তন তো বটেই, এমনকি প্রস্তাবিত উন্নয়ন হারেরও পরিবর্তন ঘটিতে পারে। উপদেষ্টা কমিটিগুলির প্রধান বিচার্য বিষয় থাকে যে, খসড়া পরিকল্পনায় উল্লিখিত উন্নয়ন হারটি কার্যত অভ্যন্তরীণ উপকরণাদির ভিত্তিতে বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হইবে কি না। (৫) উহার পর বিবিধ পরামর্শাদি ও মন্তব্য সহ খসড়া পরিকল্পনাটি পরিকল্পনা দপ্তরে ফেরৎ পাঠান হয় এবং পরিকল্পনা দপ্তরের কর্মীরা তখন পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ দান করে। (৬) চূড়ান্ত পরিকল্পনা রচিত হইবার পর উহা রূপায়ণের জন্য কোন সরকারী প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের সাহায্য না লইয়া পরোক্ষভাবে সরকারী আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য প্রদানের মারফত পরিকল্পনানুযায়ী লক্ষ্য লাভে সহযোগী শিল্পগুলিকে উৎসাহিত করা হয়। আর যে সকল শিল্প বা প্রতিষ্ঠান পরিকল্পনার সহিত সহযোগিতায় ইচ্ছুক নহে, উহারা সে সকল রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা হইতে বঞ্চিত হয়। সুতরাং ফরাসী পরিকল্পনা সরাসরি রুশ-পরিকল্পনার মত বাধ্যতামূলক নহে। বরং উহা রূপায়ণের জন্য বিভিন্ন বেসরকারী শিল্প ও প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। এজন্য ইহাকে সহযোগিতামূলক সুষম উন্নয়ন পরিকল্পনা বলা হইয়াছে।

46. Growth rate.

ফরাসী পরিকল্পনার সপক্ষে ইহা দাবি করা হয় যে, ইহাতে সরকার উপর হইতে কর্তৃত্ব জারি না করিয়া শিল্পগুলির সহযোগিতার ভিত্তিতে পরিকল্পনা রূপায়ণের চেষ্টা করে বলিয়া, বাস্তবে উন্নয়ন হারটি অধিক হইতে পারে। কারণ মালিক শ্রমিক ও সংশ্লিষ্ট সকলের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করায় পরিকল্পনা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলের আগ্রহ বাড়ে এবং তাহা কর্মোদ্যম সৃষ্টিতে সাহায্য করে। দ্বিতীয়ত, দেশের সীমাবদ্ধ উপকরণগুলির অধিকতর সন্তোষজনক ব্যবহার ঘটে বলিয়াও দাবি করা হয়। কারণ, সকলের সহযোগিতা ও পরামশ অনুসারে লক্ষ্যগুলি স্থির হওয়ায় শিল্পগুলির প্রয়োজনীয় উপকরণের বিলিবন্টন যথাযথভাবে ঘটিতে পারে। ইহার ফলে উন্নয়ন বেগ বৃদ্ধি পাইতে পারে এবং তাহা আরও সুশৃংখলজনক হইতে পারে।

তবে ইহার অসুবিধাও আছে। ইহাতে পরিকল্পনার পশ্চাতে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন থাকিলেও, সংখ্যালঘিষ্ঠের সমালোচনা ও সন্দেহ অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে এবং সে কারণে উহাদের সহযোগিতা হইতে পরিকল্পনার রূপায়ণ বঞ্চিত হইতে পারে। দ্বিতীয়ত, ইহা স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে, যেখানে অভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়নের প্রতি প্রবল সমর্থন রহিয়াছে, উপযুক্ত কি না, সে বিষয়েও বিলক্ষণ সন্দেহ রহিয়াছে। তৃতীয়ত, অধ্যাপক উইলসন[৪৭] প্রমুখ কাহারও কাহারও ধারণা যে, ফরাসী পরিকল্পনা উহার সাফল্যের জন্য শিল্পে কার্টেল জাতীয় একচেটিয়া কারবারগুলির উপর নিভরশীল যদি নাও হয়, তাহা হইলেও, উহা বিশেষভাবেই কার্টেল গঠনে উৎসাহ দানের কারণ হইতে পারে। চতুর্থত, ইহাতে যে সরকারী নিয়ন্ত্রণ একেবারেই নাই তাহা নহে, উহা বিলক্ষণ বতমান। তবে, উহা প্রত্যক্ষ ও দৃষ্টিগোচর নহে।